শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

গৃহস্থ

মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(সন ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক হইতে ১৩১৮ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত)

ইণ্ডিয়া প্রেস।

প্রিণ্টার—শ্রীলালমোহন মল্লিক।

২৮ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা

গৃহস্থের পরিশিষ্ট

স্বপ্ন রাজ্যে।

অনন্তের কেন্দ্র মাঝে সদা তুমি আমি, আর আমি তব দাস,
মোহ-ঘুমে সদাই ঘুমাই, স্বপ্নে সদা কত সুখ-নীরে ভাসি

(ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রদ. ... নিকট প্রাপ্ত।

সনাতনধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি-প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ ॥

নববর্ষে মঙ্গলাচরণ।

ওঁ

সহনাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।
॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি ওঁ ॥

পবিত্র প্রণবমূর্ত্তি, গুরো, পরাৎপর,
পদে তব নমস্কার। তুমিই শঙ্কর।
রক্ষা কর দয়াময়—দেখো হে সদাই
আসুরী সম্পদে যেন ছুটিয়া না যাই।
আনন্দ-চিন্ময়-রসে করিয়া ভাবিত
কর হেন, যেন হই আত্মতত্ত্বে স্থিত।
ভুঞ্জি সে পরমানন্দ—তোমারে হেরিয়া
থাকি যেন নিশিদিন বিভোর হইয়া।

দাও শক্তি—দাও বল—ভাবিতে তোমারে;
ভাবিলে তোমারে সদা রব তত্ত্ব-পানে।
ব্রহ্মবিদ্যা যেন, নাথ, তব কৃপা-বলে
উজলি' অন্তরদেশ সদা হৃদে জ্বলে।
অবিদ্যার অন্ধকার দূর হ'বে তা'য়
বিদ্বেষ না রবে মনে হ'ব শুদ্ধ-কায়।
তব আশীর্ব্বাদে সব বিঘ্ন হ'বে নাশ,
শান্তি—শান্তি—শান্তি বলি পদে নমে দাস

শ্রীসারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

স্বপ্ন রাজ্যে।

আলসে অবশ তনু মোর নিদ্রাবশে হায় লুটা'য়ে পড়িল!
প্রাণ মোর প্রাণেশের তরে আকুল হইয়া কোথায় ছুটিল!
নিস্তব্ধ অনন্ত বিশ্ব এবে—নাহি রব হায়!—নিশীথ—নিথর
ঘুমঘোরে অনন্তের কোলে স্বপ্নে আছে এবে বিশ্ব চরাচর।

শুধু আমি উদাস হৃদয়ে তাঁর তরে হায় কোথা ছুটে যাই
কোথা সে আমার? আমি কোথা? কেবা জানে হায়!—খুঁজিয়ে না পাই।
একি কোন্ দেশে আমি আজ এসেছি গো হায়! বুঝিতে না পারি?
আলোকেতে ঘেরা চারিধার—নাহি দিবা হেথা—নাহি বিভাবরী।
স্বর্ণকক্ষে পর্য্যঙ্ক উপরে আছি আমি শুয়ে—নিদ্রায় মগন
মোর পাশে সতৃষ্ণ নয়নে ব'সে ওই মোর হৃদয়-রতন!
হেরি দূরে নীল নভো গায়—তরুবর এক অতি সুশোভন
নিম্ন-শাখে বসি' আমি সুখে পক্ক-ফল সদা করি গো ভোজন।
উচ্চ-শাখে বসি' প্রাণপতি আছেন চাহিয়া সদা মোর পানে
তাঁ'র কথা আমি কভু হায় তিলেকের তরে না ভাবি গো প্রাণে।
সংসার-পিপ্পল-তরুপরে তুমি আমি নাথ, আমি তব দাসী
তুমি আছ ঊর্দ্ধ-শাখে বসি' ফল ভুঞ্জি' আমি সুখ-নীরে ভাসি'
অনন্তের কেন্দ্রমাঝে তুমি আমি আছি আমি তব দাসী
মোহ-ঘুমে সদাই ঘুমাই স্বপ্নে সদা কত সুখ-নীরে ভাসি!
কখন পুরুষ হই আমি, কভু হই হায়! নারী আর বার
ঘুরি' বিশ্ব-মাঝে স্বপনেতে পাতি' কত হায় সুখের সংসার।
তুমি সদা বসি' কাছে মোর হাসিতেছ চেয়ে মোর মুখ পানে
কত দিনে ঘুচিবে এ ঘুম? হেরিয়ে তোমায় জুড়াইব প্রাণে?
কেন নাহি দাও শিরে মোর চরণ-কমল জাগাতে আমায়?
জুড়াই তাপিত হিয়া মোর হৃদয়ে ধরিয়া প্রাণেশ তোমায়।

অকিঞ্চন।

ব্যক্তি সমষ্টি

ভগবান পরম-প্রেম-স্বরূপ। প্রেমের স্বভাবই এই যে উহা অনবরত দিতে চায়। কিন্তু তিনি এক, দিবেন কাহাকে? তাই তিনি একাকী থাকিতে ভালবাসেন না।—"স বৈ নৈবরেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে" (বৃহদারণ্যক ১।৪।৩) একাকী থাকিতে ভালবাসেন না বলিয়া বহু হন। আপনার ভিতরে অসংখ্য ঘট বা আধার সৃষ্টি করিয়া আপনি আপনাকে ঐ সকল ঘটে অধিষ্ঠিত করেন। এখন সমষ্টিভাবে তিনি যেমন তেমনই রহিলেন, অথচ ব্যষ্টিভাবে অসংখ্য জীবরূপে প্রকটিত হইলেন। অবশ্য, জীব আর তিনি এক, ইহার অর্থ এই যে দুই স্বরূপতঃ এক। তিনি সমগ্র—জীব অংশ। তিনি অগ্নি, জীব স্ফুলিঙ্গ। "মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" সে যাহা হউক, এখন এই অসংখ্য জীবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তিনি কেবল অজস্র প্রেম বিতরণ করিতে থাকেন।

দিয়াই তাঁহার সুখ, তিনি কিছুই নিতে চান না। তিনি প্রকৃত প্রেমিক, সদাই বলিতেছেন,—

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানিনে।"

"তোরা আমায় ডাকিস্ আর নাই ডাকিস্, ভালবাসিস্ আর নাই বাসিস্, আমি তোদের ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। তোরা আমার প্রাণ, আমার হৃদয়মণি, তো'দের বুকে রাখিয়াই আমার সুখ। যতদিন না তোরা বড় হইয়া আমার তুরীয় আনন্দের আস্বাদ লাভ করিতে পারিবি, ততদিন তোদের হৃদয়ে রাখিয়া লালনপালন করিব, তোরা ভুলিলেও আমি তোদের ভুলিব না, ভুলিতে পারিব না,—

"যতদিন রবে, রে প্রাণ, তোমারে নাহি ভুলিব।
হৃদয়-দর্পণে রাখি তব মুখ নিরখিব ॥
যতদিন রবে ভবে, এ জনা তোমারি হ'বে,
তুমি যদি ভুল, রে প্রাণ, আমি তোমায় না ভুলিব ॥"

সমগ্রে যাহা আছে অংশে তাহা থাকিবেই থাকিবে। সমুদ্রে লবণ আছে, সুতরাং সমুদ্রের প্রতি জলকণাতেও তাহা অবশ্যই আছে। সমুদ্র যে দিকে প্রধাবিত হয়, প্রত্যেক তরঙ্গ, বুদ্বুদ ও জলবিন্দু সেই দিকেই ছুটে। ভগবান (সৃষ্টি ও পালনরূপ) যে লীলা করিয়াছেন, প্রত্যেক জীব (জ্ঞান পূর্ব্বক বা অজ্ঞান পূর্ব্বক) স্বীয় ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তাহারই অভিনয় করিতেছে। As above, so below.

তিনি বড়ই প্রেমিক, আমাদিগকে বড়ই ভাল বাসেন। তাই তাঁ'র সন্তানেরাও প্রেমিক। বড় ভাইয়েরা অনুক্ষণ ছোট ভাইদের সেবা করিতেছেন, কিসে তারা সুস্থ সবল থাকিবে, কিসে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশ পাইবে, কিসে তারা ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইবে অহর্নিশ এই চিন্তাতেই নিমগ্ন। ইন্দ্র জল দিতেছেন, পবন বাতাস দিতেছেন, সূর্য্যদেব তাপালোক দিতেছেন, মনু ধর্ম্মশাস্ত্র দিতেছেন। কেবল দান, কেবল দান, যেন দিয়াই তাঁহাদের সুখ, দিতে পারিলেই বাঁচেন।

গৌরাঙ্গ ভক্তি দিতে এলেন। জীবের দশা দেখিয়া কাঁদিয়াই আকুল, জননীকে বলিলেন,

"হাহাকার করে প্রাণ, করিতেছে অনুক্ষণ,
থাকিতে কি পারি না দেখিয়ে?"

নিতাই আমার মার খাইয়া নাচিতে লাগিলেন, বলিলেন,

"মেরেছ কলসীর কানা,
তা বলে কি প্রেম দিব না?"

হরিদাস ও যীশুখৃষ্ট ছোট ভাইদের উদ্ধার করিতে এলেন। অবোধ ভাইয়েরা বুঝিল না, নিদারুণ অত্যাচার করিল। বেত্রাঘাতে হরিদাসের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল, পরম প্রেমিক যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিল। কিন্তু সুগন্ধি পুষ্প যেমন পেষিত, মর্দ্দিত, ছিন্নভিন্ন হইলেও সুগন্ধই বিস্তার করে, সেইরূপ ইহারা যন্ত্রণায় ছটফট করিয়াও প্রেমই ছড়াইলেন, বলিলেন "আমরা মরি ক্ষতি নাই, কিন্তু এই অবোধ ভাইগুলির যেন কোন অমঙ্গল না হয়"।

"জ্বলে প্রাণ যাতনায়, তাতে কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাকুক, নাহি সাধ অন্য কোন ॥"

ধন্য তোমরা! তোমরাই সেই পরম প্রেমিকের যথার্থ পরিচয় দিতেছ!

"চোখ্ থাকেতো দেখনা চেয়ে"। কোথায় তিনি নাই? এই যে বিড়ালী সন্তানদিগকে স্তন্য দিতেছে, পক্ষিণী কোথা হইতে খাদ্য আনিয়া শাবকদিগকে খাওয়াইতেছে, গাভী হাম্বারবে বৎসের দিকে ছুটিতেছে, নারী অনাহারে অনিদ্রায় পীড়িত পুত্রকে বুকে

করিয়া বসিয়া আছে, ইহারা কে? চিনিতে পারিস্ কি ভাই? সবই তিনি, তবে বড় আর ছোট এই প্রভেদ। সমষ্টিভাবে—জগজ্জননী, ব্যষ্টিভাবে অসংখ্য প্রাকৃত জননী।

আবার দেখ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানব—কেহই একাকী থাকিতে চায় না, দলবদ্ধ হইবার জন্য ছট্‌ফট করে। কোন ব্যক্তিকে নির্জ্জন কারাবাসে অধিককাল রাখিলে, সে হয় মরিয়া যায়, নয় পাগল হয়। কেন বল দেখি? আবার দেখা যায় বন্ধ্যা-নারী প্রায় কুকুর, বিড়াল, পাখী প্রভৃতি যা হয় একটা পুষিয়া সন্তানের ন্যায় লালন পালন করে। স্নেহ দিবার একটা পাত্র খুঁজিয়া লয়, কিছুতেই একা থাকিতে পারে না। একাকী থাকিবার যো কি? তিনি যে প্রেম ঢালিবার জন্য বহু হইয়াছেন। সাগর যে দিকে যায়, কণাও সেই দিকেই ধায়। সমষ্টিতে যা, ব্যষ্টিতেও তাই—একোঽহং বহুঃস্যাম্।

আচ্ছা, কাম প্রবৃত্তিটা কি বল দেখি? ইহা ঐ "একোঽহং বহুঃস্যাম্"-এরই স্থূল ও অস্ফুট অভিনয়। যে প্রেমবশতঃ ভগবান একাকী থাকিতে পারেন না, অসংখ্য সন্তান সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহাদিগকে সর্ব্বস্ব দিতে চান, সেই শিশৃক্ষা, বা করুণা, বা সর্ব্বস্ব দিবার ইচ্ছাই ব্যষ্টিজীবে কামরূপে প্রকাশ পায়। অতএব ইহা আদিরস,—বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ। ভগবানেও আদিরস, জীবেও আদিরস। ভগবান বলিতেছেন "একোঽহং বহুঃস্যাম্", জীবও বলিতেছে "একোঽহং বহুঃস্যাম্"। যখন কামজড়িত ছাগ ছাগীর প্রতি, কুকুর কুকুরীর প্রতি বা যুবক যুবতীর প্রতি ধাবিত হয়, তখন এই "একোঽহং বহুঃস্যাম্" ধ্বনি শুনিতে পাও কি? তখন "ওরে, আমি আর একা থাকিতে পারি না, প্রাণ যায়; বহু সন্তান সৃষ্টি করিয়া তা'দের সর্ব্বস্ব না দিলে আমার সুখ নাই"—এইরূপ একটা অস্ফুট শব্দ কানে প্রবেশ করে কি? তখন "অজামেকাং...... অজোহ্যেকঃ জুষমাণোঽনুশেতে"—এক অনাদি বিরাট পুরুষ এক অনাদি বিরাট প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন দেখিতে পাও কি?

তাই বলি, কোথায় তিনি নাই? ঐ যে "গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী"—পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীগুলি কুল-কুল-নাদে যুগ-যুগান্তর প্রবাহিত হইয়া বসুন্ধরাকে শস্য-শ্যামলা করিতেছে, ইঁহারা কে? চিন কি? অবোধ মানবের দ্বারা নিয়ত পীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হইয়াও, ইঁহারা অবিরত করুণাই বিতরণ করিতেছেন, তরঙ্গ-বাহুদ্বারা যেন সকলকে আহ্বান করিয়া সস্নেহে বলিতেছেন, "পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, নরনারী, খেচর ভূচর, জলচর যে যেখানে আছিস, আয় বাপ আয়, আমার কোলে আয়, তো'দের তাপিত দেহ শীতল কর্।" বলি, ইঁহারা কে? এখনও চিনিতে পারিলে না? আবার ঐ দেখ! ঘনপত্র-সন্নিবিষ্ট-ফলপুষ্প-সুশোভিত অভ্রভেদী বিশাল তরুরাজি! স্থির ধীর, প্রশান্ত! শত শত পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গের নিয়ত আশ্রয়-স্থান! মানবাদির দ্বারা কতরূপেই নির্য্যাতিত হইতেছেন—শাখা প্রশাখা-ভঙ্গ, ত্বক্‌পত্রাদি ছেদন, এমন কি মূলে কুঠারাঘাত! কিন্তু তবু কি করুণার বিরাম আছে? ঘাতককেও ফল, পুষ্প, ছায়া দানে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। ইনিই বা কে? তিনি ভিন্ন আর কে? এত দয়া এত প্রেম আর কাহাতে সম্ভবে? বুঝিয়াছি হে

বিশ্বরূপ, ইহা তোমারই বিভিন্ন মূর্ত্তি! আয় মা, করুণাময়ি ভাগীরথি, এস হে প্রেমিক তরুবর। আজ পুষ্প চন্দনে তোমাদের পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি!!

"একি! নদীপূজা! বৃক্ষপূজা!! ছি ছি, এ ত ঘোর পৌত্তলিকতা!!! এই সভ্যতার যুগে—" ভাই হে, স্থির হও। তুমি যাহাকে নদী বা বৃক্ষ দেখিতেছ, আমি তাহাতে **তাঁহাকেই** দেখিতে পাইতেছি, অনুভব করিতেছি। তুমি আপনার মত সকলকেই ভাবিতেছ (আত্মবৎ মন্যসে জগৎ), নিজের মাপ কাঠিতে আমাকে মাপিতেছ। তাই তোমার বোধ হইতেছে আমি পৌত্তলিক,—একটা জড় ও অচেতন পদার্থের পূজা করিতেছি। কিন্তু ভাই হে অন্তশ্চক্ষুতে এই জগৎটা দেখ, দেখিবে সর্ব্বত্র **তিনি**,—সবই **তিনি**, একটি পরমাণু হইতে অনন্ত সৌরজগতের বিশালকায় গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুই একই নিয়মে চলিতেছে, সেই পরম প্রেমিকের প্রেমের অভিনয় করিতেছে। দেখিবে, তিনি বিশ্বরূপ, অসংখ্য মূর্ত্তিতে বিরাজিত এবং প্রত্যেক মূর্ত্তিতে একই লীলা করিতেছেন। অতএব একটি মূর্ত্তিতে তাঁহাকে বুঝিতে পারিলে, সমগ্র মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে বুঝা হইবে, কারণ ব্যষ্টিতে যা, সমষ্টিতেও তাই। "He is as perfect in an atom as in the universe." সকল দেশের, সকল যুগের অন্তর্দর্শী মহাপুরুষগণ (Seers, Mystics, ঋষি, যোগী ইত্যাদি) একবাক্যে ইহাই বলিতেছেন। *

তবে এস ভাই, বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা, বৃথা তর্ক যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধন-পথ আশ্রয় করি। উচ্চ কথা অনেক কহিয়াছি মস্তিষ্ক-চালনা অনেক করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা মিটে না, ভগবান্ মিলে না। এস আগে ব্যষ্টিতে তাঁহাকে দেখি, পরে সমষ্টিতে দেখিতে পাইব। তিনি ঘটে ঘটে, আধারে আধারে, অসংখ্য মূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই অসংখ্য ঘটের মধ্যে মানব-ঘটই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। এস, যে কোন মানব-ঘটে আগে তাঁহাকে দেখি—গুরুরূপ কেন্দ্রে ভগবানের বিকাশ দেখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে পরে সমষ্টিই দেখিতে পাইব, বুঝিতে পারিব। ইহা anthropomorphism নহে, কিম্বা idolatry-ও নহে। কারণ as below, so above বলিলেই anthropomorphism হয়, কিন্তু as above, so below বলিলে তাহা হয় না। আর ঘটের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ছাড়িয়া ঘট-পূজা করিলেই idolatry হয়। কিন্তু ইহা তাহা নহে। তাই বলি,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী, B. A.

* Swedenborg বলেন,—"One would *swear* that the physical world was *purely* symbolical of the Spiritual world." আমরা পাঠকগণকে তাঁহার Law of correspondence-টা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—(লেখক)

দুটি কবিতা।

সমুদ্র-শাসন

সুনীল অনন্ত সিন্ধু গড়া'য়ে গড়া'য়ে যায়,
দূরে—অতি দূরে—যেন মিশি'ছে গগন-গায়।
চারিদিক শূন্যময়—ধূ ধূ ক'রে চারি ধার—
নাহি চিহ্ন—অন্য কিছু—শুধু জলে একাকার।
কূলে বসি' রামচন্দ্র, সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ,
কিষ্কিন্ধ্যার অধীশ্বর, আর যত কপিগণ;
ভাবে সবে কিরূপে দুস্তর সিন্ধু হ'বে পার,
বধি' রণে রাবণেরে, করিবে সীতা-উদ্ধার।
জগতের পতি যিনি—সৃজন-পালন-লয়
অনন্ত বিশ্বেতে সদা যাঁহার ইচ্ছায় হয়,
তাঁ'র কাছে লঙ্কা-জয়—সীতার উদ্ধার আর
নিমেষের খেলা,—কিন্তু, দেখ কিবা চমৎকার—
লোক-শিক্ষা লক্ষ্য করি' কার্য্যের সাধন তরে
কত যত্নে, সেই রাম, সুগ্রীবে সহায় ক'রে
ল'য়ে হনুমান আদি, কপি-সৈন্য অগণন
আসি' হেথা, সিন্ধু হেরি' অতি চিন্তাকুল মন।
কত দুরাচার পাপী যাঁ'র পদতরি ধরি'
অনা'সে বৈকুণ্ঠে যায় ঘোর ভবার্ণব তরি'
সেই রাম নিজে আজ সামান্য সাগর হেরি'
কিরূপে তরিব ভাবি' আকুল হৃদয় মরি।
কতক্ষণ পরে রাম, করি' ঘোর হুহুঙ্কার
দাঁড়াইলা সিন্ধুতীরে—যেন কৃতান্ত আকার—
বলিলেন—"সূর্য্যবংশে লভিয়া জনম হায়,
বসিয়া রয়েছি হেথা আজি কাপুরুষ প্রায়?
এখনি ব্রহ্মাস্ত্র জুড়ি' দুর্জ্জয় কার্ম্মুকে মোর—
শুষিব সাগর বারি—ঘুচা'ব এ বাধা ঘোর।"
এত বলি' রামচন্দ্র ধনুতে জুড়িলা বাণ,
বাণ-মুখে কালানল হৈল আসি' বর্ত্তমান।
হেরি' ভ'য়ে জলেশ্বর, ত্যজি' জলাশ্রয় তাঁ'র
পত্নী পরিজন সনে আসিলা সম্মুখে তাঁ'র।
বলিলেন—"রঘুনাথ;—নাথ!—জগতের নাথ!
অকারণে শিরে মোর কোরো না হে বজ্রাঘাত।
জ্বলিবে বরুণলোক তব কোপে দয়াময়,
জলশূন্য হ'বে ধরা—জীবশূন্য সুনিশ্চয়।
আছে তব সৈন্যদলে নল, অতি মতিমান,
অনা'সে প্রস্তরময় সেতু করিবে নির্ম্মাণ।
সে সেতু অনন্তকাল ভবে কীর্ত্তি হ'য়ে র'বে।
তোমার চরণ-রজঃ-স্পর্শে সিন্ধু শুদ্ধ হ'বে।
সৈন্য ল'য়ে লঙ্কাপুরে অনা'সে করি' গমন,
সবংশে রাবণে, ত্বরা করিবে হরি, নিধন।
সীতার উদ্ধার ছলে স্বস্থ হ'বে ত্রিভুবন,
হইবে নিশ্চিন্ত ইন্দ্র—আর লোকপালগণ।"
এত বলি জলেশ্বর চরণে লুটা'য়ে কায়
ধীরে পরিজন সঙ্গে নিজ পুরে চ'লে যায়।
বসিলেন পুনঃ রাম, পার্শ্বে সুগ্রীব লক্ষ্মণ,
পদতলে হনুমান আর যত কপিগণ।
রামের আদেশে নল, সেতু আয়োজন ক'রে,
কপিরা চীৎকারে—বলি' রামজয়—উচ্চ স্বরে।

অকিঞ্চন

হতাশে

আমি দূর হ'তে দেখি তা'রে,
প্রাণ চায় কাছে ছুটে যেতে, তবু যেন সরেনা চরণ;
আমি সসম্ভ্রমে কই কথা,
প্রাণ চায় খুলিয়া বলিতে, তবু যেন আসেনা বচন।

স্বতঃই নিরখি আমি তা'রে,
দেখা যেন ফুরা'তে চাহেনা, ফিরেফিরে চাই মুখপানে,
দেখিবার তৃষা স্বধু বাড়ে,
কিছুতেই পিয়াসা ছুটেনা, সারা প্রাণ চখে টেনে আনে।

মনে হয় নিশিদিন বসি',
এমনই চেয়ে মুখ পানে, কোনও এক শূন্য নিরালায়,
কথা কব' মুখোমুখী হ'য়ে,
কত কথা, অন্তরের ব্যথা আপনা ভুলিয়া দুজনায়,
কভু বা আদরে ধরি' গলে,
কহিব অধীর স্বরে তা'রে, প্রিয়তমে! কত ভালবাসি,
পুন কভু সে বেড়িয়া মোরে,
তার ক্ষুদ্রবাহুলতা দিয়ে, কবে—সখা তোমারি এ দাসী
কিম্বা কোনও শূন্য তীরে বসি,
করস্পর্শে মুগ্ধ আত্মহারা, চেয়ে রব দোঁহে দোঁহাপানে,
ভাষাহীন মনোভাব গুলি,
হিল্লোলে করিবে চলাচলি নীরবেতে দুজনার প্রাণে॥
কিন্তু হায় কল্পনা আমার,
কল্পনাই রবে চিরদিন, এবাসনা পুরিবার নয়।
প্রাণ তাই করে হাহাকার,
দীর্ণচূর্ণ হয়ে যায় বুক, একথা যখনি মনে হয়॥
উদ্দাম-উন্নত-লালসায়,
উচ্ছৃঙ্খল-মত্ত-প্রেম-ভরে, জ্ঞান-হারা ভাবি কতবার,
সেও বুঝি ভাবে মোরে,
ভালবাসে কাঁদে নিরালায়, সে হৃদয় বুঝি বা আমার।

তখনি এ ক্রুর ব্যবধান,
ভেঙেচুরে দূরে ফেলে দিয়ে, কাছে তার ছুটে যেতে চাই,
আমার সর্ব্বস্ব দিব ভাবি,
কমনীয় ঐ চারুকর, বারেক যদি গো ছুঁতে পাই।
ভাবি পুনঃ [illegible] কাজ নাই,
ব্যথা পায় যদি সে [illegible], বাসনার তপ্তকরে ছুঁলে।
দূরে দূরে থাকি [illegible] তাই,
আকুল এ দীর্ঘশ্বাসে [illegible] যদি সে কাছে গেলে॥
দূরে থেকে [illegible] মুখ খানি,
পাছে মোর [illegible], [illegible] তার নবনীত কায়,
কাছে তার [illegible] যাই
পাছে মোর মলিন ছায়ায় স্বর্ণকান্তি ম্লান হ'য়ে যায়
সভয়ে [illegible] তাই,
প্রাণখুলে বেদনা [illegible], স্বচ্ছ হৃদে লেখা পাছে প'ড়ে
মমবেদনা[illegible], [illegible],
মম তার প্রস্রবণ, পাছে [illegible] হ'তে নড়ে,
অনেক [illegible] আমি তাই,
হতাশায় কাঁদিয়াছি [illegible] প্রেমের মধু লয়ে,
দীক্ষিত [illegible] আজ,
তারি ধ্যান করি [illegible] নির্ব্বাসিত হ'য়ে॥

শ্রী তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।

পাগল।

(তৃতীয় দিনের শেষাংশ।

দু'জনে বাহির হ'লাম—আমি ধুতি ও রেপার নিলাম—তিনি সেই লালপেড়ে ধুতি আর একখানি আলোয়ান—তিনি রাস্তার উপর এসে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—"সেই একদিন আর এই এক দিন।"

আমিও বল্লাম "আমারও সেই একদিন আর এই এক দিন।"

দু'জনে ধর্ম্মতলা দিয়ে -গড়ের মাঠের উপর এলাম—সেখান থেকে লাট সাহেবের বাটী আর ইডেন উদ্যান প্রদক্ষিণ করে, গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে, বরাবর নিমতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে এলাম—তারপর মা আনন্দ-ময়ীর মন্দির সম্মুখে এসে দু'জনে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে, তাঁ'র চরণে প্রণাম কল্লাম—সহসা মুখ দিয়ে বাহির হ'লো—

"কাত্যায়নি মহামায়ে
মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি
পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"

জানি না সহসা এ কথা বল্লাম কেন?

শ্রীগুরু-দেব বল্লেন "চল এক জায়গায় যাই।"

এই ব'লে, আমায় সঙ্গে ক'রে একটি গলির মধ্যে দিয়ে চল্লেন। এ গলি সে গলি ক'রে একটি দ্বিতল বাটির সম্মুখে এসে, সেই বাটির মধ্যে প্রবেশ করলেন—শ্রীগুরুদেবের কৃপায়, সে বাটির অধিকারীর সঙ্গে বিশেষরূপেই পরিচিত হ'য়েছি—কিন্তু তাঁ'র নাম ধাম বল্‌বো না—যিনি আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক—তাঁ'র নাম ধাম কাহারও জান্‌বার প্রয়োজন নাই—যিনি জানেন জানেন—সকলে তাঁ'কে জেনে কাজ কি?

যখন আমরা দু'জনে বৈঠকখানায় গেলাম, তখন সেখানে সাত আটটি লোক তাঁ'র সঙ্গে নানা বৈষয়িক কথায় ব্যাপৃত আছেন। আমাদের দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ব্যস্তভাবে এসে শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম ক'রে, আমায় আলিঙ্গন কর্‌লেন—বল্লেন—এখানে নয়, আসুন অন্যত্র যাই।"

উপস্থিত লোকগণকে বল্লেন—"আপনারা বসুন একটু—আমি শিগ্‌গীর আস্‌চি।"

এই ব'লে আমাদিগকে অন্তঃপুরাভিমুখে ল'য়ে চল্লেন। আমার একটু বাঁধো বাঁধো বোধ হ'তে লাগ্‌লো দেখে তিনি হেসে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—"শ্রীরূপমঞ্জরীর সঙ্গিনিগণের কা'রই ত অন্তঃপুরে প্রবেশের নিষেধ নেই। আপনি যে আমাদের নিজ জন।"

আমরা ক্রমে অন্তঃপুরে দ্বিতলের এক অংশে উপনীত হ'লাম। সেখানে একটি প্রৌঢ়া তুলসীতলে উপবেশন ক'রে, নাম-জপ কর্‌চেন। এতই তন্মনস্ক যে আমাদের আগমন বুঝ্‌তে পারলেন না। অদূরে আমাদিগকে দু'খানি কুশাসন পেতে দিয়ে গৃহস্বামী বাহিরে গেলেন। আমরা বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তাঁ'র জপ শেষ হ'লে গৃহস্বামিনী উঠে, শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম কর্‌লেন, তিনিও প্রতি-নমস্কার ক'রে বল্লেন "সব মঙ্গল?"

গৃহস্বামিনী। শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে সর্ব্বত্রই মঙ্গল। তাঁ'র শ্রীচরণের কুশল বলুন।

শ্রীগুরুদেব। যাঁ'রা চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরপারে আছেন, তাঁ'দের আর অকুশলের সম্ভাবনা কি? এইটিকে এখন সাধন-পথে একটু এগিয়ে নিতে হ'বে। তাঁ'র আদেশ। আমার আর থাক্‌বার যো নাই। কুম্ভ মেলার পূর্ব্বেই তাঁ'র চরণ-সমীপে যেতে হ'বে। এবার কুম্ভ হরিদ্বারে।

গৃহস্বামিনী। ইচ্ছা ক'রে প্রাণবল্লভের লীলাস্থলীগুলি দেখে বেড়াই। একবার ত বেরিয়েছিলাম। ঠাকুর পথ থেকে ফিরিয়ে দিলেন। বল্লেন, এখন এখানেই থাক্‌তে হ'বে। সময় হ'লেই ডেকে নেবেন। তা তাঁ'র ইচ্ছা তিনিই জানেন। নিষেধ কর্‌লেন তাই শ্রীবৃন্দাবনধামে আর যাওয়া হ'লো না।

শ্রীগুরুদেব। দল বাড়িয়ে নিন্। আজ এই দেখুন একটি নূতন এনেছি।

এমন সময় গৃহস্বামী এলেন। বল্লেন ও দিকের কাজ একরকম সেরে এলাম।

শ্রীগুরুদেব। আবার এদিকেও ত কাজের বোঝা।

গৃহস্বামী। তা শুনেছি, এখন এ বেলা এখানে সেবা হ'ক?

শ্রীগুরুদেব। সেখানে যে শ্রীগোপালের প্রসাদ। শ্রীগুরুদেব শ্রীব্রজেশ্বরীকে একটি নূতন সহচরী দিয়েছেন। তিনি ত কাল হ'তে শ্রীমতীর হস্তে রন্ধনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন। নিজে আর আর সঙ্গিনীর

সঙ্গে, কেবল রন্ধনের আয়োজনেই ব্যস্ত। চলুন, সেখানে যাই।

আমি বল্লাম—"কা'ল পর্য্যন্ত আপনারা আমায় এক ধাঁধায় ফেলে রেখেছেন। আমাদের বাটিতে ত আমার পত্নী বই দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই!"

শ্রীগুরুদেব। বাবা, তোমার পত্নীর আর কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। তাঁ'র ইন্দ্রিয়গ্রামরূপা গোপীগণের সাহায্যে, তাঁ'র প্রাণরূপা পরা শ্রীমতী, এখন সকল রন্ধন-কার্য্য কর্‌চেন। এতে অসম্ভব আর কি? তবু বোঝা কঠিন। আগে এঁদের কৃপায় জাগো। তারপর প্রত্যক্ষ হ'বে।

এতক্ষণ গৃহস্বামী, চক্ষুমুদিত ক'রে কি ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎ চমকিত হ'য়ে বল্লেন,—"এমন, ভাগ্য হ'বে যে শ্রীগোপালের প্রসাদ সেবা ক'রে চরিতার্থ হ'বো? আর যিনি শ্রীগোপালকে এমন ক'রে জননীবৎ লালন কর্‌তে পারেন, তাঁ'র চরণধূলায় দেহ লুণ্ঠিত ক'রে জীবন সফল কর্‌তে পা'ব? দাদা আপনি বসুন। আমি গাড়ি তৈয়ার কর্‌তে বলিগে।"

* * * * *

গাড়ী প্রস্তুত হ'লো। চারি জনে আমাদের বাড়ীতে এলাম। বাড়ীর বাহিরের দ্বার ভেজান ছিল। দরজা খুলে দেখি, আমার পত্নী করতালি দিচ্চেন, আর বল্‌ছেন—নাচ বাবা! আর একবার নাচ! এই দেখ নবনী!

শ্রীগুরুদেব সম্মুখে গিয়ে বল্লেন "কৈ মা, ননী কৈ?"

আমার পত্নী। "এই যে বাবা।" আমাদের দেখে বল্লেন "এই যে গোপীগণ, তোমরা আমার গোপালের নাচ দেখ্‌তে এসেছ—এস—বসো—দেখ।"

তাঁ'রা দুজনে অকস্মাৎ সেই উঠানের ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

আর আমার পত্নী "আয় বাবা, পালিয়ে আয়" ব'লে—গোপালটি নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন।

তাঁ'রা দুজনে উত্থিত হ'লে, আমি তাঁ'দের বল্লাম—"উপরে আসুন।" তখন তিনজনে বকে উঠ্‌লাম। শ্রীগুরুদেব আগেই আসন গ্রহণ ক'রেছিলেন। আমরাও আসন গ্রহণ ক'র্‌লাম।

অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর, আমি তাঁ'দের পা ধোবার জল আনলাম। শ্রীগুরুদেবের আদেশে তাঁ'রা দু'জনে পদধৌত কর্‌লেন। তা'র পর মালা জপ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

শ্রীগুরুদেব বল্লেন, "বাবা এস আমরা স্নান করি। মা আজ কানাই নিয়ে ব্যস্ত। আজ বলাইকে নিয়ে নাইতে হ'বে।"

স্নান ক'রে এসে দেখি। সেই সিংহাসনে সেইরূপ পুষ্প ভূষণ-ভূষিত শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি! সম্মুখে পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রচুর ভোগের আয়োজন! শ্রীগুরুদেব যাঁ'কে আমার শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন, সেই রমণীকে আমার শ্রীরূপ মঞ্জরী বলে মনে হ'চ্ছিল।

তিনি একদৃষ্টে গোপালের মুখ পানে চে'য়ে র'য়েছেন। চক্ষু দু'টি দিয়ে দর-দর-ধারে ধারা প'ড়্‌চে। আমার পত্নী ব'ল্‌চেন "খাও বাবা, সব জিনিস একটু একটু খাও। শ্রীমতী বালিকা—তবুও ব্রজেশ্বরীর অনুরোধে অনেক কষ্টে এই সব প্রস্তুত ক'রেছেন। এখনও তাঁ'র আহার হয় নি। তোমার খাওয়া হ'লে তবে তিনি খাবেন। আর খাবে না?—

একটু পায়স খাও, একটু ক্ষীর।—বাবার আমার খাওয়া হ'লো—এই বার তোমরা সব এস।" এই ব'লে আমাদের তিন জনের পাতা করলেন এবং পরিবেষণ ক'রে—অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন-শালায় নিয়ে চল্লেন এবং সমাগতা রমণীটিকে বল্লেন—"তুমি এসে শ্রীমতীকে ভোজন করাও, আমি ততক্ষণ এদের পরিবেষণ করি।

আমার পত্নী যেন ঠিক পাগল।

*   *   *   *   *   *

ভোজনান্তে তাঁ'রা দু'জনে চ'লে গেলেন।

শ্রীগুরুদেব বল্লেন। দেখ, বাবা, ঐ বাক্সে তোমার জন্য জপের মালা আছে। নিত্য তা'তে জপ কোরো। আমিও আজ যা'বো। যাঁ'দের হাতে তোমায় সমর্পণ করলাম, তাঁ'রা আমার শ্রীগুরুদেবের শিষ্য। যা কিছু জানবার তাঁ'দেরই কাছে জানতে পারবে। যখন সময় হ'বে মায়ের সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণে যেতে হ'বে। তখন আমার দেখা ত পাবেই, আমার শ্রীগুরুদেবেরও চরণ-দর্শন ক'রে ধন্য হ'বে। এখন আসি।

আমার পত্নী সেখানে ছিলেন। তিনি বল্লেন "বাবা কোথায় যা'বে?"

শ্রীগুরুদেব। কোথায় যা'ব মা? তোমার কোলেই ত নিরন্তর আছি। তোমার গোপালকে যত্ন ক'রতে ভুলো না।

এই বলিয়া, তিনি চকিতে চ'লে গেলেন, একবার প্রণাম করবার অবসরও দিলেন না।

যাঁ'দের হাতে আমায় দিয়ে গেছেন তাঁ'দের কাছে কি শিখিছি—সে কথা বলবো না। তা'তে কা'রও কোনও প্রয়োজন নাই। আমার পত্নীর একান্ত ইচ্ছা প্রাণবল্লভের ভৌম-লীলা-ভূমিগুলি একবার দর্শন করেন। তাই দু'জনে, শ্রীগুরুদেবের আদেশে, গৃহের বাহির হ'লাম। জানি না, তিনি কোন্ দিকে নিয়ে যাবেন। কেবল ভরসা, যখন সেই অহেতুক-কৃপাসিন্ধু কৃপা ক'রেছেন—তখন শ্রীচরণে-ছাড়া ক'রবেন না।

(সম্পূর্ণ।)

শ্রীবিনোদবিহারী হালদার।

স্থূল ও সূক্ষ্মের তারতম্য

স্থূল ও সূক্ষ্মের শক্তির তারতম্য আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মের শক্তি অনেক বেশী, আবার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থের শক্তি আরও অধিক। যেমন জল অপেক্ষা বায়ুর শক্তি অধিক, আবার বায়ু অপেক্ষা তাড়িতের শক্তি আরও অধিক। স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মের শক্তি যেমন অধিক, ইহাদের গুণাগুণের স্থায়ীত্বের পরিমাণেরও সেইরূপ তারতম্য আছে। যথা, অগ্নির উত্তাপে শরীরের কোন স্থান উষ্ণ করিলে তাহা অল্পকাল মধ্যে শীতল হইয়া যায়, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপে ঐরূপ উষ্ণতা প্রাপ্ত হইলে, উহা আরও অধিক সময় স্থায়ী হয়। আবার জীবনীশক্তি বা জীবশরীরস্থ তাড়িত পদার্থের (Animal magnetism) প্রয়োগ দ্বারা উত্তাপ উৎপাদন করিলে, উহার স্থায়ীত্বের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। করতলদ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণে (friction) এই উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে, অথবা কোন তড়িত-সঞ্চালন-বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি

(magnetist), অন্যের করতলে কিম্বা যে কোন অঙ্গে তাঁহার করতল-ঘর্ষণদ্বারা এই উত্তাপ উৎপাদন করিতে পারেন। এখানে দেখা যাইতেছে যে অগ্নি অপেক্ষা সূর্য্যের উত্তাপ সূক্ষ্মতর, এবং সূর্য্য অপেক্ষা তাড়িতের উত্তাপ আরও সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়াই উহাদের স্থায়ীত্বের এরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়ের, এবং দ্বিতীয়টির অপেক্ষা তৃতীয়ের উত্তাপ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। কোন ব্যক্তিকে রেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রেচন করাইলে তাহার পরবর্ত্তী ফল কোষ্ঠবদ্ধ অতি সত্বরই উপস্থিত হইবে; অর্থাৎ জোলাপ লইয়া বাহ্যে পরিষ্কার করিলে, জোলাপের কার্য্যকারিতা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই কোষ্ঠবদ্ধ বা কয়েকদিন মোটেই বাহ্যে হয় না, এইরূপ অবস্থা ঘটিবে। এ ঘটনা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই জোলাপের কার্য্যটা যদি স্থূল ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা না করিয়া সূক্ষ্ম সূর্য্যরশ্মি* বা সূক্ষ্মতর জীব-তাড়িত-শক্তি-(Vital magnetism)-দ্বারা করা যায়, তবে কখনও পূর্ব্বোক্তরূপ ক্রিয়া-বৈপরীত্য ঘটে না।

আলোক কাচের আবরণ ভেদ করিতে পারে বলিয়াই কাচের ভিতর দিয়া আমরা দেখিতে পাই। এই আলোক যদি লৌহ বা ঐরূপ অন্য কোন অস্বচ্ছ পদার্থকেও ভেদ করিতে পারিত, তাহা হইলে কাচের ন্যায় উহাদের ভিতর দিয়াও আমরা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু আলোক অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর এমন একটি পদার্থ আছে, যাহা স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ বা মলিন সকল প্রকার দ্রব্যকেই ভেদ করিতে সমর্থ। এই সূক্ষ্ম পদার্থটিকে, ডাক্তার বেবিট্ (Dr. Babbit), অরা (Aura) বা ঈথার (Ether) নামে অভিহিত করিয়াছেন। যখন মনকে বাহ্য বা স্থূল জগত হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত করিয়া, এই সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ করিতে পারা যায় তখন এই সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিদ্বারা স্বচ্ছ অস্বচ্ছ সকল প্রকার পদার্থের আবরণ ভেদ করিয়া (কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া দেখার ন্যায়) অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি মনুষ্য শরীরের অভ্যন্তরে কোথায় কোন্ যন্ত্রটি আছে ও কোথায় তাহার কিরূপ ক্রিয়া হইতেছে, তাহা পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তখন মনুষ্য শরীরটি যেন একটি কাচনির্ম্মিত পদার্থের ন্যায় বোধ হয়। মেস্‌মেরিজম্ বা মোহিনী বিদ্যায় যে অলৌকিক দৃষ্টিশক্তির (clairvoyance) উল্লেখ আছে, তাহাও ঠিক্ এই অবস্থাতেই হইয়া থাকে।† জল অপেক্ষা আলোক যে পরিমাণে সূক্ষ্ম, পূর্ব্বে যে 'অরার' কথা বলিয়াছি, উহাও সেই পরিমাণে আলোক অপেক্ষা সূক্ষ্ম; সুতরাং আলোকের সাহায্যে যে কার্য্য সাধিত হইবে, উহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর 'অরার' সাহায্যে যে তদাপেক্ষা অধিকতর কার্য্য সাধিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

রোগ হইলেই ঔষধ খাইতে হইবে, এই

* সূর্য্যরশ্মি হইতে উৎপন্ন আলোক ও বর্ণসমূহের গুণাগুণদ্বারা এক প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, তাহাকে ক্রমোপ্যাথি (Chromopathy বা The Science of healing by light and color বলে)।

† ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সচিত্র মেস্‌মেরিজম-শিক্ষা" নামক পুস্তকে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে।

সংস্কার আমাদের মনে এত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, এই সংস্কার-গণ্ডির-বাহিরে যাওয়া ত দূরের কথা, বাহিরের দিকে একবার দৃষ্টি করিতেও আমরা চেষ্টা বা সাহস করি না। সুতরাং এই স্থূল উপায় অপেক্ষা সহস্র-গুণে অধিক শক্তিসম্পন্ন যে একটি সূক্ষ্মতর উপায় শ্রীভগবানের অপার মহিমায় আমাদের নিকট সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা একবার ভুলিয়াও ভাবি না, বা সে বিষয়ে আলোচনা করিতে আমাদের প্রবৃত্তিই হয় না।

প্রসিদ্ধনামা চিকিৎসকগণ নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধনে সর্ব্বদা যত্নবান রহিয়াছেন, এবং নানাপ্রকার নূতন নূতন ঔষধের আবিষ্কার করিয়া জড়-জগতের জড়োন্নতি সাধন করিয়া সাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হইতেছেন, ইহা অতি আনন্দের ও সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে, অপরিণামদর্শিতার ফলে ও অব্যবস্থিত ঔষধের প্রভাবে সহস্র সহস্র নরনারী, ভঙ্গ-স্বাস্থ্য হইয়া অসীম কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তখন ইচ্ছা হয় যে ঐ সকল চিকিৎসকগণের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি যে, "স্থূল পদার্থ লইয়া আর মাথা না ঘামাইয়া, একবার সূক্ষ্মের দিকে দৃষ্টি করুন, দেখিবেন যে ইহাতে সহস্রগুণ অধিক ফল-লাভের আশা আছে।"—চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে একমাত্র পারদ ব্যবহারেই ৫১ প্রকার রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, তবে এখন দেখুন যে অন্যান্য যে সকল বিষাক্ত ও উত্তেজক ঔষধ, নিশ্চিন্তমনে রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইতে কত অনিষ্টপাত না হইতে পারে?—বিলাতের রয়েল কলেজের ফেলো ডাক্তার রামেজ (Dr. Ramage, Fellow of the Royal College of Physicians, London) বলিয়াছেন, "How rarely do our medicines do good! How often do we make our patients really worse! I fearlessly assert, that in most cases the sufferer would really be safer without a physician than with one." অর্থাৎ "আমাদের ঔষধ অতি অল্প স্থলে মাত্র প্রকৃত উপকার করে, পরন্তু অধিকাংশ স্থলেই রোগীর অবস্থাকে মন্দ হইতে মন্দতর করিয়া দেয় আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি, যে চিকিৎসকের হাতে থাকা অপেক্ষা বিনা চিকিৎসায় থাকিলে রোগীর বিপদের আশঙ্কা কম থাকে।" আবার ড্রেস-ডেন কোর্টের কৌন্‌সেলার ডাক্তার টাইটস্ (Dr. Titus, counsellor of the Court at Dresden) বলিয়াছেন—"Three-fourths of mankind are killed by medicines and prescriptions," অর্থাৎ মনুষ্যজাতির চারিভাগের তিনভাগ লোক কেবল ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্রের দোষেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।"—এইরূপ বহুতর বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, উল্লিখিত দু'ইটি মাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলাম।

ফলতঃ, এই সকল মতামত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের এখনও সম্পূর্ণতা হয় নাই—এখনও ইহার মধ্যে একটি গুরুতর অভাব বিদ্যমান আছে, এবং সেই জন্যই প্রধানতম চিকিৎসক-গণও ইহার ব্যবহারে নিজ আত্মাকে সন্তুষ্ট জ্ঞান করিতে পারিতেছেন না। তাই বলি যে একবার গণ্ডির বাহিরে গিয়া অনুসন্ধান করিলে ক্ষতি কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

কমলা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

জগন্নাথপুরের চৌধুরীবাবুদের বিশাল অট্টালিকার একটি প্রশস্ত কক্ষে, জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামানাথ রায় চৌধুরী মহাশয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। শিয়রে তাঁহার অবশিষ্ট পুত্র রাধিকানাথ। নিকটে আরও দুই এক-জন আত্মীয়, সকলেই তাঁহার অকাল মরণে মুহ্যমান। চৌধুরী মহাশয়ের বয়স আজিও চল্লিশ হয় নাই। তাঁহার পুত্রটির বয়সও চৌদ্দ বৎসরের বেশী হইবে না। এই অল্প বয়স্ক বালকটি আজ পিতৃ-মরণে অভিভাবক-শূন্য হইয়া, একাকী অনন্ত সংসার সমুদ্রে ভাসিবে। তাহার ভাগ্যে যে কি আছে, তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বই আর কে বলিতে পারে?

শ্যামানাথ বলিলেন "বাবা রাধিকা, দাদাকে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছ?"

রাধিকানাথ। হাঁ বাবা। তিনি আপনার অসুখের কথা শুনলে এখনি আস্‌বেন। বাবা, বৌদিদিকে আন্‌বার জন্য কারুকে পাঠা'লে হয় না?

শ্যামানাথ না বাবা, আর কাজ নাই, প্রতাপ বড় লোক! সে তাঁর মেয়েকে পাঠা'বে না, কেন মিছে চেষ্টা ক'র্‌বে বল?— আমরা তাঁ'র কাছে যত নীচু হ'ব তিনিও ততই চেপে ধরবেন—

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার পুত্র সত্যেন্দ্র ও প্রধান কর্ম্মচারী রামেশ্বরের সঙ্গে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাধিকানাথ বলিল "বাবা, জ্যাঠামশাই এসেছেন।"

শ্যামানাথ চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া জ্ঞানেন্দ্র-নারায়ণের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দু'টি চক্ষু দিয়া দর-দর-ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। বড় কষ্টে অশ্রু-সম্বরণ করিয়া বলিলেন "অবোধ আমি, তোমার সঙ্গে অনেক শত্রুতা ক'রেছি, আমায় ক্ষমা কর। আমার রাধিকাকে দেখো—ওর আর কেউ নাই। আমায় আশীর্ব্বাদ কর দাদা, আমার যেন সদ্গতি হয়।"

জ্ঞানেন্দ্র। স্থির হও ভাই! আমি কোনও দিনই তোমার উপর বিরক্ত হই নাই। দাদা, আপনি সত্যেন্দ্র আর রাধিকাকে নিয়ে একটু অন্য ঘরে যা'ন, আমাদের একটু কথা আছে। শ্যাম, রাধিকাকে বল নইলে ও যাবে না।

শ্যামানাথ। বাবা রাধিকা, একটু বাহিরে যাও,—যাও সত্যেন্দ্র বাবাজীকে নিয়ে বরং তোমার পিসিমার কাছে যাও। তাঁ'কে বলগে তোমাদের খাবার দিতে। একটু পরেই আবার তোমাদের ডেকে পাঠা'লে এখানে এসো। দাদার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

রামেশ্বর, রাধিকা ও সত্যেন্দ্রকে লইয়া

বাহিরে গেলেন। আর আর সকলেও চলিয়া গেলেন।

জ্ঞানেন্দ্র। ভাই, শ্যাম, তুমি যখন আমায় ডেকেছ, তখন নিশ্চয়ই বুঝ্তে পেরেছ যে তোমার আসন্ন-কাল উপস্থিত। সে জন্য তোমার সঙ্গে আমার আর অন্যরূপ কথার প্রয়োজন নাই। যা অপরিহার্য্য, তা'র জন্য ভাব্বার দরকার নাই। যা ভাব্বার দরকার, তাই ভাব, ভাই!—বিষয়াশয় যাঁ'র, তিনি যা কর্বার কর্বেন,—আমরা যাঁ'র, আমরা তাঁ'র কাজই ক'র্বো। ভাই, ঐ ত ম! বোধ হয় উনিই তোমার ইষ্ট-মূর্ত্তি! এখন ওঁতেই আত্ম-সমাধান কর। ওঁর চরম বাক্যটি একবার স্মরণ কর—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ভাইরে, উনি না রাখ্লে কেউ কারুকে রাখ্তে পারে না। তুমি রাধিকার জন্যও ভেবো না, বিষয়ের জন্যও ভেবো না। সব মায়ের কৃপায় ঠিক হ'য়ে যা'বে। তুমি খালি ভাব ওঁকে।—আগে কি ক'রেছ সে কথা ভাব্বার দরকার নাই, এর পর কি হ'বে, সে কথাও ভাব্বার দরকার নাই—ভাব শুধু ওঁকে—প্রাণ ভ'রে কেবল বল মা! মা! মা!—অবোধ ছেলেতে অনেক উৎপাত করে, সে জন্য সকলে তা'র উপর বিরূপ হ'তে পারে, কিন্তু মা বিরূপ হ'তে পারেন না!—ভাইরে মাকে ডাক, চক্ষু বুঝে খালি বল মা—মা—মা—

শ্যামানাথ। "মা—মা—মা—মা—মা"—বলিতে বলিতে তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক মনে মনে জপ করিতে লাগিলেন—

শ্যামনাথ। "দাদা,"

জ্ঞানেন্দ্র। "কি ভাই?"

শ্যামনাথ। "দাদা বড় কষ্ট, আর শ্বাস ফেলতে পার্‌চিনে—"

জ্ঞানেন্দ্র। সে কথা ভ'বার দরকার কি ভাই? শুধু মনে মনে বল "মা মা" পারত গুরুদত্ত মন্ত্র জপ কর।

শ্যামানাথ জপের ভঙ্গি করিলেন। তার পর বলিলেন "মা—"

ক্রমে শেষ শ্বাস মহাশ্বাসে মিলিত হইল।

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ দ্বারদেশে আসিয়া বলিলেন "দাদা,"

রামেশ্বর সম্মুখে আসিলেন।

জ্ঞানেন্দ্র। সব শেষ হ'য়েছে, সত্যেন্দ্র কোথায়? তা'রে নিয়ে আপনি বাটিতে যান। আর যে কয়জন ব্রাহ্মণ, মা জগত্তারিণীর মন্দিরে থাকেন, তাঁ'দের এখানে আস্তে ব'লে যান। আমার ত আর এখন যাওয়া হ'বে না।

রামেশ্বর সম্মুখস্থ বারান্দা হইতে সত্যেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে রাধিকানাথ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "জ্যাঠা মশাই, সত্যেন্দ্র দাদা কোথায়?"

জ্ঞানেন্দ্র। বাবা রাধিকা, সত্যেন্দ্র তোমার দাদা নয়, সে তোমার চেয়ে দু'দিনের ছোট। তুমিই তা'র দাদা। সে এই মাত্র আমার দাদার সঙ্গে বাটিতে গিয়েছে। এখানে আর যাঁ'রা ছিলেন, তাঁ'রা বোধ হয় বৈঠকখানায় আছেন, তুমি একবার তাঁ'দের ডেকে নিয়ে এস।

রাধিকানাথ চলিয়া গেল।

জ্ঞানেন্দ্র মনে মনে বলিলেন "সম্মুখে বিপদ

সমুদ্র—কিন্তু কাণ্ডারীও এ অপোগণ্ডটিকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। সময়ে সবই ঠিক হ'য়ে যা'বে। কিন্তু এখন এ বালকটির ভাগ্যে অনেক কষ্ট আছে। ভায়া আমায় ডেকেছিলেন, ছেলেটিকে মৃত্যু-কালে আমায় হাতে হাতে সঁপে দিবেন ব'লে। কিন্তু ইচ্ছাময়ের তা ইচ্ছা নয়, তাই তা ঘট্‌লো না।—ভয় কি? মা আছেন?—এ সংসারের জন্য তিনি সৌদামিনীরূপে প্রকাশিতা—সব ঠিক হ'বে। আমার ভাববার দরকার কি?"

এমন সময় কয়েকজন আত্মীয় আসিলেন। সকলেই শুনিলেন "জমিদার শ্যামানাথ আর নাই!—বালক রাধিকানাথও শুনিল, আজ সে পিতৃহীন—তা'র উচ্চ রোদনে দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল, অন্তঃপুরে সে রোল গিয়া রোদন রোলের সৃষ্টি করিল।—জগন্নাথপুর-প্রাসাদ হাহাকারে পূর্ণ হইল।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

জন্ম-পত্র।—অনুবৃত্তি।

(প্রথম খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

জলযোগের পর দু'জনে একটু শয়ন করিলাম। শয়ন করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বলিল "দেখ, দাদা, তোমার কোষ্ঠী-সম্বন্ধে আমি কিছু বলি। পণ্ডিত মহাশয়, তোমায় বলেছেন, তুমি বই টই লিখ্‌বে, তা এখনই ত অনেক লিখেছ, সব হ'বে—কিন্তু মূল কথা ভাগ্যে কখনও অর্থ-সচ্ছল হ'বে না, তুমিও খোকার মত ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কার্ত্তিকের প্রথমে জন্মেছ তোমারও জন্মনক্ষত্র, ভূজে সুতরাং তোমাকেও মধ্যায়ু হ'য়ে কষ্টে জীবন কাটাতে হ'বে—ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলোবে না।"

আমি বলিলাম "শুভ সংবাদ বটে। যদি বিশ্রামই কর্‌বে না তবে, এস ঐ চক্র টক্র গুলো বোঝ্‌বার চেষ্টা করা যা'ক।

জ্ঞানেন্দ্র, "তথাস্তু" বলিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর বলিল "চক্রং শতপদং বক্ষ্যে" এই দেখ তির্য্যক্ ভাবে আর উর্দ্ধভাবে রুদ্র সংখ্যা অর্থাৎ এগারটি করিয়া বাইশটি রেখা টানা হ'য়েছে (প্রথম খণ্ডের ২৪০ পৃষ্ঠা দেখ) এই বৃহৎ বর্গক্ষেত্রটি চারিটি সমান ভাগ ক'রে একটি ঈশান-কোণের একটি অগ্নি-কোণের, একটি নৈর্ঋতের আর একটি বায়ু-কোণের পাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশ করা হ'য়েছে। তারপর "রুদ্রাদিবিদিশ ক্রমাৎ" অর্থাৎ ঈশান-কোণ হ'তে, অ-ব-ক-হ-ড প্রভৃতি পাঁচ পাঁচটি শুদ্ধ বর্ণ লেখা হইয়াছে। পঞ্চস্বরা শাস্ত্রে ঐ অবকহড়াদি এই অ-ব-ক-হ-ড়, ম-ট-প-র-ত, ন-য-ভ-জ-খ, গ-শ-দ-চ-ল, একটু লক্ষ্য ক'রে দেখ ব্যঞ্জনবর্ণের ঘ-ঙ-ছ-ঝ-ঞ-ঠ-ঢ-ণ-থ-ধ-ভ-ষ-স বাদ গিয়েছে ওে গুলির কি ব্যবস্থা করেছেন পরে দেখ। অ-কারে নীচে ই-উ-এ-ও লিখিয়া পঞ্চস্বর লওয়া হ'য়েছে। তারপর বল্‌ছেন হ্রস্বদ্বারাই দীর্ঘাদি স্বীকার কর অর্থাৎ অ, আ, ই, ঈ, ইত্যাদি হ্রস্বের দ্বারা গৃহীত হলো সুতরাং ই আদ্যক্ষর নির্ণীত হলেও 'ঈশান' নাম রাখতে পার। ঋ-৯-তে যদি কোনও

নাম পাও তবে তা অ-কারের দ্বারাই বিচার ক'রো আর "শেণ সস্ত পরিগ্রহঃ" শ দ্বারা স গ্রহণ ক'রো। তারপর প্রত্যেক শুদ্ধ ব্যঞ্জন বর্ণ অপর চারি স্বর যুক্ত ক'রে নীচে নীচে রাখ্‌বে; যেমন ব-বি-বু-বে-বো, ইত্যাদি। এখন দেখ সব ঘরেই এক একটি বর্ণ হ'য়েছে এইবার "কুর্য্যাদ্ কু-পু-ভূ-দু স্থানে ত্রীণি ত্রীণ্য-ক্ষরাণি চ।" অর্থাৎ যেখানে কু লিখেছ সেই ঘরেই লেখ ঘ-ঙ-ছ, পু-র ঘরে ষ-ণ-ঠ, ভূ-র ঘরে ধ-ফ-ঢ এবং দু-র ঘরে থ-ঝ-ঞ। কু-ঘ-ঙ-ছ-তে রৌদ্র নক্ষত্র ৬ আর্দ্রা (আর্দ্রার অধিপতি শিব = রুদ্র) লেখ। নক্ষত্রের নাম ও অধিপতি পঞ্জিকাতেই পা'বে। তারপর পু-ষ-ণ-ঠ-তে হস্তার অঙ্ক ১৩ লেখ, ভূ-ধ-ফ-ঢ-তে পূর্ব্বাষাঢ়ার অঙ্ক ২০ এবং দু-খ-ঝ-ঞ-তে উত্তরভাদ্রপদের অঙ্ক ২৬ দাও। অর্থাৎ এই চারি নক্ষত্রে জন্মিলে চারিটি বর্ণের যে কোনওটি আদ্যাক্ষররূপে গ্রহণ করা যায়। ইচ্ছা হয় পাদানুসারেও লিখতে পার। এই-বার অ হ'তে আরম্ভ ক'রে ৩ কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পাদ হ'তে এক এক পাদ নির্দ্দেশ ক'রে যাও। ঈশান-পাদ শেষ হ'লে, অগ্নি-পাদের ম হ'তে, তারপর নৈঋ‍ৃত-পাদের ন হ'তে, তারপর বায়ু-পাদের গ হ'তে নক্ষত্র দিতে দিতে সকল নক্ষত্রই দেওয়া হ'য়ে গেল। এখন যে দিনের ফল বিচার কর্‌তে হ'বে সেই দিনে কোন গ্রহ কোন নক্ষত্রের কোন পাদে আছে তা নির্ণয় ক'রে সেই সেই ঘরে লেখ।

আমি। চন্দ্রের ভোগ্য নক্ষত্র পাদ নির্ণয় সহজ, রবিরও সহজ কারণ পঞ্জিকার পাশেই লেখা আছে। বৃহস্পতি প্রভৃতির ত অত সহজে হ'বে না?

জ্ঞানেন্দ্র। যদি গ্রহস্ফুট পাও তা হ'লে খুবই সহজ, যেমন খোকার ভাবচক্রে বৃহস্পতি ১০।১১ অর্থাৎ দশ রাশির এগার অংশে। এইবার এই নবাংশ চক্র দেখ (সপ্তবর্গসারিণী প্রথম বর্ষের ১২৬ পৃষ্ঠা) ১০।১০ পর্য্যন্ত ২৪। চব্বিশ নক্ষত্রের প্রথমপাদ, তারপর ২৪॥ অর্থাৎ শতভিষা নক্ষত্রের দ্বিতীয়পাদ সুতরাং বৃ বস্‌লেন শতপদের শ ২৪॥ চিহ্নিত ঘরে। এইরূপে সমস্ত গ্রহই বসান যেতে পারে।

আমি। পারে নয়, সব গ্রহগুলি বসিয়ে দেখিয়ে দাও।

জ্ঞানেন্দ্র। আচ্ছা তাই হোক্। এই দেখ ভাবচক্রে যে স্ফুট আছে, তদনুসারে এই নবাংশ চক্র থেকে (সপ্তবর্গ সারিণী দেখ) র ৬।৮ = ১২, চ ১০।৩ = ২৩৵, ম ০।২৯ = ৩।, বু ৬।২১ = ১৬।, বৃ ১০।১১ = ২৪॥, শু ৫।২ = ১২॥, শ ১১।১৮ = ২৭।, রা ৮।২৭ = ২১।, কে ২।২৭ = ৭৵, তদনুসারে শতপদচক্রে গ্রহ স্থাপন করা গেল। (চক্র দেখ) এখন দেখ "নামাক্ষরাশ্রিতে কোষ্ঠে" অর্থাৎ জন্ম-নক্ষত্রপাদ যে কোষ্ঠে আছে সেই কোষ্ঠ হ'তে "কোষ্ঠে বা দক্ষিণে বামে সম্মুখে গ্রহ সংস্থিতে।" এখানে দেখা যাচ্চে ঐ কোষ্ঠের সমসূত্রে কোনও দিকে কোনও ঘরে কোনও গ্রহ নাই, সুতরাং বেধ হ'ল না সুতরাং শুভ বা অশুভ ফল হ'ল না। কিন্তু যদি ধনিষ্ঠার দ্বিতীয় পাদে জন্ম হ'ত, তা হ'লে দক্ষিণে শনি ও রবি এবং বামে বৃহস্পতির সহিত বেধ হতো "মিশ্রৈর্মিশ্রফলং" অর্থাৎ এই বৎসরটা সুখ দুঃখ জড়িত হতো, বক্রী শনি নিজের কারকত্বানুসারে অশুভ ফল দিতেন।

আমি। কারকত্ব কি?

জ্ঞানেন্দ্র। যে যে গ্রহের যে যে বিষয়

করবার শক্তি আছে তাই তা'র কারকত্ব। ও কথা আর একদিন হ'বে। তারপর ভাব চক্র,—গ্রহস্ফুট ও ভাবস্ফুট করবার কথা এরপর হ'বে ওটা অল্প সময়ে হ'বার নয়। তারপর মিত্রাদিচক্র। বৃহজ্জাতকের যে শ্লোক গুলি এই কোষ্ঠীতে উদ্ধৃত আছে তদনুসারে আমরা পাচ্চি রবির মিত্র চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি; সম বুধ এবং শত্রু শুক্র ও শনি;

ঈশান — পূর্ব

অ ৩। ম	ব ৪॥	ক ৫৳	হ ৭৳ কে	ড ৮
ই ৩॥	বি ৪৳	কি ৫	হি ৭	ডি ৯।
উ ৩৳	বু ৪	কুঘঙছ ৬	হু ৮।	ডু ৯॥
এ ৩	বে ৫।	কে ৭।	হে ৮॥	ডে ৯৳
ও ৪।	বো ৫॥	কো ৭॥	হো ৮৳	ডো ৯

পূর্ব — অগ্নি

ম ১০।	ট ১১॥	প ১২৳	র ১৪৳	ত ১৫
মি ১০॥	টি ১১৳	পি ১২ র	রি ১৪	তি ১৬। স্ব
মু ১০৳	টু ১১	পূষণঠ ১৩	রু ১৫।	তু ১৬।
মে ১০	টে ১২।	পে ১৪।	রে ১৫॥	তে ১৬৳
মো ১১।	টো ১২॥	পো ১৪॥	রো ১৫৳	তো ১৬

বায়ু — উত্তর

গ ২৩।	শ ২৪॥ ব	দ ২৫৳	চ ২৭৳	ল ১
গি ২৩॥	শি ২৪৳	দি ২৫	চি ২৭	লি ২।
গু ২৳ চ	শু ২৪	ভূথঝঞ ২৬	চু ১।	লু ২॥
গে ২৩	শে ২৫।	দে ২৭। শ	চে ১॥	লে ২৳
গো ২৪।	শো ৫॥	দো ২৭॥	চো ১৳	লো ২

নৈঋত — পশ্চিম

ন ১৭।	য ১৮॥	ভ ১৯৳	জ ২১৳	খ ০
নি ১৭॥	যি ১৮৳	ভি ১৯	জি ২১	খি ২২।
নু ১৭৳	যু ১৮	ভুধফঢ ২০	জু ০।	খু ২২॥
নে ১৭	যে ১৯।	ভে ২১। ধা	জে ০॥	খে ২২৳
নো ১৮।	যো ১৯॥	ভো ২১॥	জো ০৳	খো ২২

চন্দ্রের মিত্র রবি ও বুধ; সম মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি; মঙ্গলের মিত্র রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি; সম শুক্র ও শনি এবং শত্রু বুধ; বুধের মিত্র রবি ও শুক্র; সম মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এবং শত্রু চন্দ্র; বৃহস্পতির মিত্র রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল; সম শনি এবং শত্রু বুধ ও শুক্র; শুক্রের মিত্র বুধ ও শনি; সম মঙ্গল ও বৃহস্পতি এবং শত্রু রবি ও চন্দ্র এবং শনির মিত্র বুধ ও শুক্র, সম বৃহস্পতি এবং শত্রু রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল। কোনও সময়ের রাশিচক্র অঙ্কিত হ'লে যে সকল গ্রহ অন্য গ্রহের ধন (২) ব্যয় (১২) আয় (১১) সহজ (৩) ব্যাপার (১০) এবং বন্ধু (৪) স্থানে থাকে তাহারা তৎকালমিত্র ও অবশিষ্ট স্থানস্থিত গ্রহ তৎকালশত্রু হয়। গ্রন্থান্তরে

রাহু কেতু সম্বন্ধে লেখা আছে যে মিথুন রাহুর উচ্চ স্থান, কুম্ভ মূল ত্রিকোণ, কন্যা গৃহ, শুক্র ও শনি মিত্র এবং রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল রিপু কাজেই বাকী বুধ ও বৃহস্পতি সম বুঝ্‌তে হ'বে। ২০ অংশ রাহুর সূচ্চাংশ। কেতুর উচ্চাদি রাহুর বিপরীত এবং ছয় অংশ সূচ্চাংশ, এবং রবি, মঙ্গল ও চন্দ্র মিত্র এবং বুধ ও বৃহস্পতি সম সুতরাং শুক্র ও শনি শত্রু।

আমি। কোষ্ঠীর চক্রে ত দেখ্‌চি বুধ আর বৃহস্পতি শত্রু লেখা র'য়েছে।

জ্ঞানেন্দ্র। ওটা বুড়ো মানুষের ভ্রান্তি, শুদ্ধ ক'রে নিতে হ'বে। হয় ত আরও কোথাও ও রকম ভুল থাক্‌তে পারে।

আমি। শুধু বুড়ো মানুষের নয় দাদা, ভ্রম প্রমাদ মানুষমাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী। তা যা'ক্ তারপর তৎকালমিত্রাদি কিরূপে নির্ণয় করতে হ'বে বল?

জ্ঞানেন্দ্র। রবি থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেক গ্রহের দশম, একাদশ, দ্বাদশ, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যে যে গ্রহ আছে, তা'রা সকলেই সেই গ্রহের তৎকালমিত্র। একস্থানস্থ গ্রহও, মিত্র, তা'দের নাম সেই গ্রহের নামের নীচে তৎকালমিত্রের ঘরে লেখো। (প্রথম খণ্ডের ১৮৬ পৃষ্ঠায় রাশিচক্র দেখ) যেমন রবি হ'তে ঐ কয় ঘরের মধ্যে একাদশে শুক্র এবং সঙ্গে বুধ থাকায়, এই দুই গ্রহ মাত্র তৎকাল মিত্র, বাকী চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি কাজে কাজেই তৎকালশত্রু হ'লেন। এইরূপ অন্যান্য গ্রহেরও করতে হ'বে।

আমি বলিলাম—"একটু অপেক্ষা কর, আমি বাকী গুলি নিজে ক'রে দেখি।" এই বলিয়া নিজে চন্দ্রাদি গ্রহের তৎকালমিত্র ও শত্রু নির্ণয় কর্‌লাম।"

জ্ঞানেন্দ্র দেখিতেছিল, বলিল "ঠিক্ হ'য়েছে।"

আমি। একটা কথা—রাহু কেতুকে বাদ দিলাম কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। অধিকাংশ জ্যোতির্ব্বিৎই, বিশেষতঃ বরাহমিহিরাচার্য্য ফল নির্দ্দেশে রাহু কেতুর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। তাঁ'র বৃহজ্জাতকের ঐ শ্লোকে দেখ রাহু কেতুর কোনও কথাই নাই; রাহু কেতুর কথা গুরুদেব অন্য গ্রন্থ হ'তে নিয়েছেন।

আমি। তা বেশ। তারপর অধিমিত্রাদি?

জ্ঞানেন্দ্র। যে গ্রহ যে গ্রহের নৈসর্গিক মিত্র সেই গ্রহ তৎকালমিত্র হ'লে অধিমিত্র, এবং তৎকালশত্রু হ'লে সম হ'বেন। নৈসর্গিক সম তৎকালমিত্র হ'লে মিত্র ও শত্রু হ'লে শত্রু হ'বেন আর নৈসর্গিক শত্রু তৎকালমিত্র হ'লে সম ও শত্রু হ'লে অধিশত্রু হ'বেন।

আমি। "আচ্ছা! আমি অধিমিত্রাদি নির্ণয় করি।" এই বলিয়া অধিমিত্রাদি নির্ণয় করিতে লাগিলাম। বুধ রবির নৈসর্গিক সম, এবং তৎকালমিত্র এজন্য মিত্রই রইলেন কি বল?

জ্ঞানেন্দ্র। হাঁ।

আমি। শুক্র নৈসর্গিক শত্রু তৎকালমিত্র হওয়াতে হ'লেন সম। চন্দ্র, মঙ্গল আর বৃহস্পতি ছিলেন নৈসর্গিক মিত্র, হ'য়েছেন তৎকালশত্রু এরাও হ'লেন সম। আর শনি ছিলেন নৈসর্গিক শত্রু হ'য়েছেন তৎকালশত্রু কাজেই হ'লেন অধিশত্রু।

জ্ঞানেন্দ্র। ঠিক্ হ'য়েছে।

আমি বলিলাম—"বাকী গুলিও করি।" এই বলিয়া আমি লিখিতে লাগিলাম, জ্ঞানেন্দ্র দেখিতে লাগিল। আমার সমস্ত লেখা শেষ

হইলে, জ্ঞানেন্দ্র বলিল, দেখ ভাই, রাহু কেতুর নৈসর্গিকমিত্রাদি উলট্ পালট হওয়াতে, অধিমিত্রাদিতেও গোল হ'য়েছে। তোমার নির্ণয়ে ভুল হয় নি। রাহুর বুধ, বৃহস্পতি মিত্র, রবি, চন্দ্র, শুক্র, সম এবং মঙ্গল অধিশত্রু হ'বেন—আর কেতুর রবি, চন্দ্র, শনি ও শুক্র সম হ'বেন, এবং বুধ, বৃহস্পতি অধিশত্রু না হ'য়ে শত্রু হ'বেন।

আমি। তা ত হ'লো। এখন বল দেখি এ অধিশত্রু প্রভৃতি নিয়ে কি হ'বে?

জ্ঞানেন্দ্র। ফল বিচারে প্রয়োজন হ'বে।

আমি। তারপর "অত্র পূর্ণবলগ্রহাভাবঃ" কিরূপে বুঝ্‌বো?

জ্ঞানেন্দ্র। উচ্চস্থ গ্রহ পূর্ণবলযুক্ত; মূলত্রিকোণস্থ ও নিজগৃহস্থ গ্রহ মধ্যবলযুক্ত এবং মিত্রদৃষ্ট ও মিত্রগৃহস্থ গ্রহ অল্পবলযুক্ত অন্যত্র হীনবল বুঝ্‌তে হ'বে যথা—

"স্বোচ্চস্থিতা শ্রেষ্ঠবলা ভবন্তি
মূলত্রিকোণে স্বগৃহে চ মধ্যাঃ।
ইষ্টেক্ষিতা মিত্রগৃহস্থিতাশ্চ
বীর্যং কলার্দ্ধং সমুপাবহন্তি॥"

এতদপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে বলাবল নির্ণয়ের কথা আর একদিন বল্‌বো। এখন দেখ গ্রহগণের কেউই উচ্চগৃহে নাই সুতরাং কেহই পূর্ণবলী হলেন না। সেই জন্য লিখেছেন "অত্র পূর্ণবলগ্রহাভাবঃ।"

আমি। উচ্চস্থান কি? মূল ত্রিকোণই বা কি?

জ্ঞানেন্দ্র। এই চক্রটি দেখ তাহ'লেই বুঝ্‌তে পারবে (উচ্চাদিচক্র দেখ) তার পর

গ্রহগণের উচ্চাদিচক্র।

	গৃহ	উচ্চ	নীচ	মূলত্রিকোণ
রবি	সিংহ	মেষ ১০ অংশ	তুলা ১০ অংশ	সিংহ ২০ অংশ
চন্দ্র	কর্কট	বৃষ ৩ ,,	বৃশ্চিক ৩ ,,	বৃষ ২৭ ,,
কুজ	মেষ, বৃশ্চিক	মকর ২৮ ,,	কর্কট ২৮ ,,	মেষ ১২ ,,
বুধ	মিথুন, কন্যা	কন্যা ১৫ ,,	মীন ১৫ ,,	কন্যা ২৫ ,,
গুরু	ধনু, মীন	কর্কট ৫ ,,	মকর ৫ ,,	ধনু ১০ ,,
শুক্র	বৃষ, তুলা	মীন ২৭ ,,	কন্যা ২৭ ,,	তুলা ১৫ ,,
শনি	মকর, কুম্ভ	তুলা ২০ ,,	মেষ ২০ ,,	কুম্ভ ২০ ,,
রাহু	কন্যা	মিথুন ২০ ,,	ধনু ২০ ,,	কুম্ভ ২০ ,,
কেতু	মীন	ধনু ৬ ,,	মিথুন ৬ ,,	সিংহ ৬ ,,

কেবল মঙ্গল স্বগৃহে আছেন সুতরাং তিনিই মধ্যবল। বাকী হীনবল। তারপর ষণ্নাড়ী চক্র। কোষ্টিতে যে শ্লোক আছে তদনুসারে অনায়াসেই ষণ্নাড়ী নির্ণীত হ'তে পারে। তথাপি পণ্ডিত মহাশয়ের পুথি দেখে আমি এই ষণ্নাড়ীসারিণীটি লিখে নিয়েছি।

ষণ্নাড়ী চক্রম্‌।

জন্ম	কর্ম্ম	সাঙ্ঘাতিক	সামুদায়িক	বিনাশ	মানস
১ অশ্বিনী	১০ মঘা	১৬ বিশাখা	১৮ জ্যেষ্ঠা	২৩ ধনিষ্ঠা	২৫ পূ ভাদ্রপদ
২ ভরণী	১১ পূ ফাল্গুনী	১৭ অনুরাধা	১৯ মূলা	২৪ শতভিষ	২৬ উ ভাদ্রপদ
৩ কৃত্তিকা	১২ উ ফাল্গুনী	১৮ জ্যেষ্ঠা	২০ পূর্ব্বাষাঢ়া	২৫ পূ ভাদ্রপদ	২৭ রেবতী
৪ রোহিণী	১৩ হস্তা	১৯ মূলা	২১ উত্তরাষাঢ়া	২৬ উ ভাদ্রপদ	১ অশ্বিনী
৫ মৃগশিরা	১৪ চিত্রা	২০ পূর্ব্বাষাঢ়া	২২ শ্রবণা	২৭ রেবতী	২ ভরণী
৬ আর্দ্রা	১৫ স্বাতী	২১ উত্তরাষাঢ়া	২৩ ধনিষ্ঠা	১ অশ্বিনী	৩ কৃত্তিকা
৭ পুনর্ব্বসু	১৬ বিশাখা	২২ শ্রবণা	২৪ শতভিষা	২ ভরণী	৪ রোহিণী
৮ পুষ্যা	১৭ অনুরাধা	২৩ ধনিষ্ঠা	২৫ পূ ভাদ্রপদ	৩ কৃত্তিকা	৫ মৃগশিরা
৯ অশ্লেষা	১৮ জ্যেষ্ঠা	২৪ শতভিষা	২৬ উ ভাদ্রপদ	৪ রোহিণী	৬ আর্দ্রা
১০ মঘা	১৯ মূলা	২৫ পূ ভাদ্রপদ	২৭ রেবতী	৫ মৃগশিরা	৭ পুনর্ব্বসু
১১ পূর্ব্বফাল্গুনী	২০ পূর্ব্বাষাঢ়া	২৬ উ ভাদ্রপদ	১ অশ্বিনী	৬ আর্দ্রা	৮ পুষ্যা
১২ উ ফাল্গুনী	২১ উত্তরাষাঢ়া	২৭ রেবতী	২ ভরণী	৭ পুনর্ব্বসু	৯ অশ্লেষা
১৩ হস্তা	২২ শ্রবণা	১ অশ্বিনী	৩ কৃত্তিকা	৮ পুষ্যা	১০ মঘা
১৪ চিত্রা	২৩ ধনিষ্ঠা	২ ভরণী	৪ রোহিণী	৯ অশ্লেষা	১১ পূর্ব্বফাল্গুনী
১৫ স্বাতী	২৪ শতভিষা	৩ কৃত্তিকা	৫ মৃগশিরা	১০ মঘা	১২ উত্তরফাল্গুনী
১৬ বিশাখা	২৫ পূ ভাদ্রপদ	৪ রোহিণী	৬ আর্দ্রা	১১ পূ ফাল্গুনী	১৩ হস্তা
১৭ অনুরাধা	২৬ উ ভাদ্রপদ	৫ মৃগশিরা	৭ পুনর্ব্বসু	১২ উ ফাল্গুনী	১৪ চিত্রা
১৮ জ্যেষ্ঠা	২৭ রেবতী	৬ আর্দ্রা	৮ পুষ্যা	১৩ হস্তা	১৫ স্বাতী
১৯ মূলা	১ অশ্বিনী	৭ পুনর্ব্বসু	৯ অশ্লেষা	১৪ চিত্রা	১৬ বিশাখা
২০ পূর্ব্বাষাঢ়া	২ ভরণী	৮ পুষ্যা	১০ মঘা	১৫ স্বাতী	১৭ অনুরাধা
২১ উত্তরাষাঢ়া	৩ কৃত্তিকা	৯ অশ্লেষা	১১ পূর্ব্বফাল্গুনী	১৬ বিশাখা	১৮ জ্যেষ্ঠা
২২ শ্রবণা	৪ রোহিণী	১০ মঘা	১২ উত্তরফাল্গুনী	১৭ অনুরাধা	১৯ মূলা
২৩ ধনিষ্ঠা	৫ মৃগশিরা	১১ পূ ফাল্গুনী	১৩ হস্তা	১৮ জ্যেষ্ঠা	২০ পূর্ব্বাষাঢ়া
২৪ শতভিষা	৬ আর্দ্রা	১২ উত্তরফাল্গুনী	১৪ চিত্রা	১৯ মূলা	২১ উত্তরাষাঢ়া
২৫ পূ ভাদ্রপদ	৭ পুনর্ব্বসু	১৩ হস্তা	১৫ স্বাতী	২০ পূর্ব্বাষাঢ়া	২২ শ্রবণা
২৬ উ ভাদ্রপদ	৮ পুষ্যা	১৪ চিত্রা	১৬ বিশাখা	২১ উত্তরাষাঢ়া	২৩ ধনিষ্ঠা
২৭ রেবতী	৯ অশ্লেষা	১৫ স্বাতী	১৭ অনুরাধা	২২ শ্রবণা	২৪ শতভিষা

এখন দেখ, ২৩ ধনিষ্ঠা জন্মনক্ষত্র হ'লে ৫ মৃগশিরা কর্ম্ম-নাড়ী, ১১ পূর্ব্বফাল্গুনী সাঙ্ঘাতিক-নাড়ী ১৩ হস্তা সামুদায়িক-নাড়ী ১৮ জ্যেষ্ঠা বিনাশ-নাড়ী আর ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া মানস-নাড়ী হয়। এই সকল নাড়ী উপতাপিত হ'লে অর্থাৎ পাপগ্রহাদি দ্বারা আক্রান্ত হ'লে অথবা এই সকল নাড়ীতে গ্রহণাদি হ'লে যে ফল হয় তা পরেই লেখা রয়েছে যথা জন্মনাড়ী উপতাপিত

হ'লে শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট হয়, কর্ম্মনাড়ী পীড়িত হ'লে কর্ম্ম সম্বন্ধে গোলযোগ হয়; মানস-নাড়ীতে মন ীড়া হয়, সাংঘাতিক নাড়ীতে দেহ, ধন ও বন্ধু হানি হয়, সামুদায়িক নাড়ীতে মিত্র, ভৃত্য ও ধন ক্ষয় হয়, বিনাশ-নাড়ী পীড়িত হ'লে দেহ, ধন ও সম্পদ নষ্ট হ'য়ে থাকে। তারপর নবতারা চক্র। যে নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র সেই নক্ষত্র হ'তে পর পর ন'টি জন্মাদি নবতারা তা'র পরের নয়টি ও তা'র পরের নয়টিও যথাক্রমে ঐ জন্মাদি নবতারা যেমন, (প্রথমবর্ষের ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ) এখানে জন্ম নক্ষত্র ধনিষ্ঠা সুতরাং ২৩, ৫, ১৪ জন্ম তারা ২৪, ৬, ১৫ সম্পত্তারা, ২৫, ৭, ১৬ বিপত্তারা, ২৬, ৮, ১৭ ক্ষেমতারা, ২৭, ৯, ১৮ প্রত্যরিতারা, ১, ১০, ১৯ সাধকতারা, ২, ১১, ২০ বধতারা, ৩, ১২, ২১ মিত্রতারা ৪, ১৩, ২২ পরমমিত্রতারা। তন্মধ্যে তিনটি জন্মতারায় বিবাদাদি পাঁচটি কার্য্য ব্যতীত সকল শুভকার্য্যই করবে, সম্পৎ, ক্ষেম, সাধক মিত্র ও পরমমিত্র তারা সর্ব্বকার্য্যেই শুভ; প্রত্যরিতারার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যরিতারা ভাল, তৃতীয়টি অশুভ; তদ্ব্যতীত অপর

কেতু পতাকী চক্র।
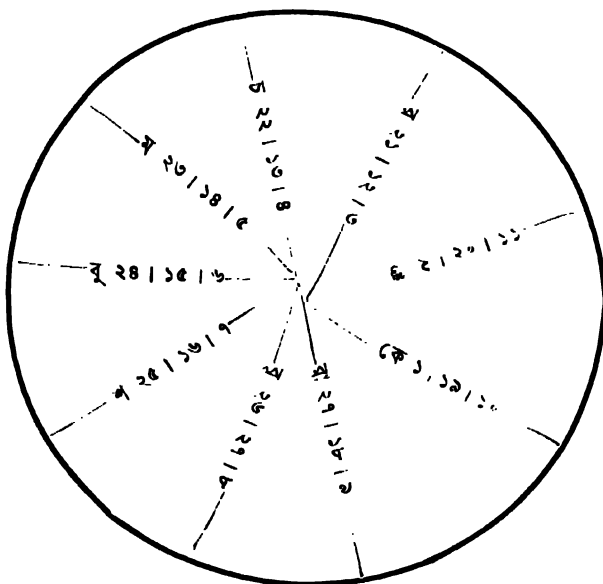
তারা গুলি শুভ নয়। যাত্রাদি সর্ব্বকার্য্যেই তারা শুদ্ধি বিচার জন্য এই চক্রের প্রয়োজন তোমারও ধনিষ্ঠা জন্ম নক্ষত্র, সুতরাং তোমার পক্ষেও এই চক্রানুসারেই গণনা হ'বে।

আমি। যা বল্লে বেশ বুঝেছি, এখন তোমার ত্রিপাপটি বুঝাও।

জ্ঞানেন্দ্র। আজ আর না হ'লে হয় না?

আমি। হ'লেই হয় ভাল। একান্ত কষ্টবোধ কর ত থাক্।

জ্ঞানেন্দ্র। না থাক্‌বার দরকার নেই। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।" যে টুকু শিখেছি সে টুকু তোমায় দেওয়াও ত

একটা ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মাচরণে কালবিলম্ব করবো না। পঞ্চস্বরা নামক শাস্ত্রে কেতু পতাকী, কেতুকুণ্ডলী আর গুরুকুণ্ডলী নামে তিনটি চক্র আছে, তাদের একত্র মিলনে এই ত্রিপাপ-চক্রের উৎপত্তি। কেতুপতাকীর স্বরূপ এইরূপ।" এই বলিয়া, সে খাতার একটি চক্র দেখাইল (২১ পৃষ্ঠায় কেতু পতাকী চক্র দেখ) এই কেতু পতাকী চক্রে এবং কেতুকুণ্ডলী চক্রে যে গৃহে জাতকের জন্মনক্ষত্র আছে, সেই গৃহ হ'তে জাতকের প্রতিবর্ষে এক এক গ্রহের ভোগ হ'বে। যেমন এস্থলে ২৩ ধনিষ্ঠা মঙ্গল হলেন প্রথম বর্ষে, তার পর বুধ, শনি ইত্যাদি পর পর বর্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'লেন ত্রিপাপ চক্রে কেতু পতাকীর ছত্র দেখ (প্রথম-খণ্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা)। দ্বিতীয়টি কেতুকুণ্ডলী তাহার স্বরূপ এই—
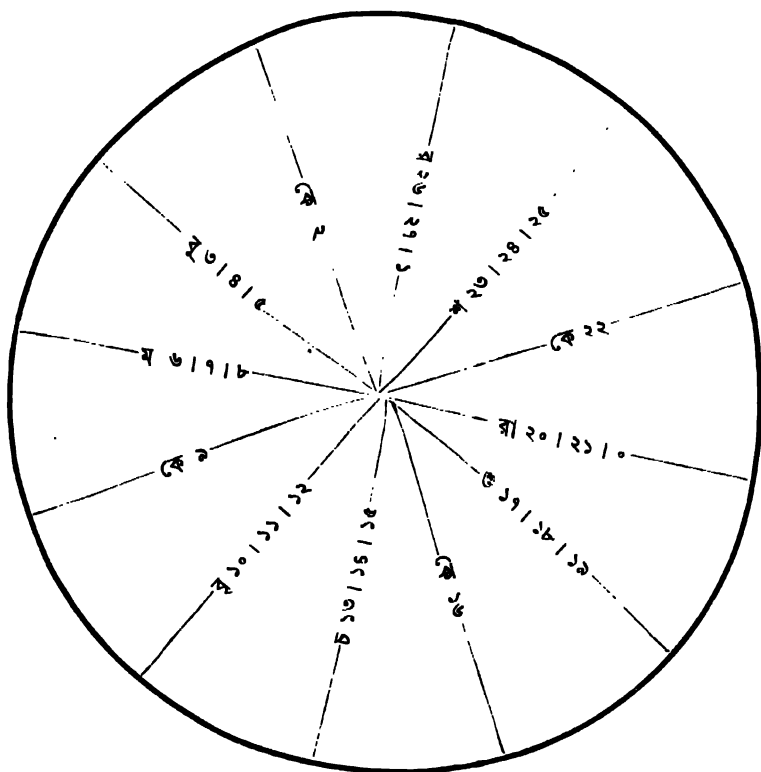
এই চক্রে ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির প্রথম বর্ষ শনির তার পর র, কে, বু, ম, কে, বৃ, চ, কে ইত্যাদি। আর গুরুকুণ্ডলীর স্বরূপ এই (২৩ পৃষ্ঠা দেখ) এই চক্রে ধনিষ্ঠা জাত ব্যক্তির প্রথম বর্ষ শুক্রের তার পর শ, রা, র, ম, কে, চ, বৃ, বু ইত্যাদি। ত্রিপাপ চক্রে দেখ, ঐ তিন ছত্রে ঐ রূপই লেখা রয়েছে। ত্রিপাপচক্রে যে বর্ষে তিনটি পাপ গ্রহ অধিপতি হবেন, সে বর্ষ বিশেষ

কষ্টকর বুঝতে হ'বে। যেমন তোমার একুশ বর্ষে। এখন ত সব গুলি বোঝা হ'লো? বাকী এখন থাক্, কি বল"

আমি। আর না বলতে পারিনি। কিন্তু কোষ্ঠীতে এখনও অনেক চক্র বাকী।

জ্ঞানেন্দ্র। যদি কাল আস্‌তে পারি, ওগুলি হ'য়ে যাবে।

আমি। পারি কেন আস্‌তে হবে।

শ্র
প

পা

-ম ৯। ১৮ ২৭—বু ১২। ২১ ৩—বু ১৩। ২২ —শু ১৪। ২৩ | ৫———

ঐ

শ্র

জ্ঞানেন্দ্র। কাল্‌কের কথা নিশ্চয় ক'রে কে বল্‌তে পারে ভাই? সে ক্ষমতা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বই আর কারও নাই।

আমি। জ্যোতিষের?

জ্ঞানেন্দ্র। তাঁর কৃপা হ'লে। চেৎ সম্ভাবনার বেশী আর কিছু বলবার ক্ষমতা জ্যোতিষের নাই। সেই সর্ব্বশক্তিমানের সর্ব্ববিধ অদৃশ্য শক্তির কার্য্য-নির্ণয় জ্যোতিষের ক্ষমতার অতীত। যখন জ্যোতিষের কথা তুল্‌লে তখন বলি, আমার আয়ুঃকাল পূর্ণ-প্রায়। জন্মতিথি পর্য্যন্ত জীবিত থাকার সম্ভাবনা অতি অল্প। গুরুদেবই গণনা ক'রে বাবাকে বলেছেন, এ বৎসর একটা ফাঁড়া আছে। বিবাহ এ বৎসর থাক্।

পরদিন সে আসিল না। সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায় কাটাইলাম, অপরাহ্নে তাহার ভাই আসিয়া আমায় তাহার খাতাগুলি দিয়া বলিল, "যদি আজ না পারেন তা'হ'লে কাল সকালে একবার দাদাকে দেখ্‌তে যাবেন। তাঁ'র বড় অসুখ।" সে দিন যাওয়া ঘটিল না, কারণ পিতৃদেবের কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার সময় হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে গিয়া দেখিলাম, তাহার নির্জীব দেহ প্রাঙ্গনে পতিত রহিয়াছে।

তাহার খাতা গুলি দেখিয়া, কিছুই করিতে পারিলাম না। ক্রমে শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ফলিত-জ্যোতিষ তিন খণ্ড সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু নিজে চেষ্টা করিয়া শ্লোক কণ্ঠস্থ করা ব্যতীত আর কিছুই হইল না। শ্রী ১৮৯০ অব্দের প্রথমে কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় যাই। সেখানে পূজ্যপাদ পণ্ডিত নীলকান্ত বিদ্যারত্ন জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণোপান্তে বসিয়া জ্যোতিষের যাহা কিছু শিখিয়াছি এবং তৎপরে শ্রী ১৮৯৬ অব্দে কলিকাতায় আসিবার পর পূজ্যপাদ পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়ের চরণোপান্তে বসিয়া যাহা কিছু শিখিয়াছি এবং অন্যান্য জ্যোতিষিক পণ্ডিত মহাশয়গণের কৃপায় যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি অতঃপর সেই সকল কথা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। আনন্দের বিষয় এই গ্রাহকগণের অনেকেই কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে যত্ন করিতেছেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লইতেছেন। তাঁহাদের যত্ন ভগবদীচ্ছায় ফলদ হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব। কারণ সকলেই জ্যোতিষের মর্ম্ম অবগত হন, ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচন।

গ্রহ সংবাদ—২রা কার্ত্তিক বেলা ১১টা ১৭ মিনিটের সময় চন্দ্র শনৈশ্চরের মিলন ঘটিবে। ৬ই অপরাহ্ন ৪টা ২২ মিনিটের সময় শুক্র ও মঙ্গলের যোগ হইবে। ৭ই রাত্রি ৭টা ১২ মিনিটের সময় চন্দ্র ও নেপচুন পরস্পর সন্নিহিত হইবে। ১০ই শেষরাত্রি ৩টা ৩ মিনিটের সময় বুধ মঙ্গলের ও ১১ই রাত্রি ৬টা ১৬ মিনিটের সময় শুক্র বৃহস্পতির সন্নিহিত হইবেন। ১৩ই প্রাতে ৫টা ৯ মিনিটের সময় বুধ বৃহস্পতির সন্নিহিত হইবেন। ১৪ই রাত্রি ১১টা ৩৮ মিনিটের পর রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও কেতু নিরয়ণ তুলায় মিলিত হইবেন এবং বক্রী শনি ও রাহু মেষে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদের সপ্তমস্থ থাকিবেন। গ্রহগণ এই অবস্থায় ১৭ই পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১০টা ৫৭ মিনিট পর্য্যন্ত থাকিবে। এই যোগ লোকক্ষয়কারক। ১৫ই কার্ত্তিক চন্দ্র প্রাতে ৬টা ৩৮ মিনিটে মঙ্গলের, ৯টা ৩০ মিনিটে বৃহস্পতির অপরাহ্ন ৪টা ২২ মিনিটে বুধের এবং ৬টায় শুক্রের সহিত যুক্ত হইবেন। ১৬ই দিবা ১১টা ৫৬ মিনিটে বুধ শুক্রে যোগ হইবে। ১৮ই প্রাতে ৪টা ২৬ মিনিটে মঙ্গল ও বৃহস্পতির যোগ হইবে। ২২এ পূর্ব্বাহ্নে ১১টা ২৩ মিনিটে চন্দ্র ও হর্সেল যুক্ত হইবে। ২৯এ রাত্রি ৭টা ১৪ মিনিটের সময় চন্দ্র শনিকে আবরিত করিবেন। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সন্ধ্যা হইতে লক্ষ্য করিলে এ দৃশ্য দেখা যাইবেক। ৩০এ চন্দ্রগ্রহণ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি, পুস্তক গুলি ক্রমে ক্রমে যথাশক্তি সমালোচিত হইবেক।

শিশির—শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত।

তস্য চিন্তয়মানস্য সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
ধর্ম্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুস্তরান্বিতাঃ ॥২৪১॥
আগত্য সর্ব্বে প্রোচুস্তে ভো ভো রাজঞ্শৃণু প্রভো ॥২৪২॥
অয়ং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্।
সাধ্যাশ্চ বিশ্বে মরুতো লোকপালাঃ সচারণাঃ ॥২৪৩॥
নাগাঃ সিদ্ধাঃ সগন্ধর্ব্বা রুদ্রাশ্চৈব তথাশ্বিনৌ ॥২৪৪॥
এতে চান্যে চ বহবো বিশ্বামিত্রস্তথৈবচ।
বিশ্বত্রয়েন যো মিত্রং কর্ত্তুং বৈ নাশকৎ পুরা ॥২৪৫॥
বিশ্বামিত্রস্তু তে মৈত্রীমিষ্টঞ্চাহর্ত্তুমিচ্ছতি।
আরুরোহ ততঃ প্রাপ্তো ধর্ম্মঃ শক্রোঽথ গাধিজঃ ॥২৪৬॥

ধর্ম্ম উবাচ।

মা রাজন্ সাহসং কার্ষী ধর্ম্মোঽহং ত্বামুপাগতঃ।
তিতিক্ষা-দম-সত্যাদ্যৈঃ স্বগুণৈঃ পরিতোষিতঃ ॥২৪৭॥

হৃদয়-কোটরগুহাবাসি,
হৃদয়ের তমোরাশিনাশি,
তুমি অনাদিনিধন, তুমি দেব নারায়ণ,
অন্তকালে হৃদে বোসো আসি'।

স্মরি' হরি, অগ্নি দিতে যায়
সুসজ্জিত সেই ত চিতায়।
হেন কালে দেবগণ করিলেন আগমন
ধর্ম্ম-সনে ত্বরিতে তথায়।

বলিলেন "দেখহ রাজন,
এই ব্রহ্মা কৈলা আগমন
এই ধর্ম্ম, যাঁ'র তরে সহ কষ্ট স্বতন্তরে,
এই দেখ যত সাধ্যগণ,

বিশ্বদেবে কর দরশন
মরুদ্গণে হেরহ রাজন,
এঁরা লোকপালগণ, এঁরা নাগ, সিদ্ধগণ,
গন্ধর্ব্বেরা কৈলা আগমন।

এসেছেন এই রুদ্রগণ
অশ্বিনীকুমার দুই জন

আর আর দেবগণ কৈলা সবে আগমন
তব প্রতি প্রসন্ন কারণ।

বিশ্বত্রয়ে নাহি মিত্র যাঁ'র
সবে কহে শুনি' নাম তাঁ'র
আজি সেই বিশ্বামিত্র হ'য়েছেন তব মিত্র
হৈল হেথা আগমন তাঁ'র।

সবে মিত্র এখন তোমার,
সহিতে হ'বে না দুঃখ আর
দেখিলে দুঃখের পার পাইলে ধর্ম্মের সার
আর ভয় নাহি হে তোমার।

তবে ধর্ম্ম, বিশ্বামিত্র সনে
দেবরাজ আসি' ফুল্লমনে
রাজার সম্মুখে, আহা, বলে কষ্ট সৈলে যাহা
অন্ত তা'র হৈল এতদিনে।২৪০-৪৬॥

ধর্ম্ম বলে' শুনহ রাজন,
দেহ ত্যাগে না করিও মন,
আমি ধর্ম্ম, তুষ্ট অতি তব গুণে মহামতি,
আসিয়াছি সম্ভ্রম কারণ। ২৪৭॥

ইন্দ্র উবাচ।

হরিশ্চন্দ্র মহাভাগ প্রাপ্তঃ শক্রোঽস্মি তেঽন্তিকম্।
ত্বয়া সভার্য্যাপুত্রেণ জিতো লোকাঃ সনাতনা ॥২৪৮॥
আরোহ ত্রিদিবং রাজন্ ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ।
সুদুষ্প্রাপ্যং নরৈরন্যৈর্জিতমাত্মীয়কর্ম্মভিঃ ॥২৪৯॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ততোঽমৃতময়ং বর্ষমপমৃত্যুবিনাশনম্।
ইন্দ্রঃ প্রাসৃজদাকাশাৎ চিতাস্থানগতঃ প্রভুঃ ॥২৫০॥
পুষ্পবর্ষঞ্চ সুমহদ্দেবদুন্দুভিনিস্বনম্।
ততস্ততো বর্ত্তমানে সমাজে দেবসঙ্কুলে ॥২৫১॥
সমুত্তস্থৌ ততঃ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুকুমারতনুঃ সুস্থঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ ॥২৫২॥
ততো রাজা হরিশ্চন্দ্রঃ পরিষ্বজ্য সুতং ক্ষণাৎ।
সভার্য্যঃ স্বশ্রিয়া-যুক্তো দিব্যমাল্যাম্বরান্বিতঃ ॥২৫৩॥
স্বস্থঃ সম্পূর্ণহৃদয়ো মুদা পরময়া যুতঃ।
বভূব তৎক্ষণাদিন্দ্রো ভূয়শ্চৈনমভাষত ॥২৫৪॥

ইন্দ্র ব'লে "শুন নরেশ্বর
আমি ইন্দ্র দেবের ঈশ্বর,
আজি তব পুণ্যফলে আইনু লয়ে দেব দলে
আশীর্ব্বাদ করি অতঃপর।
পত্নী পুত্র সনে তুমি রায়
বড় তুষ্ট করিলে আমায়
সনাতন লোকচয় আজি তুমি কৈলে জয়
নরের অসাধ্য ইহা হায়! ২৪৮॥
নরে যাহা করিতে না পারে
দেখিলাম করিতে তোমারে,
কর্ম্মফলে, তব, আজ স্তম্ভিত দেব-সমাজ
স্বর্গবাস দিব হে তোমারে। ২৪৯॥
পক্ষিগণ বলে—"মুনি করহ শ্রবণ,
ইন্দ্র করিলেন, তথা, অমৃত-বর্ষণ।
অপমৃত্যু নাশ হয় অমৃত-ধারায়,
সেই সে অমৃত-বৃষ্টি হইল চিতায়। ২৫০॥
দেবগণে পরিবৃত সভার মাঝারে,
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হয় ধারাকারে।
আকাশে দুন্দুভি বাজে মধুর নিস্বন,
শুনি পুলকিত ভবে হৈল সর্ব্বজন। ২৫১॥
রাজপুত্র রোহিতাস্য অমৃত-ধারায়,
সুস্থ হ'য়ে, প্রাণ পেয়ে, চারিদিকে চায়। ২৫২॥
তবে রাজা ত্বরা করি' করিয়া গমন,
প্রাণের অধিক পুত্রে করে আলিঙ্গন।
দেবদত্ত বস্ত্র মাল্য পরিধান করি'
পত্নী পুত্র-সনে রাজা শোভে মরি মরি।
মানস প্রফুল্ল হৈল সুস্থ অতিশয়,
আনন্দের নীরে মগ্ন সবার হৃদয়।
সুরপতি পুন তাঁ'রে বলেন বচন,
অবহিত হ'য়ে রাজা করহ শ্রবণ। ২৫৩-৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

সভার্য্যস্ত্বং সপুত্রশ্চ প্রাপ্স্যসে সদ্গতিং পরাম্।
সম..রাহ মহাভাগ নিজানাং কর্ম্মণাং ফলৈঃ ॥২৫৫॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবরাজানমুজ্ঞাতঃ স্বামিনা শ্বপচেন বৈ।
অগত্বা নিষ্কৃতিং তস্য নারোক্ষেঽহং সুরালয়ম্ ॥২৫৬॥

ধর্ম্ম উবাচ।

তবৈনং ভাবিনং ক্লেশমবগম্যাত্মমায়য়া।
আত্মা শ্বপাকতাং নীতো দর্শিতং তচ্চ চাপলম্ ॥২৫৭॥

ইন্দ্র উবাচ।

প্রার্থ্যতে চৎ পরং স্থানং সমস্তৈর্মনুজৈর্ভুবি।
তদারোহ হরিশ্চন্দ্র স্থানং পুণ্যকৃতাং নৃণাম্ ॥২৫৮॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবরাজ নমস্তুভ্যং বাক্যঞ্চৈতন্নিবোধ মে।
প্রসাদসুমুখং যত্ত্বাং ব্রবীমি প্রশ্রয়ান্বিতঃ ॥২৫৯॥
মচ্ছোকমগ্নমনসঃ কোসলা নগরে জনাঃ।
তিষ্ঠন্তি তানপোহ্যাদ্য কথং যাস্যাম্যহং দিবম্ ॥২৬০॥

পত্নী-পুত্র-সনে তুমি পাইবে সদ্গতি,
কর্ম্মফলে স্বর্গ-রাজ্যে চল নরপতি।"২৫৫॥
হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—"শুন দেবরাজ,
হেন অনুমতি মোরে নাহি কর আজ।
চণ্ডালের ক্রীতদাস আমি সুরেশ্বর,
স্বর্গে যাওয়া মোর পক্ষে বড়ই দুষ্কর।
প্রভু-অনুমতি নাহি পাই যতক্ষণ,
কিরূপে শ্মশান ত্যজি' করিব গমন?" ২৫৬॥
ধর্ম্ম বলিলেন—"তবে শুনহ রাজন,
পূর্ব্ব হ'তে জানিতাম হইবে এমন।
সেই ত কারণে ধরি' চণ্ডাল-আকার,
চাপল্য করিনু যত, কারণে তোমার।"২৫৭॥
ইন্দ্র বলিলেন—"রাজা শুনিলে সকল
ধর্ম্মের নিকটে দাসা তোমারি সম্বল।
অতএব বলি রাজা করহ শ্রবণ,
পুণ্যকারী যেই লোকে করয়ে গমন,
সেই লোক তব তরে ঘটিবে নিশ্চয়,
ত্বরা করি' চল এবে বিলম্ব না সয়।" ২৫৮
হরিশ্চন্দ্র বলে,— "তব পদে নমস্কার
মনের বাসনা বলি' নিকটে তোমার, ২৫৯॥
মোর শোকে অযোধ্যায় যত প্রজাগণ
নিরন্তর হা হুতাশে করিছে রোদন।
মোর প্রতি চিরকাল, তাঁরা ভক্তিমান,
তা'দের না দেখে ব্যাকুলিত মোর প্রাণ,
ভক্তজনে ত্যজি' স্বর্গে যাইব কেমনে?
অতএব বলি যাহা শুনহ শ্রবণে—২৬০॥

ব্রহ্মহত্যা গুরোর্ঘাতো গোবধঃ স্ত্রীবধস্তথা।
তুল্যমেভির্মহাপাপং ভক্তত্যাগেঽপ্যুদাহৃতম্ ॥২৬১॥
ভজন্তং ভক্তমত্যাজ্যং অদুষ্টং ত্যজতঃ সুখম্।
নেহ নামুত্র পশ্যামি তস্মাচ্ছক্র দিবং ব্রজ ॥২৬২॥
যদি তে সহিতাঃ স্বর্গং ময়া যান্তি সুরেশ্বর।
ততোঽহমপি যাস্যামি নরকং বাপি তৈঃ সহ ॥২৬৩॥

ইন্দ্র উবাচ।

বহূনি পুণ্যপাপানি তেষাং ভিন্নানি বৈ পৃথক্।
কথং সংঘাতভোগ্যং ত্বং ভূয়ঃ স্বর্গমবাপ্স্যসি ॥২৬৪॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

শক্র ভুঙ্‌ক্তে নৃপো রাজ্যং প্রভাবেণ কুটুম্বিনাম্।
যজতে চ মহাযজ্ঞৈঃ কর্ম্ম-পৌর্ত্তং করোতি চ ॥২৬৫॥
তচ্চ তেষাং প্রভাবেন ময়া সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
উপকর্ত্তৄন্নসন্ত্যক্ষ্যে তানহং স্বর্গলিপ্সয়া ॥২৬৬॥
তস্মাৎ যন্মম দেবেশ কিঞ্চিদস্তি সুচেষ্টিতম্।
দত্তমিষ্টমথো জপ্তং সামান্যং তৈস্তুদস্তু নঃ ॥২৬৭॥
বহুকালোপভোগ্যং হি ফলং যন্মম কর্ম্মণঃ।
তদস্তু দিনমপ্যেকং তৈঃ সমং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥২৬৮॥

ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, গোবধেতে আর
স্ত্রীহত্যায় যত পাপ হ'বে তা' আমার,
যদি ভক্তজনে ত্যজি' স্বর্গবাসে যাই,
ইহপরকালে মোর কোন সুখ নাই।
অতএব দেবরাজ করি' নিবেদন,
কৃপা করি' নিজস্থানে করহ গমন। ২৬১-২ ॥
যদি তা'রা সবে, স্বর্গে যায় মম সনে,
তবে ত যাইব, তথা, করিয়াছি মনে।
নহে তাহাদের ভাগ্যে ঘটিবে যে স্থান,
আমিও যাইব তথা ইথে নাহি আন।" ২৬৩॥
ইন্দ্র বলে,—"মহারাজ করহ শ্রবণ,
নিজ নিজ পাপপুণ্য ভুঞ্জে নরগণ।
সকলে একদা নাহি যা'বে এক স্থানে,
কিরূপে যাইবে তুমি, তাহাদের সনে।" ২৬৪।
হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—"শুন সুরপতি,
প্রজাসনে রাজ্যভোগ করে নরপতি।
ইষ্ট-পূর্ত্ত আদি যত করে রাজাগণ,
তা'দেরি সাহায্যে সব হয় ত সাধন। ২৬৫ ॥
হেন উপকারী যা'রা ত্যজি' তা সবায়
একাকী যাইতে স্বর্গে কভু না জুয়ায়।২৬৬॥
পুণ্যফল যতটুকু করেছি অর্জ্জন,
সমভাবে সর্ব্বজনে করিনু অর্পণ। ২৬৭ ॥
বহুকাল ভোগ্য মম যত কর্ম্মফল,
একদা সকলে মিলি' ভুঞ্জিব সকল।
যদি ইহা ঘটে দেব প্রসাদে তোমার,
তবে ত হইবে পূর্ণ বাসনা আমার।" ২৬৮ ॥

পক্ষিণ উচুঃ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
প্রচেতা ধর্ম্মশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গাধিজঃ ॥২৬৯॥
গত্বাশু নগরং সর্ব্বে চাতুর্বর্ণ্যসমাযুতম্।
হরিশ্চন্দ্রস্য নিকটে প্রোবাচ বিধুধাধিপঃ ॥২৭০॥

ইন্দ্র উবাচ।

আগচ্ছন্তু জনাঃ শীঘ্রং স্বর্গলোকং সুদুর্লভম্।
ধর্ম্মপ্রসাদাৎ সংপ্রাপ্তং সর্ব্বৈর্যুষ্মাভিরেব তু ॥২৭১॥
বিমানকোটিসম্বদ্ধং স্বর্গলোকান্মহীতলম্।
গত্বাযোধ্যাজনং প্রাহ দিব মারুহ্যতামিতি ॥২৭২॥

পক্ষিণ উচুঃ।

তদিন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রীত্যা তস্য চ ভূপতেঃ।
আনীয় রোহিতাস্যঞ্চ বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥২৭৩॥
অযোধ্যাখ্যে পুরে রম্যে সোঽভ্যসিঞ্চন্নৃপাত্মজম্।
দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সিদ্ধৈরভিষিচ্য নরাধিপম্ ॥২৭৪॥
রাজ্ঞা সহ তদা সর্ব্বে হৃষ্টপুষ্টসুহৃজ্জনাঃ।
সপুত্রভৃত্যদারাস্তে দিবমারুরুহুর্জনাঃ ॥২৭৫॥

পক্ষিগণ বলে—"মুনি করহ শ্রবণ,
রাজার মুখেতে শুনি এ হেন বচন।
ইন্দ্র, ধর্ম্ম, বিশ্বামিত্র গাধির তনয়,
একবাক্যে বলিলেন হইয়া সদয়—
"প্রসন্ন হইয়া মোরা তোমার উপর
বলিলাম, হোক তাই শুন নৃপবর।" ২৬৯॥
বলিলেন, ইন্দ্র অযোধ্যার প্রজাগণে,
"সুদুর্ল্লভ স্বর্গলোকে চল এই ক্ষণে
ধর্ম্মের প্রসাদে সবে পেলে সেই পদ
ঘুচিল সবার, ভবে, যতেক আপদ।" ২৭০-১

স্বর্গ হ'তে এককালে আসি' কোটি রথ,
অচিরে করিল পূর্ণ নৃপ-মনোরথ! ২৭২॥
পক্ষিগণ বলে—"মুনি করহ শ্রবণ,
দেবরাজ বাক্য শুনি' গাধির নন্দন
বিশ্বামিত্র ফুল্লমনে রাজপ্রীতিভরে,
রোহিতাস্যে ক'রে রাজা অযোধ্যানগরে।
অযোধ্যাবাসীরা সবে দেবগণ সনে
উৎসব করিল বহু অযোধ্যা-ভবনে। ২৭৩-৪
পরে রাজসনে মিলি' আরোহিয়া রথে,
দেবগণ সনে স্বর্গে চলিল খ-পথে।

পদে পদে বিমানাত্তে বিমানমগমন্নরাঃ।
তদা সংভূতহর্ষোঽসৌ হরিশ্চন্দ্রশ্চ পার্থিবঃ ॥২৭৬॥
সংপ্রাপ্য ভূতিমতুলাং বিমানৈঃ স মহীপতিঃ।
আসাঞ্চক্রে পুরাকারে বপ্রপ্রাকারসংবৃতে ॥২৭৭॥
ততস্তস্যর্দ্ধিমালোক্য শ্লোকমপ্যুশনা জগৌ।
দৈত্যাচার্য্যো মহাভাগঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥২৭৮॥

শুক্র উবাচ।

হরিশ্চন্দ্র সমো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ।২৭৯॥
যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াদ্ভক্ত্যা নৈরন্তর্য্যেণ মানবঃ।
তেন বেদাঃ পুরাণানি সর্ব্বে মন্ত্রাঃ সুসংগ্রহাঃ ॥২৮০।
যুক্তাঃ স্যুঃ পুষ্করে তীর্থে প্রয়াগে সিন্ধুসাগরে।
দেবাগারে কুরুক্ষেত্রে বারাণস্যাং বিশেষতঃ ॥২৮১॥
বিষুবদ্‌গ্রহণে চৈব যৎফলং জপতো লভেৎ।
তৎফলং দ্বিগুণঞ্চৈব সংযতাত্মা শৃণোতি যঃ ॥২৮২॥
শ্রুত্বা তু পূজয়েদ্ভক্ত্যা পুরাণজ্ঞং দ্বিজোত্তমম্।
গো-ভূ-হিরণ্য-বস্ত্রৈশ্চ তথৈবান্নেন ভক্তিতঃ ॥২৮৩॥

কি কব সে শোভা বাক্যে বর্ণিতে না পারি,
বহু রথ চলিয়াছে গগনে খ-চারী।
রথে রথে প্রজাগণে, রাজা মাঝে তা'র,
অতীব অপূর্ব্ব শোভা হইল রাজার। ২৭৫-৭
সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ববিৎ উশনা সুমতি
তুষ্ট হইলেন, হেরি' রাজার এ গতি।
প্রফুল্ল অন্তরে যেই শ্লোক কৈলা গান,
বলিতেছি তব কাছে শুন মতিমান। ২৭৮॥
"হরিশ্চন্দ্র সম ধরণী মাঝারে
রাজা কভু ছিল নাই।
না আছে এখন হ'বে না কখন
দেখিতে কভু না পাই। ২৭৮॥
এ রাজার কথা সদা এক মনে
যে জন শুনিবে ভবে,
দুঃখ যা'বে তা'র কহিলাম সার
সদা সুখে সেই র'বে।

চারি বেদ আর পুরাণ সকল
শ্রবণে যে ফল হয়,
প্রয়াগে, পুষ্করে, কিম্বা সিন্ধু-নীরে
স্নান দান-পুণ্যচয়।
দেবাগারে আর কুরুক্ষেত্র মাঝে
কিম্বা কাশী মাঝে আর
বিষুবৎ-কালে গ্রহণ-সময়ে
জপ আদি পুণ্য সার।
এ সকল করি' হয় যেবা ফল
তাহার দ্বিগুণ ফল
নিশ্চয় লভিবে কহিলাম আমি
শুনি' চরিত বিমল।
জ্ঞানী দ্বিজমুখে শুনিয়া এ কথা
করিবে পূজা তাঁহার,
করিবে গো-দান ভূমি, স্বর্ণ আর
অন্ন বস্ত্র চমৎকার,

যেনৈবং যৎকৃতং পুণ্যং তচ্ছক্যং ন ময়োদিতুম্ ॥২৮৪॥
অহো তিতিক্ষামাহাত্ম্যমহোদানফলং মহৎ ।
যদাগতো হরিশ্চন্দ্রঃ পুরীং চেন্দ্রত্বমাপ্তবান্ ॥২৮৫॥

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং হরিশ্চন্দ্রবিচেষ্টিতম্ ।
যঃ শৃণোতি সুদুঃখার্ত্তঃ স সুখং মহদাপ্নুয়াৎ ॥২৮৬॥
স্বর্গার্থী প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নুয়াৎ ।
ভার্য্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ভার্য্যাং রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥২৮৭॥
অতঃপরং কথাশেষঃ শ্রূয়তাং মুনিসত্তম ।
বিপাকো রাজসূয়স্য পৃথিবীক্ষয়কারণম্ ॥২৮৮॥
তদ্বিপাকনিমিত্তঞ্চ যুদ্ধমাড়িবকং মহৎ ॥২৮৯॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

তাহে যেবা পুণ্য কে বর্ণিতে পারে
সিদ্ধ হয় সর্ব্ব আশ,
অনন্ত অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়
কভু না হয় নিরাশ ।
কিবা সে তিতিক্ষা-মাহাত্ম্য শোভন
দান-শক্তি কিবা হায় !
যা'র ফলে আজ হরিশ্চন্দ্র-রাজ
প্রজাসনে স্বর্গে যায় ।"২৮৩-৫ ।
পক্ষিগণ বলে—"মুনি শুনিলে ত চমৎকার,
হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান সকল কথার সার ।
যেইরূপ ঘটেছিল করিনু সবি বর্ণন ।
যেই জন এক মনে ইহা করিবে শ্রবণ,
অতিশয় দুঃখ যদি থাকয়ে অন্তরে তা'র,
ঘুচে যাবে পুণ্যফলে নাহিক সংশয় আর ।২৮৬॥
স্বর্গলাভ হ'বে তা'র স্বর্গার্থী সদা যে জন,
পুত্রার্থী পাইবে পুত্র মনের মতন ।
ভার্য্যার্থী পাইবে ভার্য্যা রাজ্যার্থী রাজত্ব হায়,
যা'র যেবা আশ পাবে সন্দেহ নাহিক তা'য় ।২৮৭॥
অতঃপর অন্য কথা বলি অতি চমৎকার
মন দিয়া শুন ধরা-ক্ষয় কারণে যাহার ।
রাজসূয়-বিপাক নামেতে খ্যাত সেই কথা ।
আড়িবক যুদ্ধ-কথা আছে যা'র মাঝে গাঁথা ।
এ কথার শেষ তাহা, শুন শুন মুনিবর
শুনিলে আনন্দ পাবে, হ'বে কল্প-অন্তর । ২৮৮-৯॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান নামক অষ্টম অধ্যায় ।

নবমোঽধ্যায়ঃ

পক্ষিণ উচুঃ।

রাজ্যচ্যুতে হরিশ্চন্দ্রে গতে চ ত্রিদশালয়ম্।
নিশ্চক্রাম মহাতেজা জলবাসাৎ পুরোহিতঃ ॥১॥
বসিষ্ঠো দ্বাদশাব্দান্তে গঙ্গাপর্য্যুষিতো মুনিঃ।
শুশ্রাব চ সমস্তন্তু বিশ্বামিত্রবিচেষ্টিতম্ ॥২॥
হরিশ্চন্দ্রস্য নাশঞ্চ রাজ্ঞশ্চোদারকর্ম্মণঃ।
চণ্ডাল-সংপ্রয়োগঞ্চ ভার্য্যা-তনয়-বিক্রয়ম্ ॥৩॥
স শ্রুত্বা সুমহাভাগঃ প্রীতিমানবনীপতৌ।
চকার কোপং তেজস্বী বিশ্বামিত্রমৃষিম্প্রতি ॥৪॥

বসিষ্ঠ উবাচ।

মম পুত্রশতং তেন বিশ্বামিত্রেণ ঘাতিতম্।
তত্রাপি নাভবৎ ক্রোধস্তাদৃশো যাদৃশোঽদ্য মে ॥৫॥
শ্রুত্বা নরাধিপমিমং স্বরাজ্যাদবরোপিতম্।
মহাত্মানং মহাভাগং দেবব্রাহ্মণপূজকম্ ॥৬॥

পক্ষিগণ ব'লে মুনি করহ শ্রবণ —
হরিশ্চন্দ্র করিলেন স্বর্গেতে গমন।
মহাতেজা বসিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত,
অযোধ্যায় তখন না ছিলা উপস্থিত ;
গঙ্গাগর্ভে ছিলা মুনি তপস্যা-কারণ,
নাহি জানিতেন যত ঘটে অঘটন। ১ ॥
দ্বাদশ বৎসর পরে তপঃত্যাগ করি'
অযোধ্যানগরে পুনঃ আসিলেন ফিরি'।
শুনিলেন ঘটেছিল যত অঘটন ;
বিশ্বামিত্র মুনি যেবা কৈল আচরণ। ২ ॥
প্রীতি মনে ছিল বড় হরিশ্চন্দ্র প্রতি,
শুনিলেন মুনি তাঁ'র যতেক দুর্গতি ;
রাজ্যনাশ আর ভার্য্যাপুত্রের বিক্রয়,
চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি আর দুঃখ সমুদয়।
বিশ্বামিত্র হ'তে সব হইল ঘটন,
এই হেতু হইলেন কোপান্বিত মন। ৩-৪ ॥
ব'লে মুনি—"বড় কষ্ট হৃদয়ে আমার,
হরিশ্চন্দ্রে কষ্ট দিল সেই দুরাচার !
করেছিল শত পুত্র আমার নিধন
তাহে মোর হৃদে ক্রোধ হয় নি এমন। ৫
সেই বিশ্বামিত্র ব্রহ্মদ্বেষী দুরাচার
হরিশ্চন্দ্র সনে কৈল এ হেন ব্যাভার ?
সত্যবাদী, ক্ষমাশীল ধর্ম্মাত্মা যে জন
বিনা অপরাধে তাঁ'র ঘটালে এমন ?

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির দর্শনে।

ঐ সেই শ্রীমন্দির, যেখানে জগতের প্রাণবল্লভ চিরবিরাজিত। ঐ মন্দিরে শ্রীপুরুষোত্তম যোগমায়াশ্রয় পূর্ব্বক দারুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীদারুব্রহ্মরূপে বিরাজিত। শব্দশাস্ত্র বলেন—"পুরীষু শেতে ইতি পুরুষঃ।" অসংখ্য দেহপুরে যিনি অণুচৈতন্যরূপে বর্ত্তমান তিনিই পুরুষ। তাই গীতা বলিতেছেন—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।"

এই বিশ্ব মাঝে　　　দ্বিবিধ প্রকাশ
　　পুরুষের সুনিশ্চয়,
অক্ষর ও ক্ষর,　　　দুই রূপ এই
　　নাহিক তাতে সংশয়।
সর্ব্বভূতে অণু-　　　চৈতন্য রূপেতে
　　ক্ষর নাম হয় তাঁ'র,
কূটস্থ চৈতন্য　　　অক্ষর নামেতে
　　সর্ব্ব ঘটে স্থান যাঁ'র।
পুরুষ-উত্তম　　　পরমাত্মা নাম
　　ব্যাপিয়া ত্রিলোক যিনি,
ঈশ্বর রূপেতে　　　করেন পালন
　　অব্যয় স্বরূপ তিনি।
ক্ষরের অতীত　　　আমি সুনিশ্চিত
　　উত্তম অক্ষর হ'তে
তাই মোরে বেদে　　　পুরুষ-উত্তম
　　বলে সদা এ জগতে।

এত তাঁ'রই শ্রীমুখের বাণী। সুতরাং তিনি জীবচৈতন্য এবং কূটস্থ চৈতন্য হইতে অন্য। দারু ত সর্ব্বভূত হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে তিনি দারুমূর্ত্তি কেন?

যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁ'র পক্ষে দারু বিগ্রহ হওয়া কি বড় কঠিন ব্যাপার?—কখনই নহে। তিনিই ঐ শ্রীমন্দিরে ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, বাহ্য-নিশ্চেষ্ট পুরুষোত্তমরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্ত-সংসার-সমুদ্র-তীরে সংসার-তরঙ্গ-তাড়িত এই পাষাণবৎ পুরে—আর ঐ সুনীল-সাগর-তরঙ্গ-চুম্বিত শ্রীপুরীধামের শ্রীমন্দিরে তিনিই পুরুষ—তিনিই পুরুষোত্তম।

যিনি আমাদের প্রাণের গোরা-চাঁদকে ঐ শ্রীক্ষেত্রে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, সেই প্রাণারামকে কি দেখিবার জন্য প্রাণ কাঁদে না? না কাঁদিলে ত তাঁ'রে পাওয়া যায় না। কত প্রেমিক ভক্ত এখানে কাঁদিয়া তাঁ'রে পাইয়াছে। তুমি আমি কাঁদিলেই তাঁ'রে পাইতে পারি। কিন্তু কাঁদিতে জানি না যে?—অহং-মদে মত্ত মস্তক যে নীচু হইতে জানে না? কাজেই সে ত তাঁ'র জন্য কাঁদিতেও পারে না।

আমাদের পাঠকপাঠিকাগণের অনেকেই চর্ম্মচক্ষে এই শ্রীমন্দিরে সেই শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্য তত সুপ্রসন্ন হয় নাই, তাঁহাদের তৃপ্তি সাধনোদ্দেশে আমরা সেই শ্রীমন্দিরের চিত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাণারামের প্রকট

হইবার ইতিবৃত্তাদিও যথাশক্তি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—দক্ষিণসমুদ্রের তীরে শ্রীভগবানের ইন্দ্রনীলময়ী এক মূর্ত্তি ছিল। ধর্ম্মরাজের ইচ্ছাক্রমে তিনি সেই পুরাতন মূর্ত্তি গোপন পূর্ব্বক শ্রীদারুব্রহ্ম মূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশের বিবরণ এই—সত্যযুগে অবন্তী নগরে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা একজন বেদবিৎ পরিব্রাজকের দর্শন পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে মহাত্মন্! অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কোন্ তীর্থে গমন করিলে শ্রীভগবানকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিয়া মুক্তির অধিকারী হওয়া যায়।" তিনি বলিলেন,—"রাজন্, দক্ষিণসমুদ্রের তীরে নীলাচল বিদ্যমান আছে। ঐ অচল দুর্গম কাননে আবৃত। সেই অচল প্রদেশে পরম পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বর্ত্তমান। সেই শ্রীক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক শ্রীনীলমাধবকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিতে পারিলে, অনায়াসে মুক্তির অধিকারী হইতে পারা যায়।"

ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই পবিত্র ক্ষেত্রের সন্ধান করিবার জন্য আপনার পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতি নামক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিলেন।

বিদ্যাপতি নীলাচলে উপস্থিত হইয়া প্রথমে নীলমাধবের সন্ধান পাইলেন না। একদা সন্ধ্যাবন্দনা করিবার সময় বেদধ্বনি শ্রবণ-পূর্ব্বক নীলগিরির পরপারে শবরদ্বীপে বিশ্বাবসু নামক এক শবরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ শবর, ভগবদ্ভক্ত বিদ্যাপতিকে ভগবানের নির্ম্মাল্য ও ভোগাবশেষ প্রদান করিলেন। ক্রমে বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মিল। বিদ্যাপতির বিশেষ নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, শবর তাঁহাকে রোহিণীকুণ্ডতীরে লইয়া গিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। বিদ্যাপতি কয়েক দিন সেই শবরের গৃহে আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক অবশেষে ভগবান শ্রীনীলমাধবের নির্ম্মাল্য লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ভগবানের নির্ম্মাল্য পাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আকুল হইলেন এবং বিদ্যাপতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাসপ্তমীতে শ্রীপুরুষোত্তমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে ওড্রদেশে উপস্থিত হইলে, ওড্ররাজ সোপহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "হে অবন্তিনাথ, দক্ষিণসাগরের তীরে নীলাচলে রোহিণীকুণ্ডতীরে শ্রীনীলমাধবের শ্রীমূর্ত্তি ছিল, ভাগ্যবান শবররাজ বিশ্বাবসু তাঁহার সেবা করিতেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও তাহার সে শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে অধিকারী ছিলেন না। ভাগ্যবান বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ শবরপতির কৃপায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু যে দিন তিনি অবন্তিনগরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রবল ঝড় হইয়া বালুকারাশি দ্বারা সেই নীলাচল আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীনীলমাধব অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। সেই দিন হইতেই আমার এই রাজ্যে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আরম্ভ হইয়াছে।"

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। অবশেষে

দেবর্ষি নারদের পরামর্শ অনুসারে সেই গদাধরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শত অশ্বমেধে দীক্ষিত হইলেন। যজ্ঞারম্ভের পর ষষ্ঠ দিনে তিনি শ্বেতদ্বীপস্থ শ্রীভগবানকে স্বপ্নে দর্শন করিলেন। যজ্ঞাবসানে সমুদ্র-তীরে মঞ্জিষ্ঠা-বর্ণের এক বৃক্ষ-স্কন্ধ প্রাপ্ত হওয়া গেল, ঐ বৃক্ষে শঙ্খ ও চক্রের চিহ্ন। নারদের আদেশে ঐ কাষ্ঠ যজ্ঞস্থলে আনীত হইল। এমন সময়ে দৈববাণী হইল—

"অপৌরুষেয়ো ভগবান্ বিচারপথে স্থিতঃ।
সুস্থপ্তায়াং মহাবেদ্যাং স্বয়ং সোঽদ্য বরিষ্যতি।
প্রচ্ছাদ্য তাং দিনান্যেব যাবৎ পঞ্চদশানি বৈ।
উপস্থিতোঽয়ং যো বৃদ্ধঃ শস্ত্রপাণিস্ত বর্দ্ধকী।
একমস্তঃ প্রবিশ্যৈব দ্বারং বধ্নন্তু যত্নতঃ।
বহির্বাদ্যানি কুর্ব্বন্তু যাবত্তদ্ ঘটনা ভবেৎ।
শ্রুতং হি ঘটনা-শব্দো বাধির্য্যান্ধত্বদায়কঃ।
নরকে বসতিশ্চৈব কুর্য্যাৎ সন্তাননাশনং।
নান্তঃপ্রবেশনং কুর্য্যাৎ ন পশ্যেচ্চ কদাচন।
দ্রষ্টুশ্চাপি মহাভীতিরন্ধতা চ যুগে যুগে।"

অনাদি-নিধন সেই দেব ভগবান,
বিচারের যোগ্য নহে শুন মতিমান।
যজ্ঞবেদী'পরে কাষ্ঠ করিয়া স্থাপন,
পঞ্চদশ দিন রাখ করি' আচ্ছাদন।
বৃদ্ধ এক বর্দ্ধকী এসেছে দেখ সবে,
শস্ত্র ল'য়ে, ইহা হ'তে কার্য্যসিদ্ধি হ'বে।
গৃহমাঝে কাষ্ঠ সনে করিয়া গমন,
দ্বারবদ্ধ করি মূর্ত্তি করিবে গঠন।
যে সময়ে করিবেন মূর্ত্তির গঠন,
বাহিরে বাদ্যের রোল কর অনুক্ষণ।
যেন গঠনের শব্দ নাহি আসে কানে;*
শুনিলে সে শব্দ বড় ব্যাথা পাবে প্রাণে,
অন্ধ হ'বে, হইবে বধির সুনিশ্চয়,
বংশনাশ হ'বে, যা'বে নরকনিলয়।
গৃহমাঝে যেন কেহ প্রবেশ করিয়া,
দর্শন না করে মূর্ত্তি, ব্যাকুল হইয়া।
এরূপে দেখিলে অন্ধ হইবে নিশ্চয়
যুগে যুগে তা'র ভাগ্যে হ'বে মহাভয়।"

সেই দৈববাণী অনুসারে রাজা সেই বৃদ্ধ সূত্রধরকে মূর্ত্তিগঠনে নিযুক্ত করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তখন সকলে দেখিলেন দিব্য রত্ন সিংহাসনে শ্রীভগবান দারুব্রহ্ম, সুভদ্রা বলদেব ও সুদর্শন সঙ্গে বিরাজিত। ইন্দ্রদ্যুম্ন তদ্দর্শনে প্রণিপাতপূর্ব্বক বহু স্তবস্তুতি করিলেন। তৎপরে শবরপতির বংশধরকে আনয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্যে, শ্রীনীলমাধবের পীঠস্থান নির্ণয় পূর্ব্বক তথায় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, শ্রীভগবানের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্রহ্মাকে আনিতে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মলোকে শ্রীভগবানের লীলা গান হইতেছিল। গান শেষে ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন—"বৎস, আমার এই অল্প সময়ে একসপ্ততি ভৌম মহাযুগ অতীত

* অনেকেই কর্ণ হইতে কান এবং স্বর্ণ হইতে সোনা, বলিয়া কাণ, ও সোণা লিখেন, কিন্তু আমরা ঐরূপ স্থলে মূর্দ্ধণ্য ণ-কার ব্যবহার করিতে ভালবাসি না এ জন্য প্রুফে দন্ত্য ন করিয়া দিই, সে জন্য অনেক লেখক অনুযোগও করেন। কিন্তু যাঁহাদের কাছে আমাদের শিক্ষা, তাঁহারা বলেন—

"নিমিত্তাভাবে নৈমিত্তিকস্যাভাবঃ।"

যখন ণ-ত্বের হেতু র-কারের অসম্ভাব তখন মূর্দ্ধণ্য ণ-কার নাই লিখিলাম।—গৃহস্থ-সম্পাদক।

হইয়াছে। এখন তোমার রাজ্য বা বংশ কিছুই নাই। এখন স্বারোচিষ মনুর অধিকার। তুমি আরও কিয়ৎক্ষণ এখানে বিশ্রাম কর। পরে নারদের সঙ্গে ওড্রদেশে গমনপূর্ব্বক মন্দির ও প্রতিমা বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিও, আমি যথাসময়ে গিয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিব।"

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, সাগরকূলে আসিয়া বহুকষ্টে পূর্ব্ব নির্ম্মিত মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি বাহির করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে, রাজা, মহর্ষি ভরদ্বাজের দ্বারা, বৈশাখের শুক্লাষ্টমী গুরুবারে পুষ্যানক্ষত্রে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ধ্বজাস্থাপন করিলেন। শ্রীভগবান তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন; যে এই মন্দির ভগ্ন হইলেও আমি, এক পরার্দ্ধকাল এই স্থানে এই দারুব্রহ্মমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিব।" স্কন্দপুরাণে শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠার বিবরণ এইরূপ। নারদপুরাণাদিতে সামান্য বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও মূল আখ্যান অভিন্ন বলা যাইতে পারে।

শ্রীমন্দির মধ্যে রত্নবেদীর উপর সপ্ত শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। "দক্ষিণে বলদেব, তদ্বামে সুভদ্রা, তদনন্তর শ্রীজগন্নাথ। জগন্নাথের দক্ষিণে রজতময়ী সরস্বতী ও বামে স্বর্ণময়ী লক্ষ্মী। পশ্চাতে নীলমাধব, তৎপশ্চাতে সুদর্শন। ইহাই সপ্ত শ্রীমূর্ত্তি। অনন্তর সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তভাবে অন্তর্বেদী প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক * * * প্রথমতঃ অগ্নিকোণে চতুর্ভুজ সত্যনারায়ণ, তৎপশ্চিমে কৃষ্ণ তৎপশ্চিমে অক্ষয়বট, তৎপূর্ব্বে বটপত্রশায়ী বালমুকুন্দ, অক্ষয় বটের দক্ষিণে বিঘ্নহর বিনায়ক, অক্ষয় বটের মূলে মঙ্গলাদেবী, বায়ুকোণে মার্কণ্ডেয়েশ্বর লিঙ্গ, তৎপার্শ্বে ইন্দ্রাণী। তৎপরে অশ্বদ্বার বা দক্ষিণদ্বার। তৎপশ্চিমে সূর্য্যদেব, তৎপশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎপশ্চিমে মুক্তিমণ্ডপ, তৎপশ্চিমে লক্ষ্মীনৃসিংহ, তৎপশ্চিমে সিদ্ধিদাতা গণেশ, তৎপার্শ্বে রোহিণকুণ্ড ও চতুর্ভুজ কাক, তৎপশ্চিমে বিমলাদেবী, তাঁহার দক্ষিণে ভাণ্ডারগৃহ, উত্তরে গোপরাজ নন্দ, তদুত্তরে কৃষ্ণবলরামের গোষ্ঠলীলা, তদুত্তরে ভাণ্ডগণেশ। তদনন্তর খাঞ্জাদ্বার বা পশ্চিমদ্বার। তদুত্তরে মাখনচোর; তদুত্তরে গোপীনাথ, তদুত্তরে সরস্বতীর মন্দির, তদুত্তরে নীলমাধবের মন্দির, তদুত্তরে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির, তৎপরে ভদ্রকালী, তৎপরে সূর্য্যনারায়ণ, তৎপূর্ব্বে সূর্য্যদেব তৎপূর্ব্বে পাতালেশ্বর মহাদেব, তৎপার্শ্বে বলিরাজা, তদনন্তর হস্তিদ্বার বা উত্তরদ্বার। তদ্বামে শীতলা, তৎপশ্চিমে স্বর্গকূপ, তৎপশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুরী পরে স্নানবেদী। * * * শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বাংশে ভোগমন্দির, তৎপশ্চিমে নাটমন্দির ও গরুড়স্তম্ভ, তৎপশ্চিমে জগন্মোহন ও আনন্দবাজার।"*

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমন্দিরে, ভগবানের যে সকল উৎসব হয়, তাহার বিবরণ যথাশক্তি নিম্নে সংকলিত হইল।

প্রত্যব্দ অক্ষয়তৃতীয়ার দিন হইতে বাইশ দিন চন্দনযাত্রা মহোৎসব হইয়া থাকে, এই

* শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি মহাশয়ের প্রণীত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নামক গ্রন্থের ২৩৭-৮ পৃষ্ঠা হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল।
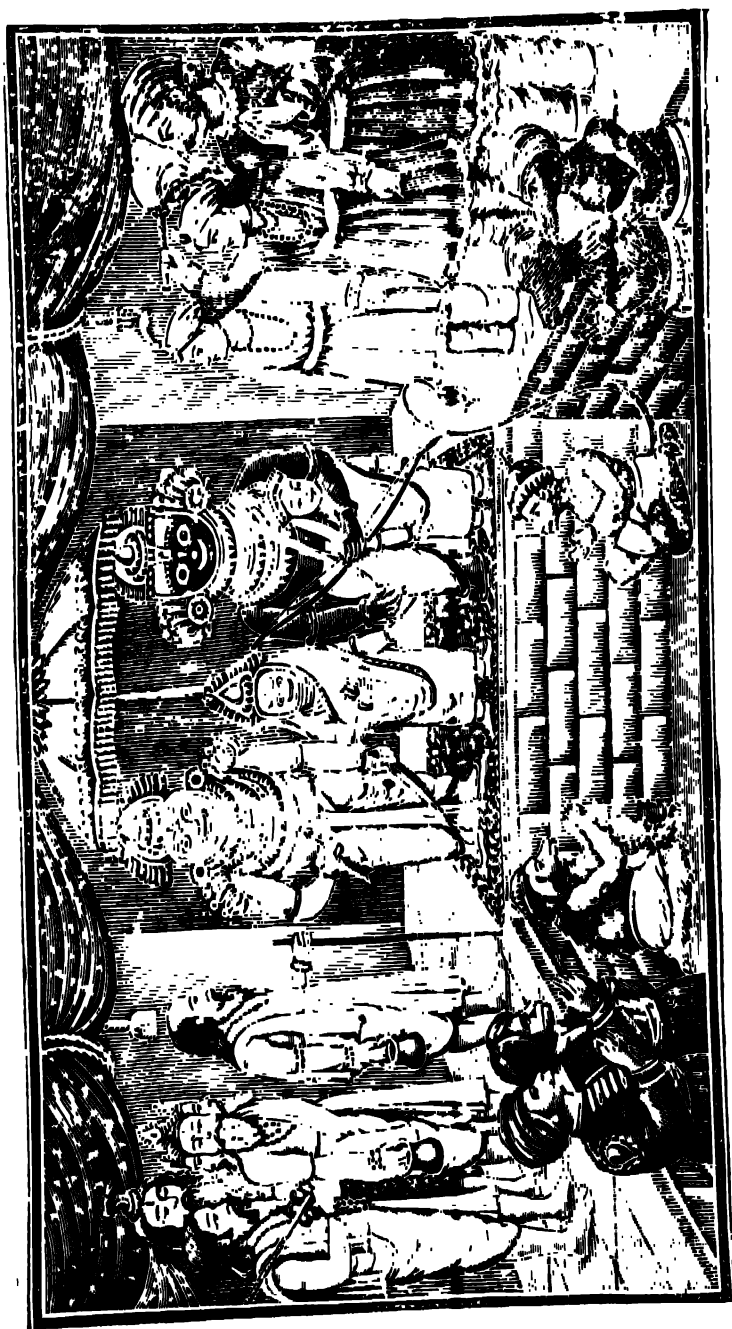
শ্রীশ্রীজগন্নাথের রঘুনাথবেশ।

সময়ে জগন্নাথদেবের ভোগমূর্ত্তি শ্রীমদন-মোহনকে মহাসমারোহে নরেন্দ্রসরোবরে লইয়া নৌকা বিহার করা হয়।

বৈশাখের শুক্লাষ্টমীতে মহারাজ ইন্দ্র-দ্যুম্ন এই শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এজন্য ঐ তিথিতে প্রতিষ্ঠাউৎসব হইয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠ শুক্লা একাদশীতে রুক্মিণীহরণ।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা। তৎপরে শৃঙ্গারবেশ। তৎপরে ১৫ দিন প্রভুকে সাধারণে দেখিতে পায় না। পাণ্ডারা বলেন, প্রভুর জ্বর হইয়াছে।

আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা। প্রতি-বর্ষে নূতন রথ প্রস্তুত হয়। জগন্নাথের রথ ৩২ ফুট উচ্চ, চূড়ায় গরুড়মূর্ত্তি, এই রথের নাম গরুড়ধ্বজ। বলরামের রথ ৪৪ ফুট উচ্চ, মস্তকে তালচিহ্ন নাম তালধ্বজ। সুভদ্রার রথ ৪৩ ফুট উচ্চ, মাথায় পদ্ম, ইহার নাম পদ্মধ্বজ। জগন্নাথের রথে সুদর্শন থাকেন। পুরীর রাজা রাজবেশে পথে সম্মার্জ্জনী করেন, পরে পূজা হইলে রথের দড়ি ধরিয়া টানিতে থাকেন। সঙ্গে কালা-বেড়িয়াগণ ও যাত্রীগণ টানিতে থাকেন। সেই দিনেই রথ গুণ্ডিচায় লইবার নিয়ম, কিন্তু প্রায়শঃ তিন চারিদিনের কমে ঘটিয়া উঠে না। দশমীর দিন পুনর্যাত্রা হয়। ইহার মধ্যে হোড়াপঞ্চমী প্রভৃতি উৎসব হইয়া থাকে।

আষাঢ়ের শুক্লাএকাদশীতে শয়ন মহোৎসব।

শ্রাবণের শুক্লাএকাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঝুলন মহোৎসব। এই মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে কালীয়দমন মহোৎসব।

ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী মহোৎসব ও এই মাসের শুক্লাএকাদশীতে পার্শ্বপরিবর্ত্তন মহোৎসব হয়। এই একাদশীতেই বামন দেবের জন্ম-মহোৎসব হইয়া থাকে।

আশ্বিন মাসে কোজাগর পূর্ণিমায় সুদর্শ-নোৎসব হয় ও লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক শুক্লাএকাদশীতে উত্থান-উৎসব এবং পূর্ণিমায় রাসোৎসব হইয়া থাকে।

অগ্রহায়ণের শুক্লাসপ্তমীতে প্রাবরণোৎসব হয়। এই দিন জগন্নাথকে শীতবস্ত্র দিতে হয়।

পৌষের পূর্ণিমায় অভিষেকোৎসব হইয়া থাকে, এবং মকর সংক্রান্তিদিনে মকরোৎসব হয়।

মাঘমাসের এবং চৈত্রমাসের শুক্লা-পঞ্চমীতেও গুণ্ডিচামহোৎসব হইয়া থাকে।

মাঘী পূর্ণিমায় সাগর-স্নান-উৎসব।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রা মহোৎসব।

রামনবমীর দিন শ্রীমূর্ত্তির রঘুনাথ বেশ হইয়া থাকে। আমরা সেই শ্রীবেশের প্রতি-লিপি, পাঠকপাঠিকাগণের পরিতৃপ্তির জন্য প্রকাশিত করিলাম।

চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে দমনকভঞ্জিকা মহোৎসব হয়। এইদিনে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে শ্রীমূর্ত্তি দনার মালায় সাজান হয়।

এতদঞ্চলের বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে বিস্তৃতি ভয়ে প্রকাশিত হইল না। ভগবানের অভিপ্রেত হইলে সময়ান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

প্রেমানন্দ।

মহাপূজা।

১। আবাহন।

ইমন্—মধ্যমান।

"এসো ফিরে এসো ফিরে এসো গো (মা)।
একবার হৃদাকাশে মধুর হাসি হাস গো।
এসেছিলে শুনি কানে, কবে হায় কেবা জানে,
কদাপি কখন হৃদে জাগ গো।"

আয় মা আয়, আজ একবার আমাদের হৃদয়ে উদিত হ। এই দুর্দ্দিনে তোর মাধুরী একবার হৃদে জেগে উঠুক, সব মধুময় আনন্দময় হ'য়ে যাক্। শুনিতে পাই এই ভারতে তুই এক সময়ে নিত্য বিরাজ কত্তিস্। কিন্তু সে দিন আর নাই। সে ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, কণাদ, যাজ্ঞবল্ক্য, জনকের দিন বুঝি বা চ'লে গিয়েছে। সেই সর্ব্বত্যাগী মহা পুরুষগণ আর নয়নপথে পতিত হন না। সেই ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিশ্বপ্রেম, জীবসেবা ও পরকাল-চিন্তা ছাড়িয়া, আজ আমরা কেবল স্বার্থ ও ইহকাল ল'য়েই ব্যস্ত। প্রাচ্য **নিবৃত্তির** স্রোত রুদ্ধ হ'য়েছে, পাশ্চাত্য **প্রবৃত্তির** বন্যায় দেশ প্লাবিত! তাই বলি, মা, এই দুর্দ্দিনে একবার ফিরে ত্যাগরূপে, জ্ঞানরূপে, প্রেমরূপে, আমাদের অন্তরে বিহার কর্।

২। আবির্ভাব।

ঝিঝিট—একতালা।

"শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারি,
কেন মা হেরি তোর এমন বেশ।
চরণ দিয়েছ শিবের উপর,
উলঙ্গিনী বামা না পর অম্বর,
অসিমুণ্ডধরা রূপ ভয়ঙ্কর
এলায়ে পড়েছে মাথার কেশ।"

"এই যে মা, এসেছিস্? একি! রাজ-রাজেশ্বরীর কাঙ্গালিনী বেশ কেন মা? কটীতে বস্ত্র নাই, কেশ আলুলায়িত ও রুক্ষ, বাস শ্মশানে!! বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জননীর এ দশা কেন?"

"বাছারে মায়ের যে কি জ্বালা তা সন্তান কি বুঝবে বল্? একটি মাত্র পুত্রের জননী হ'য়েও কৌশল্যা, সুনীতি, শৈব্যা ও শচী পাগলিনী হ'য়েছিল; আর আমার কোটি কোটি সন্তান অহরহঃ ত্রিতাপে ছটফট কর্‌ছে। আমি কি স্থির থাকতে পারি, বাপ?"

"মা, তবে কি আমাদের জন্যই তুই পাগলিনী, শ্মশানবাসিনী, সর্ব্বত্যাগিনী? আমাদের জন্যই তুই নিজ ধাম ত্যাগ ক'রে এই বিশ্ব-শ্মশানে আবদ্ধ আছিস্?"

"হাঁ বাপ! তোরা যে আমার প্রাণ। তোদের ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? যত দিন না তোদের ভব-যন্ত্রণা ঘুচবে, যত দিন না তোদের সকলকে তুরীয় ধামে নিয়ে যেতে পারব, তত দিন আমিও এই উলঙ্গিনী পাগলিনী বেশে বিশ্ব-শ্মশানে বাস কর্‌বো।"

"মা তোর এ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি কেন? তুই বিকট-বদনা, ঘোর-দংষ্ট্রা, খড়্গহস্তা, মুণ্ড-মালিনী কেন, মা?"

"ইহাও তোদের জন্যই বাপ! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দুঃখ, দারিদ্র, অশান্তি, অভিমান, বিষয়ানুরাগ, দেহাত্মবুদ্ধি, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি যে অসুরগুলো তোদের নিয়ত ক্লেশ দিচ্ছে, শান্তিরাজ্যের দিকে অগ্রসর হ'তে দিচ্ছে না, আমি সদাই তা'দের বিনাশ সাধনে

ব্যাপৃতা। তাই আমার সংহার-মূর্ত্তি। এই সংহার কার্য্যে আমার বড়ই আনন্দ। সে আনন্দে উন্মত্তা হ'য়ে আমি সদাই নৃত্য ক'চ্চি। এত আনন্দ কেন জানিস্ কি বাপ? তোদের পথ নিষ্কণ্টক হ'চ্চে ব'লে।"

"তোর পায়ের তলে শিব কেন মা?"

"ওটা শিব নয়, বাপ, শব। আমার পাদস্পর্শে শিব হ'য়ে গেছে। আমি যা'র হৃদয়ে নৃত্য করি, সে আর জীব থাকে না, শিব হ'য়ে যায়। বুঝ্‌লি? আমি নিবৃত্তিরূপিণী মহাশক্তি। সব ধ্বংস করাই আমার কাজ। যতকাল জীব বহু নিয়ে থাকে, ততকাল সে একে পৌঁছিতে পারে না। তাই আমি সদাই বহুর সহিত জীবের সম্পর্ক ছিন্ন করি। এই জন্যই আমার নাম কালী অর্থাৎ কলয়িত্রী বা নাশয়িত্রী। আমি যা'র অন্তরে জাগি, সে সব ছেড়ে দেয়, বিষয় বিভব ঐশ্বর্য্য এমন কি ইন্দ্রত্ব অবধি ছোট ভাইদের দান ক'রে স্বয়ং শ্মশানবাসী হয়, আর সেখানে ব'সে ব'সে ভাং ধুতুরাদি সংসারের বিষগুলো খেতে থাকে, অর্থাৎ কোটি কোটি জীবের পাপ নিজে গ্রহণ ক'রে তা'দের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। আর ভূত প্রেত ও হিংস্র সাপগুলো আর কোথাও আশ্রয় না পে'য়ে তা'রই বুকে পিঠে ও মাথায় নিঃশব্দে বিহার করে। পদতলে শিব কেন, এখন বুঝ্‌লি কি বাপ?"

৩। উপাসনা।

"কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নোঽঘোরে প্রচোদয়াৎ।"*

"ওরে, ভালখাকী সর্ব্বনাশী!"

"কা'কে রে কা'কে?"

"কেন যে বলে তা'কে।"

"আমি ভালখাকী কি সে?"

"ভালখাকী নয়? যে আমাদের ভাল দেখতে পারে না, যা কিছু ভাল সবই খায়, ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, প্রভাব, প্রতিপত্তি, লজ্জা, ঘৃণা, জাতি, কুল, এমন কি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে, সে ভালখাকী সর্ব্বনাশী নয় তো কি? আহা! শুদ্ধোধন রাজার নধর ছেলে! সোনার সিংহাসনে

* যাঁহাদিগের এই গায়ত্রী, অথচ শ্রীগুরুমুখে ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ ঘটে নাই, তাঁহাদিগের জন্য এস্থলে শাস্ত্রোক্ত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল—

হে বিদ্মহে, শ্মশান বাসিন্যৈ কালিকায়ৈ ধীমহি,
তৎ নঃ অঘোরে প্রচোদয়াৎ।

বিদা জ্ঞানেন মহ্যতে পূজ্যতে যা সা বিদ্মহা, ব্রহ্মরূপিণী। অর্থাৎ জ্ঞানযোগে যাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া পূজা করিতে হয় তিনি বিদ্মহা=ব্রহ্মরূপিণী।

"মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
শেরতেঽত্র শবীভূত্বা শ্মশানন্তু ততোঽভবৎ।"

অর্থাৎ প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত ভূত-সঙ্ঘ যে ব্রহ্মে লীন হয়; তিনিই শ্মশান পদবাচ্য সেই ব্রহ্মকে শক্তিরূপে যিনি আশ্রয় করিয়া আছেন তিনিই শ্মশানবাসিনী। সেই শ্মশানবাসিনী কালিকাকে যে শ্রীগুরুদত্ত বীজমন্ত্র যোগে চিন্তা করি, সেই বীজই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, এবং তাঁহার গুহ্যনাম। এই নাম ও নামী অভেদবোধে চিন্তার ফলে, সেই বীজ আমাদিগকে অঘোরে অর্থাৎ মোক্ষে প্রেরণ করিবেন।—গৃহস্থ-সম্পাদক।

ব’সে সোনার মুকুট প’রে রাজত্ব কর্‌বে। তা’কে কি না এলো গায় এলো পায় কপনি প’রিয়ে গাছ তলায় আন্‌লি! আর ধ্রুব দুধের ছেলে! তা’র কি না করিলি? তা’র সর্ব্বস্ব খেয়ে বাঘ ভালুকের সঙ্গে বনবাসী কর্‌লি! তোর কি কিছুমাত্র মায়া মমতা আছে? দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুমার নচিকেতা যদিই বা সৌভাগ্যক্রমে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের সুযোগ পে’লে কিন্তু তুই সর্ব্বনাশী তা’র ঘাড়ে চাপলি, সে ইন্দ্রত্ব ও পায়ে ঠেলে দিলে। আর ন’দের নিমাই পণ্ডিত? বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, মান, প্রভাব প্রতিপত্তিতে তাঁ’র সমকক্ষ কে ছিল? তাঁ’র সব খেলি। আহা, সোনার সংসার, স্নেহময়ী জননী, যুবতী ভার্য্যা, এ সব ছাড়াইয়া দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে ভিক্ষা করা’লি। তা’র ঘৃণা খে’লি, লজ্জা খেলি, ভয় খেলি, মান খেলি, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে রাস্তায় রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়াইলি। ব্রাহ্মণ-তনয়কে যবনের ও চণ্ডালের পদধূলি লওয়ালি, উচ্ছিষ্ট খাওয়ালি, তবে তা’র জাতি কুল রৈল কোথায়? আবার তা’র সন্ধ্যা, পূজা, ব্রত, নিয়ম সব নাশ কর্‌লি, তবে ধর্ম্মই বা কিরূপে রৈল? শুধু কি তাই? তা’র মন ও বুদ্ধি টুকুও নাশ কর্‌লি; সে টোলে ছাত্রদের প’ড়াতে গিয়ে সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সব ভু’লে গেল, কেবল কেঁদেই আকুল। হায়! হায়!! শেষে, সে যে নিমাই এই জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত ধ্বংস করিলি; সে আপনাকে রমণী ভাবিয়া হা প্রাণনাথ, হা প্রাণবল্লভ ব’লে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কাঁদিল! তাই রামপ্রসাদ বলেন,

"ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী
আর কত দুঃখ দিবি এলোকেশী?"

আর—

"কহে দ্বিজ কমলাকান্ত দিয়ে তোরে গালাগালি।
(তুই) ধ’রে অসি, সর্ব্বনাশী—
আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম সবই খেলি॥"

আর আমিও বলি, ওরে ভালখাকী, সর্ব্বনাশী, তোর মনে যদি এতই আছে, তবে আর দেরী কেন? আমাকেও খেয়ে ফেল্, ল্যাটা চুকে যাগ্।

৪। বিসর্জ্জন।

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা॥
কখনো কুপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ওমুখ হেরি সরমে সে হয় সারা॥"

মা! আজ আমার পূজা সার্থক হ’য়েছে, অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও আমার জীবন ধন্য হ’য়েছে। তোমারেই আমি ধ্রুবতারা ক’রেছি। এখন মনে হ’চ্চে আর আমি পথহারা হ’ব না। সংসার সাগরের ঝড়, তুফান, বজ্রাঘাত ও অন্ধকারে আমার ক্ষুদ্র জীবন তরীটি ডুবু ডুবু হ’লেও, তোর স্থির প্রশান্ত, আনন্দময়ী ও সর্ব্বত্যাগরূপিনীমূর্ত্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে, আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে। মাগো! যদি কখনো কুপথে যাই, যদি ত্যাগমার্গ ছেড়ে ভোগমার্গ আশ্রয় করি, যদি নিমেষের তরে ভাইদের ভাল না বেসে, সেবা না ক’রে, ঘৃণা বা হিংসা করি, অমনি তোর সচ্চিদানন্দময়ীমূর্ত্তি অন্তরে জেগে উঠবে, দেখ্‌তে পা’ব তুই বিশ্ব বেপে রয়েছিস্, কোটি কোটি সন্তান তোর বুকের উপর না্‌চ্‌ছে, খেল্‌ছে, হাস্‌ছে, কাঁদ্‌ছে, মারামারি

কাটাকাটি, গালাগালি কর্‌ছে, কত রকমে তোকে বিরক্ত কর্‌ছে, কিন্তু তোর মুখ স্থির প্রশান্ত, হাস্যময়, চোখে আনন্দধারা ও স্তনে সুধাস্রোত ক্ষরিত হ'চ্চে, তুই সকলকেই কোলে টেনে নিয়ে, স্নেহভরে মুখচুম্বন কচ্চিস্। ইহা দেখ্‌বামাত্র আমি লজ্জায় ও ঘৃণায় ম'রে যা'ব আর—বল্‌ব "ধিক্ আমাকে! আমিই কি এই মায়ের সন্তান?"

সেবক।

মহাপূজা।

খাম্বাজ—চৌতাল।

উদিত গগনে শারদ তপন,
হাসিতেছে ধরা করি' দরশন,
সরোবর হাসে, সাজি' ফুল-বাসে
কমলে কমল শোভি'ছে কেমন?

হৃদাকাশে ছিল মেঘের সঞ্চার,
শরদ-উদয়ে নাহি চিহ্ন তা'র
স্বাধিষ্ঠানে জল করে ঢল ঢল
প্রফুল্ল কমল তাহে সুশোভন।

আকাশের কোলে শোভে শশধর
ছয়-কলা-পূর্ণ অতি মনোহর
চাঁদিনী-ছটায় জগত মাতায়,
মাতায় হৃদয় আর প্রাণ মন।

মূলাধারে নিদ্রা-মগনা জননী
কর রে তাঁহার বোধন এখনি
'গেলে শুভ-বেলা হ'বে বড় জ্বালা
তা হ'লে ত পূজা হ'বে না এখন।

দ্বাদশ-দলেতে পাতি' সিংহাসন
তারারে বসা রে করিয়ে যতন
শূন্য ঘটে বারি ভরি' ত্বরা করি'
রাখিয়ে সম্মুখে, কর আবাহন।

নয়ন-সলিলে ধোয়া'য়ে চরণ
মায়ের পায়ে দে রে শুদ্ধ প্রাণমন
পেলে চরণ-সুধা যা'বে ভব-ক্ষুধা
ভবে আসা যাওয়া হ'বে বিমোচন।

মণিপুরে কর শুদ্ধ-যজ্ঞ-স্থল
প্রাণ-বলে তা'হে জ্বাল রে অনল
বাঁধ রে যতনে পশু ছয় জনে
দিয়ে বলি মায়ের কর রে পূজন।

সামান্য আমায়ে নাই রে প্রয়োজন
চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় অকারণ
জগতের অন্ন-দা আমার মা অন্নদা
দিবি অন্ন তাঁ'রে একি বিড়ম্বন?

বনের ফুলে তোর আর নাই রে প্রয়োজন
মনোফুলে মায়ের পূজ রে চরণ,
বিশুদ্ধ-কমল অতি নিরমল
শোভিবে রে তাহে মায়ের চরণ।

হৃদয়-শোণিত রকত-চন্দন
মায়ের পায়ে দে রে করিয়ে যতন,
ছেড়ে মনের ভুল, দে রে ভক্তি-ফুল,
জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া ত্রিপত্র শোভন।

নৈবেদ্য কি দিবি? কি আছে রে আর
এ বিশ্বে যা' আছে সকলি ত মা'র
মায়ের দেওয়া দেহ ও চরণে দেহ
ভবেরি ভাবনা ঘুচিবে এখন।

মায়ের সাথে যদি করিবি গমন
থাক্ রে ধ'রে জোরে মায়ের চরণ
মায়ের আজ্ঞা পেলে, আজ্ঞা-চক্র ঠেলে
ব্রহ্মদ্বার ভেদি' হ'বে রে গমন।

তা'হ'লে আসিতে হ'বে না রে আর
মায়ের পায়ের তলে থাক্‌বি অনিবার—
ভবেরি যাতনা আর ত র'বে না
ঘুচে যা'বে তো'র ভাবনা অসার।

ডাক্ রে শুধু তুই মা মা মা মা ব'লে
কাঁদিয়ে লুটা রে ও চরণতলে
অকিঞ্চনে বলে মা নেবে তুলে কোলে
মুছাইবে ধূলি করিয়ে যতন।

অকিঞ্চন।

মন ও বিবেক।

মন।—কে গো তুমি দেববালা,
জাগাইতে সুপ্ত প্রাণ,
প্রেম-আবাহনে আজি
গাহি'ছ মধুর গান?
গাও দেবি, আরবার
বরষিয়া মধু-ধারা
অসমাপ্ত গীতধ্বনি
ক'রেছে পাগলপারা।

বিবেক।—গাহি তবে পুনরায়—
'নদীস্রোত প্রায় বেলা বহে যায়,
যাবি যদি তবে আয় আয় আয়।
মোহ-খেলা-ঘরে,
আর সাজে না রে,
আসি'ছে ঘনায়ে কাল-বিভাবরী,
সেরে নিয়ে কাজ, আয় ত্বরা করি
বাধা-বিঘ্নরাশি বিদলিয়া হায়,
অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়া সবায়,
কভু আঁখি তুলি'
চাহিলে না ভুলি'
হল কি হল না জীবনের কাজ,
আয় আয় আয় শুভদিনে আজ।'

মন।—শোনো দেবি, কহি পায়
জীবনের কোন কাজ
নহে আজো সমাপন,
করিব করিব ভাবি'
পাই নাই শুভক্ষণ।
তিলেক দাঁড়াও পাশে
লভিয়া শকতি তব,
সাধিয়া সাধনা যত
তোমারি সঙ্গিনী হ'ব।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত, ছনহরা।

ভাব-লহরী।

("পাগল" হরনাথের উক্তি।)

১। পাগলের দলের যেমন খাবার জন্য চাকরী করিতে হয় না, বিনা চেষ্টাতে পাওয়া যায়, তেমনি মাঝে মাঝে গাল ও মারপিটও সহ্য করিতে হয়। অনেকে খাবার জন্য পাগল সাজে বটে, কিন্তু একবার মা'র খেলেই তা'র পাগলামী ছেড়ে যায়; তখন তা'র অদৃষ্টে জেল বা ততোধিক সাজা। ঠিক্ পাগল হ'তে পার্‌লে কিন্তু আর কর্ম্ম অকর্ম্ম, পাপ পুণ্য, কিছুই থাকে না।

২। সমুদ্র, তরঙ্গকে বক্ষে ধারণ করে বটে, কিন্তু তরঙ্গ উঠায় বায়ু; অতএব তরঙ্গ তুলিবার কর্ত্তা বায়ু। তেমনই ভাবুক নানা

ভাব হৃদয়ে ধরে বটে, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করা তা'র শক্তিতে নাই; উপযুক্ত পাত্র দেখে সে ভাব আপনা-[illegible]ান চারিদিকে ঠেলা মারে।

৩। এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বেই জীবের কর্ম্মসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জীব আসিয়া সেই কর্ম্ম কয়টি করে, আর নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে চ'লে যায়। ইহারই নাম জন্মমৃত্যু। নাম করা বা হরিভজন করা জীবের বান্ধাবান্ধি কর্ম্মের মধ্যে নহে;— এটি স্ক্রু উল্টা পেঁচ।

৪। নামটি ভুলিও না। জিনিষ না চিনিলেও নামের গুণে হাটের মাঝে ঠিক জিনিষ পাইতে পারিবে; পথ জানা না থাকিলেও নামের ব'লে পথ চিনিয়া ঠিক জায়গায় পৌঁছিতে পারিবে।

৫। কর্ম্ম করিবার সময়ে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি প্রথমে ক্রীতদাসের মত আমাদের মতে মত দিয়া আমাদের হুকুমে চলে; আবার পরে তাহারাই একত্র হ'য়ে শরীরের উপর দিয়া আমাদের কর্ম্ম অনুসারে দণ্ড বা পুরস্কার দেওয়ায়। কেমন চমৎকার শাসন-প্রণালী!

৬। রোগ, শোক, মৃত্যু, যখন যেমন নির্দ্দিষ্ট আছে, হইবেই। তাহার নড়চড় করা সামান্য শক্তির কর্ম্ম নহে। এ জগতের সমস্ত ব্যাপার শৃঙ্খলাবদ্ধ। রেলগাড়ির সময়ের সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিতে হইলেই কতদিক উল্টাইতে হয়, আর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন ব্যাপার নড়াইতে হইলে কতদূর টান পড়ে ভাব দেখি!

৭। অনেক সুন্দর ছবি দিয়া ঘর [illegible]ান থাকে। কোন ছবি দু'দিন একদিকে, দু'দিন বা অন্য দিকে, মালিকের ইচ্ছামত রাখা হয়। সেইরূপ জীব দু'দিন এ সংসারে দু'দিন ও সংসারে, মালিকের ইচ্ছামত ঘুরে। তোমার মা, বাপ, বা প্রিয়জন চিরদিনই তোমারই কাছে বর্ত্তমান থাকিবেন বলিলে চলিবে কেন?

৮। ভাবিয়া দেখ, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ রম্য গৃহটি কিসে সাজিতেছে ও কে কে সাজাইতেছে। যাঁহারা কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সাহায্য কর। রাজমিস্ত্রীর নিকট মজুরদারি করিতে করিতে ক্রমে নিজেও রাজের কাজ বুঝিতে পারিবে।

৯। দেহ লইয়া ব্যস্ত কেন? এ জগৎ পান্থনিবাস। সরাইয়ে যেমন ঘর মিলিয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট মনে বিশ্রাম ক'রে শ্রান্তি দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। সাবধান, যেন ঘর সাজাইতে সাজাইতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া না যায়।

১০। রূপের জন্য কাঙ্গাল কেন? মার্ব্বেলের নির্ম্মিত পায়খানা দেখে লোকে চক্ষে মুখে কাপড় ঢাকিয়া যায়, আর ভাঙ্গা ফুটা জঙ্গলপূর্ণ দেবস্থানে নতমস্তক হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করে। অতএব শরীরকে দেবমন্দির করুন।

১১। দু'দিনের পূজার জন্য প্রতিমা যত শক্ত হউক, আর নাই হউক, বহুকাল স্থায়ী পাটখানি শক্ত করা কি যুক্তিযুক্ত নহে? তাই বলি ভাই, দু'দিনের এই শরীরকে অকর্ম্ম কুকর্ম্ম করিয়া নানাবিধ খাদ্য দানে পালন করা অপেক্ষা যেটি চিরস্থায়ী সেইটিই দৃঢ় কর।

১২। মরণে ভয় কেন? যেমন গর্ভ-বাস ঘুচিয়া প্রসব হওয়া, তেমনই দেহবাস ঘুচিয়া মৃত্যু হওয়া। জন্ম মৃত্যু একই জিনিষ, কোন পার্থক্য নাই।

১৩। ভালবাসা ও প্রেম একত্রই থাকে। ভালবাসা স্থূলভাবে "কাম" নামে অভিহিত আর উচ্চভাবে সেই ভালবাসারই নাম "প্রেম"। একটি লোহা, অপরটি সোনা।

১৪। প্রেমের বৃক্ষ নির্জ্জন স্থানেই থাকে; তার ফল বড় মিষ্ট, খুঁজিতে খুঁজিতে পাইবে।

১৫। অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রথমতঃ কষ্ট করিতে হয় ও কৃপণ হইতে হয়। পরে যখন অর্থ অধিক হয়, তখন উহা আপনাআপনি আসিতে থাকে,—ব্যাঙ্কের স্থদের মত। নাম সংগ্রহ করিতে হইলেও সেইরূপ প্রথমতঃ সংযম ও গোপন চাই; তা না হ'লে সামান্য ধন কেহ চুরি ক'রে নিলে পুঁজি ফাঁক হ'য়ে যা'বে।

১৬। ঢেকে রাখলে শীঘ্রই সিদ্ধ হয়। ঢেকে রাখলে কাঁচাও সময়ে সময়ে পেকে উঠে ও স্থমিষ্ট হয়। তাই বলি, বাবা, ঢেকে রাখ।

১৭। নব অনুরাগিণী স্ত্রীর মত প্রথম প্রথম মুখটি ঘোমটাতে ঢেকে রাখিবেন; যা'কে তা'কে দেখাইলে নির্লজ্জ বলিয়া অপবাদ করিতে পারে! "আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা"।

১৮। যতদিন না সমস্ত জমিটি বেশ ক'রে সিক্ত হয়, ততদিন জলের রাস্তাটি বন্ধ করিও না। অন্য-সঙ্গে এ স্রোতটি বন্ধ হইয়া যায়। অন্য-সঙ্গ কিছুদিনের জন্য বাঁচাইয়া চলিবে; নতুবা জমিও ভিজিবে না, লাভের মধ্যে দাঙ্গা হইয়া পড়িবে।

১৯। ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিলেও গুরু শিষ্যকে তাহা সকল সময়ে জানান না। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা দেন, কিন্তু প্রশ্ন পত্র বলিয়া দেন কি? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার শক্তি কিন্তু করিয়া দেন।

২০। ভাই, দিন দিন দেখিতেছি তাল, নারিকেল, স্থপারি, ইহারা কেবলই উর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে দৌড়িতেছে; ইহাদের পাতা পর্য্যন্ত আকাশমুখী; কেন বলিতে পার কি? এদের শাখা নাই ব'লে। তেমনই যদি পুত্র কন্যাদি বিহীন হই, আমাদের মন প্রাণ কেবল উর্দ্ধদিকেই দৌড়িবে।

২১। জীব সকলের যতই পায়ের সংখ্যা বাড়ে, ততই তাহারা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না। মানুষের দু'টি পা, তা'রা বেশ মাটি ছাড়িয়া চলিতে পারে, তার পরে যতই পায়ের বৃদ্ধি ততই অকর্ম্মণ্য। দেখ, বিছা, কানকটারি প্রভৃতির অনেক পা; তাহাদিগকে পৃথিবীর উপর কত ভর দিয়া চলিতে হয়! ধর্ম্মের রাস্তাতেও তাই; যতক্ষণ মনুষ্যের দুইটি মাত্র পা থাকে, ততক্ষণ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে; তার পর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধু, ইত্যাদি যতই হইতে থাকে, ততই পদবৃদ্ধি হইয়া একবারে পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়া যায়। আর কখন সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারে না।

২২। যৌবন, অষ্টমী ও নবমীর সংযোগ। এ শুভক্ষণ অতীব অল্পক্ষণ স্থায়ী। গেলে আর পা'বে না।

২৩। যে সমুদ্র রত্নাগার, চন্দ্র ও সুধা-ঘটের উৎপত্তি-স্থান, সেই সমুদ্রই আবার জগতপ্রলয়কারী বিষাগারও বটে! নারায়ণের মত রসিক না হ'লে সুধা ও লক্ষ্মী পাওয়া যায় না।

২৪। প্রথম প্রথম নেশা লুকিয়ে করে; কিন্তু পরে নেশা গোপনে ক'রে মজা নেই। যদি

নেশার জোরে রাস্তাতে দু'বার না পড়'লেন, তাহ'লে আর হ'লো কি? হাজার লোকে আনন্দ ক'রবে, হাজার লোকে হাততালি দিয়ে নাচ্‌বে, তবে ত আনন্দ হ'ল! তা না হ'লে, রাত্রে একা চুপ ক'রে নেশা ক'রলে কি আর আনন্দ? সে ত ঔষধ খাওয়া!! তাই ঔষধকে সুধা বলাইবার জন্য প্রভু আমার নিতাই হ'য়ে দ্বারে দ্বারে প্রেম দিয়ে জগৎকে মাতাল ক'রেছেন!!!

২৫। কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার জোর বেশী বুঝিয়া, চিন্তাগুলি সদাই আনন্দের করিও। অন্তর ধৌতের জন্য চিন্তাই সাবান জানিবে। সাবান যতই পবিত্র ও পরিষ্কার হ'বে, অন্তর ততই সুন্দর ও সুচারু হ'বে।*

ব্যায়ামে বিজ্ঞান।

(প্রথম খণ্ডের ২২৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

দ্বিতীয় খেলা—ম্যাগ্‌নেটিক্ সার্কল।

Magnetic circle অর্থাৎ "তাড়িত বৃত্ত।" বালক ও বালিকাগণ† অথবা যুবকগণ পরস্পর হস্ত ধারণ (হাত ধরাধরি) করিয়া বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হইবে। কিছুক্ষণ এইরূপ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে, পরস্পরের মধ্যে তাড়িত-শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সময় সময় এই শক্তি এত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, যে উহার মধ্যে কেহ অধিক অভিভাব্য (Sensitive) ব্যক্তি থাকিলে সহ্য করিতে না পারিয়া, সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। কিন্তু সতর্ক থাকিবে যে এই সময় বৃত্ত-মধ্যস্থ কেহ যেন হস্তচ্যুতি করিয়া প্রবাহ-ধারা ভঙ্গ না করে। তখন বাদ্য আরম্ভ করিবে, এবং বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে সকলে এককালে হস্তদ্বয় ও বামপদ সবেগে সম্মুখ দিকে প্রক্ষেপ করিবে, এবং পুনরায় দক্ষিণ পদে ভর করিয়া পশ্চাৎ দিকে লাফাইয়া পড়িবে। এইরূপ করিবার সময় হাতের কনুই (Elbow), স্কন্ধদেশ (Shoulders), এবং মস্তক (Head), যতদূর-সম্ভব পশ্চাৎদিকে প্রক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবে। তার পর আবার সম্মুখ দিকে সেই প্রকার অগ্রসর হইবে, এবং বারম্বার এইরূপ করিতে থাকিবে। এইস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে প্রত্যেকবার এইরূপ করিবার সময়ে একটি পা মাটিতে রক্ষা বা বা স্থাপন না করিয়া অপর পা-টি কখনও উঠাইবে না, অর্থাৎ দু'টি পাই যেন এক কালে মাটি ছাড়া না হয়, এবং যতক্ষণ না খেলা শেষ হয়, ততক্ষণ পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া থাকিবে, কদাচ যেন হস্তচ্যুতি না হয়।

শিক্ষক মহাশয় পূর্ব্ব-কথিতরূপ, 'এক'—

* এই "ভাব-লহরী" "পাগল হরনাথ" নামক গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইতেছে। প্রকাশক শ্রীযুক্ত অটলবিহারী নন্দী; হাথরাস জংসন, ই, আই, রেলওয়ে।—গৃহস্থ-সম্পাদক। মূল গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগ মূল্য একত্র এক টাকা। তৃতীয় ভাগ এক টাকা।

† বালক ও বালিকা থাকিলে, একটি বালকের পর একটি বালিকা এইরূপ ভাবে সাজাইতে হইবে। কেবল বালক বা যুবক হইলে দুর্ব্বল সবল পর্য্যাক্রমে সাজাইতে হয়।

'দুই'—'তিন'—'বাম'—'বাম'—ইত্যাদিরূপ সাঙ্কেতিক শব্দ-দ্বারা ক্রীড়া আরম্ভ করাইবেন, এবং দুই তিন মিনিট অন্তর একবার 'Halt' বা 'থাম' শব্দ-দ্বারা তাহাদিগকে থামাইয়া পর্য্যায়ক্রমে একবার বাম ও একবার দক্ষিণ পদ প্রক্ষেপ করাইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করাইবেন।

এই খেলাতে বালক বালিকাগণের মাংস-পেশী সমূহ পুষ্ট ও শরীরের সর্ব্বাংশে সমভাবে রক্তচলাচল ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য হয়।

তৃতীয় খেলা—রেসিপ্রোক্যাল্‌স্ (Reciprocals) অর্থাৎ "প্রত্যাঘাত ক্রীড়া।" এই সুন্দর খেলায় ক্রীড়ার্থীগণ পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, দ্বিতীয় খেলার অনুরূপ দক্ষিণ ও বাম পদের অগ্র পশ্চাৎ সঞ্চালন, অর্থাৎ কয়েকবার অগ্রভাগে বাম পদের প্রক্ষেপ, আবার কিঞ্চিৎ থামিয়া ঐরূপ দক্ষিণ পদের প্রক্ষেপ এবং পশ্চাৎদিকে লম্ফন ইত্যাদি দ্বিতীয় খেলার ক্রিয়াগুলি করিতে করিতে, একজন আর একজনকে পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ পাল্টাপাল্টিভাবে 'প্রত্যাঘাত' ও 'করতলাঘাত' * করিবে। দ্বিতীয় খেলার ন্যায় পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান না হইয়া, ইহাতে স্বাধীনভাবে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে।

শিক্ষক মহাশয়, 'বাম'—'বাম'—'Strike' বা 'মার'—'Palm' বা 'কর,'—ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সঙ্কেত করিবেন। 'Strike' বা 'মার' শব্দ বলিবামাত্র 'প্রত্যাঘাত' আরম্ভ হইবে, এবং 'Palm' বা 'কর' শব্দ বলিলে 'করতলাঘাত' করিতে হইবে, ইহা ক্রীড়ার্থীগণকে শিখাইয়া রাখিবেন।

চতুর্থ খেলা—Fronto-lateral combination or Self-stroke. অর্থাৎ "অগ্র-পশ্চাৎ আত্মাঘাত যোগ।" বৈজ্ঞানিক খেলায় সাধারণতঃ আমরা তাড়িত-প্রবাহ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকি, কিন্তু এই খেলাটিতে আর একটু বিশেষত্ব আছে। ইহাতে 'আত্মাঘাত' (Self-stoke)-দ্বারা আমরা স্ব স্ব শারীরিক উন্নতি বিধানও করিতে পারি।

এই চতুর্থ খেলায় শরীর ও হস্তের আঘাত পর্য্যায়ক্রমে করিতে হয়, এবং অগ্র বা সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত অর্থাৎ শরীরের উভয় দিকস্থ প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট স্থান গুলিতে প্রত্যেকবার আঘাত করিবার সময়ে, উপর্য্যুপরি চারিবার আঘাত করিতে হয়।

বাদ্য আরম্ভ হইলে, শিক্ষক, 'এক'—'দুই'—'তিন'—'Strike' 'Strike' &c, অথবা 'মার'—'মার', কিম্বা 'ঘাত'—'ঘাত'—ইত্যাদি পূর্ব্বরূপ সাঙ্কেতিক শব্দ প্রয়োগ করিবেন। 'Strike', 'মার' বা 'ঘাত' শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র বালক বালিকাগণ নিজ নিজ শরীরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে 'আত্মাঘাত' আরম্ভ করিবে। এবং 'Palm' বা 'করাঘাত' (করতলাঘাত) শব্দ বলিবামাত্র নিজ নিজ হস্তে 'আত্মাঘাত' করিতে থাকিবে। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে একবার শরীরে ও একবার করতলে 'আত্মাঘাত' করিতে থাকিবে।

শরীরের অগ্র বা সম্মুখ এবং পশ্চাৎভাগে আঘাত করিবার আটটি ভিন্ন ভিন্ন স্থান

* সংজ্ঞায় প্রত্যাঘাত' ও 'করতলাঘাত শব্দের অর্থ দেখ।

নির্দ্দিষ্ট আছে। নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপরিবর্ণিত নিয়মানুসারে আঘাত করিতে হয়। শিক্ষকগণ এই স্থানগুলি ছাত্রগণকে বেস্ করিয়া দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিবেন।

অগ্র বা সম্মুখভাগ।

(FRONTAL PORTION.)

১। 'কণ্ঠাধঃ'—অর্থাৎ কণ্ঠনালীর কিঞ্চিৎ নিম্নে। (a little below the throat).

২। 'ফুস্ফুস্'—অর্থাৎ শরীরের যে অংশে ফুস্ফুস্ যন্ত্র আছে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে। (lungs)*

৩। 'উদরগহ্বর'—অর্থাৎ পেটের উপর। [Pit of the stomach).

৪। 'নিম্নোদর'—অর্থাৎ তলপেট। (bowel portion).

৫। 'জঘন'—অর্থাৎ বস্তি (pelvis) এবং উরুর সংযোগ স্থল। (where pelvis and thighs join).

৬। 'উরু'—অর্থাৎ উরু অস্থির উপর। *Femoral*—thigh) Femer—অর্থে উরু অস্থি।

৭। 'জানু' বা 'জানু-অস্থি'—অর্থাৎ হাঁটু। (Knee-pan)†

৮। 'বৃহদস্থি' বা 'অগ্র-জঙ্ঘাস্থি—অর্থাৎ হাঁটুর নিচে গুল্ফসন্ধি (গোড়ালি) পর্য্যন্ত সমস্ত অংশটি। (Shin—large inside-bone between knee and ankle-joints).‡

পশ্চাৎভাগ।

LATERAL PORTION.)

১। 'জঙ্ঘা' বা 'পশ্চাৎ-ক্ষুদ্রাস্থি'—অর্থাৎ বৃহদস্থির পশ্চাৎভাগ যাহাকে চলিত ভাষায় পায়ের ডিম্ বলে। (small bone of otuer leg—calf).

২। 'জানু-পশ্চাৎ'—অর্থাৎ হাঁটুর পশ্চাৎ ভাগ। (*Lataro-Patella*—side-knee).

৩। 'উরু-পশ্চাৎ—অর্থাৎ উরুর পশ্চাৎ-ভাগ। (*Latero-Femoral*—side-thigh).

৪। 'উরু-স্নায়ু'—অর্থাৎ উরুর পশ্চাদ্দিকস্থিত বৃহৎ সায়েটিক্ স্নায়ু স্থান। ইহা কটিদেশের ঠিক্ নিম্নে অবস্থিত। (Sciatie nerve—helip).

৫। 'বৃক্ক-স্থান' বা 'দণ্ড-শেষ'—অর্থাৎ মেরুদণ্ডের শেষ ভাগে যেখানে মূত্রপিণ্ডের স্থান।—মেরুদণ্ডের শেষভাগে, উহার উভয়-পার্শ্বে বৃক্ক বা মূত্রপিণ্ডদ্বয় অবস্থান করে। (Kidaeys—near the small of the back).

৬। 'প্লীহা-স্থান' বা 'বাম-নিম্নপঞ্জর'—অর্থাৎ বামদিকে প্লীহার স্থানে অথবা নিম্ন-পঞ্জরের উপর এবং কিঞ্চিৎ নিম্নে। *Hepatico-spleen*—strike on and below lower ribs).

৭। 'ফুস্ফুস্-পার্শ্ব'—অর্থাৎ ফুস্ফুসের পার্শ্বে বা ঠিক্ বগলের নিচে যে স্থান। (Side-lungs—strike just below the arm-pits).

---

* স্মরণ থাকে যেন যে এই স্থানে আঘাত করিবার সময় প্রশ্বাসে বায়ু পুর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে।

† এই স্থানে আঘাত করিবার সময়ে একটু ক্ষিপ্রতার সহিত করিতে হইবে।

‡ আঘাতগুলি ক্রমশঃ নিম্নদিকে করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রথমে হাঁটুর ঠিক্ নিম্নে, পরে তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে এবং তৎপরে আরও নিম্নে এইরূপে ক্রমশঃ গুল্ফ বা গোড়ালি পর্য্যন্ত যাইবে।

৮। 'স্কন্ধ-মধ্য' বা 'দণ্ডাগ্রভাগ'—অর্থাৎ উভয় স্কন্ধের মধ্যস্থিত মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ। সম্মুখদিকে 'কণ্ঠাধঃ' ধরিয়া তাহার ঠিক্ বিপরীত বা পশ্চাৎদিকে যে স্থান হয়। (*Latero-Broncal*—near the shoulder).

উল্লিখিত আঘাতের স্থানগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, যে কণ্ঠনালীর নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পরে পরে আঘাত করিতে থাকিলে ক্রমশঃ গুল্‌ফ-সন্ধি বা পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত যাইতে হইবে, ফলতঃ এই আঘাত জনিত বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া কার্য্য করিতে থাকিবে। এই আঘাত, স্থানবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করিতে হয়। নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

অগ্র বা সম্মুখ ভাগাংশের 'জানু' বা 'জানু-অস্থি' (knee-pan) এবং 'বৃহদস্থি' বা 'অগ্র-জঙ্ঘাস্থি'-(the large inside bone between knee and ankle-joints)-তে চারিটি করিয়া আঘাত* করিবার সময়ে হাঁটু (knee) এবং বঙ্ক্ষণ বা উরুসন্ধিদ্বয় (hip-joints) অবনত করিবে (নোয়াইবে), এবং তৎপরবর্ত্তী 'করতলাঘাত'† করিবার কালে পুনরায় সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইবে।

শিক্ষক এস্থলে ছাত্রগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে প্রক্রিয়াগুলি ঠিক ঠিক রূপে করিতে দেখাইয়া দিবেন, এবং ছাত্রগণও তাঁহার সম্মুখে (শিক্ষকের দিকে মুখ করিয়া) পৃথক পৃথক ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে।

পশ্চাদ্ভাগাংশের ৮টি স্থানে আঘাত করিবার সময়ে উভয় হস্ত সজোরে বক্রভাবে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক যতদূর সম্ভব পশ্চাদ্দিকে আঘাত করিবে, যেন পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত যাইয়াই শেষ না হয়। 'উরু-পশ্চাৎ' হইতে উপর দিকে আঘাত করিবার সময়, মস্তক ও স্কন্ধদেশ যতদূর সম্ভব পশ্চাদ্দিকে হেলাইয়া বা ঝুঁকাইয়া দিবে, এবং উন্নতভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে।

এইরূপ আঘাত ক্রমান্বয়ে উপর হইতে নিচে এবং নিচে হইতে উপর দিকে একবারও না থামিয়া, যতক্ষণ পারিবে করিতে থাকিবে। ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম-খেলা। ইহার দ্বারা শরীরের তেজ ও জ্যোতি বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব আমোদও উপভোগ করা যায়।

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

গীত।

খট-ভৈরবী—একতালা

কেন ভুলিলাম সে সুখ যে সুখে আমি
ছিলাম তারার চরণে মিশিয়ে।
কি জানি কি ঘোরে এসে এ সংসারে
দুঃখ-নীরে আছি ডুবিয়ে।
যত হেরিবারে চরণ দু'খানি
অবিরত করি বাসনা—
কোথা হ'তে হায়, চিন্তা ঝড় এসে
সে বাসনা দেয় উড়িয়ে।
লোকে বলে, হ'লে বায়ুর তরঙ্গ
কিছুক্ষণ পুনঃ আসে না—
(কিন্তু), এ কেমন বায়ু বহে অবিরত
মায়া-খাদে দেয় ঠেলিয়ে।

কি জানি তখন ছিল কত সুখ,
সংসারেতে পাই কেবল মাত্র দুঃখ
দুঃখ পেয়ে হেন জ্ঞান হয় মনে
ছিলাম সুখী সেই সময়ে।
আবার যেন কে বলে দেয় কানে
মায়ের কাছে দুঃখ পায় কি সন্তানে ?
সদা সুখী তুই ছিলি সে সময়
দুঃখ পা'স মাকে ভুলিয়ে।
এস প্রাণের বন্ধু জ্ঞানরতন
দেখাও যে পদ ভুলেছি এখন
ত্রিতাপে তাপিত গোপালের চিত
মা কোথায় দাও দেখিয়ে।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যেক বার উপর্য্যুপরি চারিবার আঘাত করিতে হয়।
† শরীর ও হস্তের আঘাত পর্য্যায়ক্রমে হইবে ইহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কমলা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥"

দুঃখ এই নশ্বর জগতে চিরবিরাজমান। এ জগতের সুখ-দুঃখ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, একটিকে লইতে গেলে আর একটিকে লইতেই হইবে। কিন্তু মানুষ দুঃখ চায় না। চায়—সুখ। কবি অনেক ভুগিয়াই বলিয়াছেন—

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে
দুঃখানি চ সুখানি চ।"

একটা চাকার খানিকটা সুখ আর খানিকটা দুঃখ। যদি তুমি সংসার চক্রের আশ্রয়ে সুখ চাও, তবে সুখের পর দুঃখ আর দুঃখের পর সুখ তোমার ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু একটা উপায় আছে। ঐ যে সংসার-চক্রটা, যাহার খানিকটা সুখ আর খানিকটা দুঃখ বলিয়া কবি নির্ণয় করিয়াছেন। সাধন-শিখরের উচ্চচূড়াবস্থিত সাধক, যিনি সংসার-চক্রের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঐ সংসারকে দেখিতেছেন—যিনি শ্রীগুরুদেবের চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক বহু পরিশ্রমে এমন অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যে তাহার কাছে আজ কাচ ও কাঞ্চন তুল্য-মূল্য, যিনি—

"শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু
সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী
সন্তুষ্ট যেন কেনচিৎ।"

তিনি বলিতেছেন—"ভাই সকল, ঐ যে সংসার চক্রটা, ওটার কোন অংশই যথার্থ সুখ বা দুঃখ নয়। ওটা লৌকিক—ওটা মায়িক—সংসারে থাকতে গেলে ও সুখ দুঃখের আঁচ গায়ে লাগিবেই। কিন্তু একটা উপায় আছে—

তুমি চেষ্টা দ্বারা—অভ্যাসের দ্বারা—ঐ সুখ-দুঃখের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পার। যদি বল কি রূপে? তবে বলি শুন। বেশ ক'রে লক্ষ্য করিয়া দেখ, তোমাদের ঐ সুখ-দুঃখের একটিতে আর একটিতে কেমন অভিন্ন। প্রধানতঃ আহার বিহার প্রভৃতিই তোমাদের সুখ ও দুঃখের উপাদান—কিন্তু দেখ দেখি ভাই, এক জন যে আহারকে সুখকর মনে করে, আর একজন তাহাকেই দুঃখজনক মনে করিয়া থাকে।—কেন বল দেখি এমন হয়?—অভ্যাসের বশে নয় কি?—আমি ক্ষুদ্র প্রাণী—পলাণ্ডুর গন্ধ সহ্য করিতে পারি না। এমন কি আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরের পার্শ্বে যদি কেহ উহা পাক করে, তবে আমার অনেক সময় অসহ্য বোধ হয়। কিন্তু দেখ, যে উহা পাক করাইয়া আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ—সুখ লাভ—করিতেছে, সে লক্ষপতি। ঐ উগ্রবীর্য্য পদার্থটি আমি রজোগুণের বর্দ্ধক বলিয়া আহার না করিলেও, অভ্যাস করিলে উহার গন্ধ অনায়াসে সহ্য করিতে পারি।

তুমি ভাই, সৌখীন মানুষ। তোমার নরম বিছানাটি না হইলে নিদ্রা হয় না। কিন্তু আমি দেখ, জীবনের অধিকাংশই এই জীর্ণ-কটে কাটাইলাম। তুমি বোধ হয়, একদণ্ডও আমার এ শয্যায় শয়ন করিয়া সুখী হইতে পার না, কিন্তু আমি অনায়াসে তোমার শয্যার মত নরম শয্যাতেও নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পারি; আবার এমন অনেক লোকও আছে যাহারা তোমার শয্যাতেও কষ্ট বোধ করিবে। সুতরাং ঐ লৌকিক সুখ দুঃখ যে অভ্যাসের ফল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। চেষ্টা করিয়া—অভ্যাস করিয়া—অভাব কমাও, সুখী হইবে—অল্প চেষ্টায় সংপথে যাহা পাও তাহাতেই সন্তুষ্ট হও, সুখী হইবে—রাগ দ্বেষ ত্যাগ কর—মমতা ত্যাগ কর, আর **আমার আমার** করিয়া ভাবিও না। **তোমার তোমার** বলিতে শিখ, সুখী হইবে। পীড়িতের আর্ত্তনাদে কান দিও, তাহার দুঃখমোচনের জন্য প্রাণ দিও, কিন্তু হিংসুকের হিংসা, দুর্জ্জনের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করিতে যত্ন করিও, সুখী হইবে—একটা কথা নিরন্তর মনে রেখ ভাই, এ সংসারে **সবই তাঁ'র**। তুমিও তাঁ'র, তোমার শত্রুও তাঁ'র। একজন ভুল করিতেছে বলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও ভুল করিও না। যাহারে দেখিলে কেহ ভীত হয় না, ভেবে দেখ দেখি ভাই, সে কত বড় ভাগ্যবান? তুমি যদি তাঁ'র চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া সেইরূপ ভাগ্যবান হইতে পার, তাহা হইলে আর এ জগতে তোমার দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। সে তোমার গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিলেও তোমার জীর্ণ কুটীরের দ্বার পার হইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না—সে দ্বারের দ্বারীকে দেখিয়া, তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে।

তা না পারিলে, সুখের পর দুঃখ আসিবে, দুঃখের পর সুখ আসিবে। সংসারী জীবকে সুখে উল্লাসযুক্ত, দুঃখে বিষাদিত—জর্জ্জরিত হইতে হইবেই। জগন্নাথপুরের প্রাসাদে দুঃখের প্রবল তরঙ্গ বহিয়াছিল—কিন্তু দিন কয়েকের জন্য। পিতার মৃত্যুতে রাধিকানাথ কাঁদিয়াছিল—পরিজনেরাও কাঁদিয়াছিল—কিন্তু সে সব ফুরাইয়াছে। এখন আর সে দুঃখের কথা কাহারও মনে নাই। রাধিকানাথ আজ পিতৃ-পরিত্যক্ত বিপুল ধনের অধিপতি। ধনের মোহিনীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য-সুখে, আজ তাহার পিতৃমরণ-দুঃখ চাপা পড়িয়াছে। সে আজ সংসারার্ণবে সুখের তরি ভাসাইয়া আনন্দের হাসি হাসিতেছে। এ সংসারে সু আর কু দু'টি আছে। নিজের ভিতরে আছেন সুমতি আর কুমতি সদ্‌গুরুর সহায়তা ব্যতীত তাঁহাদের দু'টিকে সংযত করিতে পারা যায় না। আবার বাহিরে আছেন সুমন্ত্রী—কুমন্ত্রী; সুসঙ্গী—কুসঙ্গী। প্রথমে দু'জনে আসিয়া আপনাপন স্বভাবমত উপদেশ দান করিয়া পাত্রটি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন। ভাগ্যক্রমে পাত্রটি যাঁহার অধিকৃত হন, তাঁহার অনুরূপ চেষ্টা ও কার্য্যাদি দ্বারা তখন পরিণাম গঠিত হইতে থাকে। একজন কে?—কি জানি কোথায় দাঁড়াইয়া মজা দেখে। সে একটি সূত্র দিয়া পাত্রটিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সে কথা পাত্র জানে না—পাত্রের সঙ্গিদিগেরও অনেকেই জানে না।

আমাদের রাধিকানাথের ভাগ্যেও সুমন্ত্রী কুমন্ত্রী আসিয়াছিলেন। সুমন্ত্রী বলিয়াছিলেন—

তোমার জ্যাঠামহাশয়কে ডাকিয়া বিষয়াশয় তত্ত্বাবধানের ভার দাও; নিজে এখন লেখাপড়া শিখে, কি ক'রে বিষয়াশয় রক্ষা করতে হয় তা তাঁহার কাছে শিখে নাও। তাহা হইলে, ভবিষ্যতে তুমি তাঁহারই মত যশস্বী হইতে পারিবে।

রাধিকানাথের সে কথা ভাল লাগিয়াছিল, তাহাই করিবে স্বীকারও করিয়াছিল। কিন্তু সুমন্ত্রী চলিয়া গেলে, কুমন্ত্রীরা আসিয়া পরামর্শ দিল—"বিষয় পেয়েছ, ভালই হ'য়েছে —মাথার উপর খিট্‌খিট্ ক'রবার কেহই নাই—সে আরও ভাল হ'য়েছে। আমোদ কর, সুখ ভোগ কর। নিজে সুখী হও, সকলকে সুখী কর। তা'র চেয়ে আবার কর্ত্তব্য কি আছে?"

রাধিকানাথ এবার বুঝিল, এই ঠিক্! জ্যাঠামহাশয়ের অধীন হইতে যাইব কেন? যদি অধীন হইয়া থাকিবার প্রয়োজন থাকিত, বাবা বাঁচিয়া থাকিতেন। স্বাধীন হওয়াই নিশ্চয় ভগবানের ইচ্ছা!—আমি আবার ইচ্ছা করিয়া পরাধীন হইব কেন?—রাধিকানাথের সুতা ধরিয়াও সে দাঁড়াইয়া আছে। সে এ কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া—কি জানি কেন সুতা একটু আল্‌গা দিল। বোধ হয় আল্‌গা না দিলে ছিঁড়িয়া যাইত!

রাধিকানাথ ভাসিল। সুমন্ত্রীরা আরও দুই চারিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, শেষে তাহাদের অনেকেই চলিয়া গেলেন। গেলেন না কেবল একজন। তাঁহার নাম শশাঙ্ক শেখর বসু। বয়স প্রায় ষাইট বর্ষ। তিনি জগন্নাথপুরের জমিদারের ষ্টেটের ম্যানেজার। স্বর্গীয় শ্যামানাথ চৌধুরী মহাশয়ের পিতৃদেব যৌবন সময়েই কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার কন্যা রাজরাজেশ্বরী চারি বৎসরের আর তাঁহার পুত্র শ্যামানাথের বয়স তখন দুই বৎসর। সেই সময়ে তিনি আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপনার গুরুদেবের সাহায্যে বসুজকে আনাইয়া আপনার বিষয়ের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। বসুজ মহাশয়ের যত্নে শ্যামানাথ নিতান্ত অমানুষ হয় নাই। কিন্তু শ্যামানাথের পুত্র তাঁহার শাসন মানিল না। অনেক সময় সে অর্থের জন্য তাঁহাকে অনেক দুর্ব্বাক্যও বলিল। কিন্তু তিনি দুর্ভেদ্য গিরিরাজের ন্যায় সে সমুদায় অটলভাবে সহ্য করিয়া, বিষয় রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রভুপুত্রের এইরূপ দুর্ম্মতি দর্শনে ব্যাকুল হইয়া দুই একবার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পরামর্শপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রবল তোড়ের মুখে বাঁধ বাঁধা যাইবেক না, একটু তেজ কমিতে দিন। ভয় নাই! শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সব ঠিক হইয়া যাইবেক।"

এইরূপে, দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে রাধিকানাথ যতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইতে হয় হইল। সঙ্গী অনেক, তাহাদের কয়জনের নাম করিব? আর নামেই বা প্রয়োজন কি? তাহাদের কার্য্য ধনশালী যুবাদিগকে অধঃপাতের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। তাহাতে যাহা কিছু উপকরণের প্রয়োজন সকলি তাহাদের আয়ত্তাধীন। সে সমুদায় রাধিকানাথের জন্য প্রয়োজিত হইতে লাগিল।

পৌষ মাস। রাধিকানাথ স্বীয় সহচরগণের পরামর্শে স্থির করিলেন, এ সময়ে

কিছুদিনের জন্য সদলে কলিকাতায় যাইতে হইবেক। সঙ্গিগণের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি অগ্রে কলিকাতায় গিয়া, মাসিক চারি শত টাকা ভাড়ায় এক বাড়ী স্থির করিলেন। অবশেষে রাধিকানাথ সদলে কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন। শশাঙ্ক বাবু অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলি ভস্মে ঘৃতাহুতির মত নিষ্ফল হইল। কলিকাতায় টাকার শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। প্রায় প্রত্যহই পত্র আসে, আজ দুইশত টাকা চাই, আজ পাঁচশত টাকা চাই। পৌষের সমুদায় আদায়ই প্রায় এইরূপে কলিকাতায় প্রেরিত হইল। কিস্তীর টাকা বাদে, তহবিলে যাহা যৎকিঞ্চিৎ মৌজুত আছে, তাহাতে অতি কষ্টে মাসের অবশিষ্ট কয়টা দিন সংসারের নিত্য ব্যয় চলিতে পারে। তাহার পর যে কি হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। এমন সময়ে পত্র আসিল "আজ আটশত টাকা পাঠাইবেন। আমরা শীঘ্রই বাড়ী যাইতেছি।"

কিন্তু টাকা কোথায়?—শশাঙ্ক বাবু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণকে এই ব্যাপার জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি সকলি জানিতে পারিতেছি, আর অধিক বিলম্ব নাই। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সকলি ঠিক হইবে, আপনি লিখুন তহবিলে দুই শত টাকাও মৌজুত নাই।"

শশাঙ্কবাবু তাহাই করিলেন।

রাধিকানাথ উত্তর পাইয়া বড়ই বিব্রত হইল। আরও দুই দিন সার্কাস দেখা চাই, অন্ততঃ আর একদিন থিয়েটার না দেখিয়া দেশে যাওয়া যায় না। কিন্তু অর্থ নাই—অর্থ না হইলে উপায় কি হইবে?

তিনি এইরূপে চিন্তিত আছেন, এমন সময়ে তাঁহার একজন সঙ্গী আসিয়া বলিল—"এ কি? কুমার বাহাদুর এমন বিষণ্ণ কেন?" এই সঙ্গীটি তাঁহার স্বদেশাগত নহে, এটি কলিকাতায় আসিয়া পাইয়াছেন। এটির প্রতি রাধিকানাথের ভারি শ্রদ্ধা। কারণ এটি সহরের সকল সুখে অভ্যস্ত ও নবাগতগণের চিরসহায়। এই সঙ্গীটিই তাঁহাকে কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়াছেন। থিয়েটার প্রভৃতিতে যাহাতে তাঁহার যত্নের ত্রুটি না হয়, সে জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। এজন্য রাধিকানাথ এ'টির একটু বাধ্যও হইয়াছেন। সুতরাং নিজের মনোভাব গোপন না করিয়া বলিলেন, "জানই ত ভাই, টাকা না হ'লে কলিকাতায় একদণ্ডও চলে না অথচ বাটী হ'তে এখনও টাকা এলো না, উপায় কি হ'বে তাই ভাবচি।"

"এর আবার ভাবনা কি? আপাততঃ কিছু ধার করলেই ত হ'বে। আপনি অনুমতি করলে আমি এখনি মহাজন এনে দশ বিশ হাজার টাকা আপনাকে দেওয়াতে পারি। টাকার আবার ভাবনা?"

"তাই যা' হয় কর, ভাই, বিলম্ব করলে চলে না।"

"আচ্ছা" বলিয়া সে সঙ্গীটি চলিয়া গেল। এই সঙ্গীটি ইতিপূর্ব্বে রাধিকানাথের ভূম্যাদির বিশেষ সন্ধান লইয়াছিল। ইহারই একজন আত্মীয় এইরূপ নাবালক জমিদারদিগকে হাণ্ডনোটে টাকা ধার দিয়া বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার করিয়া থাকেন।

অপরাহ্নে সেই আত্মীয় সঙ্গে তিনি উপস্থিত হইলেন। দশহাজার টাকার হাণ্ডনোট লেখা হইল। নগদ তিন হাজার এবং আংটি

ঘড়ি, সাল ইত্যাদিতে দুই হাজার, এই পাঁচ হাজার তখনি দেওয়া হইল, বাকী পাঁচ হাজার থেকে তিন বচ্ছরের সুদ কাটিয়া লইয়া বাকী এর পর দেওয়া হইবেক কথা রহিল। সুতরাং বাটী হইতে টাকা না আসিলেও রাধিকানাথের আমোদের ব্যাঘাত হইল না।

এইরূপে কলিকাতায় দিন কাটিতে লাগিল। পরম্পরায় দেশে এ সংবাদ পৌঁছিল। শশাঙ্কবাবু জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, কলিকাতার প্রধান প্রধান পত্রে ও গেজেটে বিজ্ঞাপন দিলেন—

"স্বর্গীয় শ্যামানাথ রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের বিষয়াশয়ের অধিকাংশই পৈত্রিক দেবোত্তর সম্পত্তি। উহা দান বা বিক্রয় করিবার অধিকার তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের কাহারও নাই। তাঁহার সোপার্জ্জিত চন্দনগ্রাম, তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রেবতীনাথকে দিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার অবর্ত্তমানে ঐ মহাল তাঁহার পুত্রবধূ সৌদামিনী দেবীর। পলাসপুর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের। কেবল ঐ সম্পত্তিই তাঁহার দান ও বিক্রয় করিবার অধিকার আছে। এমতে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, কেহ যেন উক্ত পলাসপুর ব্যতীত, অন্য কোনও জমী জমা, উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে বন্ধক না লন। উহাঁদের ট্রাষ্টিগণের আদেশমত এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

শ্রীশশাঙ্কশেখর বসু
ম্যানেজার।"

এদিকে হ্যাণ্ডনোটের টাকা পাইয়া, কিছু দিন বেশ আনন্দে চলিতে লাগিল। শেষে হ্যাণ্ডনোটের অবশিষ্ট টাকা আদায় হওয়া একান্ত কষ্টকর ব্যাপার হইল। এই সময়ে একদিন রাধিকানাথের একজন সঙ্গী তাঁহাকে গোপনে বলিল, "দেখুন ছোটবাবু, এ রকমে ধার করা ঠিক নয়, দেখুন সে লোকটা কত টাকার জিনিস দিল, কিছুই ঠিক বুঝতে পারা গেল না অথচ সে বলে দুই হাজার টাকার জিনিষ। এরূপে হ্যাণ্ডনোট করলে, ভবিষ্যতে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে, যে ক'টা টাকা পাওয়া গেছে তা বই যে আর আদায় হ'বে এমন বোধ হ'চ্ছে না। আমি বলি কি? আমায় কিছু খরচ দিন আমি বাটীতে গিয়ে ম্যানেজার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে টাকা আনবার চেষ্টা দেখি।"

রাধিকানাথ বলিলেন, "তুমি যেতে পার।" এই বলিয়া তাহাকে দশটি টাকা দিলেন। সে চলিয়া গেলে, রাধিকানাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এখন কি করি? হাতে ত টাকা নাই। আংটী প্রভৃতি যা ছিল তাহাও ত বন্ধক দিয়েছি, আজ বাটী ভাড়ার তাগিদ এসেছিল, কাল আবার আসবে, কিন্তু উপায় কি? টাকা কোথায় পাই? কিসে মান বাঁচে? হায়, আমি কেন জ্যাঠা মহাশয়ের হাতে বিষয় রক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবার চেষ্টা করলাম না। এখন কি বিপদে পড়লাম্। এইরূপে হৈ হৈ ক'রে কৈ সুখ ত কিছুই নাই। এত অর্থ ব্যয় ক'রে পেলাম কি? যা'দের আমি বড় আত্মীয় ব'লে মনে ক'রেছিলাম, সেই সকল সঙ্গীরা একে একে স'রচে। বোধ হয় কাল প্রাতে আর কা'রেও দেখ্‌তে পাব না, টাকার সঙ্গে তা'দের সম্পর্ক। টাকা গেছে তা'রাও সরচে। যাক্—সবাই যাক্। এ সংসারের সুখ ত দেখা হ'য়েছে; এখন একবার দুঃখটা কি

রকম দেখা যাক্। কিন্তু মান বাঁচ্‌বে কিসে? যখন বাড়ীওয়ালার লোক এসে ভাড়া চাইবে, তখন উপায় কি? আজকের এই বেলাটুকু আর রাত্রি টুকুই বা কিরূপে কাট্‌বে?—তার পর কি হ'বে?—হায়, এবিপদে আমায় পরামর্শ দিবার কেউ নাই! দূর হোক আর ভাব্‌বো না! এ দেহ ত্যাগ কর্‌বো এই বলিয়া একটি পিরাণ গায়ে দিয়া ও একখানি চাদর লইয়া বাহির হইলেন। একজন দ্বারবান্ সঙ্গে আসিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকেও নিষেধ করিয়া একাকী গড়ের মাঠের দিকে যাত্রা করিলেন।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচন

গ্রহ-সংবাদ।—১২ই অগ্রহায়ণ প্রায় তিনটা রাত্রের সময় চন্দ্র বৃহস্পতিকে আচ্ছাদিত করিবেন। ১৩ই শেষরাত্রে চন্দ্র মঙ্গলের, ১৬ই প্রাতে শুক্রের ও শেষরাত্রে বুধের, এবং ১৯এ রাত্রি প্রায় ৭টা'র সময় বরুণ গ্রহের, সন্নিহিত হইবেন। ২৬এ অগ্রহায়ণ প্রায় ৩টা রাত্রের সময় চন্দ্র শনিকে এবং ১১ই পৌষ সন্ধ্যা আটটার সময় বৃহস্পতিকে আবৃত করিবেন। এই আবৃত-করণ-দৃশ্য বড়ই সুন্দর। শেষ রাত্রে প্রথমে এইরূপ ◡ দেখাইতে দেখাইতে গ্রহটি চন্দ্রের নীচে যাইবে তার পর ◡ এইরূপ দেখাইবে; আর সন্ধ্যার সময় হইলে প্রথমে ◡ এইরূপ দেখাইতে দেখাইতে গ্রহটি নীচে যাইবে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ◡ হইয়া বাহির হইবে। পাঠকপাঠিকাগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে হইতে লক্ষ্য করিলে দৃশ্যটি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

১। **শিক্ষা--বিজ্ঞানের ভুমিকা।**—বেঙ্গল ন্যাসনাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। ২। **প্রাকৃতিক চিকিৎসা।** শ্রীযুক্ত দুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য-লিখিত।

৩। **শিক্ষা**, প্রথম খণ্ড, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম. এ, প্রণীত। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বস্বীকৃত পত্রিকাগুলির প্রাপ্তির পর নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইতেছি। ৫৮। নাট্যমন্দির শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত; ৫৯। ঐতিহাসিক চিত্র শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত, ৬০। যমুনা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত, ৬১। আর্য্যাবর্ত্ত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত, ৬২। পন্থা বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। ৬৩। রঙ্গমঞ্চ শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দোপাধ্যায়-সম্পাদিত।

হোমিওপ্যাথিক ওলাউঠা চিকিৎসা।—স্বর্গীয় ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ। ভাটপাড়া, ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে, ইহাই এ পুস্তকের গুণের যথেষ্ট পরিচয়। পুস্তকখানির লেখা বেশ সরল।

শিশির।—শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত

প্রণীত। চট্টগ্রাম শ্রীশ্রীগৌরীশঙ্কর লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। এখানি কবিতা গ্রন্থ। পুস্তকের লেখা ও অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর। ইতিপূর্ব্বে যে "আয় মা" কবিতাটি গৃহস্থে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেটিও এ পুস্তকে আছে।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা। বেঙ্গল ন্যাসন্যাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার সঙ্কলিত। ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস হইতে শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিনয় বাবু যে মহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আমরা তাহার ভূমিকা পাঠে আশান্বিত হইয়াছি। তিনি যেরূপভাবে এই মহাগ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে যে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে, বাঙ্গালাদেশের একটি অভাব দূর হইবে। ভগবান তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্য সফল করুন।

ছাত্রনিবাস।— ৺ কাশীধামে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের থাকিবার বিশেষ সুবিধা নাই। ৪ বৎসর অতীত হইল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালী ছাত্রদিগের জন্য "বঙ্গীয় ছাত্রনিবাস" নামে একটী ছাত্রাবাস স্থাপিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ১৫ জন ছাত্র আছেন। ছাত্রগণ প্রাচীন রীতি অনুসারে চলেন। বেদ, বেদান্ত, সংখ্য, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ইহার অধ্যক্ষ। তাঁহার অধ্যক্ষতায় সমস্তই সুনিয়মে চলিতেছে। তিনিও এখানে অধ্যাপনা করেন। এতদ্ভিন্ন ছাত্রগণ অন্যত্রও পাঠ করেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, দিনাজপুরের মহারাজ এবং কলিকাতা পটলডাঙ্গার বসু মল্লিক বাবুরা বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। এখানকার অনেক পণ্ডিত ও বিষয়ী লোক ইহার পরিচালনা করেন। —(বঙ্গবাসী)

ইক্ষুর ছোবরা—এদেশে অনেক ইক্ষু উৎপন্ন হয়; ইক্ষু হইতে গুড় ও চিনি জন্মে; গত বৎসর প্রায় ৫ কোটি ৮০ লক্ষ মণ চিনি এদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। এ দেশের লোকেরা ইক্ষুর ছোবরা গুলি জ্বালাইয়া থাকে। কিন্তু উহা দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ইউরোপে ইক্ষুর ছোবরা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। উহার দাম প্রতি টনে (প্রায় ১৮ মণ) ৭৫ টাকা হইতে ১২৫ টাকা। যত ইক্ষুতে এক টন চিনি হয়, তত ইক্ষুতে এক টন ছোবরা হয়; সুতরাং গত বৎসর যত ছোবরা হইয়াছিল তাহা বিক্রয় করিলে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইত। কলার পাতা, খোড়, বাঁশ ঘাস প্রভৃতি দ্বারাও কাগজ প্রস্তুত হয়। যে সকল পদার্থ আবর্জ্জনা বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতে ব্যবহার্য্য পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে। এ দেশে চিনির কারখানা আছে, এবং আরও হইবার সম্ভাবনা; ইক্ষু হইতে গুড় হয়। ছোবরা গুলি ফেলিয়া না দিয়া কাগজের কারখানাতে বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। (সঞ্জীবনী)।

বেলুন ভাড়া—মার্কিন রাজ্যে সেণ্ট লুই নামে এক নগর আছে। তথায় ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়ার ন্যায় বেলুন ভাড়া পাওয়া যায়। বেলুন-চালকেরা মাইল প্রতি পাঁচ আনা হিসাবে ভাড়া লইয়া থাকে। এই সকল ভাড়াটে বেলুন আরোহীকে লইয়া দশ

হাজার ফিট উপরের হাল্কা বাতাস ভেদ করিয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইয়া থাকে।—(বসুমতী)

জল-দূরবীণ—ক্যাবেলিয়র পিনো নামক একজন ইতালিয়ন এক প্রকার অদ্ভুত নল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নল জলের মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে; নলের মুখে দূরবীণ লাগান আছে। এই নলের ভিতর বসিয়া তিন চারি জন লোক অনায়াসে সাগর-গর্ভে প্রবেশ করিতে পারেন; আর নলে বসিয়া এই দূরবীণে সাগর ও সাগর-তলের মুক্তা, প্রবাল, জলমগ্ন পোত, পোতস্থ ধনরত্ন, সাগরগর্ভস্থ তরুলতা, তরুলতার ফলমূল, সাগরস্থ জল-জন্তু প্রভৃতি সমস্তই দেখিতে পাইবেন। এই নলজান বা জলজান তাড়িতে চলে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহাতে বায়ু, জল ও খাদ্যাদি রাখা যাইতে পারে। এই নলের ওজন ২ টন অর্থাৎ ছাপান্ন মণ মাত্র; কিন্তু ইহা ৪০ টন বা ১১২০ মণ মাল তুলিতে পারে। আবিষ্কারক পিনো কাহাকেও তাঁহার নলের পেটেণ্ট বিক্রয় করেন নাই; এই নলের সাহায্যে জলধি-গর্ভে প্রবেশ করিয়া তিনি সমুদ্রভাণ্ডার শোষণ করিবেন, কুবেরকে পরাস্ত করিবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা।—(বসুমতী)

মুষ্টিযোগ।

অগ্নিমান্দ্য।—১। মুথা, সৈন্ধব-লবণ ও আমরুল শাক এক সঙ্গে একটু ছেঁচিয়া, একটা কলার পাতায় রাখিবে এবং পুট্‌লী করিয়া তাহা আগুনে সেঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে, তাহার রস এক কাঁচ্চা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি হয়, অজীর্ণ থাকিলে তাহাও ভাল হয়। ৬৬।

২। বিটলবণ ১ ভাগ, যোয়ান চূর্ণ ২ ভাগ, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৩ ভাগ, পিপুল চূর্ণ ৪ ভাগ, শুণ্ঠী চূর্ণ ৫ ভাগ, সর্ব্বসমান হরীতকী চূর্ণ, এই সমুদায় উত্তমরূপে জল দ্বারা মর্দন করিয়া কুলের আঁটির মত বড়ী করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অচিরে অগ্নিবৃদ্ধি হইবেক। ৬৭।

৩। ইছবগুল তোলা খানেক করিয়া মিছরীর সহিত ভিজাইয়া খাইলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ৬৮।

৪। লবঙ্গ, বিটলবণ, মৌরী ও যোয়ান লেবুর রসে বাটিয়া কুলের আঁটির মত বড়ী করিবে, প্রাতে খালিপেটে বাসি জল বা চাউলের জলের সঙ্গে সেবন করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি হয় ও আহারে রুচি হইয়া থাকে। ৬৯।

৫। কম্পাউণ্ড রুবার্ব পাউডার ৪০ গ্রেণ টিংচার জিঞ্জার ২০ মিনিম জল দুই আউন্স মিশাইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বারে সেবন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে লঘুপথ্য চাই। দুই তিন দিনেই অগ্নির দীপ্তি হইতে থাকিবে।৭০।

৬। চিরাতা ও বচ প্রত্যেক ৪ তোলা জল পাঁচ পোয়া ১৫ মিনিটকাল তীব্র অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া বোতলে রাখিবে। আধ ছটাক করিয়া দিনে তিনবার সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য ভাল হইবেক। ৭১।

৭। ভোজনাগ্রে সৈন্ধবের সহিত কিঞ্চিৎ আদা ভক্ষণ করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়। ৭২।

৮। ভোজনের সময় পঞ্চকোল পাচন পানে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, উহাতে সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতভর্জ্জিত হিং অথবা কেবল সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া লইবে, এবং ভোজনারম্ভের সময় কতক, ও মধ্যে অবশিষ্ট পান করিবে। পঞ্চ-কোল যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ। ৭৩।

যস্মাৎ স সত্যবাক্ শান্তঃ শত্রাবপি বিমৎসরঃ।
অনাগাশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা অপ্রমত্তো মদাশ্রয়ঃ ॥৭॥
স-পত্নী-ভৃত্য-পুত্রস্তু প্রাপিতোঽন্ত্যাং দশাং নৃপঃ।
স রাজ্যাচ্চ্যাবিতোঽনেন বহুশশ্চ খিলীকৃতঃ ॥৮॥
তস্মাদ্দুরাত্মা ব্রহ্মদ্বিড্যজ্বিনামবরোপক।
মচ্ছাপোপহতো মূঢ়ঃ স বকত্বমবাপ্স্যতি ॥৯॥

পক্ষিণ উচুঃ।

শ্রুত্বা শাপং মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽপি কৌশিকঃ।
ত্বমপ্যাড়ির্ভবস্বেতি প্রতিশাপমযচ্ছত ॥১০॥
অন্যোন্যশাপাৎ তৌ প্রাপ্তৌ তির্য্যক্ত্বং পরমদ্যুতী।
বসিষ্টঃ স মহাতেজা বিশ্বামিত্রশ্চ কৌশিকঃ ॥১১॥
অন্যজাতিসমাযোগং গতাবপ্যমিতৌজসৌ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥১২॥
যোজনানাং সহস্রে দ্বে প্রমাণেনাড়িরুচ্ছ্রিতঃ।
ষণ্ণবত্যধিকং ব্রহ্মন্ সহস্রত্রিতয়ং বকঃ ॥১৩॥
তৌ তু পক্ষপ্রহারাভ্যামন্যোন্যস্যোরুবিক্রমৌ।
প্রহরন্তৌ ভয়ং তীব্রং প্রজানাঞ্চক্রতুস্তদা ॥১৪॥
বিধূয় পক্ষাণি বকো রক্তোদ্বৃত্তাক্ষিরাহনৎ।
আড়িং সোঽপ্যুন্নতগ্রীবো বকং পদ্ভ্যামতাড়য়ৎ ॥১৫॥

পত্নী-পুত্র-সনে তাঁ'রে এত কষ্ট দিল ?
রাজ্যহীন করি' অন্ত্য-দশায় আনিল ?
দিনু শাপ এই পাপে সেই দুরাচার,
আজি হ'তে হইবেক বকের আকার।" ৭-৯
পক্ষিগণ বলে,—"মুনি করহ শ্রবণ,
বিশ্বামিত্র শুনিলেন শাপ-বিবরণ।
বলিলেন—"রে বসিষ্ঠ, পাপিষ্ঠ, পামর,
আড়িরূপ হ'য়ে তুমি থাক নিরন্তর।" ১০ ॥
উভয়ে উভয়-শাপে তির্য্যক্ হইয়া,
রহিলেন কিছুকাল খগত্ব পাইয়া। ১১ ॥
অন্য দেহে উভয়ের বৈরতা রহিল,
পরস্পরে ঘোর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল। ১২ ॥

বক-দেহ বিশ্বামিত্র হৈলা মহাকায়,
যোজন হাজার, তিন ষণ্ণবতি তায়
বসিষ্ঠ হইলা আড়ি উন্নত শরীর
যোজন হাজার দুই দেহ হইল স্থির। ১৩ ॥
দুই পক্ষী ক্রুদ্ধ হ'য়ে করে ঘোর রণ,
পক্ষবাতে বহে যেন প্রলয় পবন।
লোকত্রয় হৈল তাহে ভয়েতে আকুল,
পাইতে নিস্তার কেহ নাহি দেখে কূল। ১৪ ॥
আরক্তলোচনে বক করে পক্ষাঘাত
ইচ্ছা মনে করিবেক আড়িকে নিপাত।
আড়ি পদাঘাতে বকে করে জর জর
আঘাতে অধীরা ধরা কাঁপে থর থর। ১৫ ॥

তয়োঃ পক্ষানিলাপাস্তা প্রপেতুর্গিরয়ো ভুবি।
গিরিপ্রপাতাভিহতা চকম্পে চ বসুন্ধরা ॥ ১৬ ॥
ক্ষ্মা কম্পমানা জলধীনুদ্বৃত্তাংশ্চকার চ।
ননাম চৈকপার্শ্বেন পাতালগমনোন্মুখী ॥ ১৭ ॥
কেচিদ্গিরিনিপাতেন কেচিদম্ভোধিবারিণা।
কেচিন্মহীসঞ্চলনাৎ প্রযযুঃ প্রাণিনঃ ক্ষয়ম্ ॥ ১৮ ॥
ইতি সর্ব্বং পরিত্রস্তং হাহাভূতমচেতনম্।
জগদাসীৎ সুসম্ভ্রান্তং পর্য্যস্ত-ক্ষিতিমণ্ডলম্ ॥ ১৯ ॥
হা বৎস হা কান্ত শিশো প্রযাহ্যেষোঽস্মি সংস্থিতঃ।
হা প্রিয়ে কান্ত শৈলোঽয়ং পতত্যাশু পলায়তাম্ ॥ ২০ ॥
ইত্যাকুলীকৃতে লোকে সন্ত্রাসবিমুখে তদা।
সুরৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈরাজগাম পিতামহঃ ॥ ২১ ॥
প্রত্যুবাচ চ বিশ্বেশস্তাবুভাবতিকোপিতৌ।
যুদ্ধং বাং বিরমত্বেতল্লোকাঃ স্বাস্থ্যং ব্রজন্তু চ ॥ ২২ ॥

পক্ষবাতে ভগ্ন হ'য়ে পর্ব্বতনিচয়,
ঘোর রবে নিপতিত হইল ধরায়।
পর্ব্বত-পাতনে পৃথ্বি কাঁপিতে লাগিল
ভূকম্পনে জলনিধি আকুল হইল।
পৃথিবীর এক পার্শ্ব হৈল নত অতি
যেন বা পাতালে পৃথ্বি করিতেছে গতি। ১৬-১৭
পৃথিবীর চারি পাশে যত জীবচয়
ক্রমে ক্রমে এই উপদ্রবে হয় ক্ষয়।
কত জীব ক্ষয় হৈল পর্ব্বত-পাতনে
ক্ষয় হৈল কত জীব পৃথিবী-কম্পনে। ১৮ ॥
জলধীর উল্লম্ফনে গেল কত প্রাণ,
কেহ বা থাকিল পড়ি' হ'য়ে হতজ্ঞান।
ব্যাকুল হইল সবে—করয়ে ক্রন্দন,
কেহ বলে—"ত্বরা বৎস, কর পলায়ন।" ১৯ ॥
কেহ বলে—"কোথা নাথ, যাও পলাইয়া,
অভাগী পত্নীরে যাও সঙ্গেতে লইয়া।"
কেহ বলে—"আয় বাছা, করি পলায়ন
থাকিলে এ দেশে নাহি রহিবে জীবন।"
কেহ বলে—"ঐ দেখ কাঁপিছে পর্ব্বত,
এখনি পড়িবে ভূমে হ'ব সবে হত।"
"এস প্রিয়ে" "এস কান্ত" "আয় বাছাধন"
এই শব্দ চারিধারে শুনি অনুক্ষণ। ২০ ॥
এইরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া
আসিলেন পিতামহ দেবগণে নিয়া। ২১ ॥
পক্ষিদ্বয়ে বলিলেন—"শুনহ বচন,
ঘোর যুদ্ধ ত্যজ—কর প্রজায় রক্ষণ।
তোমাদের যুদ্ধে ধরা রসাতলে যায়,
ত্যজি' যুদ্ধ দোঁহে, রক্ষা করহ ধরায়। ২২ ॥

শৃন্বন্তাবপি তৌ বাক্যং ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
কোপামর্ষসমাবিষ্টৌ যুযুধাতে ন তস্থতুঃ॥ ২৩॥
ততঃ পিতামহো দেব স্তং দৃষ্ট্বা লোকসংক্ষয়ম্।
তয়োশ্চ হিতমন্বিচ্ছংস্তির্য্যগ্‌ভাবমপানুদৎ॥ ২৪॥
ততস্তৌ পূর্ব্বদেহস্থৌ প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ।
ব্যুদস্তে তামসে ভাবে বসিষ্ঠকৌশিকর্ষভৌ॥ ২৫॥
জহি বৎস বসিষ্ঠ ত্বং ত্বঞ্চ কৌশিকসত্তম।
তামসং ভাবমাশ্রিত্য ঈদৃগ্‌যুদ্ধং চিকীর্ষিতম্॥ ২৬
রাজসূয়বিপাকোঽয়ং হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
যুবয়োর্বিগ্রহশ্চায়ং পৃথিবীক্ষয়কারকঃ॥ ২৭॥
ন চাপি কৌশিকশ্রেষ্ঠস্তস্যরাজ্ঞোঽপরাধ্যতি।
স্বর্গপ্রাপ্তিকরো ব্রহ্মন্নুপকারপদেস্থিতঃ॥ ২৮॥

কিন্তু দুই পাখী তাহে শান্ত নাহি হ'লো
অমর্ষ-পূরিত, যুদ্ধ করিতে লাগিল। ২৩॥
তবে ব্রহ্মা, প্রজা রক্ষা করিবার তরে
উভয়ে দিলেন বর, করুণ-অন্তরে।
"উভয়ে তির্য্যক-দেহ করি' পরিহার
অবিলম্বে হও পুন মনুষ্য-আকার।" ২৪॥
ব্রহ্মার বরেতে দোঁহে পূর্ব্ব দেহ-পায়,
দোঁহার তামস ভাব ক্ষয় হৈল তায়। ২৫॥
বলিলেন প্রজাপতি দোঁহে সম্বোধিয়া—
"মম বাক্য ধর দোঁহে ক্রোধ সম্বরিয়া—
হে বৎস বসিষ্ঠ, কর কোপ পরিহার
হে কৌশিক, নহে হেন উচিত তোমার
তামস স্বভাবে হেন যুদ্ধ অকারণ
নাহি কর—কর দোঁহে কোপ সম্বরণ। ২৬।
হে কৌশিক, ঋষিবর, শুন মোর বাণী
তব ক্রোধে, হের সবে আকুল-পরাণী
হে বৎস, বসিষ্ঠ, শুন আমার বচন
তোমাদের হেন ভাব নহে ত শোভন।
তামস ভাবেতে দোঁহে করিলে সমর,
তোমাদের ক্রোধে ধরা হৈল জর জর।
হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় করিলা সাধন,
বিপাক তাহার ইহা শুন বাছাধন। ২৭॥
যদি তুমি স্থির চিত্তে ভেবে দেখ মনে,
বুঝিতে পারিবে সবি আপনার মনে।
মহর্ষি কৌশিক যেবা করিলা ঘটন,
হরিশ্চন্দ্রে অকৃপার নহে তা' লক্ষণ।
করেছেন তিনি তাঁ'র কত উপকার
মনে মনে স্থির চিত্তে ভাব একবার।
কে চিনিত হরিশ্চন্দ্রে? কে জানিত হায়,
হেন দাতা জন্মিবারে পারে এ ধরায়?
কৌশিক-কৃপায় হরিশ্চন্দ্র মহারাজ
প্রিয়প্রজাগণ সনে হের স্বর্গে আজ।
কৌশিক কৃপায় হৈল এ সব ঘটন,
ভবে কষ্ট কষ্ট নহে, শুভেরি কারণ। ২৮॥

তপোবিঘ্নস্য কর্ত্তারৌ কামক্রোধবশংগতৌ।
পরিত্যজত ভদ্রং বো ব্রাহ্মং হি প্রচুরং বলম্ ॥ ২৯ ॥
এবমুক্তৌ ততস্তেন লজ্জিতৌ তাবুভাবপি।
ক্ষময়ামাসতুঃ প্রীত্যা পরিষ্বজ্য পরস্পরম্ ॥ ৩০ ॥
ততঃ সুরৈর্বন্দ্যমানো ব্রহ্মা লোকং নিজং যযৌ।
বসিষ্ঠোঽপ্যাত্মনঃ স্থানং কৌশিকোঽপি স্বমাশ্রমম্ ॥ ৩১ ॥
এতদাড়িবকং যুদ্ধং হরিশ্চন্দ্রকথাং তথা।
কথয়িষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যা সম্যক শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ॥ ৩২ ॥
তেষাং পাপাপনোদন্তু শ্রুতং হ্যেব করিষ্যতি।
ন চৈব বিঘ্ন কার্য্যাণি ভবিষ্যন্তি কদাচন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে আড়িবকযুদ্ধকথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

তপস্যার বিঘ্নকারী ক্রোধ দুরাচার,
কামনা হইতে জন্ম জানিও তাহার।
কামনা ত্যজিয়া, হ'য়ে নিষ্কাম হৃদয়,
কর কর্ম্ম বাছাধন যাহে শুভ হয়।
ব্রহ্মতেজ সম বল নাহিক সংসারে,
হারায়ো না সেই বল, সেবি দুরাচারে।" ২৯ ॥
ব্রহ্মার বচনে দোঁহে লজ্জিত হইয়া
আলিঙ্গন করে তবে অমর্ষ ত্যজিয়া।
সুরগণ সনে ব্রহ্মা গেল নিজ স্থান।
দুই ঋষি নিজস্থানে করিল প্রস্থান। ৩১ ॥
এই আড়িবক যুদ্ধ-বিবরণ,
হরিশ্চন্দ্র কথা অতি সুশোভন,
যে জন অপরে পড়িয়া শুনায়
কিম্বা শুনে নিজে দুঃখ নাহি পায়
সর্ব্ব পাপ তা'র হ'বে বিমোচন।
দূরে যা'বে তা'র বিঘ্ন অগণন।" ৩২-২২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে আড়িবকযুদ্ধনামক নবম অধ্যায়।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

সংশয়ং দ্বিজশার্দ্দূলাঃ প্রব্রূত মম পৃচ্ছতঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবৌ ভূতানাং যত্র সংস্থিতৌ॥ ১॥
কথং সঞ্জায়তে জন্তুঃ কথম্বা স বিবর্দ্ধতে।
কথং বোদরমধ্যস্থস্তিষ্ঠত্যঙ্গনিপীড়িতঃ॥ ২॥
নিষ্ক্রান্তিমুদরাৎ প্রাপ্য কথং বা বৃদ্ধিমৃচ্ছতি।
উৎক্রান্তিকালে চ কথং চিদ্ভাবেন বিযুজ্যতে॥ ৩॥
কৃৎস্নো মৃতস্তথাশ্নাতি উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
কথং তে চ তথা তস্য ফলং সম্পাদয়ন্ত্যুত॥ ৪॥
কথং ন জীর্য্যতে তত্র পিণ্ডীকৃত ইবাশয়ে।
স্ত্রীকোষ্ঠে যত্র জীর্য্যন্তে ভুক্তানি সুগুরূণ্যপি॥ ৫॥

বলেন জৈমিনি— "বল দেখি শুনি
ওহে পক্ষিশ্রেষ্ঠগণ,
ভবে প্রাণিগণ দেখি অগণন
তাহাদের বিবরণ,
জনম মরণ হয় সংঘটন
বলহ কিরূপে মোরে,
আছয়ে সংশয় যাহে নাশ হয়
বল হেন—কৃপা ক'রে।
উদর ভিতরে জনমে কি ক'রে
বৃদ্ধি পায় কি প্রকারে ?
নিপীড়িত অঙ্গে কোন্ শক্তি-সঙ্গে
থাকে ? বলহ আমারে। ১-২॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া কেমন করিয়া
বাড়ে তা'র কলেবর ?
মরণ সময় সংজ্ঞা নাশ হয়
কিরূপে বা খগবর ? ৩॥

কালের কবলে যবে যায় চলে
ত্যজি স্থূল কলেবর,
কিরূপে সকল কৃতকর্ম্ম-ফল
ভুঞ্জয়ে তাহার পর ?
পাপ পুণ্যচয় মরণ সময়
কিরূপে বা সঙ্গে যায় ?
ফল করে দান ওহে মতিমান
বুঝিতে বড়ই দায়। ৪॥
দেখ বহুতর ভোজ্য গুরুতর
উদর মাঝেতে গিয়ে,
পিণ্ডীকৃত হ'য়ে যায় জীর্ণ হ'য়ে
জঠর মাঝে থাকিয়ে;
গর্ভে জীবগণ থাকয়ে যখন
থাকে ত তাহারি কাছে
পিণ্ডীকৃত হ'য়ে জীর্ণ নাহি হ'য়ে
হেতু তা'র কিবা আছে ? ৫॥

ভক্ষ্যাণি তত্র নো জন্তুর্জীর্য্যতে কথমল্পকঃ।
কথং ভোক্তা স সর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ সুকৃতস্য বৈ॥ ৬
এতন্মে ব্রূত সকলং সন্দেহোক্তিবিবর্জ্জিতম্।
তদেতৎ পরমং গুহ্যং যত্র মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ৭॥

পক্ষিণঃ উচুঃ।

প্রশ্নভারোঽয়মতুলস্ত্বয়াস্মাসু নিবেশিতঃ।
দুর্ভাব্যঃ সর্ব্বভূতানাম্ভাবাভাবসমাশ্রিতঃ॥ ৮॥
তং শৃণুষ্ব মহাভাগ যথা প্রাহ পিতুঃ পুরা।
পুত্রঃ পরমধর্ম্মাত্মা সুমতির্নামনামতঃ॥ ৯॥
ব্রাহ্মণো ভার্গবঃ কশ্চিৎ সুতমাহ মহামতিঃ।
কৃতোপনয়নং শান্তং সুমতিং জড়রূপিণম্॥ ১০॥
বেদানধীত্য সুমতে যথানুক্রমমাদিতঃ।
গুরুশুশ্রূষণে ব্যগ্রো ভৈক্ষান্নকৃতভোজনঃ॥ ১১।

দ্বিজসুতগণ, বলহ কারণ
সন্দেহ করহ দূর,
অন্তরে আমার ইচ্ছা শুনিবার
হয়েছে এবে প্রচুর।
ওহে শুদ্ধমতি গুহ্যতম অতি
এই সত্ব সুনিশ্চয়।
মুগ্ধ প্রাণিগণ না বুঝে কারণ
বিমূঢ় হইয়া রয়।" ৬-৭॥
বলে পক্ষিগণ— "করহ শ্রবণ,
মুনি-তত্ত্ব-কথা-সার
ভাবাভাবাশ্রিত নহে ত বিদিত
তত্ত্বজ্ঞান নাহি যা'র। ৮॥
আমাদের 'পরে যেই গুরুভারে
অর্পণ করিলা এবে,
বলিব সে কথা আছে হৃদে গাঁথা
শুনিনু যেরূপ সবে।

নামেতে সুমতি সদা ধর্ম্মে মতি
ছিলা মুনি একজন,
আপন পিতারে যেই ত প্রকারে
বলিলা, শুন এখন। ৯॥
শুন গুণধাম মহামতি নাম
ছিলা দ্বিজ একজন,
ভৃগুকুলে জন্ম জানে ধর্ম্ম-মর্ম্ম
সতত সুপথে মন।
ছিল পুত্র তাঁ'র জড়ের আকার
সুমতি তাহার নাম,
উপবীত দিয়ে সে পুত্রে লইয়ে
বলিলেন গুণধাম—১০॥
"শুনহ সুমতি গুরুপদে রতি
রাখহ তুমি সতত।
ভৈক্ষান্ন ভুঞ্জিয়ে নিকটে রহিয়ে
বেদাভ্যাসে রহ রত। ১১॥

ততোগার্হস্থ্যমাস্থায় চেষ্ট্বা যজ্ঞাননুত্তমান্।
ইষ্টমুৎপাদয়াপত্যমাশ্রয়েথা বনং ততঃ ॥ ১২ ॥
বনস্থশ্চ ততো বৎস পরিব্রাড়্নিষ্পরিগ্রহঃ।
এবমাপ্স্যসি তদ্ব্রহ্ম যত্র গত্বা ন শোচসি ॥ ১৩ ॥

পক্ষিণ উচুঃ।

ইত্যেবমুক্তো বহুশো জড়ত্বান্নাহ কিঞ্চন।
পিতাপি তং সুবহুশঃ প্রাহ প্রীত্যা পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪ ॥
ইতি পিত্রা সুতস্নেহাৎপ্রলোভিমধুররাক্ষরম্।
স চোদ্যমানো বহুশঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥

পুত্র উবাচ।

তাতৈতদ্বহুশোঽভ্যস্তং যত্ত্বয়াদ্যোপদিশ্যতে।
তথৈবান্যানি শাস্ত্রাণি শিল্পানি বিবিধানি চ ॥ ১৬ ॥
জন্মনামযুতং সাগ্রং মম স্মৃতিপথং গতম্।
উৎপন্নজ্ঞানবোধস্য বেদৈঃ কিং মে প্রয়োজনম্।
নির্বেদাঃ পরিতোষাশ্চ ক্ষয়বৃদ্ধ্যুদয়ৈরতাঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্য যবে সাঙ্গ তব হ'বে
গৃহস্থ হইয়া তবে
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিও ধীমান;
কালে যবে পুত্র হ'বে,
বানপ্রস্থাশ্রয় ক'র সে সময়
পরিগ্রহ পরিহরি'
পরিব্রাড় হ'বে ব্রহ্মজ্ঞান পা'বে
যা'বে মোহাম্বুধি তরি।
পেলে ব্রহ্মজ্ঞান না রবে অজ্ঞান
যাবে শোক ভবভয়,
পরম সে পদ পাইলে আপদ
ভবে আর নাহি হয়।„ ১২-১৩ ॥

পক্ষিগণ বলে—মুনি করহ শ্রবণ
পিতৃমুখে শুনি হেন মধুর বচন,
জড়রূপী সুমতি, সে ব্রাহ্মণকুমার
উত্তর না দিল কিছু বাক্যের তাঁহার। ১৪ ॥

পুত্রস্নেহবশে বিপ্র বলে বার বার
মধুর বচনে হেন নিকটে তাহার। ১৫ ॥
শুনি তাহা হাসি হাসি বলিলা সুমতি,
উপদেশবচনে কৃতজ্ঞ আমি অতি,
কিন্তু পিতা যেই কথা বলিলা আমারে
আছে তাহা গাঁথা সদা অন্তর-মাঝারে।
বহুবার অভ্যাস করেছি সে সকল।
জানি শাস্ত্র বহুতর জ্ঞানের সম্বল।
বিজ্ঞান, দর্শন, বেদ, শিল্পশাস্ত্রচয়,
অভ্যাস ক'রেছি আমি সেই সমুদয়। ১৬ ॥
অযুত-জনম-কথা হ'তেছে স্মরণ,
যাতায়াত ক'রেছি এ ভবে অগণন।
বিজ্ঞান উদয় হৈল হৃদয়ে আমার
বেদ-অভ্যাসেতে প্রয়োজন নাহি আর।
নির্ব্বেদ-হৃদয় তথা পরিতোষ-ভাব,
অন্তর মাঝারে মোর হইয়াছে লাভ। ১৭ ॥

শক্রুমিত্রকলত্রাণাং বিয়োগাঃ সঙ্গমাস্তথা।
মাতরো বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতরো বিবিধাস্তথা ॥ ১৮
অনুভূতানি সৌখ্যানি দুঃখানি চ সহস্রশঃ।
বান্ধবা বহবঃ প্রাপ্তা পিতরশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১৯ ॥
বিণ্মূত্রপিচ্ছিলে স্ত্রীণাং তথা কোষ্ঠে ময়োষিতম্।
পীড়াশ্চ সুভৃশং প্রাপ্তা রোগাণাঞ্চ সহস্রশঃ ॥ ২০
গর্ভে দুঃখান্যনেকানি বালত্বে যৌবনে তথা।
বৃদ্ধতায়াং তথাপ্তানি তানি সর্ব্বাণি সংস্মরে ॥ ২১
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চাপি যোনিষু।
পুনশ্চ পশুকীটানা মৃগাণামথ পক্ষিণাম্ ॥ ২২ ॥
তথৈব রাজভৃত্যানাং রাজ্ঞাঞ্চাহবশালিনাম্।
সমুৎপন্নোঽস্মি গেহেষু তথৈব তব বেশ্মনি ॥ ২৩
ভৃত্যতাং দাসতাঞ্চৈব গতোঽস্মি বহুশো নৃণাম্।
স্বামিত্বমীশ্বরত্বঞ্চ দরিদ্রত্বন্তথা গতঃ ॥ ২৪ ॥
হতং ময়া হতশ্চান্যৈর্হতং মে ঘাতিতং তথা।
দত্তং মমান্যৈরন্যেভ্যো ময়া দত্তমনেকশঃ ॥ ২৫ ॥

শত্রু আর পুত্র মিত্র কলত্রের সনে,
কাটায়েছি দিন বহু এ ভবভবনে।
বহু পিতা বহু মাতা আছিল আমার,
ভুঞ্জিয়াছি সুখ দুঃখ অনেক প্রকার।
বহু জন্মে বান্ধব পেয়েছি বহুবার,
ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পিতৃগণ আর ॥ ১৮-১৯
বিণ্মূত্রপরিপিচ্ছিল জননীজঠরে
করিয়াছি বাস বহু জন্মজন্মান্তরে।
সহস্র সহস্র জন্মে রোগের যাতনা
নানাদেহে বারম্বার ভুঞ্জিয়াছি নানা। ২০ ॥
যত জন্মে যত ভোগ ঘটেছে আমার,
গর্ভবাসে, বাল্যে কিম্বা যৌবনেতে আর
বার্দ্ধক্য দশায় যেবা ভোগ বহুতর
স্মৃতিপথে জাগরূক আছে নিরন্তর। ২১ ॥
কভু বা ব্রাহ্মণ কভু ক্ষত্রিয় আকারে
কভু বৈশ্য কভু শূদ্র হৈনু বারে বারে,
কভু পশু, পক্ষী, কীট, কভু মৃগাকার,
হয়েছিল এই ভবে মোর বারম্বার। ২২ ॥
যেমন জন্মেছি আমি গৃহে আপনার
সেইরূপ জন্মিয়াছি আরো বহুবার।
কত রাজ-ভৃত্য কত রাজার ভবনে
জন্মিয়াছি বারম্বার আছে সব মনে। ২৩ ॥
জন্মিয়াছি কত মানবের দাস হ'য়ে
কাটায়েছি জীবন দারিদ্র্য-দুঃখ স'য়ে
কতবার স্বামীভাব, প্রধানতা আর,
ভৃত্যভাব, দরিদ্রতা হ'লো কতবার। ২৪।
কতবার কতজনে ক'রেছি সংহার,
অপরের করে হত হৈনু কতবার,
ধনী হ'য়ে দরিদ্রে করিনু ধন দান,
মোর ধনে কতজন হ'য়ে ধনবান,
অপরের দারিদ্র্য নাশয়ে দিয়ে ধন
নিরন্তর গুণবানে করিল পূজন। ২৫ ॥
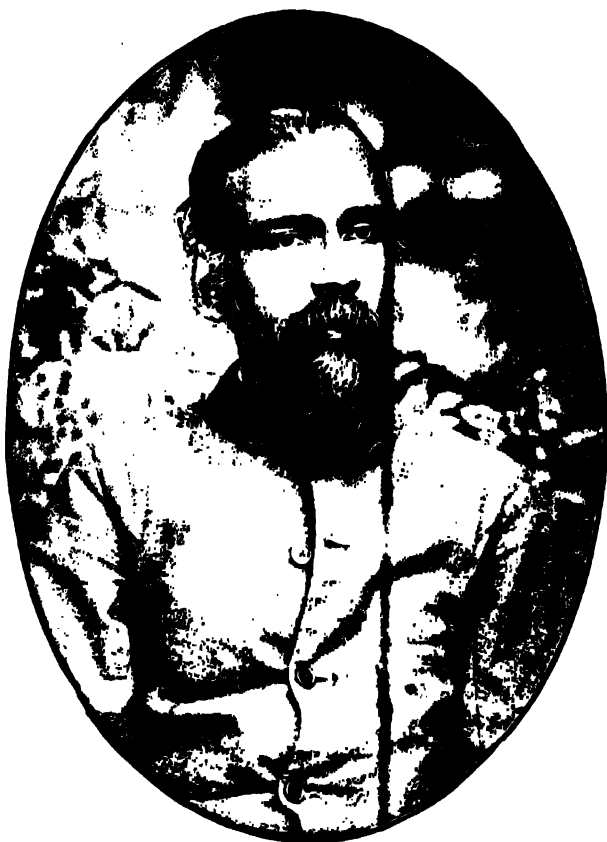
শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ।

পাগল হরনাথ ।

হেরি মূর্ত্তি চিত্রপটে,
গাঁথা হ'লো চিত্তপটে
মনঃপ্রাণ হইল আকুল,
দেখিতে বাসনা প্রাণে
পা'ব কি না কে তা' জানে
কবে বিধি হ'বে অনুকূল !
বিশ্ব পাগলের হাট
শুধু পাগলের নাট
হেরি সদা এই ত সংসারে,
ধন, রূপ, যশঃ, মান
যার যা'তে মজে প্রাণ
পাগল সে তা'ই পাইবারে ।
প্রেমের পাগল ওই,
এ'র তুল্য আছে কই
হরিপ্রেমে সদা মাতোয়ারা—
সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান—
তা'তেই মজেছে প্রাণ—
মুখে বহে হরিনাম ধারা ।

সে সুধা করিতে দান
সদাই আকুল প্রাণ,
যেন এ নিতাই আরবার
এসেছেন, ধরাধামে
ভাসাইতে হরিনামে,
পাপী তাপী করিতে উদ্ধার ।
ভুগি সদা ভবরোগে —
এ সংসার কর্ম্মভোগে,
ভাবি সদা কি হ'বে উপায় ?
শ্রীগুরু শ্রীপদে মন
থাকে যদি অনুক্ষণ
নিস্তার পাইব তবে হায় !
সাধু সঙ্গ হ'বে লাভ,
হৃদয়ে মধুর ভাব
পা'বে তবে এই অকিঞ্চন,
বিভোর হইবে তবে
দুঃখ কিছু নাহি র'বে —
রঙ্গে শুদ্ধ করিবে জীবন ।

গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ ।

নারীর কর্ত্তব্য ।

মহেন্দ্রনাথ এবং স্বামীজী আসিবার পর, মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবার অন্তঃপুরে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে, তাঁহার জননী বলিয়াছিলেন, "বাবা, আনন্দ, তিনি যাওয়ার পর, আর আমাদের বাড়ীতে লোকজন খাওয়ান এক রকম হয় নি বলিলেও হয়। তিনি প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, উপলক্ষ করিয়া কত লোক খাওয়াইতেন, সে কথা তোমার অবশ্যই মনে আছে। আজকাল জিনিসপত্র দুর্ম্মূল্য বলিয়া, তুমি ও পূজাগুলি তুলিয়া দিয়াছ। তা, বাবা, আজ যদি স্বামীজীর কৃপায় এক সঙ্গে এতগুলি লোকের পদধূলি বাড়ীতে পড়িয়াছে, তখন ওঁরা সকলে অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে সন্ধ্যার পর জলযোগ করেন, তাহার ব্যবস্থাটি করিতে হইবে। পাড়ার

মেয়ে পুরুষগুলি ত সকলেই অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। আমি মেয়েদের বলিতেছি, তুমি বাবা, পুরুষদের বল। বরং মোহিতকে ভোলানাথের সঙ্গে একবার পাড়ায় পাঠিয়ে দাও, সকলের বাড়ীতে বলিয়া আসুক, আজ আর কাহারও বাটিতে রন্ধনের প্রয়োজন নাই।"

আনন্দ। মা, আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু বেলা ত প্রায় শেষ হইয়াছে, এ দিকে উদ্যোগও কিছুই নাই। এত লোকের পাক শাক যে কিরূপে হইবেক, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না?

মাতা। পাগ্‌লা ছেলে, কেবল ভয়েই খুন। উদ্যোগ আবার হইবে কেমন করিয়া? একবার রমানাথ ঠাকুরপোকে ডাক দেখি, সব ঠিক করিয়া দিতেছি।

শ্রীযুক্ত রমানাথ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ মোহনের গ্রাম্য সুবাদে খুল্লতাত হন। বাটিতে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি, বার মাসে তের পার্ব্বণ আছেই, শিষ্য-সেবক অনেক—সুতরাং অর্থেরও অনটন নাই। তিনি উপস্থিত হইলে, আনন্দমোহনের জননী বলিলেন, "ঠাকুর-পো, আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, আজ এই লোকগুলির সেবা হয়, আনন্দ ভয় পায়, তুমি দাদা ইহার সুব্যবস্থা না করিলে হইবে না।"

রমানাথ। এ ইচ্ছা ত ভাল। বৌদিদি, এর আর ভাবনা কি?—আমি এখনি সব উদ্যোগ করিতেছি। কিন্তু এখন আর পাঁচ ব্যঞ্জন ভাতের উদ্যোগ করা চলিবে না। লুচির আয়োজনই সুবিধা। কায়স্থ ব্রাহ্মণের কন্যা অনেকগুলি উপস্থিত আছেন, ওঁরা সকলে হাতাহাতি করিয়া মণ দুই ময়দা অনায়াসেই তৈয়ার করিয়া লইতে পারিবেন। আর গোটাকতক কুমড়া আর কিছু আলু দিয়ে একটা তরকারী। চারটি ছোলা ভিজাইয়া দাও। বৌদিদি, এ সব দেখিতে দেখিতে হইয়া যাইবে, কিছু ভাবনা নাই। বাবাজি, গোটা কয়েক টাকা নিয়ে চল, এক বার বাজারের দিক থেকে বেড়িয়ে আসি। বৌদিদি, তুমি আমাদের বাড়ী থেকে আর খুড়ো মহাশয়ের বাড়ী থেকে কড়া টড়া গুলা আনাও তোমাদের নিজে বাড়ীর কয় খানায় ত হইবে না। খুব কম হলে পাঁচ ছয়টা উনুন জ্বলা চাই, তোমাদের ভিয়েন ঘরে তিনটা আছে, আমার চাকর, ভোলাকে বলিলে সে এখনি গোটা তিন চার উনুন তৈয়ার করিয়া দিবে। এবং অন্যান্য উদ্যোগ ও করিয়া দিবে। কাঠও কিছু আনা চাই।

এই বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বাজারে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বীয় পুত্রকে বলিলেন,—বাবা, শ্যামানাথ, তুমি মোহিতকে সঙ্গে করিয়া এ পাড়ার সকল বাড়ীতে বলিয়া আইস, যে আজ আর কাহারও বাড়ীতে রন্ধন করিতে হইবে না।

যাঁহারা কর্ম্ম করেন—কর্ম্ম করিতে তাঁহাদের ভয় হয় না। তাঁহারা মনে মনে যেন ঠিক জানেন, যে ভগবানের ইচ্ছায় এ কার্য্যটি অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। যাঁহাদের এইরূপ লোক জন খাওয়ান কার্য্যে আমোদ,—তাঁহারা নাম কিনিবার জন্য নয়—একাজে বড় আনন্দ হয় বলিয়াই করিয়া থাকেন। কাজটা সেই আনন্দময়ের কি না?—আনন্দ হইবে বই কি!

আনন্দমোহনের জননী ছোলা ভিজাইয়া দিলেন এবং মেয়েদের নিকটে গিয়া বলিলেন, মা-সকল তোমাদের এখনত কথকতা শুনিলে চলিবে না। সকলে আসিয়া, রন্ধনের আয়োজন করিতে হইবে। আজ আমাদের বন-ভোজন। সকলে মিলিয়া আমোদ করিয়া রান্না বাটনা করিয়া খাইতে হইবে। ও সব লম্বা চওড়া কথায় তোমাদের দরকার কি মা? ও সব ন্যায়-কচ্‌কচি পুরুষেরা করুক। আমরা এসো আমাদের কাজ করি। দুর্গা-দিদি, কোমর বাঁধ, তোমায় ভাই, তরকারীগুলি রন্ধন করিতে হইবে। আমরা সকলে লুচি তৈয়ার করিব। তোমরা মা কেউ মনে কষ্ট করিও না। মহেন্দ্র ত আমার ছেলে, আমি তাহাকে বলিব, সে তোমাদের দরকারী কথা, বুঝাইয়া বলিবে এখন, সে কথা পুরুষেরা শুনিতে পাইবে না, তোমরাই এইখানে বসিয়া শুনিবে। এতগুলি লোক এসেছেন, ইহাঁরা কিছু না খাইয়া গেলে কি ভাল হয়?"

তাঁহার কথা শুনিয়া, মেয়েরা বক্তৃতা শোনা বন্ধ করিয়া উঠিলেন। মহেন্দ্রনাথের, "গুরু-জনের প্রতি ব্যবহার" শেষ হইবার পূর্ব্বেই, তিন চারিশত লোকের আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী ও তিনটি কন্যা আনন্দমোহনের পত্নীর সহিত লুচি ভাজিলেন, আর সকল মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন ময়দা মাখিলেন, কয়েকজন বেলিলেন, কয়েকজন তরকারী কুটিয়া, মসলা বাটিয়া দিলেন। আনন্দমোহনের জননী, কন্যা ও পুত্রবধূ তরকারী রন্ধন করিতে লাগি-লেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকল কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

আজ অন্তঃপুরে, গ্রামের নারীগণ সকলে একত্র হইয়াছেন। লোকের বাড়ীতে বিবাহাদি ব্যাপারেও এত স্ত্রীলোকের সমাগম হয় না। সকলেই স্বামীজীর চরণধূলি লইবার জন্য ব্যাকুল। সকলেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈবাহিককে দেখিবার জন্য চঞ্চলা। এ অঞ্চলে মহেন্দ্রনাথের একটু নাম আছে। লোকে জানে তিনি সংসারী হইয়াও পরম যোগী। অনেকেরই বিশ্বাস, তিনি যখন যোগে বসেন, তখন তাঁহার দেহ আসন ছাড়িয়া শূন্যে অবস্থিতি করে; কিন্তু তাহারা যে তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় কখনও থাকিতে দেখিয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু লোকে, কোন মানুষে কোনও অমানুষিক শক্তির সত্বা দেখিলে, তাহাতে আরও পাঁচটা অলৌ-কিক শক্তির আরোপ করিয়া থাকে। ইহা মানুষের স্বভাব। কখনও কেহ কোনও রোগে কষ্ট পাইতেছে, এমন সময় যদি মহেন্দ্রনাথ তাহার গায়ে একবার হস্তার্পণ করেন তখনি তাহার যে কষ্টের অবসান হয়।—অনেক সময়ে রোগ একবারেই আরাম হয়। এই শক্তি তাঁহাতে আছে—লোকে ইহা শতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এমন কি যে রোগে চিকিৎসকে হতাশ হইয়াছে—তেমন কঠিন রোগও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি বলে দুই এক-বার করস্পর্শে সারিয়াছে। কাহারও মনে কোনও প্রশ্নের উদয় হইয়াছে—মহেন্দ্রনাথকে বলিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার সদুত্তর দিয়া-ছেন; ইহাও অনেকেই দেখিয়াছে—তাই অন্য শক্তির কোন প্রমাণ না পাইলেও কল্পনার সাহায্যে তাঁহাতে আরোপ করিয়া লইয়াছে। কুলকামিনীগণ সে কথা শুনিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনেকেরই ভাগ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা ঘটে নাই। আজ তাহারা

তাঁহাকে দেখিবে,—নিজ নিজ সম্বন্ধে নানা কথা জানিয়া লইবে।—কিন্তু এত লোকের মনের দু-একটা কথা বলিতে গেলেও ত সমস্ত রাত্রে শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।—নারীগণ ব্যাকুলভাবে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহারা দুইজনে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—মা এই তাঁহারা দুইজনেই আসিয়াছেন—

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী বৃদ্ধা। বয়স প্রায় সপ্ততি বৎসর হইবেক। কিন্তু তাঁহার দেহ আজিও কর্ম্মঠ আছে। তিনি নিজ পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূ ও পৌত্রী সঙ্গে, অগ্রসর হইলেন।

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "মা, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন" এই বলিয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তার পর বলিলেন "মা-সকল আপনারা সকলেই আমাদের দুইজনকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু বলুন দেখি, মায়ে কি কখন সন্তানকে প্রণাম করিয়া থাকে? আপনারা সকলেই সেই আদ্যাশক্তি জগজ্জননী। দুই দিনের জন্য জড়দেহ আশ্রয় করিয়াছেন—একটা চামড়ার পোষাকে স্বরূপটা ঢাকিয়া এ সংসারে খেলা করিতে আসিয়াছেন। মা-সকল, আমাদের অকল্যাণ করিবেন না। আমরা আপনাদের সন্তান। জগদীশ্বর আপনাদের মঙ্গল করিবেন। আপনারা সংসারের কাজ করিতে করিতে এক একবার তাঁহার নাম করিবেন—তাহাকে স্মরণ করিবেন—আপনারা সকলেই পরমা বৈষ্ণবী—আপনাদের আরাধ্য দেবতাকে ভুলিবেন না। তৎপরে নিজ তনয়াকে বলিলেন,—"মা দুর্গা, কেমন আছ মা?—ভালই আছ।—স্বামীসেবা ভুলিও না।—এই স্বামীই সেই ভগবান—তোমার প্রয়োজন জন্য, এই সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সেই এই—এই কথাটি মনে রেখে কাজ করে যাও। স্বামীকে অকার্য্য করিতে উদ্যত দেখিলে—তাঁহার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিও। তোমার সইয়ের শরীর বড় দুর্ব্বল—নানা রোগে কষ্ট পাইতেছেন—সারিয়া যাইবে, ভয় কি মা?—এই বলিয়া একটি রুগ্না বালিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মা এদিকে আয় ত?—বেটি, এ কি করিয়াছিস?—অথবা তোরই বা দোষ কি মা?—এ আমাদের সমাজের দোষ—শিক্ষার দোষ—মা' বস্ মা' দাঁড়াইয়া থাকিতেও যে তোর কষ্ট হইতেছে? তোর স্বামীকে আমার কাছে একবার পাঠাইয়া দিস্—তাঁহাকে যা করিতে হইবে বলিয়া দিব।—ভুল—মহাভুল—নৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিত্যকর্ম্ম মনে করা মহাভুল!—ভুলের ফল দুঃখ—এই বলিয়া সেই বালিকার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বালিকার শরীরটি একবার কাঁপিয়া উঠিল।—তিনি বলিলেন "যাহা বলিলাম মনে থাকে যেন—স্বামীকে আমার কাছে যাইতে বলিও।"

মুখোপাধ্যায়-জননী বলিলেন, "বাবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?"

মহেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমার খাইবার কথা?—কন্যাদান করিয়াছি? কে কাহারে দান করিতে পারে মা? যাঁহার জিনিষ তিনি যাহাকে দেন সেইই পায়। আমি কে? আমি ত আপনার অকৃতি সন্তান। মায়ের হাতে দুটি ভাত না খাইলে

যে জন্ম ব্যর্থ হইয়া যাইবে? মা-সকল বসুন। বড় ক্ষুধা পেয়েছে। আপনাদের সঙ্গে আর এখন ব... কহা হইল না। সেই সকালে দুটি ভাতে ভাত দিয়াছিলেন। আপনারা আদ্যাশক্তি; এই কথাটা না ভুলিয়া, কায় মনে পতিসেবা করিতে থাকুন, সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি যাই, মা ডাকিতেছেন খাই গিয়া।

জলযোগ হইয়া গেল। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "দাদা মহাশয় যখন টান দিয়াছেন, তখন সাধ্য কি যে আমি ঘরে থাকি? তাহার উপর মায়ের সন্তান-বাৎসল্য। আজ ত আর ঘরে যা'ব না। আজ মায়ের হাতে চারিটি ভাত খাব। কি বল মা?—আজ নয়? আজ অন্য রকম আয়োজন হইয়াছে? আচ্ছা, কাল সকালে না হয় দু'টি ভাত খাইয়া তাহার পর বাড়ী যাইব, কি বল মা দুর্গা? মা দুর্গা, তোমার আর একটি সন্তান, আমার সঙ্গে এসেছেন, ইহাঁকে সঙ্গে করিয়া তোমাদের বাড়ী ঘর সব দেখাও গিয়ে। আর যদি কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে তাহাও জিজ্ঞাসা করিও"—

দুর্গা, অচ্যুতানন্দকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পর, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহির্ব্বাটিতে পুনরাগমন পূর্ব্বক সভাস্থলে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য,—পরম আনন্দের দিন! এক সঙ্গে এতগুলি লোকের পদধূলি এবাটিতে অনেক দিন পড়ে নাই। যদি আপনারা পদপ্রক্ষালন করিয়া, সকলে একটু একটু মিষ্ট মুখ করেন, তবে বড় আনন্দ হয়।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন "ওহে আনন্দ, আনন্দ হওয়াই তোমার স্বাভাবিক। আমাদের পা ধোওয়া বড় কঠিন ব্যাপার নয়। আমরা ঘাটে গিয়া পা ধুইয়া, সন্ধ্যাটা সারিয়া আসিতেছি।"

বাহিরের আনন্দভোজ চলুক। ওদিকে অন্তঃপুরে স্বামীজি ও মহেন্দ্রনাথ আহারে বসিলেন। দুর্গা পরিবেষণ করিলেন। এমন সময়ে আনন্দমোহনের জননী আসিয়া বলিলেন,—"বাবা মহেন্দ্র, পুরুষ মানুষদের ত অনেক শাস্ত্রকথা শোনাইলে। আরও হয় ত রাত্রিতে বলিবে। মেয়েদের কিছু বলো। একালের মেয়েরা ত আর কাহারও কাছে কোনও রকম উপদেশ পায় না। তুমি বাবা, মেয়েটিকে শিখিয়েছিলে, তাই আমার দুর্গা দিদি এসংসারে এসে সকলের দুর্গা হইয়াছেন। নহিলে হয় ত ললিতের দুর্গা আর দুর্গার ললিত হইত।

মহেন্দ্র। "ও সকলই ত মা, আপনার আশীর্ব্বাদের ফল।—আপনিই মনে করিলে, সকলকে কত উপদেশ দিতে পারেন।— মা, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের ফল অনেক বেশী। ঐ যে দ্বারের কাছে বামা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ও কাহারে দেখিয়া অমন হইয়াছে বলুন দেখি? বামা ত গোয়ালার মেয়ে। কিন্তু অমন শুদ্ধাচার কয়জনের বলুন দেখি? সতর বৎসরের সময় বিধবা হইয়াছিল। সঙ্গিনীরা অসৎপথে লইবার পরামর্শ করিতেছিল। ওর বাপ জানিতে পারিয়া আপনাদের বাটিতে দাসী করিয়া দিয়াছিল। আগে ও মাছ ভাত খাইত।

পতিং শুশ্রূয়তে যেন,
তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী,
জীবিতো র্বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী,
নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং ॥
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং,
পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ,
পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু ॥
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা,
নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং
কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্ ॥"

পতিরে সতত দেবতার মত
সেবা করিবেক নারী,
শয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে
র'বে তাঁ'র আজ্ঞাকারী।
পতি বিনা তাঁ'র যাগ যজ্ঞ আর
নাহি কিছু এ সংসারে
উপবাস, ব্রত, নিয়মাদি যত
কিছু নাই ছাড়ি' তাঁ'রে।
পতি-দেব-সেবা করে নারী যেবা
স্বর্গলাভ হ'বে তাঁ'র ;
শাস্ত্র-বাক্য এই সন্ধ তাহে নেই
কহিলাম এই সার।
সাধ্বী নারী যেই পতিব্রতা সেই
থাকে জীবনে মরণে
অপ্রিয় সে তাঁর করে না ক আর
কভু কায়-বাক্-মনে।
স্বর্গে পতি সহ বাস অহরহ
কাঙ্ক্ষিতে বাসনা যাঁ'র,
এই আচরণ এরূপ মনন
সতত উচিত তাঁ'র।
স্বামির মরণ হ'লে সঙ্ঘটন
নিরন্তর ভাবি' তাঁ'রে
ফলমূলাহার হবিষ্যান্ন আর
সেবিবে নিবেদি তাঁ'রে।
মনেও কখন পতি-ভিন্ন-জন
নাহি করিবে স্মরণ।
পতি ধ্যান জ্ঞান পতি তাঁ'র প্রাণ
নাহি অন্যে কভু মন।
ক্ষমাশীলা হ'বে : নিয়মেতে র'বে ;
হইবে ব্রহ্মচারিণী ;
এরূপে থাকিলে পতিলোক মিলে
সত্য এই শাস্ত্রবাণী।

মা-সকল, আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ ভাবিতেছেন, যে শাস্ত্র করিয়াছেন পুরুষেরা, তাঁহারা নিজেদের বেলা, ব্যবস্থা সোজা করিয়া স্ত্রীলোকের বেলায় যত আঁটা-আঁটি করিয়াছেন। মা, আপনারা সেরূপ মনে করিবেন না। মহর্ষিগণ সমদর্শী ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও উপর বিদ্বেষভাব ছিল না। তাঁহারা নারীজাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই। শোন ভগবান মনু কি বলেছেন,—

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈব,
পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ,
বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥"

পিতা, ভ্রাতা, কিম্বা পতি দেবর সে আর
কল্যাণ কামনা আছে অন্তরে যাঁহার,
সংসারে না ভুলে যেন নারীর সম্মান,
বস্ত্র অলঙ্কারে পূজি' রাখিবেক মান।

আবার বলিতেছেন,—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে,
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে,
সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

যে গৃহেতে নারী থাকে সতত সম্মানে
দেবগণ সতত রহিবে সেই স্থানে।
যেই গৃহে নারীর সতত অনাদর,
ধর্ম্মকার্য্য আদি তথা সকলি বিফল।

মা-সকল, নারীজাতির প্রতি অযথা ব্যবহার আর্য্যগণ কোনও দিনই করেন নাই। তাহারা চিরদিনই আপনাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিত্যপাঠ্য দেবীমাহাত্ম্যের মধ্যেও বলিয়াছেন,—

"বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদা
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।"

বিদ্যা সমুদায় তোমার মূরতি
জানি দেবি, সুনিশ্চয়;
এই বিশ্বমাঝে যত নারী রাজে
তুমি সেই সমুদয়॥

মা-সকল, ইহা অপেক্ষা রমণীর মান্য কি আর কোনও দেশে ছিল কিম্বা আছে? তবে আধুনিক শিক্ষার দোষে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ধারণটা কষ্টকর বিধি বলিয়া আপনাদের কাহারও কাহারও মনে উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু মা-সকল, আমাদের দেশে স্বামী আর স্ত্রী সম্বন্ধটা বড়ই গুরুতর। আমাদের দেশে পত্নী—**ধর্ম্মপত্নী**। জীবনে মরণে এ সম্বন্ধের ব্যত্যয় হয় না। সাত্ত্বিকভাবাপন্ন পুরুষও পত্নিবিয়োগে কখনই দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন না। আবার এক একটি ভাবিতেছেন—"নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনও ত শাস্ত্রের?—এই বলিয়া মহেন্দ্রনাথ একটি যুবতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই যুবতী বিধবা নহেন কিন্তু তাঁহার পতি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, এজন্য তাঁহার স্বামীর ঐ সকল বচন ও যুক্তি শিখিয়াছেন। যুবতী মস্তক অবনত করিলেন। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "মা, উচ্ছৃঙ্খল পতির, ঐ সব উপদেশের ফলে আপনারা প্রকৃত কর্ত্তব্য ভুলিও না। কিছুদিন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিত্য-কর্ম্ম করিও। মন হইতে সকল সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন কথাটা তুলিয়াছ মা,—তখন, শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে যে মীমাংসা প্রাণে উদিত হয় তাই বলি। তাহাতে, বিধবা বিবাহের পক্ষপাতিগণের অবশ্য প্রীতি হইবে না। তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন ও অর্থ গাঁজাখুরী। তা হৌক—ওই শাস্ত্রীয় বচনের যে অন্য অর্থ হয়, ইহা জানিলেও অনেকে সুখী হইবেন। ঐ বচন বলিতেছেন "পতি নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত অর্থাৎ সন্ন্যাসী, ক্লীব ও পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপৎ সময়ে, অন্য পতির বিধি রহিল"—এই অন্য পতি কে?—শ্রীগুরুদেব বলেন ঐ **অন্যপতি** সেই **জগৎপতি পরমপুরুষ** বা **পরপুরুষ**। শাস্ত্র **সেই পতি** আর এই পতিকে অভেদভাবে ভাবিতে বলেন। মা সকল, আর আপনাদের বিরক্ত করিব না। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের এই অধম সন্তান, যেন চিরদিন আপনাদিগকে মাতৃভাবে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

অদ্বৈতভাব।

(শ্রীগোবর্দ্ধন মঠের বর্ত্তমান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে।)

কেন তুমি হে যতিবর বসি' স্থির যোগাসনে ?
ভাবিছ কাহার কথা একান্তে আপন মনে ?
দেখিনি তোমারে কভু—শুনিনি তোমার কথা—
জানিনে কি মহাভাব আছে তব প্রাণে গাঁথা।
কিন্তু—বেশ আছে মনে—কিশোর বয়সে মোর
দেখেছিনু নয়নেতে, মরণের ছায়া ঘোর ?
সেই দিন হ'তে মোর আকুল হইল প্রাণ
গাইত সতত সে যে—ঘোর বিষাদের গান।
"কে আমি ? কোথায় ছিনু ? কোথা হ'তে আসি যাই ?
কা'রে বা সুধাই বল ?—কোথা সদুত্তর পাই ?"
যা'রে বলি—সেই বলে এই দিকে সোজাপথ
এই দিকে এস চ'লে সিদ্ধ হ'বে মনোরথ।
"কিবা মনোরথ মোর ?"—তা'ও ত জানিনে হায় !
কিবা সিদ্ধ হ'বে তবে ?—একথা জিজ্ঞাসি কায় ?
হেন কালে ভাগ্য বশে হ'লো সাধু দরশন
বলিলেন তত্ত্ব কত করিয়া মোরে যতন।
বলিলেন—যে সময় অধিকার লাভ হ'বে
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম দরশন হ'বে তবে
তা'র আগে নিরন্তর শঙ্করে কর পূজন
তিনিই শ্রীগুরুরূপে দেন জ্ঞান অনুক্ষণ।
এই কথা বলি' তিনি চলিয়া গেলেন হায়
অগাধ চিন্তার হ্রদে ডু'বায়ে রাখি আমায়।
কোথা গুরু ? কবে দেখা পাইব আমি তাঁহার ?
এই কথা ভাবি' প্রাণ আকুল হ'লো আমার ?
এইরূপে কতদিন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে গেল,
জীবনের সন্ধ্যাকালে গুরু সনে দেখা হ'লো।
কাতর হেরিয়া মোরে লইলেন কোলে তুলি'
মুছা'লেন আঁখি ধারা বলিয়া মধুর বুলি।
কানেতে দিলেন **নাম**—প্রাণেতে শান্তির ধারা-
সে **নাম** প্রাণেতে পশি' করিল পাগল পারা।
বলিলা **শ্রীগুরু** মোরে শুনিলে ত **নাম** তাঁর
জপ নাম অবিরাম—না র'বে ভাবনা আর।
মনে রেখো—"**নাম** আর নামী কভু ভিন্ন নয়,
নামের উদয় হ'লে পাইবে তাঁ'রে নিশ্চয়।
পাইবে তাঁহারে যবে, হ'বে তুমি পূর্ণকাম ;
তাই বলি প্রাণপণে নিরন্তর লহ নাম।
নামের উদয়ে যবে মলিনতা দূরে যা'বে
কে যে তুমি ! সেই দিন প্রাণেতে বুঝিতে পা'বে।
কানেতে সে কথা শুনে বল কিবা প্রয়োজন ?
জানিবে—জানা'বে যবে—ছিঁড়িয়া যা'বে বন্ধন।
বুঝিবে—তাঁহারি তুমি ছিলে যুগ যুগান্তরে—
ভুলেছ—আসিয়া, বদ্ধ হ'য়ে দেহ-কারাগারে।
কে তুমি ? কোথায় ছিলে ? কি হেতু এখানে এলে ?
সে হেতুটি ভুলে গিয়ে, ভবে এত কষ্ট পেলে।
চিনিতে পারিবে যবে—দেবে তা'রে প্রাণমন,
পতিব্রতা সতী যথা পতিরে করে যতন।
দেহ প্রাণ মন তা'র আর কিছু নাহি চায়
সদাই মিশিয়ে থাকে আপন পতির পায়।
তেমতি যে দিন তব ভাগ্যে হ'বে শুভ যোগ
হৃদয় বাঁধন ছিড়ে ঘুচে যা'বে কর্ম্মভোগ।
সকল সংশয় যাবে, **আনন্দে** হৃদয়ে পাবে,
প্রাণেশের পদে পড়ি' আত্মসত্ত্বা ভুলে যা'বে।
পতিব্রতা সতী যথা, নিজ কথা ভুলে যায়
দেহ-প্রাণ-মন— সব—ঢেলে দিয়ে পতি পায় ;
তুমিও চিনিলে তাঁ'রে সব কথা ভুলে যা'বে,
নিজের কথাও আর মনে স্থান নাহি পা'বে।
নাম জপি' ভাগ্যে তব হ'বে যেবা অধিকার
পা'বে তাঁ'রে সেই ভাবে—মনেতে জানিও সার।
যদি সে **মধুরে, প্রেমে** হয় ব্রত উদ্‌যাপন
তবে তব যাওয়া আসা হ'বে ভবে সমাপন'।
এই যে **পরমভাব**—যাহে তুমি নাই আর।
যাঁর তরে তুমি—সবি দিয়াছ শ্রীপদে তাঁ'র—
যাঁহা যাঁহা পড়ে আঁখি তাঁহা **রাধাকৃষ্ণ** স্ফুরে
হেরিলে মাধুরী মরি দিবানিশি আঁখি ঝুরে।
সে কাঁদায় **সুখ** আছে কিন্তু সুখে **তুমি** নাই
দিয়েছ সকলি তাঁরে—আমিত্ব নাহিক তাই।"
এই যে **পরমভাব**—ভক্তে গোপীভাব বলে।
জ্ঞানী বৈদান্তিকে বুঝি এরেই অদ্বৈত বলে।
বুঝি যতিবর ওই বসি সেই ভাবে ভোর
মুক্ত এবে ভবে—বুঝি কেটে গেছে কর্ম্ম-ডোর !

অকিঞ্চন।

শ্রীগোবর্দ্ধন মঠের বর্ত্তমান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য।

INDIA PRESS, CALCUTTA

পরপুরুষে অনুরাগ

বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক, প্রথমাবধি আমাদিগের "গৃহস্থে" অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের সহায়তা করিতেছেন। গত মাসের, সংখ্যায় মহাপূজা নামে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের "প্রাণের নিমাইকে" না দেখিলেই সুখী হইতাম। আমরা তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানি বলিয়া, যে পৃথিবীর সকলেই তাহাই বলিবে এ প্রত্যাশা অবশ্য আমরা করিতে পারি না। মানবমাত্রেই স্ব স্ব অধিকার অনুসারে সকল কথা বুঝে; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবু আমরা ক্ষুদ্র; যাহা মনের মত নয়, তাহা দেখিলে কষ্ট হয়। এই জন্য এই কথা বলিলাম। এবারে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। দেখিতেছি তিনি জীব সাধারণকেই বা মানবমাত্রকেই রাধা বলিতে চান। কিন্তু তিনি যে ভাবে গীতোক্ত শ্লোক কয়টির অর্থ করিতে চান, তাহাতে "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" এই শ্লোকার্দ্ধের ওরূপ অর্থ ঠিক নয়। পরের শ্লোকটির দিকে দৃষ্টি করিলেই আমাদের কথার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধা যে শ্রীভগবানের প্রাণ-শক্তিরূপা পরা প্রকৃতি সে পক্ষে সন্দেহ নাই। সেই শ্রীমতীর সখিগণের কৃপা ব্যতীত শ্রীমতীর কৃপা পাওয়া দুর্লভ। শ্রীরাধাকে না ভজিলে তাঁহার প্রাণধনের দেখা পাইবার উপায় নাই। এ সব কথা গুহ্য। শ্রীগুরুমুখে নাম শ্রবণ করিয়া সেই নাম সাধন করিলে সকলই উপলব্ধ হইবে। যখন কিছু উপলব্ধ হয় তাহা সাধকের নিজস্ব, অনধিকারীকে শুনাইবার নয়। কারণ ইহা শুনিয়া শিখিবার নয়।

—(গৃহস্থ-সম্পাদক)

চিরকাল ধরিয়া দিবারাত্র শ্যামের বাঁশী বাজিতেছে, এক মূহুর্ত্ত ও ইহার বিরাম নাই। কিন্তু বাঁশী শুনিতে পায় কয়জন?

ঐ বাঁশী রাধা সুরে বাঁধা, কেবল "রাধা" "রাধা" বলিতেছে। কেন? রাধা কে? জীবই রাধা।* ভগবান্ জীবের জন্য পাগল, জীবই তাঁ'র প্রাণ,—

"উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন
কিশোরী-চরণ সার॥
শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী
ভোজনে কিশোরী জাগে।
করে ক'রে বাঁশী, ফিরি দিবানিশি
কিশোরীর অনুরাগে॥"

তাই শ্যামের বাঁশী সদাই "রাধা রাধা" বলিতেছে। বলিতেছে "ওরে জীব, তুই কি নিয়ে ভুলে আছিস্? তুই যে কি তা কি ভুলে গেলি? তুই যে আমার প্রাণ, আমার নয়ন-তারা। আয়, আমার কাছে আয়, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" সব ছেড়ে আমাতেই আশ্রয় নে, আমার

* রাধা ভগবানের পরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি কি? তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্তেজ মরুৎ ব্যোম মন বুদ্ধি অহঙ্কার—এই আটটি আমার অপরা প্রকৃতি আর জীব আমার পরা প্রকৃতি। ললিতা বিশাখাদি আট সখীই এই আটটি অপরা এবং রাধাই পরা,—"জীবভূতা সনাতনী"। রাধা অষ্ট সখী পরিবৃতা হইয়া গোকুলে বিহার করিতেছেন এবং শ্যামের বাঁশী সদাই রাধা রাধা বলিতেছে,—জীব ক্ষিত্যাদির আবরণে আবৃত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে এবং ভগবান সদাই তাহাকে নিজের দিকে টানিতেছেন।

সহিত যুক্ত হ, আমার ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমার সহিত এক হইয়া যা। বিশ্বপ্রেম, সর্ব্বভূতে দয়া, অনন্তজ্ঞান তোর অন্তরে জেগে উঠুক, তা'হ'লেই তোর সব দুঃখ ঘুচে যা'বে। যত দিন তুই পৃথক্ থাকিবি (আমা হইতে তোর স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে এই জ্ঞান থাকিবে) তত দিনই তোর দুঃখ। তাই বলি, আয় আমার সহিত মিশে যা। তোর দুঃখ আর দেখ্‌তে পারি না।" ইহাই শ্যামের বাঁশী, ভগবান্ এই ভাবেই সদাই জীবকে ডাকিতেছেন।

ভগবানই একমাত্র পুরুষ, আর সমস্তই স্ত্রী (প্রকৃতি বা বিভূতি)। তিনি পর-পুরুষ (শ্রেষ্ঠ বা চরম গতি)। যত কাল জীব বিষয়াসক্ত থাকে, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, প্রভাব, প্রতিপত্তি ইত্যাদিতে নিমগ্ন ও জড়িত থাকে, তত কাল সে কুলবধূ—কুলের বাহির হইতে পারে না— বিষয়-চিন্তার গণ্ডি ছাড়াইতে পারে না, সুতরাং বংশীধ্বনি শুনিয়াও পরপুরুষে আসক্ত হয় না—ভগবানের বিপুল প্রেম উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রতি অনুরক্ত হয় না।

সে কুলবধূ হইলেও সর্ব্বদা গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ (বিষয় চিন্তাতে নিমগ্ন) থাকিতে পারে না, মাঝে মাঝে যমুনাতে কাপড় কাচিতে—গা ধুইতে—জল আনিতে যায় (ক্ষণিক ভগবচ্চিন্তায় বিষয় মল ধৌত করে — প্রাণের পিপাসা নাশের চেষ্টা করে)। এইরূপ যাইতে যাইতে হঠাৎ একদিন সেই মধুর মুরলী-ধ্বনি তা'র কানে প্রবেশ করে। ইহা এতই মধুর, এতই মিষ্ট, এতই প্রাণ-ভূলানো, যে একবার শুনিয়াই সে আত্মহারা হইয়া যায়, দিন রাত সেই শব্দ তা'র কানে বাজিতে থাকে,—

"খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥"

তখন পুনঃ পুনঃ সেই বাঁশী শুনিবার জন্য তার প্রাণ ব্যাকুল হয়, সে পুনঃ পুনঃ যমুনায় যাতায়াত করে।

এইরূপ করিতে করিতে, একদিন তাহার জীবনের একটি অমূল্য মুহূর্ত্ত আইসে। সেই সৌভাগ্যের দিনে, সেই মাহেন্দ্র ক্ষণে, সে তা'র প্রাণেশ্বরকে দেখিতে পায়, নবীন রসরাজের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।*

সেই দিন হইতে, সেই ক্ষণ হইতে, তা'র জীবনে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। সে আর এক রকম হইয়া যায়। পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা আর থাকিতে পারে না। সদাই উন্মনা, প্রাণ যেন কেমন আনচান করে। গৃহকাজে উদাসীন, আহার বিহারে বা বসন ভূষণে আর রতি নাই, সদাই একলা থাকে। তখন সকলে বলাবলি করে,—

"রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা॥

* ভক্তমাত্রের জীবনে ইহা ঘটিয়া থাকে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিষ্ণুপাদে পিণ্ডদানকালে প্রথম বংশীধ্বনি শুনিতে পান এবং কানাই নাট্যশালা গ্রামে প্রাণনাথকে প্রথম দেখিতে পান।—(লেখক)

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিঃশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥"

ক্রমেই ভাব যত গাঢ় হয়, প্রিয়তমের জন্ম ব্যাকুলতা ততই বাড়িতে থাকে। তখন সে বিরলে বসিয়া কেবল কাঁদে।

"নিজ করোপর, রাখিয়া কপোল,
মহা যোগিনির পারা।
দুইটি নয়নে, বহিছে সঘনে,
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা ॥"

ইহা দেখিয়া প্রিয়সখিগণ বড়ই ব্যথিত হয়, চিবুকখানি ধরিয়া চোখের জল মুছিয়া দেয়,—

"নিজ বাস দিয়া, মুছিয়া পুছয়ে,
মধুর মধুর বাণী।
আজ কেন ধনি হয়েছ এমনি,
কহ না কি লাগি শুনি ॥
আজনম সুখে হাসি বিধুমুখে,
কভু নাহি হেরি আন।
আজু কেন বল, কাঁদিয়া ব্যাকুল,
কেমন করিছে প্রাণ ॥"

সখিগণের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া, রাধা তখন অতি গোপনে তাঁ'দের কানে কানে বলেন, —

"আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দু'টি আঁখি কাঁদে ॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কা'রে কি বলিব ॥"

এইরূপে প্রাণের ব্যথা প্রথমে প্রাণেই চাপিয়া রাখেন, কিংবা অন্তরঙ্গ ২।১টি সহচরীর নিকট কিঞ্চিৎ প্রকাশ করেন। কিন্তু কত দিন আর চাপিয়া রাখিবেন ? ভাব-বন্যায় সংযমের বাঁধগুলি একটু একটু ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ক্রমে ভাসিয়া যায়। তখন সব জানাজানি হইয়া পড়ে। আগে বাড়ীতে, তার পর পাড়ায়, তারপর সমস্ত দেশের মধ্যে তাহার দুর্ণাম রাষ্ট্র হয়; লোকে এক বাক্যে এই কুল-কলঙ্কিনীর নিন্দা করে।

কুলবধূ পরপুরুষে অনুরক্তা !! নিন্দা না হইবে কেন ?* তাই রাধা গুরুজন ও প্রতিবেশীর ভয়ে সদাই সশঙ্কিত। সে যেন বড়ই অপরাধিনী ; পাছে সে তাঁ'দের সাম্নে কোন অন্যায় কাজ ক'রে ফেলে, এই ভয়ে

* ব্যাপারটা হচ্চে এই :—অধিকাংশ জীবই এখন প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিত, সুতরাং বিষয় বিভব বা সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতাকেই তাহারা একমাত্র সারবস্তু মনে করে। এই অবস্থায় যদি এক আধজন লোক হঠাৎ বিষয়ের ফাঁসটা কেটে ফেলে ভগবৎ প্রেমে বিভোর হ'য়ে যায়, তা'হলে তাকে এরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, তা'র ভাবভঙ্গি দে'খে তা'কে তারা একটা কিম্ভুত-কিমাকার (Eccentric) প্রাণী বলিয়া মনে করে। কেহ কেহ ভাবে এটা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, কা'রো কুপরামর্শে এরূপ হ'য়েছে। কেহ বা ভাবে এটা বায়ুরোগে আক্রান্ত অথবা ভূতগ্রস্ত। সুতরাং নানা প্রকার উপদেশ দিয়া তা'কে বিষয়ে লিপ্ত কর্‌বার চেষ্টা করে, বলে "সংসার ধর্ম্ম কর, ধন দৌলত প্রভাব প্রতিপত্তিতে পাঁচজনের মধ্যে একজন হও, কুলের, দেশের, বংশের নাম রাখ, তবেই তো মানুষ।" হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিষ্ণু নাম ছাড়াইতে কিরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। শাক্যসিংহকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য শুদ্ধোদন প্রমোদ কানন রচনা করেন এবং শচীদেবী, ও বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যদেবকে কুলে রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কুলবধূ একবার পরপুরুষের রস পাইয়াছে সে কি আর ঘরে থাকে ?—(লেখক)

তা'র বুক সদাই দুর্ দুর্ করে। সে খুব সাবধানে থাকে, মন না লাগিলেও কোন একটা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলিলেও কপট হাসিতে গুরুজনকে ভুলাইবার চেষ্টা করে,—

"মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কাঁদি কিন্তু হাসি লোকলাজে।"

কিন্তু সব সময় সামলাইতে পারে না, মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যায়। একবিন্দু তপ্ত অশ্রুজল বা দু'একটা অসম্বদ্ধ কথা হয়ত হঠাৎ বেরিয়ে' পড়ে, আর অমনি চারিদিক হইতে তীব্র তিরস্কার নির্দ্দয়ভাবে তা'র উপর বর্ষিত হয়।

এইরূপে নিত্য গুরুজনের লাঞ্ছনায়, প্রতিবেশীর গঞ্জনায় তাহার অন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। বাহিরে আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্বাক্য, ভিতরে দারুণ বিরহ-জ্বালা, কোমল প্রাণ আর কত সহিবে? সে কখনো নিজ অদৃষ্টকে, কখনো গুরুজনকে, কখনো বা প্রাণনাথকে দোষ দেয়। সে একবার ভাবে "আমি যদি কুলবধূ না হইয়া স্বাধীন হইতাম (ঘৃণালজ্জাদি সংস্কারে বদ্ধ না থাকিতাম) তাহা হইলে এতদিনে প্রাণেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া সকল জ্বালা জুড়াইতে পারিতাম। আমি হ'য়েছি দু'য়ের বার, গৃহে আছি অথচ নিজ পতির প্রতি ভালবাসা নাই। যদি তা থাকিত, তা'হ'লেও সুখী হইতে পারিতাম। কুলবতী পরপুরুষে আসক্তা হ'লে তা'র এইরূপ দুর্দ্দশাই হয়,—

"পরপুরুষেতে, যৌবন সঁপিলে
আশা না পূরয়ে তায়।
আপন পতি, বিছুরিলে কতি
দ্বিগুণ সুখ সে পায়॥
সই, বিধি করিল এমত রীতি।
কুলবতী হৈয়া পতি তেয়াগিয়া
পর পতি সনে প্রীতি॥"

আবার ভাবে "ভাল, আমি যেন না বুঝেই একটা কাজ ক'রে ফেলেছি। কিন্তু সে কি নিষ্ঠুর! আমি তাঁকে দেহ মন প্রাণ সবই অর্পণ ক'রেছি, তা'র অদর্শনে দিনরাত পুড়ে মর্‌ছি, এ জেনেও তার কি একবার দেখা দিতে নাই।"

সখীরা রাইয়ের এই অবস্থা দেখিয়া বড়ই কাতর হয়, তা'কে বুঝাইয়া বলে "সই, সে নিষ্ঠুরকে ত্যাগ কর, আর তা'কে ভাল-বেসো না, তা'হলে আর বিরহে তোমাকে পুড়তে হ'বে না।" ইহা শুনিয়া রাই কাঁদিতে থাকে, বলে "সইরে, ও কথা মুখে আনিস্ নে। সে যে আমার প্রাণের প্রাণ, তা'কে কি ভুল্‌তে পারি?

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে, যে বল সে বল,
কালিয়া গলার মালা॥
সই, ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে॥"

তখন সখীরা বলে, "রাই, তোর জন্যে তো পাড়ায় মুখ দেখানো ভার। সকলেই একবাক্যে তোর নিন্দা করে। তা শুনে যে কি কষ্ট হয় কি আর বল্‌বো। শ্যামকে ছাড়্‌লে যদি সকলেই সুখী হয়, তাই কেন কর না।" এই কথা শুনিবামাত্র রাইয়ের একটা অস্বাভাবিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তার চক্ষে আর জল নাই, মুখে কাতরতার চিহ্নমাত্র নাই। কেমন একটা অমানুষিক তেজে তা'র সর্ব্বাঙ্গ প্রদীপ্ত হয়। সেই

কুসুমকোমল হৃদয় সহসা যেন বজ্রাদপি কঠিন হইয়া যায়, সে দৃঢ়স্বরে বলিতে থাকে,—

"বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকন ধন॥
যেরূপ লাবণ্য মোর হৃদে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লৈয়া যায় পাছে॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
পূরুক মনের সাধ, ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥"

রাইয়ের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, শ্যামের জন্য সে মরিতে প্রস্তুত ইহা বুঝিয়া সখীরা স্তম্ভিত ও নিরস্ত হয়, আর তাহাকে ও কথা বলিতে সাহস করে না।

এইরূপে সে সংসারে যতই পেষিত ও মর্দ্দিত হইতে থাকে, গুরুজন ও প্রতিবেশী কর্ত্তৃক যতই লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হয়, তাহার কৃষ্ণপ্রেম ততই বাড়িতে থাকে, তাহার কুলত্যাগের বাসনা ততই প্রবল হয়। অবশেষে যাহা সঙ্কল্পমাত্র ছিল তাহা কার্য্যে পরিণত হয়. সে কুলত্যাগ করে, (ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, নিন্দা, জাতি, কুলশীল, মান, এই —এই অষ্ট পাশ হইতে মুক্ত হয়)। এখন সে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পায়। এখন সে আর গোপনে, ভয়ে ভয়ে ভালবাসে না, প্রকাশ্যেই পীরিতি করে। কারণ সে আর কাহারো তোয়াক্কা রাখে না, কাহাকেও ভয় করে না, প্রাণেশ্বরের জন্য "মরিয়া" হইয়াছে। অপমান ও নির্য্যাতন তা'র অঙ্গের ভূষণ হয়, যে যা বলে, যে যা অত্যাচার করে, প্রিয়তমের জন্য সব হাস্যমুখে সহ্য করে। * সে বলে,—

"কুলকলঙ্কিনী, বলি দেয় গালি
　　গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
　　লইনু কলঙ্কের ডালি॥"
"গুরু দুরজন, বলে কুবচন
　　সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু
　　তিল তুলসী দিয়া॥"

প্রিয়তমের জন্য সে যে এত অপমান ও উৎপীড়ন ভোগ করে, ইহাতে তা'র বিন্দুমাত্র কষ্ট নাই, বরং আনন্দ; কারণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সে এই "কলঙ্কের ডালি" মাথায় লইয়াছে, এ তা'র "চন্দন চুয়া।" এখন তা'র একমাত্র জ্বালা,—বিরহ। সে ভাবে "যা'র জন্য সব ত্যাগ করিলাম, কই তা'কে তো পাই না। তবে কি আমার একুল ওকুল দুকুল গেল?

জনম গোয়ানু দুঃখে, কত বা সহিব বুকে,
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব॥"

যেমন রাত্রি আইসে, ভাবে আজ প্রাণনাথ নিশ্চয় আসিবে। সারা রাত উৎকর্ণ হ'য়ে বসে থাকে, গাছের পাতা পড়িলে মনে হয় ঐ বুঝি সে আস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোকিল ডাকে, ভোর হ'য়ে

* সকল দেশে ও সকল যুগে ভগবানের জন্য ভক্তগণ মানবের যে নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, বোধ হয় আর কিছুর জন্য কেহ কখনও সেরূপ সহ্য করে নাই। প্রহ্লাদ, যীশুখ্রীষ্ট, হরিদাস, নিত্যানন্দ, কবীর, চণ্ডীদাস, মহম্মদ, সক্রেটিস্, এবং ল্যাটীমার, রিড্‌লে, জব, পল প্রভৃতি আধুনিক ও প্রাচীন খৃষ্টভক্তগণের বৃত্তান্ত পাঠক স্মরণ করিবেন।—(লেখক)

যায়, আলোর সঙ্গে সঙ্গে আঁধার এসে তা'র অন্তরে প্রবেশ করে।

"ছুঁকান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া দেখ লো সজনী
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুনঃ কহে রাই, না পশিল বঁধু
মরমে বাড়ল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসালো যমুনা জলে॥"

এইরূপে কত নিশি কেটে যায়, কিন্তু প্রাণনাথ আসে না। তখন রাই নিতান্ত অধীর হইয়া পড়ে, দিন রাত প্রিয়তমের প্রতীক্ষা করে। এইরূপ করিতে করিতে একরাত্রে হঠাৎ রাইয়ের আঁধার ঘর আলোকিত হইয়া উঠে, ভুবনমোহনের আবির্ভাব হয়। তখন তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সে সমস্ত রাত্রি প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে ধরিয়া অপার আনন্দ ভোগ করে।* এই আনন্দ এতই গভীর, এতই স্থায়ী যে পরদিন পর্য্যন্ত ইহার স্রোত ছুটিতে থাকে, চেহারা দেখিয়াই লোকে বুঝিতে পারে যে পূর্ব্ব রাত্রে তাহার প্রিয় সম্ভোগ ঘটিয়াছে। তখন সখী তাহাকে একটু ব্যঙ্গ করিয়া বলে,—

"রাই, আজ্ কেন হেন দেখি।
আঁখি ঢুলু ঢুলু ঘুমেতে আকুল,
জাগিয়াছ বুঝি নিশি॥
রসের ভরেতে, অঙ্গ নাহি ধরে,
বসন পড়িছে খসি।
স্মরণ করিয়া, কহনা আমারে
মনের মরম সখি॥
এক কহিতে, আন কহিতেছ,
বচন হইয়া হারা।
রসিয়ার সঙ্গে, কিবা রস রঙ্গে,
সঙ্গ হয়েছে পারা॥"

ইহা শুনিয়া সে আড়নয়নে মুচকি হেসে সখীর প্রতি একটি কটাক্ষপাত করে। সখী বুঝিতে পারে তাহার অনুমান যথার্থ।

কিন্তু এরূপ সুখ প্রতিরাত্রে ঘটে না। প্রথমাবস্থায় রাত্রিগুলি প্রায়ই নৈরাশ্যে, উদ্বেগে, বিরহে, কাটাইতে হয়, মাঝে মাঝে একদিন প্রাণেশ্বর দেখা দেন। কিন্তু প্রেম যতই গভীর হয়, ব্যাকুলতা যতই বাড়িতে থাকে, তিনি ততই দর্শন দিতে থাকেন। অবশেষে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে রাইকে একরাত্রিও তাঁহার অদর্শনজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তার এখন যে কি আনন্দ,

* রাত্রিকালই সাধনভজনের উৎকৃষ্ট সময়। গভীর রাত্রে যখন সব নিস্তব্ধ হয়, চিত্তবিক্ষেপের বাহ্য কারণগুলি থাকে না, তখন একাগ্রতা ও ভগবৎপ্রেম সহজেই জাগিয়া উঠে। এই জন্যই রাই রাত্রিকালেই প্রিয়তমের প্রতীক্ষা করে, বাসকসজ্জা করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু প্রথম প্রথম তার আশা পূর্ণ হয় না, সমাধির বিমল আনন্দ ভাগ্যে ঘটে না। ইহারই নাম বিরহ। ক্রমে ধ্যান তীব্র ও ভাব প্রগাঢ় হইতে হইতে একদিন সে সমাধিস্থ হইয়া অতুল আনন্দে ডুবিয়া যায়।

দিন রাত যে কি ভাবে সে বিভোর, বিহ্বল, উন্মত্ত থাকে, ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। (মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা হইতে পাঠক ইহার একটু আভাস পাইতে পারেন)। সে প্রাণনাথকে বলে, "আমার ন্যায় দীন, হীন, দরিদ্র, নীচ ও নির্গুণের প্রতিও তোমার এত কৃপা, এত প্রেম!! হায়, কি দিয়া এ ধার শুধিব? আমার কি আছে, নাথ? আমি ভজন পূজন ও জানি না। সম্বলের মধ্যে আমার দেহ, মন ও প্রাণ আছে। ইহা তোমাকে একান্ত অর্পণ করিলাম। তুমিই ইহার প্রভু; ইহাদিগকে যথেচ্ছ ব্যবহার কর,—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপিনু,
জাতি কুল শীল মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥"

ইহা শুনিয়া নাগর মৃদু হাসিয়া বলেন "আমাকে দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? রাই, প্রাণেশ্বরি! তুই কি আমাকে পর ভাবিস্? তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ, "শয়নে স্বপনে" তুই যে আমার অন্তরে আছিস্, নিমেষের তরেও তোকে ভুল্‌তে পারিনে, তা' কি তুই জানিস্‌নে? তুই আমার গতি, তোর চরণে আমি একান্ত বাঁধা, তোর জন্য আমি সমস্ত ত্যাগ ক'রেছি,—

রাধে, ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লইনু আমি॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে,
কভু না পাশরি তোমা।*
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি,
সকলি করিবা ক্ষমা॥

আর তুই আমাকে যে বস্তু দিয়াছিস্ তাহাই একমাত্র সার, অমূল্য ধন,—পীরিতি। রাধে, তুই আমার প্রেমের গুরু; কিরূপে ভালবাসিতে হয় তুই আমায় আজ শিখাইলি! তুই আমার কাছে ঋণী নহিস্, আমিই তোর কাছে ঋণী; তোর প্রেমের শতাংশও আমি পরিশোধ করিতে পারি নাই। এখন এই ভিক্ষা, আমাকেও তোর মত প্রেমিক ক'রে নে! রসময়ি, তোর রসের সাগরে আমাকেও ডুবিয়ে দে!!

আর এক বাণী, শুন বিনোদিনি,
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন, কিছুই না জানি
সদাই ভাবি হে তোরে॥
ভজন সাধন, করে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন, তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি॥
নব সন্নিপাতি, দারুণ বেয়াধি,
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সাগরে, ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি॥"

ইহা শুনিয়া রাধার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, সে কি বলিবে খুঁজিয়া পায় না, কেবল এই মাত্র বলে,

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥

* জীবের জন্য ভগবান যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করিয়া (The great sacrifice of the Logos.) বিশ্ব সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন।

তোমার চরণে, আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হইয়া
নিচয়ে হইনু দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়া'ব কাহার কাছে॥

একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু
ও দু'টি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর॥*

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, বি, এ

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় অংশ।

গুরুলাভ।

জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গে কোষ্ঠি প্রস্তুত করিতে অভ্যাস করিবার পর, কত কোষ্ঠি গণনা করিলাম। কিন্তু গ্রন্থ দেখিয়া ফল নির্দ্দেশ করিতে যাই, কিছুই মিলাইতে পারি না। নিজের কোষ্ঠিটা আর বৃহজ্জাতক খানা আমার প্রথম অবলম্বন হইল। নিজের কোষ্ঠীর ফল ঠিক মিলিতেছে কি না সহজে বুঝিতে পারিব, এই ভাবিয়া সেই বৃদ্ধ জ্যোতিষীর প্রস্তুত করা চক্রটিই আমার প্রধান অবলম্বন করিলাম। (প্রথম খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠা দেখ) আরও দুই চারিখানি জ্যোতিষগ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত

* "নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং। তেষু তেষচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি।" শ্রীভগবান সকাশে প্রহ্লাদের এই শেষ প্রার্থনা পাঠক স্মরণ করিবেন।

এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত যাবতীয় পদাবলীই চণ্ডীদাসের।

ব্রজের নিগূঢ় রস উপলব্ধি করা আমার সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত, কারণ ভক্তি ও প্রেমে আমি নিরতিশয় দরিদ্র। তবে, আমার বিফল প্রয়াস দর্শনে যদি কোন রসজ্ঞ মহাত্মা জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই রসের একটু সবিস্তার আলোচনা করেন, তাহা হইলে মদ্বিধ অনেক পিপাসু ব্যক্তি কৃতার্থ হয়। এই আশায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

আর এক কথা। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে রাধাকৃষ্ণ লীলার কোন ঐতিহাসিকতা নাই, ইহা কেবল একটি রূপক মাত্র। বাস্তবিক দ্বাপরান্তে ভগবান যে লীলা করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিকতা আমি পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করি। তবে, ইহাও বিশ্বাস করি যে ঐ লীলা নিত্য, চিরকাল চলিতেছে ও চলিবে।—(লেখক)

পণ্ডিত রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্কলিত ফলিত-জ্যোতিষ প্রথম সংস্করণ তিন খণ্ডই প্রধান। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে নিজের রাশি, লগ্ন, নক্ষত্র, ভিন্ন ভিন্ন রাশিস্থ গ্রহফল সংগ্রহ করিয়া দেখিলাম, বচনগুলি পরস্পর বিবদমান, দু'টা মেলে ত দশটা মেলে না।* দশার ফলও ঐরূপ কোনটা ঠিক মিলিয়া যায় কোনটা একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত।† এইরূপে বহু যত্ন করিয়া অবশেষে এক প্রকার হতাশ হইয়া পড়িলাম। অনেক বড় জ্যোতিষির নাম শুনিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে যাই। তাহাদের মুখে শুনি আমি কায়স্থ, জ্যোতিষ বেদাঙ্গ, আমার বেদাঙ্গে অধিকার নাই। এদিকে দাদা‡ বলেন "কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণঃ নতু শূদ্রো কদাচন।" কায়স্থ ক্ষত্রিয়। কায়স্থের নিজ নিজ শাখায় ও ষড়ঙ্গে অধিকার আছে। সুতরাং ইচ্ছাটা ছাড়িলাম না। এইভাবে বহুদিন কাটিল। অবশেষে ঢাকায় কর্ম্মোপলক্ষে বহুদিন বাস করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে জ্যোতিষ-শিক্ষার সুবিধা হয়। স্বর্গীয় নীলকান্ত বিদ্যারত্ন জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঢাকার একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি স্পষ্টবাদী ও অতি উদার-হৃদয় ছিলেন। আমার একজন ছাত্রের চেষ্টায় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। আহা! সেদিন কি শুভ দিন। সেই দিন আমার চিরপোষিত আশাটি সফল হইবার আয়োজন হয়। প্রথম আলাপের পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়; আমার জ্যোতিষশাস্ত্র শেখ্‌বার বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুরু অভাবে আমার সে ইচ্ছা এতদিন সফল হয় নি। আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে আমায় শিক্ষা দেন, তা'হলে শিখি। কিন্তু আগে আমার দু'টি জিজ্ঞাস্য আছে—প্রথম আমি কায়স্থ, আমার জ্যোতিষে অধিকার আছে কি না?" তিনি বলিলেন, "অবশ্য আছে।" তার পর আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি এই শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিতে অধিকারী কি না?" তিনি হাসিলেন, বলিলেন, "নিজের দেশে জ্যোতিষ চর্চ্চা বাড়াবার ইচ্ছা হ'য়েছে। সেটা ক্রমে আবার হ'বে। তবে ব্রাহ্মণকে শিখাবার কথা?—তা'র উত্তর এই, যা'র জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দিবার মালিক। জ্ঞানের মালিক ত সেই একজন। তিনি যখন যে ঘটে ব'সে তাঁ'র ভাণ্ডারের ধন বিতরণ কর্‌তে আরম্ভ করেন, সেই ঘট থেকেই যা'র দরকার হয় সেই নিতে পারে। ও বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বড়ই উদার ছিলেন, তাই আজ যবনাচার্য্য অষ্টাদশ জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকের একজন। তাই আজ তাঁর নাম ব্রহ্মাদির সঙ্গে এক শ্লোকে গাঁথা—

"সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বসিষ্ঠোঽত্রিঃ পরাশরঃ।
কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচির্ম্মনুরঙ্গিরাঃ।
লোমশঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ।"

* শেষে শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, ঐ সকল ফলের বলাবল-প্রাধান্য বিচারপূর্ব্বক, কোনটি মুখ্য ভাবে কোনওটি বা গৌণাভাবে মিলিবে। সে কথা পরে আলোচনা করা যাইবে।—(লেখক)

† দশাফল, যাহা স্থূলভাবে গ্রন্থমধ্যে লিখিত আছে, দশাপতির স্থান, সম্বন্ধ, যোগ প্রভৃতি বিবিধ কারণে তাহার বৈলক্ষণ্য হয়। সে কথাও যথাস্থানে বিশদ করা যাইবেক।

‡ আমার জ্ঞাতি অগ্রজ ৺উমেশ চন্দ্র দেববর্ম্মা। ইনি আন্দুলরাজের প্রথম আন্দোলন সময়ে উপবীত গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আমায় বড় ভালবাসিতেন ও সর্ব্বদা শাস্ত্র পাঠে উৎসাহিত করিতেন।

সূর্য্য,[১] পিতামহ (ব্রহ্মা),[২] ব্যাস,[৩] বসিষ্ঠ,[৪] অত্রি,[৫] পরাশর,[৬] কশ্যপ,[৭] নারদ,[৮] গর্গ,[৯] মরীচি,[১০] মনু,[১১] অঙ্গিরা,[১২] লোমশ,[১৩] পৌলিশ,[১] চ্যবন,[১৫] যবন,[১৬] ভৃগু,[১৭] এবং শৌনক,[১৮] এই আঠার জন জ্যোতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, এঁদের সকলের রচিত ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষ আছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঐ সমুদয় গ্রন্থ লোক-সমাজে প্রকাশিত নাই। না থাকুক, যবনাচার্য্যের গ্রন্থ যে ঋষিগণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই আর্য্য-ভূমিতে প্রচারিত রেখেছেন, তা'র প্রমাণ, জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে অনেক পা'বে। যদি যবনের নিকট আর্য্যঋষিগণের জ্যোতিষশাস্ত্র শিখ্‌তে দোষ না হ'য়ে থাকে, তবে তোমার কাছে, ব্রাহ্মণের শিখ্‌তে দোষ হ'বে কেন? আবার দেখ পূর্ব্বাচার্য্যগণ উদার হৃদয়ে ব'লে গিয়েছেন,—

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যকশাস্ত্রমিদং স্থিতঃ।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্দ্বিজঃ॥

অস্পৃশ্য যবনকে শাস্ত্র জ্ঞানের খাতিরে তাঁ'রা ঋষিবৎ পূজা ক'রে গেছেন, তাঁ'র কাছে থেকে শাস্ত্র শিক্ষা করেছেন, আর এখনকার দিনে তুমি কায়স্থ-সন্তান তোমার কাছে শাস্ত্র শিখ্‌তে দোষ আছে? তুমি সকলকে শিক্ষা দিও, কিছু দোষ হ'বে না।"

তাঁহার সেই উৎসাহ পাইয়া আমি পুনরায় জ্যোতিষশাস্ত্র অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম।

সন ১২৯৯ সাল, ১৭ই মাঘ।

বেলা তিনটার সময় আমি শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণের তিনখণ্ড ফলিত-জ্যোতিষ লইয়া, তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। তিনি বলিলেন, আগে একটু গণিত-জ্যোতিষ শিক্ষা ক'রে, তা'রপর ফলিত অংশ অধ্যয়ন করা উচিত।"

আমি। আপনি যেরূপ আদেশ কর্ব্বেন, তাইই কর্‌বো।

গুরু। গ্রহ নক্ষত্রের স্থান নির্দ্দেশ কর্‌তে না শিখ্‌লে ত আর ফল নির্দ্দেশ কর্‌তে পার্‌বে না, তাই গণিত জানা দরকার।

এই বলিয়া একখানি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার সাহায্যে রাশি চক্র অঙ্কিত করা ও লগ্ন নির্দ্দেশ করা প্রভৃতি দেখাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে আমি জ্ঞানেন্দ্র ভায়ার কৃপায় সে সব শিখেছিলাম, কাজেই আমাকে বুঝাইতে তাঁহার বেশী কষ্ট হইল না। তিন মাসের মধ্যেই তিনি আমায় কোষ্ঠি প্রস্তুত করা, প্রশ্ন গণনা প্রভৃতি শিখাইলেন। কিন্তু সেরূপ ভাবে পরে পরে বলিতে গেলে পাঠকের বিরক্তিকর হইতে পারে। এইজন্য আমি এখন হইতে যেখানে যাহা পাইয়াছি তাহা যথাসম্ভব সরলভাবে একটা ক্রম অবলম্বন করিয়া বলিব। পাঠক পাঠিকা গণের সন্দেহ হইলে পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিয়া মীমাংসা করিয়া লইবেন।

অনন্ত।

আমরা যখনই শূন্যে দৃষ্টি করি, তখনই দেখি অনন্ত আকাশ আমাদের চক্ষের সমক্ষে রহিয়াছে। এই পৃথিবীর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, ঈশানে, অগ্নিকোণে, নৈঋর্তে বায়ুকোণে, উর্দ্ধে, অধেঃ, চারি দিকেই অনন্ত আকাশ বিস্তৃত। রাত্রিকালে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে অসংখ্য হীরক খণ্ডের মত অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র, গগনে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ যোগে তাহা অপেক্ষা আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমুদয় দেখিবার ক্ষমতা একজনের বই আর কাহারও নাই। তিনিই **অনন্ত**।

সেই সর্ব্বত্র অনুস্যূতভাবে নিত্য-বর্ত্তমান **অনন্ত**দেবের শ্রীচরণে নিরন্তর প্রণাম করিতে করিতে, তাঁহার অনন্ত মহিমার যত-টুকু অনুভব করিতে পারা যায় তাহাই **জ্ঞান**। অনন্ত আকাশ-কক্ষার—অনন্ত কালচক্রের, কিয়দংশ আশ্রয় করিয়া যে **জ্ঞান**, তাহারই নাম **জ্যোতিষশাস্ত্র**।

এই অনন্ত আকাশের নক্ষত্ররাজির যত গুলি মানবের দৃষ্টিপথের পথিক, তাহাদিগের গতি প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা পরস্পর, পরস্পর হইতে যেরূপ ভাবে অবস্থিত আছে, প্রতিদিনই সেইরূপ ভাবে বর্ত্তমান থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই, ঐ সকল বিভিন্নাকার নক্ষত্রপুঞ্জে বিবিধ জীব প্রভৃতির আকার কল্পনা করিয়া এক একটি নাম নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ঐরূপ দ্বাদশটি নক্ষত্রপুঞ্জকে মেষাদি দ্বাদশ নাম দেওয়া হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ আছে সেই সমুদায়ের কথা বিস্তৃতভাবে ক্রমে বলা যাইতেছে।

এই সমুদায় নক্ষত্রপুঞ্জ কতদিন এইভাবে আকাশতলে অবস্থিত আছে, তাহা সেই অনন্তদেব বই কাহারও বলিবার সামর্থ্য নাই। আমরা যদি কল্পনায় জানিতে চাই, তবে মন বলে অনন্তকালই বোধ হয় এইরূপ আছে।

আকাশ যেমন অনন্ত, কালও তেমনি অনন্ত। কালের আরম্ভ কোনও কালে হয় নাই, শেষও কোন কালে হইবেক না, তবে সূর্য্যোদয় হয় সুতরাং এ দিক্‌টা ভুলিবার তোমার কোনও সম্ভাবনা নাই। তোমার পশ্চাতে পশ্চিম দিক্, তোমার দক্ষিণ হস্তের দিক্ দক্ষিণ দিক্। আর বামদিকের নাম উত্তর দিক্। এই উত্তর ও পূর্ব্ব দিকের মধ্যে ঈশান কোণ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণের মধ্যে অগ্নিকোণ, দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যে নৈর্ঋত কোণ, আর পশ্চিম ও উত্তর দিকের মধ্যে বায়ুকোণ।"

শিষ্য দিঙ্‌নির্ণয়ের সঙ্কেত পাইয়া স্মরণ রাখিবার জন্য চিত্রবৎ লিখিয়া রাখিল।
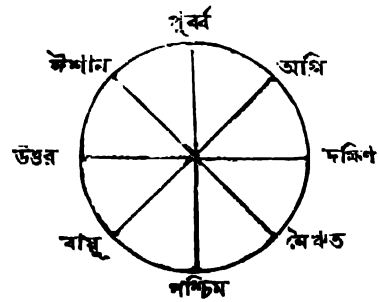
তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে কি? আমি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়েও চারিটি কোণের নাম জানিতাম না। কাজেই মনে রাখিবার জন্য অমনি করিয়া লিখিতে হইল।

তারপর আচার্য্য বলিলেন 'দেখ বৎস' এই এখন সূর্য্যোদয় হইতেছে, ইহার পূর্ব্বে অন্ধকার ছিল, ইহার পরে আলো হইবে। আবার সন্ধ্যার সময় সূর্য্য অস্ত হইলে যদি চন্দ্রের প্রকাশ না থাকে তবে আবার অন্ধকার হইবে। চন্দ্র থাকিলেও দিনের মত আলো থাকিবে না। সুতরাং দিবাকে আলো আর রাত্রিকে অন্ধকার বলিয়া ধরিয়া লও। এইরূপ আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো যত দিন চন্দ্র সূর্য্য আছে ততদিন

সংখ্যা করিবার জন্য—ধারণা করিবার জন্য এই অনন্তে একটা বিন্দু কল্পনা করিয়া, আরম্ভ স্থান নির্ণয় পূর্ব্বক হিসাব করিতে হয়।

দিগ্দেশ অনন্ত। উহাকে চিহ্নিত করিবার জন্য, অরুণোদয় সময়ে সেই দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া, আচার্য্য অনুগত শিষ্যকে বলিলেন,—"বৎস, তোমার পুরো-ভাগে যে দিক ইহা পূর্ব্বদিক। এই পূর্ব্বদিকে আছে। কিন্তু যখন সূর্য্য ছিল না, তখন অবশ্যই অন্ধকার ছিল।
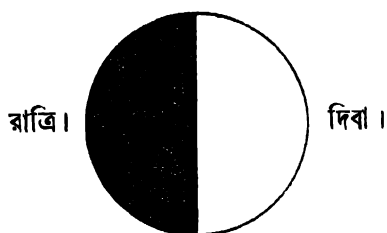
শিষ্য। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বাক্য কি?

আচার্য্য। বল্‌চি শোনো; শাস্ত্রে আছে—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।"

শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত বলেন—

"লোকানামন্তকৃৎ কালঃ কালোঽন্যঃ কলনাত্মকঃ
স দ্বিধা স্থূলসূক্ষ্মত্বান্মূর্ত্তশ্চামূর্ত্ত উচ্যতে॥"

কালঃ লোকানাং অন্তকৃৎ। অর্থাৎ এই অনাদি অনন্ত মহাকাল অখণ্ড-ভাবে বর্ত্তমান রয়েছেন; অনন্তলোক ইহার মধ্যে সৃষ্ট ও বিনষ্ট হইতেছে। সেই যে মহা-কাল তাঁহার পরিমাণ করা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের কর্ম্ম নয়। কাল চিরকাল আছেন ও থাকি-বেন ইহার বেশী আর কিছুই কল্পনাও করা যায় না। এই অনন্ত মহাকালের এক দেশ হ'তে আরম্ভ ক'রে পরিমাণ করা যেতে পারে, তাই **কালোঽন্যঃ কলনাত্মকঃ।** এই যে খণ্ড-কাল, ইহার দুই প্রকার বিভাগ করা হয়। স্থূল বা মূর্ত্ত, এবং সূক্ষ্ম বা অমূর্ত্ত। যে পরিমাণ প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহাই স্থূল বা মূর্ত্ত বিভাগ, যেমন ছয় প্রাণে এক পল, অর্থাৎ মোটামুটি ছয় বার শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে যে সময় অতীত হয়, তাহারি নাম একপল। এইরূপ ষাইট-পলে এক দণ্ড ইত্যাদি। আর ত্রুটি প্রভৃতি ভাগ অমূর্ত্ত। যথা--

"প্রাণাদি কথিতো মূর্ত্তস্ত্রট্যাদ্যোঽমূর্ত্তসংজ্ঞকঃ"।

দেখ আড়াই দণ্ডে ঘণ্টা, আড়াই পলে মিনিট সুতরাং চব্বিশ সেকেণ্ডে হলো এক পল, আর ছয় প্রাণে এক পল সুতরাং চারি সেকেণ্ডে এক প্রাণ হ'চ্ছে। এ পরিমাণ প্রত্যক্ষের বিষয় হ'লো। কিন্তু এক ত্রুটি সেকেণ্ডের তেত্রিশ হাজার সাড়ে সাত শত ভাগের এক ভাগ; কারণ এক শত ত্রুটিতে এক তৎপর, ত্রিশ তৎপরে এক নিমেষ, আঠার নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠাতে এক কলা ত্রিশ কলায় অৰ্দ্ধ ঘটিকা। এই ঘটিকা ইংরাজী ঘণ্টা নয় ইহার ত্রিশ ঘটিকাতে এক দিন। এখন ভাবিয়া দেখ, এইরূপ সময়ের ভাগ কি অনুভব করা যায়? কখনই না। ওরূপ হিসাব কেবল কাগজে কলমে কসা যেতে পারে মাত্র।

শিষ্য। যেমন আশী তিলে এক কড়া?

আচার্য্য। হাঁ, তা'রও যেমন লৌকিক প্রয়োজন নাই, তেমনি, বিপলের চেয়ে সূক্ষ্ম পরিমাণও বিড়ম্বনা। কেন না আড়াই বিপলে এক সেকেণ্ড।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচন।

গ্রহ-সংবাদ—বর্ত্তমান সময়ে প্রভাতের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে যে উজ্জ্বল রক্তাভ গ্রহটি দেখা যায়, সেটি মঙ্গলগ্রহ। এই গ্রহটি বহুদিন শেষ রাত্রেই দেখা যাইবে। তবে উত্তরোত্তর অধিক রাত্রে উদিত হইবেক। শেষে আগামী বর্ষের কার্ত্তিক প্রভৃতি মাসে সন্ধ্যার সময়েই পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া অর্দ্ধরাত্রে মস্তকোপরি দৃষ্ট হইবেক। আগামী মাঘ মাসের দশই রাত্রি চারিটার পর চন্দ্র ইহার সন্নিহিত হইবেন। আগামী ২২এ মাঘ সন্ধ্যার পর চন্দ্র শনৈশ্চরের উপর দিয়া গমন করিবেন। দৃশ্যটি বড়ই নয়নপ্রীতিকর আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সকলেই দর্শনের চেষ্টা করিবেন। বৃহস্পতিও এখন প্রভাত তারা। ইনি মঙ্গলের অগ্রে উদিত হন। শনৈশ্চর এখন সন্ধ্যায় উদিত হন।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিম্নলিখিত দ্রব্য ও পুস্তকগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। ক্রমে ক্রমে এই গুলির সম্বন্ধে যথাশক্তি আমাদেব মন্তব্য প্রকাশ করিব।

ক্রিয়োজণ্টো (Creozonto)—ডাক্তার এস, সি, ঘোষ এণ্ড কোম্পানির দ্বারা ৫২।২ নম্বর সাঁখারীটোলা লেন হইতে প্রচারিত। ইহা দন্তরোগ প্রতিষেধক দন্তমঞ্জন। মূল্য প্রতি কৌটা চারি আনা। আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া প্রীত হইয়াছি। ইহা দন্তরোগে উপকারী বটে।

২। **পি, এম, বাকচীর**—ব্লু-ব্ল্যাক কালী আমরা উপহার পাইয়াছি। ইহা আজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশী কালী বলিয়া সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।

৩। **সুশীল মালতী**।—শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল জৈনী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ১২৫ নং পুরাতন চিনাবাজারে পাওয়া যায়। ইহার এক কৌটা আমরা উপহার পাইয়াছি। ইহা ব্রণ, মেছেতার দাগ ও মুখওষ্ঠ ফাটায় উপকারী। বেশ সুগন্ধ। ব্যবহারের অবসর ঘটে নাই।

১। Lectures on Hindu Philosophy. Part I.—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবৃত হিন্দুদর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বক্তৃতার ইংরাজী অনুবাদ। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত। ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত।

২। **বঙ্গের কবিতা**। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব মহাশয় কর্ত্তৃক সাহিত্য সভায় আলোচিত প্রবন্ধ। সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বস্বীকৃত পত্রিকার পর নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলিও পাইতেছি। ৬৪। ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। ৬৫। মেদিনীপুর হিতৈষী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ সম্পাদিত।

পি, এম, বাকচীর ডাইরেক্টরী। বাঙ্গালায় যতগুলি ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে ইহার মত কোন খানিই হয় নাই। ইহার মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি ভাল, আকারও বৃহৎ। আকারের তুলনায় মূল্য অতি অল্পই বলিতে হইবে। এই ডাইরেক্টরীতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। জ্যোতিষবচনার্থ অংশের আরও কিছু বৃদ্ধি করিলে ভাল হয়। যেমন, প্রথমতঃ কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রাচীন লগ্ন মান নির্ণয়পূর্ব্বক কিরূপে তাৎকালিক অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান নির্ণয় করিতে হয় ইত্যাদি। আর বোধ হয় প্রতিবর্ষে পঞ্জিকার শেষে, পাশ্চাত্য মতে, রব্যাদি গ্রহগণের দৈনিক, সরলোত্থান, অক্ষ, বিক্ষেপ, গ্রহস্পষ্ট ও নাক্ষত্র-কাল সংযোজিত হইলে এখানি তন্মতাবলম্বী গণেরও আদরণীয় হইতে পারে। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কামনা করি।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা।—পূর্ব্বভাগ শ্রীযুক্ত দুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত। খাগড়া পোষ্ট আফিসের অধীন মুর্শিদাবাদ

কণিকা প্রেসে পাওয়া যায়। যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলে, বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্য হইতে পারে ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে—

"বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধি
পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।"

ইহা পড়িয়াছি কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে কখনও যত্ন করি নাই। গৃহস্থের প্রবন্ধ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ও শ্রীমার্কণ্ডেয়-পুরাণের অনুবাদক মহাশয় গত শ্রাবণ মাস হইতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন, তিনি দুর্গেশনাথ বাবুর ব্যবস্থামত তাঁহার পুস্তকের নিয়মানুগত হইয়া এক্ষণে সুস্থ হইয়াছেন। সুতরাং আমরা এই গ্রন্থের উপকারিতা যথেষ্টই অনুভব করিয়াছি। গৃহস্থ যে কয়েক মাস যথা সময়ে প্রকাশিত হয় নাই, তত্ত্বাবধায়কের পীড়াই তাহার অন্যতম কারণ। আমরা এই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। আশা করি আমাদের প্রত্যেক পাঠকই এই পুস্তকের এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া, তদনুসারে চলিতে যত্ন করিবেন। তাহাতে অনেক অর্থব্যয় হইতে অব্যাহতি পাইবেন সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান্ আর্ট স্কুলে নূতন শ্রেণী।—ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ অল্পবয়স্ক নিরক্ষর ছাত্রগণের জন্য শিল্পের সঙ্গে যথা সম্ভব ইংরাজী বাঙ্গালা ও গণিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। শিল্পশ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত এইজন্য স্বতন্ত্র বেতন দিতে হইবে না। বিশেষ বিবরণ বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে।

দেব-মাহাত্ম্য।—হিতবাদীর এক জন সংবাদদাতা যশোহরের অন্তর্গত কালিয়া হইতে লিখিয়াছেন—গ্রামের মধ্যে "চন্দ্র-দ" নামে একটা বিল আছে। বৎসরের সকল ঋতুতেই এই বিল জলপূর্ণ থাকে। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত গ্রামের একজন বৃদ্ধ স্বপ্ন দেখে যে, ৺কালীমাতা যেন উক্ত বিলের মধ্যস্থলে জলের উপরে বসিয়া বলিতেছেন—যে কোন রোগী হউক না কেন, যদি কেহ আমার উপর আন্তরিক বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিয়া মঙ্গলবার কিম্বা শনিবার এই বিলে স্নান করে, তাহা হইলে নিশ্চয় সে নিরাময় হইবে। পরদিন প্রভাতে এই বৃদ্ধ স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া, প্রতিবেশীদিগের সাহায্যে উক্ত বিলে স্নান করে। স্নান করিবামাত্র বৃদ্ধের সর্ব্বরোগ দূর হইয়া গেল—সে সুস্থ শরীরে বাটী ফিরিয়া আসিল। এই সংবাদ অতি সত্বরেই চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতি সপ্তাহে দলে দলে রোগী আসিয়া বিলে স্নান করিয়া নিরাময় হইতে লাগিল। এখন ব্যাপারটা এমন গুরুতর হইয়াছে যে, প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শনিবার ১০।১২ হাজার যাত্রী উক্ত বিলে সমাগত হইতেছে এবং বিলের চারিদিকে নানা রকমের দোকান বসিয়াছে। আরও একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিন্দু যাত্রীদিগের সহিত সহস্র সহস্র মুসলমান যাত্রীও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বিলে স্নান করিতে আসিতেছে। হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে।

সিংহলে সেতু।—সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র সিংহলে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় সাগরের অনুরোধে লক্ষ্মণ সে সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর আর সেতু বাঁধিতে কাহারও সাধ্য হয় নাই। এখন শুনিতেছি, রেলের দায়ে ভারতের সহিত সিংহল জুড়িয়া দিবার সংকল্পে পামবান পাশের ভিতর দিয়া একটা সেতু বাঁধিবার সংকল্প হইয়াছে, সংকল্প বলিই বা কেন, স্থির হইয়াছে।—(বঙ্গবাসী)

পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃকলত্রাদি কৃতেন চ ।
তুষ্টোঽসকৃৎ তথা দৈন্যমশ্রুধৌতাননো গতঃ ॥ ২৬ ॥
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতা তাত সঙ্কটে ।
জ্ঞানমেতন্ময়া প্রাপ্তং মোক্ষসম্প্রাপ্তিকারকম্ ॥ ২৭ ॥
বিজ্ঞাতে যত্র সর্ব্বোঽয়মৃগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতঃ ।
ক্রিয়াকলাপো বিগুণো ন সম্যক্ প্রতিভাতি মে ॥ ২৮ ॥
তস্মাদুৎপন্নবোধস্য বেদৈঃ কিং মে প্রয়োজনম্* ।
গুরুবিজ্ঞানতৃপ্তস্য নিরীহস্য সদাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

পিতা মাতা বন্ধু আর কলত্র হইতে,
বহুজন্মে সুখী হ'য়েছিনু অবনিতে,
কোন কোন জন্মে কিন্তু তা'দেরই কারণ
দৈন্য হেতু করিয়াছি অশ্রু-বিসর্জ্জন । ২৬ ॥
পিতা গো, সংসার-চক্র সঙ্কটেতে ভরা,
ঘুরিতেছি নিরন্তর তাহে সবে মোরা ।
ঘুরিতে ঘুরিতে মোর ঘুচেছে সংশয়
মোক্ষের প্রাপক জ্ঞান পেয়েছি নিশ্চয় । ২৭
যেই জ্ঞানযোগে মনে জেনেছি নিশ্চয়,
মোক্ষদানে বেদের সামর্থ নাহি হয় ।
বুঝিয়াছি ক্রিয়াকর্ম্ম বৈদিক যে সব
মোক্ষপ্রদ নহে, লাভ হয় ত বিভব । ২৮ ॥

* বেদের শিক্ষা, বেদোক্ত ক্রিয়াদির দ্বারা স্বর্গসুখলাভ, কিন্তু এই স্বর্গসুখ চিরস্থায়ী নহে । ভোগে ইহার ক্ষয় হয় । তাই ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়েছেন—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥

বেদত্রয়ে কর্ম্মকথা আছে অগণন,
সেই সব কর্ম্ম যাঁ'রা করেন সাধন,
কর্ম্মশেষে সোমরস করি' তাঁ'রা পান,
নিষ্পাপ হইয়া সবে স্বর্গ-লোকে যান ।
ইন্দ্রলোকে দেবভোগ্য ভোগ ভোগ করি'
ভোগ-অন্তে পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ পরিহরি'
মর্ত্ত্যলোকে পুনঃ করে জনম গ্রহণ,
কামনার বশে ঘটে গমনাগমন ।

তবে কি বৈদিক ক্রিয়াদি করিতে হইবে না ? করিবার প্রয়োজন আছে বৈ কি । নহিলে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ উহা জগতে প্রচারিত করিতেন না । এমন কি, ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ ।
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ম্ ॥

মানব স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মসাহচর্য্যে তপঃদ্বারা হরিতোষণের ফলে, বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয়ের অধিকারী হয় । সেই সাধনচতুষ্টয়—বৈরাগ্য, বিবেক, ষট্‌সম্পত্তি (শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান) এবং মুমুক্ষুতা । সকল জীবের অবস্থা সমান নহে । জীবের অবস্থানুযায়ী অধিকার । সুতরাং অধিকারী ভেদে অনেকের পক্ষেই ঐ ক্রিয়াদির প্রয়োজন আছে । তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥"

ষট্প্রকারক্রিয়া-দুঃখ-সুখ-হর্ষরসৈশ্চ যৎ।
গুণৈশ্চ বর্জ্জিতং ব্রহ্ম তৎ প্রাপ্স্যামি পরং পদম্ ॥ ৩০ ॥
রসহর্ষভয়োদ্বেগক্রোধামর্ষজ বাগুরা।
বিজ্ঞাতা নৃমৃগগ্রাহিসজ্ঞপাশশতাকুলা ॥ ৩১ ॥
তস্মাদ্ যাস্যাম্যহং তাত ত্যক্ত্বেমাং দুঃখসন্ততিম্।
ত্রয়ীধর্ম্মমধর্ম্মাঢ্যং কিংপাপফলসন্নিভম্ ॥ ৩২ ॥

পক্ষিণ উচুঃ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হর্ষবিস্ময়গদ্গদম্।
পিতা প্রাহ মহাভাগঃ স্বসুতং হৃষ্টমানসঃ ॥ ৩৩ ॥

বৈদিক ধর্ম্মেতে মোর আর কাজ নাই
সদাত্ম নিশ্চেষ্ট আমি সুতৃপ্ত সদাই।
ষট্ প্রকার ক্রিয়া, সুখ, দুঃখ, হর্ষ আর,
রসগুণ-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মপদ সার,
পাইব নিশ্চয় আমি নাহিক সংশয়,
উদ্বেগ, অমর্ষ আর জরা, ক্রোধ, ভয়,
এ সকলে আকুল না হ'ব আমি আর,
নিশ্চয় পাইব আমি ব্রহ্মপদ সার। ২৯-৩২ ॥
পক্ষিগণ বলে মুনি করহ শ্রবণ,
সুমতির মুখে শুনি এ হেন বচন;
আহ্লাদ হইল অতি পিতার তাঁহার,
হইলা গদ্গদ হয়ে বিস্ময়েতে আর ৩৩ ॥

চারিদিক ভেসে যায় যবে বরষার জলে,
ক্ষুদ্র জলাশয়ে যথা নাহি থাকে প্রয়োজন।
ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লভি' ব্রাহ্মণত্ব লাভ হ'লে,
প্রয়োজন আর বেদে, তাঁ'র না থাকে তখন।

সেই জন্যই উপরে বলিলেন "তস্মাদুৎপন্নবোধস্য বেদৈঃ কিং মে প্রয়োজনম্।" কিন্তু উৎপন্নবোধ না হইলে, তাহার পক্ষে বেদমার্গবিহিত ক্রিয়াকর্ম্ম ত্যাগ-যোগ্য নহে। যথা শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"প্রকৃতেগু'ণসংমূঢ়া সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদোমন্দান্ কৃৎস্নবিন্নবিচালয়েৎ।"

প্রকৃতির বশে যা'রা সত্ত্বাদি গুণেতে রত
মোহবশে গুণকর্ম্মে রত রহে অনুক্ষণ
জ্ঞানহীন যা'রা সবে রত অসতে সতত
জ্ঞানী কভু তা' সবারে না ক'বে জ্ঞান-কথন।

যাহার যাদৃশ অধিকার তাহার তাদৃশ কার্য্যই করা কর্ত্তব্য। যেমন শিশুর আলোকের প্রয়োজন হইলে, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে আলো জ্বালিবার ভার না দিয়া, নিজে তৎকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক আলোকটি এমন স্থানে রাখেন, যেন শিশু তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে। তেমনি নিম্নাধিকারীকে, সাবধানে উচ্চাধিকারের উপযোগী করিয়া লইতে হইবেক।

পিতোবাচ।

কিমেতদ্বদসে বৎস কুতস্তে জ্ঞানসম্ভবঃ।
কেন তে জড়তা পূর্ব্বমিদানীঞ্চ প্রবুদ্ধতা॥ ৩৪॥
কিম্নু শাপবিকারোঽয়ং মুনিদেবকৃতস্তব।
যত্তে জ্ঞানং তিরোভূতমাবির্ভাবমুপাগতম্॥ ৩৫॥

পুত্র উবাচ।

শৃণু তাত যথাবৃত্তং মমেদং সুখদুঃখদম্।
যশ্চাহমাসমন্যস্মিঞ্জন্মন্যস্মাৎ পরন্তু যৎ॥ ৩৬॥
অহমাসম্পুরা বিপ্রো ন্যস্তাত্মা পরমাত্মনি।
আত্মবিদ্যাবিচারেষু পরাং নিষ্ঠামুপাগতঃ॥ ৩৭॥
সততং যোগযুক্তস্য সততাভ্যাসসঙ্গমাৎ।
সৎসংযোগাৎ স্বস্বভাবাদ্বিচারবিধিশোধনাৎ॥ ৩৮।
তস্মিন্নেব পরাপ্রীতির্মমাসীদ্ যুঞ্জতঃ সদা।
আচার্য্যতাঞ্চ সংপ্রাপ্তঃ শিষ্যসন্দেহহৃত্তম॥ ৩৯॥
ততঃ কালেন মহতা ঐকান্তিকমুপাগতঃ।
অজ্ঞানাকৃষ্টসদ্ভাবো বিপন্নশ্চ প্রমাদতঃ॥ ৪০॥
উৎক্রান্তিকালাদারভ্য স্মৃতিলোপো ন মেঽবভৎ।
যাবদব্দং গতশ্চৈব জন্মনাং স্মৃতিমাগতম্॥ ৪১॥

বলিলেন পুত্রে "বৎস? করহ শ্রবণ,
কিরূপে? কোথায় জ্ঞান লভিলে এমন?
জড়ভাব ছিল, বৎস, আগেতে তোমার,
কিরূপে প্রবুদ্ধ হ'লে? বল তত্ত্ব তা'র! ৩৪॥
কিরূপে আসিল ফিরে তিরোভূত জ্ঞান?
শাপবশে জন্ম কি লভিলে, মতিমান?
যা কিছু ঘটিয়াছিল করহ বর্ণন,
কৌতূহল জন্মিয়াছে করিতে শ্রবণ। ৩৫॥
পুত্র বলে, শুন, পিতা, করিব বর্ণন,
জন্মান্তরে যে ঘটনা হৈল সংঘটন। ৩৬॥
ছিলাম ব্রাহ্মণ আমি আত্মতত্ত্বরত,
থাকিতাম যোগযুক্ত হইয়া সতত। ৩৭॥
যোগ-ফলে, সাধুতার হইল অভ্যাস
সৎসংযোগে থাকিতে হইত সদা আশ,
আত্মতত্ত্ব-বিচার, বিধির বিশোধন,
স্ব-ভাবে স্থাপিত মোরে করিল তখন। ৩৮॥
সকলের প্রতি আমি হৈনু প্রীতিমান,
পাইনু আচার্য্য-পদ শিষ্য ভক্তিমান।
যোগবলে, সবার সন্দেহ করি' নাশ
দিতাম তা'দের প্রাণে সতত উল্লাস। ৩৯॥
এইরূপে কিছুকাল হইলে অতীত
ঐকান্তিক-ভাব মনে হইল উদিত।
কিন্তু পুনঃ হ'লো মনে অজ্ঞান উদয়
বিপন্ন করিল বড় মোরে সে সময়। ৪০॥
তাহাতেও স্মৃতিলোপ হইল না আর
মরণের পরে স্মৃতি রয়েছে আমার।
যে যোগের ফলে আমি হৈনু জাতিস্মর
সে সাধন-পথ না ভুলিব অতঃপর। ৪১॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব সোঽহং তাত জিতেন্দ্রিয়ঃ।
যতিষ্যামি তথা কর্ত্তুং ন ভবিষ্যে যথা পুনঃ ॥ ৪২ ॥
জ্ঞানদানফলং হ্যেতদ্ যজ্জাতিস্মরণং* মমঃ।
নহ্যেতৎ প্রাপ্যতে তাত ত্রয়ীধর্ম্মাশ্রিতৈর্নরৈঃ ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসফলে আমি জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে,
করিব সাধন পুনঃ একান্তে থাকিয়ে।
জ্ঞানদান ফলে হইয়াছি জাতিস্মর
পূর্ব্ব জন্ম-কথা হৃদে জাগে নিরন্তর।
বেদমার্গে কর্ম্ম-পথ করিলে আশ্রয়,
কোনোকালে জাতিস্মর* কেহ নাহি হয়। ৪৩॥

* পাতঞ্জল যোগসূত্রে লিখিত আছে "অপরিগ্রহপ্রতিষ্ঠায়াং জন্মকথন্তাসংবোধঃ।" যোগী যখন অপরিগ্রহবিষয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতি লব্ধ হয়। এখানে পূর্ব্বজন্মজ্ঞান কথারই প্রয়োজন এজন্য পূর্ব্বজন্ম বলিলাম। সূত্রের অর্থ—"অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান জন্ম জ্ঞান জন্মকথন্তা-শব্দের অর্থ জন্মের কিংপ্রকারতা। তৎসম্বন্ধে সম্যক বোধ অর্থাৎ (১) কি ছিলাম? (২) কে ছিলাম? (অতীত)—(১) এ দেহ কি? (২) ইহা এমন কেন? (বর্ত্তমান)—এবং (১) ইহার পর কি হইব? (২) কি রূপে তদবস্থা লব্ধ হইবে? (ভবিষ্য) এই তত্ত্বষট্‌কের স্বরূপ বোধ হয়।

অপরিগ্রহ অর্থে ভোগবিষয়ে অত্যন্ত বিরক্তিবশতঃ বাহ্যবস্তুর প্রতি অনুরাগাভাব। ইন্দ্রিয়সাহায্যে বস্তু সম্বন্ধে আসক্তির অভাব। এই অপরিগ্রহাবস্থা দৃঢ় হইলেই পূর্ব্বাপরান্তরজন্মস্মৃতি লব্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপ জাতিস্মরত্বের কথা যে শুধু আমাদের শাস্ত্রেই আছে এমন নয়, অন্যান্য দেশীয় শাস্ত্রেও দেখা যায়। শ্রীভগবান যে বলিয়াছেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।"

বহুজন্ম কেটে গেছে তোমার—আমার—হায়,
তুমি নাহি জান কিছু জানি আমি সমুদায়।

অথবা বাইবেলে সেণ্ট জনের অষ্টম অধ্যায়ে যে লিখিত আছে—

"Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came and whither I go; but you cannot tell, whence I came and whither I go."

যিশু বলিলেন, "আমি আমার কথা সকলি জানি, এবং আমার সেই জ্ঞান সত্য; কারণ আমি জানি, কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় যাইব, কিন্তু তোমরা কেহই সে তত্ত্ব জান না।"

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীভগবান্; এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের খ্রীষ্টও ঈশ্বরের পুত্র সুতরাং তাঁহাদের পূর্ব্বাপর সমুদায় জানা অসম্ভব নয়।"

কিন্তু আমরা কে? আমরাও কি সেই সর্ব্বশক্তিমান হইতে উৎপন্ন নই?—কঠ বলিতেছেন—

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।"

বায়ু যেমন এই ভুবন-মধ্যে প্রতি ঘটে ঘটে তদাকারকারিত হইয়া আছেন, সেইরূপ সেই এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ঘটে ঘটে অন্তরে বাহিরে নিয়ত রহিয়াছেন।

তবে সকল ঘটে সেই সর্ব্বশক্তিমানের সকল শক্তির স্ফূর্ত্তি নাই কেন?—**আবরণ।** একটি প্রদীপ জ্বালিয়া, তাহার উপর যদি স্বচ্ছ শুভ্র কাচের আবরণ দেওয়া যায়, তবে আলোক পূর্ণরূপে

সোঽহম্পূর্ব্বাশ্রমাদেব নিষ্ঠাধর্ম্মমুপাশ্রিতঃ।
একান্তিত্বমুপাগম্য যতিষ্যাম্যাত্মমোক্ষণে ॥ ৪৪ ॥
তদ্ব্রূহি ত্বং মহাভাগ যত্তে সাংশয়িকং হৃদি।
এতাবতাপি তে প্রীতিমুৎপাদ্যানৃণ্যমাপ্নুয়াম্ ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বজন্মে দেহ-ধর্ম্ম করিয়া আশ্রয়,
ঐকান্তিক হ'য়েছিনু ; আজি এ সময়,
পুনঃ সেই নিষ্ঠাধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া
করিব সাধন আমি. একাগ্র হইয়া।
যাহে আত্ম-মোক্ষলাভ পারি করিবারে
করিব সেরূপ. আমি কহিনু তোমারে। ৪৪ ॥
শুন, তাত, মহাভাগ, বচন আমার,
জিজ্ঞাস' সংশয় যেবা হৃদয়ে তোমার।
যোগবলে সে সকল করিয়া মোচন
অঋণী হইব, প্রীতি করি' উৎপাদন।" ৪৫ ॥

পরিষ্কারভাবেই পাওয়া যায়, উত্তাপও মিলে। পীতবর্ণের আবরণে অপেক্ষাকৃত অল্প আলোক ও উত্তাপ পাওয়া যায়। রক্তবর্ণ আবরণে আলোক অতি অল্প পাওয়া যায়, কিন্তু উত্তাপ পাওয়া যায়। নীলবর্ণের আবরণে আলোক অতি সামান্য ও উত্তাপ একেবারে পাওয়া যায় না বলিলেও চলে। যদি স্বচ্ছের পরিবর্ত্তে একেবারে অস্বচ্ছ আবরণ দেওয়া যায়, তবে আলোক ও উত্তাপ কিছুই পাওয়া যায় না। আমাদের পক্ষেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদেরও কতকগুলি আবরণ আছে—

পঞ্চদশী গ্রন্থে লিখিত আছে—

"দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা ॥"

দেহ-(অন্নময় কোশ)-মধ্যে প্রাণময় কোশ, তদভ্যন্তরে মনোময় কোশ, তদভ্যন্তরে কর্ত্তা (বিজ্ঞানময় কোশ) তদভ্যন্তরে ভোক্তা (আনন্দময় কোশ)। এই পঞ্চকোশ বা আবরণপঞ্চকে "গুহা" বলা যায়।

এই পঞ্চকোশ পরস্পর অনুস্যূতভাবে বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে অনুস্যূতভাবে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া, তিনি "গুহাহিত" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পঞ্চকোশের মধ্যে অন্নময় কোশ পিতৃবীর্য্যসম্ভূত ও অন্নপানাদিদ্বারা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া মরণ সময়েই নষ্ট হয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান নামক পঞ্চপ্রাণাত্মক প্রাণময় কোশ ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক। ইহাও জড়। তদন্তরস্থিত মনোময় কোশ, অহং-মমতাদি জ্ঞানের হেতুভূত মন-দ্বারা গঠিত। এই আবরণটি, কাম, ক্রোধাদির দ্বারা মলিনত্ব প্রাপ্ত হইলে, ইহার ক্রিয়াশক্তির অল্পতা ঘটিয়া থাকে। বাসনা-ত্যাগেই মনের চঞ্চলতা দূর হয়, তখন চিত্ত একতান হয় অর্থাৎ এক বিষয়ে বহুক্ষণ মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা হয়। ঐ অবস্থা ইচ্ছাশক্তির জননী। তাই পতঞ্জলি, উক্ত সূত্রটিতে অপরিগ্রহে দৃঢ়প্রতিষ্ঠার দ্বারা "পূর্ব্বাপরান্তরজন্মস্মৃতি লব্ধ হয়" এই কথা বলিয়াছেন। বুদ্ধি চৈতন্য-প্রতিবিম্ব-বিশিষ্ট। ইহা সুষুপ্তিতে লীন ও জাগ্রৎ অবস্থায় প্রবুদ্ধ হইয়া মানবের আনখাগ্র সমুদায় দেহে বর্ত্তমান থাকে : উহাই বিজ্ঞানময় কোশ। আর—

"কাচিদন্তর্মুখা বৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে।
কাদাচিৎকত্বতো নাম্না সাদানন্দময়োঽপরঃ ॥

অন্তর্মুখী বৃত্তি-বিশেষ পুণ্যভোগকালে আনন্দপ্রতিবিম্বভাক্ হয় এবং ভোগাবসানে প্রকৃতিতে লীন হয়। তাহাই আনন্দময় কোশ।

সাধনার দ্বারা এই সমস্ত কোশকে মালিন্য-মুক্ত করিতে পারিলেই, নির্ম্মলতার তারতম্যানুসারে তাহার অভ্যন্তরস্থিত পরম পদার্থের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শক্তির অল্পাধিক স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। মলিনতার আধিক্যে ঐ সমুদায় শক্তির একান্ত অভাব হওয়াও অসম্ভব নহে। স্মৃতির কথাই ধরি না কেন ? নির্ম্মলতার ফলে

পক্ষিণ ঊচুঃ।

পিতা প্রাহ ততঃ পুত্রং শ্রদ্দধত্তস্য তদ্বচঃ।
ভবতা যদ্বয়ং পৃষ্ঠাঃ সংসারগ্রহণাশ্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

পুত্র উবাচঃ।

শৃণু তাত যথাতত্ত্বমনুভূতং ময়াঽসকৃৎ।
সংসারচক্রমজরং স্থিতির্যস্য ন বিদ্যতে ॥ ৪৭ ॥
সোঽহং বদামি তে সর্ব্বং তবৈবানুজ্ঞয়া পিতঃ।
উৎক্রান্তিকালাদারভ্য যথা নান্যো বদিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
উষ্মাপ্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ।
ভিনত্তি মর্ম্মস্থানানি দীপ্যমানে নিরিন্ধনঃ ॥ ৪৯ ॥
উদানোনাম* পবনস্ততশ্চোর্দ্ধং প্রবর্ত্ততে।
ভুক্তানামম্বুভক্ষ্যাণামধোগতিনিরোধকৃৎ ॥ ৫০ ॥

পক্ষিগণ বলে—"মুনি, করহ শ্রবণ,
পিতা তাঁ'র শুনি' তবে এ সব বচন।
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে অতি জিজ্ঞাসিল তাঁ'রে
সেই কথা,—যাহা জিজ্ঞাসিলে মো'সবারে—
জীবের যেরূপে হয় জনম মরণ,
সেই কথা বিস্তারিয়া করিতে বর্ণন। ৪৬ ॥
পুত্র বলিলেন—"পিতা করহ শ্রবণ,
ভুঞ্জিয়াছি বারম্বার আপনি যখন ;
সে সকল আছে গাঁথা হৃদয়ে আমার
বলিতেছি যথাযথ নিকটে তোমার।
এই যে সংসার-চক্র—নাহি জরা যা'র,
প্রকাশিত সমরূপে সম্মুখে সবার,
স্থিতি নাই ইহার জানিও সুনিশ্চয়
যেমন ভোজের বাজী সত্যবোধ হয়। ৪৭ ॥
তোমার আজ্ঞায় আমি বলিব সকল,
জন্ম-মৃত্যু-আদি, যথা ঘটে, অবিকল।
অন্য কেহ এই তত্ত্ব নারিবে বলিতে,
ভুঞ্জিয়াছি বহু বার, আছে গাঁথা চিতে। ৪৮
দেহ মাঝে আঝে উষ্মা—পিত্ত নাম যা'র,
বায়ুর তাড়নে হয় প্রকোপ তাহার।
কাষ্ঠ-বিনা যে অনল বায়ুবলে জ্বলে,
মর্ম্মস্থান দগ্ধ হয় সেই ত অনলে। ৪৯
উদান * নামেতে বায়ু গতি ঊর্দ্ধে যা'র
দেহ মাঝে গতি আছে সতত তাহার।
জলীয় আহার্য্য যত সদা অধে ধায়,
তাহাদের গতি রুদ্ধ হয় সেই বায়।
অধোগতি রুদ্ধ হ'লে প্রাণ হয় নাশ
এই গূঢ় তত্ত্ব, পিতা, কহি তব পাশ। ৫০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি লব্ধ হয়, আর নির্ম্মলতার অভাবে বর্ত্তমান জন্মের প্রথমাংশের কথাও স্মরণ থাকে না, প্রথমাংশের কথাই বা বলি কেন ; তেমন তেমন মলিনতার ফলে অত্যল্পকাল পূর্ব্বের কথাও মনে থাকে না। জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানদান দ্বারাও মনের মালিন্য দূর হইয়া থাকে। এই জন্য এখানে "জ্ঞানদান ফলং হ্যেতদ্" বলা হইয়াছে।

* শরীরস্থ বায়ু পঞ্চের একটি। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই বায়ু-পঞ্চ শরীরের ধারক। এ বিষয়ে প্রমাণ বাক্য এই—

"প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ।"

ততো যেনাম্বুদানাদি কৃতান্যন্নরসাস্তথা।
দত্তাঃ স তস্য আহ্লাদমাপদি প্রতিপদ্যতে ॥ ৫১ ॥
অন্নানি যেন দত্তানি শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা।
সোঽপি তৃপ্তিমবাপ্নোতি বিনাপ্যন্নেন বৈ তদা ॥ ৫২ ॥
যেনানৃতানি নোক্তানি প্রীতিভেদঃ কৃতো ন চ।
আস্তিকঃ শ্রদ্ধধানশ্চ স সুখং মৃত্যুমৃচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥

জল কিম্বা অন্নরস যেবা করে দান,
মরণেতে সুখ তা'র, বিধির বিধান। ৫১ ॥
শ্রদ্ধায়, পবিত্র মনে অন্ন দিল যেই
বিনা অন্নে তৃপ্ত রবে, মৃত্যু-পরে সেই। ৫২ ॥

মিথ্যাবাক্য কভু নাহি বলে যেই জন,
প্রীতিভেদ, যেবা, নাহি ঘটায় কখন,
শাস্ত্রতত্ত্বে শ্রদ্ধাযুক্ত আস্তিক যে জন,
সুখে মৃত্যু লভে সেই শাস্ত্রের বচন। ৫৩ ॥

শরীর মধ্যে ইহাদের নিয়ত অবস্থান স্থান—

"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ।"

অর্থাৎ হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান এবং ব্যান বায়ু সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত। এক্ষণে ইহাদের কার্য্য কথিত হইতেছে—

"অন্ন প্রবেশনং মূত্রাদ্যুৎসর্গোঽন্ন বিপাচনম্।
ভাষণাদি নিমেষাদি তদ্ব্যাপারাঃ ক্রমাদমী।"

অর্থাৎ এই পঞ্চপ্রাণের কার্য্য যথাক্রমে (১) অন্ন-প্রবেশন, (২) মূত্রাদির ত্যাগ, (৩) অন্ন পরিপাক, (৪) ভাষণাদি এবং (৫) নিমেষাদি। এক্ষণে ইহাদের স্বরূপ ও কার্য্যাদি ভাবপ্রকাশ হইতে প্রদত্ত হইতেছে—

প্রাণ—"যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্।
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্।

প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয়ে। এই বায়ু মুখের পথে অন্নের প্রবেশকার্য্য সম্পন্ন করে। ইহা পঞ্চপ্রাণের অবলম্বন। কুপিত হইলে ইহাদ্বারা হিক্কাশ্বাসাদি পীড়া হয়।

অপান—"পক্বাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্।
সমীরণঃ শকৃন্মূত্রশুক্রগর্ভার্ত্তবানধঃ।
ক্রুদ্ধশ্চ কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্।
শুক্রদোষপ্রমেহশ্চ ব্যানাপান প্রকোপজান্।"

অপানবায়ু পক্বাশয়ে অবস্থানপূর্ব্বক পুরীষ, মূত্র, শুক্র গর্ভ, ও আর্ত্তবের অধোনিঃসরণকার্য্য সম্পন্ন করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্যদেশজ রোগ উৎপন্ন করে। ব্যান ও অপান যুগপৎ কুপিত হইলে শুক্রদোষ ও প্রমেহের উৎপত্তি করিয়া থাকে।

দেবব্রাহ্মণপূজায়াং যে রতানোঽনসূয়বঃ।
শুক্লা বদান্যা হ্রীমন্তস্তে নরাঃ সুখমৃত্যবঃ॥ ৫৪॥
যো ন কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ।
যথোক্তকারী সৌম্যশ্চ স সুখং মৃত্যুমৃচ্ছতি॥ ৫৫॥
অ-বারিদায়িনো দাহং ক্ষুধাঞ্চান্নমদায়িনঃ।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ কালে তস্মিন্ মৃত্যাবুপস্থিতে॥ ৫৬॥

দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি সদা আছে যা'র,
নিরন্তর পূজা করে তাঁহা সবাকার,
হৃদয়ে নাহিক যা'র অসূয়ার লেশ,
শুদ্ধচিত্ত, দানে যা'র সুখী সর্ব্বদেশ।
পাপ কাজে ঘৃণা যা'র সতত অন্তরে
সেই নর সুখেতে এ দেহ ত্যাগ করে। ৫৪॥

কাম ক্রোধ আর দ্বেষ বশে যেই জন
ধর্ম্ম ত্যজি' অধর্ম্মেতে নাহি দেয় মন,
মনে মুখে এক যা'র—যা' বলে তা' করে,
সৌম্য সেই সুখে অন্তে যায় লোকান্তরে। ৫৫॥
তৃষ্ণার্ত্তে না দেয় জল, ক্ষুধার্ত্তে ওদন,
মৃত্যু-পরে ভুঞ্জে ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বলন। ৫৬॥

সমান—"আমপক্কাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসঙ্গতঃ।
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি।
স দুষ্টো বহ্নিমান্দ্যাতিসারগুল্মান্ করোতি হি।"

সমান বায়ু আমাশয় ও পক্কাশয়ে গমন করিয়া, তত্রত্য অগ্নির সহিত অন্নের পাককার্য্য এবং অন্নজনিত রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র ধাতুর পাকক্রিয়া সম্পন্ন করে। কুপিত হইলে, অগ্নিমান্দ্য অতিসার গুল্ম প্রভৃতি জঠররোগের হেতু হয়।

উদান—"উদাননাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
তেন ভাষিতগীতাদিপ্রবৃত্তিঃ কুপিতস্তু সঃ।
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ বিদধাতি বিশেষতঃ।"

উদান নামক বায়ু, ঊর্দ্ধগত হইয়া, বাক্য ও গীতাদির প্রবর্ত্তক হয় এবং কুপিত হইয়া ঊর্দ্ধজত্রুগত-রোগসমূহ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

ব্যান—"কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি।
গত্যাপক্ষেপণোৎক্ষেপনিমেষোন্মেষণাদিকাঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্।
প্রস্যন্দনঞ্চোদ্বহনং পূরণঞ্চ বিরেচনম্।
ধারণঞ্চেতি পঞ্চৈতাশ্চেষ্টাঃ প্রোক্তা নভস্বতঃ।
ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্।
যুগপৎ কুপিতা হ্যেতে দেহং ভিন্দ্যুরসংশয়ম্।"

ব্যান বায়ু সর্ব্বদেহ ব্যাপিয়া থাকে। ইহা রসের সংবহনকারক এবং স্বেদ ও রক্তের স্রাবকার্য্য সম্পাদন করে। গতি, উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ, উন্মেষ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শরীর ক্রিয়া ইহা দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রস্যন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন, ও ধারণ এই পাঁচটি বায়ুর চেষ্টা। ব্যান কুপিত হইলে যে সমস্ত রোগ সর্ব্বদেহব্যাপী, তাহাদের উৎপত্তি করিয়া থাকে। সকল বায়ু যুগপৎ কুপিত হইলে দেহের নাশ হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সরনাথ।

INDIA PRESS, CALCUTTA.

সরনাথ।

সরনাথ বৌদ্ধদিগের একটি প্রসিদ্ধ পবিত্র তীর্থ। ভগবান বুদ্ধদেব, বুদ্ধগয়া হইতে সর্ব্বপ্রথমে এইখানে আসিয়া, ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বারাণসী হইতে গাজীপুরের দিকে যাইবার পথে এই সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা মৃগসঙ্কুল অরণ্য ছিল। মহারাজ অশোক এই স্থানে অনেকগুলি বিহার ও সুপ্রসিদ্ধ স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। সেই সকল স্থানে বৌদ্ধ শ্রমণগণ বাস করিতেন। বুদ্ধদেব যে পুষ্করিণীতে স্নান করিয়াছিলেন, তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে। সেই পুষ্করিণী বৌদ্ধগণের নিকট অতি পবিত্র। বৌদ্ধগণ এই স্থানে তীর্থপর্য্যটনব্যপদেশে আগমন করিয়া থাকেন। ইহা বারাণসী হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যে স্থানে বুদ্ধদেব প্রথম উপদেশ প্রদান করেন, তথায় একটি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে ভূমি খনন করিয়া অনেক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ বাহির হইতেছে। আমরা এই পবিত্র স্থানের একখানি চিত্র অদ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

গৃহস্থ-সম্পাদক।

কমলা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥"

অনন্ত চতুর্দ্দশী। আজ জগন্নাথপুরের জমিদার-বাটিতে যথারীতি মায়ের পূজা হইতেছে; কিন্তু জমিদার বংশের কেহই এখানে উপস্থিত নাই। রাধিকানাথ সেই যে কলিকাতায় গিয়াছেন, এই দুই মাসের মধ্যে আর তাঁহার এ বাটিতে পদার্পণ ঘটিল না। আমরা জানি, ম্যানেজারের নিকট "তহবিলে টাকা নাই" এই জবাব পাইয়া, তিনি ঋণ করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিলেন। ইহাও জানি, যে অর্থের অস্বচ্ছলতা-নিবন্ধন কাল অপরাহ্নে একাকী পদব্রজে কলিকাতার বাসা-বাটি ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু এখনও বাটিতে আসেন নাই। সুতরাং পূজা, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এ বাটির নির্দ্দিষ্ট বিধান মত সম্পন্ন হইতেছে।

পূজা সম্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ-ভোজন ও হইল। কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর নিমন্ত্রিতগণেরও ভোজন হইল। তাহার পর অপরাপর লোকে আহারে বসিল। তখন উষার আলোক পূর্ব্বাকাশে দেখা যাইতেছে। এমন সময় পুরাতন ভৃত্য হরিদাস মণ্ডল, বিশুষ্ক-বদনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

শশাঙ্ক বাবু তখন শূন্য ঠাকুর-দালানে দাঁড়াইয়া, কাঙ্গালী-ভোজন দেখিতেছিলেন, হরিদাস যে আসিতেছে, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই সে আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিবামাত্র, তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। তিনি বলিলেন "হরি যে—তুমি কল্‌কাতা থেকে এলে কখন?—তোমার বাবু কৈ? তিনি কবে আস্‌বেন?"

হরিদাস কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল "হুজুর আমি এই আস্‌চি, এখনও বাড়ীতে যাইনি। বড় বিপদ! ছোট বাবু পরশু বিকালে একা বেরিয়েছেন। তা'র পর তাঁ'র আর কোন খবর পাই নি। কাল বিকেলে বাড়ীওয়ালার লোকেরা এসে, তা'দের বাড়ী বন্ধ ক'রে গেছে। কল্‌কেতার লোকজনেরা সব যে যা'র বাসায় গেছে। রামঠাকুর কালীঘাটে গেছে। আজ রটন্তী স্নান ক'রে বাড়ী আস্‌বে ব'লেছে। আমি কি করি, বাড়ীতেই এলাম। বাবুর কোন খোঁজ করবার সুবিধা পেলাম না।" এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

শশাঙ্ক বাবু বলিলেন "তা'র আর কান্না কি? ছোট বাবু বেটা ছেলে। কোথায় কোন বাগানে মদ মেয়ে-মানুষ টানুষ নিয়ে আমোদ কর্‌চেন। আমোদ করা হ'লেই দেশে ফির্‌বেন।"

হরিদাস বলিল "না হুজুর, ছোট বাবুর ও দু'টি দোষ আজো হয় নি। আমি ত তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গেই থাকৃতুম। তাঁ'র সঙ্গিরা যখন মদ টদ খেত, তিনি উঠে নিজের শোবার ঘরে এসে, সেতার বাজিয়ে গান কর্‌তেন। রামঠাকুর তাঁ'র খাবার জিনিষ তৈয়ার ক'রে সেই ঘরে দিয়ে আস্‌তো, তিনি খেয়ে দরোজা বন্ধ ক'রে শুতেন। বৈঠকখানায় এক একদিন লঙ্কাকাণ্ড হ'তো। বানরগুলো সব মদ খেয়ে বমি ক'রে, এ ওর ঘাড়ে প'ড়ে থাকৃতো। সকাল বেলা ঝাড়ুদার এসে, সেই সব পরিষ্কার কর্‌তো। বাবু তা'রে বক্‌সিস কর্‌তেন। খরচ ছেল সেই হতভাগা-গুলোর খাওয়ার—আর থিয়েটার, সার্কাস এই সব দেখার। অনেক বার কল্‌কেতার এক বাবু তাঁ'কে মেয়ে মানুষের কথা ব'লেছিলেন, কিন্তু তিনি তা'তে কখন রাজি হ'তেন না।"

শশাঙ্ক বাবু বলিলেন "তা, তুই ভাবিস নি। তিনি ত আর কচি খোকা নন। যেখানে যান না কেন, শীগ্‌গীরই আস্‌বেন। তুই মুখ হাত ধুয়ে এসে মায়ের প্রসাদ পা। আমি তাঁ'র খোঁজ কর্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌বো এখন।"

হরিদাস বলিল "যা ভাল হয় কর্‌বেন। একবার মা গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আস্‌চি।

* * * * *

শশাঙ্ক বাবু প্রথমে চিন্তিত হন নাই। কিন্তু ঐ দিন অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে একখানি পত্র আসিল। তাহা এই—

"শ্রী শ্রী কালীপদ ভরসা।

মহাশয়,

আমি আপনার নিকট পরিচিত নই। শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ বাবুর আদেশ অনুসারে অদ্য রেজেষ্টরী ডাকে ১২০০৲ বারশত টাকার নোট পাঠাইতেছি। তিনি ঐ টাকা দেবোত্তর তহবিল হইতে ধার লইয়াছিলেন বলিলেন। উহা ঐ তহবিলে পুনরায় জমা করিবেন। তিনি এখন কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছেন। চিন্তিত হইবার কারণ নাই।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীজগচ্চন্দ্র শর্ম্মা।"

পত্র ও তন্মধ্যস্থ টাকা পাইয়া, শশাঙ্ক বাবু কিছু চিন্তিত হইলেন। কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, কালীনগরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় সবিশেষ শ্রবণপূর্ব্বক বলিলেন, "ভয়ের কোন হেতু নাই। তথাপি আমাদের এমন সময়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর্‌তে হ'বে। আপনি কলিকাতায় আপনাদের এটর্ণিকে লিখুন, যেন তিনি রাধিকা নাথের অনুসন্ধানের সুব্যবস্থা করেন। সম্ভবতঃ সে এখনও কলিকাতার কোনও স্থানেই আছে। সন্ধান পাইলে, তাহাকে বাটিতে ফিরাইয়া আনা চাই। সে যে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিষয়াসয় নষ্ট ক'রে, ইহা কখনই উচিত নয়। ট্রষ্টিগণের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া চাই। আর এক কাজ করুন, একবার প্রতাপকে গিয়া বলুন, তিনি যেন, তাঁহার কন্যাকে জগন্নাথ পুরে পাঠান। বংশের কেহ সেখানে নাই। এটা ভাল নয়। তিনি কি বলেন, আমাকে সংবাদ দিবেন।

কলিকাতায় সংবাদ পাঠান হইল। প্রত্যুত্তর আসিল। ছোটবাবুর অনুসন্ধান জন্য ডিটেক্‌টিব্ নিযুক্ত করা হইল। পনর দিন পরে সম্বাদ আসিল, তিনি ২৪এ জানুয়ারি হ্যামিল্‌টনের বাটিতে দুইশত অষ্টনব্বই ভরি খাঁটি সোনার একটি বাইট বিক্রয় করিয়া, তাহার দ্বারা এজরা সাহেবের বাড়ীভাড়া শোধ করেন। তখন তাঁহার সঙ্গে জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি ছিল। তাঁহার বাড়ী কালীঘাট বলিয়া সই করা আছে। ছোটবাবু বিক্রয়ের সময়ে লিখিয়া দিয়াছেন এই সোনা আমার নিজের, আমি জগন্নাথপুরের জমিদার, আমার নাম শ্রীরাধিকানাথ রায় চৌধুরী, পিতার নাম ৺ শ্যামানাথ রায় চৌধুরী ইত্যাদি। ঐ কাগজে সাক্ষীস্বরূপ জগচ্চন্দ্রের সই আছে। সেখান হইতে তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়াই সম্ভব। হ্যামিল্‌টনের বাটিতে উক্ত জগচ্চন্দ্রের যেরূপ আকৃতি বর্ণনা পাইলাম, তাহা ও ছোটবাবুর ফটোগ্রাফের কাপী ও অঙ্কিত বর্ণনা ছাপাইয়া ভারতবর্ষের বড় বড় সহরের থানায় ও খবরের কাগজে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছি। শীঘ্রই পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই।"

শশাঙ্ক বাবু ভাবিলেন, উহাতেও না পাওয়া গেলে আর উপায় কি?

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন "চিন্তা নাই। আমি প্রতাপের নিকট প্রতিশ্রুত আছি, তাহার পুত্রের সম্বাদ এনে দিব। সেই জন্য মাতাঠাকুরাণীকে ৺কাশীধামে পাঠিয়ে দিয়েছি। শ্যামসুন্দর ভায়াকে পুত্রের অভিভাবকরূপে বাটিতে এনে রেখেছি। ৺সরস্বতীপূজার পর আমি একবার পশ্চিমাঞ্চলে যা'ব। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এদের সংবাদ আন্‌তে পারবো সন্দেহ নাই।"

শশাঙ্কবাবু বলিলেন "শুধু সম্বাদ পেলে কি হ'বে। ছোটবাবুকে ফিরিয়ে আনা চাই।"

জ্ঞানেন্দ্র। যদি দেখা পাই। আন্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বো। না এলে কি কর্‌বো বলুন। সে ত ছেলে মানুষ নয়, যে কোলে ক'রে

আন্‌বো। এ সংসারে সকলেই স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। সেও তা'ই করবে। প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হ'লে, কর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় না। আপনি সৌদামিনীকে আনবার চেষ্টা করুন।

শশাঙ্ক। আমি ত গিয়েছিলাম, প্রতাপ বাবু বলেন, ছেলেমানুষ, আর একটু বড় হোক। আপনি একবার চেষ্টা করবেন।

জ্ঞানেন্দ্র। আচ্ছা! আমি আজ বিকালে একবার যা'ব। দেখি কি বলে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণিঃ॥

অপরাহ্ন কাল। সূর্য্যাস্তের এখনও বিলম্ব আছে। প্রতাপ স্বীয় প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট। পদতলে সৌদামিনী।

সৌদামিনী বলিলেন, "বাবা, অনুমতি করুন। জগন্নাথপুরে যাই। ভেবে দেখুন, আমার শ্বশুরের সর্ব্বস্ব পড়ে রয়েছে, চাকর বাকর বই দেখ্‌বার কেউ নেই। যদি তা'রা নষ্ট ক'রে, আমারি ত যা'বে।"

প্রতাপ বলিলেন "মা তুমি ছেলেমানুষ, একা গিয়ে, সে সংসারে কি করবে?"

"বাবা, আমি আপনার কাছে চিরদিনই ছেলেমানুষ থাক্‌বো। তা' ব'লে কি নিজের বিষয়াসয় সব ভাসিয়ে দিতে হ'বে? আমি আপনার কন্যা, আমার কি এ সামর্থ্যও নেই যে কতকগুলি চাকরদাসিকে সুশাসনে রেখে সংসারধর্ম্ম করবো। ভয় করবেন না, বাবা, মা জগদম্বার আশীর্ব্বাদে পারবো। যা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, তা'তে তাচ্ছিল্য করলে চল্‌বে না। আপনি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আস্‌বেন। আবশ্যক হ'লে, কি করা উচিত বুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু অমত করবেন না, আমায় যেতে দিন। আমার মন বড় চঞ্চল হ'য়েছে। খাওয়া দাওয়া ভাল লাগ্‌চে না।"

"আচ্ছা! ভেবে দেখি।"

"ভাবুন, আমি এখানেই ব'সে রইলাম।"

এমন সময়ে রাম আসিয়া সংবাদ দিল, "কালীনগরের মুখুর্য্যে মশাই এসেছেন।"

সৌদামিনীর মুখখানি প্রফুল্ল হইল। প্রতাপ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সৌদামিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, সৌদামিনি, কেমন আছ?"

সৌদামিনী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন "কৈ জ্যাঠামশাই, দাদার সন্ধান করতে কবে যা'বেন?

"শুধু তোমার দাদার নয় মা! তোমার দাদার আর তোমার দেবরের সন্ধান করবার জন্য, আমি শ্রীপঞ্চমীর পরই এখান থেকে বেরোবো। শীগ্‌গিরই তোমরা সন্ধান পা'বে। "ভাই প্রতাপ, আমি তোমার কাছে একটি প্রয়োজনে এলাম। সৌদামিনী আর এখন নিতান্ত বালিকা নয়। ও দিকে ব্রাধিকা নিরুদ্দেশ। এ সময় সৌদামিনীর জগন্নাথপুরে থাকাই কর্ত্তব্য। কি বল মা, তোমার কি মত?

প্রতাপ। "ওরও ওই মত। কিন্তু আমি ভাব্‌চি, ছেলে মানুষ, ও কি কর্‌বে?"

জ্ঞানেন্দ্র। যা'র কর্‌বার সেই কর্‌বে, ও ত শুধু উপলক্ষ। ও বড় বুদ্ধিমতী; নিশ্চয়ই সকল দিকে সুশৃঙ্খলা কর্‌তে পার্‌বে। দিদি আছেন, ওরে দেখবেন্ ভয় কি? আজ দিন ভাল আছে, চল দুই ভা'য়ে আমাদের রাজ-রাজেশ্বরীকে তাঁ'র সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আসি।

প্রতাপ। "নিজে যেচে দিয়ে আস্‌চো?"

জ্ঞানেন্দ্র। "কা'র কাছে যা'বে ভাই? সেখানে আর আছে কে? মায়ের মন্দির! মাকে গিয়ে স্থাপন ক'র্‌বো! আমাদের কর্ত্তব্য আমরা ক'র্‌বো। কি বল মা?"

সৌদামিনী। "আমিও এতক্ষণ বাবাকে ঐ কথাই বল্‌ছিলাম। বাবা বলেন "নিতে এলে পাঠা'ব।" কিন্তু নিতে আর আস্‌বে কে? যত দিন ছিল, অনেক বার এসেছে। এখন যদি না যাই, আমারই সব নষ্ট হ'বে?"

জ্ঞানেন্দ্র। ঠিক বলেছিস্ মা! এই ত মায়ের মত কথা। যাও মা, মাকে ব'লে, প্রস্তুত হ'য়ে এসো। চল, ভাই, চাদর নিয়ে ওঠো।"

* * * *

তাহাই হইল। জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণের গাড়ীতে করিয়া প্রতাপ, সৌদামিনীকে তাহার শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিলেন। সেই নিরানন্দ পুরীতে এবক্ষণের জন্য একটু আনন্দ-রেখা দেখা দিল। পৌরগণ, সৌদামিনীকে পাইয়া সুখী হইল। শ্যামনাথের ভগিনী একটু কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে সৌদামিনীকে গৃহে আনিলেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসিলেন। অঙ্গে কোনও আভরণ নাই। ব্রহ্মচারিণীর বেশ! সে বেশ যে দেখিল, সেই কাঁদিল। তাহার পর, সৌদামিনী যখন সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, তখন দাসদাসিগণ আনন্দে তাঁহার আদেশ পালন করিতে লাগিল।

সৌদামিনী রাত্রে ফলমূল ও দুগ্ধ বই অন্য কিছু আহার করেন না, শুনিয়া, পিসিমা অনুযোগ করিলেন। বলিলেন "মা, আমাদের এত বয়স হ'য়েছে, আমরা আজো রাত্রে দু'চারখানা লুচি না খেলে সকালে খাটুতে পারিনি তুমি এই কচি বয়সে এত কঠোর ক'র্‌লে পা'র্‌বে কেন মা?"

সৌদামিনী বলিলেন "শ্রীগুরুদেবের যেমন আদেশ, তা'ই ক'র্‌তে হ'বে। শরীর-রক্ষা হ'বে না কেন মা? আজ ত নয়, আমি যে সেই পর্য্যন্তই এইরূপ নিয়মে আছি। শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় কই একদিনও ত কোন কষ্ট হয় নি।"

পিসি। গুরুদেব যখন ব'লেছেন, তা'র ওপর আর কথা কি? আমরা পারিনে তা'ই বল্‌চি।

সৌদামিনী। আপনারা যা' করেন, তা'ই ক'র্‌বেন, তা'তে দোষ নাই। আপনার যা'তে কষ্ট না হয় তা'ই করবেন। আর দেখ্‌বেন বাড়ীর কারো যেন খাওয়া দাওয়ার কোনো কষ্ট না হয়।

পরিজনগণের ভোজনের আয়োজন প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিয়া, সন্ধ্যার পরই সৌদামিনী পূজা-গৃহ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার বন্ধ করিয়া জপে বসিলেন। জপ শেষ হইলে দেখিলেন, সম্মুখে শ্রীগুরুদেব! আজিকার ধ্যান, জপ, ক্রিয়া সকলি সফল হইল।

শ্রীগুরুদেব বলিলেন 'মা, এত দিনের

পরে কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যে এসে পড়েছো। মনে রেখো, এতগুলি লোকের পালনের ভার আজ ভগবান তোমায় দিয়েছেন।"

সৌদামিনী হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া, একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বিস্মিতভাবে স্বল্পাক্ষরে জিজ্ঞাসিলেন—"দেবর ?"

শ্রীগুরুদেব। "তা'র ভারও তোমার উপর।"

সৌদামিনী। "কোথায় সে ?"

শ্রীগুরুদেব। "শীঘ্রই পা'বে।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমূর্ত্তি মিলাইয়া গেল।

সৌদামিনী ভাবিলেন "শ্রীগুরুদেব যখন সতত আমার নিকট আছেন, তখন আর ভয় কি ? তিনি সতত সকল বিষয়েই আমায় সদুপদেশ দিবেন।"

অন্তর বলিল "তিনিই ত উপদেষ্টা, তিনিই ত রক্ষক।"

তাহার পর তিনি দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক, পিসিমার চরণে প্রণাম করিলেন। তিনিও ইতি মধ্যে বধূর জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাদরে তাঁহাকে বসাইয়া সেই গুলি তাঁহার সম্মুখে দিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। বলিলেন "মা, আমার কি দুরদৃষ্ট ! কোথায় নানা রকম ভাল খাবার জিনিষ তোমার সম্মুখে সাজিয়ে দিয়ে, এটা খাও, ওটা খাও, ক'রে খাওয়াব, তা' না হ'য়ে, আজ্ কি না গোটাকত কলামুলো কুচিয়ে খেতে দিতে হ'লো !

সৌদামিনী সহাস্য বদনে বলিলেন, "তা'র জন্য দুঃখ কি পিসিমা ? এ সব খাবার ভগবান স্বয়ং মানুষের জন্য তৈয়ার ক'রে রেখেচেন। আর আপনি যে সব খাবারজিনিষের কথা বল্লেন, তা ত মানুষের তৈয়ারী। কোনটা ভাল ? এই বলিয়া আহার্য্যগুলি ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া, তাহা হইতে কিয়দংশমাত্র ভোজন করিলেন।

পিসি। "ওমা ' এই খেয়ে তুমি থাক্‌বে ? বোধ হয়, আমায় দেখে লজ্জা কর্‌চো ?"

সৌদামিনী। "না পিসিমা, তোমায় ত আমি কোনও দিনই লজ্জা করিনি; আজ লজ্জা করবো কেন ? আড়াই প্রহরের পর হবিষ্য ক'রেছি, পেট ভ'র আছে; খেতে পার্‌বো কেন ?

পিসি। তবে মা, এখন শোও গে, আমিও আস্‌চি।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পাছে পিসিমা বিরক্ত হন, এই ভয়ে খাটের বিছানার উপর একটা মাদুর পাতিয়া, তিনি শ্রীগুরুস্মরণপূর্ব্বক নিদ্রিতা হইলেন।

সে।

সে যে যেচেছিল শুধু প্রেম-কণা—
আমি মূঢ় অতি চিনিতে নারিনু
সে যে অমূল্য রতন !
না দেখিনু চেয়ে; হাসিনু ভাসিনু,
সংসারের সুখে হ'য়ে আনমনা।

সে যে ফুটেছিল হৃদে একবার;
ধ্রুবতারা প্রায়, উজলি' তথায়
ছিল অতি অল্প ক্ষণ,
নিমেষের পরে, একি হ'লো হায়
মায়া-মেঘে তা'রে ঢাকিল আবার।

শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

অনন্ত-কাল।

অনন্তকালের পরিমাণ করিবার জন্য শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তে যে কাল-বিভাগ আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"ষড়্ভিঃ প্রাণৈর্বিনাড়ী স্যাৎ তৎষষ্ট্যা নাড়িকা স্মৃতা।
নাড়ীষষ্ট্যা তু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥
তত্ত্রিংশতা ভবেন্মাসঃ সাবনোঽর্কোদয়ৈস্তথা।
ঐন্দবস্তিথিভিস্তদ্বৎ সংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে॥
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহরুচ্যতে।
সুরাসুরাণামন্যোন্যমহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ॥
তৎষষ্টিষড়্‌গুণা দিব্যং বর্ষমাসুরমেব চ।
তদ্দ্বাদশ সহস্রাণি চতুর্যুগমুদাহৃতম্॥
সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈরযুতাহতৈঃ।
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশসহিতং বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগম্॥
কৃতাদীনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্ম্মপাদব্যবস্থয়া।
যুগস্য দশমো ভাগশ্চতুস্ত্রিদ্ব্যেকসংগুণম্॥
ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যয়োঃ স্বকঃ।
যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে॥
কৃতাব্দসংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তো জলপ্লবঃ।
সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশঃ॥
কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ।
ইত্থং যুগসহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ।
কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী।
পরমায়ু শতং তস্য তয়াহোরাত্রসংখ্যয়া।
আয়ুষোর্দ্ধমিতং তস্য শেষকল্পোঽয়মাদিমঃ॥
কল্পাদস্মাচ্চ মনবঃ ষড় ব্যতীতাঃ সসন্ধয়ঃ।
বৈবস্বতস্য চ মনোর্যুগানাং ত্রিঘনো গতঃ॥
অষ্টাবিংশাৎ যুগাদস্মাদ্‌যাতমেতৎ কৃতং যুগং।
অতঃ কালপ্রসংখ্যায় সংখ্যামেকত্র পিণ্ডয়েৎ॥

৪ সেকেণ্ড = ১ প্রাণ।
৬ প্রাণ = ১ বিনাড়ী (পল)।
৬০ বিনাড়ী = ১ নাড়ী (দণ্ড)।
৬০ নাড়ী = ১ অহোরাত্র (নাক্ষত্র)

সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সাবন দিন। চন্দ্রের এক এক তিথিভোগকাল চান্দ্র দিন। সূর্য্যের রাশিচক্রের এক এক অংশ ভোগ করিতে যত সময় অতীত হয় তাহার নাম রবি দিন।

চন্দ্রের ত্রিশ তিথি ভোগ কাল চান্দ্র মাস।
সূর্য্যের এক এক রাশি ভোগকাল সৌর মাস।

১ চান্দ্র মাসে পিতৃগণের অহোরাত্র।
১ সৌর বর্ষে দেবগণের অহোরাত্র।

উত্তরায়ণে দেবতাদিগের দিন অসুরদিগের রাত্রি এবং দক্ষিণায়নে দেবতাগণের রাত্রি ও অসুরগণের দিন।

৩০ দিন = ১ মাস।
১২ মাস = ১ বৎসর।
৩৬০ দিন = ১ বৎসর।
৩৬০ সৌরবর্ষ = ১ দৈব বর্ষ।
১২০০০ দৈব বর্ষ = ১ মহাযুগ।

এক মহাযুগ চারি যুগে বিভক্ত। কৃত (সত্য), ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি। কৃতযুগে ধর্ম্ম পরিমাণ চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, কলিতে এক পাদ। এই ধর্ম্মপাদ অনুসারে, অর্থাৎ ৪ + ৩ + ২ + ১ = ১০ ভাগের এক ভাগ, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমেত কলি যুগের পরিমাণ, দুই ভাগ দ্বাপর যুগের

তিন ভাগ ত্রেতার এবং চারি ভাগ সত্যযুগের পরিমাণ। প্রত্যেক যুগের ছয় ভাগের এক ভাগ তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ। সুতরাং—

	দৈববর্ষ।	সৌরবর্ষ।
কৃতসন্ধ্যা	৪০০	১৪৪০০০
কৃতযুগ	৪০০০	১৪৪০০০০
কৃতসন্ধ্যাংশ	৪০০	১৪৪০০০
ত্রেতাসন্ধ্যা	৩০০	১০৮০০০
ত্রেতাযুগ	৩০০০	১০৮০০০০
ত্রেতাসন্ধ্যাংশ	৩০০	১০৮০০০
দ্বাপরসন্ধ্যা	২০০	৭২০০০
দ্বাপরযুগ	২০০০	৭২০০০০
দ্বাপর সন্ধ্যাংশ	২০০	৭২০০০
কলিসন্ধ্যা	১০০	৩৬০০০
কলিযুগ	১০০০	৩৬০০০০
কলিসন্ধ্যাংশ	১০০	৩৬০০০০
এক মহাযুগ	১২০০০	৪৩২০০০০

৭১ মহাযুগ = ১ মন্বন্তর।

প্রতিমন্বন্তরের শেষে কৃতযুগ-পরিমিত অর্থাৎ ১৭২৮০০০ সৌর বর্ষ মন্বন্তর-সন্ধি। এই সময়ে পৃথিবী জলপ্লাবিতা হন।

১৪ মন্বন্তর = ১ কল্প।

কল্পের আদিতে কৃতযুগ-পরিমিত এক সন্ধি আছে। অতএব চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও পঞ্চদশ সন্ধিতে এক কল্প। সুতরাং এক কল্পে এক সহস্র মহাযুগ হইল। যথা—

১৪ মন্বন্তর = ১৪ × ৭১ = ৯৯৪ মহাযুগ।
১৫ সন্ধি = ১৫ × [illegible] = ৬ মহাযুগ।

১ কল্প = ১০০০ মহাযুগ।
১ কল্প = ৪৩২০০০০০০০ সৌর বৎসর
২ কল্প = ৮৬৪০০০০০০০ সৌর বৎসর

ইহাই ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অর্থাৎ এক কল্প দিন ও এক কল্প রাত্রি। সেইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। ব্রহ্মার পরমায়ুর পঞ্চাশ বৎসর অতীত হ'য়ে, এখন একান্ন বৎসর আরম্ভ হ'য়েছে, এবং সেই বৎসরের প্রথম দিনের (কল্পের) সসন্ধি ছয় মনু অতীত হ'য়ে সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি মহাযুগ অতীত হ'য়েছে। শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা সময়ে অষ্টাবিংশতিতমযুগের কৃতযুগ গত হ'য়েছিল। এখন দেখ, বর্ত্তমান ব্রহ্মার উৎপত্তি সময় হইতে ঐ কৃতযুগ পর্য্যন্ত কত সৌর বর্ষ অতীত হইয়াছে।

ব্রহ্মার অহোরাত্র = ৮৬৪০০০০০০০ সৌরবর্ষ।
ব্রহ্মার মাস = ২৫৯২০০০০০০০ সৌরবর্ষ।
ব্রহ্মার বৎসর = ৩১১০৪০০০০০০০ সৌরবর্ষ।

ব্রহ্মার ৫০ বৎসর = ১৫৫৫২০০০০০০০০০ সৌরবর্ষ।

সন্ধ্যাংশ সমেত ৬ মন্বন্তর = ১৮৫০৬৮৮০০০ সৌরবর্ষ।
১ সন্ধ্যা = ১৭২৮০০০ সৌরবর্ষ।
২৭ মহাযুগ = ১১৬৬৪০০০০ সৌরবর্ষ।
কৃতযুগ = ১৭২৮০০০ সৌরবর্ষ।

বর্ত্তমান কল্পের কৃতযুগ পর্য্যন্ত = ১৯৭০৭৮৪০০০ সৌরবর্ষ।
সসন্ধি ত্রেতা = ১২৯৬০০০ সৌরবর্ষ।
দ্বাপর = ৮৬৪০০০ সৌরবর্ষ।
১৩১৭ সালে কলের্গতাব্দা = ৫০১১ সৌরবর্ষ।

বর্ত্তমান কল্পের ১৩১৭ সাল পর্য্যন্ত = ১৯৭২৯৪৯০১১ সৌরবর্ষ সুতরাং
১৩১৭ সালের আদিতে ব্রহ্মার বয়স = ১৫৫৭১৭২৯৪৯০১১ সৌরবর্ষ।

বর্ত্তমান কল্পের নাম শ্বেতবরাহ কল্প, এই কল্পের ১৯৭২৯৪৯০১১ বৎসর অতীত হ'য়েছে। কল্পের প্রথমে ৪৭৪০০ দৈব-বৎসর, স্থাবর জঙ্গম এবং গ্রহনক্ষত্রাদি সৃষ্টিতে অতীত হ'য়েছিল। ৪৭৪০০ দৈব বৎসরে ১৭০৬৪০০০ সৌর-বৎসর। সুতরাং—

শ্বেতবরাহকল্পাতীতাব্দ = ১৯৭২৯৪৯০১১ সৌরবর্ষ।
সৃষ্টিকার্য্যে অতীত = ১৭০৬৪০০০ „

উভয়ের অন্তর ভূসৃষ্টিতঃ অতীতাব্দ = ১৯৫৫৮৮৫০১১ „

বর্ত্তমান ব্রহ্মার পূর্ণ আয়ুঃকাল শতবর্ষ অর্থাৎ ৩১১০৪০০০০০০০০০০ সৌরবর্ষ অতীত হ'লে, এই ব্রহ্মাণ্ড আবার অপ্রজ্ঞাত অলক্ষণ অবস্থায় তমোপূর্ণ হ'য়ে থাকবে। ব্রহ্মার উৎপত্তির পূর্ব্বেও সেইরূপ ছিল। যথা মনু সংহিতায়—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।"

শিষ্য। যা' বল্লেন, তা'ত অতি অদ্ভুত কথা? খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মপুস্তকে দেখা যায়, খ্রীষ্টজন্মের চারি হাজার চারি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী ঈশ্বরাজ্ঞায় সৃষ্ট হ'য়েছে।"

আচার্য্য। পৃথিবী যে ঈশ্বরাজ্ঞায় সৃষ্ট হ'য়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু, তা' ব'লে পৃথিবী অত নবীনা নহেন। সে দিন একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বল্‌ছিলেন, যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও নাকি বাইবেলের ও কথা স্বীকার করেন না। সে কথা যাহা হউক—অনন্তকালে কিন্তু এইরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হ'চ্চে; ইহাই আমাদের শাস্ত্রের অভিপ্রায়। সেই নটবরের যখন নাট্যাভিনয়ের ইচ্ছা হয়, তখনি এই ভব-রঙ্গভূমি সাজান হয়। আবার নাট্যান্তে সব অন্ধকার। কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় অনবরত হ'চ্চে। এখন অনন্তকালের কথা কতকটুকু ধারণা করতে পার্‌লে কি?

শিষ্য। যেরূপ ধারণা করতে পার্‌লাম, কাল লিপিবদ্ধ ক'রে আপনার চরণে উপস্থাপিত ক'রবো।

আচার্য্য। সেই ভাল।

ম'লেই বাঁচি।

"Æquam memento rebus in arduis servare mentem."

অশেষ বিপদ, ঘটে যদি তব কপালে, ভেবো না ভাই,
বিপদ সময়ে, প্রশান্ত-অন্তর সম, সখা আর নাই।

লোকে যখন বড় বিব্রত হয়—আর্থিক, শারীরিক বা মানসিক কষ্টে একান্ত কাতর হইয়া পড়ে, তখন প্রায়ই বলে "মলেই বাঁচি"। কিন্তু সত্য সত্যই কি তাহারা মরিবার জন্য ঐ কথা বলে? ঐ রূপ বিব্রত অবস্থায়ও তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেই প্রস্তুত। এ বিষয়ের একটি প্রাচীন গল্প আছে। গল্পটি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। যাঁহারা ঐ গল্পটি কখনও শুনেন নাই, তাঁহাদের জন্য উহা সংক্ষেপে, আমাদের মনের মত করিয়া বর্ণনা করিলাম। এক গ্রামে একজন দরিদ্র বাস করিত। সে প্রত্যহ অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক, তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া, বিক্রয়লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একদা গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে, সে কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক এক জনশূন্য প্রান্তরের উপর দিয়া, গ্রামে আসিতেছিল। স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের "কাঠুরিয়া ও যম" নামক কবিতায়, আমরা এই গল্পটি প্রথম পড়িয়াছিলাম। সেখানে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নবর্ণনাটি অতি মধুর। সেই জন্য সেটুকু এখানে তুলিয়া দিলাম।

"জষ্ঠি মাসের দুপুর বেলা
মাথার উপর রবির গোলা,
রোদের চোটে মাটি ফাটে,
কা'র সাধ্যি মাঠে হাঁটে?
তপ্ত হাওয়া লট্‌কে ধায়,
আগুন-ঝলা ঢেলে গায়;
হাঁফায় পাখী গাছের ডালে,
মহিষ পড়ে ঝাঁপিয়ে জলে,
কুকুরগুলো পুকুর খুঁজে
দিচ্চে পাঁকে পেটটা গুঁজে;
চাতক হাঁকে ফটিক-জল
কোচ্চে ঝাঁ ঝাঁ আকাশ-তল।"

এ হেন দুই প্রহরের প্রখর রৌদ্র-তাপে, তাহার শরীর হইতে অনবরত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছিল। এ দিকে ক্ষুধায় শরীর কাতর—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক—আবার প্রান্তরটিতে না আছে শীতল ছায়াযুক্ত কোনও বৃক্ষ—না আছে কোনও জলাশয়। লোকটি নিতান্ত কাতর হইয়া, অন্য উপায় অভাবে, প্রান্তর-মধ্যেই বোঝাটি নামাইয়া একটু বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিল। বোঝা নামাইল বটে, কিন্তু তাহার মস্তক, প্রখর রৌদ্র-তাপে নিতান্ত পীড়িত হইল। সে কাতর হইয়া বলিল, "হায় রে! পোড়া কপালে মরণও নাই! হায় যম, তুমি কোথায়? আমায় নাও, আমার হাড় জুড়ুক।" তাহার সেই কাতর ক্রন্দন শুনিয়া, ধর্ম্মরাজ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া, তাহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"আমিই যম, আমায় ডাক্‌ছিলে কেন?" আমরা যেখানে এই গল্পটি দেখিয়াছিলাম, সেখানে লেখা আছে—

"যমকে দেখে চমকে বুড়ো
বলে ব্যাকুল চিতে,—
"ডাক্‌নু তোমায়, কাঠের বোঝা
মাথায় তুলে দিতে।
আর কিছু নয় যম মহাশয়!
হাটে আমি যাই,
একলা আমি তুল্‌তে নারি
ডাক্‌নু তোমায় তা'ই।"

মলেই বাঁচি।

(দেবনাগর পত্রের স্বত্বাধিকারীগণের অনুমত্য[illegible] মুদ্রিত।)

India Press, Calcutta.

যমের সঙ্গে এ রাসিকতা মন্দ নয়! কিন্তু সাক্ষাৎ কৃতান্তকে সম্মুখে দেখিলে এবং তাঁহার মুখে ঐরূপ প্রশ্ন শুনিলে, কেহ কি উত্তর দিতে পারে? আমাদের বোধ হয়, যমের ঐ বাক্য শুনিয়া, দরিদ্রটি ভয়ে ভয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার সেই আকুল ভাব দেখিয়া যম বলিলেন, "ভয় নাই! আমি তোমাকে লইতে আসি নাই। কাল পূর্ণ না হইলে আমার লইবার ক্ষমতাও নাই। সে সময়েও আমি নিজে আসি না। সে কাজের ভার, আমার দূতগণের উপর। এখন যাহা বলি শুন। ওরূপ বৃথা মৃত্যুকে আহ্বান করিও না। তুমি যাহা করিতে আসিয়াছ, তাহা কর। জন্মান্তরের কর্ম্মফলে এই কষ্ট। এ জন্মে এমন কাজ কর, যেন পর জন্মে আর এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে না হয়। আজ তুমি ভাগ্যক্রমে চন্দন-কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছ। এ গুলি বণিকের দোকানে বিক্রয় করিলে, যে অর্থ পাইবে, তাহাতে তোমাদের পরিধেয় বস্ত্র ও আহার্য্য সংগ্রহ হইয়াও কিছু অবশিষ্ট থাকিবে; তাহার দ্বারা ঘরখানি সারাইয়ো। আর যে গাছ হইতে আজ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলে, প্রত্যহ সেই গাছ হইতে অল্প অল্প কাষ্ঠ লইয়া বিক্রয়পূর্ব্বক, প্রতিদিনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিও। অধিক ধন সঞ্চয়ের আশা করিও না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয়ে অনেক বিপদ। নিরন্তর ভগবানের নাম করিও, মঙ্গল হইবে। মরিলেই যে এ কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, এমন মনে করিও না। এখানেও কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, সেখানেও কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। এমন কর্ম্ম কর, যেন আর ভুগিতে না হয়। আমার অধিক বিলম্ব করিবার সময় নাই। কোনও সাধু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিও, সেই কর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে পারিবে। এই বলিয়া যম চলিয়া গেলেন। দরিদ্রও কাষ্ঠের বোঝাটি লইয়া বাজারে গেল। তাহার পর সে কি করিয়াছিল? সাধুর সন্ধান করিয়াছিল, কি ধনের সন্ধান করিয়াছিল, তাহা জানি না।

উল্লিখিত গল্পটি পড়িলে বুঝিতে পারি, যে লোকের 'ম'লেই বাঁচি' কথাটা মুখের কথা মাত্র। মরিবার সময় উপস্থিত হইলে, অতি কম লোকেই মরিতে চায়।

মরা কি?—দেহান্তর গ্রহণ;—দেহ জীবের পরিচ্ছদ মাত্র—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
　　নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
　　ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

ত্যজি' জীর্ণ বাস　　নূতন বসন
　　করে নরে যথা পরিধান,
সেই মত দেহী　ত্যজি' জীর্ণ দেহ,
　　নব-দেহ-মাঝে চলি' যান।

তবে কি মৃত্যু নাই? —আছে বই কি—

"জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ
　　ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।"

জন্মিয়াছে যাহা　　নষ্ট হ'বে তাহা
　　নষ্ট হ'য়ে পুন লভিবে জনম।

উৎপন্ন হইয়াছে এই পঞ্চভৌতিক দেহ। এই দেহেরই ভাঙ্গা গড়া অনন্ত কাল চলিতেছে। কিন্তু দেহীর জন্ম মৃত্যু নাই—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
　　নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
　　ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

নাহিক জনম নাহিক মরণ
দেহির এ ভবে কদাচন,
জন্মি' একবার ভবে আর বার
জন্মিবার নাহি প্রয়োজন।
জনম-রহিত, দেহী সুনিশ্চিত
নাহি হ্রাস-বৃদ্ধি কভু তা'র,
শাশ্বত, নিশ্চয় পরিণাম-হীন
দেহ নাশে নাশ নাহি তাঁ'র।

সুতরাং পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে যেমন দেহের পীড়া দূর হয় না, তেমনি দেহের পরিবর্ত্তনেও জীবের কর্ম্মফল-জনিত কষ্টের নাশ হয় না। কেবল—

"আমি ম'লে ঘুচয়ে জঞ্জাল।"

যত দিন আমি তত দিন কষ্ট। যখন তোমায় সব দিয়া, আমি তোমার হইতে পারিব, তখন আর এ জঞ্জাল থাকিবে না। কিন্তু সে ত মুখের কথা নয়। তুমি সদ্‌গুরুরূপে অন্তরে বাহিরে রহিয়াছ জানি। কিন্তু জানিয়াও তিলেকের জন্য তোমার দিকে চাহিয়া ত দেখি না। তোমার প্রদর্শিত পথে চলিব বলিয়া মনে করি; কিন্তু ছ'টা দুরাত্মা, আমার দু'টা হাত ধরিয়া, একবার এদিকে, আর একবার ও দিকে টানিতেছে—সোজা পথে যে যাইতে দেয় না নাথ? কি উপায় হইবে?—কৃপাময়, তুমি ত কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু আমি যে সেই কৃপা লইবার অবসর পাই না। জানি নির্দ্দিষ্ট পথে চলিলে, প্রাণ, মন, অহং, সব স্থির হইবে—আমি মরিবে—জঞ্জাল ঘুচিবে। কিন্তু সে দিন ক'বে হইবে?—এবার হইবে কি?

দুটি কবিতা।

ভিক্ষা।

করিতে গৌরব মোর আপনার ব'লে
রাখ নাই কিছু আর এ বসুধা-তলে.
এক ফোঁটা আঁখি-জল—তা'ও দয়াময়,
হারায়েছে অভাগার তাপিত হৃদয়!
চারিদিকে ধূ ধূ শূন্য নিবিড় আঁধার!
কি অনল পলে পলে করিছে উগার!
সকল উপায়হীন—আশা-শান্তি-হারা!—
কভু বজ্রাহত প্রাণ, কভু ক্ষিপ্তপারা!
তোমারি ইচ্ছার স্রোতে চলেছি ভাসিয়া,
নাহি চাহি মুক্তি আর তৃণ আঁকরিয়া!
মাগি শুধু অন্তরেতে যেন সর্ব্বক্ষণ,
তোমারি মঙ্গল মূর্ত্তি জাগে বিমোহন!
শক্তিহীনে দিও শক্তি প্রাণহীনে প্রাণ
নিরাশ্রয় পায় যেন পদপ্রান্তে স্থান!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

সাধ।

চাহি না স্বর্গ, চাহি না মোক্ষ
চাহি না বিভব আর,
শুধু এ বাসনা সার,
যে দিকে যখন, ফিরাব নয়ন,
হেরিয়া ও মুখ আমি,
ওই প্রেম পারাবারে, লহরে লহরে
ভাসিব দিবস-যামি।
চিত্তের যত, কলুষ পঙ্ক
বিমল পরশে তব,
হ'য়ে পূত—হ'য়ে নব,
মধুর প্রণয়ে, মোহ-হারা হ'য়ে,
ল'য়ে সুধা-ভরা প্রাণ,
আমি প্রভাতে ও সাঁঝে ক্ষুদ্র হিয়া-মাঝে
করিব তোমারে ধ্যান।

"শিশির" রচয়িত্রী।

স্থূল ও সূক্ষ্মের তারতম্য।

(১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।

সূক্ষ্ম শক্তির রোগারোগ্যকারী-বিভাগের কার্য্য আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে উহা প্রধানতঃ দুইটি নিয়মের বশবর্ত্তী। প্রথমটি, শক্তির অল্পাধিক্যের অনুপাতানুযায়ী ক্রিয়া এবং অপরটি ভৌতিক-তত্ত্বের পরস্পর সম্মিলনের উপযোগিতা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যেটি যত সূক্ষ্ম, সেইটি তত বিশুদ্ধ ও শক্তি-সম্পন্ন। "Fineness is power, grossness is weakness." আমাদের পঞ্চ ভূতের * মধ্যে পৃথিবীই সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও অপর চারিটির মিশ্রণে উৎপন্ন, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প শক্তি সম্পন্ন। জল পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং মাত্র তিনটি ভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন সুতরাং ইহা পৃথিবী অপেক্ষা অধিক শক্তি ধারণ করে। এই রূপে জল অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা বায়ু এবং বায়ু অপেক্ষা আকাশ সমধিক শক্তি সম্পন্ন ও বিশুদ্ধ।

জল প্রস্তর অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সুতরাং অতি স্থূল কঠিন পর্ব্বতকেও জলস্রোতে কালক্রমে বিধৌত করিতে পারে। আবার সেই জলকে বাষ্পে পরিণত করিলে, উহা সূক্ষ্মতর হওয়ায় অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হয়, তখন উহা অতি বৃহৎ যন্ত্রসমূহ চালনা করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে সামর্থ হয়।

এই রূপে বাষ্প অপেক্ষা তড়িৎ, তড়িৎ অপেক্ষা সূর্য্যরশ্মি এবং সূর্য্যরশ্মি অপেক্ষা মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অধিক। তড়িৎ, ভৌতিক মিশ্রণ-কার্য্যের সহায়তা করে এবং তড়িৎ হইতেই বাষ্পের উষ্ণতার উৎপত্তি। আর এই ভৌতিক-মিশ্রণ-কার্য্যের ফলেই, সমস্ত জগৎ কম্পমান হওয়ায় ভূমি-কম্প, অগ্ন্যুদগার ইত্যাদি সংঘটিত হয়। সূর্য্যরশ্মি তড়িৎকে উষ্ণতা উৎপাদন ও ভৌতিক-মিশ্রণকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া, সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ জগতের প্রাণদান করিতেছে; এবং মাধ্যাকর্ষণের শক্তি দ্বারাই এই সৌর জগৎ, গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মাণ হইতেছে।

এ গেল জড় জগতের কথা। আবার সূক্ষ্ম জগতের দিকে দেখিলেও, ঠিক্ এই রূপ পর্য্যায়ই দেখিতে পাইবেন। আত্মা যখন জীব শরীরে থাকে, তখন উহা জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। ইহাই আত্মার নিকৃষ্ট বা স্থূল অবস্থা। জীব-শরীর হইতে মুক্ত হইয়া, যখন ইহা সূক্ষ্ম-শরীর ধারণ করে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর, যখন ইহার স্থূল শরীর নষ্ট হয়, তখন ইহা প্রেতাত্মারূপে বর্ত্তমান থাকে। এই প্রেতাত্মার ক্ষমতা যে জীবাত্মা অপেক্ষা

* আমাদের শাস্ত্রের পঞ্চভূত বলিতে, পরিদৃশ্যমান মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি বুঝায় না। ঐ সমুদায় পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত-সম্মিলনে উৎপন্ন। যে উপাদান থাকায় পদার্থমাত্রে গন্ধ আছে তাহাই ক্ষিতিতত্ত্ব নামক মহাভূত। যে উপাদান থাকায় পদার্থ-মাত্রই অল্পাধিক রস বিশিষ্ট তাহাই 'অপ,' যে উপাদান থাকাতে পদার্থমাত্রেই "রূপ" আছে তাহাই তেজঃ, স্পর্শশক্তি প্রকাশক উপাদান 'বায়ু' এবং শব্দ শক্তির উপাদান ব্যোম। অতি ক্ষুদ্রতম পরমাণুও এই ভূতগণের পঞ্চীকৃত অবস্থার মিশ্রণের ফল।
(গৃহস্থ-সম্পাদক)

অনেক অধিক, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। প্রেতাত্মার মধ্যে আবার উচ্চ, নীচ প্রভৃতি শ্রেণীর বিভাগ আছে। নিম্ন-শ্রেণী হইতে, প্রকৃতি ও কার্য্যানুযায়ী যেমন যেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হয়, তাহাদের শক্তিরও তদনুরূপ বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতে থাকে। দেবতাগণ উক্ত শ্রেণীর আত্মাগণ অপেক্ষা অনেক উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত সুতরাং প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন। সর্ব্বোপরি সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা। তিনি অনন্ত ও অসীম, তিনিই সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপ।

এখন দেখা যাউক, চিকিৎসা-জগতে সূক্ষ্মশক্তির কার্য্যকারিতা কিরূপে পরিস্ফুটিত হয়। চিকিৎসকগণ বলেন যে, মনুষ্য-শারীর-বিধানে খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণ থাকা-হেতু তাহার পুষ্টি-সাধনে তদ্রূপ খনিজ পদার্থের আবশ্যক; কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, যে খনিজ পদার্থ মনুষ্য শরীর মধ্যে বর্ত্তমান আছে, তাহা স্থূল আকারে না থাকিয়া, অতি সূক্ষ্ম আকারে আছে। পরন্তু, পরমকরুণাময় পরমেশ্বর, জীব-জঠর খনিজ পদার্থ পরিপাক করিতে অসমর্থ জানিয়াই, বোধ হয়, উহাকে রূপান্তরিত করিয়া নানা প্রকার উদ্ভিদ ও শস্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সূক্ষ্মতর ও বিশিষ্ট শক্তিশালী পদার্থ জীব শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছে, মনুষ্যের দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ হওয়া অসাধ্য এই সূক্ষ্ম পদার্থই সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলি, রক্ত ও মাংসপেশী সমূহকে পরিপুষ্ট করিয়া, শরীরকে তাজা রাখিয়াছে, নতুবা ইহা একটি মৃন্ময় জড়পিণ্ডবৎ পদার্থে পরিণত হইত।

কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি; অতএব, কার্য্যের অনুধাবন না করিয়া, যাহা হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, সেই কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক রিয়েন্‌বাক্ (Baron Reichenbach) বহুতর পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে পৃথিবীর সকল পদার্থেই বিশেষতঃ মনুষ্য-শরীরে, এক প্রকার সূক্ষ্ম শক্তি বর্ত্তমান আছে। এই শক্তিকে তিনি অডিক্ ফোর্স (Odic force) অর্থাৎ আধি-ভৌতিক "কারণশক্তি" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এবং তাঁহার মত আরও বহুতর খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ, বহু পরিশ্রমে, যে ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়াও সদাশয় চিকিৎসকগণ, যদি এই সূক্ষ্ম শক্তির দিকে দৃষ্টি ও উহার আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই এতদিনে শারীর-ক্রিয়াতত্ত্ব-সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিয়া, উহার সবিশেষ উন্নতি সাধন ও রোগ দমন করিবার শ্রেষ্ঠতর উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইতেন। ডাক্তার বুচানন্ (Dr. Buchanan) বলেন, "মনুষ্য শরীরের রক্তসঞ্চালনক্রিয়া কিরূপে সাধিত হয় তাহা আমরা বেশ্ বুঝিতে পারি বটে, কিন্তু কোন নিয়মের বা শক্তির প্রভাবে যে উহা সাধিত হইতেছে তাহা আমাদের বোধগম্য নহে।" যে শক্তিদ্বারা যন্ত্রের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহা না জানিয়া কেবল উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের গঠনপ্রণালী ও তাহাদের কার্য্যকারিতার বিষয়মাত্র শিক্ষা করিলে যেমন অসম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, আমাদের শরীরক্রিয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানও তদ্রূপ অসম্পূর্ণ। অতএব এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি, যাহা সমগ্র জীবজগতের একমাত্র নিয়ন্ত্রী, যাহার অভাবে জীবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ

পাইয়া যায়, এবং যাহার কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃতি বা অল্পাধিক্য হইলে, নানা প্রকার ব্যাধি সমুৎপন্ন হইয়া, জীবকে বিপন্ন করিয়া ফেলে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা না করিয়া, কেবল বাহ্যিক উপায়ে তাহার সামঞ্জস্য করিতে যাওয়া কি বিড়ম্বনামাত্র নহে?

এই মহাশক্তি, মন এবং পদার্থ উভয়ের উপরেই সমভাবে এবং একই নিয়মে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহ একাধারে দুইটি ঠিক বিপরীত গুণসম্পন্ন। যথা পজিটিভ্ (positive) ও নেগেটিভ্ (negative)। পজিটিভ্, বিকর্ষণ বা দান করে, আর নেগেটিভ্ আকর্ষণ বা গ্রহণ করে। আবার এই দুইটি বিপরীত গুণের পরস্পর এমন চমৎকার সামঞ্জস্য আছে, যে ইহারা উভয়ে মিলিত হইয়া নির্ব্বিবাদে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধিতে জীবের শরীরযন্ত্র বিকৃতভাবাপন্ন বা রোগগ্রস্ত হয়, সুতরাং ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এই সামঞ্জস্য করিবার উপায় কি?—ক্ষমতাবান ব্যক্তি বিকর্ষণী-গুণ-দ্বারা নিজের শক্তির কিয়দংশ রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইবেন, ও ঠিক্ সেই সময় আকর্ষণী গুণ দ্বারা রোগী তাহার নিজ শরীরে উহা গ্রহণ করিবেন, উভয়ের সম্মিলনে শক্তির সামঞ্জস্য হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ হইবে। এরূপ ক্রিয়া সাধন করিতে যদিও অবস্থা বিশেষে অল্প বা অধিক সময় লাগিতে পারে, কিন্তু ইহার ফল যে সুনিশ্চিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভৌতিক পদার্থেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সকলেই জানেন, যে দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির পদার্থের সম্মিলনে, এতদুভয় হইতে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, একটি সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন প্রকৃতি- অর্থে এখানে পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিপরীত গুণসম্পন্ন শক্তি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ একটি আকর্ষণী ও অপরটি বিকর্ষণী গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, নতুবা উহাদের পরস্পর প্রকৃত সম্মিলন অসম্ভব। পুরুষের সহিত পুরুষের সম্মিলনে সন্তান উৎপন্ন হয় না। কেবল উচ্চ ও কোমল স্বররাজি একত্রিত করিলেই উহা সুশ্রাব্য হয় না। আবার সম্মিলিত পদার্থদ্বয়ের গুণের তারতম্য বা অসদ্ভাব হইলে ফল নিকৃষ্ট, এবং সামঞ্জস্য বা সদ্ভাব হইলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। যথা পুরুষের-সহিত স্ত্রীর সম্মিলনে সন্তান উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উভয়ে সদ্‌গুণসম্পন্ন ও সদ্ভাবাপন্ন হইলেই সুসন্তান লাভ হয়। উচ্চ ও কোমল স্বররাজি মিলিত হইয়া রাগিণীর সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু উহাদের মাত্রা ও ভাবের সামঞ্জস্য থাকিলেই সুশ্রাব্য সুরে পরিণত হয়, অন্যথা ফল বিপরীতই হইয়া থাকে। আরও দৃষ্টান্ত দেখুন, কাল রংএর সহিত সাদা রং মিশ্রিত করিলে, উভয়েরই অবনতি হইয়া থাকে, শেষোক্তটি তো একেবারেই লোপ পাইয়া যায়, প্রথমোক্তটিরও নিজ ভাবের অবনতি হয়। কিন্তু লালের সহিত সবুজ বা নীলের সহিত কমলার (Orange) মিশ্রণ হইলে তাহাদের রং অধিকতর গাঢ় ও উজ্জ্বল হয়। অম্ল ও মিষ্টস্বাদ বিশিষ্ট দ্রব্য, পরিমিত ভাবে মিশ্রিত করিলে এতদুভয় অপেক্ষা অধিক মুখরোচক হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

গুরু ভক্তি।

"ভক্তি আর ভক্ত, গুরু আর ভগবান্।
এক বপু চারি নাম চারি মাত্র ভান্॥
যাঁ'র পদ-বন্দনাতে সর্ব্ব বিঘ্ন নাশে।
সাধ্য ও সাধন সেই, বেদে ইহা ভাষে॥"

ভক্তমাল।

উপরি উক্ত কথা কয়েকটি ভক্তি-শাস্ত্রের। গুরু, ভক্তি, ভক্ত আর ভগবান একই পদার্থ। প্রকৃত গুরুভক্তিই চিদ্‌ঘন পরম পুরুষের প্রতি ভক্তি। এ ভক্তি—এ নিষ্ঠা—বিশ্বাসের এরূপ দৃঢ়তা—সাধারণ মানবের হয় না? এ ভক্তি লাভ করিতে হইলে, পূর্ব্বজন্মের অনেক সুকৃতি থাকা চাই।

ভক্তি-ধন বড় সহজ ধন নহে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তবে তুমি একটি, পয়সা উপার্জ্জন কর। কত অধ্যবসায়—কত যত্ন ও চেষ্টার গুণে—কত লোককে ফাঁকি দিয়া, তুমি পার্থিব ধনরত্নের অধিকারী হইতেছ—কিন্তু স্বর্গের এ অতুল সম্পত্তি—এ দেব-দুর্লভ ধন লাভ করিতে হইলে, কিরূপ সাধনার প্রয়োজন, একবার ভাব দেখি। এই পরম কাম্য পদার্থ, ভক্তি-ধন লাভ করিতে সমর্থ হইলে, জীবের পার্থিব ধন লাভের বাসনা বিদূরিত হয়—মানব-হৃদয় প্রকৃত সুখের পুণ্য-নিকেতন হইয়া থাকে। গুরুর প্রতি কিরূপ ভক্তি—কিরূপ নিষ্ঠা থাকিলে, গুরু কি ভাবে আমাদিগকে কি ফল প্রদান করেন, তাহা দেখাইবার জন্য বৈষ্ণবের হৃদয়-ভূষণ "ভক্ত-মাল" গ্রন্থ হইতে আমরা পাঠক বর্গকে একটি আখ্যান উপহার দিতেছি।

গঙ্গাতীরস্থ কোন কুটিরে এক বৈষ্ণব বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে, এক জন শিষ্য অতি গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুর প্রতি এরূপ নিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না। গুরুর প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি ও দৃঢ় নিষ্ঠা বশতঃ, তিনি "গুরুভক্ত শিষ্য" বলিয়া অভিহিত হইতেন।

গুরুভক্ত শিষ্য, গুরুর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। গুরু যখনই স্থানান্তরে যাইতেন, তখন শিষ্যও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেন। একদা শিষ্যকে রাখিয়া, গুরু কোন স্থানে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। শিষ্য বলিলেন, "গুরু দেব, আপনার বিচ্ছেদে আমি এ কুটিরে কিরূপে কাল যাপন করিব?" গুরুদেব বলিলেন "তুমি আমার স্বরূপ ভাবিয়া—এই জাহ্নবী দেবীর সেবা কর। জাহ্নবীর সেবা করিলেই আমার সেবা করা হইবে।" গুরুর আজ্ঞানুসারে, শিষ্য তাহাই করিতে লাগিলেন। গুরু যত দিন স্থানান্তরে থাকিলেন, শিষ্য জাহ্নবীকে গুরুর স্বরূপ জ্ঞানে, তত দিন তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি এতাবৎকাল গঙ্গার জলে স্নান করিতেন না—অথবা ভ্রমক্রমেও তাহাতে পাদস্পর্শ করিতেন না। উহার জল কেবল পানার্থ ব্যবহার করিতেন। গুরুভক্ত শিষ্যের এইরূপ কার্য্য দেখিয়া, তাহার সহপাঠীগণ তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। "এক জল পান, এক জলে স্নান—আবার এক জলে অপর কার্য্য সাধন—এ কি রূপ বিসদৃশ ব্যাপার এই বলিয়া তাহারা গুরুভক্ত শিষ্যের প্রতি নানা উপহাস বাক্য প্রয়োগ করিত। শিষ্যের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। শিষ্য একমনে গুরুর স্বরূপ জ্ঞানে, গঙ্গাদেবীর সেবা করিতে থাকিলেন। কিছুদিন পরে, গুরু গৃহে

শিষ্যগণ, তাঁহার অবর্ত্তমানে গুরুভক্ত শিষ্যের অদ্ভুত আচরণের কথা, তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল। গুরু সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু আনন্দের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। গুরুভক্ত শিষ্যের প্রতি অন্যান্য শিষ্যগণের ঈর্ষার কথা, গুরু জানিতে পারিয়া, তাহাদিগকে উচিত শিক্ষা দান করিবার জন্য এক কৌশল করিলেন।

গুরু, গঙ্গাস্নান করিবার জন্য জলে নামিলেন, আকণ্ঠ জলে অগ্রসর হইলেন। অতঃপর সেই গুরুভক্ত প্রিয় শিষ্যকে গাত্র মার্জ্জনী লইয়া আপনার নিকট আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। শিষ্য বিষম সঙ্কটে পড়িল। আজ গঙ্গাজলে সে পাদস্পর্শ করিবে কিরূপে? গুরুর আদেশই বা পালন করিবে কি প্রকারে? এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া শিষ্য বিশেষ চিন্তাকুল হইল এবং 'জয় গুরুদেব' বলিতে বলিতে জলের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু জলস্পর্শ করিতেই কি চমৎকার দৃশ্য দেখিল ? —

"গুরু-গঙ্গা-কৃপা বলে দেখে চমৎকার।
কমল প্রকাশে যথা দেয় পদ তা'র ॥
যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয়।
সেই স্থানে পদতলে কমল ফুটয় ॥"

ভক্তমাল।

কি আশ্চর্য্য! গুরু-কৃপা বলে—শিষ্যের নিষ্ঠা-গুণে গঙ্গার জল, তাহার পাদদেশ স্পর্শও করিল না! পদ্মোপরি পদস্থাপন করিয়া, গুরুর আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক, সে সেই ভাবেই ফিরিয়া আসিল। যে সকল শিষ্য, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পরকৃত নিষ্ঠাবান্ গুরু-ভক্ত শিষ্যকে নিন্দা করিয়াছিল, তাহারা এই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়া, মোহিত ও পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইল।

ভক্তির দাস ভগবান! ভক্তিতে না হয়, এমন অসাধ্য কার্য্য জগতে কি আছে? ভক্তির জোরেই অর্জ্জুন কৃষ্ণের ন্যায় সারথী পাইয়াছিলেন। ভক্তির বলেই গুহক, চণ্ডাল হইয়াও নবঘনশ্যাম মনোভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। ভগবান ভক্তি বশে বাধ্য হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্যও অগ্রসর। এই কথা বিশ্বাস না করিবার কোন কারণই নাই।

শ্রীরসিকলাল দে।

গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ

ধর্ম্ম প্রশ্ন।

মহেন্দ্রনাথ ও স্বামিজী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যদিও লোক সংখ্যা এখন অনেক কম, তথাপি পঞ্চাশ ষাইট জনের কম হইবে না। কিন্তু এ সময়ে, রাত্রি অনেক হইয়াছে; সুতরাং আর বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত কথোপকথনে অতিবাহিত করা সুবিধাজনক নহে। এই জন্য, স্বামিজী বলিলেন, "দেখুন, দাদাকে আপনারা একটু বিশ্রাম করিতে দিন। কাল প্রাতে আবার ওঁকে আপনাদের জিজ্ঞাস্য জিজ্ঞাসা করবেন।"

একটি যুবা বলিলেন, "মহাশয়, আমার একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন আছে। আমি সেইটির

সদুত্তর না পাইয়া বড়ই ব্যাকুলভাবে দিন কাটাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় ঐ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি করুন।

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "আপনি যে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকেরই মনে সেই প্রশ্ন উদিত হয়। তা'র কারণ আর কিছুই নয়; কেবল, পিতা-মাতার অমনোযোগিতা। আপনি মনে করিতেছেন, আমি আপনার প্রশ্ন শুনিলাম না, অথচ উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি। এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আপনার মন, আমার মন, আর বিশ্ববাসিগণের মন এক বিরাট মনস্তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। যেমন, পুষ্করিণীর জলের এক স্থানে কম্পন উৎপন্ন করিলে অপর অংশে তাহা অনুভূত হয়। এমন কি ভূখণ্ডের এক দেশে ভূকম্পন হইলে সেই কম্পনের দূরত্বাদি উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা অন্যত্র অনুভূত হইয়া থাকে. সেইরূপ আপনার মনে প্রশ্ন উদিত হইবামাত্র আমার মনেও সেই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। আপনার জিজ্ঞাস্য এই যেমন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল, মুসলমানগণের কোরাণ আমাদের সেরূপ কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ নাই। কিন্তু বাইবেলে, কি আছে জানেন কি ?—আপনি যেমন আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কোনও খোঁজ রাখেন না; খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধেও সেইরূপ। কেবল লোকের মুখে শুনিয়াছেন, আমাদের 'ধর্ম্মশাস্ত্র নাই।' অমনি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি পাঠ করিয়া আজ আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আপনার দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র-গুলি অধ্যয়ন করিয়া মোহিত হইয়াছেন এবং সেই সকল গ্রন্থ যথাশক্তি ব্যাখ্যা করিয়া জগতে প্রচার করিতে যত্ন করিতেছেন। বাইবেলখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন, উহাতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে খ্রীষ্টের জন্ম ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস পর্য্যন্ত এবং প্রসঙ্গতঃ অনেক গভীর তত্ত্বোপদেশ সংকলিত আছে। আমাদের মহাভারত, ভাগবত, প্রভৃতি বহু গ্রন্থেই ঐরূপ ইতিবৃত্ত ও উপদেশ সমূহ সংকলিত আছে। সুতরাং, তাহার যে কোনও খানিকে ইচ্ছা আপনি ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে পারেন। আপনি মনে করিতেছেন, ঐ সকল গ্রন্থ অলৌকিক অসম্ভব উপন্যাসে পরিপূর্ণ। বাইবেলেও সেইরূপ আছে. তাহা বাইবেল পড়িলেই দেখিতে পাইবেন। অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, এরূপ আখ্যান ঐ সকল গ্রন্থে আছে কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, আজ রাত্রে সঙ্কুলান হইবেক না। আমি আপনাদের তৃপ্তির জন্য, শ্রীগুরুদেবের মুখে যেরূপ পাইয়াছি, সেইরূপ ধর্ম্মরহস্য, কাল প্রাতে বলিতে আরম্ভ করিব। যদি দাদা মহাশয়ের অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে এই খানেই দিন কয়েক উপদ্রব করিব। কিন্তু বাপু, এই রহস্য পড়িয়া বা শুনিয়া অধিগত হওয়া অসম্ভব। থিওরেটিক্যাল অপেক্ষা প্রাকৃটিক্যাল জ্ঞানটাই ভাল। তাহার প্রমাণ এই দেখুন এই সন্ন্যাসীটি আমার সতীর্থ। দাদা আমার, বাল্যে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। এঁর জননী ভিক্ষা করিয়া গর্ভাষ্টমে ইঁহার উপনয়ন সংস্কার করাইয়া শ্রীগুরুদেবের হস্তে অর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হন। উপনয়নের দুই বৎসর পরে ইঁহার মাতার মৃত্যু হয়। সেই সময়ে,

শ্রীগুরুদেব এঁকে সঙ্গে করিয়া, কিছুদিন শ্রীহরিদ্বারের সন্নিহিত নিজের আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া, ইনি আমাদের এই গ্রামেই আছেন। বিদ্যাশিক্ষার অবসর মাত্রও এঁর ঘটে নাই; অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। যে কোনও ভাষায়, যে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া দেখিবেন, ইনি তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সকল সময়ে নয়। যে সময়ে, ইনি স্থির নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিবেন সেই সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইনি এই জড়দেহ আশ্রয়ের পর, সামান্য সংস্কৃত পাঠ করিয়াছিলেন মাত্র। আর বাঙ্গালা ইহার মাতৃভাষা। যেখানে বাল্য ও কৌমার অতিবাহিত হইয়াছে, সেখানে কোনও বিদ্যালয় নাই। শিক্ষকের মধ্যে এক সন্ন্যাসী। তিনি আবার সর্ব্বদাই আত্মানন্দে বিভোর। কিন্তু তাঁহারই কৃপায় ইহার হৃদয়ে সেই সর্ব্বজ্ঞানময়ের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। যাঁহার নিকটে এ জগতের কিছুই অবিদিত নাই—সেই পরমপুরুষই ইঁহার হৃদয়ে বসিয়া, সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন, কাজেই ইনি অনায়াসে সকল তত্ত্ব বলিতে পারেন। এমন কিছু আছে, যাহা পাইলে, জগতে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। বাবা, যদি যথার্থ জ্ঞানলাভের বাসনা থাকে, তবে সেই জিনিষটি জানিতে যত্ন কর, যাহা জানিলে সমুদায় জানা হইবে। সেটি জানিতে হইলে, শ্রদ্ধাবান হইয়া সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে হইবে। জগতে অসংখ্য ভাষা আছে। প্রত্যেক ভাষায় অসংখ্য পুস্তক আছে। যদি কেহ অসংখ্য ধনের অধিপতি হইয়া, সেই সমুদায় সংগ্রহ করিতে সমর্থও হয়েন। তথাপি সমস্ত অধ্যয়ন করা মনুষ্যজীবনের কর্ম্ম নয়। তাই আমাদের ঋষিগণ বলিতেছেন —

"অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যম্
অল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥"

"আছয়ে অনন্ত শাস্ত্র এই ধরা-মাঝে
জানিবার বহুতর আছয়ে বিষয়।
জীবন কিন্তু রয় অতি অল্প কাল থাকে,
বহু বিঘ্নে পরিপূর্ণ তাহা সুনিশ্চয়।
সে সব শাস্ত্রের সার কর আস্বাদন,
প্রাণারাম হবে তুমি নাহি কোন ভয়,
হংস যথা নীর ত্যজি' ক্ষীর পান করে
শাস্ত্রসার সেই মত লহ এ সময়॥"

আবার সেই শাস্ত্রসমূহ আপাততঃ পরস্পর বিবদমান বলিয়া বোধ হইবে, শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত, তাহার সুমীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাই শাস্ত্র বলেন —

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

"বেদ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, স্মৃতিও অনেকগুলি। এমন মুনিই দেখিতে পাইবে না যাহার অভিপ্রায়, আপাততঃ অপরের সহিত ভিন্ন বলিয়া বোধ না হইবে। কাজেই ধর্ম্মের তত্ত্ব ঐ দিক দিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই। উহা গুহা*তে নিহিত আছে। সেই জন্য কোনও

* দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা॥ (পঞ্চদশী)

মহাজন-(মহাত্মা)-কে আশ্রয়পূর্ব্বক, তিনি যে পথে যান, সেই পথে যাওয়াই কর্ত্তব্য। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। কাল প্রাতেই, হাত মুখ ধুইয়া বসা যাইবেক। প্রথমে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিয়া, তাহার পর আমাদের ধর্ম্মশিক্ষার বৈজ্ঞানিক ক্রম সবিস্তারে বর্ণনা করিবার জন্য যত্ন করিব। আপনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাখানি কয়েকবার অদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। কারণ এই গীতা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহা সকল শাস্ত্রের সার।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো
দোগ্ধা গোপাল-নন্দন।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা
দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥"

সতী জয়াবতী।

প্রথম দৃশ্য

রজনী প্রভাত ; এখনো তপন
উঠেনি পূরবাকাশে,
রমণী-ললাটে সিঁদুর মতন,
রক্তিম আভাটি ভাসে।

সুবর্ণ-নির্ম্মিত টিপের মতন,
ললাটে সিঁদুর'পরে।
মিটি মিটি শুক ভাতিছে এখনো,
জাগিছে প্রকৃতি ধীরে।

পৃথ্বিরাজ-জায়া সতী জয়াবতী,
সখিদের গলা ধ'রে,
লই'ছে বিদায় ; নেত্র-নীরে তিতি'
চৌদিকে সখিরা ঘিরে।

"পরম দেবতা" বলে জয়াবতী,
"স্বামীই গুরু ও মিত্র।
নারীর কে আছে বল বিনা পতি
এই ভবে সুখ-দাতা।"

"যাই লো, বিদায় দাও মোরে, সবে
স্বামীর নিকটে মোর্।
বিনা বল কেবা আছে ভবে
নাশিতে বিপদ ঘোর।"

"শ্মশানে, মশানে, গহন কাননে,
আহারে বা অনাহারে।
রহিব সানন্দে তাঁহারি চরণে
ছায়ার মতন প'ড়ে।"

শুনিয়া এ কথা, সখিদের চোখে
দর্ দর্ বহে বারি।
গদ গদ স্বরে বলিতেছে দুখে
জয়াবতী-গলা ধরি'—

"যেও না যেও না যেও না সেথায়,
পতঙ্গ আগুনে যথা,
বন্দীসম হ'য়ে, জান না কি সতি,
পতি আছে তব তথা।

"দেখিলে তোমার এ' রূপ যৌবন,
সম্রাট যাইবে ভুলে।
সতীত্ব তোমার করিবে হরণ ;
কলঙ্ক দিও না কুলে।"

"থাক তুমি হেথা পতি-পদ-ধ্যানে ;
ডুবায়ো না কুল-মান।
দুখে দুখ নাহি দিও পতি-মনে
লাজেতে যাইবে প্রাণ।"

শুনি' তাড়াতাড়ি আঁচল হইতে
　　লুকানো সুতীক্ষ্ণ এক।
ছুরিকা লইয়া সতী নিজ হাতে,
　　বলে "তোরা এই দেখ্—

"ইহাই আমার সতীত্ব-রতন
　　রক্ষিবে, ক'রো না ভয়।
শঙ্কটে জানিও শ্রীহরি-শরণ,
　　লভিব সতত জয়॥"

"বীরের দুহিতা, বীরের গৃহিণী,
　　ভয় নাই মোর প্রাণে।
কি ছার সম্রাট্,—তৃণ-সম গণি,
　　অনা'সে জিনিব রণে॥"

"হরিতে পতিতে নাহি ভেদ মনে,
　　রহিব তাহারি ধ্যানে।
আসিবে সে মূঢ় সতীত্ব হরিতে,
　　অচিরে মরিবে প্রাণে।"

এত বলি সতী বিদায় হইলা,
　　না শুনি নিষেধ কথা,
চড়ি শিবিকায় গেল চলি' সতী
　　নিলয়ে প্রাণেশ যথা।

পতি সনে মিলি' আছে সতী সুখে,
　　নাহি মনে কোন ভয়।
সতীর রূপের গুণানুকীর্তন;
　　সবাই শুনিতে পায়॥

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচন।

গ্রহ সংবাদ।—আগামী ২৫ এ মাঘ হইতে শুক্র পশ্চিমাকাশে উদিত হইতে থাকিবেন। ৭ই ফাল্গুন রাত্রি ১১টার সময় চন্দ্র বৃহস্পতির নিকটে আসিবেন। ১৩ই ফাল্গুন চন্দ্র হর্সেল-(বরুণ)-গ্রহের নিকটে আসিবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, যে পূর্ব্ব-স্বীকৃত পত্রিকার পর—৬৬। ভারত মহিলা, শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত-সম্পাদিত, পাইয়াছি।

একটী বীজে তিন হাজার গম।—জেনারল লেভেট্স্কি রুসিয়ার একজন প্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত। ...... তিনি এক হাত গভীর গোলাকার গর্ত্ত করিয়াছিলেন। গর্ত্ত নিম্নদেশে ক্রমশঃ সরু হইয়া সূচ্যগ্রের ন্যায় হইয়াছিল। গর্ত্তের তলায় একটা বীজ বুনিয়া, তাহা তিনি পাতলা মাটির দ্বারা ঢাকা দিয়াছিলেন। যখন বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছিল, তখন তাহা আবার অল্প মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেন। কয়েক দিন পরে দেখা গেল মাটিভেদ করিয়া অনেক গুলি চারা বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত চারা ও অল্প মাটিদ্বারা আবার ঢাকিয়া দেওয়া হইল। এই রূপে মাটিভেদ করিয়া যত বার চারা বাহির হইল, তত বারই তাহা মাটির দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। যখন ক্রমে গর্ত্ত মাটিতে পূরিয়া গেল, তখন সেই মাটির ভিতর হইতে ২০০০০ চারা বাহির হইয়াছিল। ...... ইংলণ্ডের এসেক্স পরগণায় অস্তহরণ-চার্চ নামক গ্রামে শ্রীমতী জেন্ট্রি বাস করেন। কৃষিকার্য্যে তাহার পরম অনুরাগ। অল্পদিন হইল, তিনি একটা গম হইতে, জেনেরল লেভেট্স্কির অনুকরণ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন।......গত ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে মাটির নীচে একটা গমের

বীজ পুঁতিয়া ...... ১৯১০ সালের গ্রীষ্মকালে ...... গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, একটা বীজ হইতে ৮৫টা শীষ হইয়াছিল। ২০টা শীষ হইতে খুব বড় এবং ৫০টা শীষ হইতে মধ্যমাকার গম জন্মিয়াছিল, ১৫টা শীষ তখনও পাকে নাই। ৭০টা শীষ হইতে ৩০০০ গম পাওয়া গিয়াছে। —(কৃষক)

শোকসংবাদ। আমরা শোক-সন্তপ্তহৃদয়ে, পরমশ্রদ্ধাস্পদ ভগবদ্ভক্ত শ্রীমৎ শিশিরকুমার ঘোষের দেহরক্ষা-সম্বাদ লইয়া গৃহস্থের পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত হইলাম। ইনি অমৃতবাজার নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা। অমিয়-নিমাই-চরিত প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ নিচয়ের রচয়িতা। ঐ সকল গ্রন্থ আমাদের পাঠকগণের অপরিচিত নহে। সুতরাং তাঁহারাও, এই সংবাদে শোকসন্তপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। গত ২৬এ পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ২টার পর প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তাহার তিরোভাব হইয়াছে।

ময়দা ও আটা। আমাদের দেশে গোধূম হইতে ময়দা, আটা এবং সুজি প্রস্তুত করিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। লুচি প্রস্তুত করিবার জন্যই সাধারণতঃ ময়দা ব্যবহৃত হয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব অঞ্চলে ময়দার ব্যবহার অতি অল্প, আটার প্রচলনই অধিক। ঐ সকল প্রদেশের লোকে আটাতেই লুচি, কচুরি, ডালপুরী প্রভৃতি করিয়া থাকে। মোটের উপর ভারতের সর্ব্বত্র ময়দা অপেক্ষা আটাই অধিক ব্যবহৃত হয়। শ্বেতাঙ্গগণ শ্বেতবর্ণের ময়দারই সমধিক পক্ষপাতী। কিন্তু এইবার বোধ হয় শ্বেতাঙ্গদিগকে এই শ্বেতপ্রীতি পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ সংপ্রতি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি নানা প্রকার পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আটা, ময়দা অপেক্ষা লঘুপাক, আটাতে সারভাগ অধিক, গোধূমের যে অংশ মানব-দেহে অস্থি, মস্তিষ্ক, মাংসপেশী, দন্ত, শিরা প্রভৃতির পুষ্টিসাধন করে, ময়দা অপেক্ষা আটাতে সেই অংশ প্রায় আড়াই গুণ অধিক আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যখন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমাদের দেশের বাবুরা যে ময়দার মোহিনী মায়া কাটাইয়া খোট্টাদের মত আটার লুচি খাইতে প্রবৃত্ত হইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।—(হিতবাদী)

মিশরে খনিজ তৈল।—মিশর দেশে যে কেরোসিন তৈলের ক্ষেত্র বাহির হইয়াছে, তাহা প্রায় দুইশত বর্গমাইল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া আছে। ভূস্তরের নিম্নের তৈলও অত্যুত্তম। এই তৈল-ক্ষেত্রে পাঁচটি কূপ খনন করিয়া তৈল উঠান হইতেছে। প্রত্যহ এই কূপ হইতে সাতাস হাজার মণ তৈল বাহির হইয়া থাকে। মিশরের এই নূতন তৈল মার্কিণ ও রুষের তৈল অপেক্ষা কোন গুণে ন্যূন নহে।—(হিতবাদী)

মুষ্টিযোগ।

অজীর্ণ।—১। আন্দাজ দুই তোলা কাগজীলেবুর রসে ৵ আনা বিটলবণ মিশাইয়া খাইলে অজীর্ণ ভাল হয়। ৭৪ ॥ (প)

২। বাসাপাতা, যোয়ান, ও মৌরী পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে অজীর্ণ ভাল হয়। ৭৫ ॥ (অ)

৩। ধনে এক তোলা ও শুঁঠ এক তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবনে অজীর্ণজন্য পেটবেদনা ভাল হয়। ৭৬ ॥ (প)

৪। প্রাতে অজীর্ণ বোধ হইলে, যোয়ান, সৈন্ধব, হরিতকী ও শুঁঠ সমপরিমাণে, অবস্থা বুঝিয়া মিলিত চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত শীতল জলের সহিত পান করিবে। জীর্ণ হইয়া, দুই প্রহরের পূর্ব্বেই ক্ষুধা হইবেক। ৭৭ ॥ (ভাব)

৫। মৌরীর জল দেড় পোয়া, চূণের জল আধ ছটাক, কাগজীলেবুর রস আধ ছটাক মিশ্রিত করিয়া এক কাঁচ্চা দেড় কাঁচ্চা মাত্রায় ৩। ৪ বার সেবনে, অজীর্ণ ভাল হয়। ৭৮ ॥ (প)

৬। মৌরী ও সৈন্ধবলবণ সমপরিমাণে মিশাইয়া চারি আনা পরিমাণে, কয়েকদিন আহারের পর জলের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ ভাল হইবে। ৭৯ ॥ (প)

দ্রব্যবিশেষ হইতে জাত অজীর্ণের প্রতিষেধক-দ্রব্য-তালিকা ভাবপ্রকাশ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

৭। কাঁঠাল-জনিত অজীর্ণ কলার দ্বারা ভাল হয়, এবং কাঁঠাল ও কলা এক সঙ্গে আহার করিলে কাঁঠাল সহজে জীর্ণ হয়। ৮০ ॥

৮। কদলী ঘৃতের সহিত সহজে জীর্ণ হয়। ৮১ ॥

৯। ঘৃত-জনিত অজীর্ণ গোঁড়া লেবুর রস পান করিলে ভাল হয়। ৮২ ॥

১০। আম, দুগ্ধ সহযোগে সহজে জীর্ণ হয়। ৮৩ ॥

১১। মৌয়াফল, বেল, পিয়াফল, ফলসা, খর্জ্জুর বা কয়েৎবেল আহার-জনিত অজীর্ণ নিম্ববীজের পেয়া পান করিলে সারে। কয়েকটা নিম্ববীজ বাটিয়া জলের সহিত মিশাইবে এবং উত্তমরূপে নাড়িয়া ছাঁকিয়া লইবে ইহাকেই পেয়া বলে। ৮৪ ॥

১২। খর্জ্জুর এবং পানিফল খাইয়া অজীর্ণ হইলে, শুঁঠ বা নাগরমুথার পেয়া পান করিলে ভাল হয়। ৮৫ ॥

১৩। তণ্ডুল ভক্ষণ-জনিত অজীর্ণ দুগ্ধপানে আরোগ্য হয়। ৮৬ ॥

১৪। দুগ্ধ-জনিত অজীর্ণ যমানি ভক্ষণে ভাল হয়। ৮৭।

১৫। চিঁড় ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে পিপুল ও যমানী খাইলে সারে। ৮৮ ॥

১৬। ষাইটা ধানের চাউলের অজীর্ণ দধির জলে ভাল হয়। ৮৯ ॥

১৭। কাঁকুড় ভক্ষণ-জনিত অজীর্ণ গোধুমচূর্ণ দ্বারা সারে। ৯০ ॥

১৮। গোধূম, মাষকলাই, ছোলা, বাটুলা কড়াই ও মুগ ভক্ষণ-জনিত অজীর্ণের ঔষধ ধুতুরার ফল। ৯১ ॥

১৯। কাঙ্গনি ধান্যও শ্যামাধান্য-জনিত অজীর্ণ নাগরমুথার পেয়া দ্বারা ভাল হয়। ৯২ ॥

২০। কাঙ্গনিধান্য, শ্যামাধান্য, উড়ীধান্য, ও কুলথ কলায়-জনিত অজীর্ণ দধির জল পান করিলে ভাল হয়। ৯৩ ॥

২১। খর্জ্জুরিকা নামক মিষ্টান্ন ভক্ষণ-জনিত অজীর্ণ নাগরমুথা দ্বারা ভাল হয়। ৯৪ ॥

২২। মৃণাল, কেশুর, পানিফল, ও মধু-ফল (ক্ষুদ্রাকার নারিকেল বিশেষ) জনিত অজীর্ণ নাগরমুথা দ্বারা উপশমিত হয়। ৯৫ ॥

২৩। অধিক পরিমাণ চিনি-ভক্ষণ-জনিত অজীর্ণও নাগরমুথায় ভাল হইয়া থাকে। ৯৬ ॥

২৪। ডাইল দ্বারা প্রস্তুত করা দ্রব্য দ্বারা অজীর্ণ হইলে কাঁজী ভক্ষণ করিবে। ৯৭ ॥

২৫। পিষ্টক-জনিত অজীর্ণ শীতল জলেই ভাল হয়। ৯৮ ॥

২৬। পিচূড়ীর অজীর্ণ একটু সৈন্ধব লবণ ও জল খাইলে ভাল হয়। ৯৯ ॥

২৭। পায়স, মুগের দ্বারা জীর্ণ হয়। ১০০ ॥

২৮। পর্পট-জনিত অজীর্ণ সজিনাবীজের পেয়ায় জীর্ণ হয়। ১০১ ॥

২৯। বেশবার জনিত অজীর্ণ, লবণ দ্বারা ভাল হয়। "নিরস্থি মাংস পেষণ করিয়া, গুড় ঘৃত ও মরিচাদি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য বিশেষকে বেশবার বলে।" ১০২ ॥

৩০। লাড়ু ও পিষ্টক প্রভৃতি পিঁপুল মূল দ্বারা জীর্ণ হয়। ১০৩ ॥

৩১। তিল তণ্ডুলাদি দ্বারা প্রস্তুত শস্কুলী নামক পিষ্টক, অন্নমণ্ড দ্বারা জীর্ণ হয়। ১০৪ ॥

৩২। মৎস্য ও মাংস কাঁজীদ্বারা সত্বর জীর্ণ হয়। ১০৫ ॥

৩৩। মাংসের সঙ্গে দগ্ধ মৎস্য খাইলে সহজে মাংস জীর্ণ হয়। ১০৬ ॥

৩৪। মৎস্য ভোজনের পর অপক্ব আম্র খাইলে, সহজে জীর্ণ হয়। ১০৭ ॥

৩৫। মাংস-জনিত অজীর্ণ, আম্রবীজ-পেয়া দ্বারা জীর্ণ হয়। ১০৮ ॥

৩৬। কচ্ছপমাংস যবক্ষার দ্বারা জীর্ণ হয়। ১০৯ ॥

৩৭। পারাবতাদির মাংস ভোজন দ্বারা জনিত অজীর্ণ কাশ-মূল কৃত পেয়া পানে ভাল হয়। ১১০ ॥

৩৮। তিন্দুক কাষ্ঠের সদ্য ক্ষার সাধিত পেয়া দ্বারা মাংস পরিপাক হয়। ১১১ ॥

৩৯। পালমশাক, কেবুকশাক, করলা, বেগুন, বাঁশের কোঁড়া, মূলা, পুঁইশাক, লাউ ও পটোল, শ্বেত-সর্ষপ দ্বারা সহজে জীর্ণ হয়। ১১২ ॥

৪০। ওল কচু, গুড়দ্বারা জীর্ণ হয়। ১১৩ ॥

৪১। আলু ভক্ষণজনিত অজীর্ণ চাউলানী দ্বারা নষ্ট হয়। ১১৪ ॥

৪২। গোল আলু, কোদোধান ও কেশুর শুঁঠ দ্বারা জীর্ণ হয়। ১১৫ ॥

৪৩। মরিচ-দ্বারা ঘৃত জীর্ণ হয়। ১১৬ ॥

৪৪। কাঁজিদ্বারা তৈল জীর্ণ হয়। ১১৭ ॥

৪৫। দুগ্ধের অজীর্ণ, তক্রে নষ্ট হয়। ১১৮ ॥

৪৬। মাহিষ-দুগ্ধ সৈন্ধবদ্বারা জীর্ণ হয়। ১১৯ ॥

৪৭। মাহিষ-দধি শঙ্খচূর্ণে জীর্ণ হয়। ১২০ ॥

৪৮। কাঁঠাল ত্রিকটু দ্বারাও জীর্ণ হইয়া থাকে। ১২১ ॥

৪৯। খাঁড়গুড় শুঁঠদ্বারা জীর্ণ হয়। ১২২ ॥

৫০। ইক্ষু আদার রসে জীর্ণ হয়। ১২৩ ॥

৫১। উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা শীতল দ্রব্য এবং শীতল দ্রব্য দ্বারা উষ্ণ দ্রব্য জীর্ণ হয়। ১২৪ ॥

৫২। ক্ষার দ্রব্য অম্লরস দ্বারা জীর্ণ হয়। ১২৫ ॥

৫৩। অধিক জল পান করাতে যদি অজীর্ণ হয়, তবে, তপ্ত স্বর্ণ বা রৌপ্য সপ্তবার জলে দিয়া জল ঈষৎ উষ্ণ হইলে, তাহা পান করিলে অথবা নাগর মুথার পেয়া পান করিলে ভাল হইবে। ১২৬ ॥

৫৪। পুদিনা পাতা ১ ভাগ গুজরাটী এলাচ ১ ভাগ, বিটলবণ ১ ভাগ বাটিয়া খাইলে অজীর্ণ ও তজ্জন্য বমন সারে। মাত্রা চারি আনা পরিমিত। ১২৭ ॥ (জে)

শীতং জয়ন্তি ধনদাস্তাপং চন্দনদায়িনঃ।
প্রাণঘ্নীং বেদনাং কষ্টাং যে চানুদ্বেগকারিণঃ॥ ৫৭॥
মোহজ্ঞানপ্রদাতারঃ প্রাপ্নুবন্তি মহদ্ভয়ং।
বেদনাভিরুদগ্রাভিঃ প্রপীড্যন্তেঽধমা নরাঃ॥ ৫৮॥
কূটসাক্ষী মৃষাবাদী যশ্চাসদনুশাস্তি বৈ।
তে মোহমৃত্যবঃ সর্ব্বে তথান্যে বেদনিন্দকাঃ॥ ৫৯॥
বিভীষণাঃ পূতিগন্ধাঃ কূটমুদ্গরপাণয়ঃ।
আগচ্ছন্তি দুরাত্মানো যমস্য পুরুষাস্তদা॥ ৬০॥
প্রাপ্তেষু দৃক্পথং তেষু জায়তে তস্য বেপথুঃ।
ক্রন্দত্যবিরতং সোঽথ ভ্রাতৃমাতৃসুতাংস্তথা॥ ৬১॥
সাস্যবাগস্ফুটা তাত একবর্ণা বিভাব্যতে।
দৃষ্টিশ্চ ভ্রাম্যতে ত্রাসাচ্ছ্বাসাচ্ছুষ্যত্যথাননম্॥ ৬২॥
ঊর্দ্ধশ্বাসান্বিতঃ সোঽথ দৃষ্টিভঙ্গসমন্বিতঃ।
ততঃ স বেদনাবিষ্টস্তচ্ছরীরং বিমুঞ্চতি॥ ৬৩॥
বায়ুগ্রসারী তদ্রূপং দেহমন্যৎ প্রপদ্যতে।
তৎকর্ম্মজং যাতনার্থং ন মাতৃপিতৃসম্ভবং।
তৎপ্রমাণ বয়োঽবস্থাসংস্থানৈঃ প্রাগ্ভবং যথা॥ ৬৪

ধনদাতা নহে কভু শীতেতে কাতর,
চন্দন দানেতে, তাপে জলে না অন্তর।
প্রাণিগণে উদ্বেজিত করে যেই জন
তা'র ভাগ্যে মৃত্যু-পরে কষ্ট অগণন।
অপরে অজ্ঞান-দান করি' যেই জন
মোহ-মার্গে ল'য়ে যায়, লাভের কারণ,
মরণের কালে সেই ভয় পায় বড়,
উদগ্র বেদনা পায় কহিলাম দঢ়। ৫৭-৮।
কূট-সাক্ষ্য দান করে যেই নরগণ,
মিথ্যা বলে, বেদনিন্দা করে অনুক্ষণ,
অসৎ বিষয় যেবা শিখায় অপরে,
হতজ্ঞান হ'য়ে তা'রা যায় যম-ঘরে। ৫৯
মৃত্যুকালে তাহাদের, যমদূতগণ
ভীষণ মুদ্গর হস্তে করে আগমন,
পূতিগন্ধময় দেহ তাহা সবাকার,
ভয়ানক মূর্ত্তি হেন, তুলনা নাহি তা'র। ৬০॥
দূতগণ গৃহমাঝে প্রবেশে যখন
কম্পান্বিত হয় জীব, করি' দরশন;
হা পিতা, হা মাতা, ভ্রাতা, কোথা পুত্র বলি'
ভয়ে জীব কাঁদে করি' আকুলি-বিকুলি। ৬১
বাক্য তা'র সে সময় একবর্ণ হয়,
অস্ফুট সে বাক্য, অপরের বোধ্য নয়।
ঘোরে দৃষ্টি অবিরত, বহে শ্বাস ঘন,
ভয়েতে কম্পিত হয়, শুকায় বদন। ৬২॥
ঊর্দ্ধশ্বাস ত্যেজে, দৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর,
অশেষ যাতনা সহি' যায় যম-ঘর। ৬৩॥
দেহত্যাগ করি' সেই অন্য দেহ পায়,
পিতা মাতা হ'তে জাত নহে সেই কায়,

তেতো দূতোযমস্যাশু পাশৈর্বধ্নাতি দারুণৈঃ।
দণ্ডপ্রহারসংভ্রান্তং কর্ষতে দক্ষিণাং দিশং ॥ ৬৫ ॥
কুশকণ্টকবল্মীকশঙ্কুপাষাণকর্কশে।
তথা প্রদীপ্তজ্বলনে ক্বচিচ্ছ্বভ্রশতোৎকটে ॥ ৬৬ ॥
প্রদীপ্তাদিত্যতপ্তেন দহ্যমানে তদংশুভিঃ।
কৃষ্যতে যমদূতৈশ্চ শিবাসন্নাদভীষণৈঃ ॥ ৬৭ ॥
বিকৃষ্যমাণস্তৈর্ঘোরৈর্ভক্ষমাণঃ শিবাশতৈঃ।
প্রয়াতি দারুণে মার্গে পাপকর্ম্মা যমক্ষয়ম্ ॥ ৬৮ ॥
ছত্রোপানৎপ্রদাতারো যে চ বস্ত্রপ্রদা নরাঃ।
তে যান্তি মনুজা মার্গং তং সুখেন তথান্নদা।
বিমানৈঃ সোজ্জ্বলৈর্যান্তি ভূমিদানপ্রদা নরাঃ ॥ ৬৯ ॥
এবং ক্লেশাননুভবন্নবশঃ পাপপীড়িতঃ।
নীয়তে দ্বাদশাহেন ধর্ম্মরাজপুরং নরঃ ॥ ৭০ ॥
কলেবরে দহ্যমানে মহান্তং দাহমৃচ্ছতি।
তাড্যমানে তথৈবার্ত্তি ছিদ্যমানে চ দারুণাম্ ॥ ৭১ ॥

বায়ু-ভরে সেই দেহ করে বিচরণ
কর্ম্মফল মত ভুঞ্জে যাতনা ভীষণ।
পূর্ব্বদেহ অনুরূপ বয়োরূপ হয়
ভোগের কারণ তাহা জানিহ নিশ্চয়। ৬৪ ॥
যমদূত সেই দেহ করিয়া বন্ধন
দক্ষিণে লইয়া যায় করিয়া তাড়ন। ৬৫ ॥
অমঙ্গল শব্দ করি' অতীব ভীষণ
যমদূত যত তা'রে করে আকর্ষণ
ভয়ঙ্কর শিবাগণ আগমন করি'
পাপাত্মাগণের দেহ খায় নখে ধরি'।
কণ্টক-বল্মীক-কুশ-কঙ্করেতে ভরা
পাষাণে গঠিত তথা সুকঠিন ধরা;
হেন পথে দূতগণ করি' আকর্ষণ
পাপীজনে ল'য়ে সবে করয়ে গমন।
কোন স্থান তাপিত প্রদীপ্ত হুতাশনে,
কোন স্থানে গর্ত্ত কত রয়েছে গোপনে,
কোন স্থান সূর্য্য তাপে দগ্ধ নিরন্তর,
সূর্য্যের জলন্ত রশ্মি আসে তদুপর। ৬৬-৮ ॥
যে জন পাদুকা ছত্র করিয়াছে দান,
অন্ন বস্ত্র দানে রক্ষিয়াছে প্রাণি-প্রাণ,
সে জন অনা'সে হয় সেই পথ পার,
কোন কষ্ট নাহি ঘটে অদৃষ্টে তাহার।
যেই জন, এ ধরায় ভূমি-দান করে,
উজ্জ্বল বিমানে চড়ি' যায় মৃত্যু-পরে। ৬৯ ॥
পাপাত্মা মানব শুধু সহি' দুঃখ শত
দ্বাদশ দিবসে হয় যম-ঘরে গত। ৭০ ॥
যে সময়ে তাপে দগ্ধ হয় দেহ তা'র
তাড্যমান হয় দেহ, ছিদ্যমান আর,
সে সময়ে সহে বহু যাতনা ভীষণ—
সে যাতনা বাক্যে কভু না হয় বর্ণন। ৭১ ॥

ক্লিদ্যমানে চিরতরং জন্তুর্দুঃখমবাপ্নুতে।
স্বেন কর্ম্মবিপাকেন দেহান্তরগতোঽপি সন্॥ ৭২॥
তত্র যদ্বান্ধবাস্তোয়ং প্রযচ্ছন্তি তিলৈঃ সহ।
যচ্চ পিণ্ডং প্রযচ্ছন্তি নীয়মানস্তদশ্নুতে॥ ৭৩॥
তৈলাভ্যঙ্গো বান্ধবানামঙ্গসম্বাহনঞ্চ যৎ।
তেন চাপ্যায়তে জন্তুর্যচ্চাশ্নন্তি স্ববান্ধবাঃ॥ ৭৪॥
ভূমৌ স্বপদ্ভির্নাত্যন্তং ক্লেশমাপ্নোতি বান্ধবৈঃ।
দানং দদদ্ভিশ্চ তথা জন্তুরাপ্যায্যতে মৃতঃ॥ ৭৫॥
নীয়মানঃ স্বকং গেহং দ্বাদশাহং স পশ্যতি।
উপভুঙ্ক্তে তথা দত্তং তোয়পিণ্ডাদিকং ভুবি॥ ৭৬॥
দ্বাদশাহাৎ পরং ঘোরমাবাসং ভীষণাকৃতিম্।
যাম্যং পশ্যত্যথোজন্তুঃ কৃষ্যমাণঃ [illegible]॥ ৭৭॥
গতমাত্রোঽতিরক্তাক্ষং ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভম্।
মৃত্যুকালান্তকাদীনাং মধ্যে পশ্যতি বৈ যমম্॥ ৭৮॥
দংষ্ট্রাকরালবদনং ভ্রুকুটীদারুণাকৃতিম্।
বিরূপৈর্ভীষণৈর্বক্রৈর্বৃতং ব্যাধিশতৈঃ প্রভুম্॥ ৭৯॥
দণ্ডাসক্তং মহাবাহুং পাশহস্তং সুভৈরবম্।
তন্নির্দ্দিষ্টাং ততো যাতি গতিং জন্তুঃ শুভাশুভম্॥ ৮০॥

ক্লিন্ন হয় দেহ যবে নরক-মাঝারে,
কর্ম্মফলে হয় দুঃখ সহিতে তাহারে। ৭২॥
তিলোদক আর পিণ্ড দেয় বন্ধুগণ
তাহাই তখন সে ত করয়ে ভোজন। ৭৩॥
বান্ধবের অভ্যঙ্গ, ভোজন, সম্বাহন,
দানে তুষ্ট হয় সেই প্রেতাত্মার মন। ৭৪॥
বন্ধুগণ থাকে সবে ভূতল-শয়নে
তাহে ক্লেশ যায় তা'র, রেখো ইহা মনে। ৭৫॥
দ্বাদশ দিবসে তা'র, আনে নিজ ঘরে
বন্ধুদত্ত পিণ্ড তথা উপভোগ করে। ৭৬॥
দিনান্তে তাহারে পুন যমদূতগণ
লৌহময় যমাগারে লয়ে যায় তখন।
মৃত্যু, কাল, আদি করি পারিষদগণে
বেষ্টিত আছেন যম নিজ সিংহাসনে,
ভিন্নাঞ্জনসম তাঁ'র দেহের বরণ,
ভ্রুকুটি-কুটীল নেত্র, বিরূপ ভীষণ
বক্রদেহ শতব্যাধি আছে চারিপাশে,
দেখে হেন যমে জন্তু আসিয়া সকাশে। ৭৮-৯॥
করে তাঁ'র যমদণ্ড অতি ভয়ঙ্কর
পাশ হাতে মহাবাহু বিচার-তৎপর।
যমের নির্দ্দিষ্ট যেই শুভাশুভ গতি,
পরকালে পায় লোক যা'র যথা মতি। ৮০॥

রৌরবে কূটসাক্ষী তু যাতি যশ্চানৃতী নরঃ।
ব্রহ্মঘ্নো হত্যয়া দষ্টোগোঘ্নশ্চ পিতৃঘাতকঃ ॥ ৮১ ॥
ক্ষেত্রদারাপহারী চ সীমানিক্ষেপহারকঃ।
গুরুপত্ন্যভিগামী চ কন্যাগামী তথৈব চ ॥ ৮২ ॥
তস্য স্বরূপং গদতো রৌরবস্য নিশাময় ॥ ৮৩ ॥
যোজনাং সহস্রে দ্বে রৌরবে হি প্রমাণতঃ।
জানুমাত্রপ্রমাণশ্চ ততঃ শ্বভ্রঃ সুদুস্তরঃ ॥ ৮৪ ॥
তত্রাঙ্গার-চয়োপেতং কৃতঞ্চ ধরণীসমম্।
জাজ্বল্যমানস্তীব্রেণ তাপিতাঙ্গারভূমিনা ॥ ৮৫ ॥
তন্মধ্যে পাপকর্ম্মাণং বিমুঞ্চন্তি যমানুগাঃ।
স দহ্যমানস্তীব্রেণ বহ্নিনা তত্র ধাবতি ॥ ৮৬ ॥
পদে পদে চ পাদোঽস্য শীর্য্যতে জীর্য্যতে পুনঃ।
অহোরাত্রেণোদ্ধরণং পাদন্যাসঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮৭ ॥
ততঃ সর্ব্বেষু নিস্তীর্ণঃ পাপী তির্য্যক্ত্বমশ্নুতে।
কৃমিকীটপতঙ্গেষু শ্বাপদে মশকাদিষু ॥ ৮৮ ॥
গত্বা গজদ্রুমাদ্যেষু গোঽশ্বেষু তথৈব চ।
অন্যাসু চৈব পাপাসু দুঃখদাসু চ যোনিষু ॥ ৯৮ ॥

কূট সাক্ষ্য প্রদান করয়ে যেই জন,
মিথ্যাবাদী করে ঘোর রৌরবে গমন।
ব্রহ্মঘাতী যেবা, কিম্বা গো বধে যে জন। ৮১ ॥
পিতৃঘাতী সে নরকে করয়ে গমন। ৮২ ॥
ক্ষেত্রহারী যেই কিম্বা পরনারী-হারী,
গচ্ছিতাপহারী, কিম্বা সীমানাশকারী,
গুরুপত্নী কিম্বা হরে কুমারী যে জন
নিশ্চয় রৌরবে সেই করয়ে গমন।
রৌরবের স্বরূপ বলিব এইবার —
দু' হাজার যোজন যে, তাহার প্রসর।
জানু পরিমিত তাহা গভীর—দুস্তর,—
জলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ অতি ভয়ঙ্কর। ৮৩-৫ ॥
যমের কিঙ্করগণ পাপীরে লইয়া
করয়ে নিক্ষেপ তাহে তাড়না করিয়া।
সুতীব্র অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে পাপীগণ
আকুল হইয়া দ্রুত করয়ে ধাবন। ৮৬ ॥
শীর্ণ জীর্ণ হয় তা'হে চরণ যুগল,
যন্ত্রণায় পদ দু'টি হয় ত বিকল,
অহোরাত্র তদুপরি বিচরণ করি'
বহুদিনে সে রৌরব যায় ত উতরি'।
তথা হ'তে মুক্ত হ'য়ে পাপী পুনর্ব্বার
পাপশুদ্ধি তরে যায় নরকেতে আর। ৮৬-৭
ভিন্ন ভিন্ন পাপতরে নরক নিচয়
ভুঞ্জি' অবশেষে পাপী তির্য্যগ্‌যোনি হয়।
কৃমি, কীট, পতঙ্গ, শ্বাপদ বহুতর
মশক, ঘোটক, গরু, তুরঙ্গ, কুঞ্জর,
বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, আদি বহু দেহ পায়
অবশেষে নর হয়, ঈশ্বর কৃপায়। ৮৮-৯ ॥

এবং সহস্রমুত্তীর্ণো যোজনানাং বিমুচ্যতে ।
ততোঽন্যৎ পাপশুদ্ধ্যর্থং তাদৃঙ্ নিরয়মৃচ্ছতি ॥ ৮৭ ॥
মানুষ্যং প্রাপ্য কুব্জো বা কুৎসিতো বামনোঽপি বা ।
চণ্ডালপুক্কসাদ্যাসু নরো যোনিষু জায়তে ॥ ৯০ ॥
অবশিষ্টেন পাপেন পুণ্যেন চ সমন্বিতঃ ।
ততশ্চারোহণীং জাতিং শূদ্রবৈশ্যনৃপাদিকাম্ ॥ ৯১ ॥
বিপ্রদেবেন্দ্রতাশ্চাপি কদাচিদবরোহণীম্ ।
এবন্তু পাপকর্ম্মাণো নরকেষু পতন্ত্যধঃ ॥ ৯২ ॥
যথা পুণ্যকৃতো যান্তি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ।
তে যমেন বিনির্দ্দিষ্টাং যান্তি পুণ্যাং গতিং নরাঃ ॥ ৯৩ ॥
প্রগীত গন্ধর্ব্বগণৈঃ প্রনৃত্তাপ্সরসাং গণৈঃ ।
হারনূপুরমাধুর্য্যশোভিতান্যুত্তমানি চ ॥ ৯৪ ॥
প্রযান্ত্যাশু বিমানানি নানাদিব্যস্রগুজ্জ্বলাঃ ।
তস্মাচ্চ প্রচ্যুতা রাজ্ঞামন্যেষাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৯৫ ॥
জায়ন্তে চ কুলে তত্র সদ্বৃত্তপরিপালকাঃ ।
ভোগান্ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যগ্র্যাংস্ততো যান্ত্যূর্দ্ধমন্যথা ॥ ৯৬ ॥

প্রথমেতে কুৎসিত বামন কুব্জ আর
চণ্ডাল-পুক্কষ দেহ হয় ত তাহার । ৯০ ॥
মানুষ হইয়া যদি পুণ্যকার্য্য করে,
আরোহণী গতি সেই পায় তা'র পরে ।
আগে শূদ্র হয়, পরে বৈশ্য দেহ পায়,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হ'য়ে দেবলোকে যায় ।
ইন্দ্র হ'তে পারে, যদি লভে পুণ্যবল
নহে অবরোহ গতি হয় ত সম্বল ।
কিম্বা নীচতর হ'য়ে, নরকেতে যায়
ভুঞ্জিয়ে নরক সেই বহুকষ্ট পায় । ৯১-২ ॥
পুণ্যবান্ মানবের নির্য্যাণ প্রকার
এইবারে বলিব নিকটে আপনার ।

পুণ্যবান যমালয়ে করিয়া গমন
যমাদেশে পুণ্যলোকে করে বিচরণ । ৯৩ ॥
সেই লোকে গীত গান গন্ধর্ব্বনিকর,
নৃত্য করে অপ্সরার অতি মনোহর । ৯৪ ॥
হার আর নূপুরের মাধুর্য্যে সুন্দর,
সেই নৃত্য গীত হয় অতি মনোহর । ৯৪ ॥
বিচিত্র বিমান আসে তাঁ'দের কারণ,
দিব্যমাল্য পরি' তাহে করি' আরোহণ,
বিচরণ করি' নিজ ভোগ্য-লোকচয়,
পুণ্য ক্ষয়ে হয় পরে পতন নিশ্চয় ।
জন্মে রাজকুলে কিম্বা সাধুজন ঘরে
ভুঞ্জি' সুখ করি পুণ্য যায় উর্দ্ধে পরে । ৯৫-৬

অবরোহণীঞ্চ সম্প্রাপ্য পূর্ব্ববদ্যান্তি মানবাঃ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা জন্তুর্বিপদ্যতে।
অতঃ শৃণুষ্ব বিপ্রর্ষে যথা গর্ভং প্রপদ্যতে ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে মৃত্যুদশাবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

যদি কেহ ভাগ্যবশে পাপে রত হয়, বিপদেতে পড়ে জীব যাহার কারণ।
অবরোহ পথে যায় নরকে নিশ্চয়। এই বার তব পাশে করিব বর্ণন,
এই ত বিস্তারি' পিতা করিনু বর্ণন— যেইরূপে গর্ভবাসে জীবের ভ্রমণ। ৯৭

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে মৃত্যুদশা-বর্ণন নামক দশম অধ্যায়।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

পুত্র উবাচঃ।

নিষেকং মানবস্ত্রীণাং বীজং প্রোক্তং রজস্যথ।*
বিমুক্তমাত্রোনরকাৎ স্বর্গাদ্বাপি প্রপদ্যতে ॥ ১ ॥

পুত্র বলে,—"শুন পিতা, অদ্ভুত কথন, সেই কালে জীব তাহে করয়ে আশ্রয়
নারী-রজে * বীর্য্য হয় মিলিত যখন স্বর্গ কিম্বা নরক ত্যজিয়া সুনিশ্চয়। ১ ॥

* বৃহজ্জাতকে লিখিত আছে—

"কুজেন্দুহেতুঃ প্রতিমাসমার্ত্তবং গতে তু পীড়র্ক্ষমনুষ্ণদীধিতৌ।
অতোঽন্যথাস্থে শুভ পুংগ্রহেক্ষিতে নরেণ সংযোগমুপৈতি কামিনী।"

প্রতিমাসে, নারীর জন্মকুণ্ডলীতে চন্দ্র ও মঙ্গলের অবস্থান-জনিত সম্বন্ধ-বিশেষ-জন্য রজোযোগ হইয়া থাকে; অর্থাৎ নারীর জন্মলগ্ন হইতে কোনও অনুপচয় গৃহে অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ ব্যতীত অন্য গৃহে চন্দ্র থাকিলে, ঐ চন্দ্র যদি মঙ্গল হইতে চতুর্থ, সপ্তম কিম্বা অষ্টমস্থ হন, তবে সেই সময়ে, গর্ভগ্রহণযোগ্য রজোযোগ হয়। বালিকা, বৃদ্ধা, রোগার্ত্তা বা বন্ধ্যার পক্ষে এই যোগ ধর্ত্তব্য নহে। যথা বাদরায়ণ—

"স্ত্রীণাঙ্গতোঽনুপচয়র্ক্ষমনুষ্ণরশ্মিঃ সংদৃশ্যতে যদি ধরাতনয়েন তাসাম্।
গর্ভগ্রহার্ত্তবমুশন্তি তদা ন বন্ধ্যা বৃদ্ধাতুরাল্পবয়সামপি চৈতদিষ্টম্।"

ঋতুকালের চতুর্থদিবসে, যদি ঐ চন্দ্র স্বামীর জন্মলগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম বা একাদশ গৃহে গমন করে, তবে স্বামীর সহিত মিলনে গর্ভ গৃহীত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ নামক প্রবন্ধে যথাস্থানে লিখিত হইবেক।

এই ঋতুকাল ষোড়শরাত্রি পর্য্যন্ত। যথা আয়ুর্ব্বেদে—

"আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শ রাত্রয়ঃ।
গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ।"

তেনাভিভূতং তৎ স্থৈর্য্যং যাতি বীজদ্বয়ং পিতঃ।
কললত্বং বুদ্বুদত্বং ততঃ পেশিত্বমেব চ ॥ ২ ॥

পরে সেই জীব-যোগে হ'য়ে অভিভূত
বীজদ্বয় স্থির হয়, জানিও নিশ্চিত।
সেই বীজ ধরে পরে কলল আকার
পরেতে বুদ্বুদ —পেশী পরেতে তাহার। ২ ॥

প্রথম স্রাব দিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল। এই কালের মধ্যেই গর্ভ গৃহীত হয়।"

যাঁহারা সুপুত্রলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদের যেরূপ নিয়মে থাকা কর্ত্তব্য, তাহা নানাশাস্ত্র গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যেমন, সুচিত্রকর সুচিত্র রচনা করিবার পূর্ব্বে, নানাবিধ চিত্রশোধনপূর্ব্বক হৃদয়ে চিত্রিতব্য বিষয় সুন্দররূপে ধারণা করিয়া, পরে চিত্রফলকে বর্ণ-যোজনা করিয়া ধীরে ধীরে করিতে থাকেন। সুপুত্রকামীও সেইরূপে ধীরে ও সংযতভাবে শাস্ত্রানুসারে সুপুত্রলাভে যত্ন করিবেন। শাস্ত্রের নিয়ম না মানিয়াই আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অধোগতি হইতেছে অকালমরণের ইহাও অন্যতম হেতু। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

"আর্ত্তবস্রাবদিবসাদহিংসা ব্রহ্মচারিণী।
শয়ীত দর্ভশয্যায়াং পশ্যেদপি পতিন্ন চ ॥

ঋতুর প্রথম দিবস হইতে (দিনত্রয়) অহিংসা-পরায়ণ ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া কুশশয্যায় (শুদ্ধভাবে) শয়ন করিবেন। ঐ তিন দিন পতিকে (স্পর্শন ত দূরের কথা) দর্শন পর্য্যন্ত করিবেন না। যাজ্ঞবাল্ক্য বলেন—

"ষোড়শর্ত্তুনিশা স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বণ্যাদ্যাশ্চতস্রস্তু বর্জ্জয়েৎ।

ঋতুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ নিশা ঋতুকাল। এই সময়ে আদ্য চারি ও পর্ব্বাদি দিবস বর্জ্জনপূর্ব্বক, যুগ্মদিবসে সঙ্গত হইবেক। ব্রহ্মচারীও এই সময়ে স্বপত্নীসঙ্গ করিলে দোষী হন না। এক্ষণে এই স্থানে প্রসঙ্গতঃ পর্ব্বাদি নিষিদ্ধ দিবস বলা যাইতেছে। যথা—

জ্যোতিষে লিখিত আছে—

"জ্যেষ্ঠা-মূলা মঘাশ্লেষা-রেবতী-কৃত্তিকাশ্বিনী।
উত্তরাত্রিতয়ং ত্যক্ত্বা পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেদৃতৌ॥"

জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী ও উত্তরাত্রয় অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফাল্গুনী এই দশ নক্ষত্র ও পঞ্চপর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ঋতুকালে পত্নী-সহবাস করিবে। পর্ব্ব, যথা বিষ্ণুপুরাণে—

"চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবাস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥'

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই পাঁচটি পর্ব্ব দিন বলিয়া কথিত। ইহাতে অভ্যঙ্গ স্ত্রীসঙ্গম এবং মৎস্যমাংসাদি ভোজন পরিত্যাগ করিবে।

গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে—

"ষষ্ঠ্যষ্টমীমমাবাস্যামুভে পক্ষে চতুর্দ্দশী।
মৈথুনং যোহধিগচ্ছেত্তু স্বর্গলোকং ন গচ্ছতি॥"

পেশ্যাস্তথা যথাবীজাদঙ্কুরাদি সমুদ্ভবঃ।
অঙ্গানাঞ্চ তথোৎপত্তিঃ পঞ্চানামনুভাগশঃ ॥ ৩ ॥

পেশীমাঝে থাকে জীব অতি সূক্ষ্ম হ'য়ে,
বীজেতে অঙ্কুর যথা থাকে গুপ্ত হ'য়ে।
পরে পঞ্চ অঙ্গ হয় উৎপন্ন তাহার,
ঘটে সেইরূপ যেবা ভাগ্যেতে যাহার। ৩ ॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন "উভয়পক্ষীয় ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং আমার প্রিয় দ্বাদশী তিথিতে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।"

যে সকল নারী সুস্থ, সবলকায়, দীর্ঘজীবী পুত্রলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য আয়ুর্ব্বেদ ঋতুর আদ্য দিনত্রয়ে, যে নিয়মে থাকিতে বলিতেছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল

"করে সরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাচরেৎ।
অশ্রুপাতং নখচ্ছেদমভ্যঙ্গমনুলেপনম্।
নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবাস্বাপং প্রধাবনম্।
অত্যুচ্চশব্দশ্রবণং হসনং বহুভাষণং।
আয়াসং ভূমিখননং প্রবাতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥"

ঐ তিন দিন করতল, সরাব অথবা (কদল্যাদি) পত্রে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে, রোদন, নখ-চ্ছেদন, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, গন্ধাদি অনুলেপন, চক্ষে অঞ্জনধারণ, স্নান, দিবা-নিদ্রা, দ্রুত-ধাবন, অত্যুচ্চশব্দ শ্রবণ, অত্যন্ত হাস্য, অধিক বাক্য-কথন, গুরুতর পরিশ্রম, ভূমিখনন, এবং প্রবল বায়ু সেবন পরিত্যাগ করিবেন। কারণ এই সকল কার্য্য-দ্বারা গর্ভ-যোগ্য রক্ত দূষিত হয়। যে কার্য্যের দ্বারা সন্তানের যে দোষ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না। প্রবন্ধান্তরে আছে। যথাযোগ্য সময়ে প্রকাশিত হইবেক। আয়ুর্ব্বেদ, পুত্রকামীর পক্ষে উপযুক্ত দিন নির্দ্দেশ করিতেছেন—

"অতঃ চতুর্থী ষষ্ঠী স্যাদষ্টমী দশমী তথা।
দ্বাদশী বাপি যা রাত্রিস্তস্যাস্তাং বিধিনা ভজেৎ।
অত্রোত্তরোত্তরং বিদ্যারায়ুরারোগ্যমেব চ।
প্রজাসৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যং বলঞ্চাভিগমাৎ ফলং ॥
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু ॥"

চতুর্থ প্রভৃতি দিন প্রশস্ত বলিবার হেতু এই, যে যুগ্ম দিনে পুত্র ও অযুগ্ম দিনে কন্যা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তন্ত্রে পুত্র কন্যা জন্মিবার অন্য প্রকার হেতু নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। যথা—

"মনোভবাগারমুখেঽবলানাং তিস্রো ভবন্তি প্রমদাজনানাং।
সমীরণা চান্দ্রমসী চ গৌরী বিশেষমাসামুপবর্ণয়ামি ॥
প্রধানভূতা মদনাতপত্রে সমীরণানাম বিশেষ নাড়ী।
তস্যা মুখে যৎ পতিতন্তু বীর্য্যং তন্নিষ্ফলং স্যাদিতি চন্দ্রমৌলিঃ।
যা চাপরা চান্দ্রমসী চ নাড়ী কন্দর্পগেহে ভবতি প্রধানা।
সা সুন্দরি যোষিতমেব সূতে সাধ্যা ভবেদল্পরতোৎসবেষু।
গৌরীতি নাড়ী যদুপস্থগর্ভে প্রধানভূতা ভবতি স্বভাবাৎ।
পুত্রং প্রসূতে বহুধাঙ্গনা সা কষ্টোপভোগ্যা সুরতোপবিষ্টা ॥"

এই শ্লোক চারিটির ভাবার্থ এই, যে জরায়ু সম্মুখে সমীরণা, চান্দ্রমসী ও গৌরী নামে তিনটি নাড়ী আছে, তাহার মধ্যে সমীরণা নামক নাড়ীর মুখে বীর্য্য পতিত হইলে নিষ্ফল হয়; চান্দ্রমসী মুখে কন্যা এবং গৌরী-নাড়ী-মুখে পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী

India Press, Calcutta

দুটি কবিতা।

শর-শয্যা

কুরুক্ষেত্রে—সমরপ্রাঙ্গণে এক ধারে শান্তনুনন্দন,
ছাড়ি রণ নিজ ধামে গমনের তরে করিয়া মনন
শর-শয্যা করিয়া আশ্রয়, ভুলি’ মায়া করিলা শয়ন.
মায়া-পতি সম্মুখে তাঁহার সখাসনে দাঁড়ায়ে এখন;
নির্নিমেষে তাঁর মুখপানে চাহি’ বীর জুড়ায় হৃদয়,
হৃদি মাঝে পাতিয়া আসন, মনে মনে বলে “দয়াময়,
হৃদয়েশ, এস এ হৃদয়ে, এ আসনে দাঁড়াও আসিয়া
আঁখি মুদে দেখিব তোমারে প্রাণভরি’ সকল ভুলিয়া।

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী হরি, ভক্ত আশা করিলা পূরণ;
প্রেমভরে অন্তরে বাহিরে হেরে তাঁরে শান্তনুনন্দন।
অর্জ্জুনের শকতি বুঝাতে দুর্য্যোধনে, করিলেন ছল,
বলিলেন শান্তনুনন্দন “বড় তৃষ্ণা, দেহ মোরে জল।”

আনে জল সুবর্ণভৃঙ্গারে ত্বরা করি’ রাজা দুর্য্যোধন।
বলে বীর, “অন্তিম-সময়ে ভোগবতী জলে প্রয়োজন;
পার যদি আন সেই বারি” ‘কোথা পা’ব’ দুর্য্যোধন বলে,
বলিলেন ভীষ্ম কোথা পার্থ নাশ তৃষ্ণা ভোগবতীজলে।
শুনি বাণী, অর্জ্জুন তখন শর-যোগে ভেদিয়া ভূতল,
অবিলম্বে প্রস্রবণাকারে আনিলেন ভোগবতী-জল।

তৃষ্ণা শান্তি করিয়া তখন বলিলেন ভীষ্ম মহাবল,
“দুর্য্যোধন, কর দরশন, অর্জ্জুনের কত বাহুবল,
ছাড় রণ, ছাড় শত্রুভাব, পাণ্ডবের রাজ্যভাগ দাও,
কেন মিছে লোকক্ষয় করি’ ভারতের বিপদ বাড়াও।
রণ-শেষ হৌক ভাই, এবে, হ’ক শান্তি, আমার মরণে
শাস ভাই এ বিপুল ধরা মিলি’ এবে পাণ্ডবের সনে।
ধর্ম্মপথ নাহি ছাড় ভাই, ধর্ম্ম তথা যথা নটবর,
নাহি ছাড় ওই পদ দু’টি, হও ভাই, ধর্ম্মেতে তৎপর।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম ভাই, সার কথা ভুলো না কখন,
যথা ধর্ম্ম জয় সেইখানে, সুনিশ্চয় শাস্ত্রের বচন।”

অকিঞ্চন।

আত্ম-সমর্পণ।

আমি দিতেছি সঁপিয়া আপনা,
তোমারি চরণতলে হে,
এবে না[illegible] [illegible] ভাবনা,
যা’ কর তা’ হবে হরি হে!
[illegible] দাও সুখ-দুখ,
[illegible] ছোট বুক,
[illegible] আর নাই হে!

আমি [illegible] রহিলে,
তোমার ভরসা করি’ হে,
তুমি [illegible] পালিবে
জেনেছি আমি তা’ প্রভু হে!
[illegible] কঠোর শাসন,
[illegible] হেরি অনুক্ষণ,
[illegible] লও মোরে তব হে!

আমি আপন [illegible]-তরণ
সকলি ভুলিয়া সখা হে,
মম প্রেম-কণাটুকু তোমারে
সঁপিব কেবলি আজি হে!
[illegible]-ধন-জন-মান,
তুমি [illegible] নাহি প্রয়োজন,
তব দান লও ফিরি’ হে।

শুধু রাখিও আমার লাগিয়া
ঊষার সুষমারাশি হে,
আর মোহন-কুসুম-সুবাসে
শশীর মধুর হাসি হে!
তোমারে রাখিয়া হৃদয়-নয়নে
হাসিব খেলিব তাহাদের সনে,
আহা! কত সুখ তাহে হে!

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত

প্রতিহিংসা।

(একটি ছোট গল্প।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আশ্রমে।

" Now morn, her rosy steps in th'eastern clime
Advancing sow'd the earth with orient pearls."

MILTON.

'Revenge at first though sweet,
Bitter ere-long back on itself recoil."

MILTON.

"*Solitude* sometimes is best society
And short retirement urges sweet return."

MILTON.

প্রাতঃকাল, উষা পূর্ব্বাশার কোলে হাসি হাসি মুখখানি বাহির করিয়া, জগতের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাটে একখানি উজ্জ্বল হীরক জ্বলিতেছে। এতক্ষণ রজনিনাথ রজনীর সহিত বিহার করিতেছিলেন, উষাকে দেখিয়া রজনী লজ্জায় ম্লানমুখী হইয়া অবগুণ্ঠনে মুখ আবরণপূর্ব্বক বিপরীত-পথে পলায়ন করিলেন। রজনিনাথও লজ্জায় ম্লানমুখ হইলেন। এ দিকে উষার বড় বিপদ। তপন-সারথী অরুণ তাঁহাকে বড়ই ভালবাসেন। উষা কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পারেন না। উষা কোমলা—অরুণ সদাই অরুণনয়ন। কোমলে কঠিনে মিলিবে কেন? তাই উষা সদাই লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়। উষা অরুণকে দেখিয়া, বিন্ধ্যাচলের তপোবনে, বৃক্ষান্তরালে লুকাইতে চলিল। অরুণের স্তুতিবাদক বায়সগণ কেহ "কৈ—কৈ?" কেহ "ঐ—ঐ" বলিয়া, উষার পলায়ন-দিক নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। অরুণও অরুণ-নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তপন-তনয়া উষা লুকাইলেন। অরুণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। এ দিকে তপনদেব, এই সম্বাদ শ্রবণে, ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি, হইয়া পূর্ব্বাশায় উপস্থিত হইলেন। অরুণও স্বীয় আরক্ত বদন নম্র করিয়া, প্রভুসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার রথ চালনে প্রবৃত্ত হইলেন। তপন-পত্নী সংজ্ঞা কন্যাটিকে খুঁজিবার জন্য জগতে প্রবেশ করিলেন। জগত জাগিল।

এই শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, মহর্ষি চন্দ্রশেখর, স্নান সমাপন পূর্ব্বক, আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন; এমন সময় দেখিলেন সম্মুখে একটি পুরুষ ও তিনটি রমণী মূর্ত্তি। পুরুষটির প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বলিলেন, "একি? সমরেন্দ্র, এমন সময়ে পত্নী আর কন্যাদু'টিকে নিয়ে কোথা হ'তে?"

সমরেন্দ্র। "বরাবর রত্নগিরি হ'তেই আস্‌চি, ক্লান্তিবশে আমারই যখন চরণ চলে না, তখন, আমার পত্নী আর কন্যাদু'টির যে কত কষ্ট হ'চ্চে, তা' বেশ বুঝতে পারচি।

গুরুদেব, আপনি ত সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি যদি আমার এখানে আস্‌বার কারণ, স্বমুখে বল্‌তে হয়, তা'হ'লে একটু বিশ্রাম না ক'রে পার্‌বো না। কাল সন্ধ্যা হ'তে আমরা নিরাহারে আছি।"

মহর্ষি। "তবে বৎস, এস। সমস্ত বিবরণ এর পরেই শুন্‌বো।" এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া, স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

বিস্তীর্ণ আশ্রমে, মুনিগণ, পত্নী-পুত্র-কন্যাদি লইয়া বাস করিতেছেন। সংসারের কোলাহল তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। নর্ম্মদার শীতল জল, বৃক্ষের সুমধুর ফল, শিষ্যগণের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি, এবং অরণ্যজাত শাকাদিতে তাঁহাদের স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। তাঁহাদের পার্থিব কাজ অতি অল্প। বনের পশুপক্ষিগণকে ভালবাসিয়া—বিপন্নের সেবা করিয়া—আর ভগবানের নাম গান করিয়াই তাঁহাদের দিন কাটে। আজ এই আশ্রমে একটি বিপন্ন দম্পতী, দু'টি বালিকা সঙ্গে আশ্রয়-প্রার্থী। আশ্রয় মিলিল। মুনিগণ, মুনিপত্নি-গণ, মুনিকন্যাগণ তাঁহাদের শ্রান্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নাশের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত হইলেন। মুনিপুত্রগণ ও শিষ্যগণ তাঁহাদের বাস করিবার উপযোগী কুটির রচনায় ব্যাপৃত হইলেন। দেখিতে দেখিতে আশ্রমের এক প্রান্তে দুই খানি কুটির রচিত হইল।

মহর্ষি, এই বিপন্ন দম্পতিকে আশ্রমে আনিয়াই, হোমগৃহে গমন করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা আশ্রমবাসী সকলেই জানেন, সুতরাং তাঁহাকে সে সম্বন্ধে কাহাকেও কিছুই বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। যখন তিনি হোমগৃহ হইতে ফিরিলেন, তখন সমরেন্দ্র স্নান করিয়া, কিঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণপূর্ব্বক মুনিগণের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যাপৃত আছেন, আর তাঁহার পত্নী ও কন্যা-দু'টি মুনিকন্যাগণের সঙ্গে স্নান করিবার জন্য নর্ম্মদায় গমন করিয়াছেন। বালিকা দু'টি আশ্রমে আসিবামাত্র, মুনিপত্নিগণ আশ্রমস্থিত ফলমূলে তাঁহাদের ক্ষুধাশান্তি করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সম্ভবতঃ চিরদিন আশ্রমেই থাকিতে হইবে, কাজেই তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র কুটির নির্ম্মিত হইতেছে।

মহর্ষি প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "সমর, তোমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে আর যাহা ঘটিবে, তাহা সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। সকলই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। এ সংসারের সুখদুঃখ দুই-ই অনিত্য। আপাততঃ নিত্য সুখের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। মঙ্গলময়ের কৃপায়, অচিরে মঙ্গল লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

সমর। "কিন্তু, গুরো, প্রতিহিংসার জন্য প্রাণ বড় আকুল হ'য়েছে। ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হ'চ্চে না।"

মহর্ষি। "ক্ষান্ত কর। ক্রোধ ভুল। প্রতি-হিংসা ভুল। মঙ্গলময়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর কর। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির ফল কখন শুভ-জনক হ'তে পারে না।"

সমর। "কি পাপে আমার এ দুঃখ?"

মহর্ষি হাসিলেন। বলিলেন, "বৎস, পাপের ফল যে দুঃখ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল পাপই যে এই জন্মে করা হ'য়েছে তা'ত নয়। তুমি ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ, কোন্ পাপের ফলে কোন দুঃখ ঘটে, তা'ত জান। তবে আমায় এ জিজ্ঞাসা কেন? এ জন্মে যদি সেরূপ কর্ম্ম কিছু না ক'রে থাক।

অবশ্যই জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে এই দুঃখ ঘটেছে। এখন কর্ম্মের দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের নাশ কর। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।" হাসিমুখে কর্ম্মফল ভোগ কর। প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে আবার নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি করিও না। তা'হ'লে আবার এজন্মেই হউক আর পরজন্মেই হউক সেই কর্ম্মের ফলও ভোগ করতে হ'বে।

সমর। "কিন্তু মন বুঝে না।"

মহর্ষি। "বোঝাতে চেষ্টা কর। এ শান্তিময় তপোবনে থাকতে হ'লে, শান্তির আশ্রয়ে থাকতে হ'বে, মনের অশান্তি দূর করতে হ'বে, অভ্যাস আর বৈরাগ্যের সাহায্যে কামনা আর তজ্জনিত ক্রোধ নাশ করতে হ'বে। চেষ্টা কর। একান্ত অক্ষম হও। তোমার জন্য আশ্রম থেকে দূরে স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করতে বাধ্য হ'ব। এখন আহারাদি ক'রে বিশ্রাম কর গিয়ে।

ঠিক এই সময় একটি বালক আসিয়া বলিল "মহাশয়, আসুন। আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আশ্রমবাসিগণকে কৃতার্থ করুন।" সমরেন্দ্র চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া গেলে, মহর্ষি বলিলেন, "এ ক্ষত্রিয়। উগ্র প্রকৃতি। মনকে দমন করতে পারবে না। এখান হ'তে এক ক্রোশ পশ্চিমে বিন্ধ্য-গাত্রে একটি প্রশস্ত গুহা আছে, তা'র মধ্যে তিনটি প্রকোষ্ঠ। শাণ্ডিল্য প্রভৃতি কর্ম্মঠ বালকগণ সেখানে গিয়ে সেটিকে পরিষ্কৃত ও বাসযোগ্য করুক। সেই খানেই এঁদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করতে হ'বে। এরূপ চিন্তায় ব্যাপৃত হ'য়ে, সমরেন্দ্র যদি এ আশ্রমে থাকে, তবে আশ্রম দূষিত হ'বে। শান্তিদেবী চিরদিনের জন্য আশ্রম ত্যাগ করবেন। এখন আপনারা সকলে স্নানাদি করুন গিয়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা সমাগমে।

Now came still evening on, and twilight gray
Had in her sober livery all things clad.
Silence accompany'd ; for beasts and birds,
They to their grassy couch, these to their nests,
Were slunk."———

MILTON.

"There to pine
Immovable, infixed and frozen round,
Periods of time."

MILTON.

তপনদেব সমস্ত দিন পৃথিবীর পাপ-পুণ্য সন্দর্শন করিয়া, এখন পশ্চিম-গগন-প্রান্ত আশ্রয় করিয়াছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে, তাঁহার শরীর শ্রান্ত-ক্লান্ত। নর্ম্মদার শীতল

জলে স্বীয় তপ্তদেহ শীতল করিবার জন্য, তিনি অবগাহন করিতে উদ্যত। পক্ষিগণ এখনও স্ব স্ব কুলায়ে প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। মৃগগণ, আশ্রমপ্রান্তে বৃক্ষতলে শয়নপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছে। মুনিশিষ্যগণ, গোধন লইয়া গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। মুনিকন্যা-গণ সান্ধ্য হোমের আয়োজনে ব্যস্ত।

এমন সময়ে, একটি অশোকতরুর তলায় উপবিষ্ট হইয়া, মহর্ষি চন্দ্রশেখর এবং সমরেন্দ্র সিংহ কথোপকথনে ব্যাপৃত ছিলেন।

সমর। গুরো, আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই শান্তিপূর্ণ আশ্রমে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করবো।

মহর্ষি। বৎস, আমার বা অন্য কোনও মুনির তাহাতে কিছু মাত্র আপত্তি ছিল না। তা'র প্রমাণ এই, তাঁ'দের আদেশে, ঐ দেখ, মাধবী-কুঞ্জের পর পারে, তোমাদের জন্য কুটির নির্ম্মিত হ'য়েছে। কিন্তু বৎস, তোমার মনের অবস্থা এখন অন্যরূপ, আশ্রমবাসের উপযুক্ত নয়। এজন্য তোমার বাসের জন্য স্থানান্তরে আবাস নির্ণয় করতে বাধ্য হ'লাম। সেখানে এতক্ষণে সমুদায় আয়োজন ঠিক হ'য়েছে। কিন্তু আজ তোমা-দের সেখানে যাওয়া হ'বে না। আমাদের আশ্রমে অতিথি হ'য়েছ, আজ এখানে অবস্থান ক'রে আতিথ্য গ্রহণ ক'রতে হ'বে। কাল বসুভূতি আস্‌বেন। তিনি সস্ত্রীক এসে ঐ কুটিরে বাস করবেন, আর তুমি জনশূন্য রূপনগরের পর্ব্বতগাত্র-খোদিত একটি ক্ষুদ্র আবাসে বাস করবে। আজ ঊষা সময়ে তোমায় কতকগুলি উপায় ব'লে দিব, সেই উপায়ে চেষ্টা করলে অনায়াসে দুর্দ্দম মনকে আয়ত্বাধীন করতে পারবে। তখন আর হৃদয়ে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি কিছুই থাক্‌বে না। তখন তোমরা এই আশ্রমে এসে বাস ক'রে, শান্তি সুখ ভোগ ক'রো। এখনও তোমার কর্ম্ম তোমায় ঘোরা'বে, তুমি কি করবে বল। তুমি যদি স্বাধীন হ'তে, আশ্রম বাসের উপযুক্ত হ'তে পারতে। এখন তুমি পরাধীন। ষড়রিপুর অধীন, সেই ছয় প্রভুর সেবা তোমাকে অবশ্যই করতে হ'বে।

এমন সময়ে, শাণ্ডিল্য, বজ্র, পৈল ও বৌধায়ন, তথায় উপনীত হইয়া মহর্ষির চরণে প্রণাম করিলেন।

মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি ?"

শাণ্ডিল্য। সমস্ত ঠিক করা হ'য়েছে। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমাদের, বড় বেশী কষ্ট করতে হয় নাই। আমরা যা'বার সময়, উদূখল, মুষল, কলস প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে গিয়েছিলাম। গুহাটির দ্বারে একখানি কাষ্ঠময় কপাট আছে, ভিতরেও কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল। তা'র মধ্যে যে গুলি অব্যবহার্য্য হ'য়েছে, সেগুলি ফেলে দিয়ে, বাকীগুলি পরিষ্কার ক'রে রেখে এসেছি। গুহাটির অদূরে একটি প্রস্রবণ আছে, সুতরাং জলের জন্য আমাদিগকে বেশী কষ্ট করতে হয় নাই। নর্ম্মদাও বেশী দূরে নয়, কিন্তু প্রস্রবণটি খুব কাছে এবং তা'র জলও বড় পরিষ্কার এবং সুমধুর। পর্ব্বতের উপরে—সেই প্রস্রবণের উৎপত্তিস্থানের নিকটে কতকগুলি সুমধুর ফলবৃক্ষ আছে সুতরাং আহার্য্যেরও বিশেষ অসু'বিধা হ'বে না।

মহর্ষি। সে গুহা আমি জানি, আমি বহু-বার সে গুহায় অবস্থান ক'রেছি। এখন তোমরা যাও, বিশ্রাম করগে, অপর্ণাকে বলগে অতিথিগণের আহার্য্যের আয়োজন করতে,

আর ব'লো তাঁ'রা কাল প্রাতে আশ্রম ত্যাগ ক'রে অন্যত্র বাস কর্‌তে যাবেন সুতরাং তাঁ'দের ব্যবহার-উপযোগী কয়েকখানি গৈরিক বসন যেন দেওয়া হয়। তোমাকেই কাল এঁদের সঙ্গে যেতে হ'বে, সুতরাং আজ আর তুমি বেশী পরিশ্রম ক'রো না।

শিষ্য চারিটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে, মহর্ষি বলিলেন, "দেখ, বৎস, তোমার নিতান্ত ইচ্ছা হ'লেও এখন আমি তোমায় এখানে থাক্‌বার অনুমতি ক'র্‌তে পার্‌বো না। আমাদের আশ্রমে চারিটি ক্ষত্রিয়কুমার এখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবাস কর্‌চে, তা'রা মাঝে মাঝে তোমাদের সংবাদ ল'য়ে আস্‌বে। তুমিও ইচ্ছা হ'লে মাঝে মাঝে আশ্রমে আস্‌তে পার। আমিও মাঝে মাঝে যা'ব। বসুভূতি এলে, তিনি সম্ভবতঃ অধিকাংশ সময়ই তোমার কাছে থাক্‌বেন। তবে তাঁ'র বয়স হ'য়েছে, এখন বানপ্রস্থাশ্রমেরই সময়। তোমার যা'তে কোনও কষ্ট না হয়, সেজন্য আমরা প্রাণপণে যত্ন কর্‌বো। কোন চিন্তা নাই।

সমর। প্রভু, চিন্তাই এখন আমার এক মাত্র সহচরী। যাই হউক, আপনার আদেশ আমার চিরদিন শিরোধার্য্য। স্বচ্ছন্দই হৌক আর কষ্টই হৌক, আমি সেই স্থানেই থাক্‌বো। আপনার আদেশ না হ'লে অন্য কোথাও যা'ব না।

মহর্ষি। ওই দেখ, বৎস, সূর্য্যদেব অস্ত হ'লেন। আমি হোমগৃহে যাই। তুমি নর্ম্মদা-তীরে একটু ভ্রমণ ক'রে, আশ্রমে এসো। এই বলিয়া মহর্ষি চলিয়া গেলেন।

সমরেন্দ্রসিংহও অশোকতল ত্যাগ করিয়া নর্ম্মদার তীরে চলিলেন। চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, "আর ভ্রমণ!—এখন আর কিছুতেই সুখ নাই। ক্ষত্রিয় হ'য়ে শত্রুর ভয়ে কুকুরের ন্যায় পলায়ন ক'রে লুকিয়ে থাকা, আর মৃত্যু দুইই সমান। এখন আর সুখ কোথায়? এখন নির্জ্জনবাসই শ্রেয়ঃ। এই বলিতে বলিতে তিনি নর্ম্মদার তীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় মুনিকন্যাগণ জল তুলিয়া আশ্রমপাদপে সেচন করিতেছেন। তাঁহাদের সেই শান্তিপূর্ণ মুখগুলি দেখিয়া, তাঁহার মনে, একটু আনন্দের উদয় হইল। তিনি অপেক্ষাকৃত প্রশান্তমনে আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পতিব্রতা।

"'Tis chastity, my brother, chastity:
She, that has that, is clad in complete steel."

MILTON.

"O! welcome, pure-eyed faith, white-handed hope
Thou hovering angel, girt with golden wings."

MILTON.

পূর্ব্বকথিত ঘটনার পর, ছয় মাস অতীত হইয়াছে। এই ছয় মাসে কত স্থানে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কত ধনী দরিদ্র হইয়াছে—কত দরিদ্র ধনেশ্বর হইয়া অহঙ্কারে

অপর দরিদ্রকে পদদলিত করিতেছে। কত মাতা পুত্রহারা হইয়া, চিরপোষিত আশায় নিরাশ হইয়াছে; এখন তাহাদের ক্রন্দন সম্বল। আবার কত নারী পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া, মনে মনে কত আশা করিতেছে। এ সংসারের রীতিই এই। আজ সমরেন্দ্রসিংহ নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় পত্নী ও কন্যাদু'টিকে লইয়া বাস করিতেছেন। ছয় মাস পূর্ব্বে যাঁহাকে বলবান সুপুরুষ দেখিয়াছিলাম। আজ তিনি চিন্তার ভারে প্রপীড়িত হইয়া রহিয়াছেন—অসময়ে তাঁহার কেশ পলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার দেহের আর সে সৌন্দর্য্য নাই, শরীরে আর সে বল নাই। তিনি এখানে আসিয়া অবধি আর বাহির হন নাই। নীরবে গুহার মধ্যে বসিয়া কেবল চিন্তা করেন। তাঁহার পত্নী আর কন্যা দু'টি, তাঁহার এরূপ অবস্থায় একান্ত ব্যথিত। তাঁহাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, কেবলমাত্র বলেন "প্রতিহিংসা"। কেবল যখন একটি বৃদ্ধ আসেন, তখন তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করেন মাত্র। তিনি চলিয়া গেলেই আবার যে সেই। স্বামীর এ দশা দেখিয়া, ভাবনায় তাঁহার পত্নী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। অন্য কেহ এ কথা জানে না। কিন্তু তিনি দিন দিন যে মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছেন, এ কথা তিনি নিজে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন। সে জন্য তিনি আনন্দিতা। তিনি প্রাণপণে পতিসেবা করিতে করিতে অপসৃত হন, এই তাঁর একমাত্র কল্পনা। তিনি জানেন কন্যা দু'টির জন্য ভাবনা নাই। মহর্ষি যাহা ভাল হয় করিবেন। তিনি গুরু, তিনিই ভগবান। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, তাহার জন্য আর ভাবনা কি? এখন তাঁহার শরীরের অবস্থা এইরূপ—তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, শরীরে আর বিন্দুমাত্রও বল নাই, অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, উঠিয়া দাঁড়াইলে অন্ধকার দেখেন—মাথা টলিয়া যায়। তিনি এ সমুদায় কষ্ট উপেক্ষা করিয়া নিরন্তর স্বামীর সেবায় ব্যাপৃতা আছেন। গৃহে অন্য পরিজন নাই, কাজেই কন্যা দু'টি প্রস্রবণ হইতে পানীয় জল ও সন্নিহিত বৃক্ষাদি হইতে আহার্য্য ফল সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করে। কি জানি কে? বোধ হয় আশ্রমের কোনও শিষ্য, প্রতিদিন উষার পূর্ব্বে দ্বারদেশে কতকগুলি করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ রাখিয়া যায়, সেই জন্য বালিকা দু'টিকে আর এখন কাষ্ঠ সংগ্রহের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। যে বৃদ্ধ মধ্যে মধ্যে আসিয়া সমরেন্দ্রসিংহের সহিত কথোপকথন করিয়া যান, তিনি প্রতিপক্ষান্তে প্রচুর গোধূমচূর্ণ, ও তণ্ডুলাদি দিয়া যান। সুতরাং ইঁহাদের আহারাদির বিশেষ কষ্ট হয় না।

গৃহিণী যে অসুস্থ, এ কথা গৃহস্বামী বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বন্ধু সেই বৃদ্ধটিও সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই। কাজেই রোগিণী চিকিৎসার অভাবে দিন দিন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বর্ষাকাল। কিন্তু বৃষ্টি হইতেছে না। আজ সমরেন্দ্র-পত্নির শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। তিনি শয্যা হইতে উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার কন্যা দু'টি উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। এমন সময়ে তিনি অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "মা কনক, মা ইন্দু, এ দিকে একবার এস ত মা?"

বালিকা দু'টি আসিল। তিনি বলিলেন,

"মা, আজ যে আমি বিছানা থেকে উঠ্‌তে পারচি না, উঠ্‌তে গেলেই অন্ধকার দেখ্‌চি।"

কনকপ্রভা জ্যেষ্ঠা। তিনি বলিলেন, "তবে মা, তুমি শুয়ে থাক। তোমার শরীর বড়ই দুর্ব্বল হ'য়েছে। ইন্দু, তুই ভাই আজ একাই গিয়ে জল আন্। আজ আর ফল আন্‌তে হ'বে না। আমি আজ এদিকের কাজ ক'রে, মাকে আর বাবাকে যা'তে সকাল সকাল ভাত দিতে পারি তা'র ব্যবস্থা করি।"

এই বলিয়া কনকপ্রভা গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। ইন্দুপ্রভা একটি ক্ষুদ্র কলস লইয়া, জল আনিতে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রূপনগর।

"Some natural tears they dropp'd, but wip'd them soon ;
The world was all before them, where to choose
Their place of rest, and Providence their guide."

MILTON.

"To scorn delight and love laborious days."

MILTON.

বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশে রূপনগর বড় সুন্দর নগর ছিল। নগরটি বড় না হইলেও, যাহারা এখানে ছিল, তাহারা বড়ই সুখে ছিল। কিন্তু এ সংসারে মানুষই মানুষের প্রধান শত্রু। এই রূপনগরে যাহারা ছিল, তাহারা কোনও রাজার অধীন ছিল না। একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সাধারণের সম্মতিতে মণ্ডল-পদ গ্রহণ করিয়া গ্রাম সুশাসনে রাখিতেন। কোনও গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হইলে, আশ্রমের মহর্ষি যে মীমাংসা করিতেন তাহাই সকলের শিরোধার্য্য হইত।

একবার রাজনগরের রাজার ইচ্ছা হইল যে এ নগরটি স্বাধিকারভুক্ত করিতে হইবেক। তিনি নগর অধিকার করিবার জন্য কয়েকজন সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নগরবাসীরা মণ্ডলের পরামর্শে সৈন্যগণকে বাধা না দিয়া নগর ত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেল। অপরের অধীন হইয়া থাকা অপেক্ষা, নিবিড় অরণ্যে কুটির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, বন্য পশুগণের সঙ্গে বাস করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। সেই পর্য্যন্তই রূপনগর জনশূন্য। রূপনগরে অট্টালিকা ছিল না। ছিল দরিদ্রের পর্ণ-কুটির। অধিবাসীরা সকলেই শ্রমজীবী। যিনি মণ্ডল তিনিই ঐ পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেন। তাহারা বেশ সুখেই ছিল। কিন্তু মানুষে মানুষের সুখ দেখিতে পারে না। তাই আজ রূপনগর জনশূন্য। সে আজ দুই বৎসরের কথা। এই দুই বৎসরে অনেক কুটিরই ভূমিসাৎ হইয়াছে। দুই চারি খানা জীর্ণ অবস্থায় ইতস্ততঃ আজিও দাঁড়াইয়া আছে। কেবল এক খানি কুটিরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, সেখানি এখনও বাস-যোগ্য আছে। কুটিরখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। তাহার পার্শ্বে আর একখানি ক্ষুদ্রতর

কুটির। তাহার একাংশে রন্ধনশালা আর একাংশে গোশালা। গোশালায় দু'টি নব প্রসূতা গাভী। কুটিরস্বামী একটি দ্বাবিংশ-বর্ষীয় যুবা। এই কুটিরখানি সেই প্রস্রবণের অদূরেই অবস্থিত।

ইন্দ্রপ্রভা, আজ একাকিনী প্রস্রবণে জল লইতে আসিয়াছেন। যুবা গরুটিকে ছাড়িয়া দিয়া, একটি হরীতকী-বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। ইন্দ্রপ্রভা এ যুবাকে প্রত্যহই দেখিতে পান, কিন্তু একদিনও তাহার সহিত আলাপ করেন নাই। যুবাটিও, বালিকা দু'টিকে প্রত্যহই নির্নিমেষনয়নে দর্শন করেন, কিন্তু কোনও দিন কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। আজ বালিকাটিকে একা দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ একা কেন? আপনার দিদি কোথায়?"

ইন্দু বলিলেন, "আজ মা'র বড় অসুখ হ'য়েছে, তিনি বড়ই দুর্ব্বল, সে জন্য দিদি ঘরে আছেন, আমি জল নিতে এসেছি।"

যুবা। "একা আস্‌তে ভয় করে না?"

ইন্দু। "ঐ ত বাড়ী, তা'য় আপনি এখানে থাকেন; ভয় কি?"

যুবা। "মা'র অসুখ হ'য়েছে। আপনাদের ত গরু নাই। আমার দু'টি গরু। আমি যদি একটু দুধ দিই, নিয়ে যাবেন কি? মা বড় দুর্ব্বল হ'য়েছেন, একটু দুধ খেলে উপকার হ'তে পারে। আপনি লজ্জিত হ'চ্ছেন। লজ্জা কি বলুন। আমি ত আপনাদের প্রতিবেশী। পরস্পর সাহায্য করাই ত উচিত। মনে করুন, আমার যদি কোন দিন অসুখ হয়, আর আপনারা জান্‌তে পারেন, তা'হ'লে কি আপনারা আমায় খেতে দেন না?

ইন্দু। "আমি যাই, দিদিকে ক'রে আসি।"

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

যুবাটি বৃক্ষ হইতে দাড়িম, আতা, পেয়ারা, প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করিয়া একটি চুপড়ীতে রাখিলেন, কতকগুলি পুষ্প সংগ্রহ পূর্ব্বক একটি স্তবক রচনা করিয়া রাখিলেন এবং একটি মৃন্ময় পাত্রে দুগ্ধ আনিলেন, এবং সেই গুলি লইয়া গুহার দ্বারদেশে রাখিলেন।

এদিকে ইন্দু, গৃহে আসিয়া ভগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দিদি, যে মানুষটি পর্ব্বতের উপর গরু চরান, তিনি আজ আমায় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি বল্লাম "মা'র অসুখ হ'য়েছে ব'লে, দিদি আস্‌তে পারেন নি।" তা'তে তিনি বল্লেন "আমি যদি একটু দুধ দিই মা'র জন্য নিয়ে যাবেন?" আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম। দুধ আন্‌বো কি?"

কনক। "তা' আনো না। তিনি নিজের ইচ্ছায় দিতে চাচ্ছেন, না নিলে মনে কষ্ট পাবেন।"

যুবা সে কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দ হইল। আমরা হইলে, তখনি জিনিষ গুলি ঘরের ভিতর দিয়া আসিতাম, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কনকপ্রভা বলিলেন "তবে ইন্দু, তুমি এই কলসিটি নিয়ে যাও, আর এক কলসী জল আন, আর এই ঘটিটিও নিয়ে যাও, এতে ক'রে দুধ এনো। ঘটিটি কলসীর মুখে বসিয়ে আন্‌তে কষ্ট হবে না ত?"

ইন্দুপ্রভা বলিলেন "কষ্ট হ'বে কেন?" এই বলিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যুবা বাহিরে দাঁড়াইয়া।

যুবা বলিলেন, "আপনার আন্‌তে কষ্ট হ'বে ব'লে, এই দুধটুকু আর এই গোটাকতক ফল পেড়ে এনেচি। আর এই ফুলের তোড়াটি একটা জলের ঘটির উপর বসিয়ে মা'র মাথার কাছে রাখ্‌বেন তা'তে ওঁর অসুখ অনেক কমে যা'বে।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

ইন্দু বলিল "দিদি এদিকে এস, এই দেখ তিনি এই সব নিয়ে এখানে এসে দিয়ে গেলেন।"

কনকপ্রভা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন "বড় দয়ার শরীর। ওঁকে ঘরের ভিতর ডাক্‌লে না কেন?"

ইন্দু। "উনি দিয়েই চ'লে গেলেন, দাঁড়ালেন না ত।"

কনক। "তবে আর এখন জল এনে কাজ নাই। এস মাকে বাবাকে আগে একটু একটু দুধ খাওয়াইগে।"

(আগামী-বারে সমাপ্য)

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

পরলোক।

(স্বর্গ ও নরক)

এটা ধ্রুব নিশ্চয়, যে অদ্য কিম্বা শতাব্দী বা, আমাদের সকলকেই এই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন সুদূর প্রদেশে যাইতে হইবে;—দেশ * সম্বন্ধে দূরতা না থাকিলেও অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ দূরতা ত আছেই, কেন না সূক্ষ্মতর লোকসমূহে দেশকালের ব্যবধান অনেক কম হইলেও, সম্বিতের বিষম তারতম্য হেতু, আমাদের পক্ষে সেগুলি লক্ষাধিক যোজনাপেক্ষাও দূর হইয়া পড়িয়াছে। এখানে প্রয়োজনবশতঃ যখন আমরা কোন দূরদেশান্তরে যাইবার জন্য উদ্যোগ করি, তখন সেখানকার নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকি, যদি পারি ত সে দেশের ভাষা ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে কিছু জানিয়া লই, এবং তদ্দেশোপযোগী সর্ব্বপ্রকার উপকরণাদি সংগ্রহে চেষ্টা করি, তৎসঙ্গে, পাইলে সেই দেশের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের নামে দুই-একখানা সুপারিস চিঠি ও যোগাড় করিতে ছাড়ি না;—যাহাতে সেখানে গিয়া কোনরূপ কষ্টে বা অসুবিধায় না পড়ি। কিন্তু ইহজন্মের মত স্ত্রী পুত্র পরিবার—আত্মীয়স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পরলোকে যাইবার সময় যেরূপ যোগাড় করিয়া গেলে, সেখানে আতান্তরে পড়িতে না হয়, তাহার আয়োজন আমরা বড় একটা করি না। আমাদের মধ্যে কয়জনকে সময় থাকিতে সেখানকার সম্বলসংগ্রহে যত্নবান দেখিতে পাওয়া যায়? সময় থাকিতে অর্থাৎ বহু পূর্ব্ব হইতে উদ্যমউৎসাহের সহিত উদ্যোগ-আয়োজন না করিলে, সুফলের আশা নিতান্ত কম। অন্তিম কালে তাড়াতাড়ি সামান্য ব্যবস্থা করিয়া উঠাও অসম্ভব। পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত না থাকিলে, সেই বিষম দুর্দ্দিনে বাস্তবিকই মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইবে, যাবজ্জীবন ভগবদ্বিমুখ থাকিয়া, মৃত্যুশয্যায় "কাজে কাজেই" "গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম" আওড়াইলে কোনই ফল হয় না; আর পূর্ব্বে আত্যাগ না থাকিলে, সেই বিপদসঙ্কুল অবস্থায় ভাবের

* Space.

সহিত হরিনাম উচ্চারিতই হইতে পারে না। অনেক ভায়াকে বলিতে শুনা যায়, "এত তাড়িতাড়ির দরকার কি? সকল কাজেরই এক একটা সময় আছে। ধর্ম্মকর্ম্ম শেষকালের জিনিস; মরিবার আগে কিছু করিয়া লইলেই চলিবে।" যেন মৃত্যু-কাল পঞ্জিকায় নির্দ্ধারিত আছে; দিন দেখিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিলেই চলিবে। ঐ শ্রেণীর অষ্ট-পাশবদ্ধ মোহাচ্ছন্ন ভ্রাতৃগণকে সহজে বুঝাইয়া উঠা কঠিন যে "কাল,, কাহারও খাতির রাখে না, নোটিস্ দিয়া উপস্থিত হয় না।"

অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে মৃত্যুর পর আমাদিগকে স্বর্গ-নরক ভোগ করিতে হইবে। বৌদ্ধের দেবচান ও নিরয়, খৃষ্টানের হেবন্ ও হেল, মুসলমানের বেহেশ্ৎ ও দোজখ্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামধেয় অবস্থা গুলির বর্ণনা প্রায়ই একরকম। সকলেরই স্বর্গের ছবি মনোরম ও সুখপ্রদ এবং নরকের ব্যবস্থা কুৎসিৎ ও যন্ত্রণাদায়ক; পৃথিবীর ভাষায় পৃথিবীর সুখদুঃখব্যঞ্জক কথায়, সবাই প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহাতে লোকের মনে পরলোক সম্বন্ধে একটা জীবন্ত ছাপ্ পড়ে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই এক কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে সৎকার্য্যের ফল স্বর্গভোগরূপ পুরস্কার আর অসৎকার্য্যের জন্য নরকযন্ত্রণারূপ দণ্ড, বিধাতাকর্ত্তৃক বিহিত। দেহাত্মবাদী জড়-বৈজ্ঞানিক, চার্ব্বাক, লোকায়তিক প্রভৃতি নিরীশ্বরমত মহোদয়গণ মনে করিতে পারেন যে জনসাধারণকে অন্যায় অত্যাচার হইতে সুব্যবস্থার পথে আনিয়া সমাজশৃঙ্খলা বজায় রাখিবার উদ্দেশে, চতুর লোকনায়কগণ আকাশকুসুমের ন্যায় স্বর্গ-নরক বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র, বাস্তবিক মৃত্যুর পরে কাহারও এমন কিছু থাকে না যাহা সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে। যদি প্রকৃতই তাহা হয়, তবে এ সংসার, কি ভয়ানক ফাঁকির খেলা। যে শক্তির দ্বারা ইহা পরিচালিত হউক তাহা খাঁটি শয়তানের শক্তি সন্দেহ নাই! পরন্তু পরলোক যে নিশ্চয় আছে, এবং সেখানে স্বর্গ-নরক ভোগ যে কবির কল্পনা নয়, নৈসর্গিক ব্যাপার; তাহা অনেক প্রকারে সপ্রমাণিত হইয়াছে।

আমাদের শাস্ত্রে, সাধারণ ভাবে সাতটি লোকের কথা উল্লিখিত আছে—ভূলোক, ভুবর্লোক স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপো-লোক ও সত্যলোক। এই সপ্ত লোকের উপরে বৈকুণ্ঠ ও গোলক অবস্থিত। ঐ দুই মহোচ্চ লোকের সংবাদ রাখা দূরে আসুক "ভূর্ভুবস্ব" এই তিনলোক ব্যতীত অন্যান্য লোকের খবর বড় কেহ দিতে পারেন না। ভূর্লোকেত আমরা বাসই করিতেছি, তদতিরিক্ত ভুবর্লোক ও স্বর্লোক সম্বন্ধীয় সমাচার নানা দেশের প্রাচীন বহুশাস্ত্রাদিতে বিশেষ রূপে প্রচারিত দেখা যায়। পরন্তু আধুনিক প্রেততত্ত্ব-গবেষক সম্প্র-দায়গুলির * বিজ্ঞানানুমোদিত অনুসন্ধান দ্বারা তদ্বিষয়ে এত তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে এই দুই লোক যেন এ পাড়া ও পাড়ার মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহাদের গবেষণার ফলে আমরা জানিতে পারি যে সপ্তলোকের প্রত্যে-কটি যে যে উপকরণে গঠিত তদনুযায়ী সামগ্রী দ্বারা আমাদের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, ও মহাকারণ দেহ নির্ম্মিত। স্থূলদেহ-দ্বারা যেমন ভূলোক বা স্থূলজগতের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি তেমনি এখনও সূক্ষ্ম-সুসূক্ষ্ম দেহ দ্বারা উপরিস্থ

* Spiritualistic, Psychical Research and Theosophical Societies.

সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতরলোকসমূহে অনেক কাজ করি, যথা কামনা বাসনা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, চিন্তা, প্রার্থনা, পূজা, বন্দনা, আরাধনা, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, মহাসমাধি ইত্যাদি।

অনেকগুলি খোলোশে আবৃত হইয়া পরমাত্মার অংশরূপ জীব আমাদের ভিতরে বিরাজ করিতেছেন; পার্থিব-মৃত্যুতে ঐ খোলোশগুলির একটিমাত্র খসিয়া পড়ে, এবং দ্বিতীয়টি শবদাহের কয়েকপ্রহরমধ্যে বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে; অবশিষ্টগুলিকে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা ঠিক পূর্ব্বাবস্থাতেই চলেন; সুতরাং মৃত্যুর পরে আমাদের কামনা বাসনা প্রভৃতি ক্রিয়ার কোন রূপ ব্যাতিক্রম হয় না। স্থূলদেহধারণে ঐ গুলি আমাদিগকে যে ভাবে উত্তক্ত করে তখনও অবিকল তদ্রূপ করিয়া থাকে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরকালের অবস্থার নাম কামলোক; প্রেতলোক—পিতৃলোক, কামলোকের অন্তর্গত। এই কামলোকে আমাদের অনেককেই কিছুদিনের জন্য অবস্থান করিতে হয়। কেবলমাত্র যাঁহারা পৃথিবীতে বিশুদ্ধ পরার্থপর জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই লোকদ্বয়ে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। কামলোকের উচ্চনীচ সাতটি স্তর আছে, অতি হেয় অপরাধীগণ হইতে যশঃপ্রার্থী বদান্য ব্যক্তিগণকে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা নিতান্ত স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তাহারা নিম্নতম স্তরে থাকিয়া, অতৃপ্তবাসনাজনিত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অপকর্ম্মের ক্ষয়সাধন করে;—তীব্র কামনাগুলির দুর্দ্দম্য উত্তেজনা আছে অথচ পূরণ করিবার উপায় নাই। এই জন্য ঐ অবস্থাকে নরক নামে অভিহিত করা হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে নরক বলিয়া পরলোকে কোনরূপ কারাগার নাই যেখানে বন্দীদিগকে বিচারকগণ নানাপ্রকার কঠোর দণ্ড বিধান করিতেছেন। বীজাঙ্কুরবৎ আমাদের কর্ম্মফল আপনা আপনি আমাদিগকে দণ্ডপুরস্কারের ভাগী করিয়া থাকে অপর কাহাকেও সে বিষয়ে প্রয়াস পাইতে হয় না, বিশ্বনিয়ন্তার এমনি বিচিত্র বিধান। অনেক জীবকে বাস্তবিকই গ্রীক পৌরাণিক কর্ত্তৃক বর্ণিত সিসিফস্ ও টাণ্টালসের † ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। নিম্নতম স্তরের বিভাগগুলি গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, উপরন্তু তথায় এমন একটা বিকট অনুভূতি হয় যেন তরল গঁদের আটার ন্যায় কোন কদর্য্য পদার্থের হ্রদে সকলকে সাঁতার দিতে হইতেছে। যাহারা মানবসমাজের মধ্যে অতিশয় নিকৃষ্টপ্রকৃতি কেবল তাহারাই এই জঘন্য প্রদেশে কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া থাকে।

কামলোকের উচ্চতর তিনটি স্তরকে পিতৃলোক বলে। সেখানে জীব অনেক প্রকার আরাম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে এবং

* Sisyphus—A fraudulent avaricious king of Corinth, whose task in the world of shades (purgatory) is to roll a huge stone to the top of a hill and fix it there. It so falls out that the stone no sooner reaches the hill-top than it bounds down again. সাংসারিক উচ্চাভিলাষের ফল।

† Tantalos (Latin Tantalus) is punished in the infernal regions by intolerable thirst. To make his punishment the more severe, he is plunged up to his chin in a river, but whenever he bends forward to slake his thirst the water flows from him. ইহলোকে অদম্য তৃষ্ণার এই ফল।

অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বাসনাগুলি তথায় পূরিত হয়। স্বার্থের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত থাকিলেও এমন অনেক কামনা আছে যেগুলিকে নিন্দনীয় বলা যায় না। সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা সমূহের পূরণ পিতৃলোকে হইয়া থাকে। যশের জন্য, নামের জন্য, রাজদত্ত উপাধি লাভের উদ্দেশে, বা অন্যবিধ পুরস্কারের আশায় কোনরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিবার কামনা, অবকাশ বা ক্ষমতার অভাবে মর্ত্ত্যলোকে অপূরিত থাকিয়া গেল, তাহা এই লোকে পূর্ণ হইবে। এখানে কেহ হাঁসপাতাল করিতেছেন, কেহ স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, কেহ কূপতাড়াগাদি খননে ব্যস্ত, কেহ দেবমন্দির নির্ম্মাণে তৎপর, এই প্রকার নানা শ্রেণীর হিতকর অনুষ্ঠানে সকলেই নিযুক্ত আছেন।

কামলোক হইতে স্বর্গে যাইবার সময়, জীবের আর একবার মৃত্যু হইয়া থাকে, কিন্তু সে মৃত্যুতে রোগাদির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, কেবলমাত্র স্বল্পকাল অজ্ঞানাবস্থায় কাটাইয়া, মানসদেহাবলম্বনে স্বর্গধামে প্রবেশ করিয়া থাকে। নিতান্ত অভাগা ব্যতীত সবাই অল্পাধিক কাল স্বর্গসুখভোগের অধিকারী। নিঃস্বার্থ প্রেম, নিষ্কামসেবা, জ্ঞানলালসা বা অপরের কোনরূপ মহদ্গুণের প্রত্যভিজ্ঞান, অতি অল্পমাত্রায় থাকিলেও জীব কিছুদিন স্বর্গভোগ করিতে পাইবে।

কাল পূর্ণ হইলে কিছুক্ষণ অজ্ঞানাবস্থা ভোগ করিয়া, জীব যখন হঠাৎ স্বর্গদ্বারে উপনীত হয়, তখন তাহার এমন এক অচিন্তনীয় অগাধ অপার আনন্দ অনুভব হয় যে সে সুখশান্তির বর্ণনা মানবীয় ভাষায় অসম্ভব। তদতিরিক্ত সেখানকার সুমধুর সঙ্গীত ও নানাবিধ উজ্জ্বলবর্ণের বিচিত্র ক্রীড়া তাহার চিত্তকে একেবারে বিমোহিত করিয়া ফেলে। স্বর্গে কোনরূপ দুঃখানুভবের ব্যবস্থা নাই, শোকদুঃখের বাতাসও সেখানে পঁহুছিতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবের তথায় "প্রবেশ নিষেধ"। স্বর্লোকে কেবলই সুখ—কেবলই আনন্দ। তবে আপন আপন ভাণ্ডের আয়তনানুযায়ী প্রত্যেকের সুখভোগের পরিমাণ জানিতে হইবে।—"ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে," এ কথাটি খুব সত্য।

স্বর্গ শুধু সুখভোগের স্থান নহে, মর্ত্ত্যলোকে যে যে পবিত্র চিন্তা বা ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিকল্পে যে চেষ্টা বা ইচ্ছা করা হইয়াছে, মানবসেবার উদ্দেশে যে কার্য্য কৃত বা যে ব্যবস্থা কল্পিত হইয়াছে, সে সমস্তই সেখানে আগামী জন্মের ব্যবহারের জন্য শক্তিরূপে পরিণত হইবে।

এখানে প্রকৃতপ্রেমের সহিত যাহাদিগকে ভালবাসিয়াছি সকলকেই সেখানে ইচ্ছামাত্র নিকটে পাইব। জানা উচিত যে স্বর্গে দেশকালের ব্যবধান, কোনরূপ বাধার কারণ হয় না। যিনি যেখানেই থাকুন, ডাকিবামাত্র তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে, এমন কি যাঁহারা ইহলোকে আছেন, তাঁহাদিগকেও সূক্ষ্মদেহে দেখিতে পাইব। প্রত্যহ গভীর নিদ্রার সময় আমরা আমাদের স্বর্গস্থ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিয়া থাকি; আমাদের অক্ষমতাবশতঃ সেই সব মিলনের কথা জাগ্রতাবস্থায় মনে আনিতে পারি না।

আমাদের শাস্ত্রাদিতে স্বর্গনরকের যে সকল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেক স্থলে রূপক হইলেও আসল কথায় ঠিক জানিতে হইবে।

যাহাতে পরলোকে গিয়া আমাদের কষ্ট ভোগ না করিতে হয়, এবং পরজন্মে যাহাতে ভগবচ্চরণের দিকে বেশী অগ্রসর হইতে পারি, তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, (*Bar-at-law*)

শ্রীগুরুর চিত্র দর্শনে

ওহো! এই সে মুরতি, সাধ যা, এ হৃদে আঁকি!
আর সাধ, জাগে চিতে, প্রাণ ভরি' যাঁ'রে দেখি॥
তাই আসি চিত্র পাশে, সাথে ল'য়ে অশ্রু-নীরে।
বলি নাথ, কহ কথা, শুনে দাস সাধ পুরে॥
পরাণে ঢালি' পরাণ, শুনি বটে কহ কথা।
সংশয় আসিয়ে কিন্তু বাড়াইয়ে দেয় ব্যথা॥
উঠিল অমনি বলি, দুর্ব্বৃত্ত মন আমার,
চিত্র কিরে কহে কথা? এ যে মস্তিষ্ক বিকার॥
অবোধ অবোধ আমি, আত্মহারা হই তবে।
তাই সদা জ্বলি-পুড়ি, এ যাতনা কে বুঝিবে!
কিবা বাখানিব প্রভু, সকলি ত জান তুমি।
বুঝি এই মাত্র, তুমি দয়াময় অন্তর্যামী॥
আর যে সহে না নাথ, দয়া কর, রক্ষা কর।
করম-বন্ধন হ'তে, এ দাসে নিস্তার কর॥
দাও ভেঙ্গে দাও প্রভু, এ ভবের খেলা যত।
খেলিনু শিখিনু ভাল, দাও ছেড়ে এবে পিতঃ॥
প্রভু! ওই দেখ, দেখ, কত শত নরনারী।
বাঁধি রাখে এই আশে, করে তাই হুড়াহুড়ি॥
স্বজন সকলে, বলে কিসের স্বজন ওরা?
বাসনা পিঞ্জরে পুরে, তাই কি স্বজন তারা?
দারুণ বিকট হাসি, কিবা বিকট বদন!
উদে মনে তাই, এবে এলো কি পুনঃ রাবণ!
কত যে ছড়ায় সুধা সম্ভাষণ আলাপনে!
নিজ কাজ সাধি' লয়, এই শুধু জাগে প্রাণে॥
চাহিনা চাহিনা নাথ, তিষ্ঠিতে তিলেক তরে।
হা হা রব এই মাত্র, শুনি যথা ঘরে ঘরে॥
সহায় সম্বল তুমি, তাই আসি তব পাশে।
কিন্তু হায়! ভাগ্য দোষে কেবলি ভাসি নৈরাশে॥

ওহো! পুছিছ নৈরাশ কিবা? নহে কি ছলনা?
ভেটিলে সাধিতে? কিবা কিবা করিছ সাধনা?
হয়েছি অভাগা বটে, নাহি কি সম্বন্ধ কোন?
দূরে দূরে রহি বলে, সম্পর্ক ঘুচে কখন?
নহি কি আত্মজ তব? কিবা তব অগোচর?
নহ কি জনক তুমি, দেব দেব বিশ্বেশ্বর?
নহ কি জননী তুমি, ভবরাণী মা আমার?
নহ কি হে গুরু তুমি, যে নামে ভরা অন্তর?
বার বার এলে গেলে, খেলি গেলে কত খেলা!
ইচ্ছাময় প্রভু তুমি, কে বুঝিবে তব লীলা!
এ দাসও গেল এল এই ভবে বার বার।
কিন্তু হায়! সাধটুকু আজো পুরিল না তার॥

পুঁছিছ সে সাধ কিবা? আবার কেন ছলনা!
ভাল, নিবেদিব, প্রভো! ক'রো না হে বিড়ম্বনা।
জগৎ শুনিলে পরে এ দীনের সাধ কথা।
যা'র যা উঠিবে মনে, বলিবে গো নানা কথা॥
কিবা আসে যায় তাতে, নিন্দাই মোর ভূষণ।
তোমার আশ্বাস-বাণী যাচে শুধু অভাজন॥

দেখিতে শুনিতে সাধ, তব নাম যায় ভরি।
অতল জলধি মত, ভেদাভেদ না বিচারি'॥
দিনান্তে লইলে নাম বিশ্ববাসী নারিনরে।
ডুবে তারা তব প্রেমে, মুখে হাসি নাহি ধরে॥

মানি বটে সাধ নানা রাখে তারা হৃদে পুরে ॥
কিন্তু নাথ, তব মূর্ত্তি, না রবে কি একধারে ?
তাই সাধ ব'স প্রভু, তাদেরও হৃদয় জুড়ে।
নাম তব প্রেমময় রহুক জগৎ পুরে ॥
এই মাত্র ভিক্ষা, আর প্রাণেশ, কিবা মাগিব ?
ঘুরা ফিরা যত কিছু, সার্থক তবে মানিব ॥

ওহো! কহ না যে কথা! একি একি রীতি তব ?
বুঝিনু নির্ম্মম তুমি, দয়া তব অসম্ভব ॥
আর না, আর না! হ'ল শেষ সাধা কাঁদা যত।
পুরাব মিটাব সাধ, তবে ছাড়িব জগত ॥
ছি ছি ছি ছি! কেবা আমি ?
কাহারে বা সাধি এত ?

নাহি বুঝে এতটুকু ঘুরি ফিরি অবিরত!
কেবা জনক আমার ? কারে বা কহি জননী ?
কেবা শ্রীগুরু আমার সকলিত সেই আমি।
অস্থি চর্ম্ম সাথে লয়ে, সেজে আছি যেবা আমি!
তাই কি তাই কি আমি,
যারে আমি বলি আমি ?

ওহো! তা নয় তা নয়! ধরাময় আমিতরে!
আত্মরূপী সেই আমি, না আছি কি বিশ্বপুরে ?
ইচ্ছাশক্তি প্রভাবেতে এ বিশ্ব হ'ল সৃজন।
যে প্রভাবে রবি শশী করে নিয়ম পালন ॥
সেই শক্তি এই দেহে আছে নাকি বর্ত্তমান ?
হায়! হায়! কেন তবে আমি, হই ম্রিয়মান ?
আপনি জাগ্রত হ'লে, সকলি জাগ্রত হয়।
ছবি কিবা ? প্রস্তর জাগিবে, ভাবিবে নিশ্চয় ॥
সাধিবারে অসাধ্য কি নহে মূরতি এবার!
রাজরাজেশ্বর হ'য়ে, ছি ছি! সাজিনু কিঙ্কর!
যে মন, যতনে মোরে করিল আপনহারা।
আর তারে নাহি দিব হইবারে দিশে হারা ॥
আজি হ'তে হইল রে সঞ্চার নব জীবন।
করিব এ দেহ পাত কিম্বা মন্ত্রের সারধন ॥

ওঃ! কি জ্বালা! ডাকিছে কে ?
চেনা স্বর অনুমানি!
ভাল! দেখি কেবা ডাকে,
কিবা বলে তাই শুনি ॥

একি! হেরি একি! ওহো!
কিবা অপূর্ব্ব মূরতি!
তেঁহ যেবে, পাশে তবে, সদা অশ্রুনীরে তিতি!
নহে এত ভ্রম, কিম্বা হেরি অপূর্ব্ব স্বপন!
না না, তেঁহ এবে, এ দীনের সম্বল জীবন!

এস নাথ, এস প্রভু, কর আসন গ্রহণ।
নাহি জানি, কিবা পাতি
তোমার যোগ্য আসন ॥
দয়া করি, যদি প্রভু দিলে দাসে দরশন।
মিটাও পুরাও সাধ, হৃদে রাখি শ্রীচরণ ॥
সুখ দুঃখ সাথে লয়ে, কত দিন এল গেল।
সুপ্রভাত যারে কহে, আজি কিন্তু তাই হল ॥
ওহো কিবা! ভাগ্য গণি,
নিজে আসি দেখা দিলে!
ছেড় না, ছেড় না নাথ, রাখ তব পদতলে ॥
বড় সাধ প্রেমময়, দিই ধুয়ে শ্রীচরণ।
কিন্তু হায়! কিবা বলি শুষ্ক এবে এ নয়ন ॥
ছি ছি! কেন যাচে প্রাণ, করে দুঃখ নিবেদন।
দুঃখেরেও সুখ গণি নহে কি সার্থক জীবন ?

ওহো কিবা দেখি! শ্রীচরণ ধরেছিনু কাঁর!
এযে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম অবতার!
প্রাণকৃষ্ণ, জ্ঞানকৃষ্ণ, কৃষ্ণবুলি অবিরাম।
রাধা ভাবে কৃষ্ণনামে পুরি দিল মর্ত্ত্যধাম ॥
মরি কিবা মুখশশী, ঢল ঢল প্রেমে ভরা।
এমন রূপের ছটা কভু না দেখিল ধরা ॥

তা নয়! এ বুদ্ধদেব, ত্যাগের এ অবতার!
আ মরি কি সৌম্য মূর্ত্তি ঘুচে হৃদয়-বিকার!

না না ! এত শঙ্কর আচার্য্য-জ্ঞান অবতার !
দীপ্তিমান আঁখি দুটি এমন না হেরি আর !

তাও নয় ! এযে হেরি খ্রীষ্ট ঈশার আকার !
'পিতঃ ! বুলি মুখে স্ফুরে দীনতার অবতার !

ওহো ! একি দেখি ! এযে মহম্মদ অবতার !
তাই না হাঁকে, থাকি থাকি, আল্লা হো আকবর

একি হেরি এবে ! এযে নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম !
বামে সীতা, সঙ্গেতে লক্ষ্মণ, পিছে হনুমান !

ওহো ! কিবা এবে দেখি ! এযে মদনমোহন !
অধরে মধুর হাসি, মরি মুরলী-বদন !
ধাইয়ে আইল তবে, মা আমার আহ্লাদিনী।
বাঁশরী উঠিল বাজি' রাধা-নাম করি ধ্বনি ॥
মরি কি মধুর গান শ্রবণেতে পশিলরে।
তৃষ্ণা দূর নাহি হ'ল, শুনি গান বারে বারে ॥
মরি ! কিবা বুদ্ধি মোর ! নয়নেরে বলিহারি !
না চিনিনু ব'সে পাশে, জননী মোর শঙ্করী !
মা, মা, মা জননী, প্রেমময়ী জননী আমার,
আলুথালু পাগলিনি কিলাগি বেশ তোমার ?
এসে গেলে, ধেয়ে ব'লে, তাই কি এমন হ'ল ?
তাই কি ঝুরে শ্রীমুখে, ঘর্ম্মরাশি অবিরল ?
পরাণ থাকিতে আর নাহি কভু ছেড়ে দিব।
যেথা যাবে তুমি মাগো অঞ্চল ধরি রহিব ॥
সুধাই তোমায়, মা গো কেমনে ভুলিয়ে ছিলে
মা মা বলি কেঁদে ফিরি, তবুও ত না দেখিলে ?
মানি মা কুপুত্র আমি, কুমাতা নহত তুমি ?
কেন নাহি দেহ দেখা, শুনি বল গো জননি ?
কত আশা দিলে মাগো, সাধ তবু না মিটালে !
কি লাগি রেখেছ ঢাকি, স্তন দুটিরে অঞ্চলে ?

ওহো ? একি হেরি পুনঃ
কোথা গেলে মা আমার ?
মা মা ! তোমা বিনা, যে মা হেরি সব অন্ধকার !

এই কি পুরিল সাধ, তব সনে সদা রব !
মিটিল পিয়াস কই, মাগো স্তন্য-সুধা পিব !
আবার ছলনা যদি, করিবে মা ছিল মনে !
কেন তবে দিয়ে দেখা, ঝাঁকি দিলে মনাগুনে ?

কেনরে বাছনি মোর, ভাসিস নয়ননীরে ?
সেই আমি, ভবরাণী, শিবমূর্ত্তি এবে ধরে !

তবে শোন্ দিয়ে মন :—

রূপ দিয়ে যেতে যেতে, বড় রূপ যবে দেখে।
মায়ামোহ যত কিছু, খসে তবে একে একে ॥
আর নাহি যাচে মন, ডুবে না কাম কাঞ্চনে।
মোর রূপ যদি, কভু জীব নেহারে নয়নে ॥
এই লাগি নানা রূপ তোরে এবে দেখাইনু।
অরূপে ভাসায়ে দিব আয়োজন তাই করিনু ॥
ইন্দ্রিয় অগম্য বটে, মানসচক্ষু দিই যারে।
মূঢ় নরে হাসে বটে, সকলি সম্ভবে তারে ॥
উপপতি আশে যথা, কুলটা ব্যাকুল-প্রাণ।
গৃহকর্ম্ম করে তবু তাহে নাহি দেয় প্রাণ ॥
সেই মত রহ ভবে, কর কর্ম্ম নিরন্তর।
মন রাখ মোর পানে ভবে অন্য সবি পর ॥
তৈলে তৈলে মিশে সদা,
তৈলে জলে না মিশেরে।
সগুণে নির্গুণ মিলা কভু নাহি সম্ভবেরে ॥
রূপ রসে মজি রহি নির্গুণে আরাধে যারা।"
মনোময় মূর্ত্তি পূজা মানি লবি করে তারা ॥
দাহিকাশক্তি প্রভাবে, আগুণ হয় সগুণ।
না রহিলে এই শক্তি, উপাধি হয় নির্গুণ ॥
শক্তির প্রভাবে ধরা ফেরে ঘুরে জানিবিরে।
শক্তির আধিক্য হলে, পরব্রহ্ম চিনে নরে ॥
শক্তি ছাড়ি যে জানিবি ব্রহ্মেরে কল্পনা করে।
মূঢ় বলি মানি লবি, নিন্দা নাহি করিবিরে ॥
দশকর্ম্মান্বিত হ'লে দুর্গারূপে বিরাজিরে।
ব্রহ্ম যবে হই আমি, শিব বলি জানিবিরে ॥

শক্তিতে ব্রহ্ম বিরাজে, শক্তি ব্রহ্ম অভেদ রে।
ভেদাভেদ জ্ঞান যত, শোভে মূঢ় নারীনরে॥
সত্যনিষ্ঠ অকপট, সদা কর্ত্তব্যপালন।
সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ॥
হৃদি রহে প্রেমভরা, জানিবি লক্ষণ আর।
এমন পুরুষ যেবা, মাতায় সে নারীনর॥
সমাধি বা মহাভাবে ব্রহ্মে উপলব্ধি হয়।
অন্য সবি মানি লবি জল্পনামাত্র নিশ্চয়॥
আর কি বলিব বাছা থাক চুপি চাপিয়েরে।
কালে সব হ'বে ঠিক নাহি কিছু ভাবিওরে॥

ওঁ শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!
ওঁ শিব ! ওঁ শিব !! ওঁ শিব !!!

দাসাধম।

কর্ম্ম কা'র ?

শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে কানে নাম দিলেন; নাম প্রাণে প্রবেশ কল্লো। ব'লে দিলেন "এইই কর্ম্ম" এই কর্ম্মটি যথাবিধি সম্পন্ন ক'রো।

যাঁ'রা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে সুধাময় নাম পেয়েছেন, তাঁ'রাই জানেন, যে নামটি কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ ক'রে প্রাণমন আকুল করে। তাঁ'রাই জানেন, এ অপূর্ব্ব পদার্থটি কেমন মধুময়। সে মধুতে বুঝি একটু মাদকতা আছে, তাই প্রথম সেবনে, প্রাণ পুনঃ পুনঃ তাইই পান করতে চায়। তখন অন্য কিছু ভাল লাগে না; কেবল ইচ্ছা করে, নিরালায় ব'সে সেই নাম করি আর যদি পাই ত দেখি এ যা'র নাম সে কেমন ?

যখন এই অবস্থা, তখন একদিন, শ্রীগুরুদেবের চরণে নিবেদন করলাম, "অনেক ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে প'ড়েছি, এ গুলো ছেড়ে দিব কি ?" তিনি একটু মধুর হাসি হেসে বল্লেন, "পার ছেড়ে দাও।"

অনেক চেষ্টা করলাম। লৌকিক কাজ গুলি কমাব কি, যত কমাতে চেষ্টা করি ততই বাড়ে। যদি জিদ্ ক'রে না করতে যাই, তবে ঝঞ্ঝাট আরো বেড়ে যায়। ইচ্ছা একটু বেশী নিরালায় গিয়ে নিরন্তর নাম করি। কি জানি কেন, সেখানে যেন আরও বেশী গোলমাল! বাইরের গোলমাল কমা'তে গেলে, ভিতরে বড় বেশী গোলমাল হয়। বড়ই বিপদে পড়লাম্।

আবার একদিন শ্রীচরণে মনের ব্যাথা জানা'ব ব'লে উপস্থিত হ'লাম। আমায় দেখে তিনি হাসতে লাগ্লেন, বল্লেন, "একি ? চেহারা এমন হ'লো কেন ? পাগল হ'বার ইচ্ছা হ'য়েছে ? চেষ্টা করতে হ'বে না, আপনিই পাগল ক'রে নেবে।"

আমি প্রণাম করতে গিয়ে কেঁদে আকুল। চক্ষের জল আর থামাতে পারি না। বল্লাম, "আমার একি বিড়ম্বনা ঘটালেন নাথ ? মনে করি কাজ কমাব, কাজ যে আরো বাড়ে ?" তিনি হেসে বল্লেন্ "অমন বাড়ে ! যখন কমবার সময় হ'বে, আপনিই ক'মে যা'বে, তোমায় চেষ্টাও করতে হ'বে না।" এখন চেষ্টা করলে বাড়বে। জান না ওরা রক্তবীজের ঝাড়—যত কাটবার চেষ্টা করবে, ততই বাড়বে ;—কর্ম্ম কা'র ? তুমি কমাবার কে বল দেখি ?—অহঙ্কারের বশ হ'য়ে কোনও দিন এমন মনে ক'রো না, যে তোমার নিজস্ব কোনও কর্ম্ম আছে। তুমিও যা'র

কর্ম্মও তাঁ'র—তোমার উপর যতগুলি কর্ম্মের ভার আছে, তা'র সকল গুলিই তোমায় করতে হ'বে—কর্ব্বো না ব'লে যদি ব'সে থাকো, তবে কর্ম্মগুলা ক্রমে জমা হ'য়ে প'ড়ে থেকে, ঝঞ্ঝাট বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। এ সংসারে সবারই ঘাড়ে তা'দের শক্তির অনুরূপ কর্ম্ম-ভার সেই কর্ম্মময়ই দিয়েছেন—যা'রে যে ভার দিয়েছেন সে যে পর্য্যন্ত, তা তাঁ'কে বুঝিয়ে দিতে পারবে না সে পর্য্যন্ত সে, ছুটি পা'বে না। নামও তাঁ'র কাম—আবার—কামও তাঁ'র কাম—নাম করতে করতে কাম আপনিই ক'মে যা'বে—নইলে, তোমার ইচ্ছা না থাক্‌লেও, কাম তোমায় কাম করাবে—তোমার সাধ্য কি যে না ক'রে থাক?" আমি অত্যন্ত কাতর হ'য়ে বল্লাম "তবে উপায়?"

তিনি হাস্‌লেন; আমার পৃষ্ঠদেশে বামহস্ত খানি বুলাতে বুলাতে বল্লেন "উপায়—একমাত্র। —সেই পায়ে মন রেখে; হাত দু'খানি যোড় ক'রে—প্রারব্ধের জন্য পিঠ পেতে রেখে—নাম করতে করতে সোজা চ'লে যাও—সামনে যত কাজ আসে—সবই তাঁ'র কাজ জেনে, যথাশক্তি সুসম্পন্ন করবার জন্য যত্ন ক'রো। মুখে নাম—হাতে কাম।—নামে প্রাণ, আর কাজে মন লেগে থাকুক—তিনি যে ভার দেন—তাই সুসম্পন্ন করবার জন্য কায়-মনে যত্ন করবে—আর নিরন্তর প্রাণ-পণে নাম করবে। শেষে দেখ্‌তে পাবে

"নামই কাম—আর—কামই নাম!"

"আহার বিহার সবই তাঁ'র কাজ?"

"তবে কা'র কাজ?"

"কেমন ক'রে তাঁ'র কাজ?

"তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার আছে, সেই জন্য আহার ক'রতে হ'বে। তোমার বাঁচবার দরকার তাঁ'র কাজ করবার জন্য; কাজেই আহারটা-ও তাঁ'র কাজ, কেন না, আহার না হ'লে তুমি বাঁচ্‌তে পার না। এ সংসারে এসেছ যে দেহটি নিয়ে, এটি তাঁ'র দেওয়া—এটি অযত্নে নষ্ট করলে তাঁ'র প্রতি অনাদর করা হ'বে। তিনি দেছেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি পরিজন—তা'রা তাঁ'রই দাস দাসী, আছে তোমার হেপাজতে, অযত্ন করো যদি, তাঁ'র মনে কষ্ট দেওয়া হ'লো বল্‌তে পারি। এদের যথোচিত সুখসচ্ছন্দে রাখবার জন্য যে পরিশ্রম—সেটাকেই তুমি ঝঞ্ঝাট মনে করচো?—এতে কি তোমার তাঁ'র কাজে অবহেলা করা হ'চ্চে না? বেশ্‌ ক'রে ভেবে দেখো!—ব্যস্ত হ'য়ো না!—ঝঞ্ঝাট কমাবার দরকার বুঝ্‌লে, তিনিই ঝঞ্ঝাট কমিয়ে দেবেন!

আমি ভাব্‌তে লাগলাম,—বুঝ্‌লাম শেয়া-কুল কাঁটার বনের ভেতর ঢুকেছি, যত নাড়া-চাড়া দেবো ততই জড়িয়ে ধরবে—চুপেচাপে সাবধানে চলে যাওয়া দরকার।

তিনি আবার বল্লেন "যাও, কাজ কর গে—কিসে কি হ'বে তা ভাব্‌বার দরকার নাই—কাজ কর—ও গুলা রজোগুণসমুদ্ভূত—রক্তবর্ণ আবির—দু'হাতে তুলে অষ্টসখি-পরিবৃত সেই যুগলের পায়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। যখন তোমার কাজে খুসী হ'য়ে তোমায় ছুটি দেবেন, তখন ব'সে ব'সে বৃত্তি ভোগ কোরো—এখন কর্ম্ম কর—

কর্ম্ম তাঁ'র।

প্রেমানন্দ।

গৃহস্থের প্রথম পরিশিষ্ট।

জৈমিনীয়সূত্রম্।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ প্রথম পাদঃ।

উপদেশং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১॥

উঃ শঙ্করঃ তস্য হৃদয়ে পদং যস্যা সা উপদা তৎসম্বোধনে হে উপদে) জগদম্বিকে (শং) লোকানাং কল্যাণং যেন ভবন্তি তৎশাস্ত্রং ব্যাখ্যাস্যামঃ) কথয়িষ্যামঃ। অথবা উ চ তৎ পদং উপদং তস্যেশঃ [illegible]ঙ্করস্তং ব্যাখ্যাস্যামঃ নমস্কুর্ম্মঃ। তৃতীয়ার্থস্তু উ[illegible]দিশ্যতে প্রকাশ্যতে প্রাক্তনশুভাশুভকর্ম্মানেনেত্যুপদেশো জাতকশাস্ত্রবিশেষস্তং ব্যাখ্যাস্যামঃ কথয়িষ্যাম ইতি। ১।

সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূৎ। সুখের প্রাপ্তি এবং দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই [illegible]ন্তরিক অভিলাষ। স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মই সুখ দুঃখের একমাত্র নিয়ন্তা। অতএব [illegible]য়্যাদি কার্য্যে পূর্ব্বজন্মকৃত অশুভ কর্ম্মের হ্রাস এবং ইহজন্মে শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত [illegible]হই সংসারে দুঃখের নিবৃত্তি পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সুখলাভে সমর্থ হইতে পারে না। যাহাতে [illegible]নুষ্য স্বকীয় প্রাক্তন কর্ম্মফল পরিজ্ঞাত হইয়া, শুভ কর্ম্মের চয় এবং অশুভকর্ম্মের ক্ষয় পূর্ব্বক [illegible]সারে সুখী হইতে পারে তজ্জন্য পরম কারুণিক আত্মত্রাণ ভগবান জৈমিনী মুনি মনুষ্যের [illegible]র্ব-জন্মের শুভাশুভ-কর্ম্মফল-জ্ঞাপক জাতক-শাস্ত্র প্রণয়নে অভিলাষী হইয়া, তাহার নির্ব্বিঘ্ন [illegible]রিসমাপ্তির জন্য "আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তু নির্দ্দেশো বাপি তন্মুখং" এই শাস্ত্রশাসনানুসারে প্রথমতঃ প্রথমসূত্রে সর্ব্বারাধ্যা ভবানী শঙ্করের প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণ এবং গ্রন্থের উদ্দেশ্য [illegible]ষয় বর্ণন করিয়াছেন।

হে উপদে (মহাদেবের হৃদয়োপরি যাঁহার চরণ বিন্যস্ত আছে) জগদম্বিকে [illegible]মি জগতের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিব। দ্বিতীয়ার্থ উ এই পদের [illegible]শব্দের) যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ বাচ্য সেই উপদেশকে (মহাদেবকে) ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রণাম করি। অপর পক্ষে প্রাক্তন শুভাশুভকর্ম্ম যদ্দ্বারা উপদিষ্ট হয় সেই উপদেশ [illegible]জাতক শাস্ত্র) ব্যাখ্যা করিতেছি। ১।

শাস্ত্রোক্তি আছে ;—

> "যদুপচিতমন্যজন্মনি শুভাশুভং তস্য কর্ম্মণঃ পাকং
> ব্যঞ্জয়তি শাস্ত্রমেতৎ তমসি দ্রব্যাণি দীপ ইব॥"

অভিপশ্যন্ত্যৃক্ষাণি পার্শ্বভে চ ॥ ২ ॥

(ঋক্ষাণি) রাশয় (অভি) সম্মুখং (পার্শ্বভে চ) পার্শ্বরাশৌ চ (পশ্যন্তি) অবলোকয়ন্তি। ২।

সম্মুখস্থ রাশিতে এবং পার্শ্ব রাশিদ্বয়ে রাশিদিগের দৃষ্টি আছে। ২।

অন্যান্য জাতকশাস্ত্রোক্ত দৃষ্টি হইতে এই গ্রন্থোক্ত ফলবিচারে ব্যবহার্য্য দৃষ্টির বিভিন্নত থাকায় দ্বিতীয় সূত্রেই তদ্বিষয় বিবৃত হইতেছে। এই পুস্তকে যে যে বিষয়ের উল্লেখ নাই তাহা অন্যান্য প্রচলিত জাতকশাস্ত্র হইতে গ্রাহ্য। সাধারণ জাতকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে স্বকীয় অবস্থিতি স্থান হইতে তৃতীয় দশমে, পঞ্চম নবমে, চতুর্থাষ্টমে এবং সপ্তমে যথাক্রমে পর পর এই চারি স্থানে পাদবৃদ্ধির ক্রমানুসারে, শনি তৃতীয় দশমে, বৃহস্পতি পঞ্চম নবমে, ভূমিপুত্র (মঙ্গল) চতুর্থাষ্টমে এবং রব্যাদি অপর গ্রহ চতুষ্টয় সপ্তম স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি করেন। সুতরাং শনির পঞ্চম ও নবম স্থানে, গুরুর চতুর্থাষ্টমে, মঙ্গলের সপ্তম স্থানে এবং রবি, শুক্র, বুধ ও চন্দ্রের তৃতীয় দশমে পাদ দৃষ্টি নির্দ্ধারিত হইল।

মানসাগরী-পদ্ধতি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে—

"জ্ঞার্কেন্দুশুক্রাস্ত্রিদশং ত্রিকোণং, তুর্য্যাষ্টমং দ্যূনমথাংশবৃদ্ধ্যা।
পশ্যন্তি তুর্য্যাষ্টমগস্তভঞ্চ, ত্রিখং ত্রিকোণং চ গুরুঃ ক্রমেণ॥
ত্রিকোণং চতুরস্রং চ সপ্তমং ত্রিদশং শনিঃ।
অস্তং ত্রিখং ত্রিকোণং চ চতুরস্রং ক্রমাৎ কুজঃ॥
আয়ে ব্যয়ে ন পশ্যন্তি ন পশ্যন্তি দ্বিতীয়কে।
মূর্ত্তৌ গ্রহাঃ ন পশ্যন্তি ষষ্ঠভেঽপ্যন্ধকো গ্রহঃ" ॥ ইতি

নিম্নস্থ চক্র দৃষ্টে এই দৃষ্টিক্রম সহজেই উপলব্ধ হইবে।

দৃষ্টিচক্রম্।

দৃষ্টিস্থান	৩য়। ১০ম	৫ম। ৯ম	৪র্থ। ৮ম	৭ম
শনি	১	।	॥	৸
বৃহস্পতি	৸	১	।	॥
মঙ্গল	॥	৸	১	।
রব্যাদি	।	॥	৸	১

বৃহৎ পারাশরীয় হোরা শাস্ত্রেও এই বিষয়টি বিশেষরূপে পরিস্ফুট আছে; যথা-

হোরাশাস্ত্রে ভিন্নদৃষ্টিঃ খেটানাঞ্চ পরস্পরম্।
ত্রিদশে চ ত্রিকোণে চ চতুরস্রে চ সপ্তমে॥

শনির্দ্দেবগুরুর্ভৌমঃ পরে চ পূর্ণমীক্ষকাঃ ।
পদার্দ্ধং ত্রিপদং পূর্ণং বদন্তি গণকাঃ জনাঃ ॥
শনি পাদং ত্রিকোণেষু চতুরস্রে দ্বিপাদকম্ ।
দ্বিপাদং সপ্তমে বিপ্র ত্রিদশে পূর্ণমেবহি ॥
চতুরস্রে গুরু পাদং সপ্তমে চ দ্বিপাদকম্ ।
ত্রিপাদং ত্রিদশে বিপ্র পূর্ণং পশ্যতি কোণভে ॥
সপ্তমে পাদমেকঞ্চ দ্বিপাদং ত্রিদশে দ্বিজ ।
ত্রিপাদঞ্চ ত্রিকোণেষু ভৌমঃ পূর্ণং যুগান্তমে ॥
অন্যেষাং ত্রিদশে পাদং দ্বিপাদং চ ত্রিকোণভে ।
চতুরস্রে ত্রিপাদং চ পূর্ণং পশ্যতি সপ্তমে ॥

বর্ত্তমান সময়ে জ্যোতির্বীগণ দৃষ্টিবিষয়ে মহর্ষি-পরাশর নির্দ্দিষ্ট উক্ত মত পরিহারপূর্ব্বক ভিন্ন মতলব্ধ ভ্রমসঙ্কুল পথে গমন করেন বলিয়া, বর্ত্তমান গ্রন্থে অনাবশ্যক হইলেও সাধারণের পরিজ্ঞানার্থ দৃষ্টিবিষয়ক প্রমাণ এবং স্ফুটাংশাদি হইতে তাহার যথার্থ পরিমাণ কলাদি বাহির করিবার উপায়স্বরূপ দুইটি খণ্ড আবশ্যক বোধে এ স্থলে সন্নিবেশিত হইল। মৎ সম্পাদিত ভাবকুতূহল নামক গ্রন্থে চলিত মতানুগত দৃষ্টিখণ্ডদ্বয় লিপিবদ্ধ আছে।

প্রথম খণ্ড।

দৃশ্য গ্রহ হইতে দ্রষ্টা গ্রহ বিয়োগ।

রাশি	রব্যাদি		কুজ		গুরু		শনি	
১	৹ +	॥৹	৹ +	১	৹ +	১॥৹	৹ +	২
২	১৫ +	১	৩০ +	১	৪৫ —	১	৬০ —	১
৩	৪৫ —	॥৹	৬০ —	॥৹	১৫ +	১॥৹	৩০ —	।৹
৪	৩০ —	১	৪৫ —	১॥৹	৬০ —	২	১৫ —	।৹
৫	৹ +	২	৹ +	॥৹	৹ +	১	৹ +	১॥৹
৬	৬০ —	॥৹	১৫ +	১॥৹	৩০ —	॥৹	৪৫ —	॥৹
৭	৪৫ —	॥৹	৬০ —	॥৹	১৫ +	১॥৹	৩০ —	॥৹
৮	৩০ —	॥৹	৪৫ —	॥৹	৬০ —	॥৹	১৫ +	১॥৹
৯	১৫ —	॥৹	৩০ —	১	৪৫ —	১॥৹	৬০ —	২

দ্বিতীয় খণ্ডা।

দ্রষ্টা গ্রহ হইতে দৃশ্য গ্রহ বিয়োগ

রাশি	রব্যাদি		কুজ		গুরু		শনি	
২	০+	॥০	০+	১	০+	১।০	০+	২
৩	১৫+	॥০	৩০+	॥০	৪৫+	॥০	৬০—	১॥০
৪	৩০+	॥০	৪৫+	॥০	৬০—	১।০	১৫+	॥০
৫	৪৫+	॥০	৬০—	১॥০	১৫+	॥০	৩০+	॥০
৬	৬০—	২	১৫—	॥০	৩০—	১	৪৫—	১॥০
৭	০+	১	০+	১॥০	০+	২	০+	॥০
৮	৩০+	॥০	৪৫+	॥০	৬০—	১।০	১৫+	॥০
৯	৪৫—	১	৬০—	৫	১৫+	১	৩০+	১
১০	১৫—	॥০	৩০—	১	৪৫—	১।০	৬০—	২

যে গ্রহ দৃষ্টি করেন তাহাকে দ্রষ্টা এবং যাহার প্রতি দৃষ্টি করেন তাহাকে দৃশ্য কহা যায়। মনে করা যাউক কোনও কোষ্ঠিতে রবি লগ্নকে দৃষ্টি করিতেছেন, এস্থলে রবি দ্রষ্টা এবং লগ্ন দৃশ্য। উপরে যে দুইটি খণ্ডা প্রদত্ত হইল, তাহার প্রথম খণ্ডা হইতে দৃষ্টি নিষ্কাশিত করিতে হইলে, দৃশ্য গ্রহ বা ভাবেরস্ফুট রাশ্যাদি হইতে দ্রষ্টা গ্রহের স্ফুট রাশ্যাদি বিয়োগ করিতে হইবে, এবং দ্বিতীয় খণ্ডা হইতে দৃষ্টি বাহির করিবার সময় দ্রষ্টা-স্ফুট হইতে দৃশ্য-স্ফুট বিয়োজ্য। বিয়োগ কালে স্ফুটের রাশি অংশ এবং কলা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেই চলিবে, বিকলাদি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। বিয়োগ কালে শোধ্য (যাহাকে বিয়োগ করা যায়) রাশ্যাদি হইতে শুদ্ধ (যাহা হইতে বিয়োগ করা যায়) রাশ্যাদি ন্যূন হইলে, শুদ্ধ রাশ্যাদি সহ বার রাশি যোগ করিয়া বিয়োগ করিবে। বিয়োগ করিলে যে রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই দৃষ্টি কলাদির পরিমেতা। উক্ত খণ্ডায় পাঁচটি স্তম্ভ। তাহার প্রথম স্তম্ভে রাশি, দ্বিতীয় স্তম্ভে রব্যাদি, তৃতীয় স্তম্ভে মঙ্গল, চতুর্থ স্তম্ভে গুরু এবং পঞ্চম স্তম্ভে শনি লিখিত আছে। রব্যাদি লিখিত দ্বিতীয় স্তম্ভ হইতে রবি চন্দ্র বুধ ও শুক্রের দৃষ্টি বাহির করিতে হইবে এবং অপর স্তম্ভ ত্রয় হইতে তত্তন্নামোক্ত গ্রহের দৃষ্টি বাহির হইবে। প্রত্যেক স্তম্ভ দুই ভাগে বিভক্ত আছে। তাহার প্রথম ভাগে বিয়োগাবশিষ্ট রাশি প্রাপ্ত নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক এবং দ্বিতীয় ভাগে বিয়োগ শেষ অংশাদির যোজ্য বা বিয়োজ্য অংশাদির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিয়োগাবশিষ্ট যে রাশ্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, রাশি লিখিত প্রথম স্তম্ভে তদ্রাশি সংখ্যক অঙ্ক গ্রহণ করিবে। পরে

আমার দোল।

(গীত)

আমি দ্বাদশদলে ঝুলিয়ে দোলা ডাক্‌চি তোমায় চিকণকালা
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে দাঁড়াও দেখে জুড়াই জ্বালা ॥

হৃদয় বৃন্দাবনের মাঝে, আমার কমল-দোলা বিরাজে
যুগল-বেশে দাঁড়াও এসে গলায় দিই বনফুলের মালা।

আবির আছে কুম্ভে ভরা—রজোগুণে কর্ম্ম করা—
সব দিব দু'জনের পায়ে জুড়াবে এ হৃদয়-জ্বালা।

অকিঞ্চন।

শিশির।

"শিশির" অমিয়-মাখা,
পারিজাত-ফুলবাস,
উষার কনকপ্রভা,
গোধূলির সিত-হাস,
কুসুমের কোমলতা,
বসন্ত-কোকিল তান,
নেমে এলো স্বর্গ হ'তে
পবিত্র মধুর গান।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাস

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা।

গ্রহসংবাদ।—আমরা প্রথমে যখন গ্রহ-সংবাদ দিতে আরম্ভ করি, তখন বলিয়াছিলাম। যে এই সমুদায় গ্রহযুতি-সংবাদ দিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কেবল পাঠকগণ চন্দ্রের নিকট কোন্ গ্রহ আছেন জানিতে পারিলে, সেই গ্রহটিকে চিনিতে পারিবেন। অনেক সময়ে আমরা গ্রহ-সম্মিলনের যে সময় নির্দ্দেশ করি, সে সময়ে ঐ গ্রহ চক্রবালের নীচে অদৃশ্য থাকেন, কিন্তু যখন, দৃষ্টিগোচর থাকেন, তখনও ঐ দু'টি অবশ্যই যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকিবেন যেমন আগামী ১৮ই ফাল্গুন রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় শুক্র ও চন্দ্র যুক্ত হইবেন। এখন ঐ সময় চন্দ্র চক্রবালের উপরে থাকা সম্ভব নয়, কারণ ঐ দিন শুক্লা দ্বিতীয়া। কিন্তু সন্ধ্যার সময়, যখন দেখা যাইবে তখন অবশ্য উভয়ে সন্নিহিত হইতে থাকিবেন এবং পর দিন শুক্র পর-পারে দেখা যাইবেন। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবেন। ২০এ সওয়া তিনটার সময় চন্দ্র ও শনৈশ্চর মিলন। ৫ই চৈত্র বেলা সাতটার চন্দ্র বৃহস্পতি মিলন. ১২ই চৈত্র বেলা আটটায় চন্দ্র মঙ্গল মিলন। ১৮ই অপরাহ্ন ৪টার চন্দ্র শনৈশ্চর এবং রাত্রি প্রায় ১২টায় চন্দ্র শুক্র মিলন হইবেক।

কৃত্রিম দুগ্ধ।—কৃত্রিম উপায়ে অতি সহজে একপ্রকার দুগ্ধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে; বাদাম ফল গুঁড়া করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিলে সুমিষ্ট দুগ্ধ উৎপন্ন হয়; এক পোয়া সুমিষ্ট বাদাম গরম জলে ভিজাইয়া উহার ছাল ফেলিতে হয়; চূর্ণের মধ্যে অল্পে অল্পে জল দিয়া নাড়িতে হয়, দেড় পোয়া পর্য্যন্ত জল দেওয়া যাইতে পারে; তৎপরে কাপড়ে ছাঁকিলে সুন্দর দুগ্ধ হয়; জল বেশী হইয়া পড়িলে একটু চিনি মিশাইতে হয়। ইহা দ্বারা চা, কফি, কোকো প্রস্তুত হইতে পারে। সঞ্জীবনী।

বৌদ্ধগ্রন্থ।—গত বৎসরে তিব্বত দেশে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অনেক বৌদ্ধ ও সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতের লামাগণের নিকট লুক্কায়িত ছিল; টাঙ্গিয়ার নামক

একখানা তিব্বতীয় বিশ্বকোষ ক্রয় করা হইয়াছে; এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ২২৫ খণ্ডে বিভক্ত, ইহাতে ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা আছে। প্রাচীন চীন দেশীয় প্রথা অনুসারে এই গ্রন্থ কাষ্ঠ ফলকে মুদ্রিত। মার্থাং মঠে ইহা মুদ্রিত হয়। কুবলাই খাঁ তিব্বত বিজয় করিয়া একজন লামার সাহায্যে মঙ্গোলিয়ার ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করেন; তাহার পুরস্কার স্বরূপ উক্ত লামাকে তিনি তিব্বতে কর্তৃত্ব দেন ও প্রধান ধর্ম্ম-যাজক রূপে স্বীকার করেন; এই লামা পণ্ডিত বাটনের সাহায্যে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষাতে অনুবাদ করেন। বক্তিয়ার খিলিজি যখন বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংস করেন তখন অনেক সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ হিমালয় পার হইয়া তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন; এই গ্রন্থ তিব্বতীয় লামা ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের সমবেত চেষ্টার ফল।

সঞ্জীবনী

মুষ্টিযোগ।

অতিসার।—* ১। কচি তেতুল-পাতা, কচি বাবলা পাতা, লবঙ্গের শৈ, যোয়ান ও ফুলখড়ি আমরুলের রসে মাড়িয়া কুলের আঁটির মত বড়ী করিবে। ইহা প্রত্যহ দুইটি করিয়া জলের সহিত সেবনে প্রবল অতিসার সত্বরে ভাল হয়। ১২৮। (পী)

২। বটের কুড়ি ৭টা, আলো চালের জলে বাটিয়া ২টা বড়ি করিবে, ইহা ঘোলের সঙ্গে গুলিয়া ২ বার পান করিলে, সকল রকম পেটের অসুখ ভাল হবে। ১২৯। (পী)

৩। কমলালেবুর খোসা, কপিত্থপত্র, বিল্বপত্র, সিদ্ধি, মুথা, জীরা, শুঁঠ, শঙ্খভস্ম ও বিটলবণ এই নয়টি দ্রব্য সমানমাত্রায় লইয়া জল দিয়া বাটিয়া কুলের আঁটির মত বড়ী করিবে, প্রত্যহ তিনটি, চা'লুনির জল, লেবুর রসের সঙ্গে সেবন করিলে দমকা ভেদ ভাল হয়। ১৩০। (অ)

৪। বেলশুঁঠ ও আমের কেশী মিলিত ২ তোলা, জল আধসের শেষ আধপোয়া, মধু ও চিনি অনুপান, পেটের অসুখের ভাল ঔষধ। ১৩১। (প)

৫। অধঃপাতিত ফুলখড়ি চূর্ণ (ফুলখড়ি জলে ঘসিয়া পাতলা করিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে তলায় যে চূর্ণ পড়ে) ১১ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ৫ তোলা, জয়ফল চূর্ণ ৩ তোলা, কুঙ্কুম ৩ তোলা, লবঙ্গ ২॥ তোলা, ছোট এলাচ ১ তোলা, চিনি ২১ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিবে, মাত্রা ৫ রতি হইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত, অনুপান জল। ইহাতে পেটের অসুখ ভাল হয়। ভাল করিয়া বোতলে রাখিলে শীঘ্র নষ্ট হয় না। ১৩২। (অ)

৬। বালা, মুথা, আতিস, ধনে ও বেলশুঁঠ এই পাঁচ দ্রব্যের পাচনে অতিসার ও তজ্জন্য-বেদনা ভাল হয়। ১৩৩। (প)

৭। বেলশুঁঠ, মুথা, আকনাদিমূল, শুঁঠ, মোচরস ও ধাইফুল সমভাগে লইবে মাত্রা ১০ হইলে ২০ রতি, অনুপান ঘোল ও ইক্ষুগুড়। ১৩৪। (প)

৮। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, তগর-পাদুকা, বচ, দেবদারু ও নিমুকা, টারপিন তেলে মাড়িয়া কুলের আঁটির মত বড়ী করিবে, প্রত্যহ দুটা। অনুপান কাঁচা দুধ। ১৩৫। (প)

উপাঙ্গান্যাঙ্গুলীনেত্রনাসাস্যশ্রবণানি চ।
প্ররোহং যান্তি চাঙ্গেভ্যস্তদ্বত্তেভ্যোনখাদিকম্ ॥৪॥
ত্বচি রোমাণি জায়ন্তে কেশাশ্চৈব ততঃপরম্।
সমং সম্বৃদ্ধিমায়াতি তেনৈবোদ্ভবকোশকঃ ॥৫॥
নারিকেলফলং যদ্বৎ সকোশা বৃদ্ধিমৃচ্ছতি।
তদ্বৎপ্রয়াত্যসৌ বৃদ্ধিং সকোশোঽধোমুখঃ স্থিতঃ। ৬॥
তলে তু জানুপার্শ্বাভ্যাং করৌ ন্যস্য স বর্দ্ধতে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চোপরিন্যস্তৌ জান্বোরগ্রে তথাঙ্গুলী ॥৭॥
জানুপৃষ্ঠে তথানেত্রে জানুমধ্যে চ নাসিকা।
স্ফিচৌ পার্ষ্ণিদ্বয়স্থে চ বাহুজঙ্ঘে বহিঃস্থিতে ॥৮॥

অঙ্গুলী, নয়ন, নাসা, মুখ, শ্রোত্র আর
এই পঞ্চ উপাঙ্গ জানিও পিতা সার।
উপাঙ্গগুলিতে জন্মে প্ররোহ-নিচয়,
নখ-লোম-আদি তাহা জানিহ নিশ্চয়। ॥৪
রোমাবলী হয় দেখ ত্বকের উপর,
মস্তক-আদিতে হয় কেশ মনোহর।
এইরূপে অঙ্গগুলি ক্রমে বৃদ্ধি পায়,
উদ্ভব-কোশের সনে সঙ্গ নাহি তা'য়। ৫ ॥
নারিকেল বৃদ্ধি পায় যথা কোশসনে
অধোমুখে, জীব তথা, জরায়ুভবনে। ৬ ॥

জীব যবে থাকে গর্ভে, অধোমুখ হ'য়ে,
জানু আর পার্শ্বতলে কর দু'টি ল'য়ে;
এইরূপে থাকিয়ে সে বাড়ে প্রতিদিন,
সুগঠিত হয় তা'র শরীর নবীন;
অঙ্গুষ্ঠ যুগল থাকে জানুর উপর,
সম্মুখেতে থাকে অন্য অঙ্গুলি-নিকর। ৭ ॥
জানু-পৃষ্ঠে নেত্র-দু'টি রাখে মিলাইয়া,
জানুদ্বয়-মাঝে নিজ নাসিকা রাখিয়া।
পাছা দু'টি থাকে দু'টি গোড়ালি উপর
বাহু, জঙ্ঘা-বাহিরেতে থাকে তা'র পর। ৮ ॥

শুক্রশোণিত মিলিত হইবার পর প্রথম মাসে দ্রবীভূত কলল অবস্থায় থাকিয়া বায়ুপিত্ত ও কফের তেজ দ্বারা পচ্যমান হয় এবং দ্বিতীয় মাসে সেই কললও মহাভূতসমূহ ঘন হইয়া বুদ্বুদ হয়, তৎপরে পিণ্ডাকার হইয়া পেশীত্ব প্রাপ্ত হয়। গর্ভোপনিষদে জীবোৎপত্তিক্রম এইরূপ

"ঋতুকালে সম্প্রয়োগাদেকরাত্রোষিতং কললং ভবতি। সপ্তরাত্রোষিতং বুদ্বুদং ভবতি। অর্দ্ধমাসাভ্যন্তরেণ পিণ্ডো ভবতি। মাসাভ্যন্তরেণ কঠিনো ভবতি। মাসদ্বয়েন শিরঃ সম্পদ্যতে। মাসত্রয়েণ পাদপ্রদেশো ভবতি। অথ চতুর্থে মাসে গুল্ফজঠরকটিপ্রদেশা ভবন্তি। পঞ্চমে মাসে পৃষ্ঠবংশো ভবতি। ষষ্ঠেমাসে মুখনাসিকাশ্রোত্রাণি ভবন্তি। সপ্তমে মাসে জীবেন সংযুক্তো ভবতি। অষ্টমে মাসে সর্বলক্ষণসম্পূর্ণো ভবতি। পিতূরেতোঽতিরেকাৎ পুরুষঃ। মাতূরেতোঽতিরেকাৎ স্ত্রী। উভয়োর্বীজতুল্যত্বান্নপুংসকো ভবতি। ব্যাকুলিতমনসোঽন্ধাঃ খঞ্জাঃ কুব্জা বামনা ভবন্তি। অন্যোঽন্যবায়ুপরিপীড়িত শুক্রদ্বৈবিধ্যাৎ তনুঃ স্যাৎ ততো যুগ্মাঃ প্রজায়ন্তে।"

এবং বৃদ্ধিং ক্রমাদ্‌যাতি জন্তুঃ স্ত্রীগর্ভসংস্থিতঃ।
অন্যসত্ত্বোদরে জন্তোর্যথারূপং তথাস্থিতিঃ ॥৯॥
কাঠিন্যমগ্নিনায়াতি ভুক্তপীতেন জীবতি।
পুণ্যাপুণ্যাশ্রয়মযী স্থিতির্জন্তোস্তথোদরে ॥১০॥
নাড়ীচাপ্যায়নী নাম নাভ্যাং তস্য নিবধ্যতে।
স্ত্রীণাং তথান্ত্রশুষিরে সা নিবদ্ধোপজায়তে ॥১১॥
ক্রামন্তি ভুক্তপীতানি স্ত্রীণাং গর্ভোদরে যথা।
তৈরাপ্যায়িতদেহোঽসৌ জন্তুর্বৃদ্ধিমুপৈতি বৈ ॥১২॥
স্মৃতিং তত্র প্রযান্ত্যস্য বহ্ব্যং সংসারভূময়ঃ।
ততো নির্ব্বেদমায়াতি পীড্যমান ইতস্ততঃ ॥১৩॥

এইরূপে গর্ভমাঝে থাকি' নিরন্তর
ক্রমে ক্রমে দেহ বৃদ্ধি হয় তা'র পর।
অন্তবিধ প্রাণী যা'র যেরূপ আকার
গর্ভ-বাসে হয় দেহ তেমনি তাহার। ৯ ॥
জরায়ু উষ্মায় * দেহ হয় ত কঠিন,
মাতৃ-অন্ন-পানে রহে বাঁচি' প্রতিদিন।
পূর্ব্ব-জন্মে পাপ পুণ্য করিল যেমন,
প্রাণিভাগ্যে গর্ভবাস ঘটে ত তেমন। ১০ ॥
আপ্যায়নী নামে নাড়ী নিবদ্ধ নাভিতে
লগ্ন থাকে জননীর অন্ত্র-শুষিরেতে†। ১১ ॥
সেই পথে, জননীর অন্নপান-রস
জীবদেহে আসি' তা'রে করে ত সরস,
আপ্যায়িত-দেহ, জীব, সেই রসে হয়,
বৃদ্ধি পায় দেহ তা'র তাহাতে নিশ্চয়। ১২ ॥
ক্রমে দেহে হয় পূর্ব্ব-স্মৃতির সঞ্চার,
বহু-জন্ম-কষ্ট ভবে ভুঞ্জে অনিবার;
স্মরি' সেই কথা, সে ত পীড়া পায় মনে,
নির্ব্বেদ উদয় হয়, ভাবে ক্ষণে ক্ষণে। ১৩ ॥

* পঞ্চ ভূতের মধ্যেই উষ্মা (তেজ-অগ্নি) আছে যথা চরক—
"ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসা।"
পঞ্চমহাভূতের মধ্যে যে উষ্মা আছে তাহা যথাক্রমে ভৌমাগ্নি, আপ্যাগ্নি, আগ্নেয়াগ্নি, ব্যায়ব্যাগ্নি ও নাভসাগ্নি নামে কথিত।

† আয়ুর্ব্বেদ বলেন—গর্ভস্য নাভিনাড়ীতু নাড়ী রসবহা স্ত্রিয়াঃ।
সংলগ্না তেন গর্ভস্য বৃদ্ধির্ভবতি নিত্যশঃ॥
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসসংক্ষোভস্বপ্নাশন্ সোঽধিগচ্ছতি।
মাতুর্নিশ্বসিতোস্থানসংক্ষোভস্বপ্নসম্ভবাৎ॥

নারীর রসবাহিনী নাড়ী গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ীর সহিত যুক্ত থাকে এজন্য গর্ভিণীর অন্নপান রস দ্বারা নিত্য গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধি হয়। মাতার নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস, সঞ্চালন, ও নিদ্রাবশে গর্ভস্থ সন্তানের নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সঞ্চারণ ও নিদ্রা সম্পাদিত হয়।

পুনর্নৈবং করিষ্যামি মুক্তমাত্র ইহোদরাৎ।
তথা তথা যতিষ্যামি গর্ভং নাপ্স্যাম্যহং যথা ॥১৪॥

ইতি চিন্তয়তে স্মৃত্বা জন্মদুঃখশতানি বৈ।
যানি পূর্ব্বানুভূতানি দৈবভূতানি যানি বৈ ॥১৫॥

ততঃ কালক্রমাজ্জন্তুঃ পরিবর্ত্তত্যধোমখঃ।
নবমে দশমে বাপি মাসি সঞ্জায়তে ততঃ ॥১৬॥

নিষ্ক্রাম্যমানো বাতেন প্রাজাপত্যেন পীড্যতে।
নিষ্ক্রাম্যতে চ বিলপন্ হৃদি দুঃখনিপীড়িতঃ ॥১৭॥

নিষ্ক্রান্তশ্চোদরাম্মূর্চ্ছামসহ্যাং প্রতিপদ্যতে।
প্রাপ্নোতি চেতনাঞ্চাসৌ বায়ুস্পর্শসমন্বিতঃ ॥১৮॥

ততস্তং বৈষ্ণবী মায়া সমাস্কন্দতি মোহিনী।
তয়া বিমোহিতাত্মাসৌ জ্ঞানভ্রংশমবাপ্নুতে ॥১৯॥

গর্ভ হ'তে অবনীতে আসি' এইবার,
হেন কার্য্য কভু পুন না করিব আর;
এবার করিব হেন, করিয়া যতন
গর্ভবাস-কষ্ট যেন না ঘটে কখন। ১৪ ॥
শত-জন্ম-দুঃখ-কথা করিয়া স্মরণ,
ভাবে দৈববশে ভালে ঘটিল যেমন। ১৫
কাল পূর্ণ হ'লে পরে আধোমুখে র'য়ে
আবর্ত্তিত হয় গর্ভে বহু কষ্ট স'য়ে।
নয় কিম্বা দশ মাসে* ত্যজি' গর্ভবাস,
প্রাজাপত্য-বায়ু বশে আসে পৃথ্বী-পাশ।
হৃদয়ের দুঃখ-ভারে হইয়া পীড়িত
কাঁদিতে কাঁদিতে জীব হয় ত পতিত।১৬-১৭॥
নিষ্ক্রান্তি সময়ে জীব মূর্চ্ছিত হইয়া,
ভূতলে, চেতনা পায় বায়ু পরশিয়া। ১৮ ॥
মোহিনী বৈষ্ণবী-মায়া আক্রমিয়া তা'য়,
বিমোহিত করি' তা'রে ফেলে সে সময়।
সে মোহে মোহিত হ'য়ে নাহি র'হে জ্ঞান,
পূর্ব্বকথা ভুলি' হয় অন্ধের সমান। ১৯ ॥

* আয়ুর্ব্বেদ, বলেন—

"নবমে দশমে মাসি নারী বালং প্রসূয়তে।
একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ।

নবম, দশম, একাদশ অথবা দ্বাদশ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহা অপেক্ষা অতি বিলম্ব হইলে বিকৃত বিকার প্রাপ্ত জানিবে। গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সচরাচর ২৭৩ দিন অপেক্ষা ১৫ দিন বেশী বা কম হইতে দেখা যায়। একাদশ বা দ্বাদশ মাসে ভূমিষ্ঠ হইবার কথাও কখন কখন শোনা যায়।

ভ্রষ্টজ্ঞানো বালভাবং ততো জন্তুঃ প্রপদ্যতে।
ততঃ কৌমারকাবস্থাং যৌবনং বৃদ্ধতামপি ॥২০॥

পুনশ্চ মরণং তদ্বজ্জন্ম চাপ্নোতি মানবঃ।
ততঃ সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রাম্যতে ঘটিযন্ত্রবৎ ॥২১॥

কদাচিৎ স্বর্গমাপ্নোতি কদাচিন্নিরয়ং নরঃ।
নিরয়ঞ্চৈব স্বর্গঞ্চ কদাচিচ্চ মৃতোঽশ্নুতে ॥২২॥

কদাচিদত্রৈব পুনর্জাতঃ স্বং কর্ম্ম সোঽশ্নুতে।
কদাচিৎ ভুক্তকর্ম্মা চ মৃতঃ স্বল্পেন গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

কদাচিদল্পেশ্চ ততো জায়তেঽত্র শুভাশুভৈঃ।
স্বর্লোকে নরকে বাপি ভুক্তপ্রায়ো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

নরকেষু মহদ্দুঃখমেতৎ যৎ স্বর্গবাসিনঃ।
দৃশ্যন্তে তাত মোদন্তে পাত্যমানাশ্চ নারকাঃ ॥ ২৫ ॥

স্বর্গেঽপি দুঃখমতুলং যদারোহণকালতঃ।
প্রভৃত্যহং পতিষ্যামীত্যেতন্মনসি বর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানভ্রষ্ট হ'য়ে জীব কাটে বাল্যকাল.
কৌমার, যৌবন, আসে ঘটয়ে জঞ্জাল.
মায়া-পাশে বদ্ধ হ'য়ে কাটায়ে জীবন
ক্রমেতে বৃদ্ধত্ব আসে, করহ শ্রবণ। ২০ ॥
নানা ভোগ ভুঞ্জি' শেষে মরে পুনরায়,
ভুঞ্জি' ফল, জন্মে আসি এই ত ধরায়.
এইরূপে পুনঃ পুনঃ ঘটিযন্ত্র প্রায়
সংসার-চক্রেতে ঘুরি' আসে আর যায়। ২১
কখন স্বর্গেতে যায় পুণ্যকার্য্য করি'
পাপ-ফলে যায় কভু নরক ভিতরি,
কভু পুণ্য-পাপ-ফল ভুঞ্জিবার তরে
স্বর্গ আর নরকেতে যায় পরে পরে ॥ ২২ ॥
কখন জন্মিয়া ভবে ভুঞ্জে কর্ম্মফল,
শুভাশুভ ভুঞ্জে যত যা'র কর্ম্ম-বল।
অল্পদিনে ফল ভোগ হ'য়ে যায় যা'র
অকালে ত্যজিয়া দেহ যায় যমাগার। ২৩॥
সামান্য পুণ্যের ফলে কভু স্বর্গে যায়,
অল্পকাল থাকি' ভবে আসে পুনরায়।
কেহ বা সামান্য পাপে নরকেতে গিয়া
অল্পদিন ভুগি' ভবে আসে ত ফিরিয়া। ২৪ ॥
স্বর্গেতে থাকিয়া যত স্বর্গবাসীগণ,
অশেষ আমোদ তথা ভুঞ্জে অনুক্ষণ।
সেই সুখ দেখি' পাপী পতন-সময়,
মনোমাঝে ভোগ করে কষ্ট অতিশয় ॥ ২৫ ॥
স্বর্গেতে থাকিয়া যা'রা সুখভোগ করে,
আছে এ অতুল দুঃখ তা'দের অন্তরে,
"ভোগে পুণ্যক্ষয় হ'লে পতন নিশ্চয়
ঘটিবে ভাগ্যেতে মোর নাহিক সংশয়।" ২৬ ॥

নরকাংশ্চৈব সংপ্রেক্ষ্য মহদ্দুঃখমবাপ্যতে।
এতাং গতিমহং গন্তেত্যহর্নিশমনির্বৃতঃ ॥ ২৭ ॥

গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং জায়মানস্য যোনিষু।
জাতস্য বালভাবে চ বৃদ্ধত্বে দুঃখমেব চ ॥ ২৮ ॥

কামের্ষ্যাক্রোধসম্বদ্ধং যৌবনং চাতিদুঃসহম্।
দুঃখপ্রায়া বৃদ্ধতা চ মরণে দুঃখমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥

কৃষ্যমাণশ্চ যাম্যৈশ্চ নরকেষু চ পাত্যতে।
পুনশ্চ গর্ভে জন্মাথ মরণং নরকস্তথা ॥ ৩০ ॥

এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ জন্তবো ঘটিযন্ত্রবৎ।
ভ্রাম্যন্তে প্রাকৃতৈর্বন্ধৈর্বদ্ধা বধ্যন্তি চাসকৃৎ ॥ ৩১ ॥

নাস্তি তাত সুখং কিঞ্চিদত্র দুঃখশতাকুলে।
তস্মান্মোক্ষায় যততা কথং সেব্যা ময়া ত্রয়ী ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে গর্ভস্থিতি বর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ

নরকবাসীর কষ্ট করি' দরশন,
মনে মনে ভাবে সদা স্বর্গবাসিগণ,
"চিরদিন এই সুখ না র'বে আমার
এইরূপ কষ্ট ভালে ঘটিবে আবার।"
এই ত চিন্তায় কভু সুখী নহে মন
স্বর্গসুখ সুখ নহে—সবি অকারণ। ২৭ ॥
একে ত গর্ভেতে বাস অতি দুঃখময়,
ভূমিষ্ট হ'বার কষ্টে, কাঁপে এ হৃদয়।
জন্ম হ'লে বাল্যকালে নিরাশ্রয় হ'য়ে
কত কষ্টে রহে জীব পর-মুখ চেয়ে।
জীবনের শেষভাগে বার্দ্ধক্য সময়
তাও জানি সেইরূপ অতি কষ্টময়। ২৮
কাম, ঈর্ষা, ক্রোধ আদি মহা-রিপুচয়,
করিয়াছে দুঃখে ভরা যৌবন-সময়।
শেষে যে বার্দ্ধক্য-দশা তাহে কষ্ট অতি
কষ্ট বিনা ভবারণ্যে নাহি সুখ-রতি।
শেষে যে মরণ তাও অতি কষ্টময়
পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম স্মরি' দুঃখ সে সময়। ২৯ ॥
তাহে যমদূত আসি' করি' আকর্ষণ
ল'য়ে ফেলে নরকেতে কর্ম্মের মতন।
পুনঃ গর্ভবাস—পুনঃ জনম-মরণ
পুনঃ স্বর্গে নরকে সদা হয় ত ভ্রমণ। ৩০ ॥
ঘটি-যন্ত্র যেইরূপ ঘুরে বারবার,
সেই মত জানি তাত এই ত সংসার।
সংসার-চক্রেতে জীব ঘুরে বারবার
প্রকৃতির বাঁধনেতে বাঁধা অনিবার। ৩১ ॥
শুন, পিতা, এ সংসার শত-দুঃখে-ভরা,
মরীচিকা সম এর সুখের পসরা।
বিন্দুমাত্র, সত্য কহি, সুখ নাহি এ সংসারে,
বিশেষ করিয়া এই নিবেদি তোমারে,
এই ত কারণে আমি করিয়াছি মনে,
মুক্তি তরে যতন করিব এইক্ষণে,
বৈদিক ধর্ম্মেতে মোর নাহি প্রয়োজন,
মোক্ষমার্গ ধরি' এবে করিব গমন।" ৩২ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে পিতাপুত্রসম্বাদে গর্ভস্থিতি-বর্ণন নামক একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

পিতোবাচ।

সাধু বৎস ত্বয়াখ্যাতং সংসারগহনং পরম্।
জ্ঞানপ্রদানসংভূতং সমাশ্রিত্য মহাফলম্॥ ১॥
তত্র তে নরকাঃ সর্ব্বে যথা বৈ রৌরবস্তথা।
বর্ণিতাস্তাম্ সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামতে॥ ২॥

পুত্র উবাচ।

রৌরবস্তে সমাখ্যাতঃ প্রথমং নরকো ময়া।
মহারৌরবসংজ্ঞং তু শৃণুষ্ব নরকং পিতঃ॥ ৩॥
অগম্যাগমনে যে চ অভক্ষ্যভক্ষণে রতাঃ।
মিত্রদ্রোহকরাশ্চৈব স্বামিবিশ্রম্ভঘাতকাঃ॥ ৪॥
পরদাররতাশ্চৈব স্বদারপরিবর্জ্জিনঃ।
মার্গভঙ্গকরা যে চ তড়াগারাম ভেদকাঃ॥ ৫॥
এতেঽন্যে চ দুরাচারা দহ্যন্তে তত্র কিঙ্করৈঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি সপ্তপঞ্চ সমন্ততঃ।
তত্র তাম্রময়ী ভূমিরধস্তস্য হুতাশনঃ॥ ৬॥

পিতা বলিলেন—"বৎস, তোমার বচন
শ্রবণে, হৃদয় হলো আনন্দে মগন।
মূঢ় আমি, জ্ঞান-দান-ছলেতে এখন
মহাফলপ্রদ কথা করিলে কীর্ত্তন।
সংসার-গহন-তত্ত্ব বলিয়া আমায়
বড় প্রীত করিয়াছে সন্ধ নাহি তায়। ১
রৌরব প্রভৃতি যত নরকের কথা,
বলহ বিস্তারি' যাহে রহে হৃদে গাঁথা।"
পুত্র বলিলেন—"পিতা করহ শ্রবণ
বিস্তারি' সকল কথা করিব বর্ণন।
রৌরব-নরক-কথা বলেছি তোমায়
বলেছি কি পাপে জীব যায় ত তথায়।
মহারৌরবের কথা করহ শ্রবণ.
বিস্তার করিয়া এবে করিব বর্ণন। ৩॥
অগম্যাগমনকারী পাপী দুরাচার,
অভক্ষ্যভক্ষণে রতি পাপী যে সবার,
মিত্রদ্রোহকারী, নাশে প্রভুর বিশ্বাস,
কিম্বা যাহাদের পরনারী প্রতি আশ। ৪॥
মার্গভঙ্গ করে নাশে তড়াগ আরাম
এইরূপ নানা পাপ কত লব নাম,
এইরূপ পাপ করে যত দুরাচার
দহে হেথা যমদূতে দেহ তা' সবার। ৫॥
দীর্ঘে বার হাজার যোজন পরিমাণ,
তাম্রময়ী ভূমি তথা অনল-সমান,
সে ভূমির নিম্নে অগ্নি জলে অহরহ
সেই তাপে ভূমি তপ্ত অতীব দুঃসহ। ৬॥

তত্তাপতপ্তা সা সর্ব্বা প্রোদ্যদ্বিদ্যুৎসমপ্রভা।
বিভাত্যতি মহারৌদ্রা দর্শনস্পর্শনাদিষু ॥ ৭ ॥
তস্যাং বদ্ধঃ করাভ্যাঞ্চ পদ্ভ্যাঞ্চৈব যমানুগৈঃ।
মুচ্যতে পাপকৃন্মধ্যে লুণ্ঠ্যমানঃ স গচ্ছতি ॥ ৮ ॥
কাকৈর্বকৈর্বৃকোলুকৈর্বৃশ্চিকৈর্মশকৈস্তথা।
ভক্ষ্যমাণস্তথা গৃধ্রৈর্দ্রুতং মার্গে বিকৃষ্যতে ॥ ৯ ॥
দহ্যমানঃ পিতর্মাতর্ভ্রাতস্তাতেতি চাকুলঃ।
বদত্যসকৃদুদ্বিগ্নো ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ১০ ॥
এবং তস্মান্নরৈর্মোক্ষোঽস্তিক্রান্তৈরবাপ্যতে।
বর্ষাযুতাযুতৈঃ পাপং যৈঃ কৃতং দুষ্টবুদ্ধিভিঃ ॥ ১১ ॥
তথান্যস্তু তমোনাম সোঽতিশীতঃ স্বভাবতঃ।
মহারৌরববদ্দীর্ঘস্তথাতিতমসাবৃতঃ ॥ ১২ ॥
গোবধশ্চ কৃতো যেন ভ্রাতৃণাং ঘাত এব চ।
অবন্ন বালঘাতী চ নীয়তে শীতসঙ্কটে ॥ ১৩ ॥
শীতার্ত্তাস্তত্রধাবন্তি নরাস্তমসি দারুণে।
পরস্পরং সমাসাদ্য পরিরভ্যাশ্রয়ন্তি চ ॥ ১৪ ॥

তাপতপ্ত সেই ভূমি, বিদ্যুৎ যেমন
সেই মত সে ভূমির উজ্জ্বল বরণ
হেন সাধ্য নাহি কারো চাহে তা'র প্রতি,
কিম্বা করে স্পর্শিবার নাহিক শকতি। ৭ ॥

ল'য়ে তথা, হস্তপদবদ্ধ পাপীগণে
ছেড়ে দেয় যমদূত, শাসন কারণে।
পড়ি' তথা পাপীগণ, লুটাপুটি খায়
স্মরি' নিজ নিজ পাপ করে হায় হায়। ৮ ॥

আসে তথা উলূক, বৃশ্চিক, কাক, বক,
গৃধ্র, বৃক আদি, আর দুর্বার মশক,
আসি' তা'রা পাপীগণে করয়ে দংশন,
সহে যত পাপী তথা যাতনা ভীষণ। ৯ ॥

একে দহ্যমান সবে অনল-উত্তাপে,
তাহে অতি প্রপীড়িত জন্তুগণ দাপে;
ব্যাকুল হইয়া পাপী করে "হায় হায়!
কোথা' পিতা, কোথা' মাতা, ভ্রাতৃ-সমুদায়;

এরূপে চীৎকার ক'রে করিয়া রোদন,
প্রাণে শান্তি নাহি পায় পাপী নরগণ। ১০

নিরন্তর করে পাপ দুষ্ট নরগণ
তাঁ'র ফলে সহে কষ্ট অতীব ভীষণ,
অযুত অযুত বর্ষ ভু'ঞ্জি' দুঃখচয়
নরক হইতে পাপী তবে মুক্ত হয়। ১১ ॥

তা'র পারে আছে এক নরক ভীষণ
তমো নামে সে নরক ঘোর দরশন,
মহারৌরবের মত দীর্ঘ অতিশয়
অন্ধকারে আবৃত সতত শীতময়। ১২ ॥

গোঘাতক আর যেবা ভ্রাতৃবধকারী
শিশুঘ্ন যেজন হেথা বাস হয় তারি। ১৩ ॥

এ নরকে যে পাপীর হয় ত পতন,
অন্ধকারে শীতে কষ্ট পায় অনুক্ষণ,
শীত নিবারণ আশে ছুটিয়া বেড়ায়
অন্ধকারে জড়াজড়ি গড়াগড়ি যায়। ১৪

দন্তাস্তেষাঞ্চ ভজ্যন্তে শীতার্ত্তিপরিকম্পিতাঃ।
ক্ষুত্তৃষ্ণা প্রবলা তত্র তথৈবান্যেঽপ্যুপদ্রবাঃ ॥ ১৫ ॥
হিমখণ্ডবহো বায়ুর্ভিনত্যস্থীনি দারুণঃ।
মজ্জাসৃগ্গলিতং তস্মাদশ্নুবন্তি ক্ষুধান্বিতাঃ ॥ ১৬ ॥
লেলিহ্যমানা ভ্রাম্যন্তে পরস্পর-সমাগমে।
এবং তত্রাপি সুমহান্ ক্লেশস্তমসি মানবৈঃ।
প্রাপ্যতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যাবদ্দুষ্কৃতসংক্ষয়ঃ ॥ ১৭ ॥
নিকৃন্তন ইতি খ্যাতস্ততোঽন্যো নরকোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মিন্ কুলালচক্রাণি ভ্রাম্যন্তবিরতং পিতঃ।
অদৃষ্টং দৃষ্টবদ্ভূয়াদশ্রুতং শ্রুতমেবচ ॥ ১৯ ॥
একাক্ষরং গুরুং যস্তু দুরাচারো ন মন্যতে।
ন শৃণোতি গুরোর্বাক্যং শাস্ত্রবাক্যং তথৈব চ ॥ ২০
এতে পাপা দুরাচারাস্তত্র তৈর্যমপুরুষৈঃ।
তেষ্বারোপ্য নিকৃত্যন্তে কালসূত্রেণ মানবাঃ।
যমানুগাঙ্গুলিস্থেন আপাদতলমস্তকম্ ॥ ২১ ॥

দন্ত ভগ্ন হ'য়ে যায় শীতের পীড়নে;
কম্পিত হইয়া সবে কাঁদে প্রতিক্ষণে;
অতীব কাতর হয় ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
নানা উপদ্রবে তথা বহু কষ্ট পায়। ১৫
বায়ু তথা হিমখণ্ড করিয়া বহন,
বহিতেছে নিরন্তর অতীব ভীষণ,
বায়ুবলে অস্থিগুলি ভগ্ন হ'য়ে যায়,
রুধির মজ্জার সনে বেগে বাহিরায়,
নিজের রুধির মজ্জা ল'য়ে পাপীগণ
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ তরে করয়ে ভোজন।
লেহন করয়ে দেহ কভু পরস্পর,
এইরূপে ভ্রমে পেয়ে কষ্ট বহুতর। ১৬ ॥
শুনহ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আমার বচন
এইরূপ কষ্টে তথা ভ্রমে পাপীগণ,
যতদিন তাহাদের নহে পাপক্ষয়
সে তমো-নরকে সবে হেন কষ্ট সয়। ১৭ ॥
তা'র পরে নরক নামেতে নিকৃন্তন,
ঘুরি'ছে কুলাল-চক্র তথা অনুক্ষণ। ১৮ ॥
অদৃষ্ট ব্যাপার বহু তথা দৃষ্ট হয়
সর্ব্বদাই শ্রুত হয় অশ্রুত বিষয়। ১৯ ॥
একাক্ষর-গুরু প্রতি যেই দুরাচার;
নহে নত এ নরক ঘটে ভাগ্যে তা'র।
গুরু-বাক্য—শাস্ত্র-বাক্য না মানে যে জন,
তা'রো ভাগ্যে ঘটে এই নরক-গমন। ২০
যমদূতগণ তথা পাপীরে লইয়া
সে চক্রের উপরেতে দেয় বসাইয়া,
পরে সবে কালসূত্র করিয়া গ্রহণ
সে সূত্রে পাপীর দেহ করয়ে কর্ত্তন। ২১ ॥

যুগল।

সিন্ধুড়া।

"শারদ সুধাকর　　　　　　বদন মণ্ডল

খঞ্জন নয়ন বিকাশ।

অধরে মিলাও'ত　　　　　　শ্যাম মনোহর

চিত চোরায়লি হাস॥

আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই।

তনু তনু অতনু-যুত-শত-সেবিত

লাবণি বরণি ন যাই॥ ধ্রু॥

কবরী বকুল ফুলে　　　　　　আকুল অলিকুল

মধু পিব পিব উতরোল।

সকল অলঙ্কৃতি　　　　　　কিঙ্কিনী কুণ্ডল

কঙ্কন রুণ্ রুণ্ বোল॥

পদ-পঙ্কজ-পর　　　　　　মণিময় মঞ্জীর

পূরিত খঞ্জন ভাষ।

মদন মুকুর জনু　　　　　　নখ মণি-দর্পণ

নিছন গোবিন্দ দাস॥"

প্রতিহিংসা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শান্তিপথে।

(ফাল্গুন সংখ্যার ১০৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

"Sigh'd
From all her caves, and back resounded Death."
MILTON.

"Nor love thy life nor hate; but what thou liv'st
Live well: how long or short permit to Heaven."
MILTON.

"Where peace
And rest can never dwell, hope never comes
That comes to all."
MILTON.

মধ্যাহ্ন-সময়ে বৃদ্ধ বসুভূতি আসিলেন। তাঁহার সহিত মহর্ষির আশ্রমের চারিটি ক্ষত্রিয় বালক আহার্য্য দ্রব্যাদি লইয়া আগমন করিল। আজ আকাশের অবস্থা বড় ভাল নয়। প্রাতঃকাল হইতেই আকাশ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন। সমরেন্দ্রপত্নীর জীবনও সেইরূপ। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আসিয়া পিতাকে বলিলেন, "বাবা, মা'র আজ বড় অসুখ, তিনি সকাল পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারেন নাই। আপনি একবার এসে দেখুন দেখি?"

সমরেন্দ্র উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। নিরবচ্ছিন্ন এক স্থানে থাকায় তাঁহার পদদ্বয় অবশ হইয়াছে। তিনি কাতর ভাবে বসুভূতির দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, "আপনি যান, আমি বুঝি আর উঠ্‌তে পার্‌বো না।"

বসুভূতি উঠিয়া গেলেন। যে অবস্থা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, সমরেন্দ্রসিংহের গৃহলক্ষ্মী এত দিনের পর তাঁহার গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি কন্যা দু'টির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কনক, মায়ের এমন কঠিন অসুখ এত দিন আমায় বল নাই কেন? আমি ত প্রত্যহই আসি, এঁর যে এমন অসুখ তা'ত এতদিন জানতে পারি নাই। এতদিন চিকিৎসা হ'লে যে মা আরোগ্য হ'তে পার্‌তেন। এখন যে আর চিকিৎসার অবসরও নাই। এখন গুরুদেবের ইচ্ছা। একটু দুধ থাক্‌লে ভাল হ'তো।"

কনক বলিলেন, "দুগ্ধ আছে, আমাদের প্রতিবেশী একজন সাধু যুবা মা'র অসুখের কথা শুনে, কতকগুলি ফল ও প্রায় দুই সের দুগ্ধ দিয়ে গিয়েছিলেন। সকাল হ'তে সেই দুধ একটু একটু দিচ্ছি, আর বেদানার রস দিচ্ছি। রোটি ক'রে দিয়েছিলাম খেতে পারেন নি। মহর্ষি এলেও কি মা সারেন না

বসুভূতি বলিলেন 'গুরুদেব, আজ কয়েক-দিন আশ্রমে নাই। পুষ্করতীর্থে গিয়েছেন। সেখান হ'তে ক'বে আস্‌বেন তা'র ঠিক নাই। একি মা'র যে অন্তিমকাল উপস্থিত হ'লো।" এই বলিয়া তিনি সমরেন্দ্র-পত্নীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, "আর উপায় নাই। মা বুঝ্‌তে পারছো কি? ভগবানের নাম কর?" বলিতে বলিতেই তাঁহার শ্বাস লোপ ও দৃষ্টি স্থির হইল। কন্যা দু'টি কাঁদিয়া উঠিল। সমরেন্দ্রসিংহও নীরবে কাঁদিলেন। কন্যা দু'টি তাঁহা'র কাছে আসিয়া বসিল। বসুভূতি ক্ষত্রিয় বালক চারিটির সাহায্যে সমরেন্দ্রপত্নীকে নর্ম্মদাতীরে লইয়া গেলেন।

* * * * *

সমরেন্দ্রসিংহ শত্রুকর্তৃক সহায়-সম্পদহীন হইয়া, কেবল প্রতিহিংসা-বৃত্তিকে সহচরী করিয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিতে-ছিলেন। কিন্তু এ সহচরিটি তাহার হৃদয়-শোণিত শোষণ করিতেছিল! আর একটি সহচরী,—সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী— তাঁহার পার্শ্বে নিরন্তর উপস্থিত থাকিয়া, সেই হৃদয়-ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন —আজ তিনি কোথায়?—আজ সমরেন্দ্র শোকে মুহ্যমান।

সন্ধ্যার সময়, মহর্ষি আসিলেন। তিনি বলিলেন, 'বৎস, শোক করা বৃথা! ভগবান যা করেন সকলেরই পরিণাম মঙ্গলময়। সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় আজ তুমি সহায়-সম্পদ-হীন। কিন্তু তা' ব'লে তুমি তাঁ'কে নিদয় মনে ক'রো না। তুমি নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করতে করতে—শোক-দুঃখের অনলে দগ্ধ হ'তে হ'তে, শোধিত স্বর্ণের ন্যায়, মল-শূন্য হ'বে ব'লেই তাঁ'র এই আয়োজন। প্রতি-হিংসা-বৃত্তিকে মন থেকে দূর কর।—চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের যে উপায় ব'লে দিয়েছি, তা'তেই লক্ষ্য স্থির কর। আমি তোমার জ্যেষ্ঠা তনয়ার জন্য পাত্র স্থির করেছি। যে চা'রটি ক্ষত্রিয় যুবা তোমার পরিচর্য্যার জন্য মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তাঁ'দের জ্যেষ্ঠটি কুলে শীলে তোমার অনুরূপ। যুবাটির শাস্ত্রপাঠ শেষ হ'য়েছে। এইবার ব্রহ্মচর্য্য শেষ ক'রে, গার্হস্থ্য আশ্রমের সময় হ'য়েছে। আমি তাঁ'র পিতার সহিত সমস্ত কথা ঠিক ক'রে এসেছি। তিনি অচিরেই আমার আশ্রমে এসে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।"

সমরেন্দ্র। "আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই কর্‌বেন, তা'তে আমার আর বক্তব্য কি?— কিন্তু কনক গেলে আমার উপায় কি হবে?"

মহর্ষি। "উপায় ভগবান! তিনি যা ক'রবেন তাই হ'বে। তুমি নিরন্তর সাধনে ব্যাপৃত হও। অন্য কথা ভুলে যাও। তুমি তাঁ'রে ভাব। তিনিই তোমার সকল ভাবনা ভাব্‌বেন ভয় কি? সংসারে আর ক'দিনের জন্য? কর্ত্তব্য কর। কর্ম্ম কর। বৃথা সময় নষ্ট ক'রো না। ভেবে তুমি কিছু করতে পার না। তাঁ'র উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। মঙ্গল হ'বে। এই মুহূর্ত্ত-হ'তেই চিত্তবৃত্তিনিরোধের চেষ্টা কর, আর বিলম্বের সময় নাই।"

সমরেন্দ্রসিংহ মহর্ষি-প্রদর্শিত সাধন পথে প্রবিষ্ট হইলেন। মহর্ষি তাঁহার মাথায় হস্তার্পণ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "অচিরে সফলকাম হও। ভয় নাই—আমি নিরন্তর তোমার সঙ্গে আছি।—মা তোমরা দু'টি

ভগ্নিতে আর পিতাকে বিরক্ত ক'রো না। যা করা উচিত দু'জনে পরামর্শ ক'রে করো। পিতার জন্য কেবল মধ্যাহ্নে হবিষ্যান্ন দিবে। আর সমস্ত দিন রাত্রের মধ্যে তাঁ'র কাছে আস্‌বে না। দু'টিতে একত্রে সংসারের কাজ কর্ম্ম ক'রে সময় কাটা'বে!

ইন্দু। ক'দিনের জন্য?"

মহর্ষি হাসিলেন। বলিলেন "কনক গেলে তোমায় একাই সব ক'র্‌তে হ'বে। দিন কত পরে তুমিও একটি সঙ্গী পা'বে।"

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। বালিকা দু'টিও জল আনিতে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শৃঙ্খল।

" A grateful
By owing owes not, but still pays, at once
Indebted and discharged."

MILTON.

" A mind, not to be changed by place or time,
The mind in its own place, and in itself
Can make a heaven of hell."

MILTON.

কনকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এখন ইন্দু একা। পিতার সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। ইন্দু দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা। কিন্তু দারিদ্রের মত শিক্ষক আর নাই। এই অল্প বয়সেই সে রন্ধনাদি সকল কার্য্যে সুদক্ষ হইয়াছে।

ছয় মাস সাধন করিয়াই সমরেন্দ্রের চিত্ত-স্থৈর্য্য লাভ হইয়াছে। সকলি সদ্‌গুরুর কৃপা। এখন আর তাঁহার মনে সে প্রতিহিংসার ভাব নাই। তিনি সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই প্রাতঃক্রিয়া শেষ করিয়া, শাস্ত্র পাঠ করেন। ইন্দু শয্যা ত্যাগ করিয়া, সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকেন। বেলা এক প্রহরের পরে, ইন্দু পিতাকে স্নান করাইয়া দেন। তা'র পর তিনি মধ্যাহ্ন-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। আড়াই প্রহরের সময় ইন্দু হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করেন। তিনি তাহা ইষ্টে নিবেদন করিয়া, প্রসাদ গ্রহণ করেন। অবশিষ্টাংশ ইন্দুর দেহ রক্ষা হয়। অপরাহ্নে কোনও দিন মহর্ষি আসিয়া শাস্ত্রালাপ করেন, কোনও দিন বা তিনি নিজেই শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকেন। ইন্দু ইত্যবসরে জল আনিয়া সংসারের অন্যান্য কার্য্য করে। তা'র পর অপরাহ্ন-ক্রিয়া। অপরাহ্নে ইন্দু নিজের জন্য কিছু আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লয় ও আহার করিয়া নিদ্রিতা হয়। সমরেন্দ্র প্রায় সমস্ত রাত্রিই নিত্যক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকেন।

প্রাতঃকাল। এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, কেবল পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছে। পাখিরা স্ব স্ব কুলায়ে বসিয়া, মধুর স্বরে ভগবানের গুণ গান করিতেছে। সমরেন্দ্র

এখনও বদ্ধ-পদ্মাসনে স্থির নিশ্চল ভাবে উপবিষ্ট। ইন্দু গৃহাদি পরিষ্কার করিয়াছেন। এখন স্নান করিয়া জল আনিতে গিয়াছেন। তাঁহার সেই পূর্ব্ব পরিচিত যুবকটি, গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া প্রস্রবণ সমীপে বসিয়া আছেন। ইন্দু প্রস্রবণ সমীপে আসিয়া কলস পূর্ণ করিলেন। তার পর একদৃষ্টে সূর্য্যোদয় দেখিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বাকাশ ক্রমে ঘোর রক্তবর্ণ হইল। তাহার পর জবাকুসুম সঙ্কাশ কাশ্যপেয় পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন। ইন্দু করযোড়ে সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকর॥"

যুবা সেই ভক্তিমতীকে দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "বনদেবি, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

ইন্দু। বলুন?

যুবা। আমার মনে হয়, যদি আপনার সঙ্গে পিতার সেবা করতে পেতাম, তা'হ'লে কৃতার্থ হ'তাম।

ইন্দু। আপনি ত আমাদের যথেষ্ট সাহায্যই ক'রে থাকেন। রন্ধনের কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে আর নিজের গরুর দুগ্ধ আর উদ্যানের ফল মূল সংগ্রহ ক'রে দ্বারে রেখে আসেন। আপনার সাহায্যে ত আমার পরিশ্রমের ভাগ অনেক কমে গিয়েছে। আমার কাজ আছে এই জল তোলা আর রন্ধন ক'রে পিতৃসেবা করা। আমার এ কাজটুকুও নিজে চান নাকি?"

যুবা। "বনদেবি, আমি আপনার নাম জানি না, তাই বনদেবী ব'লে সম্বোধন করলাম, আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি আপনার পিতৃ সমীপে উপস্থিত হ'য়ে, আপনার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করি। কিন্তু আপনার অনভিমত কি না না জেনে, আমি সে কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারিনে।"

ইন্দু। দেখুন, আমি বই আমার পিতার আর কেউ নেই। দিদির বিবাহ হ'য়ে তিনি শ্বশুরবাড়ি [illegible]। আমি আমার বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। বাবা বৃদ্ধ হ'য়েছেন, তাঁর সেবা ক'রেই আমি জীবন কাটা'ব। আর কোথাও যেতে আমার প্রবৃত্তি নেই।

যুবা। [illegible] তাই ইচ্ছা। শুনেচি তিনি একাসনেই সমস্ত দিন রাত্রি আছেন। শৌচপ্রস্রাবের জন্য অতি কষ্টে শয্যা ত্যাগ ক'রে একটু দূরে মাত্র যেতে পারেন। আমার ইচ্ছা আমি আপনার সঙ্গে মিলে তাঁ'র সেবাতে জীবন পাত করি। আর এখন যেমন আমি দিচ্ছি আপনি নিচ্ছেন ব'লে মনে করচেন তখন আমার যা কিছু সবই নিজের মনে ক'রে, সেই সকল নিজে নিয়ে পিতৃসেবায় দিতে পারবেন, এখনকার মত কুণ্ঠিত হ'তে হ'বে না। তা ছাড়া আমায় আপনার সঙ্গী করলে সম্ভবতঃ আমিই আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে আনতে পারব, মহর্ষির নিকট হ'তেও কিছু ল'বার প্রয়োজন হ'বে না।"

ইন্দু। "বাবাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি যেমন আদেশ করবেন তাই হ'বে।" এই বলিয়া তিনি কলসী লইয়া গৃহে গেলেন। যুবাও ফল এবং দুগ্ধ লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

অন্য দিন দ্বারের কাছে দ্রব্য রাখিয়া আসেন, আজ দ্বারের কাছে একটু দাঁড়াইলেন। ইন্দু ভিতরে গেলেন। তখন তাঁহার পিতা পড়িতেছেন—

সম শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতিভক্তিমান্মে প্রিয়োনরঃ।"

যুবা গুহাগৃহে প্রবেশ করিলেন, ইত্যবসরে সমরেন্দ্রসিংহের অধ্যায় শেষ হইল। যুবা ফল মূল ও দুগ্ধ তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

সমরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি? বৎস, বিজয়, তুমি এ-সকল নিয়ে কোথা থেকে? কি মনে ক'রে?—তোমার পিতা কেমন আছেন?"

বিজয় অবনত বদনে বলিলেন, "সেই দুর্দ্দিনের পর হ'তে আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ ক'রে এই জনশূন্য পার্ব্বত্য প্রদেশেই আছি। আমিও তাঁহার সন্ধান করি নাই, তিনিও সম্ভবতঃ আমার সন্ধান জানেন না। অদূরে একটি কুটিরে বাস করি, আরণ্য ফলমূলে জীবনযাপন করি।

সমরেন্দ্র। "এ কাজটি কি ভাল হ'চ্চে? তিনি পিতা! তারপর, তোমার জননী জীবিতা আছেন, তুমি গৃহত্যাগ করাতে তাঁদের মনে কত কষ্ট হ'চ্চে। পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়া সন্তানের কর্ত্তব্য নয়।"

বিজয়। "অন্নদাতাও পিতা!"

সমরেন্দ্র। "জনক-জননী তাঁর চেয়েও পূজনীয়।"

বিজয়। "আপনি অনুমতি করুন; আমি আপনার সেবা ক'রে কৃতার্থ হই।"

সমরেন্দ্র। "আমার আর সেবার প্রয়োজন কি বাপ? মহর্ষির কৃপায় আমার শারীরিক মানসিক সকল ব্যাধিই দূর হ'য়েছে। এখন অন্যের সাহায্য ব্যতীত অনায়াসে স্নানাদি সকল কাজই কর্‌তে পারি। মহর্ষি বলেছেন, আমি অচিরে তাঁ'র আশ্রমে যা'বার অধিকারী হ'বো। তখন সেই শান্তিরসাস্পদ তপোবনে, অনায়াসে জীবনের অবশিষ্ট ক'টা দিন অতিবাহিত কর্‌তে পার্‌বো। দু'টি কন্যার একটি মহর্ষির কৃপায় সৎপাত্রস্থা হ'য়েছে। আর একটিও উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হ'বে। তখন সংসারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক লোপ হ'বে। আমি যাঁ'র, তাঁ'র চরণ আমার একমাত্র ভাবনার বিষয় হ'বে। বিশাল অরণ্য আমার রাজ্য হ'বে। মৃগপশুপক্ষিরা আমার প্রজা পরিজন হ'বে। কাননের তরুরাজি, আমায় রাজস্বস্বরূপ তা'দের সুমিষ্ট ফল দিয়ে পরিতুষ্ট কর্‌বে। জননী নর্ম্মদা, স্বীয় স্তন্যে আমার পিপাসার শান্তি কর্‌বেন। এর চেয়ে আর সুখ কি বাপ্? আমরা অদূরদর্শী তাই সেই মঙ্গলময়ের অপার করুণা বুঝ্‌তে পারি নে। তিনি আমায় সম্পদহীন ক'রে—বিপদে ফেলে দিলেন। আমি তখন বড় আকুল হ'য়েছিলাম। পত্নীটিকে নিলেন—আরও কাতর হ'লাম। তা'রপর শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জান্‌তে পার্‌লাম, যে এ সকল না কর্‌লে, আমার আভ্যন্তর শত্রুরা পরাজিত হ'তো না। লৌকিক শত্রুরা ত বাপ শত্রু নয়, তা'রা মিত্র। তা'দের জন্যই আমরা এই শ্রেয়ঃ-পথ জান্‌বার অধিকারী হই। যও বাপ, পিতা মাতার সেবা ক'রে জীবন ধন্য কর গে।"

এই সময় মহর্ষি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হ'লেন। তিনি বিজয়কে সমরেন্দ্রসিংহের সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে শুভ যোগ সমুপস্থিত। বৎস, সমরেন্দ্র, ভগবদিচ্ছায় প্রতিহিংসা গ্রহণের অবসর উপস্থিত হ'য়েছে।

শত্রুর পুত্র তোমার আলয়ে। উহাকে আবদ্ধ কর।"

সমরেন্দ্র। "আর প্রভু প্রতিহিংসার ইচ্ছা নাই।"

মহর্ষি। "ইচ্ছা না থাকলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় শৃঙ্খলের নাম "পরিণয় শৃঙ্খল"। ইন্দুকে বিজয়ের হস্তে দিয়ে, সেই দৃঢ় স্বর্ণ শৃঙ্খলে একে আবদ্ধ কর, তা'হ'লে অবশিষ্ট শত্রুও প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'বে।"

সমরেন্দ্র। "আপনার আদেশ—আমার আপত্তি করবার শক্তি নাই।"

মহর্ষি। "কিন্তু আজ নয়। একটা শুভদিন স্থির ক'রে, তোমাকে আমার আশ্রমে নিয়ে যা'ব। সেখানেই এ সকল কার্য্য সম্পন্ন হ'বে। ততদিন বিজয় নিজের আশ্রমে থেকে, যেমন তোমার সেবা করচে তেমনি করুক। আমি ওদিকে সব উদ্যোগ করি গিয়ে।"

সমরেন্দ্র তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। বিজয় তাঁহার পদধূলি লইয়া, সমরেন্দ্রসিংহের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক, গুহাগৃহ হইতে বাহির হইলেন।

মহর্ষি ইন্দুকে ডাকিলেন। বলিলেন, "শুনলে ইন্দু, বিজয় তোমার পতি হ'বেন। আজ হ'তে আর তুমি এ গুহাগৃহ হ'তে বাহির হ'য়ো না। শীঘ্রই তোমাদের আমার আশ্রমে নিয়ে যা'ব।"

ইন্দু। "আমি বাহির না হ'লে জল আনবে কে?"

মহর্ষি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "যে কষ্ট ক'রে দুধ আনতে পারে, সে কি আর দুই কলস জল দিতে পারবে না? বেশী দিন ত নয়, চার পাঁচ দিন।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ইন্দু পিতার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মিলন।

"Thoughts more elevate, and reason'd high
Of Providence, foreknowledge, will and fate."

MILTON.

"He, that has light within his own clear breast,
May sit i'th' centre and enjoy bright day,"

MILTON.

"Long is the way
And hard, that out of hell leads up to heaven."

MILTON.

"Good, the more
Communicated, more abundant grows."

MILTON.

আশ্রমের একটি বটবৃক্ষতলে, অনুচ্চ একটি বেদীর উপর অজিনাসনে মহর্ষি চন্দ্রশেখর উপবিষ্ট। সম্মুখে অন্যান্য মুনিগণ নিজ নিজ শিষ্য ও পুত্রগণ সঙ্গে উপবিষ্ট। পার্শ্বে

স্বতন্ত্র আসনে, মুনিপত্নীগণ নিজ নিজ কন্যাগণের সহিত উপবিষ্টা। মহর্ষি বলিলেন—

"এ সংসারে সুখ সকলের প্রার্থনীয়। মাতা, পুত্র কন্যাগণের সুখ কামনা করেন। আত্মীয় আত্মীয়ের সুখ কামনা করে। এই জন্য লোকে, সর্ব্বদা অপরকে "সুখে থাক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে। কিন্তু সংসারের লোকে যা'রে সুখ বলিয়া মনে করে, তাহা বাস্তবিক সুখ নয়, কাল্পনিক। সে সুখ আমাদের মনের, কল্পনা মাত্র। ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিকর বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হইলে, আমরা যে আনন্দের কল্পনা করি, তাহাকেই লোকে সুখ বলে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে তাহা সুখও বটে দুঃখও বটে। রসনার তৃপ্তিতে আমরা আপাততঃ সুখ কল্পনা করি বটে, কিন্তু যে চতুর্ব্বিধ রসের আস্বাদনে সেই সুখ হয়, সেই আস্বাদনের মাত্রা বর্দ্ধিত হইলেই সেই সুখ আবার দুঃখের হেতু হয়। আবার যে দ্রব্যে একজন তৃপ্ত হইয়া সুখবোধ করে তাহাই আর একজনের অতৃপ্তির—অসুখের কারণ হয়। কেন না আমরা অভ্যাস দ্বারা ঐ সুখের কল্পনা করিয়াছি মাত্র। যাহা যথার্থ সুখ তাহা সর্ব্বাবস্থায়ই সুখ। তাহার অতি-সেবনে অসুখের উদয় হওয়া সম্ভব নয়। আমরা অরণ্যে বাস করিয়া সচ্ছন্দ-বন-জাত ফলমূলাদিতে জীবন রক্ষা করিয়া সেই নিত্য সুখের জন্য ব্যস্ত আছি। আর সংসারী জীব সে দিকে না চাহিয়া এই অস্থায়ী—অসৎ—সুখের জন্য লালায়িত। কিন্তু তাহাদের সে সুখে তৃপ্তি নাই—উত্তরোত্তর অসুখেরই হেতু হইয়া থাকে, ঐ দেখ সেইরূপ দু'টি জীব অতৃপ্ত-হৃদয়ে এ দিকে আস্‌চে।"

সকলেই দেখিলেন, একটি পুরুষ আর একটি নারী আশ্রমাভিমুখে আসচেন।

মহর্ষি বলিলেন "জাজলি, তুমি যাও ওঁকে আমার কুটিরে নিয়ে যাও। আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় শেষ ক'রে যাচ্ছি।"—তার পর বলিলেন—

"আমরা, যে নিত্য সুখ অন্বেষণ কর্‌চি। সে সুখ যাঁ'র ভাগ্যে যতটুকু লাভ হ'বে, তা'র আর নাশ নাই। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হ'বে। প্রমাণ সকলেই কিছু কিছু পেয়েছেন। যত্ন করুন, আরও পা'বেন। আর একটি প্রমাণ এখনি দেখতে পাবেন। আমাদের রাজা সমরেন্দ্রসিংহ, নিজ সেনাপতি কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হ'য়ে, এই আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি তখন লৌকিক সুখের নাশে মুহ্যমান,—সেই সুখ-নাশের কর্ত্তাকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যাকুল। প্রতিহিংসা তাঁ'র জীবনের লক্ষ্য ছিল, সেই জন্য তাঁ'কে আশ্রমে রাখ্‌তে পার্‌লাম না। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায়—আজ তিনি নিত্য সুখের সন্ধান পেয়ে শান্তিপথের পথিক হ'য়েছেন—সেই জন্য তাঁ'কে আন্‌তে, তাঁ'র মন্ত্রী বসুভূতিকে পাঠিয়েছি। তাঁ'রা এই আশ্রমে এলে, আজ আমাদের একটি কর্ত্তব্য আছে। মহারাজকে, আমাদের আশ্রমে স্থান দিতে হ'বে। আর তাঁর রাজ্যাপহারী শত্রুও আজ শান্তির ভিখারি হ'য়ে এই আশ্রমে এসেছে। তা'কেও শান্তির পথ দেখা'তে হ'বে।"

এমন সময়ে, মন্ত্রী বসুভূতির সঙ্গে মহারাজ সমরেন্দ্রসিংহ ও তাঁহার কন্যা ইন্দুপ্রভা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অদূরে বিজয়, দুইটি সবৎসা গাভী সঙ্গে আশ্রমপথে দৃষ্ট হইলেন।

মহর্ষি বলিলেন—"শাণ্ডিল্য, তুমি ঐ

যুবাকে, তোমাদের কুটিরে ল'য়ে যাও। সেখানে আপাততঃ বৃক্ষতলে ঐ গোধনগুলির স্থান ক'রে দিও। বৎস, সমরেন্দ্র, এস, এত দিনে তুমি সাধন-সমরে তোমার প্রধান শত্রুকে নিহত ক'রে কৃতার্থ হ'য়েছ। আজ তোমার বিজয়-মাল্য ধারণের দিন।" সমরেন্দ্রসিংহ মহর্ষির চরণে প্রণাম করিলেন।

মহর্ষি আবার বলিলেন, "বৎস, ব'সো, আমি আমার জীবনের একদিনের ঘটনা বলি, শোনো—

"কিছুদিন পূর্ব্বে, আমি একবার পুষ্কর তীর্থে গিয়াছিলাম। যে দিন সেখান থেকে প্রত্যাগমন করি, সে দিন ভয়ানক দুর্য্যোগ। রূপনগরের পথে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত এসে দেখ্‌লাম, পাঁচটি লোক সেই দুর্য্যোগে একটি মৃত দেহ ল'য়ে, এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। মুষল-ধারে বারিবর্ষণ হ'ল। আমি তা'দের দেখে সেখানে গেলাম। বোধ হ'লো মৃত-দেহটি যেন নড়্‌চে। আমি তা'দিগকে ব'ল্লাম, তোমরা এক জন ঐ মৃতদেহের আবরণ বস্ত্রটি সরাও দেখি। একটি বালক উঠিয়া শবের মুখের কাপড় সরাইল। দেখিলাম, সেটি শব নয়, মূর্চ্ছিত দেহ। পরীক্ষা কর্‌লাম। দেখ্‌লাম, প্রাণ যায় নাই। আমি বাহকদিগকে সেই মূর্চ্ছিত দেহ এই আশ্রমে আন্‌তে বল্লা'ম। আনা হ'লে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ কর্‌লাম। রোগী আরোগ্য হ'লো। এখন ভেবে দেখ দেখি, আমি যদি ভগবানের ইচ্ছায় সে সময় সেখানে না আস্‌তাম— যদি ভগবান কৃপা ক'রে সে সময় সে দুর্য্যোগ না পাঠাতেন, তবে এই স্ত্রীলোকটির ভাগ্যে কি হ'তো? নিশ্চয়ই বাহকগণ তাঁ'কে মৃত ভেবে চিতানলে দগ্ধ কর্‌তো। যদি চিতার তাপে তাঁ'র প্রাণচিহ্ন প্রকাশ হ'তো, তা'হ'লেও আরও বিপদ, ওরূপ রুগ্না, দগ্ধদেহ হ'য়ে, বোধ হয় আর আরোগ্য লাভ করতে পার্‌তো না। দেখ, ভগবানের কেমন করুণা। তিনি কেন লৌকিক কষ্ট দেন, তা'র আরও একটি প্রমাণ দেখ। যে লোকটি সেই রমণীর স্বামী, তিনি বিবিধ বিপদগ্রস্ত —হৃত-সর্ব্বস্ব হ'য়ে—আপনার জীবন-সর্ব্বস্ব সন্তান দু'টি নিয়ে নির্জ্জনে বাস কর্‌ছিলেন, তাঁ'র হৃদয়ে ঘোর অশান্তি ছিল। তিনি ভাব্‌তেন, হায়, কত সুখে ছিলাম, কি কর্‌লে আবার সে পত্নী আর কন্যা দু'টিকে নিয়ে তেমন সুখে আন্‌তে পার্‌বো! বিধাতা যখন তাঁ'কে তাঁ'র কাছ থেকে স্থানান্তরিত ক'র্‌লেন, তখন তিনি বুঝ্‌লেন সংসারে সুখ-শান্তি নাই, কেবল অভাব— অশান্তি। আমি সেই অশান্ত-হৃদয় পুরুষকে শান্তির পথ দেখা'লাম —এত দিনে বোধ হয় তিনি, কোন্ পথে গেলে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়, তা' বুঝ্‌তে পেরেছেন।"

সমরেন্দ্র। "পিতঃ, যে আপনার কৃপা পেয়েছে, সে সুখের পথও অবশ্য পেয়েছে।"

মহর্ষি। "তবে বৎস, এস। দেবি, কমলে, এস মা, বহুদিনের পর আজ তোমার পতির চরণে প্রণাম কর। আজ তোমার পতিও নূতন প্রাণ পেয়েছেন। তুমি তোমার নূতন প্রাণটি তাঁ'র চরণে দাও। আর তোমাদিগকে আমি এ আশ্রম ছেড়ে কোথাও যেতে বল্‌বো না। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ চিরকাল চরমবয়সে, আপনাদের গুরুর আশ্রমে এসে সস্ত্রীক বাস কর্‌তেন। বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে, কিছুকাল সাধনার পর যোগযুক্ত হ'য়ে দেহ ত্যাগ কর্‌তেন। মা ইন্দু, তোমার মায়ের কোলে

যাও। তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আজিও শ্বশুরালয়ে যা'ন নাই। তাঁ'র স্বামী, অমরেশ্বরের পুত্র। তিনি পিতার সঙ্গে দেশে গিয়েছেন, সেখানে হ'তে ফিরে এসে উপযুক্ত উৎসব ক'রে কনকপ্রভাকে নিয়ে যা'বেন। তাঁ'রাও আজ অপরাহ্নে আস্‌বেন।

মহর্ষির এই কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে, রাজমহিষী কমলাদেবী আসিয়া পতির চরণে প্রণতা হইলেন। ইন্দুপ্রভাও মাতৃকণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এ রোদন শোকের নয়—সুখের। কনকপ্রভাও আসিয়া পিতার চরণে প্রণাম করিলেন। আশ্রম আনন্দে পূর্ণ। এমন সময় সেনাপতি বীরেন্দ্রসিংহ আসিয়া মহারাজের চরণে পতিত হইলেন।

মহারাজ সমরেন্দ্র তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি এই বক্ষে প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা নিয়ে রাজধানী ত্যাগ ক'রেছিলাম। আজ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'লো। বীরেন্দ্র, তোমায় আজ আমি চিরদিনের জন্য এ হৃদয়ে আবদ্ধ কর্‌লাম। তুমিই আমায় সুখের পথে প্রেরণ ক'রেছিলে। আমি দেখ্‌ছি তোমার হৃদয়ে সে—সে আমার অন্তঃশত্রুগণকে নাশ কর্‌বার জন্য তোমাকে লৌকিক শত্রুরূপে কল্পনা করেছিল। এতদিনে তা'র অভীষ্টসিদ্ধ হ'য়েছে ব'লে, আজ আমায় বক্ষে নিতে এসেছে। আজ তুমি শত্রু নয় সখা। এস ভাই, আজ দু'জনে, দু'জনের সন্তান দু'টিকে সেই মঙ্গলময়ের চরণে সপে দিয়ে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে পরম সুখের সন্ধানে যাই।

মহর্ষি বলিলেন, "ঠিক ব'লেছ, মহারাজ, বিজয় আর ইন্দুকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ ক'রে, আজ এই নর্ম্মদাতটের আশ্রমেই তা'দিগকে রত্নগিরির সিংহাসনে অভিষিক্ত কর। তা'র পর বৈবাহিকযুগল, যুগল হ'য়ে, সেই যুগলের সেবা ক'রে, জীবনের অবশিষ্টাংশ ক্ষেপণ কর। তাহাই হইল।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সম্পূর্ণ।

ব্যায়ামে বিজ্ঞান।

(৪০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

পঞ্চম খেলা।—সুদিং কম্বিনেসন (The Soothing Combination) অর্থাৎ 'শান্তিযোগ'।—মস্তিষ্কের গুরুত্বভাব বা চাপ, এবং ফুস্‌ফুস্‌ ও উদরে রক্তাধিক্য বশতঃ বেদনা দূর করিতে 'শান্তিযোগ' খেলা অতি আশ্চর্য্য ফলদায়ক। অন্য কোন প্রকার ষ্ট্রোক (Stroke) বা আঘাত ক্রীড়াই ইহার সমতুল্য নহে। উপরিভাগের আঘাত দ্বারা মস্তক ও ফুস্‌ফুসের এবং নিম্ন প্রদেশের আঘাতদ্বারা উদরের যন্ত্রণা দূর হয়।

এই খেলায় আঘাত করিবার জন্য তিন শ্রেণীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীতে শরীরের দুই দুইটি বিভিন্ন অংশ অবধারিত আছে। ইহার একটি ঊর্দ্ধভাগে

এবং অপরটি অধোভাগে। এই উভয় স্থানে আঘাতের এককালীন যোগ দ্বারা শান্তিলাভ হয় বলিয়া ইহাকে শান্তি-যোগ বলা হইয়াছে।

এই এক এক শ্রেণীর স্থানের উর্দ্ধ ও অধঃভাগে আটটি-করিয়া আঘাত করিতে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকবারে প্রত্যেক শ্রেণীর উর্দ্ধ স্থানে আট বার এবং অধঃ স্থানে আট বার আঘাত করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়া এককালে দুইবারের অধিক করা অনাবশ্যক। এই খেলায় করাঘাত প্রথা নাই। নিম্নে নির্দ্দিষ্ট স্থান সমূহের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। 'দণ্ডাগ্র-উরু-যোগ'—(back of neck and thigh)—অর্থাৎ উর্দ্ধে মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ বা কণ্ঠনালীর পশ্চাদ্ভাগ, এবং অধোদেশে উরু, এই উভয়ের যোগে একটি স্থানশ্রেণী ধরা হইয়াছে। প্রত্যেকবার এই শ্রেণীতে আঘাত করিবার সময়ে, প্রথমে উর্দ্ধে অর্থাৎ মেরুদণ্ডাগ্রভাগে বা কণ্ঠনালীর পশ্চাদ্ভাগে আট বার এবং তৎপরে অধোদেশে অর্থাৎ উরুতে আট বার আঘাত করিতে হয়।

২। 'স্কন্ধ-বস্তিজঘনসন্ধি-যোগ' (Shoulder and joining of pelvis with thigh.) —অর্থাৎ উর্দ্ধে স্কন্ধ এবং নিম্নে বস্তিজঘন-সন্ধি (যে স্থলে বস্তি (pelvis) এবং উরুর যোগ হইয়াছে, চলিত ভাষায় এই স্থানকে কুঁচ্কি বলা যায়) এই উভয়ের যোগে দ্বিতীয় শ্রেণী। এই শ্রেণীতে প্রত্যেকবার আঘাত করিবার সময়ে উর্দ্ধে অর্থাৎ স্কন্ধে আট বার এবং নিম্নে অর্থাৎ বস্তিজঘন-সন্ধিতে আট বার আঘাত করিতে হয়।

'উর্দ্ধবাহু-উরুসন্ধি-যোগ'—(upper arm and hip.)—অর্থাৎ উপরে বাহুর উর্দ্ধভাগ এবং নিম্নে উরুসন্ধি। এই উভয়ের যোগে তৃতীয় শ্রেণী। বাহুর উর্দ্ধভাগ বলিতে স্কন্ধ ও কফোনিসন্ধি (elbow joint) বা কনুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান বুঝিতে হইবে। উপরিবর্ণিতরূপে ইহার প্রত্যেক স্থানে পর্য্যায়ক্রমে আটটি করিয়া আঘাত করিতে হইবে।

আঘাত-প্রণালী।

১ম শ্রেণী অর্থাৎ দণ্ডাগ্র ও উরু প্রদেশে আঘাত করিবার সময়ে, মস্তক সম্মুখ দিকে কিঞ্চিৎ নত করিয়া, উভয় হস্ত, যতদূর সম্ভব পশ্চাদ্দিকে, গলনালীর পশ্চাতে প্রক্ষেপ করিবে। তথায় নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আট বার আঘাত করিয়া, তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্রও কালবিলম্ব না করিয়া, উভয় হস্ত অৰ্দ্ধবৃত্তাকারে সঞ্চালন-পূর্ব্বক সম্মুখদিকে উরুপরি আনয়ন করিয়া তথায় আট বার আঘাত করিবে। এইরূপে সম্মুখদিকে হস্ত সঞ্চালন করিবার সঙ্গে সঙ্গে মস্তক (যাহা সম্মুখদিকে নত ছিল) পশ্চাদ্দিকে হেলাইয়া দিবে।

২য় শ্রেণী অর্থাৎ স্কন্ধ ও বস্তিজঘন-সন্ধিতে আঘাত করিবার সময়ে হস্তদ্বয় উর্দ্ধ ও অধঃ শাখাদ্বয়ের ঠিক সন্ধিস্থানে প্রয়োগ করা আবশ্যক। উর্দ্ধ-শাখা হস্তদ্বয় এবং অধঃ শাখা পদদ্বয়কে বলা হয়। প্রথমের সন্ধিস্থান স্কন্ধ এবং দ্বিতীয়ের সন্ধিস্থান বস্তিজঘন-সন্ধি বা কুঁচ্কি। স্কন্ধ বলিতে এখানে, স্কন্ধ হইতে 'কেনু' বা 'কনুই' পর্য্যন্ত যে অস্থি খানি আছে (upper-arm-bone), তাহার উর্দ্ধ সংযোগ স্থল অর্থাৎ স্কন্ধের উপরিভাগ (upper part of the shoulder) বুঝিতে হইবে।

৩য় শ্রেণী অর্থাৎ উর্দ্ধ বাহু এবং উরু-সন্ধি স্থলে আঘাত করিতে, প্রথমে উভয় হস্তদ্বারা

উভয় হস্তের ঊর্দ্ধ অস্থি, অর্থাৎ বাহুর ঊর্দ্ধ ভাগস্থ অস্থিতে (upper-arm-bone) বিপরীত ভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্তের এবং বাম হস্তদ্বারা দক্ষিণ হস্তের ঊর্দ্ধ বাহুতে আঘাত করিতে হইবে। (তৃতীয় স্থান-শ্রেণীর বর্ণনায় ঊর্দ্ধবাহুর বা বাহুর ঊর্দ্ধ ভাগের অর্থ দেখ)। তৎপরে পূর্ব্ব-কথিত রূপে ক্ষিপ্রতার সহিত হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ উরুসন্ধি এবং বাম হস্ত দ্বারা বাম উরু-সন্ধিতে আঘাত করিবে।

ষষ্ঠ খেলা।—(Vocal Magnetics) ভোক্যাল ম্যাগনেটিক্স অর্থাৎ 'তাড়িত স্বর-বিন্যাস'।—ইহা ব্যায়াম খেলার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় খেলা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহাতে ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশে কেবল দুইটি মাত্র সংযোগস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

১। বক্ষের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ (upper and lower chest)।

২। ফুস্‌ফুস্ এবং পাকস্থালী বা উদরোর্দ্ধ ভাগ (lungs and stomach)।

এই খেলায় চারি প্রকার প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, যথা—

১। উল্লিখিত দুইটি ঊর্দ্ধাধঃ সংযোগস্থলের প্রত্যেক ঊর্দ্ধ এবং অধঃ স্থানে আটটি করিয়া আঘাত দিবে। ঊর্দ্ধস্থানে আঘাত কালে পূরণ অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা নিঃশ্বাস টানিয়া লইবে, এবং অধঃ স্থানে প্রত্যেকবার আঘাত করিবার সঙ্গে সঙ্গে রেচন অর্থাৎ নাসিকা দ্বারাই নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবে; কদাচ মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করিবে না। এই সময় বাদ্য বন্ধ থাকিবে, এবং শ্বাস-বায়ু কত জোরে গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছ সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। দৃষ্টান্ত—১ম, বক্ষের উপরিভাগে আঘাত করিবার সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করিবে এবং বক্ষের নিম্নভাগে ঐরূপ আঘাত করিবার সময়ে রেচন করিতে হইবে। ২য়, ফুস্‌ফুস্-স্থানে আঘাত করিবার সময়ে পূরণ এবং পাকস্থালী বা উদরোর্দ্ধভাগে আঘাত কালে রেচন করিতে হইবে।

২। আঘাত, পূরণ ও রেচনাদি ক্রিয়া ঠিক প্রথমেরই ন্যায়, অর্থাৎ ঊর্দ্ধ-অঙ্গে আঘাত কালে পূরণ এবং নিম্নাঙ্গে আঘাত সময়ে রেচন করিতে হইবে, কেবল পার্থক্য এই যে নিম্নাঙ্গে আঘাত করিবার সময়ে যখন রেচন করিবে তখন প্রত্যেকবার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে এক—দুই—তিন—চার—ইত্যাদি শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে থাকিবে। আঘাত আটবার করিতে হয়, সুতরাং এক হইতে আট পর্য্যন্ত এইরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে—ঠিক যেন প্রত্যেক আঘাতটি গণনা করিতেছ। এইরূপে প্রত্যেকবার রেচন কালের আঘাতগুলিও উচ্চৈঃস্বরে গণনা করিবে।

৩। আঘাত, পূরণ ও রেচনাদি ক্রিয়া একইরূপ। কিন্তু এবার এক—দুই—তিন—ইত্যাদি গণনার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শব্দ কয়টি এরূপ ভাবে পরিষ্কার ও উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে হইবে যে এক একটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মুখব্যাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করিতে যতটুকু মুখ-ব্যাদান করা আবশ্যক হইয়াছিল, দ্বিতীয় বারে তাহা অপেক্ষা আর একটু অধিক হইবে, এবং তৃতীয় বারে আরও অধিক ইত্যাদি। অবশ্য

মুখব্যাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বরের উচ্চতাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে। এই শব্দের সংখ্যাও আটটি। প্রত্যেকবার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি শব্দ উচ্চারিত হইবে। শব্দ কয়টি এই—

ঈ——e	ও——o
এ——a	উ——oo
আ——ah	ঐ——oi
অ——aw	ঔ——ou

স্মরণ থাকে যেন যে, সমস্ত অর্থাৎ এই আটটি শব্দই উচ্চারণ করা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পূরণ অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ করিবে না। প্রথমে একটু কষ্ট বোধ হইলেও অভ্যাসদ্বারা ক্রমে ইহা সহজ হইয়া যাইবে।

৪। এই চতুর্থ প্রক্রিয়ায় পূরণ ও রেচন উভয় সময়েই শব্দ উচ্চারিত হইবে। এই শব্দ সঙ্গীতের সা-রে-গা-মা-ইত্যাদি স্বর অথবা পূর্ব্বে যে এক—দুই—তিন চার, অথবা ঈ—এ—আ—অ—ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও হইতে পারে। উক্ত অঙ্গে আটবার আঘাতকালে যখন পূরণ করিবে, তখন প্রত্যেকবার আঘাতের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে উল্লিখিত যে কোন শব্দ-শ্রেণীর প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি শব্দ পর পর—উচ্চারণ করিবে। যথা—প্রথম আঘাতের সহিত 'সা', ২য় আঘাতের সহিত 'রে' ইত্যাদি; আবার নিম্ন অঙ্গে আঘাতকালে রেচনের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঐরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকিবে। শব্দগুলি বেস্ স্পষ্ট ও পৃথক পৃথক (অর্থাৎ জড়িত ভাবে নহে) উচ্চারণ করিবে। ইহা পিয়ানো বা হার্ম্মোনিয়ম্ বাদ্যযন্ত্রের স্বরের সঙ্গে সঙ্গেও বলা যাইতে পারে।

এই অপূর্ব্ব স্বর-ব্যায়াম ফুস্ফুস্ এবং উদরস্থিত যন্ত্রসমূহের বিশেষ উন্নতি সাধন করে। জীবশরীরস্থিত তাড়িত ও বায়ুস্থিত বৈদ্যুতিক পদার্থের সাহায্যে ফুস্ফুস্ ও মাংসপেশীসমূহকে সুস্থ ও সতেজ করিয়া কাস, বা ফুসফুসের দুর্ব্বলতা ইত্যাদি রোগকে দূর করিয়া সম্পূর্ণ নিরোগ করিয়া দেয়। এমন কি নিয়মিতরূপে স্বর-ব্যায়াম অভ্যাস করিলে, শ্বাস যন্ত্রের অতি কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

যদি আঘাত করিবার স্থানে ব্যথা বা স্ফীতি থাকে, অথবা আঘাত করিলে ব্যথা অনুভব হয়, তবে ব্যথিত স্থানে আঘাত না করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে হইলে স্কন্ধ এবং নিম্নে হইলে বস্তি ও উরুর সংযোগ স্থলের দিকে, আঘাত করা কর্ত্তব্য।

শ্রীবিনোদবিহারি ভট্টাচার্য্য।

সাধু-সন্দর্শন

ফাল্গুন মাস। আকাশ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই—এখনও পূর্ব্বাকাশ আরক্তিম রাগে রঞ্জিত হয় নাই। ঊর্দ্ধাকাশে চাহিলে, একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আভাসমাত্র সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়, আর সবই অন্ধকার। আমি ভ্রমণে বাহির হইয়াছি।

আমার একজন বাল্যবন্ধু পত্নীবিয়োগের পর সংসার ত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক লোকালয় হইতে দূরে—নিভৃতে একটি

ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বাশ্রমের নাম ত্যাগ করিয়া, তাঁহার গুরুদত্ত প্রেমদাস নামেই তিনি এখন আমাদের কাছে পরিচিত। যদিও আমি সংসারের জীব—যদিও আমি শ্রীবৈষ্ণবগণের পদরেণুস্পর্শেরও যোগ্য নই—যদিও শ্রীবৈষ্ণবের কুটিরপ্রাঙ্গন পরিষ্কার-কারী ঐ ঝাড়ুদারের সঙ্গেও আমার ভাগ্যের তুলনা হয় না—কারণ ঐ ব্যক্তি বিনা স্বার্থে প্রতিদিন প্রত্যূষে আসিয়া ঐ প্রাঙ্গন পরিষ্কার করিয়া যায়। বোধ হয় কেহ উহাকে বলিয়াছে যে শ্রীবৈষ্ণবের পদরেণু-স্পর্শে পবিত্র হইলে অন্ততঃ জন্মান্তরেও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারী হইতে পারিবে, তাই বোধ হয় নিত্য আসিয়া শ্রীবৈষ্ণবের সেবা করে। কিন্তু হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য—আমার স্থান আছে—কাল আছে—কেবল মন নাই—শুনিলে শুনিতে পারি, কিন্তু শুনি না। বলিতে বলিতে পারি, কিন্তু বলি না। বৃথা জল্পনায় কত সময় অনর্থক অতিবাহিত করি কিন্তু শ্রীরাধামাধবের সুমধুর নাম বলা আমার যত ভার-বোঝা। নামে আমার রুচি নাই, তাই এ যাত্রা নাম করা হইল না!—আমি বুঝিয়াছি আমার মত হতভাগ্য আর দু'টি নাই—শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া নাম দিলেন—বলিলেন, "নাম জপ কর—নিত্য জপিতে বসি, কিন্তু জপা হয় কৈ? সে সময়ে যে সংসারের চিন্তা আসিয়া আমায় অধিকার করে। এহেন হতভাগ্য জীব আমি, কিন্তু তথাপি শ্রীবৈষ্ণব আমায় কৃপা করিয়া কাছে আসিতে দেন। আমি বৃথা জল্পনায় তাঁহার বহুমূল্য সময় নষ্ট করি, তাহাও তিনি সহ্য করেন। আজ একবার তাঁহার নির্জ্জন শান্তিপূর্ণ কুটিরের শান্তিভঙ্গের বাসনা হইল।

আমি কুটিরাভিমুখে চলিলাম। দূর হইতে কানে গেল প্রেমদাস বাবাজী খঞ্জনীতে তাল রাখিয়া আপন মনে গাইতেছেন—

"প্রভাত কালেতে কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর ত্বরিত গেল যে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ।

সই তোরে সে বলিযে কথা।
সে বঁধু কালিয়া না গেল বলিয়া
মরমে রহিল ব্যথা।

রহিয়া আলিসে ঠেস্‌না বালিসে
ঢুলু ঢুলু দু'টি আঁখি।
বসনে বসনে বদল হ'য়েছে
এখন উঠিয়ে দেখি।

ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছে করে পরিবাদ।
ইহাতে এখন করিব কেমন
কি হইল পরমাদ।

চণ্ডীদাস কহে শুন লো সুন্দরি
তুমি সে বড়র বউ।
শ্যামের মোহন গুণের কারণ
লখিতে নারিবে কেউ।

গানটি আগে পড়িয়াছিলাম, অনেকটা স্মরণ ছিল, তাই তাঁহার সুকণ্ঠের অনুসরণ করিয়া সমুদায় বুঝিতে পারিলাম।

তিনি পদটিতে মধুরাক্ষরনিচয় যোজনা করিয়া গান করিতেছিলেন। তাহাতে বড়ই মধুর বোধ হইতেছিল—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, আমা হেন পাষণ্ডের শুষ্ক নয়নেও বারি ঝরিতেছিল। গান শেষ হইলে, আমি কুটির-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমায় দেখিয়া "দাদা এসেছ" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহার

পদধূলি লইতে গেলাম, কিন্তু পাইলাম না, পদস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তিনি আমায় উঠাইয়া ভুজপাশে বন্ধন করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। আমার শরীরে এমন বল নাই যে বাধা দিই। তিনি অনেকক্ষণ আমায় বক্ষে ধরিয়া আমার মুখ-পানে চাহিয়া কি দেখিলেন। তাহার পর আমার নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "ভাই, এসেছ, ভাল হ'য়েছে আমার একটি প্রয়োজন আছে। আমি মনে ক'রেছি একবার শ্রীধামে গিয়ে প্রাণবল্লভের লীলাস্থলীগুলি দেখে আস্‌বো। আর যদি রাধারাণীর অনুমতি পাই, সেখানে থেকে যেতেও ইচ্ছা আছে। তাই এই ক'খানা কাগজ তোমার কাছে রেখে গেলাম যা' হয় ক'রো।"

আমি। "সময় সময়, তোমার কাছে এলে, আমি প্রাণে বড় শান্তি পাই। দাদা, তুমি গেলে আমার আর একটি জুড়া'বার স্থান কমে যা'বে।"

তিনি। "জুড়া'বার চেষ্টা হ'লে, স্থান, কাল প্রভৃতি কিছুরই অভাব হয় না ভাই! মধুমাখা নামের চেয়ে জুড়া'বার জিনিষ আর কি আছে?—প্রাণবল্লভের মধুরলীলা-স্মরণের মত জুড়া'বার বিষয়ই বা আর কি আছে? শ্রীবিগ্রহের—শ্রীতুলসীর সন্নিধির মত জুড়া'বার স্থানই বা আর কি আছে? ভাই, দিবা নিশি তাঁ'রে স্মরণ কর্‌বার চেষ্টা কর। হৃদয়ে বড় আনন্দ পা'বে।"

আমি। "মনে ত করি—করি—কিন্তু পারি কই? আচ্ছা, ভাই, আমি সে দিন এক জন শ্রীবৈষ্ণবের মুখে শুন্‌লাম, লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা অপরাধ। কিন্তু আমি ত দাদা, ওই রকম ক'রে না হ'লে কিছু বুঝ্‌তেই পারিনে। সোজা অর্থটাই যেন আমার বাঁকা লাগে।"

তিনি। "যাঁর যা করা'বে তা'ই কর্‌তে হ'বে। কারিগরেই জানে, কোন জিনিষে, কোন দিকে, কি রকম ক'রে, ঘা দিলে, ভেঙ্গে না গিয়ে গড়ন হয়। আমি ভাই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত শেষ ক'রে যখন শ্রীচরিতামৃত পাঠ কর্‌তাম, তখন আমার মনে হ'তো— শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় ক'রে দিবানিশি নাম কর্‌তে কর্‌তে সকল জীবে মমতার উদয় হ'য়ে অভেদ-দর্শন হয়, অর্থাৎ হরিদাস হ'য়ে নিরন্তর নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে অদ্বৈতের সঙ্গে মিলন হয়। তা'রপর চৈতন্যোদয় হ'লে, তা'র চরণাশ্রয়ে থেকে নিত্যানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে। তখন আমার মনে হ'ত —এই কথাটাই কেবল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরিতের সার কথা। তা'রপর শ্রীগুরুদেবের শক্তিতে যখন চিন্ময়-রাজ্যে তাঁ'দের মধুর সঙ্কীর্ত্তনলীলা দর্শন ক'রে কৃতার্থ হ'লাম, তখন বুঝ্‌লাম সবি সত্য সবি নিত্য। এর কোথাও এক বিন্দু কল্পনা নাই। তবে জীব অণুচৈতন্য কি না? তাই আপনার মধ্যে মিলিয়ে দেখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লে, সবই মেলা'তে পারে। শাস্ত্র-বর্ণিত ব্যাপারগুলি আপনার মধ্যে—এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের মধ্যে মিলিয়ে দেখার নামই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান। যাঁ'রা জ্ঞানপথে যা'ন, তাঁ'রা ওই রকম ক'রে মিলিয়ে দেখেন। ভক্তির পথে ও সব হাঙ্গামা না ক'রে—"তিনি আমার, যে কোনও রকমে হৌক আমাকেও তাঁ'র হ'তে হ'বে" এই ভেবে তাঁ'র সেবা-সুখে জীবনটা শেষ কর্‌তে হয়।"

আমি। "তবে ত এই পথই ভাল!"

তিনি। "তুমি আমি ভালমন্দ বিচার কর্‌বার কে ভাই? যে পথে তিনি নিয়ে যান, চক্ষু বুজে, তাঁ'র উপর নির্ভর ক'রে সেই পথে চলে যাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া উঠিলাম। তিনি আমায় আবার বক্ষে ধরিলেন, বলিলেন—"প্রাণবল্লভ যে সব কাজের ভার দিয়েছেন, সেগুলি যা'তে সুসম্পন্ন ক'র্‌তে পার, তা'র জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর; তা'রপর তাঁ'র ইচ্ছা।"

আমি বিদায় হইয়া, তাঁহার প্রেমালিঙ্গনের শক্তি অনুভব করিতে করিতে আবাসে আসিলাম। আসিয়া এই বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রাণের ভিতর একটি সুর খেলা করিতেছিল—সেই সুরে মনে মনে গাহিতে ছিলাম—

ভাবি মনে মনে, তোমারি কারণে
সকল ত্যজিব আমি;
সতত তোমার চরণ সেবিব,
তুমি হে আমার স্বামী।
নাথ, তুমি হে আমার গতি;
জেনেও সে কথা, তবু ভুলে থাকি
কেন হ'লো হেন মতি?
ছাড়িয়ে তোমারে মজেছি সংসারে
আছি ভুলে পতি-পদ,
একি হ'লো হায়, ভুলিনু তোমায়,
আনিনু ডাকি' বিপদ।
তুমি যদি মোরে কৃপা না করিবে,
কি হ'বে আমার গতি?
কেমনে হে নাথ ও পদে তোমার
যা'বে ফিরে মোর মতি?

গাহিতে গাহিতে মনে হইল, আমি তাঁ'রে পতি বলি কেমন করিয়া? আমার পতি ত সংসার। আমার লৌকিক পিতামাতা ত আমায় এই সংসারের হাতেই সঁপিয়া দিয়াছেন। কায়মনে ইহারই সেবা করাই ত আমার কর্ত্তব্য?—কিন্তু কৈ? তাহা ত ভাল লাগে না। এ পতি ছেড়ে সে উপপতিতে স্পৃহা হয় কেন?—কৈ কখন ত তাঁহারে চক্ষে দেখি নাই—শুধু তাঁহার নামটি শুনিয়াছি মাত্র—আর দেখিয়াছি যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণ মন সঁপিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সদাই তাঁহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়াই দিন কাটাইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কাঁদিয়াই সুখী। আর আমি, পতিকেও প্রাণ দিতে পারিলাম না—সে উপপতিকেও পাইলাম না—আমার উপায় কি হইবে? দাদা বলিলেন, **নাম কর।** শ্রীগুরুদেবও বলিয়াছেন **নাম কর।** কিন্তু নাম করে কে? এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে কে যেন বলিল, "তোমার প্রাণই তাঁ'হার শ্রীরাধা, তাঁ'র সঙ্গিনীগণকে আশ্রয় ক'রে, সেই শ্রীরাধার ভজনা কর। যখন হৃদয়-কুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের মিলন দেখ্‌তে পা'বে তখনি কৃতার্থ হ'বে। দেখ দেখি, তোমার হৃদয়-কুঞ্জ যে শূন্য!" দেখিলাম সত্যই শূন্য—চক্ষে জল আসিল—চক্ষের জলে দৃষ্টি যেন আরও একটু পরিষ্কার হইল। দেখিলাম—

আমার হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে
কমল-আসন শূন্য আছে;
কালার আশে কমলিনী
কাঁদে ব'সে তারি কাছে।
সখিরা সব অধোমুখে
আছে মলিন রাইয়ের দুখে
কথা নাই আর কারো মুখে
তা'দের মুখশশী শুকায়েছে।

মধুরা যামিনী হায়!
মিছামিছি কেটে যায়
না হ'লো শ্যামচাঁদের উদয়,
সবি অন্ধকার—

হায় আমি কোথা যাবো?
কোথায় গেলে কালায় পাবো?
এনে আসনে বসাবো
আমার রাই'কে দিব শ্যামের কাছে।

অকিঞ্চন

সতী জয়াবতী।

(৯৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সম্রাটের রাজপুরী মাঝে
বাজার শোভি'ছে নানা সাজে
আজি শুভ নৌ-রোজার* দিন সমাগত
বাজি'ছে "রসনচৌকি" নহবত কত।
ছুটিয়াছে চারিদিক হ'তে পুরনারী
দলে দলে, দাসী সহ পথ আলো করি'
বিভূষিতা নানা মত বস্ত্র অলঙ্কারে,
করিবারে বেচা কেনা সে নারী-বাজারে।

পুষ্পহার শোভিত নগরী
নব-বর্ষে নব-বেশ ধরি'
গৃহচূড়ে নানাবর্ণে উড়ি'ছে কেতন,
পথে পথে শোভিতেছে সুন্দর তোরণ।
পতি-পদে প্রণমিয়া, হ'য়ে হৃষ্টমতি
নৌ-রোজা দেখিতে গেলা সতী জয়াবতী
সারাদিন ঘুরি' ঘুরি' করি' দরশন
হইলেন সতী অতি প্রফুল্লিত মন।

ক্রমে দিবা হ'লে অবসান
সবে গৃহে করিল প্রয়াণ,
ফিরে যায় পুরনারী বেচা কেনা করি'
লুকা'য়ে দেখি'ছে রূপ ছদ্মবেশ ধরি'
নরেশ্বর, সেই পথে জয়াবতী যায়
রূপের মাধুরী তাঁর দেখিবারে পায়,
সম্রাট সে রূপ হেরি' অধীর হইয়া
হইলেন অগ্রসর দুরাশা করিয়া।

আসি' ভূপ সম্মুখে দাঁড়ায়
হৃদি তাঁর পূর্ণ লালসায়।
সহসা সম্রাটে দেখি' সম্মুখেতে সতী
চমকি' উঠিল, তা'র বুঝি মতি-গতি
বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত—ভীত না হইয়ে
তখনি তড়িৎবেগে বাহির করিয়ে
লুকানো সে ছুরী তা'র বস্ত্র-মধ্য হ'তে
শত্রু-বক্ষ লক্ষ্য করি' দাঁড়াইলা পথে।

যেন ভীমা চামুণ্ডার মত
এবে সতী কোপেতে কম্পিত;
ভীষণ গর্জনে বলে আস্ফালিয়া কর,
কে তুই পামর! শীঘ্র পথ হ'তে সর!
পশুর অধম তুই! এ কি ব্যবহার?
অসহায় রমণীর প্রতি অত্যাচার?
জান না পামর, আমি ক্ষত্রিয়-ললনা?
যা'বে প্রাণ মো'র হাতে সে কথা জান না?

* মোগল সম্রাটগণের সময়ে বৎসরের প্রথম দিনে নৌরোজা অর্থাৎ নব বার্ষিকী মহোৎসব হইত। সেই সময়ে সম্রাটের অন্তঃপুরে একটি মেলা হইত, উহাতে নারীগণ বেচা কেনা করিত।

সতীর সে তেজের প্রভায়
চমকিত হৈলা নররায় ;
ভাবে, "একি অপরূপ করিনু দর্শন,
কুসুমে গঠিত বজ্র ! অতীব ভীষণ !
রমণী দুর্ব্বলা অতি জানি চিরকাল,
আজি এরে হেরে একি ঘটিল জঞ্জাল ?
এসেছি চোরের মত রমণী-বাজারে,
এ বিপদে পারিনে ত ডাকিতেও কারে।

পুন সতী বলে ভীম-রবে
মোর হাতে রক্ষা পাবে তবে
এখনি মায়ের নামে করিয়া শপথ,
বল, জনমের তরে ছাড়িবে এ পথ
ভাবিবে রমণী-জনে জননী সমান ;
এরূপে কাহারো না করিবে অপমান,
নহে এ ছুরিকাঘাতে এখনি তোমার
শেষ হবে জীব-লীলা—করিব সংহার।

ভাবে আমি চিনেছি তোমারে।
এ বাজারে কে আসিতে পারে ?
দিল্লীশ্বর বিনা এত সাহস কাহার ?
ছি ! ছি ! ছি ! সম্রাট হ'য়ে এমন ব্যাভার ?
তুমি কি সে দিল্লীশ্বর ? যাহার তুলনা
জগত-ঈশ্বর সনে করে স[illegible]না ?
কেন এ দুর্ম্মতি তব বুঝিতে না পারি
জগতে ধার্ম্মিক বলি' ঘোষণা যাহারি।

শুনিয়া এ হেন তিরস্কার
লাজে হেঁট-মাথা হৈল তাঁ'র।
ক্ষুব্ধ অনুতপ্ত মনে পথের উপরে,
বসিলেন জানু পাতি' জুড়ি' দুই করে,
নত করি' শির, পদে মাগিলেন ক্ষমা।
বলিলেন সকাতরে—"তুমি দেবী সমা—
মাতা তুমি— এ দীনের ক্ষম অপরাধ—
নিজ গুণে এ সন্তানে করহ প্রসাদ।

মাগি ক্ষমা, ধরি তব পায়
কি বলিব ?—বাক্য না জুয়ায়,
মনের দুর্ব্বার গতি, ফিরাইতে চাই,
ফিরাইতে নাহি পারি ; বিষম বালাই।
এবে পথ শিখালে মা, তুমি গো আমায়,
চিরকাল বিকাইনু ও রাতুল পায়।
আজি হ'তে মাতাজনে ভাবিব জননী,
মনে মনে চরণেতে লুটা'ব অমনি।"

শুনি সতী বলেন বচন—
"দুর্ব্বার বারণ সম মন
তা'রে যদি বাঁধিবারে করহ বাসনা,
নিরন্তর ঈশ-পদ করহ সাধনা।
মাগ সদা তাঁ'র পদে মানসের বল
তিনি বই আর কই জীবের সম্বল ?
সকল বলের বল সেই ভগবান
নাহিক এ ভবে কেহ তাঁহার সমান।"

শুনি বাণী বলে নরেশ্বর—
"পালিব বচন অতঃপর,
যাও গো জননি, এবে যাও নিজাগার।
ভুলো না জননি, এই সন্তানে তোমার।
এত বলি' ধীরে ধীরে ফিরে নিজালয়,
জয়াবতী বাক্যে প্রাণ তুষ্ট অতিশয়।
তেজস্বিনী রাজপুত-সতী জয়াবতী
পতি সনে নিজ রাজ্যে করিলেন গতি।

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী

বেদান্ত-স্যমন্তকের ভূমিকা।

বেদান্ত-স্যমন্তক একখানি পরমপবিত্র সিদ্ধান্তগ্রন্থ। উহা গোবিন্দভাষ্যেরই সার সঙ্কলন মাত্র। গ্রন্থকার বৃহদ্ গোবিন্দভাষ্যে যে সকল বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন; বেদান্ত-স্যমন্তক নামক গ্রন্থে সেই সকল বিষয়ই অতিসংক্ষেপে সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, কালতত্ত্ব ও কর্ম্মতত্ত্ব এই পঞ্চতত্ত্বের বিষয় সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

এই বেদান্ত-স্যমন্তকের গ্রন্থকারের নাম শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ। তাঁহার আর একটি নাম "রাধাদামোদর।" সন্দেহ হইতে পারে, পূর্ব্বোক্ত দুইটি নাম হইবার কারণ কি? তাহার কোন কথা তিনি নিজগ্রন্থে ব্যক্ত করেন নাই। আমরা ছন্দঃকৌস্তভের টীকা ও স্তবমালার ভাষ্য প্রভৃতি পাঠে তাঁহার বিদ্যাভূষণ উপাধি ছিল, তাহা জানিতে পারিতেছি এবং বেদান্ত-স্যমন্তকের উপসংহারে তাঁহার রাধাদামোদর নামও পাওয়া যায়। যথা—

"রাধাদি দামোদর নাম বিভ্রতা বিপ্রেণ বেদান্তময়ঃ স্যমন্তকঃ।
শ্রীরাধিকায়ৈ বিনিবেদিতো ময়া তস্যাঃ প্রমোদং স তনোতু সর্ব্বদা॥"

গ্রন্থকার কোন দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং কোথায় বা কাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ এবং প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির মন্ত্রশিষ্য। আবার শুনা যায়, তিনি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবাধিকারী ছিলেন। এই সেবা শ্রীশ্যামানন্দ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শিষ্য-পরম্পরা ব্যতীত সেবাধিকার লাভ করা প্রায়ই দেখা যায় না। যদি শ্রীমৎবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবাধিকারী বলিয়া স্থির হয়েন; তাহা হইলে তিনি তৎসম্প্রদায়ী অর্থাৎ শ্যামানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। শ্রীশ্যামানন্দ উৎকল ও মধ্য ভারতের পূর্ব্ব অংশ পবিত্র করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীতি জন্মে, তিনি উৎকল-বাসী ছিলেন। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যদি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার গ্রন্থের কোন না কোন স্থানে চক্রবর্ত্তির নামোল্লেখ করিতেন। বরং তাঁহার কৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে "মুরারি" নামই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সেই মুরারিই যে বিদ্যাভূষণের অভীষ্টদেব ছিলেন, তাহা বলা যায় না। তিনি এই গ্রন্থের ও ভাগবতামৃত টীপ্পনী প্রভৃতির উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারির্নঃ।
নিরবদ্যো নির্বৃতিমান্ গজপতিরনুকম্পয়া যস্য॥"

এই শ্লোকের শ্লিষ্টপদ নিষ্কাশিত করিলে মুরারি এবং গজপতি শব্দ পাওয়া যায়। শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ে মুরারি একজন খ্যাতনামা বৈষ্ণব। উৎকলদেশে গজপতিও প্রসিদ্ধ। যাহা হউক, তিনি যে দেশেরই লোক হউন না কেন, তিনি যে, শ্রীশ্রীমান্ মহাপ্রভুর নিজ জন তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাঁহার গোবিন্দভাষ্যরচনা সম্বন্ধে একটি ইতিহাস শুনা যায়; সাধারণের অবগতির জন্য আমরা উহার উল্লেখ করিব। যথা—

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন অতিশয় প্রাচীন হইয়াছেন, সেই সময়ে জয়পুররাজ্যে এক বিষম বৈষ্ণব-বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। সে বিভ্রাটে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেরই স্বত্বহানি হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভৃতি মহাত্মগণ শ্রীবৃন্দাবনধাম আবিষ্কার করেন, ইহা প্রসিদ্ধি আছে; শ্রীধাম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমূর্ত্তিদিগেরও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে একটি নিয়ম প্রচলিত হয় যে,

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্যতীত তৎসম্প্রদায়-কর্তৃক আবিষ্কৃত শ্রীমূর্ত্তির সেবাধিকার অন্য সম্প্রদায়ের প্রাপ্য নহে। এই নিয়মেই বহুদিন যাবৎ, চলিয়া যায় পরে সতের শত শকাব্দার মধ্যভাগে জয়পুর রাজ্যান্তর্গত গল্তা নামক গাদির শ্রীগোপালদেবের সেবাধিকার লইয়া একটি বিভ্রাট ঘটে; তাহার মর্ম্ম এই যে, কতকগুলি অন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব আসিয়া রাজাকে কহিলেন যে, গৌড়ীয়গণকে সেবাধিকার দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে; যে হেতু, তাহাদের সম্প্রদায়ে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নাই; সুতরাং তাহারা অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব; তাহাদের শ্রীগোপাল সেবার অধিকার নাই। এই সকল বিষয়ের বিচার করিবার জন্য জয়পুরের রাজা একটি পণ্ডিতসভার আহ্বান করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে সংবাদ আসিল, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ি বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ভুক্ত কি না, ইহার বিচার করিতে হইবে। যদি তাঁহারা চারি সম্প্রদায়ের বাহিরের বৈষ্ণব হন, তবে তাঁহারা জয়পুর বা শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের কোনও মূর্ত্তিরই সেবাধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। আপাততঃ তাঁহারা যে সকল সেবার অধিকারী আছেন, তাঁহারা সে অধিকার হইতেও বিচ্যুত হইতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত সংবাদ যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য; তিনি বার্দ্ধক্যহেতু এরূপ অশক্ত হইয়াছিলেন যে, সেকালের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া জয়পুর-প্রদেশে গমন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য; এই হেতু তাঁহার প্রধান ছাত্র বলদেবকে অগ্রণী করিয়া, কতিপয় বৈষ্ণব সহ তাঁহাকে জয়পুরে পাঠান হইল। বলদেব তখন নব্য, সুতরাং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত জয়পুরে গমন করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ি বৈষ্ণবগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীল শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন; শ্রীজীব গোস্বামি কৃত ষট্সন্দর্ভাদি গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। ইহাতে সকলের মন উঠিল না। নিজের ভাষ্য ব্যতীত কোন সম্পদায়ই হইতে পারে না বলিয়া, তাহারা আপত্তি উত্থাপন করিলেন; বলদেবও ভাষ্য দেখাইতে স্বীকৃত হইয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে আসিয়া, এই সকল কথা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে জানাইলেন। তাহাতে তিনি বলদেব বিদ্যাভূষণকে স্বপ্নযোগে আদেশ করিলেন, "তুমি ভাষ্য প্রণয়ন কর, আমি তোমার সহায় হইব।" বলদেব স্বপ্নে এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। এই হেতু বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্যকে "গোবিন্দ ভাষ্য" বলে। শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেব কর্ত্তৃক যে বলদেব স্বপ্নাদিষ্ট হয়েন, তাহা তিনি ঐ ভাষ্যের শেষাংশে বলিয়াছেন;—

"বিদ্যারূপংভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দস্বপ্ননির্দ্দিষ্ট ভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ।"

যে উদার পুরুষ আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ প্রদান পূর্ব্বক তদ্বারা জগতে খ্যাত করিয়াছেন, এবং যিনি স্বপ্নে এই ভাষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেই রাধারমণ ত্রিভঙ্গভঙ্গী শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন।

পণ্ডিত সভায় এই ভাষ্য প্রদর্শিত হইলে, তখন সকল বৈষ্ণবগণই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সময় হইতেই জয়পুর, গল্তা, করৌলি এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের সেবাধিকার গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেরই দৃঢ়ীকৃত হইল।

বলদেব কৃত গ্রন্থের তালিকা আমরা এইরূপ সংগ্রহ করিয়াছি—

১। গোবিন্দ-ভাষ্য। ২। সূক্ষ্মভাষ্য (গোবিন্দ-ভাষ্যের টীকা)। ৩। সিদ্ধান্তরত্ন। ৪। প্রমেয়-রত্নাবলী। ৫। বেদান্তস্যমন্তক। ৬। ভূষণভাষ্য (গীতাভাষ্য)। ৭। দশোপনিষদ্ ভাষ্য। ৮। সহস্রনাম ভাষ্য। ৯। স্তবমালা ভাষ্য। ১০। লঘুভাগবতামৃতের টীকা। ১১। তত্ত্বসন্দর্ভ টীপ্পনী।

আমরা গৃহস্থের পাঠক পাঠিকাগণের জন্য এই মহারত্ন বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

শ্রীবিনোদবিহারী গোস্বামী ভাগবতরত্ন।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

বেদান্তস্যমন্তকঃ

প্রথমঃ কিরণঃ।

সনাতনং রূপমিহোপদর্শয়ন্নানন্দসিন্ধুং পরিতঃ প্রবদ্ধয়ন্।
অন্তস্তমস্তোমহরঃ স রাজতাং চৈতন্যরূপোঽত্র বিধুরদ্ভুতোদয়॥ ১॥

ইহ সনাতনং রূপম্ উপদর্শয়ন্ পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন জীবানাং আনন্দসিন্ধুং প্রবদ্ধয়ন্ অন্তস্তমস্তোমহরঃ সঃ অদ্ভুতোদয় অদ্ভুতপ্রকাশঃ চৈতন্যরূপঃ বিধুঃ চন্দ্রঃ রাজতাম্॥ ১॥

অদ্ভুত প্রকাশ শ্রীচৈতন্যরূপ চন্দ্র নিজের সনাতন রূপকে অথবা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নামক পার্ষদদ্বয়কে প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবের আনন্দসাগর পরিবর্দ্ধিত করিয়া, অন্তরের তিমিরসমূহকে হরণ পূর্ব্বক বিরাজ করুন॥ ১॥

প্রমাণৈর্ব্বিনা প্রমেয়সিদ্ধির্নেত্যতস্তানি তাবন্নিরূপ্যন্তে॥ ২॥

প্রমাণ দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়। বিষয়জ্ঞানের পর তদ্বিষয়ে মানবের প্রবৃত্তি জন্মে। ঐ প্রবৃত্তির সহিত ফলের সম্বন্ধ। প্রমাণ ব্যতিরেকে বিষয় জ্ঞান নিষ্পন্ন হয় না। বিষয়জ্ঞান নিষ্পন্ন না হইলে, প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। প্রবৃত্তি বিনা ফলেরও সম্ভাবনা দেখা যায় না। মানবগণ প্রমাণদ্বারা বিষয়জ্ঞান লাভ করিয়া সেই বিষয়ের গ্রহণে বা ত্যাগে ইচ্ছা করিয়া থাকেন; তাঁহাদের ঐ গ্রহণের বা ত্যাগের ইচ্ছা হইতে যে একটি যত্ন হয়, তাহাকেই প্রবৃত্তি বলা যায়; ঐ প্রবৃত্তি হইতেই বিষয়ের গ্রহণ বা ত্যাগ ঘটে, সুখ বা সুখের সাধন এবং দুঃখ বা দুঃখের সাধনকেই ফল বলা হইয়া থাকে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধজনিত চিত্তের প্রসাদই সুখ এবং তাদৃশ সম্বন্ধজনিত চিত্তের অপ্রসাদই দুঃখ। সুখ ও সুখসাধন এবং দুঃখ ও দুঃখসাধনই প্রমেয়। প্রমাতা প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়ের প্রমিতি লাভ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যাহার গ্রহণেচ্ছা বা ত্যাগেচ্ছা হইতে প্রবৃত্তি জন্মে, তিনি প্রমাতা। প্রমাতা যদ্দ্বারা বিষয়জ্ঞান লাভ করেন, তাহা প্রমাণ; যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, তাহা প্রমেয়; আর বিষয়বিষয়ক জ্ঞানই প্রমিতি। এই চারিটিতেই বস্তুতত্ত্বের পরিসমাপ্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রমাতা যে প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয়ের প্রমিতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হয়েন, এক্ষণে, সেই প্রমাণ নিরূপিত হইতেছে॥ ২॥

তত্র প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকঃ, অনুমানঞ্চ বৈশেষিকঃ, শব্দঞ্চ কপিলপতঞ্জলী, উপমানঞ্চ গৌতমঃ, অর্থাপত্ত্যনুপলব্ধী চ মীমাংসকঃ, ঐতিহ্যসম্ভবৌ চ পৌরাণিকঃ,

ইতি তত্ত্বনির্ণয়েষু পশ্যামঃ। তদিত্থং প্রত্যক্ষানুমানশব্দোপমানার্থাপত্ত্যনুপলব্ধি-সম্ভবৈতিহ্যান্যষ্টৌ প্রমাণানি ভবন্তি ॥ ৩ ॥

প্রমা-জ্ঞানের সাধনকেই প্রমাণ বলা যায়। সত্য-জ্ঞান অর্থাৎ যে বস্তুর যে ধর্ম্ম আছে, তাহাকে তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জানার নামই প্রমা-জ্ঞান। জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলিয়া এবং অন্ধ ব্যক্তিকে অন্ধ বলিয়া জানাই সত্য-জ্ঞান। ঈদৃশ সত্য-জ্ঞানের সাধনকেই প্রমাণ বলা হয় অর্থাৎ যদ্দ্বারা এইরূপ সত্য-জ্ঞানসকল উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রমাণ বলা হয়। ঐ প্রমাণ, চার্ব্বাকের মতে কেবল প্রত্যক্ষ। বৈশেষিকদর্শনকার কণাদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ। সাংখ্যপ্রণেতা কপিলের এবং যোগদর্শনপ্রণেতা পতঞ্জলির মতে শব্দও অপর একটি প্রমাণ। ন্যায়দর্শনকার গৌতমের মতে উপমানও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। মীমাংসকের মতে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই দুইটিও পৃথক্ প্রমাণ। পৌরাণিকের মতে সম্ভব এবং ঐতিহ্যও অতিরিক্ত দুইটি প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত দার্শনিকদিগের নিজ নিজ গ্রন্থে এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য এই আটটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

তেম্বথ সন্নিকৃষ্টমিন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষং, ঘটমহং চক্ষুষা পশ্যামীত্যাদৌ ॥ ৪ ॥

তন্মধ্যে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা যায়। প্রমাণ শব্দের অর্থ প্রমা-জ্ঞানের সাধন। প্রত্যক্ষ (প্রতি + অক্ষ শব্দের অর্থ, বিষয়ের প্রতি (বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট) অক্ষ (ইন্দ্রিয়)। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, বিষয়ের যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমা। বিষয়সম্বন্ধবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, এই প্রত্যক্ষ প্রমার সাধন বলিয়া, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ—ব্যাপার বা ফলজনক কার্য্য। তজ্জন্য বিষয়গোচর যথার্থজ্ঞান (প্রত্যক্ষ প্রমা)—ফল। প্রত্যক্ষের ফল—হান, উপাদান, উপেক্ষা। জ্ঞাত বিষয়টি অনিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, তাহাতে যে ত্যাগবুদ্ধি হয়, তাহাকে হান বলা যায়। জ্ঞাত বিষয়টি ইষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, তাহাতে যে গ্রহণবৃত্তি হয়, তাহাকে উপাদান বৃত্তি বলা যায়। আর জ্ঞাত বিষয়টি না ইষ্ট না অনিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, তাহাতে যে ঔদাসীন্য জন্মে, তাহাকেই উপেক্ষা-বৃত্তি বলা হয়। এই ত্রিবিধ বৃত্তির আশ্রয় অন্তঃকরণ; ব্যহ্য-বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, মস্তিষ্কগত পরমাণুসমূহের স্পন্দনরূপ ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন হয়। ঐ স্পন্দনই আত্মার জ্ঞান-শক্তির উদ্বোধনদ্বারা তত্তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রথমাবস্থায় উহার স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষণের অনুভব না থাকায়, তদবস্থায় ঐ জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞান না বলিয়া নির্বিকল্পক জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান-শব্দের অর্থ, বিকল্পরহিত বা বিশেষণরহিত জ্ঞান। বিশেষণরহিত জ্ঞান বলিলে, জ্ঞানের কোন বিশেষণ নাই এইরূপ বুঝায় না; কারণ, যে জ্ঞানের কোন বিশেষণ নাই, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে; তাহা মিথ্যা। অতএব যে জ্ঞানের স্বরূপ বা শুদ্ধ ব্যাপ্তি ভিন্ন অন্য কোন বিশেষণই স্ফুরিত হয় নাই, তাহাকে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বুঝিতে হইবে। অগ্নি নিজ

একবার এস।

প্রাণেশ্বর, আর কত কাল লুকা'য়ে থাক্‌বে? তোমা বিনা যে সব অন্ধকার নাথ! ভীষণ আঁধারে প্রাণ যে যায়! কেবল শৃগাল পেচকের গগনভেদী কর্কশ কণ্ঠস্বর আর [illegible] হিংস্র পশুগুলোর ছুটো-ছুটি! এ আর কত কাল দেখিব, নাথ! কবে তুমি এই আঁধার [illegible] আলোকিত করবে? কবে তোমার পুণ্যজ্যোতিতে বন্য জন্তুগুলো ভয়ে পলায়ন করবে—[illegible] বহিবে, কমলিনী শত শত সহচরীর সহিত ফুটে উঠবে, আর অযাচিতভাবে চারিদিকে গন্ধ ছড়াবে [illegible] তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ, আমার সব। তুমি দয়া ক'রে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেখা না দিলে, কার [illegible] তোমায় দেখতে পায়? তাই তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি। এস, প্রাণেশ্বর, একবার এস!

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধরী, B.A.

সাময়িক সংবাদ

গ্রহসংবাদ। আগামী ২৬ এ চৈত্র বুধ ও শনি পরস্পর সন্নিহিত হইবেন। ২রা বৈশাখ প্রায় ১০টা রাত্রির সময় চন্দ্র, বৃহস্পতির, ৮ই রাত্রি প্রায় ১০টায় বরুণ গ্রহের ১৬ই প্রাতে প্রায় ৭॥ টায় শনির ঐ দিন রাত্রি প্রায় ৮॥ টায় বুধের সন্নিহিত হইবেন। ১৭ই বৈশাখ বুধ আবার শনির সন্নিহিত হইবেন।

রাজার সদিচ্ছা। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি-সাধন করিবার জন্য দেশীয় রাজগণের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা জন্মিতেছে, ইহা বাস্তবিক শুভ লক্ষণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজার সাহায্য ও আনুকূল্য ব্যতিরেকে প্রজার শ্রীবৃদ্ধি সাধন অনেক সময় প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ভবনগররাজ তাঁহার রাজ্যের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-সম্পর্কিত অবস্থার অনুসন্ধানকল্পে একটি কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটীতে সাত জন সদস্য থাকিবেন। দেশের আর্থিক, কৃষি-সম্বন্ধীয় ও শিল্প সম্পর্কিত অবস্থার অনুসন্ধান এবং উহার উন্নতির উপায়-নির্দ্দেশই কমিশনের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন কমিশন [illegible] সমর্থ হইলেই আমরা সুখী হই। বসুমতী।

সূর্য্যরশ্মি ও চিকিৎসা। সূর্য্যরশ্মির নানাপ্রকার রোগ দমনের ক্ষমতা আছে। সকল প্রকার রোগেরই বীজ আছে। সেই বীজ মানব শরীরে সংক্রামিত হইলে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেক রোগের বীজ সূর্য্যরশ্মিতে নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ বচন প্রচলিত ছিল, যে সূর্য্যরশ্মি অদৃশ্য শত্রুকে ধ্বংস করে। সে দিন লর্ড কিচেনার রোম নগরে কোন ভদ্রলোকের নিকটে বলিয়াছেন যে, তিনি সূর্য্যরশ্মির রোগধ্বংসকারিণী শক্তির কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে মিসর দেশে অবস্থানকালে তাঁহার

সেনাদলের মধ্যে সংক্রামক বিসূচিকা রোগ দেখা দেয়। তিনি বিসূচিকার প্রতিষেধক নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া অবশেষে যখন বিশেষ কোন উপকার পাইলেন না, তখন তিনি রোগগ্রস্ত সেনাদলকে অনাবৃত শরীরে সূর্য্যকিরণে থাকিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সেনারা অনাবৃত শরীরে প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ মিশরের প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়াছিল।

হিতবাদী।

উৎকৃষ্ট আলোক।—সূর্য্যের আলোক চক্ষুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী; পাটল আলোক অত্যন্ত অনিষ্টকর; সূর্য্যালোকে উহা অতি অল্পই আছে; যে আলোক শুভ্রতায় সূর্য্যালোকের যত নিকটবর্ত্তী তাহা তত উৎকৃষ্ট। এসিটিলিন আলো খুব ভাল। পড়িবার পক্ষে তৈল কিম্বা চর্ব্বির বাতির আলোক উপকারী। বৈদ্যুতিক আলোর মধ্যে পাটল রংএর আলো অত্যন্ত খারাপ।

সঞ্জীবনী।

বেনারেস হিন্দু কলেজ।—শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের চেষ্টায় কাশীধামে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়. সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া এই কলেজের উদ্দেশ্য। অনেক রাজা মহারাজা. এই কলেজের পৃষ্ঠপোষক; অনেকে কলেজ ফণ্ডে অর্থ দান করিয়াছেন। এই কলেজকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শ্রীমতী বেসান্ত অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। গত তিন বৎসর এই কলেজের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে। কলেজের মাসিক আয় ৬ হাজার টাকা, কিন্তু ব্যয় আট হাজার টাকা। কলেজের তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা মজুত আছে, তাহা হইতে এই তিন বৎসরে ২৮ হাজার টাকা খরচ করা হইয়াছে। সম্প্রতি কলেজের বেতন বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব চলিতেছে. তাহাতে কেবল মাত্র মাসিক ৪০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। আরও টাকা তুলিবার চেষ্টা হইতেছে।

সঞ্জীবনী।

মুষ্টিযোগ

অতিসার (অনুবৃত্তি)—

৯। জায়ফল, জীরক, বেলশুঁঠ ও ভূষা (হাড়ীর তালার) চূনের জলে মাড়িয়া এক আনা মাত্র, চালুনি জল বা কর্পূরের জলের সহিত সেবনে অতিসার ভাল হয়। ১৩৬। (প)

১০। কতকগুলা শুঁঠ গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তার পর ঐ গুঁড়া গাওয়া ঘি মিশাইয়া ঘন ক্ষীরের মত করিয়া একটা মালসীতে রাখিয়া, তাহাতে সরা চাপা দিয়া মাটি দিয়া উত্তমরূপে লেপিবে। তারপর রৌদ্রে শুখাইতে দিয়া দুহাত লম্বা দুহাত চওড়া ও দুহাত গভীর একটা গর্ত্ত খুলিয়া তাহাতে ঘুঁটে দিয়া আগুণ করিয়া তাহার উপর ঐ মালসীটা বসাইয়া বেশ করিয়া ঘুঁটে চাপা দিবে। যখন ঘুঁটেগুলা পুড়িয়া শীতল হইবে তখন মালসীটা বাহির করিয়া ঐ শুঁট শিশিতে রাখিবে। ইহা প্রয়োজন বুঝিয়া দুই আনা হইতে আধতোলা পর্য্যন্ত শীতল জলের সহিত সেবনে অতিসার ভাল হয়। ১৩৭। (পী)

ন চৈষাং জীবিতভ্রংশো জায়তে দ্বিজসত্তম ।
ছিন্নানি তেষাং শতশঃ খণ্ডান্যৈক্যং ব্রজন্তি চ ॥ ২২ ॥
এবং বর্ষসহস্রাণি ছিদ্যন্তে পাপকর্ম্মিণঃ ।
তাবদ্ যাবদশেষং বৈ তৎপাপং হি ক্ষয়ং গতম্ ॥ ২৩
অপ্রতিষ্ঠঞ্চ চ নরকং শৃণুষ্ব গদতো মম ।
যত্রস্থৈর্নারকৈর্দুঃখমসহ্যমনুভূয়তে ॥ ২৪ ॥
স্বধর্ম্মরতবিপ্রাণাং বিঘ্নং যস্তু সমাচরেৎ ।
স বদ্ধৈর্দারুণৈঃ পাশৈর্নীয়তে চক্রসঙ্করৈঃ ॥ ২৫ ॥
তান্যেব তত্র চক্রাণি ঘটীযন্ত্রাণি চান্যতঃ ।
দুঃখস্য হেতুভূতানি পাপকর্ম্মকৃতাং নৃণাম্ ॥ ২৬ ॥
চক্রেষ্বারোপিতাঃ কেচিদ্ভ্রাম্যন্তে তত্র মানবাঃ ।
যাবদ্বর্ষসহস্রাণি ন তেষাং স্থিতিরন্তরা ॥ ২৭ ॥
ঘটীযন্ত্রেষু চৈবান্যো বদ্ধস্তোয়ে যথা ঘটী ।
ভ্রাম্যন্তে মানবা রক্তমুদ্গিরন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥
অন্ত্রৈর্মুখে বিনিষ্ক্রান্তৈর্নেত্রৈরস্রাবলম্বিভিঃ ।
দুঃখানি তে প্রাপ্নুবন্তি যান্যসহ্যানি জন্তুভিঃ ॥ ২৯ ॥

কিন্তু তাহে পাপীর জীবন নাহি যায়,
শতখণ্ড হ'য়ে—পুনঃ জুড়ি'—প্রাণ পায় । ২২
এ রূপে সহস্র বর্ষ ভুঞ্জে বারম্বার,
ছিন্ন হয়—পুনঃ বাঁচে—যাতনা অপার ।
পাপক্ষয় হ'লে হয় যাতনার শেষ,
নহে তথা কষ্ট সহে, সতত অশেষ । ২৩ ॥
অপ্রতিষ্ঠ নামে এক নরক ভীষণ,
এইবার তা'রি কথা করিব বর্ণন ;
একমন হ'য়ে পিতা করহ শ্রবণ
সেখানে যে কষ্ট, সদা ভুঞ্জে পাপীগণ । ২৪
স্বধর্ম্মপালক ব্রাহ্মণের বিঘ্ন করে,
বদ্ধ হ'য়ে চক্রে ঘুরে নরক-ভিতরে । ২৫ ॥

ঘটিযন্ত্র আদি কত চক্র বহুতর,
পাপীদের তরে ঘুরিতেছে নিরন্তর । ২৬ ॥
চক্রে আরোপিত হ'য়ে ঘুরে পাপীগণ,
সহস্র বৎসর ভুগে কষ্ট অগণন । ২৭ ॥
জল-মাঝে ঘটি যথা, তথা পাপীগণ
ঘটিযন্ত্রে বদ্ধ হ'য়ে ঘুরে অনুক্ষণ,
ঘুরিতে ঘুরিতে রক্ত বমন করিয়া
সহে কষ্ট পাপী তথা পতিত হইয়া । ২৮ ॥
মুখ দিয়ে রক্তধারা পড়ে অনুক্ষণ,
নিরন্তর নেত্রে হয় অশ্রুর পতন,
এইরূপে পাপী তথা বহু কষ্ট সয়,
অসহ্য সে দুঃখ জাত, জানিও নিশ্চয় । ২৯

অসিপত্রবনং নাম নরকং শৃণু চাপরম্ ।
যোজনানাং সহস্রং যো জ্বলদগ্ন্যাস্তৃতাবনিঃ ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মচারিব্রতানাঞ্চ তপসাং বিঘ্নমাচরেৎ ।
অসিপত্রবনং যান্তি যে সদোদ্বেগকারিণঃ ॥ ৩১ ॥
তপ্তাঃ সূর্য্যকরৈশ্চণ্ডৈর্যত্রাতীব সুদারুণৈঃ ।
প্রপতন্তি সদা তত্র প্রাণিনো নরকৌকসঃ ॥ ৩২ ॥
তন্মধ্যে চ বনং রম্যং স্নিগ্ধপত্রং বিভাব্যতে ।
পত্রাণি তত্র খড়্গানাং ফলানি দ্বিজসত্তম ॥ ৩৩ ॥
শ্বানশ্চ তত্র সবলাঃ স্বনন্ত্যযুতশোঽভিতঃ ।
মহাবক্ত্রা মহাদ্রংষ্ট্রা ব্যাঘ্রাইব ভয়ানকাঃ ॥ ৩৪ ॥
ততস্তদ্বনমালোক্য শিশিরচ্ছায়মগ্রতঃ ।
প্রযান্তি প্রাণিনস্তত্র তৃট্তাপপরিপীড়িতাঃ ॥ ৩৫ ॥
হা মাতর্হা তাত ইতি ক্রন্দন্তোঽতীব দুঃখিতাঃ ।
দহ্যমানাঙ্ঘ্রিযুগলা ধরণীস্থেন বহ্নিণা ॥ ৩৬ ॥

পরেতে নরক নাম অসিপত্রবন,
সুবিস্তীর্ণ সে নরক সহস্র যোজন,
দারুণ অনল জ্বলে তাহার ভিতর,
পাপী পাপফল তথা ভুঞ্জে নিরন্তর ৩০
ব্রহ্মচারীজনের ব্রতের বিঘ্ন আর,
তাপসের বিঘ্ন করে যেই দুরাচার,
সাধুজন-উদ্বেগ ঘটায় যেই জন,
তা'র ভাগ্যে ঘটে এই অসিপত্রবন। ৩১ ॥
প্রচণ্ড তপন করে তপ্ত সেই দেশ,
কোন খানে সে নরকে নাহি ছায়া-লেশ।
সে দেশে পাতকীগণ হইয়া পতিত
দগ্ধ হয় অনলেতে—তপনে তাপিত। ৩২ ॥
আছে তথা বন এক নয়ন-রঞ্জন,
মনে হয় স্নিগ্ধ পত্রে অতি সুশোভন;
কিন্তু, পিতা, অসির ফলক পত্রচয়
গেলে তথা খণ্ড খণ্ড দেহ সুনিশ্চয়। ৩৩ ॥
কুক্কুর ফিরি'ছে তথা অতীব ভীষণ,
ব্যাঘ্রসম মহামুখ, সুতীক্ষ্ণ-দশন। ৩৪ ॥
সম্মুখে কানন হেরি' ছায়ার আশায়,
দ্রুতগতি পাপীগণ তা'র মাঝে যায়।
একে ত তপন তাপে তৃষায় পীড়িত,
তাহে পুনঃ অগ্নিতাপে অতি আকুলিত,
করিতে তাপের শান্তি বনমাঝে যায়,
আগুনে চরণ পোড়ে কাঁদে উভরায়—
কোথা' পিতা, কোথা' মাতা বলি' অনুক্ষণ
আকুল হইয়া পাপী করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৫-৩৬

তেষাংগতানাংতত্রাসিপত্রপাতী সমীরণঃ।
প্রবাতিতেন পাত্যন্তে তেষাং খড়্গাস্তুগোপরি ॥ ৩৭ ॥
ততঃ পতন্তি তে ভূমৌ জ্বলৎপাবকসঞ্চয়ে।
লেলিহ্যমানে চাতীব ব্যাপ্তাশেষমহীতলে ॥ ৩৮ ॥
সারমেয়াস্ততঃ শীঘ্রং শাতয়ন্তি শরীরতঃ।
তেষামঙ্গানি রুদতাং ত্বচশ্চাতীব ভীষণাঃ।
অসিপত্রবনং তাত ময়ৈতৎ কীর্ত্তিতং তব ॥ ৩৯ ॥
অতঃপরং ভীমতরং তপ্তকুম্ভং নিবোধ মে।
সমন্ততস্তপ্তকুম্ভা বহ্নিজ্বালাসমাবৃতাঃ ॥ ৪০ ॥
জ্বলদগ্নিচয়োদ্ভূতাস্তৈলায়শ্চূর্ণপূরিতাঃ।
তেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যাম্যৈঃ ক্ষিপ্তা হ্যধোমুখাঃ ॥ ৪১ ॥
দূষয়েদ্ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যে চান্যে তীর্থদূষকাঃ।
ভুক্তাভোগাস্তু যো নারীমিষ্যমাণাং প্রিয়াং শুভাম্ ॥ ৪২ ॥
অদৃষ্টামপিদোষেণ
ত্যজতে মূঢ়চেতনঃ।
তে সমানীয় পচ্যন্তে
লোহকুম্ভেষু শীঘ্রতঃ ॥ ৪৩ ॥

বন-মাঝে বহিতেছে প্রবল পবন,
পবন পাবক-সখা জানে সর্ব্বজন;
পবনের বলে জলে দারুণ অনল,
বায়ুবশে অসি-পত্র পড়ি'ছে কেবল।
অসিপত্রে ক্ষত-দেহ হ'য়ে পাপীগণ
সেই ত অনলে পুড়ি' করয়ে রোদন।
তাহে পুনঃ আসিয়া কুক্কুর অগণন
দেহমাংস ছিন্ন করি' করয়ে ভক্ষণ
যন্ত্রণায় পাপীগণ করে হাহাকার
কোথা' পিতা, কোথা' মাতা, বলে অনিবার।
অসিপত্রবন-কথা করিনু বর্ণন,
তা'র পরে তপ্তকুম্ভ অতীব ভীষণ। ৩৭-৩৯
সে নরকে চারি ধারে অগ্নির উপরে
তৈল-লৌহচূর্ণ-পূর্ণ কুম্ভ শোভা করে। ৪০।
পাপীরে লইয়া তথা যমদূতগণ,
অধোমুখে কুম্ভ মধ্যে করয়ে ক্ষেপণ। ৪১ ॥
যেই জন ধর্ম্মশাস্ত্র করয়ে নিন্দন,
কিম্বা তীর্থ-নিন্দা করে যেই দুষ্ট-জন,
দোষ-হীনা প্রিয়া রমণীরে যেই জন
অকারণে অন্যায় সে করয়ে বর্জ্জন,
তা'কে আনি' লৌহ-কুম্ভে নিক্ষেপ করিয়া
কষ্ট দেয় যমদূতে নির্দ্দয় হইয়া। ৪২-৪৩ ॥

ক্বাথ্যন্তে বিস্ফুটদ্গাত্রা জ্বলন্মজ্জাজলাবিলাঃ।
স্ফুটৎকপালনেত্রাস্থি ছিদ্যমানা বিভীষণৈঃ।
গৃধ্রৈরুৎপাট্যমুচ্যন্তে পুনস্তেষে বেগিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥
পুনঃ সিমাসিমায়ন্তে তৈলেনৈক্যং ব্রজন্তি চ।
দ্রবীভূতৈঃ শিরোগাত্রস্নায়ুমাংসত্বগস্থিভিঃ ॥ ৪৫ ॥
ততো যাম্যৈর্ভটৈরাশু দর্ব্বীঘট্টন ঘট্টিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
কৃতাবর্ত্তে মহাতৈলে মথ্যন্তে পাপকর্ম্মিণঃ।
এষ তে বিস্তরেণোক্তস্তপ্তকুম্ভো ময়া পিতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে মহারৌরবাদিনরকাখ্যানকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়।

বিস্ফুটিত হয় গাত্র, মজ্জধারা ঝরে
ক্বাথিত হইয়া পাপী হাহাকার করে। ৪৪।
কপাল, নয়ন, অস্থি ছিন্নভিন্ন হয়,
স্ফুটিত হইয়া পড়ে সে নরকময়;
বেগবান গৃধ্রগণ করি' আগমন
তুলি' পুনঃ তা'র মাঝে করয়ে ক্ষেপণ। ৪৫
সিম্-সিম্ শব্দে তবে দেহমাংস আর
স্নায়ু, ত্বক আদি সব হয় দ্রবাকার,
দ্রব হ'য়ে তৈলে যায় মিলিত হইয়া,
যমদূত আসি' তপা দর্ব্বি করে নিয়া
সেই মহাতৈল মাঝে করিয়া ঘট্টন
মথিত করিয়া তা'রে করে ত পীড়ন। ৪৬-৪৭।
এই ত বলিনু পিতা আদেশে তোমার
তপ্তকুম্ভ আদি কথা করিয়া বিস্তার। ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে পিতা-পুত্র-সম্বাদে মহারৌরবাদি নরক-বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়

পুত্র উবাচ।

অহং বৈশ্যকুলে জাতো জন্মন্যস্মাত্ত্ সপ্তমে।
সমতীতে গবাং রোধং নিপানে কৃতবান্ পুরা॥ ১
বিপাকাৎ কর্ম্মণস্তস্য নরকং ভৃশদারুণম্।
সংপ্রাপ্তোঽগ্নিশিখানাথময়োমুখখগাকুলম্॥ ২॥
যন্ত্রপীড়নগাত্রাস্থক্প্রবাহোদ্ভূতকর্দ্দমম্।
বিকৃষ্যমাণ দুষ্কর্ম্মি তন্নিপাতরবাকুলম্॥ ৩॥
পাত্যমানস্থ মে তত্র সাগ্রং বর্ষশতং গতম্।
মহাতাপার্ত্তিতপ্তস্থ তৃষ্ণাদাহান্বিতস্থ চ॥ ৪॥
তত্রাহ্লাদকরঃ সদ্যঃ পবনঃ সুখশীতলঃ।
করম্ভবালুকাকুম্ভমধ্যস্থে বৈ সমাগতঃ॥ ৫॥
অকস্মাদেব ভো তাত নররত্নং সমাগতম্॥ ৬॥

পুত্র বলিলেন—"পিতা, করহ শ্রবণ;
সপ্তজন্ম আগে আমি লভিনু জনম
বৈশ্যকুলে;—হ'লে তথা জ্ঞানের সঞ্চার
দৈববশে হ'য়েছিল দুর্ম্মতি আমার,
গাভিগণ জল-আশে নিপানেতে যায়,
করিয়াছিলাম রোধ আমি সে সবায়; ১।
সেই কর্ম্ম-বিপাকেতে ঘটিল আমার
মৃত্যু-পরে ভয়ঙ্কর নরক আগার।
সে নরকে জলে অগ্নি অতীব ভীষণ।
লৌহ-চঞ্চু পক্ষিগণ করে বিচরণ। ২॥
যন্ত্রনিপীড়িত যত প্রাণীর শরীরে
শোণিত প্রবাহ বহে ঘন ধারাকারে;
সে শোণিতে ভূমি তা'র কর্দ্দমেতে ভরা
হাহাকারে কাঁদিতেছে আছে তথা যা'রা। ৩।
আমি সে নরকে, শত বর্ষাধিক কাল
ছিলাম সহিত সহি বিষম জঞ্জাল।
মহাতাপে আর্ত্ত হ'য়ে, তৃষ্ণায় কাতর,
হইয়ে ছিলাম তথা দুঃখে জরজর। ৪॥
বালুকার কুম্ভমধ্যে, দধি-শক্তু আর
রাখিলে শীতল যত হয় যে প্রকার,
সেইরূপ সুশীতল বায়ু সুখকর
বহিল একদা তথা জনমনোহর।
সেই বায়ু আসি যেই স্পর্শিল আমায়
স্নিগ্ধ দেহ হ'য়ে হৈল আহ্লাদ তাহায়। ৫॥
অকস্মাৎ হেরি তথা পুরুষরতন,
কি জানি কেমনে মরি কৈলা আগমন। ৬॥

তৎসম্পর্কাদশেষাণাং নাভবদ্‌যাতনা নৃণাম্।
মম চাপি যথা স্বর্গে স্বর্গিণাং নির্বৃতিঃ পরা ॥ ৭ ॥
দৃষ্টমস্মাভিরাসন্নং নররত্নমনুত্তমম্ ॥ ৮ ॥
যাম্যশ্চ পুরুষো ঘোরো দণ্ডহস্তোল্লসৎপ্রভঃ।
পুরতো দর্শয়ন্মার্গমিত এহীতি চ ব্রুবন্ ॥ ৯ ॥
ততস্তে জন্তবঃ সর্ব্বে মত্বা তদ্দর্শনাৎ সুখম্।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূপং ক্ষণমাত্রং স্থিতো ভব ॥ ১০ ॥
তদ্‌গাত্রসঙ্গী পবনো হ্যস্মাকং সুখকারকঃ ॥ ১১ ॥
ততোঽসৌ নরকাভ্যাশে উপবিষ্টঃ কৃপান্বিতঃ ॥ ১২ ।
পুরুষঃ স তদা দৃষ্টা যাতনাশতসঙ্কুলম্।
নরকং প্রাহ তং যাম্যং কিঙ্করং কৃপয়ান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥

পুরুষ উবাচ।

ভো যাম্যপুরুষাচক্ষ্ব কিং ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
যেনেদং যাতনাভীমং প্রাপ্তোঽস্মি নরকং পরম্ ॥ ১৪

তাঁ'রি দেহস্পর্শে বায়ু হইয়া শীতল
বহিতে লাগিল তৃপ্ত করি' সেই স্থল।
সে বায়ু সংস্পর্শে, তথা যত পাপীজন
হইল শীতল দেহ আনন্দে মগন।
আমারও হইল তাহে আনন্দ অপার
স্বর্গবাসী স্বর্গে সুখ ভুঞ্জে যে প্রকার।
সেই নর-রত্নে সবে করি দরশন
মনে মনে ভাবে "একি! এলো কোন জন?"
ভয়ঙ্কর বজ্রসম দণ্ড হাতে ধরি'
যমদূত আনে তাঁ'রে সমাদর করি'।
বলে "এই পথেতে করুন আগমন:"
এইরূপে ক'রে তাঁ'রে পথ প্রদর্শন। ৭-৯ ॥
নরক-নিবাসী যত পাপী জীবগণ,
পাইল অতুল সুখ করি' দরশন,
করজোড়ে বলে সবে সেই নরবরে
কৃপা করি' থাক হেথা ক্ষণ-কাল-তরে। ১০ ॥
তব দেহ-স্পর্শে বায়ু হ'য়ে সুশীতল
আমাদের তপ্ত-দেহে ঢালে যেন জল। ১১ ॥
তবে সেই নরবর, কৃপান্বিত মনে
বসিলেন নরক-নিকটে সেই ক্ষণে। ১২ ॥
শত যাতনায় পূর্ণ নরক-নিচয়
দেখিয়া হইল হৃদে কষ্টের উদয়,
সকরুণে যমদূতে করি' সম্বোধন
জিজ্ঞাসিলা যেই কথা করহ শ্রবণ। ১৩ ॥
বলিলা পুরুষবর – "বলহ আমায়,
হে যাম্য পুরুষ, যাহা জিজ্ঞাসি তোমায়।
যেই পাপে নরকেতে কৈনু আগমন
বিস্তারি' বলহ মোরে তা'র বিবরণ। ১৪ ॥

বিপশ্চিদিতিবিখ্যাতো জনকানামহং কুলে ।
জাতো বিদেহবিষয়ে সম্যগ্গন্নৃজপালকঃ ॥ ১৫ ॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বধর্ম্মস্থং কৃত্বা সংরক্ষিতং ময়া ।
ধর্ম্মতো ধর্ম্মকল্পেন মনুনাত্র যথা পুরা ॥ ১৬ ॥
যজ্ঞৈর্ম্ময়েষ্টং বহুভির্ধর্ম্মতঃ পালিতে মহী ।
নোৎসৃষ্টৈশ্চৈব সংগ্রামো নাতিথিবিমুখো গতঃ ॥ ১৭ ॥
পিতৃদেবর্ষিভৃত্যাশ্চ ন চাপচরিতা মঃ ॥ ১৮ ॥
মহাতাপাত্তিতপ্তস্য ভূক্ষ্যাদাহাদ্দিতস্য চ ।
সর্ব্বস্য জীবভূতস্য কৃতং ত্রাণং সদা ময়া ।
কৃতা স্পৃহা চ ন ময়া পরস্ত্রীবিভবাদিষু ॥ ১৯ ॥
পর্ব্বকালেষু পিতর
　　স্তিথিকালেষু দেবতাঃ ।
পুরুষং স্বয়মায়ান্তি
　　নিপানমিব ধেনবঃ ॥ ২০ ॥

জনকবংশেতে হৈল জনম আমার,
বিপশ্চিৎ নাম মোর বিদিত সংসার,
বিদেহ রাজ্যেতে আমি নৃপতি হইয়ে
পালিলাম প্রজাগণে যতন করিয়ে । ১৫ ॥
চারিবর্ণ যাহে করে স্বধর্ম্ম-পালন
সেই ভাবে প্রজাগণে করিনু রক্ষণ ।
ধর্ম্মকল্প মনু যথা পুরা প্রজাগণে
ধর্ম্মতঃ পালিলা সদা পরম যতনে । ১৬ ॥
করিয়াছি বহু যজ্ঞ শাস্ত্র অনুসারে,
ধর্ম্ম অনুসারে আমি শাসিনু ধরারে,
ত্যজি' রণ করি নাই কভু পলায়ন
করি নাই অতিথিরে বিমুখ কখন । ১৭ ॥
পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ আর
ভৃত্য-পরিজন যত আছিল আমার,
কারো প্রতি করি নাই অন্যায় কখন
তবে বল কি কারণে হৈল এমন ? ১৮ ॥
মহাতাপ-কষ্টে তপ্ত মানবের প্রতি
হই নাই কোন কালে অপ্রসন্ন মতি,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দাহ আদি পীড়ায় কাতর
মোর পাশে শান্তি পেয়াছে নিরন্তর,
বিপন্ন জীবেরে সদা করেছি উদ্ধার,
কোনদিন অপকার করি নাই কার'
পরনারী পরধনে করি নাই লোভ
তবে বল কি কারণে এই মনে ক্ষোভ ।
পর্ব্বকালে পিতৃগণে করেছি পূজন,
উপযুক্ত তিথিতে পূজেছি দেবগণ ।
নিপানেতে ধেনু যথা আসে স্ব-ইচ্ছায়
নরগণ সেইরূপ চাহিত আমায় । ২০ ॥

যতস্তে বিমুখা যান্তি নিঃশ্বস্য গৃহমেধিনঃ।
তস্মাদিষ্টশ্চ পূর্ত্তশ্চ ধর্ম্মৌ দ্বাবপি নশ্যতঃ ॥ ২১ ॥
পিতৃনিঃশ্বাসবিধ্বস্তং সপ্তজন্মার্জ্জিতং ধনম্।
ত্রিজন্মপ্রভবং দৈবো নিঃশ্বাসো হন্তসংশয়ম্ ॥ ২২ ॥
তস্মাদ্দেবে চ পিত্রে চ নিত্যমবহিতোঽভবম্।
সোঽহং কথমিমং প্রাপ্তো নরকং ভৃশদারুণম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে বিপশ্চিৎ-প্রশ্নং
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

গৃহস্থের গৃহ হ'তে নিঃশ্বাস ত্যজিয়া
কেহ যদি যান ফিরে বিমুখ হইয়া,
ইষ্ট পূর্ত যত কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম তা'র
নিশ্চয় বিনষ্ট হয়—জানি এই সার। ২১ ॥
পিতৃগণ মনোদুঃখে ত্যজিলে নিঃশ্বাস
সপ্তজন্মার্জিত ধর্ম্ম-ধন হয় নাশ।
দেবতার নিঃশ্বাসেতে তিন-জন্ম-ফল
নষ্ট হয়, জানি আমি এ বাক্য সকল। ২২ ॥
এ কারণে পিতৃগণে আর দেবগণে
সতত পূজিনু আমি অতীব যতনে।
তবে বল কি কারণে ঘটিল এমন
কি পাপেতে হেথা মোর হৈল আগমন? ২৩।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে পিতা-পুত্র-সম্বাদে বিপশ্চিৎপ্রশ্ন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Kt. M. A., D. L

India Press, Calcutta

দু'টি গান

শ্রীগুরুমাহাত্ম্য।

গুরুর চরণ, সার কর মন,
মায়ের চরণ, মিল্‌বে তোরে।
(ঐ দেখ) আগায় গজায়, ফল ধরে তায়,
গোড়ায় রে জল দিলে পরে।
গুরুই কর্ত্তা, গুরুই পাতা, গুরুই হর্ত্তা মোক্ষদাতা
সর্ব্বার্থসাধক গুরু পরতত্ত্বময়,
র-কার বহ্নিতে পাপ-তুলা রাশি চয়,
গ-য়ে সিদ্ধি উ-কারে শিব, দু'টি আখরে।
দেবতা ধ্যানতে গুরু মন্ত্রবর্ণাত্মক গুরু
মন্ত্র-দাতা দেহী গুরু জানিবে তোমার,
গুরু, মন্ত্র, দেব, তিনে অভেদ বিচার;
অজ্ঞানে যে ভেদ করে রে নিজে সে মরে।
হৃৎপদ্মোপরে দেবতা বিরাজ করে
কণ্ঠদেশে বর্ণময় মন্ত্রের নিবাস,
সহস্র-দল-মাঝারে শ্রীগুরু প্রকাশ
শ্রীধাম দেখ রে কোথা কত উপরে।
গুরুর মূর্ত্তি ধ্যান বলি তায়, গুরুর চরণ যন্ত্র পূজায়
বেদবাক্য গুরুর কথা, সিদ্ধি সে দয়া,
গুরুই কাশী, বৃন্দাবন, গুরুই রে গয়া,
গুরুর নামই তারক-ব্রহ্ম হরে মুরারে।
দুর্গা, শিব, বিষ্ণু, ধাতা, ইন্দ্রাদি যত দেবতা
সিদ্ধ, সাধ্য, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, পিতৃগণ, জঙ্গম, স্থাবর,
সরিত, সাগর, গিরি, গুরু-শরীরে।
গুরুই মন্ত্র, তন্ত্র, তপ, গুরুই যোগ, সিদ্ধি, জপ,
গুরু তুষ্টে তুষ্ট, রুষ্টে রোষে ত্রিজগৎ,
বোধানন্দ দেখ্ ভেবে তোর গুরুই রে মহৎ,
জপ পূজা তোর, কাজকি কেবল, থাক চরণ ধরে।

মায়ের খেলা

মুলুক যুড়ে খেলছেন্ আমার মুলুক যোড়া মা।
দেখতে যদি জানিস্ রে মন, আয় রে দেখে যা॥
দেখবি কি রে চোখ যে কানা
নইলে কেন মা মেলে না
আশী লক্ষ আনাগোনা বুঝিয়ে দে না তা॥
কষ্টে ছেড়ে ছুটিস বনে
খুঁজিস গহন কুলবাগানে
মাই মুখে তুই থাকিস তবু তাকিয়ে দেখিস না
দিবা নাই সন্ধ্যা সকাল
মা যে রে ভুবন আকাশ পাতাল
গোলোক, ভূলোক, আঁধার, আলোক,
বুঝতে পারিস না॥
গর্ত্ত, গিরি, গাছপালা, ঘাস,
সিংহ, কপি, ছারপোকা, ডাঁস,
মেয়ে, পুরুষ, ভূপ, ভিখারী,
দেখিস্ নয়ন মা॥
গোঁড়া সেজে উঠতে নারে
নিজেই ধরা তোলে তারে
নিজেই মরে, নিজেই মারে,
দেখ না ব্যাপারটা॥
ঝঞ্ঝাবায়ু, মলয় পবন
ঘোর বরষা, রবির কিরণ,
মাকে আমার কর দরশন
খেলায় মগনা॥
বোধানন্দ খেলার সাথী,
করছে খেলা দিবা রাতি
খেলছে কে'বা খেলায় কে'বা
বুঝতে পারে না॥

কমলা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

শ্রীপঞ্চমী। আজ বঙ্গদেশে ঘরে ঘরে মহোৎসব। আজ বাঙ্গালার বালকবালিকাগণ পরমানন্দে শ্বেতপদ্মাসনা বাণীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার ব্যবস্থায় ব্যাপৃত। সকলেই যথাশক্তি পুষ্পচয়নের জন্য ব্যস্ত। পুষ্পে সকলেরই প্রয়োজন, কিন্তু উদ্যান ত আর সকলের নাই, কাজেই বালকবালিকাগণ সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে উঠিয়া অন্যের উদ্যান হইতে মায়ের জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে, এইরূপে পুষ্পচয়ন করিবার রীতি আছে। ফুল চিরদিনই দেবতার শ্রীচরণে দিবার জন্য। কাজেই যাহার প্রাণে ভক্তি আছে—যাহার দেব-পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের প্রয়োজন আছে—সেইই এদেশে পুষ্পচয়নের অধিকারী। এদেশে পরের গাছে ফুল তুলিলে, দণ্ডিত হইবার রীতি ছিল না। আজকাল কালমাহাত্ম্যে সে রীতির বিপর্য্যয় হইতেছে।

কালীনগরের মুখোপাধ্যায়-মহাশয়দিগের বহির্বাটিতে নূতন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের বালকগণ, যাহার যেমন শক্তি অর্থ দিয়া, সকলে মিলিয়া বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, মায়ের প্রতিমূর্ত্তি আনিয়াছে। এ পূজার প্রধান পাণ্ডা আমাদের সত্যেন্দ্রনারায়ণ। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর। পূজা করিবেন জগন্নাথপুরের স্থবির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বয়স প্রায় নবতিবর্ষ হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি আজিও বিলক্ষণ কর্ম্মঠ আছেন। তাহার দু'টি পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামজয় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এক্ষণে পিতার চতুষ্পাঠীতে চারিটি বিদেশাগত ছাত্রকে শিক্ষা দান করেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামময় ভট্টাচার্য্য, উপনয়নের পর হইতে ৺বারাণসী ধামে বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরেরও অধিক হইয়াছে। শীঘ্রই তিনি বারাণসী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যেমন পুত্র দুইটি—যজমানও সেইরূপ দুইটি। কালীনগরের মুখোপাধ্যায় আর জগন্নাথপুরের চৌধুরী মহাশয়গণ তাঁহার যজমান। কালীনগরের পূজাদি তাঁহাকে নিজেই করিতে হয়। তাঁহার পুত্র রামজয় জগন্নাথপুরের জমিদারবাটিতে পূজাদি করিয়া থাকেন।

কালীনগরের জমিদারবাটিতে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রী৺সরস্বতী দেবীর পূজা হয়। এবার সেই পূজাই বিদ্যালয়ের পূজায় পরিণত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়

শ্যামসুন্দরের বিষয় উদ্ধারের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপের অভিপ্রায় অন্যরূপ। কাজেই সে বিষয়ে সুবিধা হয় নাই। অবশেষে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া শ্যামসুন্দর ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন। প্রতাপ বলিয়াছে শীঘ্রই শ্যামসুন্দরের পৈত্রিক সমুদায় সম্পত্তি তাঁহাকেই অতি অল্প-হারে পাট্টা করিয়া দিবে। কিন্তু শ্যামসুন্দরের সে বিষয়ে বিশেষ আস্থা নাই। তিনি আপততঃ সপরিবারে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটিতেই আছেন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ও সেই বাটিতেই আরব্ধ হইয়াছে। বৃদ্ধ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রত্যহ বিদ্যালয় দর্শন করিতে আসেন, এবং বালকগণকে স্তোত্রাদি শিখাইয়া দেন। তাই আজ তিনি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীসরস্বতীমূর্ত্তি-সমীপে ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট।

পূজা শেষ হইল। বালকেরা অঞ্জলি দিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ এবং শ্যামসুন্দর ও অঞ্জলি দিলেন। আর অঞ্জলি দিল একটি বালিকা।

বালিকাটির বয়স প্রায় আট বৎসর। সে বড়ই সুস্পষ্টভাবে সুমধুর স্বরে সরস্বতীর স্তোত্র ও প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করিল। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কৃতিত্ব আছে। বালিকাটি শ্যামসুন্দরের জ্যেষ্ঠা তনয়া কমলা। শ্যামসুন্দরের আরও একটি কন্যা হইয়াছে। সেটির নাম বিমলা। সেটির বয়স চারি বৎসর। সেটিও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ছাত্রী। কিন্তু সে এখানে উপস্থিত নাই।

পূজা শেষ হইলে, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দাদা-মহাশয়, একবার নৈমিষারণ্য পর্য্যন্ত ভ্রমণ ক'রে আস্‌বো মনে ক'রেছি। আপনি একটি ভাল দিন নির্দ্ধারণ ক'রে, তীর্থ যাত্রার পৌর্ব্বাহ্নিক কার্য্যগুলি করিয়ে দিবেন। আর সত্যেন্দ্রকে দেখ্‌বেন, যেন উচ্ছৃঙ্খল না হয়। আমার আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'তে পারে ? কিন্তু আপনি পুরোহিত থাক্‌তে আমার আর ভাবনা কি ?"

বিদ্যাভূষণ। "দাদা, এ কলিকালে সকলি উল্টা। আমি তোমার পিতামহের সহপাঠী। দাদা আমার, এতদিনে আবার যুবাপুরুষ হ'য়ে হয় ত সংসারী হবার চেষ্টায় আছেন, আর আমি অতি সন্তর্পণে সেই সাবেক দেহটি নিয়ে কোন রকমে কাজ চালাচ্চি—আজ আবার তুমি কি না ভাই, দিব্য জওয়ান ছোকরা হ'য়ে, আমারি ঘাড়ে সংসারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাও !"

জ্ঞানেন্দ্র। "দাদামহাশয়, আপনার ঘাড় শক্ত আছে, তাই মা আপনার ঘাড়ে বোঝা চাপান। আমরা যুবা হ'লে কি হয়, শক্তি কই ? একটুতেই যে হাঁপিয়ে পড়ি।"

বিদ্যাভূষণ। "চিন্তা নাই দাদা, যাঁ'র কাজ তিনিই কর্‌চেন—তিনিই কর্‌বেন। শিব-সুন্দরীর সংসারে কখনও কোনও অমঙ্গল হ'বে না। মায়ের অচলা কৃপা এ সংসারের উপর আছে—থাক্‌বেও। দাদা জ্ঞান, গুরুদেব কি এখন নৈমিষারণ্যেই আছেন ?"

জ্ঞানেন্দ্র। "কর্ম্মময় যে কোথায় কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন কি ক'রে জান্‌বো বলুন ? তবে মধ্যে একদিন দেখা দিয়ে, আমায় নৈমিষারণ্যে যেতে বলেচেন।"

বিদ্যাভূষণ। "আগামী বৈশাখমাসে জগন্নাথপুরের রাণী-মা, নিজের স্বামীর নামে একটি শিবপ্রতিষ্ঠা কর্‌বেন। সে সময় তোমার ত এখানে আসা প্রয়োজন।"

জ্ঞানেন্দ্র। তা'হ'লে বাবা সে সময় এখানে আস্‌বেন সন্দেহ নাই। আর আমার কথা—আমার প্রতি যেমন আদেশ কর্‌বেন তাই হ'বে। বাবা, সত্যেন্দ্র, সত্যপথ ত্যাগ ক'রো না; আর সব আপনা হ'তে হ'য়ে যা'বে। মায়ের প্রীতিকর কার্য্য করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। রমণীমাত্রেই আমাদের জননী-স্থানীয়া, কারণ তাঁ'রা সকলেই সেই আদ্যাশক্তি মায়ের অংশে উৎপন্না। এই কথাটি প্রাণে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ক'রে রেখো—আর সর্ব্বঘটে তাঁ'রে মনে মনে প্রণাম ক'রো। আর মা'য়ের এই সংসারটি যথাশক্তি সুশৃঙ্খলে রেখো। কোন চিন্তা নাই; তোমার গুরুগণ সহায় হ'য়ে তোমাকে সাহায্য কর্‌বেন।"

সত্যেন্দ্র। "আপনি আস্‌বেন কবে?"

জ্ঞানেন্দ্র। "আমি যাঁ'র আজ্ঞানুবর্ত্তী তিনিই সে কথা বল্‌তে পারেন। আমি ত তোমার প্রতাপ-কাকাকে বলেছিলাম, শীঘ্রই আমি বীরেন্দ্রের সন্ধানে যা'ব। কিন্তু তাঁ'র আদেশ হয় নি ব'লে, এত দিন যাওয়া হয় নি। এখন আদেশ পেয়েছি—যা'ব। তার পর তিনি জানেন।"

সত্যেন্দ্র। "আমায় কি কর্‌তে হ'বে আদেশ করুন্।"

জ্ঞানেন্দ্র। "আমার কর্ত্তব্যগুলি সবি এখন তোমায় কর্‌তে হ'বে। কি কর্‌তে হ'বে না হ'বে, তা' তোমায় বুঝিয়ে দেবার লোকের অভাব হ'বে না। মায়ের কাজ, মা ঠিক ঠিক করিয়ে নেবেন। তাঁ'র উপর নির্ভর ক'রে; সুখ-দুঃখ-বোধে উপেক্ষা ক'রে কাজ ক'র্‌বে। আর সত্য—সত্যপথ হ'তে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'য়ো না—সত্যরক্ষার জন্য যদি প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, তা'তেও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছ বাপ, ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য প্রাণপণে যত্ন ক'রো।

এইরূপ কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, সকলে অভ্যাগতগণের সেবার ব্যাপৃত হইলেন। সমাগত ব্রাহ্মণগণ, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এবং সমাগত দরিদ্রগণ মায়ের প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া, নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিল। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণও সত্যেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া কালীবাড়ীতে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

প্রতাপের সেই সুসজ্জিত কক্ষে—সেই মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত টেবিলের সম্মুখে, প্রতাপ উপবিষ্ট; আর সেই অদূরস্থিত কাষ্ঠনির্ম্মিত টেবিলটির সম্মুখে তাঁহার প্রাচীন কর্ম্মচারী মহেশ্বর। মহেশ্বর বিষয়াশয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু, ভৈরবের সঙ্গে প্রতাপ যেমন পরামর্শ করিতেন, মহেশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সেরূপ মন খুলিয়া পরামর্শ করা ঘটে না। মহেশ্বরের শরীরের একটা তেজ আছে—কেহ তাঁহার দিকে চাহিলে, তখনই

বুঝিতে পারিবে যে তিনি পরম ধার্ম্মিক। প্রজাগণ তাঁহাকে পথে দেখিলে ভক্তিভরে নমস্কার করে। তিনি, আদায়ের সময় যে দিন যে মহলে গমন করেন, সেদিনই সেখানকার সকল প্রজা কাছারীতে আসিয়া স্ব স্ব দেয় রাজস্ব স্বেচ্ছায় দিয়া যায়। মহেশ্বরের সেই তেজের কাছে, প্রতাপ একটু সঙ্কুচিত। তাঁহার কার্য্যকলাপ-দর্শনে প্রতাপের তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে; প্রতাপ প্রাণে বুঝে যে প্রতাপনগর স্থাপনের বাসনাটা অসং। সেইজন্য সেরূপ প্রস্তাব, মহেশ্বরের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে তাহার সাহস হয় না। তাই বলিয়া সে যে, সে চেষ্টা ছাড়িয়াছে তাহা নয়। তাহার প্রাণের মধ্যে সে চিন্তার ক্ষণকালের জন্যেও বিরাম নাই।

প্রতাপ করতলে কপোল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতেছে, আর মহেশ্বর কাগজ পত্র দেখিয়া একটি ছোট খাতায় কি লিখিতেছেন। অনেকক্ষণের পর মহেশ্বর বলিলেন, "মহারাজ, এবারেও কোন মহলে কিছুই বাকি বকেয়া নাই। পৌষ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত সকল মহলের হিসাব দেখ্‌লাম। সমুদায় টাকাই আদায় হ'য়েছে।"

প্রতাপ অন্যমনস্ক। মহেশ্বরের সে কথা তাহার কর্ণে গেল না। প্রভুর নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া, মহেশ্বর চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, প্রতাপ চিন্তামগ্ন। একটু চক্ষু বুজিয়া, কি ভাবিলেন, মনে মনে বলিলেন, "বটে, এমন!"—তাহার পর উঠিয়া প্রতাপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "মহারাজ, এত ভাবৃচেন কেন? ভেবে আপনি কি করৃতে পারৃবেন?"

প্রতাপ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল। বলিল, "কি বলৃচো?"

মহেশ্বর। "মহারাজ অনর্থক ভেবে কি করৃবেন? এই ত সে দিন মুখুর্য্যে মহাশয় বলে গেছেন যে শীঘ্রই কুমার বাহাদুরের সংবাদ দিবেন। তবে আর চিন্তার প্রয়োজন কি?"

প্রতাপ। "আমি সে জন্য চিন্তা করৃচি না। জ্ঞানাদাদা, জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি। তা'র বাক্য মিথ্যা হ'বে না। সে নিশ্চয়ই বীরুকে আনৃবে। কিন্তু গৃহিণীর যেরূপ অবস্থা, তা'তে তাঁ'র জীবন রক্ষা হওয়া ভার। তাঁ'র শরীর দিন দিন শীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে।"

মহেশ্বর। "দেখুন মহারাজ, আমাদের রাঢ়দেশে নানারকম তুকতাক্ আছে। আমি এক রকম জলপড়া জানি, সে জলে আপনি যদি আপনার পুত্রের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে চেয়ে দেখেন, তবে আপনার পুত্র কি করৃচেন দেখ্‌তে পারেন। যদি জায়গাটা চেনা হয় জায়গাটাও চিনৃতে পারৃবেন। একটা বড় পাথর বাটিতে খানিকটা গঙ্গাজল হ'লেই আপনাকে দেখা'তে পারি।

প্রতাপ রামকে ডাকিল। বলিল, "রাম, একটা বড় পাথর বাটিতে ক'রে—এক বাটি গঙ্গাজল আনৃতো।"

অল্পক্ষণ পরেই জল আনিল। মহেশ্বর জল পাত্রটিতে কয়েক বার অঙ্গুলিসঞ্চালন পূর্ব্বক কি মন্ত্র পাঠ করিলেন। পরে বলিলেন, "মহারাজ জলের ভেতর চেয়ে দেখুন।"

প্রতাপ দেখিলেন। একটি অশোকবৃক্ষের তলায় মৃগচর্ম্মের উপর বীরেন্দ্র ধ্যানস্থ—সন্ন্যাসীর বেশ—নিকটে কমণ্ডলু ও দণ্ড ভূমিতে পতিত!

প্রতাপ শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "বীরেন্দ্র সন্ন্যাসী হ'য়েছে। শঙ্করানন্দ আমার সর্ব্বনাশ ক'রেচে ?"

মহেশ্বর হাসিলেন। বলিলেন, "মহারাজ, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। কেউ কারো কিছু করতে পারে না। আপনি জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে এ জন্মে এ দেশের অধীশ্বর হ'য়েছেন। কিন্তু, আমার উপর বিরক্ত হবেন না, আমি আপনার মনের কথা সব বল্‌বো। আমরা রেড়ো লোক, অনেক রকম উপরি বিদ্যা শিখে থাকি—আমি লোকের মনের কথা বুঝ্‌তে পারি। রাম ভাই, এই বাটিটা বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে মাকে বলগে, যে তিনি 'কুমার বাহাদুর কবে আস্‌বেন' এই কথা মনে ক'রে এই জলের দিকে চেয়ে দেখুন, তা'হলে দেখ্‌তে পাবেন, তিনি কবে আস্‌বেন।

রাম চলিয়া গেল। মহেশ্বর বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কেন সামান্য বিষয়ের জন্য মন চঞ্চল করেন? ভগবানের ইচ্ছা হ'লে সকলি সুসাধ্য হয়; নহিলে সহস্র চেষ্টাতেও মানব নিজের দুরাশা পূর্ণ করতে পারে না। আপনি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করুন, আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হ'বে।"

প্রতাপ। "আমার অভীষ্ট কি, বল্‌তে পার কি ?"

মহেশ্বর। পারি,—এবং সেই অভীষ্ট পূর্ণ করবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন ক'রে নিষ্ফল হ'য়েছেন তা'ও বল্‌তে পারি। এবং এখন আপনি মনে মনে যে চিন্তা করচেন তাও বল্‌তে পারি—আশা সফল করবার জন্য, অন্যের অজ্ঞাতসারে যে চেষ্টা করবেন মনে করচেন্ তা'ও বল্‌তে পারি। কিন্তু, সে অভীষ্টটি পূর্ণ হ'লে আপনার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হ'বে, তা বুঝ্‌তে পারচি না।—ভেবে দেখুন দেখি মহারাজ, শ্রীরামচন্দ্রের সে অযোধ্যা এখন কোথায়? ভেবে দেখুন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সে দ্বারকা তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়েছে। অধীনের ধৃষ্টতা মাপ করবেন, আমি আপনার দাস, আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন বলেই আজ আমার এত স্পর্দ্ধা হ'য়েছে যে আপনার কাছে দুটো কথা প্রাণ খুলে বল্‌তে সাহস করচি। এখানে আপনি, আমি আর তিনি বই কেউ নাই—সুতরাং আমি যদি আপনার কোনও গোপনীয় কথা বলি, বাহিরের লোকে কেহই জান্‌তে পারবে না। দেখুন তাঁ'র উপর নির্ভর ক'রে যে শক্তি লাভ ক'রেছি তা'র কিছু দেখাই।—মহারাজ, এই বিশাল ভারত-বর্ষে কত প্রবল পরাক্রান্ত রাজাধিরাজগণ নিজ নিজ নাম চিরস্থায়ী ক'রবার জন্য নিজ নিজ নামে কত নগর প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। তাঁ'র কতকগুলি নগর আজো আছে বটে, কিন্তু সেই সকল নগরের প্রতিষ্ঠাতার কথা এখন আর কারো মনে নাই। ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলে দেখুন, আপনি এই গঙ্গার কূলে যে নামে নগর স্থাপন করবার জন্য যত্ন করচেন—সেই নামেই আরও কত নগর রয়েছে। সেই সকলের প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় কেউ জানে কি?—তবে মানুষ এ চেষ্টা করে কেন?—দেখুন এইজন্য আপনি বাঙ্গার ভাঙ্‌তে গিয়েছিলেন—পারেন নি!—সেই জন্যই একজন মুক্তাত্মা সাধুপুরুষের উপর জাতক্রোধ হ'য়ে তাঁ'র প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেছিলেন—তা'তেও কৃতকার্য্য হন নি। না হ'বারই কথা—কারণ যা ভগবানের ইচ্ছা নয়—তা হ'বে কেন?—আর একটা পাপ করবার আপনার

ইচ্ছা হ'য়েছে—কিন্তু এ দাসের কথা রাখুন, সে চেষ্টা ত্যাগ করুন।"

প্রতাপ। "মহেশ্বর! তুমি কে? নিশ্চয়ই তুমি কোনও মহাপুরুষ আমায় ছলনা কর্‌তে এসেছ; নইলে যে কথা কেউ জানে না, তা তুমি জান্‌লে কি ক'রে?"

মহেশ্বর। "মহারাজ, আমি আপনার দাস, আমি মহাপুরুষ নই। তবে কোনও মহাপুরুষ আমায় কৃপা ক'রে, তাঁ'র মন্ত্রশিষ্য ক'রেছেন; তাঁ'রই কৃপায় আমি যে সামান্য শক্তি পেয়েছি এ তাঁ'রি একটু অংশ।"

প্রতাপ। "কে সে মহাপুরুষ?—তিনি কি এ অধমকে কৃপা করেন না?—দেখ, মহেশ্বর, মনে করি কুপথে যা'ব না, কিন্তু তবুও আমার প্রাণে যে এরূপ প্রবৃত্তি কেন হয়—তা বুঝ্‌তে পারি নে! সেই সর্ব্বশক্তিমানের কি এমন শক্তি নাই, যে আমার এই দুর্ব্বল মনকে দমন ক'রে দেন?"

মহেশ্বর। 'প্রপন্ন হ'লেই দেন! তিনি ত কৃপা কর্‌বার জন্য কোল পেতে আছেন। আমরা যে তাঁ'র কোলে না গিয়ে, দুরন্ত ছেলের মত আর এক দিকে ছুটে যাই—তাই ত তাঁ'র কৃপা পাই না। মহারাজ, ব্যাকুল হ'বেন না, আপনার জন্মান্তরীণ কর্ম্মরাশির ফল এই সব। এবারও অনেক কর্ম্ম সঞ্চয় করুচেন—এগুলির অঙ্কুরে নাশ না হ'লে, এরাও অনেক ভোগ ভোগাবে। মহারাজ, রাগ কর্‌বেন না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, এই সকল চিন্তায় আপনি এত বিব্রত হয়েছেন, যে গায়ত্রীজপ পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে কুণ্ঠিত হন নাই। আর কি বল্‌বো মহারাজ, আপনার এ দাসানুদাসের কথা শুনুন, সব হ'বে। ভেবে দেখুন কর্ত্তব্য কি? আমি এখন আসি, দপ্তরে অনেক কাজ আছে।"

মহেশ্বর, প্রতাপকে একটু চিন্তা করিতে সময় দিয়া, চলিয়া গেলেন। প্রতাপ ভাবিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর বলিল "মহেশ্বরই জানে, কি রূপে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হ'তে পারে!—একটা প্রতাপনগর স্থাপন করা চাই। ভগবানের আশ্রয় নিলে হ'বে? ভগবানের আশ্রয় কেমন ক'রে নিতে হ'য়?—নিত্য গায়ত্রীজপ? আচ্ছা তা কর্‌বো? কিন্তু মন যে স্থির হয় না। চুপ করে একধারে ব'সে, বার কত জপ করবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পাতাল ভেবে লাভ কি?"

হঠাৎ কে যেন বলিল "লাভ আছে! মন্ত্রের শক্তিতে ক্রমে সব হ'বে। প্রথম প্রথম মন অন্য দিকে যা'বে—যা'ক ক্ষতি কি? একটু ছুটাছুটির পর আবার তা'রে ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা ক'র্‌তে হ'বে, ক্রমে সব ঠিক হ'বে।"

প্রতাপ চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই!

প্রতাপ বলিল "একে?—মহেশ্বর কি?—রাম!"

রাম আসিল।

প্রতাপ। "দাওয়ানজী কোথায়?"

রাম। "তিনি দপ্তরখানায় ব'সে কাজ করুচেন্।"

প্রতাপ। "কখন দেখেছিস্?"

রাম। "অনেকক্ষণ, আধ ঘণ্টা হ'বে। আমি বাড়ী ভিতর হ'তে এসে দেখ্‌লাম তিনি বাইরে যাচ্চেন। মা বলেছিলেন তাঁ'কে জিজ্ঞাসা কর্‌তে, কবে দাদাবাবু আস্‌বেন? তাই তার সঙ্গে দপ্তরে গিয়েছিলাম। তাঁকে কর্‌লাম। তিনি বল্লেন "মাকে

বোলো বৈশাখ মাসের মধ্যেই তাঁ'র পুত্র তাঁ'র কাছে আ'সবে, সেই কথা শুনে মা উঠ্লেন, ভাঁড়ারে থেকে একসরা সন্দেশ নিয়ে আমায় বল্লেন, "তাঁকে বলো তিনি আমার বড় ছেলে। যদি তাঁ'র বাক্য পূর্ণ হয়। তাঁ'রে চাকরী করতে হ'বে না।"

"আমি সেই কথা বল্তে তাঁ'র কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি একটা খাতা নিয়ে কি লিখ্‌ছেন। আমায় তাঁ'র ঘরের চাবি দিয়ে বল্লেন মায়ের প্রসাদ ঘরে রেখে এস, স্নান করে গ্রহণ করবো। আমি তাঁ'র ঘরে সেই সন্দেশ রেখে চাবিটা তাঁ'রে দিয়ে এখানে এসে বসেছি আর আপনি ডাক্‌লেন।"

প্রতাপ অন্যমনস্ক ভাবে বল্লেন "তবে কে? ' ভাল এ কথাও তা'কে জিজ্ঞাসা করবো।"

স্থূল ও সূক্ষ্মের তারতম্য

(৮৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

একই জাতীয় কতকগুলি দ্রব্যের মধ্যে, তাহাদের পরস্পরের গুণের (quality-র) তারতম্য অনুযায়ী, তন্মধ্যস্থিত আকর্ষণী (negative) ও বিকর্ষণী (positive) শক্তির যেমন অল্লাধিক্য হয়, তেমনি ইহাদের পরিণামের (quality) ন্যূনাধিক্য বশতও এই শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। পরিমাণ অধিক হইলে উহার বিকর্ষণী শক্তি অধিক হয় এবং সর্ব্বদাই ক্ষুদ্রতরটির সহিত মিলিত হইয়া উভয়ের সমতা সাধনের চেষ্টা করে; আবার ক্ষুদ্রতর দ্রব্যটির বিকর্ষণী শক্তির অপেক্ষাকৃত অল্পতা ও আকর্ষণী শক্তির আধিক্য হওয়ায় দ্রব্যটিকে আকর্ষণপূর্ব্বক সমভাব ধারণে যত্নবান হয়। যথা, দুটি জলপূর্ণ পাত্র—একটি পূর্ণ ও অপরটি অর্দ্ধপূর্ণ—পাশাপাশি রাখিয়া, একটি নল-(tube)-দ্বারা পরস্পর যোগ করিয়া দিলে, পূর্ণপাত্রস্থ জল তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধপূর্ণ পাত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয় পাত্রকে সমভাবাপন্ন অর্থাৎ সমান পূর্ণ করিবে। ইহারই নাম সমাঞ্জস্য বিধি (Law of Harmony)

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় প্রকৃতি (Nature) এই সমাঞ্জস্য কেমন সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়া জগতের হিতসাধন করিতেছেন। অতি সাবধানে—অতি ধীরে—অল্পে অল্পে—উভয়ের সম্মিলনে যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট ও সুফলদায়ক। হঠকারিতায় বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। অনেকদিন অনাহারে থাকিবার পর একেবারে অধিক ভোজন করিলে পীড়া অবশ্যম্ভাবী। আলোক, জীবের পরম হিতকর ও আনন্দদায়ক পদার্থ হইলেও হঠাৎ উগ্র আলোক দর্শনে লোক অন্ধ হইয়া যায়। শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুর পরিবর্ত্তন জীবের মঙ্গলকর ও স্বাস্থ্যজনক হইলেও, এই পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ না হইয়া যদি হঠাৎ হইত; অর্থাৎ অতিশয় গ্রীষ্মের পর যদি হঠাৎ অতি শীত আসিত, অথবা অত্যন্ত শীতের পরক্ষণেই যদি অতিগ্রীষ্ম আসিত, তবে সত্বরেই জীবজগতের ধ্বংস হইয়া যাইত। সেই জন্যই পরম মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় নিয়মে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, ধীরে ধীরে আলোক প্রকাশিত হইয়া জীবলোকে আনন্দ প্রদান করে, আবার

সূর্য্যাস্তের সময় ধীরে ধীরে উহা অপসারিত হয়। একটি ঋতুর পর আর একটির আগমনও এত ধীরে ধীরে হয় যে আমরা তাহা প্রায় অনুভব করিতেও পারি না।

সামঞ্জস্য রক্ষা করাই প্রকৃতির নিয়ম। যাহাতে সামঞ্জস্য আছে তাহাই প্রকৃতিস্থ, আর যাহাতে তাহা নাই তাহাই বিকৃতভাবাপন্ন। জীবশরীরে তাপ ও তাড়িতশক্তির সামঞ্জস্য (equilibrium of the thermal and electric forces) থাকিলেই উহা প্রকৃতিস্থ বা সুস্থ, ও উহাদের সামঞ্জস্যের অভাব হইলেই বিকৃত বা অসুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যথা,—তাপের আধিক্য হইলে জ্বর, প্রদাহ ও অন্যান্য তরুণ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; তাড়িতশক্তির আধিক্য অর্থাৎ শীতাধিক্য হইলে সর্দ্দি, কাসি, অবসাদ, পক্ষাঘাত ইত্যাদি নানাপ্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে জীবশরীরস্থিত উল্লিখিত সূক্ষ্মশক্তি দু'টির অসামঞ্জস্য হইলেই রোগের উৎপত্তি এবং উহাদের সামঞ্জস্য করিতে পারিলেই রোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে কারণ-শক্তি-(odic force)-র কথা বলা হইয়াছে, মনুষ্য-শরীরে, বিশেষতঃ সুস্থ অবস্থায়, উহা অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। কেহ কেহ উহাকে **অরা** (aura) বা তেজ নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই তেজ অতিশয় সূক্ষ্ম সুতরাং অত্যধিক শক্তি-সম্পন্ন। এই **অরা** জীবশরীরস্থিত তাপ ও তড়িতশক্তির একত্রীভূত অবস্থাবিশেষ। ইহাই ব্যাটারি বা তড়িতযন্ত্রোৎপন্ন শক্তি অপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্ম ও দ্রুতগতিশীল।

এই বিশ্ব একটি অপরিমেয় শক্তির আধার-স্বরূপ। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তর—বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম—নিম্নতর হইতে উচ্চতর—উচ্চতর হইতে উচ্চতম—এইরূপে পর্ব্বত-শ্রেণীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শক্তির ক্রমোন্নতির ভাব প্রকাশ করিতেছে। নিম্নতর শৃঙ্গগুলি স্থূল শক্তির আধার, ক্রমে যত উচ্চে যাইবে ততই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতর—সূক্ষ্মতম শক্তির বিকাশ দেখিতে পাইবে। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে **সর্ব্বশক্তিমান** বিরাজ করিতেছেন। **তাঁহাকে** মস্তকে ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-শৃঙ্গগুলি যেন গর্ব্বিত ভাবে মস্তক উন্নত করিয়া উর্দ্ধমুখে দৃষ্টি করিতেছে। যেন সকলেরই ইচ্ছা যে সেই সর্ব্বশক্তিমানের অপরিসীম শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। আহা! ভগবানের—কি অপূর্ব্ব নিয়ম-কৌশল! মনুষ্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; যাইবে সেই উচ্চতম—সেই সর্ব্বোচ্চস্থানে—যেখানে সেই সর্ব্বশক্তিমান চিরবিরাজমান। যাইবে—নিশ্চয়ই যাইবে—ইহা **তাঁহারই** নিয়ম—অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। যত উচ্চে উঠিবে ততই শক্তির বৃদ্ধি হইবে, আবার শক্তির ভাণ্ডার যত পূর্ণ হইতে থাকিবে ততই শক্তি-দানের ক্ষমতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি হইবে। শক্তি-দানের অভিলাষ থাকিলে অগ্রে শক্তির ভাণ্ডার পূর্ণ করা আবশ্যক।

মানুষ যত বিশুদ্ধ ও সংযতচিত্ত এবং পবিত্রভাবাপন্ন হইবে তাহার শারীরিক ক্রিয়াগুলিও ততই নিয়মিত ও পরিমিত হইতে থাকিবে, সুতরাং রোগোৎপত্তির কারণগুলিও তাহার শরীর হইতে ক্রমে দূরে পলায়ন করিবে। নীচপথগামী ব্যক্তির শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রবেশ করে। উগ্রস্বভাব ও স্বার্থপর ব্যক্তিগণের শরীরে—

বিশেষতঃ হস্তপদাদি ও নিম্নাঙ্গে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া অতিশয় দ্রুত হওয়ায় প্রায়ই তাহারা বাত, প্রদাহ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া কষ্ট পায়। অলস ও অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণের রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া অনিয়মিত হয় এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে নানা প্রকার উদর-পীড়ায় আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। অতিনম্র বা ভীতস্বভাব ব্যক্তির রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া অত্যন্ত মৃদু হওয়ায়, সর্দ্দি, কাশি ইত্যাদি বহুবিধ শ্বাসযন্ত্রের রোগের উৎপত্তি হয়। ইত্যাদি।

আবার শারীরিক বিকার অর্থাৎ শারীর ক্রিয়ার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইলে তদনুযায়ী মানসিক পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। অতএব এখন বুঝা যাইতেছে যে সেই সাধু-জনের ঈপ্সিত সূক্ষ্মশক্তির অধিকারী হইতে হইলে আত্মা ও মনকে সংযত ও বিশুদ্ধ-ভাবাপন্ন করিতে হইবে—দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সৎ-সাহসী ও পরোপকারব্রতী হইতে হইবে। সদাচারী, সাত্ত্বিক আহারবিহারে রত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তখন ভগবৎ-কৃপায় শরীর নিষ্কলঙ্ক ও ব্যাধিশূন্য হইয়া জ্যোতির্ম্ময় ও শক্তিসম্পন্ন হইবে এবং সেই শক্তিপ্রবাহে অসংখ্য দীন-দরিদ্র-রোগ-পীড়িত জীবের দুঃখ মোচন হইবে। এবম্প্রকার সাধুব্যক্তির শরীর হইতে যে তেজ নির্গত হয় তাহা জীবনী-শক্তি-পূর্ণ। তাহার কোমল স্পর্শে মন ও শরীর স্নিগ্ধ ও সুস্থ হয় এবং সকল রোগ দূরে যায়। স্থূল ভেষজ ইহার নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ মাত্র!

ভাই ভারতবাসী, তোমরা কি আমাদের সেই পুরাতন ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? যাঁহাদের দর্শনমাত্র সকল রোগ, শোক, তাপ, ও ভয় দূরে পলায়ন করিত! —তাঁহারা অতি পবিত্রাত্মা ছিলেন, তাই তাঁহাদের শক্তিও অসীম ছিল। আমরা এখন স্থূল ভাবাপন্ন, স্থূল বিশ্বাসী, অধঃপতিত অপবিত্রাত্মা, হইয়াছি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? পরম করুণাময় পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নিয়মে মনুষ্য অনন্ত কাল ধরিয়া উন্নতির পথে ধাবমান। একদিন না একদিন অবশ্যই আবার সেই চরম সীমায় পৌঁছিবে—তাঁহার নিয়ম অলঙ্ঘ্য!—তবে চেষ্টা কর না ভাই, যতটুকু শক্তি অর্জন করিতে পার ততটুকুই ত লাভ! স্থূলভাব পরিত্যাগ করিয়া একবার সূক্ষ্মের দিকে দৃষ্টি কর, অবশ্যই ভগবান সুপ্রসন্ন হইবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

একদিন প্রভাতে শ্রীবৈষ্ণবের মুখে একটি মধুর প্রাচীন পদ শুনিলাম। তিনি নিজ কুটিরে বসিয়া আপন-মনে গাহিতেছিলেন, আর আমি সেই গানটি শুনিয়া, মুগ্ধচিত্তে তাঁহার অজ্ঞাত-সারে সেই কুটির-প্রাঙ্গনের একাধারে বসিয়াছিলাম। সেই সুমধুর পদটি এই—

"রাই, কেন হেন আজু দেখি।
আঁখি ঢুলু ঢুলু, ঘুমেতে আকুল,
জাগিয়াছ বুঝি নিশি ॥
রসের ভরেতে অঙ্গ নাহি ধরে,
বসন পড়িছে খসি' ॥
স্বরূপ করিয়া কহ না আমারে
মনের মরম সখি ॥
এক কহিতে আন কহিতেছ
বদন হইয়া হারা।
রসিয়ার সঙ্গে কিবা রস রঙ্গে
সঙ্গ হ'য়েছে পারা ॥
ঘন ঘন তুমি মুড়িতেছ অঙ্গ
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া কহ না সজনি,
কপট কেন বা কর ॥
ভালের সিন্দুর আধেক আছয়ে
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙ্গাড়িয়ে এমন করিয়ে
কেবা নিল এ সকল ॥
চণ্ডীদাস কয় সেবা সেই হয়
ভালে ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী বঞ্চিতে নারিবে
কিবা কর আর লাজ।"
"কহে সুবদনী, শুনগো সজনি,
দুখ কি বলিব আর।
কি করি এখন জুড়াই জীবন
বদন হেরিয়ে তা'র ॥
তাহার আরতি কিবা দিবা রাতি
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হ'লে মুখ ফাটে মোর বুক
গুমরে গুমরে মরি ॥
সহেনাক আর করি অভিসার
আজু হই' বলরাম।
যশোদা-মন্দিরে যা'ব আমি আজু
ভেটিব নাগর কান ॥
শুনিয়ে সখী [illegible] হাসি' কহে কথা
[illegible] কুলে পাবে।
যশোদা [illegible] কানুরে আনিয়া
[illegible] তোমার করে ॥"

পদটি শুনিতে শুনিতে, আমার মনে হইল, আমি যেন কোন নূতন রাজ্যে আসিয়াছি, সে দেশ বড়ই সুন্দর তাহার শোভা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। সেই দেশে একটি সুন্দর মণিময় মন্দিরে, মণি-আসনে একটি অপরূপ রূপসী বসিয়া আছেন, আর তাঁহার সখিগণ তাঁহাকে সাজাইতেছেন। সুন্দরীর বদনে উৎকণ্ঠা ফুটিয়া পড়িতেছে আর তাঁহার সখিদের মধ্যে একজন বলিতেছেন "রাই, কেন হেন আজু দেখি।"—সখির প্রশ্নের উত্তরে সেই সুন্দরী বলিলেন—"সখি, যা বল্লে, সকলি সত্য, কিন্তু সে চন্দ্রবদন না দেখে যে আমি আর থাক্‌তে পারি না। ইচ্ছা হয় বলরামের বেশ ধারণ ক'রে একবার নন্দালয়ে যাই।" সখী হাসিলেন। বলিলেন "তা হ'লে হয় ভাল। বলরামের বেশ ধরণ ক'রে গেলে যশোমতী তোমারি হাতে তাঁর প্রাণ কানাইকে সঁপিয়া দিবেন।"

কিন্তু বলাই সাজিতে হইল না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্য রন্ধন করিতে হইবে বলিয়া, নন্দালয় হইতে, তাঁহাকে লইতে একটি যুবতী আসিলেন। শ্রীমতী গুরুজনের অনুমতি লইয়া তাঁহার সঙ্গে নন্দালয়ে চলিলেন। আহা কি গমন ভঙ্গি! দর্শনে প্রাণ পুলকিত হইয়া সেই শ্রীচরণ-যুগলে লগ্ন হইল। ক্রমে শ্রীমতী নন্দালয়ে উপনীত হইলেন—রন্ধন করিলেন—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভোজনান্তে প্রসাদ

গ্রহণ করিলেন। তা'রপর সখিগণ, শ্রীমতীর ভুক্তাবশেষ সেবন করিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সখা-সঙ্গে গোষ্ঠযাত্রা করিলেন। শ্রীমতী সখিগণের সঙ্গে গৃহে গমনোদ্যতা। তিনি শ্যামচাঁদের গোষ্ঠযাত্রা দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "হায়! এই কোমল দেহ প্রখর সূর্য্যকিরণে কত কষ্ট পাইবে—

"কি আর বলিব মায়।
কিছু দয়া নাই তাঁহার হৃদয়ে
এ কথা বলিব কায়॥
মায়ের পরাণ এমন কঠিন,
এ হেন নবীন তনু।
অতি খরতর বিষম উত্তাপ,
প্রখর গগন-ভানু॥
বিপিনে বেকত ফণি কত শত
কুশের অঙ্কুর তায়।
ও রাঙ্গা চরণ ছেদিবে ভেদিবে
মোর মনে ইহা ভায়॥
ননীর অধিক শরীর কোমল
বিষম রবির তাপে।
কি জানি অঙ্গ গলিয়ে পড়য়ে
ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥
কেমন যশোদা নন্দঘোস পিতা
এ হেন সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয় ধরিয়া রয়েছে
এই আমি মনে ডরি॥

"শ্রীমতি, শ্যামচাঁদের কষ্ট দেখিলে তোমার কষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু তিনি না গেলে যে ধেনু বৎসগণ তৃণভোজন করে না।—কত মুনি ঋষি জন্মজন্মান্তর তপস্যা ক'রে এই ব্রজধামের পথে পথে তৃণ গুল্ম হ'য়ে র'য়েছেন —ইচ্ছা শ্যামচাঁদের আর তোমার শ্রীচরণ রজোলাভ—তোমরা দু'টিতে বনপথে ছুটাছুটি না কর্‌লে, তাঁ'দের সে মনের অভিলাষ পূর্ণ হয় কৈ?—মৃগপক্ষিগণ যে যুগল-রূপ দেখবে ব'লে বনে বনে ঘুরে বেড়া'চ্ছে? তোমরা বনে না গেলে এঁ'রা যে দিশেহারা হ'বে? শ্যামচাঁদ ত চলেছেন—তুমিও কি না গিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে?

ক্রমে, সখাসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র বনান্তরালে অদৃশ্য হ'লেন—মাঝে মাঝে শুধু সাধা বাঁশীর 'রাধা রাধা' ধ্বনি বনস্থল কাঁপাইয়া গগনপথে পবন সঙ্গে—রঙ্গে ভঙ্গে নাচিতে নাচিতে শ্রীরাধার কর্ণে পশিতে লাগিল। শ্রীরাধা বলিলেন "সখি, ঘরে যাওয়া হ'লো না।

"কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু-মন-লাজ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥"

সখি, মনে করি, আমার মনের কথা কেউ যেন জান্‌তে না পারে; কিন্তু তা'ত হয় না, মন-চকোর যে আকুল হ'য়ে সেই কালশশীর পানে ধেয়ে যায়। তাই বল্‌চি, আর আমার ঘরে যাওয়া হলো না, তোমরা, ঘরে যেতে চাও, যাও; আমি আর ঘরে যা'ব না, আমি যে দিক্ থেকে বাঁশীর ধ্বনি আস্‌চে সেই-দিকে ছুটে যাই।"

ললিতা বলিলেন "শ্রীমতি, একটু ধৈর্য্য ধর। এখন অমন ক'রে ছুটে গেলে লোকে কি ব'ল্‌বে? চল ঘরে যাই। গুরুজনকে ব'লে, সূর্য্যপূজার ব্যপদেশে সকলে সূর্য্যকুণ্ডে যা'ব, তা'র পর ফুল তোল্‌বার ছলে, বনে গিয়ে প্রাণ-বল্লভের সহিত মিলিতে হ'বে।

শ্রীমতী বলিলেন "যায় ভাল হয় তাই

কর সখি, আমার কিন্তু আর বিলম্ব সয় না।"

এমন সময়ে কানে গেল—

"এমন পিরীতি কভু, না দেখি না শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা-আপনি।
দুঁহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া।
জল বিনু মীন জনু কবহু না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে।
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা।
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না এলে ভ্রমর আপনে নাহি যায় ফুল।
কি ছার চকোর চাঁদ, দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।"

গান শুনিয়া আমার চমক হইল। আমি এতক্ষণ কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?

অকিঞ্চন।

জীবন ও মরণ।

একদিন বনমধ্যে একাকী বেড়াইতে-ছিলাম। হঠাৎ একটা অস্ফুট কাতর ধ্বনি কানে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখি বৃক্ষচ্যুত একটি শাখা ভূমে পড়িয়া কাঁদিতেছে। সে শীর্ণ, মলিন ও মৃতপ্রায়। আমাকে দেখিয়া ক্ষীণ-স্বরে বলিল "ভাই, আমার দুর্দ্দশা দেখ। আমি মরিতে বসিয়াছি। আমার কাহিনী শুন। যতদিন আমি বৃক্ষের অঙ্গীভূত ছিলাম, আমার কেমন রূপ, কেমন বল, কেমন তেজ ছিল। কি আর বলিব! আমার নধর কচি কচি পাতা ও হৃষ্টপুষ্ট কলেবর দেখিয়া আমারই আনন্দ হইত। কিন্তু হায়! আমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, ভাবিলাম লোকে এই বৃক্ষেরই প্রশংসা করে, কিন্তু কই, আমার ত কেহ সুখ্যাতি করে না। সকলেই বলে এই গাছটি কেমন সুন্দর, কেমন উপকারী, কিন্তু এই শাখাটি সুন্দর বা ভাল কেহ ত বলে না। আচ্ছা! আমি পৃথক হইব। এই ভাবিয়া অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে, যেমন আলাদা হইলাম, অমনি আমার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। কোথায় সে রূপ, কোথায় সে গুণ? আমি পলে পলে শুষ্ক ও ক্ষীণ হইতেছি। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। এখন বুঝিয়াছি, এক হইয়া থাকাই জীবন, আলাদা হওয়াই মরণ।"

ইহার কথা শেষ হইতে না হইতে আমার পশ্চাদ্ভাগস্থ একটি আবদ্ধ মন্দির হইতে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ আসিতে লাগিল, কে যেন কাঁদিতেছে। আমি বলিলাম "কে তুমি?" উত্তর আসিল "আমি বদ্ধ বায়ু। ভাই হে, আমারও ঐ দশা। যতকাল আমি অসীম বায়ুর সহিত এক হইয়া মুক্তভাবে ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতাম, ততকাল আমার কতই আদর ছিল, জীবের কতই উপকার করিতে পারিতাম! কিন্তু হায়, দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ যে দিন হইতে আমার পৃথক সত্ত্বার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, আমি আলাদা হইলাম, সেই দিন হইতেই আমার মরণের সূত্রপাত হইল, এই রুদ্ধ-গৃহে থাকিয়া আমি এরূপ বিষাক্ত

হইয়াছি যে কোন লোকে আর আমার নিকট ঘেঁসে না, সকলেই ঘৃণা করে। হায়, আমি মরিয়াছি।”

এই সময়ে আমার জলপানের ইচ্ছা হওয়ায় আমি নিকটস্থ এক জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হইলাম। জল স্পর্শ করিতে যাইতেছি এমন সময় জল অতি ত্রস্ত ও কাতর ভাবে বলিয়া উঠিল “ছুঁইওনা, ছুঁইওনা, আমি মরিয়াছি। আমার দুঃখ-কাহিনী শুনিবে কি? এক সময়ে আমি আসমুদ্রপ্রবাহিনী পবিত্র সলিলা জাহ্নবীর অংশ ছিলাম। তখন কুলকুল নাদে প্রবাহিত হইয়া, আমি বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামল করিতাম, পবিত্র বারিদানে কোটি কোটি জীবের তৃষ্ণা ও শ্রান্তি দূর করিতাম। তখন প্রকৃতই আমার জীবন ছিল। তখন কোনও বিষাক্ত জীবাণু বা কীটাণু আমার দেহে স্থান পাইত না। বস্তুতঃ আমার মহিমা ও পবিত্রতা এরূপ ছিল যে যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, হোম, পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতি প্রত্যেক দেব-কার্য্যে মানব আমাকেই গ্রহণ করিত। শুধু কি তাই? পুষ্পচন্দন-দ্বারা “নমো গঙ্গায়ৈ নমঃ” বলিয়া তাহারা আমার পূজা করিত। কিন্তু আমার কুবুদ্ধি ঘটিল; ভাবিলাম লোকে ত গঙ্গারই পূজা করে কই কেহ ত “নমো জলায় নমঃ” বলে না। গঙ্গাকে পূজা করে, তা’তে আমার কি? আমি স্বতন্ত্র হইয়া পৃথক পূজা লইব।

এই ভাবিয়া আমি পৃথক হইলাম, এই খাদে প্রবেশ করিলাম। গঙ্গাস্রোতের সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। হায়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমি মরিতে লাগিলাম। আর আমাতে স্রোত বহে না, অসংখ্য বিষাক্ত কীটাণু আমার দেহ জর্জ্জরিত ও কলুষিত করিয়াছে! আমি এরূপ দুর্গন্ধ ও অপবিত্র হইয়াছি যে লোকে পান করা দূরে থাক, আমাকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা করে! প্রকৃতই আমি মরিয়াছি।”

ইহাদের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। একমনে বসিয়া ইহাই ভাবিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ এক দৈববাণী হইল, কে যেন আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল “রে ভ্রান্ত স্বার্থপর মানব! বুঝিলে কি? চক্ষু কি ফুটিল? তুমি কি ক্ষুদ্র দেহধারী একটি পৃথক বস্তু? না, না, তুমি অনন্ত, তুমি অসীম! তুমিই সব!! যতকাল তুমি আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিবে, যতকাল তুমি ক্ষুদ্র আমিত্বটুকু লইয়া থাকিবে, যতকাল নিজদেহ ও নিজ পরিবারটিকেই “আমি” বলিয়া ভাবিবে ও তাহার সুখে “আমার” সুখ ও তাহার দুঃখে “আমার” দুঃখ বোধ করিবে, ততকাল তুমি ভ্রান্ত, অজ্ঞান, মৃত! আর যে মুহূর্ত্তে তুমি তোমার আমিত্বকে জগতের সহিত মিশাইয়া দিবে, বিশ্বময় প্রসারিত করিয়া দিবে, যে মুহূর্ত্তে কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী নর বানর স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতকে, সকল জীবকে “আমি” বা “আমার” জ্ঞান করিতে পারিবে, তাহাদের সুখকে “আমার সুখ” ও তাহাদের দুঃখকে “আমার দুঃখ” বলিতে পারিবে, পৃথিবীর পাপকে নিজের পাপ বোধ করিয়া লজ্জিত হইবে এবং পৃথিবীর মঙ্গলে নিজের মঙ্গল হইল ভাবিয়া আনন্দিত হইবে, যে মুহূর্ত্তে সুদূর পলিনিসিয়া বা গ্রীনলণ্ডবাসীদিগের দুর্ভিক্ষবার্ত্তা শ্রবণে নিজে অনশন ক্লেশ বোধ করিয়া জীর্ণ ও শীর্ণ হইতে থাকিবে, যে

মুহূর্ত্তে একটি কীটের অঙ্গাদি ছিন্ন হইলে নিজের অঙ্গচ্ছেদন জনিত ব্যথা অনুভব করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি বুদ্ধ-মুক্ত, জীবিত!" "স্বতন্ত্র রাখিও স্বতন্ত্র হওয়াই মরণ, এক হইয়া যাওয়াই জীবন।"

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী বি, এ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভেষজ-তত্ত্ব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শাস্ত্রেরই প্রথম উৎপত্তির স্থান যে এই ভারতভূমি, এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়া থাকেন। এ দেশে এই সকল জড়-বিজ্ঞানের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা তত্তৎ বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে এই সকল শাস্ত্র এখন ভারতবর্ষে একপ্রকার লুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা এই সকল বিষয়ের আলোচনা করেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন যে সেই সকল সূত্রাকারে গ্রথিত গ্রন্থনিচয়, বিনা গুরূপদেশে আয়ত্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। যদিও, দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হওয়া অবধি কতকগুলি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক গ্রন্থই আজিও হস্তলিখিত অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। সেই সকলের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে যে কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের এবং বিপুল অর্থেরও প্রয়োজন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের দেশে আসিয়া ঐ সকল গ্রন্থের অনুসন্ধানপূর্ব্বক, তাহা উপযুক্ত গুরু সন্নিধানে অধ্যয়ন করিয়া, ইংরাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। সেই সকল অনুবাদের সাহায্যে ঐ সকল বিষয় ক্রমে সকলের বোধগম্য হইতেছে। অনেকেই ইংরাজী অক্ষরে এবং ভাষায় ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণি প্রভৃতি গণিত-জ্যোতিষ, আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরাশর প্রভৃতি ঋষি প্রণীত এবং বরাহমিহিরাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ-প্রণীত হোরা-শাস্ত্রের অধিকাংশ ইংরাজী ফলিত-জ্যোতিষ গ্রন্থে সংগৃহীত হওয়ায়, তাহার সাহায্যে ঐ সকল গ্রন্থ শিক্ষার সুবিধা হইয়াছে। আয়ুর্বেদীয় বহু গ্রন্থও এইরূপে ক্রমে সাধারণের অধিগম্য হইবে। কিন্তু এখনও অভাব অনেক। আমরা দেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রাদির আদর করিতে শিখিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ শাস্ত্রের সুষ্ঠু আলোচনার সুযোগ আজিও আমাদের দেশে হয় নাই। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিতে হইলে, ভেষজ-পরিচয়ের সুব্যবস্থা হওয়ার প্রয়োজন। বনজ ভেষজই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মেরুদণ্ড। আয়ুর্বেদের, বিবিধ রোগ নাশক পাচন এবং মুষ্টিযোগ সমূহ এবং আশ্চর্য্য ফলপ্রদ তৈল, ঘৃত, আসব ও অরিষ্ট সমূহের উপাদান, এই ভারতবর্ষেরই অরণ্যজাত ভেষজ. অনেক বটিকা ও চূর্ণ ঔষধও বনজ ভেষজ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্ত্রানুগত চিকিৎসায় ভূরি পরি-

মাণে ধাতু ব্যবহৃত হইলেও চরক প্রভৃতি গ্রন্থে, নানা বৃক্ষ লতাদির মূল, পত্র, ফল, ফুল ও ত্বকই ব্যবহৃত হইবার ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের অনেকেই ঐ সকল উদ্ভিদের পরিচয় অবগত নহেন। অনেক স্থলে দায়িত্বজ্ঞানহীন বেদিয়াগণের উপর নির্ভর করিয়াই ঐ সকল দ্রব্য সংগৃহীত হয়। সময়ে সময়ে তাহাতে বিষময় ফলও ফলিতে দেখা গিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে কোনও খ্যাতনামা চিকিৎসকের নিকটে কিছুদিন শিক্ষানবীশ রূপে থাকিয়াই অনেকে চিকিৎসক হইয়া মানুষের জীবন মরণের দায়ীত্ব গ্রহণ করেন। সেকালেও ঐরূপেই শিক্ষা হইত বটে, কিন্তু ছাত্রগণকেই শিক্ষকের জন্য বনজ ঔষধ সংগ্রহ করিতে হইত। তাহাতে তাঁহাদের ঐ সকল দ্রব্যের পরিচয় লাভ হইত। এখন ঠিক সেরূপ হয় না। আমাদের বিশ্বাস, যে পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য রীতিতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক, পাশ্চাত্য রীতিতে, দেশীয়, ভেষজ-বিজ্ঞান, ও কিমিতি-তত্ব শিক্ষা দেওয়া না হইবে---যে পর্য্যন্ত, পাশ্চাত্য প্রণালীতে, শাস্ত্রোক্ত শারীর-স্থান প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্রের অঙ্গগুলি ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া না হইবেক, সে পর্য্যন্ত, এই চিকিৎসা প্রণালী বর্ত্তমানকালের উপযোগী হইবেক না। আমাদের বিশ্বাস আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলি পাশ্চাত্য অনুরূপ শাস্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত হইয়া প্রকাশিত হওয়া উচিত। প্রাচ্য দ্রব্যগুণ, পাশ্চাত্য ভৈষজ্য তত্ত্বের প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইলে, তাহা দ্বারা ছাত্রগণ প্রত্যেক ভেষজের স্বরূপ, ক্রিয়া, আময়িক প্রয়োগ প্রভৃতি বুঝিয়া ঐ সকল যথাযোগ্য স্থলে ব্যবহার করিতে শিখিলে, তবে এই চিকিৎসা আবার পূর্ব্বের ন্যায় বা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে সন্দেহ নাই। বনজভেষজের মধ্যে অষ্টবর্গ প্রধান। ভাবপ্রকাশ বলিতেছেন---

"জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে।
অষ্টবর্গোঽষ্টভির্দ্রব্যৈঃ কথিতশ্চরকাদিভিঃ॥"

জীবক ঋষভক, মেদ মহামেদ, কাকোলী ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই আটটি দ্রব্যকে চরকাদি মুনিগণ অষ্টবর্গ বলিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এই অষ্টবর্গের এইরূপ পরিচয় দেওয়া আছে---

"জীবকর্ষভকৌ জ্ঞেয়ৌ হিমাদ্রিশিখরোদ্ভবৌ।
রসোনকন্দবৎ কন্দৌ নিঃসারৌ সূক্ষ্মপত্রকৌ॥
জীবকঃ কূর্চ্চকাকার ঋষভো বৃষশৃঙ্গবৎ॥"

জীবক ঋষভক হিমাদ্রিশিখরে উৎপন্ন হয়, ইহারা রসোনকন্দবৎ কন্দ বিশেষ, ইহার পত্র সূক্ষ্ম ও নিঃসার। জীবক কূর্চ্চকের মত, ঋষভক বৃষশৃঙ্গবৎ।

"মহামেদাভিধঃ কন্দঃ মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে।
শুক্লার্দ্রকনিভঃ কন্দো লতাজাতঃ সুপাণ্ডুরঃ।
মহামেদাভিধো জ্ঞেয়ো মেদালক্ষণমুচ্যতে॥
শুক্লকন্দো নখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ।
যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞাসাতৎপরৈর্জনৈঃ॥"

মহামেদ নাম কন্দ মোরঙ্গ প্রভৃতি দেশে জন্মে। এই কন্দ লতাজাত, শুক্লবর্ণ আর্দ্রকের ন্যায় সুপাণ্ডুর বর্ণযুক্ত। মেদনামক কন্দও শুক্লবর্ণ উহা নখদ্বারা ছেদন করিলে উহা হইতে মেদের ন্যায় রস নির্গত হয়।

"জায়তে ক্ষীরকাকোলী মহামেদোদ্ভবস্থলে।
যত্র স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোলী তত্র জায়তে॥"

প্রিয়ঙ্গু।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি।

"পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ প্রিয়গন্ধবান।
সা প্রোক্তা ক্ষীরকাকোলী কাকোলীলিঙ্গমুচ্যতে॥
এষা কিঞ্চিত্তুবেৎ কৃষ্ণা ভেদোঽয়মুভয়োরপি ॥"

মহামেদ যে স্থলে উৎপন্ন হয় কাকোলী এবং ক্ষীরকাকোলী সেই স্থানেই উৎপন্ন হয়, ক্ষীরকাকোলীর কন্দ পীবরী-(শতমূলী)-র ন্যায়, ছিন্ন করিলে দুগ্ধবৎ নির্য্যাস নির্গত হয়, ইহার গন্ধ মনোহর। কাকোলীও ঐরূপ তবে ক্ষীরকাকোলী অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ। তার পর ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি—

"ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ কন্দৌ দ্বৌ ভবতঃ কোশযামলে।
শ্বেতলোমান্বিতঃ কন্দো লতাজাতঃ সরন্ধ্রকঃ।
স এব ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ ভেদমপ্যেতয়োর্ব্রুবে।
তূলগ্রন্থিসমা ঋদ্ধির্বামাবর্ত্তফলা চ সা।
বৃদ্ধি তু দক্ষিণাবর্ত্তফলা প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ ॥"

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি নামক দ্বিবিধ কন্দ কোশযামল নামক স্থানে জন্মে। এই কন্দদ্বয় শুক্লবর্ণ লোমান্বিত, লতাজাত, এবং রন্ধ্রসমন্বিত। প্রভেদ এই ঋদ্ধির ফল তূলগ্রন্থির ন্যায়ও বামাবর্ত্ত, বৃদ্ধির ফল দক্ষিণাবর্ত্ত। শেষে শাস্ত্রকার বলিলেন—

রাজ্ঞামপ্যষ্টবর্গস্তু যতোঽয়মতিদুর্লভঃ।
তস্মাদস্য প্রতিনিধিং গৃহ্নীয়াত্তদ্গুণং ভিষক ॥"

এই অষ্টবর্গ রাজগণের পক্ষেও দুর্লভ এজন্য ইহাদের পরিবর্ত্তে তদ্গুণযুক্ত প্রতিনিধি ঔষধ ব্যবহার করিবে। প্রতিনিধি যথা—

"মেদা-জীবক-কাকোলী ঋদ্ধিদ্বন্দ্বেঽপি চাসতী।
বরী-বিদার্য্যশ্বগন্ধা বারাহীশ্চ ক্রমাৎ ক্ষিপেৎ॥"

অর্থাৎ অষ্টবর্গ সংগ্রহ করিতে না পারিলে মেদা ও মহামেদার পরিবর্ত্তে শতাবরী, জীবক ও ঋষভকের পরিবর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধা এবং ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে বারাহীকন্দ প্রয়োগ করিবে। এই অষ্টবর্গ হিমালয় প্রভৃতি দুর্গম-স্থানে জন্মে বলিয়া, সেকালে রাজগণের পক্ষেও সংগ্রহ করা কষ্টকর ছিল। একালে কিন্তু কোনও স্থান আর সেরূপ দুর্গম নাই। সুতরাং উৎসাহী উদ্ভিদ-বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণ যত্ন করিলে, ঐ সকল লক্ষণ এবং ইহাদের যে সকল পর্য্যায় আছে তাহার সাহায্যে ইহাদের নির্ণয় করা অসম্ভব নয়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, B. A., B. Sc., (All.) মহাশয়, এই সকল পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলন-পূর্ব্বক দি ইণ্ডিয়ান মেডিসিন্যাল প্ল্যাণ্টস্ নামক এক মহাগ্রন্থ প্রণয়নের আয়োজন করিয়াছেন। আমরা দেখিলাম, তিনি পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রণালীতে ঐ সকলের নির্ব্বাচন ও উহাদের উৎপত্তিস্থান হইতে ঐ সকল, লতাগুল্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা এই সঙ্গে তাঁহার সংগৃহীত, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও প্রিয়াঙ্গুলতার চিত্র প্রকাশিত করিলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার এই উদ্যম সুফল প্রসব করুক।

যাঁহারা জ্ঞানময়ের রাজ্যের প্রজা হইয়া জ্ঞান আহরণে যত্নবান্, তাঁহারা নিশ্চয়ই বড়ই ভাগ্যবান। আবার যাঁহারা সেই মহেশ্বরের মহাভাণ্ডারের অনন্ত জ্ঞানরত্নের মধ্যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা সঙ্কলন করিয়া, বিচিত্র হার রচনা পূর্ব্বক অপরের কণ্ঠভূষণ করিয়া দেন, তাঁহাদের ভাগ্যের ইয়ত্বা নাই।

সেই রাশিনির্দ্দিষ্ট অঙ্কসহ অংশাদির নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ, চিহ্নমত যোগ বা বিয়োগ করিলেই দৃষ্টি-কলাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

উদাহরণ—দ্রষ্টা রবি, স্ফুট ৩। ১৪। ৫০ এবং দৃশ্য চন্দ্র, স্ফুট ৬। ২৩। ৩৮ প্রথম খণ্ডানুসারে চন্দ্র হইতে রবি বিয়োগ করিলে ৩। ৮। ৪৮ রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকে। খণ্ডায় ৩ রাশি নির্দ্দিষ্ট ৪৫ সংখ্যা হইতে অংশাদি ৮। ৪৮ এর অর্দ্ধ ৪। ২৪ হীন করিলে, দৃষ্টি কলা ৪০। ৩৬ প্রাপ্ত হওয়া গেল। দ্বিতীয় খণ্ডানুসারে রবি হইতে চন্দ্র বিয়োগ করিলে ৮। ২১। ১২ অবশিষ্ট থাকে। ৮ রাশিনির্দ্দিষ্ট ৩০ কলা সহ অংশাদির অঙ্ক ১০।৩৬ যোগ করিলে, যোগফল ৪০।৩৬ দৃষ্টি কলা নির্দ্দিষ্ট হইল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে অন্যান্য জাতকশাস্ত্র হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থোক্ত দৃষ্টির বিভিন্নতা আছে। এই গ্রন্থোক্ত দৃষ্টি, রাশিগত বিধায়, ইহাকে রাশি-দৃষ্টি কহা যাইতে পারে। সূত্রে লিখিত আছে, যে আপনাপন সম্মুখ ও পার্শ্ব রাশিতে রাশিগণের দৃষ্টি আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—সম্মুখ ও পার্শ্ব রাশি কাহাকে বলে? মূল গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে অন্য কোন উল্লেখ নাই; সুতরাং এই রাশি-দৃষ্টি সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহাই এ স্থলে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। বৃদ্ধ-কারিকায় লিখিত আছে, যে—

> "চরং ধনং বিনা স্থাস্নুং স্থিরমন্ত্যং বিনা চরং।
> যুগ্মং স্বেন বিনা যুগ্মং পশ্যতীত্যয়মাগমঃ॥"

অর্থাৎ চররাশি আপনার দ্বিতীয়স্থ স্থিররাশি ভিন্ন অপর তিনটি স্থিররাশিকে অবলোকন করে। স্থিররাশি আপনার দ্বাদশস্থ চররাশি ভিন্ন অপর তিনটি চররাশিকে দর্শন করিয়া থাকে, এবং দ্বি-স্বভাব রাশি আপনাকে ভিন্ন অপর দ্বি-ভাব রাশিত্রয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। অতএব উক্ত শ্লোক হইতে ইহাই সংগৃহীত হইতেছে যে চররাশির পঞ্চম, নবম ও একাদশ রাশিতে, স্থির-রাশির তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম রাশিতে এবং দ্ব্যাত্মক-রাশির চতুর্থ, সপ্তম ও দশম রাশিতে দৃষ্টি আছে।

এখানে বৃদ্ধকারিকার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সূত্রোক্ত সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ রাশি কাহাকে কহে তাহা সহজে বুঝাইবার জন্য পার্শ্বে একটি রাশি-চক্র অঙ্কিত হইল। এই রূপ কুণ্ডলী এতদ্দেশীয় প্রচলিত কুণ্ডলী হইতে বিভিন্নরূপ। ইহার ১।২ ইত্যাদি সংখ্যা মেষাদি রাশি বাচক। অর্থাৎ ১ মেষ, ২ বৃষ ইত্যাদি। এক্ষণে মূল সূত্র অনুসারে সম্মুখ ও পার্শ্বরাশি বুঝিতে হইলে, চক্রানুসারে বেধ-স্থানের প্রতি দৃষ্টি বুঝিতে হইবে। যেমন মেষ রাশির পঞ্চম সিংহ, অষ্টম বৃশ্চিক এবং একাদশ কুম্ভ, এই রাশিত্রয়ের সহিত বেধ হওয়ায় উক্ত তিন স্থানে মেষের দৃষ্টি আছে। সম্মুখ বেধে সম্মুখরাশি এবং পার্শ্ববেধে পার্শ্বরাশি। ঐরূপ বৃষ রাশির তুলা সম্মুখরাশি এবং কর্কট ও মকর পার্শ্বরাশি। সূত্রানুসারে
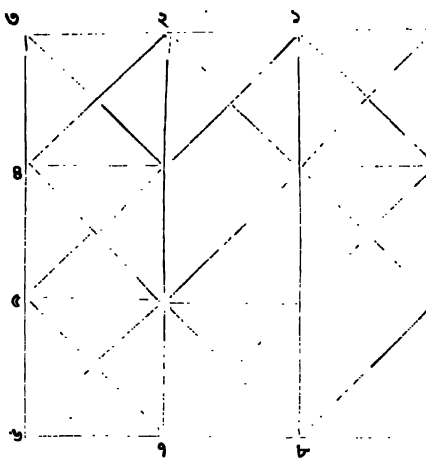
রাশিগণ সম্মুখ ও পার্শ্বে দৃষ্টি করে মাত্র সুতরাং আপনাকে কেহই দেখে না। দ্ব্যাত্মক রাশি মিথুনও তদ্রূপ আপনাকে অবলোকন করে না। মিথুনের সম্মুখরাশি তৎ-সপ্তম ধনুঃ এবং কন্যা ও মীন রাশি তাহার পার্শ্বরাশি-দ্বয়। সুতরাং কন্যা, ধনু ও মীন রাশিতে মিথুনের দৃষ্টি আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে বৃদ্ধকারিকার বাক্য সহ এই দ্বিতীয় সূত্রের কোন প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

তন্নিষ্ঠাশ্চ তদ্বৎ ॥৩॥

(তন্নিষ্টাশ্চ) তেষু চরাদি রাশিষু স্থিতাঃ গ্রহাশ্চ (তদ্বৎ) তৈ রাশিভিস্তুল্যং স্বস্থিতিরাশিবদেব পশ্যন্তি। ৩।

রাশিস্থ গ্রহগণও নিজের অবস্থান-রাশির ন্যায় দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

রাশিদিগের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বর্ণিত হইল; এক্ষণে গ্রহগণের দৃষ্টির বিষয় লিখিত হইতেছে। গ্রহগণের দৃষ্টি স্বাধিষ্ঠিত রাশিদিগের দৃষ্টির ন্যায় জানিবে। যে যে রাশির প্রতি যে রাশির দৃষ্টি আছে, সেই সেই রাশিস্থ গ্রহের প্রতিও তদ্রাশিস্থ গ্রহের দৃষ্টি আছে। যেমন সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশিতে মেষ রাশির দৃষ্টি আছে সেই রূপ সিংহ বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশিস্থ গ্রহের প্রতিও মেষরাশিগত গ্রহের দৃষ্টি আছে। মিথুন রাশিস্থ গ্রহ কন্যা, ধনু ও মীন রাশিগত গ্রহকে দৃষ্টি করেন। সর্ব্বত্র এই রূপ। বৃদ্ধকরিকাতেও লিখিত আছে—

"চরস্থং স্থিরগঃ পশ্যেৎ স্থিরস্থং চররাশিগঃ।
উভয়স্থস্তূভয়গো নিকটস্থং বিনা গ্রহং ॥

স্থির-রাশি-গত গ্রহ চর-রাশিস্থ গ্রহকে, চর-রাশি-গত গ্রহ স্থির-রাশিস্থ গ্রহকে এবং দ্বিস্বভাব-রাশিস্থ গ্রহ দ্বিস্বভাব-রাশিগত গ্রহকে অবলোকন করেন। কিন্তু আপনার নিকটস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় বা দ্বাদশস্থ গ্রহের প্রতি দৃষ্টি নাই। বৃহৎ পারাশরীতেও ইহাই লিখিত আছে কিন্তু তাহা আর উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

দার-ভাগ্য-শূলস্থার্গলা নিধ্যাতুঃ ॥ ৪ ॥

(নিধ্যাতুঃ) দ্রষ্টুঃ গ্রহাৎ (দার-ভাগ্য-শূলস্থা) চতুর্থদ্বিতীয়ৈকাদশ-স্থান স্থিতাঃ গ্রহাঃ অর্গলাঃ অর্গলানাম যোগকর্ত্তারো ভবন্তি ॥ ৪ ॥

কোন রাশি-দ্রষ্টা গ্রহের দ্বিতীয় চতুর্থ বা একাদশ স্থানে কোন গ্রহ থাকিলে উক্ত দ্বিতীয়াদি স্থানস্থিত গ্রহ সেই দৃষ্ট-রাশির অর্গলাকারক। ৪।

ফলবিচারকালে শুভার্গলে ধনসমৃদ্ধিঃ ইত্যাদি সূত্রে অর্গলা শব্দের ব্যবহার থাকায় সূত্রকার এ স্থলে অর্গলা-শব্দের সঙ্কেত করিতেছেন। লগ্নাদি যে ভাবের বিচার করিতে হইবে, সেই ভাবের প্রতি যে গ্রহের দৃষ্টি থাকে, সেই দ্রষ্টা-গ্রহের দার (৪) ভাগ্য (২) কিম্বা শূল (১১) রাশিতে কোন গ্রহ থাকিলে সেই গ্রহ উক্ত গ্রহ-দৃষ্ট লগ্নাদি ভাবের অর্গলাকারক। এস্থলে দার শব্দে ৪ ভাগ্য শব্দে ২ এবং শূল শব্দে ১১ বুঝিতে হইবে। এই গ্রন্থে রাশি বা ভাবের নাম কটপয়াদি অক্ষর সঙ্কেতে লিখিত আছে। কটপয়াদি অর্থাৎ "কাদি নব টাদি নব পাদি পঞ্চ যাদ্যষ্টৌ" এই সূত্রানুসারে ক হইতে ঝ পর্য্যন্ত নয়টি অক্ষরে, অর্থাৎ ক ১ খ ২ ইত্যাদি ক্রমে, ১। ২ ইত্যাদি নব সংখ্যা বুঝিতে হইবে। সেইরূপ ট হইতে ধ পর্য্যন্ত নয়টি অক্ষরে ১। ২ ইত্যাদি ক্রমে ১ হইতে ৯ সংখ্যা, প হইতে ম পর্য্যন্ত পাঁচটি অক্ষরে একাদি ক্রমে পাঁচ সংখ্যা এবং য হইতে হ পর্য্যন্ত অষ্টাক্ষরে যথাক্রমে ৮ সংখ্যা বুঝিতে হইবে। ইহাতে ক হইতে হ পর্য্যন্ত বর্ণমালা শেষ হইল বটে কিন্তু ঞ এবং ন কেবল অবশিষ্ট রহিল। উক্ত বর্ণদ্বয়ে এবং কেবল মাত্র স্বরবর্ণে শূন্য বুঝিতে হইবে। ব্যক্ত ন বর্ণের সহিত সংযুক্ত স্বরবর্ণ অঙ্ক মধ্যে গণ্য নহে। কোন শব্দ মধ্যে যুক্তাক্ষর থাকিলে সেই যুক্তাক্ষরের শেষ বর্ণ মাত্র গ্রাহ্য প্রথম বর্ণ কোন অঙ্কের সূচনা করিবে না। বৃদ্ধ-কারিকাতেও লিখিত আছে "কটপয়বর্গভবৈরিহ পিণ্ডান্ত্যৈরক্ষরৈরঙ্কৈঃ নঞে চ শূন্যং জ্ঞেয়ং তথা স্বরে কেবলে কথিতং॥" এই অঙ্ক সঙ্কেত সহজে বুঝিবার জন্য পার্শ্বে কটপয়াদি নামে একটি চক্র সন্নিবেশিত হইল। এই চক্র দৃষ্টে কোন্ অক্ষরে কোন্ সংখ্যা গ্রাহ্য তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। এই কটপয়াদি সংকেতানুসারে লিখিত সংখ্যা-বাচক শব্দের অক্ষরগুলি একক হইতে লিখিত হয় অর্থাৎ শব্দের প্রথমাক্ষর একক দ্বিতীয়াক্ষর দশক ইত্যাদি। উক্ত নিয়মানুসারে দকারাক্ষরে ৮ এবং রকারাক্ষরে ২—"অঙ্কস্য বামাগতি" সুতরাং ৮ একক-স্থানীয় এবং ২ দশক-স্থানীয় হইলে দার-শব্দে

কপটয়াদি চক্র।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম	০	০	০	০	স্বর
য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ	০	বর্ণ

২৮ সংখ্যা বুঝাইল। কিন্তু রাশি বা ভাবের সংখ্যা ১২ মাত্র। সুতরাং ২৮ কে দ্বাদশ শুদ্ধ করিলে অর্থাৎ ১২ দিয়া ভাগ দিলে অবশিষ্ট ৪ সংখ্যায় আবশ্যক মত চতুর্থ কর্কট রাশি অথবা লগ্ন কি অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে চতুর্থ স্থান বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান সূত্রে দ্রষ্টা-গ্রহ হইতে চতুর্থ স্থান গ্রাহ্য। এই রূপে ভাগ্য শব্দে ২ এবং শূল শব্দে ১১ হইল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কোন ভাব-দ্রষ্টা গ্রহের চতুর্থাদি স্থানস্থ গ্রহ, উক্ত ভাবেরই অর্গলা-কারক। জৈমিনীয় স্থত্রের স্থবোধিনী নামক স্বকৃত টীকায় শ্রীমন্নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে "বিচারাশ্রয়ী ভূতস্য রাশের্নিধ্যাতুর্দ্রষ্টু গ্রহাৎ দার-ভাগ্য-শূলস্থা দারাদি পদবোধ্য চতুর্থ দ্বিতীয়েকাদশ স্থানস্থিতা গ্রহা বিচারাশ্রয়ীভূত রাশিদ্রষ্টু গ্রহস্য অর্গলা সংজ্ঞকা স্যুঃ" অর্থাৎ কোন ভাবদ্রষ্টা গ্রহের চতুর্থাদি স্থানস্থিত গ্রহ সেই দ্রষ্টা গ্রহেরই অর্গলাকারক হন। ভাবোপরি অর্গলা যোগ না করিয়া দ্রষ্টা গ্রহোপরি অর্গলা যোগ প্রকাশ সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ চতুর্থাদি স্থানস্থিত গ্রহ যদি সেই গ্রহেরই অর্গলাযোগ কারক হইত, তাহা হইলে স্থত্র মধ্যে নিধ্যাতুঃ অর্থাৎ দ্রষ্টা শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। গ্রহ যে রাশিতেই থাকুক না কেন অপর রাশিত্রয়ে তাহার দৃষ্টি আছে ইহা নিশ্চয়। কোন রাশিতে দৃষ্টি না করিয়া গ্রহ কখন অন্ধ ভাবে অবস্থান করে না। এবং নিধ্যাতুঃ শব্দ ব্যবহার না করিয়া গ্রহাৎ শব্দ সংযোগ পূর্ব্বক "দার-ভাগ্য-শূলস্থার্গলা গ্রহাৎ" এই রূপ স্থত্র সংঘটিত হইত। পুনশ্চ কেহ কেহ নিধ্যাতুঃ শব্দে ফলদাতুঃ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাও সমীচীন নহে; কারণ বৃদ্ধকারিকার "ভয়-পুণ্য-বিনা-ভাবা দ্রষ্টুরাহু শুভার্গলং" এই শ্লোক বর্ত্তমান স্থত্রের সমানার্থবাচী। ইহাতে দৃষ্টি শব্দেরই ব্যবহার আছে।

এক গ্রহ অর্গলাকারক হইলে অর্থাৎ দ্রষ্টা গ্রহের দ্বিতীয় চতুর্থ কিম্বা একাদশ স্থানে একটি মাত্র গ্রহ থাকিলে স্বল্পার্গলা, দুইটি গ্রহ থাকিলে মধ্যার্গলা এবং তিনটি বা ততোধিক গ্রহ থাকিলে পূর্ণার্গলা হয়। যথা পারাশরী হোরায়—

"চতুর্থে দ্বিতীয়ে লাভে বিদ্যমান গ্রহার্গলা।
তথা দৃষ্ট্যাত্মকং জ্ঞেয়ং নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম॥
এক গ্রহার্গলাল্পং চ দ্বৌ গ্রহৌ মধ্যমা ভবেৎ।
ত্রয়েণ গ্রহযোগেন অর্গলা পূর্ণমুচ্যতে॥"

এই দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং একাদশ স্থানস্থিত অর্গলা শুভপাপসাধারণী অর্থাৎ উক্ত স্থান ত্রয়ে শুভ বা পাপ যে কোন গ্রহ থাকিলেই অর্গলাকারক হইবে। পরাশরী হোরাতেও লিখিত আছে—

"দ্বিবিধা সাঽর্গলা বিপ্র ব্রহ্মণাচোদিতং পুরা।
শুভকৃতা পাপকৃতা তন্বাদীনাং বিচিন্তয়েৎ॥"

এ স্থলেও তন্বাদীনাং শব্দে বুঝাইতেছে যে অর্গলা ভাবোপরি গ্রহোপরি নহে। এক্ষণে পর পর স্থত্রে কেবলমাত্র পাপগ্রহজনিত ভিন্ন প্রকার অর্গলার বিষয় লিখিত হইতেছে॥ ৪॥

সাময়িক সংবাদ।

হরনাথ অনাথাশ্রম।—গত ১০ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ন ৬টার সময় শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে, স্বর্গদ্বারের নিকট উক্ত আশ্রমের ভিত্তিস্থাপনকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। পুরীযাত্রী দরিদ্র ও বিপন্নগণের যথাশক্তি সহায়তা করাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য বিষয়। ঠাকুর ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে শ্রীধামে গমনপূর্ব্বক শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিধ্বনির সঙ্গে এই শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। স্থানীয় মুন্সেফ, ডেপুটী কালেক্টর, প্রধান প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী, উকীল, সদাগর, ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত জনগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। বালেশ্বরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত সামন্ত রাধাচরণ দাস মহাশয়, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি, এল মহাশয়ের প্রস্তাবে সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সরলভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিলে ও অনুরোধ করিলে **ঠাকুর** স্বহস্তে ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করিলেন। কার্য্যান্তে শ্রীবৈষ্ণবগণ, নিমন্ত্রিত জনগণ ও সমাগত দরিদ্রগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল। আমরা সেই উৎসব দর্শনে ধন্য হইয়াছি। ঠাকুরের এই আশ্রম সাধারণের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হইবে; অতএব, যাঁহার যাহা শক্তি, সাহায্য করিয়া এই মহাকার্য্যের সহায়তা করিবেন। দান আমাদের কার্য্যালয়ে পাঠাইলে যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

অনাথাশ্রম।—লক্ষ্ণৌ নগরে রায় শ্রীরাম বাহাদুর সর্ব্ব শ্রেণীর অনাথ বালক বালিকাদের জন্য এক অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট সার লেস্‌লি পোর্টার তাহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই আশ্রমে বালক ও বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারা যাহাতে বড় হইয়া নিজে উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, সেইজন্য সূত্রধরের কার্য্য, জুতা প্রস্তুতের কার্য্য, মোজা-বুনান প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই আশ্রমে ৩০টি বালক ও ২৫টি বালিকা থাকিতে পারিবে; এক্ষণে ২১টি বালক বালিকা বাস করিতেছে। গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য ৪০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। রায় বাহাদুর এই আশ্রমের মেরামত ও নিয়মিত খরচের জন্য ৫১,৫০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন। এই কাগজ হইতে বৎসরে ১৮০০ টাকা সুদ পাওয়া যাইবে। আশ্রমের গৃহাদি দেখিয়া ছোটলাট সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। রায় শ্রীরাম বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে ফয়জাবাদে একটি হাস্পাতাল স্থাপন করিয়াছেন। তথায় প্রতিদিন বাহির হইতে ১৫০ রোগী আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়; এবং হাসপাতালেও ৩২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়া থাকে। এই হাস্পাতালের জন্য রায় বাহাদুরকে ৬৫ হাজার টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। রায় শ্রীরাম বাহাদুর এই সকল সদনুষ্ঠান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

(সঞ্জীবনী)

দান।—পাইকপাড়ার কুমার শরৎ চন্দ্র সিংহ কান্দি স্কুলের ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষোত্তীর্ণ একটি ছাত্রকে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি দানের

জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১০,৩০০টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত পুত্রের নামানুসারে ঐ বৃত্তির নাম "জিতেন্দ্র-বৃত্তি" রাখা হইবে। (সঞ্জীবনী)

ন্যাকড়ার চিনি। প্রসিদ্ধ জর্ম্মন ডাক্তার বল্‌গেল্ ছেঁড়া ন্যাকড়া হইতে চিনি বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। গন্ধকাম্ল-প্রয়োগে এ ব্যাপার সংসাধিত হইয়া থাকে। ডাক্তার বল্‌গেল্ কেবল ন্যাকড়া নিঙ্‌ড়াইয়া চিনি বাহির করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বাতিল কাগজপত্র, কাষ্ঠচূর্ণ, ঘাস ও বিচালি প্রভৃতি হইতেও তিনি চিনি বাহির করিতেছেন। বৃক্ষবিশেষ হইতে নানা প্রক্রিয়ায় চিনি নিষ্কাশন সম্ভব ও স্বাভাবিক, কিন্তু স্বাদহীন সামগ্রী হইতে চিনি বাহির করিবার চেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম। ডাক্তার বল্‌গেলের এই রসায়ন-বিদ্যার পরিচয় পাইয়া জর্ম্মনীর বৈজ্ঞানিক-সমাজ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

(বসুমতী)

ধূমকেতু। বর্ত্তমান বর্ষে আকাশে অনেকগুলি ধূমকেতুর আবির্ভাব হইবে। আগামী ৩০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার একনির ধূমকেতু সূর্য্যের নিতান্ত সন্নিধ্যে উপনীত হইবে। তবে ইহা চর্ম্মচক্ষুর গোচর হইবে কি না সন্দেহ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহা দেখিতে হইবে। বার্ণার্ডস্ ধূমকেতুও এবার সূর্য্যের সন্নিহিত হইবে। আরও একটি ক্ষুদ্র ধূমকেতু গগনে উদিত হইবে, কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ ইহাও অনুমান করিতেছেন। ১৮৬৭ ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ধূমকেতু সূর্য্যসন্নিধানে আগমন করিয়াছিল। কিন্তু এবার ইহার আগমন সম্বন্ধে এখন অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্‌ই সন্দিহান। ইহার পর আগামী পৌষ মাসে ব্রোর্সেনের ধূমকেতু সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবে। তবে ইহা সহজ দৃষ্টির আমলে আসিবে না। এই সকল কেতুর ফল যে মঙ্গলজনক হইবে ইহা কখনই মনে হয় না। তবে এইবারকার কেতুরা অদৃশ্য থাকিবে, ইহাতে সাধারণের উদ্বেগ অনেকটা কমিয়া যাইবে। (বসুমতী)

ইউনানী বৈদিক মেডিকেল কলেজ। দিল্লিতে ইউনানী বৈদিক মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে শুনিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিলাম। এ দেশের প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যা ও ভৈষজ্য বিদ্যার অনুশীলন যে অতীব আবশ্যক এবং দেশের পক্ষে কল্যাণফলপ্রদ, ইহা কে অস্বীকার করিবে? এতকাল পরে সেই উপেক্ষিত বিদ্যার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা বড়ই মঙ্গলের কথা। রামপুরের বদান্য নবাব বাহাদুর এই শুভানুষ্ঠানের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়াছেন। আমরা আশা করি, প্রস্তাবিত কলেজের জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

(হিতবাদী)

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

পুত্র উবাচ ।

ইতি পৃষ্টস্তদা তেন শৃণ্বতাংনো মহাত্মনা ।
উবাচ পুরুষো যাম্যো ঘোরোঽপি প্রশ্রিতং বচঃ ॥ ১ ॥

যমকিঙ্কর উবাচ ।

মহারাজ যথাত্থ ত্বং তথৈতন্নাত্র সংশয়ঃ ।
কিন্তু স্বল্পং কৃতং পাপং ভবতা স্মারয়ামি তৎ ॥ ২ ॥
বৈদর্ভী তব যা পত্নী পীবরী নাম নামতঃ ।
ঋতুমত্যা ঋতুর্বন্ধ্যস্ত্বয়া তস্যাঃ কৃতঃ পুরা ॥ ৩ ॥
সুশোভনায়াং কৈকেয্যামাসক্তেন ততো ভবান্ ।
ঋতুব্যতিক্রমাৎ প্রাপ্তো নরকং ঘোরমীদৃশম্ ॥ ৪ ॥

পুত্র বলে, "পিতা, করহ শ্রবণ,
যেরূপ হইল পরে,—
যমের কিঙ্কর সেই মহাজনে
বলিল বিনীত স্বরে ।
যদিও সে স্বর অতি ভয়ঙ্কর,
কাঁপে চারি দিক রবে,
তথাপি বিনয়ে মাখা সে বচন,
শুনিনু আমরা সবে । ১ ॥
"শুন মহারাজ," বলে যাম্যদূত
"বলিলে তুমি যেমন,
সত্য সে সকল নাহিক সংশয়
পুণ্য তব অগণন ;
কিন্তু অল্প পাপ করেছিলে তুমি
সে কথা নাহিক মনে,
হইবে স্মরণ করিলে শ্রবণ,
শুন তাহা এই ক্ষণে । ২ ॥

বিদর্ভ-সম্ভূতা পত্নী যে তোমার
পীবরী যাঁহার নাম,
কোন কালে সবে ছিলা ঋতুমতি
শুন ওহে গুণধাম,
সেই ত সময়ে কেকয়-নন্দিনী
সুশোভনা পাশে গিয়ে
আমোদে বিভোর ছিলে তুমি, রাজা,
সেই ত প্রিয়ারে ল'য়ে ।
জেনও তখন পীবরীর কথা
নাহি গেলে তাঁ'র পাশ,
ঋতু রক্ষা-করি' সেই কামিনীর
নাহি পুরাইলে আশ ;
এই সে কারণ, হইল যে পাপ,
এ নরক তা'রি ফল ।
ভেবে দেখ, রায়, বলি যা তোমায়
হ'য়ে তুমি অচঞ্চল । ৩-৪ ॥

হোমকালে যথা বহ্নিরাজ্যপাতমবেক্ষতে।
ঋতৌ প্রজাপতিস্তদ্বদ্বীজপাতমবেক্ষতে॥ ৫ ॥
যস্তমুল্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মাত্মা কামেষ্বাসক্তিমান্ ভবেৎ।
স তু পিত্র্যাদৃণাৎ পাপমবাপ্য নরকং পতেৎ॥ ৬ ॥
এতাবদেব তে পাপং নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে।
তদেহ্যাগচ্ছ পুণ্যানামুপভোগায় পার্থিব। ৭ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু রাজর্ষিঃ কৃপয়া জনকোঽব্রবীৎ॥ ৮ ॥

রাজোবাচ।

যাস্যামি দেবানুচর যত্র ত্বং মাং নয়িষ্যসি।
কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি তন্মে ত্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ৯ ॥

অনল যেমন হোমের সময়ে
আজ্য-পাত আশে রয়,
প্রজাপতি তথা বীর্য্য-পাত তরে
ঋতুকালে সুনিশ্চয়। ৫।
কামবশে যেবা অন্যাসক্ত হ'য়ে
তাঁহারে করে নিরাশ,
পিতৃ-ঋণ তা'র শোধ নাহি হয়
নরকেতে হয় বাস। ৬॥
এই পাপটুকু ছিল হে, তোমার,
নরক হ'লো দর্শন;
অন্য পাপ নাই ভোগ শেষ তাই
অল্পেতে হ'লো রাজন।
এবে আগমন করহ রাজন,
ত্যজি' এ নরক-বাস
বহু পুণ্য ফল ভুঞ্জিয়া সকল
পুরাও মনের আশ।" ৭॥

যাম্য-পুরুষের এ হেন বচন
শুনিয়া শ্রবণ তবে,
জনক-কুলের সেই মহাজন
কৃপা করি' আমা সবে,
জিজ্ঞাসিলা যাহা শুনহ এখন
করিব সবি বর্ণন,
সেই বিবরণ করিলে শ্রবণ
তৃপ্ত হ'বে প্রাণমন। ৮॥
বলিলেন রাজা— "ওহে দূতবর,
তুমি দেব-অনুচর,
নে যা'বে যেখানে যা'ব সেই থানে
হ'য়ে আমি তৎপর।
কিন্তু এক কথা জিজ্ঞাসি তোমায়,
জানিতে বাসনা মনে,
উত্তর ইহার যথাযথ মোরে
বল, দূত, এই ক্ষণে। ৯॥

বজ্রতুণ্ডাস্ত্বমী কাকাঃ পুংসাং নয়নহারিণঃ।
পুনঃ পুনশ্চ নেত্রাণি তদ্বদেষাং ভবন্তি হি॥ ১০॥
কিং কর্ম্ম কৃতবন্তশ্চ কথয়ৈতজ্জুগুপ্সিতম্।
হরন্ত্যেষাং তথা জিহ্বাং জায়মানাং পুনর্নবাম্॥ ১১॥
করপত্রেণ পাট্যন্তে কস্মাদেতেঽতিদুঃখিতাঃ।
করম্ভবালুকাস্থাশ্চ তথৈতে কাথতৈলগা॥ ১২॥
অয়োমুখৈঃ খগৈশ্চৈব কৃষ্যন্তে কিংবিধং বদ।
বিশ্লিষ্টদেহবন্ধার্ত্তি মহারাবিবরাবিণঃ॥ ১৩॥
অয়শ্চঞ্চুনিপাতেন সর্ব্বাঙ্গক্ষতবিক্ষতাঃ।
কিমেতে নিঃস্বনন্তোঽপি তুদ্যন্তেঽহর্নিশং নরাঃ॥ ১৪
এতাশ্চান্যাশ্চ দৃশ্যন্তে যাতনাঃ পাপকর্ম্মণাম্।
যেন কর্ম্মবিপাকেন তন্মমোদ্দেশতো বদ॥ ১৫॥

এ সব কাকের তুণ্ড বজ্র সম,
অতি ঘোর দরশন,
পাপী নরগণে আক্রমণ করি'
নেত্র করে উৎপাটন,
উৎপাটন পরে আবার নয়ন
যেমন তেমনি হয়,
পুনঃ উৎপাটন করে কাক আসি'
কষ্ট অতি সুনিশ্চয়। ১০॥
করিতেছে, দেখি, জিহ্বা উৎপাটন,
হই'ছে পুনঃ নূতন,
পুনঃ উৎপাটন করে কাকগণ
উহু কি কষ্ট ভীষণ!
কিবা কর্ম্ম এরা করেছিল হেন
জুগুপ্সিত অতিশয়,
যেই কর্ম্ম ফলে হেন ফল ফলে
বল হ'য়ে কৃপাময়। ১১॥
কর-পত্র-যোগে করি'ছে কর্ত্তন
তাহে দুঃখ পায় অতি,
করম্ভ-বালুকা তপ্ত তৈলে আর
পড়িয়ে সহে দুর্গতি। ১২॥
লৌহ-চঞ্চু মত খগগণ আসি'
করে সবে আকর্ষণ,
সেই আকর্ষণে হেরি সবাকার
বিশ্লিষ্ট দেহ-বন্ধন;
যাতনায় সবে করি'ছে চীৎকার,
কষ্ট পাই শুনে কানে;
তুণ্ডাঘাতে ক্ষত দেহ সবাকার
যাতনা সহি'ছে প্রাণে।
করি'ছে চীৎকার দিবানিশি সবে
দারুণ পীড়নে হায়!
কি পাপে এদের হ'লো হেন দশা
বল মোরে সমুদায়। ১৩-১৪॥
আরো কত মত কষ্ট সহে পাপী
করিতেছি দরশন,
যে কর্ম্মবিপাকে যেই কষ্ট সহে
বলহ মোরে এখন।" ১৫॥

যমকিঙ্কর উবাচ।

যন্মাং পৃচ্ছসি ভূপাল পাপকর্ম্মফলোদয়ম্।
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ যথাতথম্ ॥ ১৬ ॥
পুণ্যাপুণ্যে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণ সমশ্নুতে।
ভুঞ্জতশ্চ ক্ষয়ং যাতি পাপং পুণ্যমথাপি চ ॥ ১৭ ॥
নতু ভোগাদৃতে পুণ্যং কিঞ্চিদ্বা কর্ম্ম মানবঃ।
পাপকং বা পুনাত্যাশু ক্ষয়ো ভোগাৎ প্রজায়তে ॥ ১৮
পরিত্যজতি ভোগাচ্চ পুণ্যাপুণ্যে নিবোধ মে ॥ ১৯ ॥
দুর্ভিক্ষাদেব দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ম্।
মৃতেভ্যঃ প্রমৃতা যান্তি দরিদ্রাঃ পাপকর্ম্মিণঃ ॥ ২০ ॥
গতিং নানাবিধাং যান্তি জন্তবঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ।
উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং।
শ্রদ্দধানাশ্চ দান্তাশ্চ ধনদাঃ শুভকারিণঃ ॥ ২১ ॥

যমের কিঙ্কর বলিল তখন—
"হে ভূপাল, শুন তবে
জিজ্ঞাসিলে যাহা, উত্তর তাহার
কহিব তোমারে এবে ;
পাপ-কর্ম্ম-ফলে ঘটে যেই মত
সংক্ষেপে বলি তোমায়.
করিলে বিস্তার বলা হ'বে ভার
বহু কাল যা'বে তা'য়। ১৬ ॥
পুণ্য পাপ আর করে নর যত
ভুঞ্জে ক্রমে ফল তা'র,
ভোগে হয় ক্ষয় সেই সমুদয়
কিছুই না থাকে আর। ১৭ ॥
ভোগে পুণ্যক্ষয় মানবের হয়
পাপক্ষয় ভোগে হয়,
পাপ পুণ্য তা'র নাহি থাকে আর
শেষ হয় সমুদয়। ১৮ ॥
ফল ভোগ হ'লে পাপ পুণ্য দুই
ত্যজি' যায় সেই নরে,
পাপ-পুণ্য হেতু শুভাশুভ দুই
কর্ম্ম-ফল ভোগ করে।১৯॥

পাপকর্ম্মা যা'রা মরণের পরে
ভুঞ্জিয়া নরক-বাস,
জন্মে ধরামাঝে দরিদ্র হইয়া
ভুঞ্জে কষ্ট বার-মাস,
দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ আসিয়া
জরজর করে সবে,
পুনঃ পুনঃ বহু ভুঞ্জে ক্লেশরাশি
ভয়ে ভীত রহে ভবে।২০॥
কর্ম্মের বন্ধন অতীব ভীষণ
সহজে না হয় দূর,
গতি নানা মত ঘটে নানালোকে
করম-বশে প্রচুর।
শ্রদ্ধাবান আর দান্ত নরগণ
দানশীল যা'রা আর,
শুভকারিগণ শুভলোক পায়
সে সব সুখ আগার।
উৎসবের পর উৎসব তথায়
ভুঞ্জে তা'রা নিরন্তর,
এক স্বর্গ হ'তে স্বর্গান্তরে যায়,
সুখ সে সুখের পর। ২১ ॥

ব্যাঘ্রকুঞ্জরদুর্গাণি সর্পচৌরভয়ানি তু।
হতাঃ পাপেন গচ্ছন্তি পাপিনঃ কিমতঃপরম্ ॥ ২২ ॥
সুগন্ধিমাল্য-সদ্বস্ত্র-সাধুযানাসনাশনাঃ।
স্তূয়মানাঃ সদা যান্তি পুণ্যৈঃ পুণ্যাটবীষ্বপি ॥ ২৩ ॥
অনেকশতসাহস্রজন্মসঞ্চয়সঞ্চিতম্।
পুণ্যাপুণ্যং নৃণাং তদ্বৎ সুখদুঃখাঙ্কুরোদ্ভবম্ ॥ ২৪ ॥
যথা বীজং হি ভূপাল পয়াংসি সমবেক্ষতে।
পুণ্যাপুণ্যে তথা কালদেশান্যকর্ম্মকারকম্ ॥ ২৫ ॥
স্বল্পং পাপং কৃতং পুংসাং দেশকালোপপাদিতম্।
পাদন্যাসকৃতং দুঃখং কণ্টকোত্থং প্রযচ্ছতি ॥ ২৬ ॥
তৎপ্রভূততরং স্থূলশঙ্কুকীলকসম্ভবম্।
দুঃখং যচ্ছতি তদ্বচ্চ শিরোরোগাদি দুঃসহম্ ॥ ২৭ ॥

করিল যে পাপ, তা'র ফলে তাপ
সহে সদা পাপীগণ;
শার্দ্দূল কুঞ্জর ফিরে নিরন্তর
নরক অতি ভীষণ,
সর্প-চৌর-ভয় আছে যেই স্থানে
সেই স্থানে তা'রা যায়,
সহে কষ্ট অতি, শুন মহামতি,
সন্দেহ কি আছে তায়? ২২ ॥
পুণ্যবান যাঁ'রা, পুণ্য-ফলে তাঁ'রা,
পুণ্যাটবী-মাঝে র'য়ে,
সুগন্ধি মালায় সাজি' শোভা পায়
সদ্বস্ত্রে শোভিত হ'য়ে
শোভাযুক্ত যান আসন অশন
ভোগ করে নিরন্তর,
দেবদূত যত স্তব করে কত
কব কি তব গোচর? ২৩ ॥
বহু জন্ম ধরি' পুণ্যাপুণ্য করি'
সেই-সেই-কর্ম্ম-ফলে
সুখ, দুঃখ আর অঙ্কুর রূপেতে
ঘটে ভাগ্যে ভূমণ্ডলে। ২৪ ॥
জল বিনা বীজে অঙ্কুর না হয়,
না জন্মে উদ্ভিদ্ তা'য়,
দেশ, পাত্র, কাল বিনা সেই মত
কর্ম্মফল নাহি পায়। ২৫ ॥
অতি অল্প পাপ দেশ কাল যোগে
দেয় অতি অল্প ফল;
পাদন্যাস কালে কণ্টক বিঁধিয়া
যাতনা ঘটে কেবল। ২৬ ॥
সেই জাতি পাপ অধিক ঘটিলে
তা'র ফলে পাপী-নর
স্থূল শঙ্কু আর— কীলক-আঘাতে
কষ্ট পায় ঘোরতর।
কিম্বা শিরোরোগ অতীব দুঃসহ
ঘটে ভাগ্যে সুনিশ্চয়;
পাপ যেই মত কষ্ট সেই মত
পাপী-জন-ভাগ্যে হয়। ২৭ ॥

অপথ্যাশনশীতোষ্ণশ্রমতাপাদিকারকম্।
তথান্যোন্যমপেক্ষন্তে পাপানি ফলসঙ্গমে॥ ২৮॥
এবং মহান্তি পাপানি দীর্ঘরোগাদিকাঃ ক্লেশাঃ।
তদ্বচ্ছস্ত্রাগ্নিকৃচ্ছ্রার্ত্তিবন্ধনাদি ফলায় বৈ॥ ২৯॥
স্বল্পং পুণ্যং শুভং গন্ধং হেলয়া সম্প্রযচ্ছতি।
স্পর্শং বাপ্যথবা শব্দং রসং রূপমথাপি বা॥ ৩০॥
চিরাদ্গুরুতরং তদ্বন্মহান্তমপিকালজম্।
এবং চ সুখদুঃখানি পুণ্যাপুণ্যোদ্ভবানি বৈ।
ভুঞ্জানোঽনেক সংসারসম্ভবানীহ তিষ্ঠতি॥ ৩১॥
জাতিদেশাবরুদ্ধানি জ্ঞানাজ্ঞানফলানি চ।
তিষ্ঠন্তি তত্র যুক্তানি লিঙ্গমাত্রেণ চাত্মনি॥ ৩২॥

ফল উৎপাদনে পাপ পরম্পরা
সহায় একের আর,
অপথ্য-অশন শীত, উষ্ণ, শ্রম
তাপ আদি যে প্রকার
একে অপরের সহায় হইয়া
রোগের কারণ হয়;
এক পাপ হ'তে আর পাপ হয়
ফলে ফল সুনিশ্চয়। ২৮॥
মহাপাপ ফলে দীর্ঘ রোগ হয়
আর অগ্নি-শস্ত্র-ভয়
বন্ধন, পীড়ন, কৃচ্ছ কষ্ট যত
ভাগ্যে ঘটে সমুদয়। ২৯॥
স্বল্প পুণ্য ফলে অতি অল্প কাল
ঘটে সুগন্ধের ভোগ,
সুখস্পর্শ আর সুশব্দ শ্রবণ
কিম্বা রূপ-রস-যোগ,
অতি অল্প কাল ভোগ হ'লে পরে
কর্ম্ম-ক্ষয় হ'য়ে যায়,
অন্য কর্ম্মফল ঘটে তা'র পরে
সন্দেহ কি আছে তা'য়? ৩০।
গুরুতর পুণ্য করেছে যে জন
দীর্ঘকাল ভুঞ্জে ফল,
কর্ম্ম যেই মত ফল সেই মত
দীর্ঘতা মাত্র কেবল।
পাপ-পুণ্য হ'তে দুঃখ-সুখ হয়
সে ফল ভুঞ্জে হেথায়,
আসে যায় আর ভবে বারবার
ফল ভোগ মাত্র তা'য়। ৩১॥
দেশ, কাল, জাতি, হ'তে কর্ম্মফল
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করি'
ভুঞ্জে সমরূপ নাহিক সংশয়
আসি নরক ভিতরি।
না জেনে যেমন অনল ভিতরে
যদি দেয় কেহ হাত
পুড়ে হাত তায় সন্দেহ কি তায়?
হয় ত অনিষ্টাপাত। ৩২॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা ন কদাচিৎ ক্বচিন্নরঃ।
অকুর্ব্বন্ পাপকং কর্ম্ম পুণ্যং বাপ্যবতিষ্ঠতে॥ ৩৩
যদ্ যদ্ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সুখং দুঃখমথাপি বা।
প্রভূতমথবা স্বল্পং বিক্রিয়াকারিচেতসঃ॥ ৩৯॥
তাবতা তস্য পুণ্যং বা পাপং বাপ্যথ চেন্নরঃ।
উপভোগাৎ ক্ষয়ং যাতি ভুজ্যমানমিবাশনম্॥ ৩৫।
এবমেতে মহাপাপং যাতনাভিরহর্নিশম্।
ক্ষপয়ন্তি নরা ঘোরং নরকান্তবিবর্ত্তিনঃ॥ ৩৬॥
তথৈব রাজন্ পুণ্যানি স্বর্গলোকেঽমরৈঃ সহ।
গন্ধর্বসিদ্ধাপ্সরসাং গীতাদ্যৈরুপভুঞ্জতে॥ ৩৭॥
দেবত্বে মানুষত্বে চ তির্য্যক্ত্বে চ শুভাশুভম্।
পুণ্যপাপোদ্ভবং ভুংক্তে সুখদুঃখোপলক্ষণম্॥ ৩৮

কায়মনোবাক্যে না জানিয়া কেহ
পুণ্য কিম্বা পাপ করি'
সুখ দুঃখ পায় যদি কেহ কভু
হেতু বুঝিতে না পারি',
অল্প কিম্বা বহু সেই দুঃখ সুখ
কেন যে পাইল তা'র,
বুঝিতে না পারি মনের ভিতরে
উপজে যেই বিকার,
তাহে সুনিশ্চয় মানস তাহার
হইবে অতি চঞ্চল,
না পারি বুঝিতে কেন ঘটে হেন
এবা কোন কর্ম্মফল॥ ৩৩-৩৪॥
ভোজ্য দ্রব্য যথা ভোজনের সনে
ক্রমে শেষ হ'য়ে যায়,
পাপ পুণ্য দুই সেই মত যায়
সন্দেহ নাহিক তা'য়॥ ৩৫॥
এইরূপে পাপী এ নরক মাঝে
ভুঞ্জি' নিজ কর্ম্মফল,
করিতেছে ক্ষয় কৃত পাপচয়
মানসের মত মল। ৩৬॥
তেমন রাজন্, পুণ্যবান জন
পুণ্য ফলে স্বর্গে যায়,
দেবগণ সনে থাকিয়া তথায়
স্বর্গভোগে সুখ পায়।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সিদ্ধ বিদ্যাধর
অপ্সরানিকর আর,
নৃত্য গীতে সদা তোষে প্রাণ তা'র
লভে ফল আপনার। ৩৭॥
দেব কি মানব কিম্বা সে তির্য্যক্
সকলের ভাগ্যে হায়,
কৃত-কর্ম্ম হ'তে শুভাশুভ ফল
ফলে কি সন্দেহ তা'য়।
পুণ্য ফলে সুখ পাপে ঘটে দুখ
কর্ম্ম যা'র যেই মত,
এই ভবে সবে ভুঞ্জে কর্ম্মফল
চির দিন অবিরত। ৩৮॥

যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মাং রাজন্ যাতনাঃ পাপকর্ম্মিণাম্।
কেন কেনেতি পাপেন তত্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥
দুষ্টেন চক্ষুষা দৃষ্টাঃ পরদারা নরাধমৈঃ।
মানসেন চ দুষ্টেন পরদ্রব্যং চ সম্পৃহৈঃ ॥ ৪০ ॥
বজ্রতুণ্ডাঃ খগাস্তেষাং হরন্ত্যেতে বিলোচনে।
পুনঃপুনশ্চ সম্ভূতিরক্ষ্ণোরেষাং ভবত্যথ ॥ ৪১ ॥
যাবতোঽক্ষিনিমেষাস্তু পাপমেভির্নৃভিঃ কৃতম্।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নেত্রার্ত্তিপ্রাপ্নুবন্ত্যত ॥ ৪২ ॥
অসচ্ছাস্ত্রোপদেশাস্তু যৈর্দত্তায়ৈশ্চ মন্ত্রিতাঃ।
সম্যগ্‌দৃষ্টেবিনাশায় রিপূণামপি মানবৈঃ ॥ ৪৩ ॥
যৈঃ শাস্ত্রমন্যথা প্রোক্তং যৈরসদ্বাগুদাহৃতা।
বেদদেবদ্বিজাতীনাং গুরোর্নিন্দা চ যৈঃ কৃতা ॥ ৪৪ ॥
হরন্তি তেষাং জিহ্বাশ্চ জায়মানা পুনঃ পুনঃ।
তাবতো বৎসরানেতে বজ্রতুণ্ডাঃ সুদারুণাঃ ॥ ৪৫ ॥

পাপীর পাপের যাতনার কথা
জিজ্ঞাসিলে নররায়,
বলিব সকল যাহে যেই ফল
ভুঞ্জে আসিয়া হেথায়। ৩৯ ॥
পাপদৃষ্টে যেই পরনারী-পানে
করিয়াছে দরশন,
কিম্বা পাপমনে পরদ্রব্য তরে
লালসা করে যে জন,
এলে এই দেশে বজ্রতুণ্ড পাখী
তাদের নয়ন হরে;
সেই যাতনায় পাপীগণ হেথা
সদা হাহাকার করে।
ছিঁড়ে চক্ষু পাখী, কিছুক্ষণ থাকি'
পুনঃ তা'র চক্ষু হয়,
ছিঁড়ে পুনরায় কাঁদে যাতনায়,
কষ্ট শেষ নাহি হয়।
যতেক নিমেষ করিয়াছে পাপ
বৎসর তত হাজার
কষ্ট পেয়ে পাপী করে হাহাকার
তিলেক নাহি নিস্তার। ৪০-৪২ ॥
জেনে শুনে যেবা ভুলা'বার তরে
শাস্ত্রার্থ অন্যথা করি'
বলে অন্য মত শত্রুরেও যদি
ভুলাইবে আশা করি'
শাস্ত্র না মানিয়া করে বিপরীত,
বলে বা অসৎ ভাষ,
বেদ দেব আর দ্বিজাতির প্রতি
নিন্দাবাদে যা'র আশ,
গুরু-নিন্দা যেবা করে ক্ষণ তরে
সে সব পাপীর তবে
যে বা কষ্ট হয় শুন মহাশয়
বজ্রতুণ্ড পাখী সবে
জিহ্বা উৎপাটন করে পুনঃ পুনঃ
পুনঃ পুনঃ জিহ্বা হয়
যত বার পাপ করিল পাতকী
তত বর্ষ কষ্ট সয়। ৪৩-৪৫ ॥

সাধন প্রসঙ্গ

প্রশ্ন।—

নিয়ন্তার কিবা ইচ্ছা নাহি বুঝে অভাজন।
যথা সাধ্য করি মোরা নিত্য সাধন ভজন॥
মিলে যদি অবসর, করি শাস্ত্র আলাপন।
আর করি সাধু-সঙ্গ হয় যদি সংঘটন॥
বল তবে শান্তি কেন নাহি মিলে কদাচন?
দূর কথা অনুভূতি কিবা প্রত্যক্ষ দর্শন!

উত্তর।—

সংক্ষিপ্ত উত্তর বলি করহ সবে শ্রবণ।
লভে সেই শান্তি-সুধা তাঁরে যে সমর্পে মন॥
বিশ্বাসি গুরুর বাক্য যে রহে তাঁতে মগন।
ব্যাকুলতা মাত্রা বুঝি উপজে পরম ধন॥
ব্যাকুলতা দেখায়েছে শ্রীমতী জগৎ জনে।
কিছু মাত্রা দেখাইল যত গোপবালাগণে॥
কিবা ভাব সেই, মোহি গেল,
শচীর নন্দন।
এবে মোহিল, এভাবে, রামকৃষ্ণও প্রাণধন॥
পূর্ণভাবে এ ভাব সঞ্চারে শুধু অবতারে।
সঞ্চারে কিছু মাত্রা মুক্তজীবী নারী নরে॥
নাহি মিলে এই ভাব কোটী মধ্যে একজন।
সময় না হলে পরে, না হয় কভু স্ফুরণ॥

গুরু ধ্যান, গুরু জ্ঞান, নিশি দিন রহে যার।
হৃদে জাগে "গেল প্রাণ" এই বুলি তবে তার॥
ভাসে অশ্রুনীরে তবে, বাণী নাহি সরে আর।
যাচে থাকে নিজ মনে, ছাড়ি সঙ্গ সবাকার॥
দৃষ্টি হয় ফ্যাল্ ফ্যাল্ পাগলের মত প্রায়।
লক্ষ্য শূন্য হয় তবে আহারে বেশভূষায়।
উঠিছে বসিছে এই আনমন সদা তার।
চকিতে ছাড়িয়ে শয্যা চলে ফিরে বার বার॥
কভু বা আকাশ পানে অনিমিষে চাহি রহে।
রীতি বুঝা উঠা ভার, নিজ মনে কথা কহে॥
চাহে যায় ধরিবারে যথা আছে প্রাণধন।
পরাণে জাগিয়ে যারে রেগে দেছে অনুক্ষণ॥
হেরিলে তাহারে তবে অনুমানে মূঢ় গণ।
ভূতপ্রেতগণ বুঝি করেছে তারে বেষ্টন॥
আর না বিলম্ব রহে তবে তার লভিবারে।
পরমপদার্থ মানি পূজে যাঁরে চরাচরে॥

প্রশ্ন।—

বিনা ব্যাকুলতা যদি না মিলে পরমধন।
কেমনে সে ভাব মোরা করিব বল অর্জ্জন?

উত্তর।—

সংক্ষেপে আখ্যায়ি তবে শুন ওহে সুধীগণ।
আত্মচিন্তা সার মানি তাহাতে রহ মগন॥
কেবা আমি, কার আমি, কিবা আমার ধরম?

কি লাগি আইনু হেথা কিবা করিনু সাধন ?
কিবা আপ্যায়ি নিজেরে, কিবা আচার আমার ?
পশু সাথে কিবা ভেদ, ধরি মানব আকার ?
কায়, মন, বাক্য লভি সাধিনু কিবা করম ?
নহি কি আছি সাজি রিপু সবার দাসাধম ?
পরচর্চ্চা, কুটিলতা নহে কি মোর ভূষণ ?
অসত্য, আত্মশ্লাঘা করি নাই কি আবরণ ?
সংসারে, কর্ম্মক্ষেত্রে করি কি কর্ত্তব্য পালন ?
মায়া মোহে পদে পদে নাহি কি আমি মগন ?
স্বার্থ লাগি ঘুরি ফিরি নাহি করি কি পীড়ন ?
অবিশ্বাস, সন্দেহে করি নাকি হৃদে পোষণ ?
জ্ঞান মদে, বংশ মদে করি নাকি আস্ফালন ?
গুরুজন, মহাজন বাক্য কিবা করিনু পালন ?
এতত করিনু বটে কিবা ফল লভিনু রে !
না মিলিল প্রাণ কারু যার তরে বিকানুরে !
আখের সংস্থান তরে শুভদিন হারাইনু।
নিজ পদে তীক্ষ্ণ কুঠার সযতনে হানিনু ॥
বুঝিনু বুঝিনু এবে দূর রাখি নিয়ন্তায়।
সম্বল হইল তাই ধ্বনি শুধু হায় হায় ॥
আরনা আরনা ভুলি রব প্রেমের আকরে।
দয়ার নিদর্শন যাঁর রহিছে বিশ্বপুরে ॥
মরি মরি কিবা প্রেম আমা হেন মূঢ় নরে !
কত মত তুষিছেন দিন দিন অকাতরে ॥
কটা দিন রহে গেল, কেমনে লভিব তাঁ'রে।
চাই চাই তাঁ'রে চাই, আর কারে চাহিনারে ॥
উঃহুহু জ্বলে প্রাণ দারুণ মানস-অনলে।
উদর পুরানু হায় সুধা ভ্রমে হলাহলে ॥

কর্ত্তব্য পালন এবে করি যাব কটা দিন।
ধ্যান, জ্ঞান, তাঁরি কিন্তু রাখি দিব নিশিদিন ॥
এইরূপে চিন্তা-স্রোত ফিরাইলে নারী নরে।
অসাধ্য সাধন তেঁই সুনিশ্চিত সাধিবেরে ॥

তাই বলি সাবধানে কর কর্ত্তব্য পালন।
করিবারে সত্য সেবা হও সবে সযতন ॥
ত্যজ ভাই পরচর্চ্চা, হীন ব'লে নিজে গণ।
প্রাণ ভরি সেব ভাই গুরুজন মহাজন ॥
কভু না হইবে কারু অশ্রু-বর্ষণ-কারণ।
আত্মশ্লাঘা, অর্থলীপ্সা হৃদে না রহে কখন ॥
সৎশিক্ষা প্রদানিবে স্বজন মিত্রাদি গণে।
আপন চরিত্র বলে নহে কভু আস্ফালনে ॥
সংসারে বা কর্ম্মক্ষেত্রে সাধিবে কাজ যতনে।
বিরুক্তি উচ্ছাস যেন নাহি কভু আসে মনে ॥
আদিষ্ট করম মানি যথা সাধ্য সাধি যাবে।
গায়ে পড়ি কোন করম কভু নাহি লইবে ॥
দারা পুত্র স্বজনেরে মনে গণি মহাজন।
প্রাপ্য গণ্ডা দিতে ফেলি কভু না কর হেলন।
জানিও জানিও সবে তুমি ঋণী বলে তাই।
এসেছে সকলে সেজে দারা পুত্র মিত্র ভাই ॥
ঋণ করি কোন কাজ যথা সাধ্য না করিবে।
অঋণী না হলে পরে, তাঁরে মিলা না সম্ভবে ॥
তাই বলি বারে বারে কর কর্ত্তব্য পালন।
নিশ্চিত ফিরিতে হবে, না হলে ক্ষয় করম ॥
নিজ নিন্দা অপবাদ কভু যদি পশে কানে।
মানিবে মঙ্গল বিধি, করম-ক্ষয়-কারণে ॥

অপার করুণা বুঝি, সংযত হইবে তবে।
মনে মনে শ্রীগুরুরে শত ধন্যবাদ দিবে॥
আপন বিশ্বাস যত গোপনে হৃদে রাখিবে।
দারা ছাড়া নারী যত, জননী সম জানিবে
অবিশ্বাসী যতেকের কভু সঙ্গ না করিবে।
তর্ক বিতর্কাদি হতে সতত দূরে রহিবে॥
ভুল ভ্রান্তে কভু যেন কোন নারী না লাঞ্ছিবে।
জগৎ জননী কৃপা কভু না সম্ভবে তবে॥
মিষ্টবাদী শঠ সনে কভু না ভুঞ্জিবে কাল।
হীন চরিত্র জনে জানিবে বিশেষ জঞ্জাল॥
সত্যবাদী, নির্লোভী, নিরহঙ্কারী যে জন।
তাঁ'তে যদি রহে প্রেম করিবে তাঁরে পূজন॥
কর্ম্মক্ষয় নাহি হ'লে, কিম্বা বন্ধনমোচন।
কভু নাহি কর সাধ, কর সংসারবর্জ্জন॥
কামের প্রাবল্য হেতু নাহি হবে উচাটন।
আপনি সকলি যাবে রহিলে তাঁতে মগন
তবে ভাই শুন সবে মোহ যেন নাহি আসে।
কামিনী-কাঞ্চন-মোহ জানিবে সকলি নাশে॥

মায়েদের শ্রীচরণে নিবেদিতে সাধ এবে।
স্বামীরে "নারায়ণ" জ্ঞানে
ভক্তিভাবে তুষিবে
স্বামী জ্ঞান, স্বামী ধ্যান, এই ভাব রহে যাঁর।
পূজা শ্রেষ্ঠ সেই পূজা অহঃরহ হয় তাঁর॥
বলিতে সরম লাগে, এমনি নারী রতন।
শত শত নারী মাঝে, হেরিনু দু'চার জন॥

মায়েদের কেন দুষী, বাবারাও নহে কম।
তাদেরি কারণে দেখি, উত্তম হন অধম॥
স্মৃতি তাদের, রহে বলি, পূর্ব্ব করম যত।
নানা দোষে দুষে তাই, মায়েদের অবিরত॥
নিজ চক্ষে দেখিয়াছি বাবাদের আচরণ।
তাই 'বাবা' বলি আখ্যায়ি মর্ম্ম বুঝে ক'জন!!
তবে প্রণমি মায়েদের কহে এ অভাজন।
গুরুধ্যানে রহ মাগো দুর্ব্বৃত্ত হ'বে শাসন॥
গুরুপদে এই ভিক্ষা মাগিবে গো দিবা রাতি।
দাও প্রভু, দাও তুমি, দোসরে মোর সুমতি॥
ভুল ভ্রান্তে তার কভু না চিন্তহ অমঙ্গল।
ধর্ম্মনাশ, কর্ম্মনাশ, লভিবে তবে এ ফল॥
কার্য্যে, বাক্যে, তুষিতে সবারে হবে যতন।
সত্য ও সংযমে কর মাগো আত্মার ভূষণ॥
মরি কিবা শোভে মাগো, লাজে ভরা মুখখানি
কুটিলতা সাথে কিন্তু দারুণ প্রমাদ গণি॥
বিলাসিতা নহে মাগো কুলনারীর ধরম।
অশ্লীলতা, মিথ্যাপ্রথা বারনারীর করম॥
অসময়ে ভোজন কিম্বা অযথা অনশন।
ভাল জেনো, নহে মাগো কভু ধরম করম॥
দেহ রক্ষা করি যেবা করে ঈশ্বর চিন্তন।
বিভূ আসি সেই দেহে পাতেন নিজ আসন॥
গৃহলক্ষ্মী জানি সবে আনন্দে মগন রহ।
মরণ কামনা মাগো কভু যেন না করহ॥
ইথে ভুল নাহি মাগো, করিলে মৃত্যুকামনা।
আয়ু ক্ষয় হয় মাগো পতিপুত্র আত্মজনা॥
কোন্দল, ঘরভাঙ্গান সাথে তার যদি মিলে।

গৃহলক্ষ্মী তবে মাগো, না রহেন সেই স্থলে॥
একমুষ্টি অন্ন যেন নাহি হয় অপচয়।
গৃহ বস্ত্রাদিতে যেন মলিনতা নাহি রয়॥
গঙ্গাবারি ধূনাদি সকাল সন্ধ্যা দিবে ঘরে।
কলহ, ক্রন্দন, উচ্চহাস্য না শোভে সবারে॥
কথা চালা, ঘর ভাঙ্গা, তবকর্ম্ম নাহি গণি।
কুলটার রীতি বুঝি প্রশ্রয় না দিবে বাণী॥
সকলি মঙ্গল জানি শোক তাপ ত্যায়াগিবে।
কেমনে লভিবে তাঁরে
এ আকাঙ্ক্ষা রাখিদিবে॥
কে আমার, আমি কার, এই ভাব হৃদে পুষে।
বিসর্জ্জিলে শোক তাপ, তবে বিভূ তারে তোষে॥

ছাড়ি চলে যায় যদি কভূ কারু প্রিয়জন।
বিলাপ ত্যজি তখে, সাধিবে আত্মার কল্যাণ॥
শোক তাপ করি মাগো, সাধে কিবা অমঙ্গল।
ভাবিলে শিহরে প্রাণ, কিবা বলি সে সকল॥
সকলি মঙ্গল তরে, এ বিশ্বাস রাখে যেবা।
জানিও জানিও মাগো, বিভূ তাঁর করে সেবা॥
যে যার কপাল লয়ে, এসেছে এ ধরাধামে।
এই জানি দুশ্চিন্তায় ফেল শ্রীগুরুর চরণে॥
যে মাত্রায় এই ভাব হৃদি মাঝে গেঁথে যাবে।
সে মাত্রায় জেনো মাগো শ্রীগুরুরে লভি যাবে॥
স্বামী কিম্বা গুরু বাক্যে বিশ্বাস যাঁর অটল।
লভে কাঙ্গাল পদ রজ, এ আকাঙ্ক্ষা কেবল॥

ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

দাসাধম।

কর্ম্মযোগ

জীব যখন প্রথম ভগবানের বিপুল করুণা উপলব্ধি করিতে থাকে —যখন বুঝিতে পারে সেই কৃপাই এই বিশ্ব ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, কীট-পতঙ্গ হইতে মনু-প্রজাপতি পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকে অনন্ত-কাল বুকে রাখিয়া ক্রমোন্নত করিতেছে—তখন সে ভাবে "হায় এ কৃপা-ঋণ কি দিয়া শুধিব? আমার কি আছে? যাঁ'র এত কৃপা তাঁ'র যদি সেবা না করিলাম—তাঁ'র জন্য যদি জীবনপাত করিতে না পারিলাম, তবে জীবনই বৃথা।" এই ভাবিয়া সে তাঁ'র সেবা করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু কি করিলে তাঁ'র সেবা করা হয়? অনেক পোড় খাইয়া অনেক ঠেক্‌ খাইয়া, সে শেষে জানিতে পারে যে **জীবহিতের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করাই ভগবানের প্রকৃষ্ট সেবা!**

তখন সে যাহা কিছু করে, সমস্তই, জীবের উন্নতির জন্য, মঙ্গলের জন্য। অশন, বসন, গমন, দর্শন, শ্রবণ, কথন, লিখন, পঠন, কৃষিকার্য্য বা বাণিজ্য, শিল্প ও বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা, এমন কি অন্নধারণ ও সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই সে জীবের কল্যাণের জন্য করে, নিজের সুখের জন্য নহে। সে আহার করে, রসনা তৃপ্তির জন্য নহে, দেহ-রক্ষার জন্য। দেহরক্ষা কেন? জীবসেবা করিবে বলিয়া। সে মন পবিত্র রাখে—কেন? পাপচিন্তা দ্বারা তাহার নিজের অধঃপতন হইবে এই ভয়ে? না, তা নয়। পাছে ঐ অপবিত্র ভাব অপর জীবের চিন্তাকে কলুষিত করিয়া তাহাদের ক্রমোন্নতির বিঘ্ন করে, এই ভয়ে। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যে সে ভাবে আমি ভগবানের সেবা করিতেছি, ভগবানের প্রিয় কার্য্য করিতেছি। ফলের জন্য সে ব্যাকুল হয় না, ফলের প্রতি দৃক্‌-পাতও করে না। ভাবে—"কর্ম্মেই আমার অধিকার, ফলাফল তাঁ'র হাতে।"

কিছু কাল এইরূপে যায়। ক্রমে সে ভাবিতে থাকে "**আমি** তাঁ'র কার্য্য করিতেছি- ইহা ত ঠিক নয়। **আমি** কে? কা'র শক্তিতে আমার চোক দেখিতেছে, কান শুনিতেছে, পা চলিতেছে? তিনি শক্তি না দিলে জিহ্বা কি কথা কহিতে পারে? নাসিকা কি ঘ্রাণ লইতে পারে? মন কি চিন্তা করিতে পারে? কে আমার পাক-স্থলী, ফুসফুস, হৃদয় ও মস্তিষ্ককে চালাইতেছে? কা'র শক্তিতে আমার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালিত হয়? দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়? এ সব কি **আমি** করিতেছে? কি ভ্রম! তিনিই ত সব করিতেছেন! এই দেহ-যন্ত্রের ভিতর দিয়া সেই **অনন্ত শক্তিই** ক্রিয়া করিতেছেন! এই দেহটা একটা ব্যাটারি মাত্র, শক্তিসঞ্চালনের একটা কেন্দ্র মাত্র। অতএব "আমি" জ্ঞানটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, অবিদ্যামূলক। **আমি** নাই, **তিনিই সব।**"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার স্বতন্ত্রতা ও ক্ষুদ্র আমিত্বটি বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র তাহার স্থান অধিকার করে।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী B. A.

আশা।

সময়-সাগর-মাঝে
তরঙ্গিত নিশিদিন
সে তরঙ্গে সদা উঠি পড়ি,
অব্যক্ত বাসনা-মন্ত্রে
বিশাল জগতখানা
ভাসে শুধু আপনা বিস্মরি' !
লহরে লহরে কত
উর্ম্মিমালা উদ্বেলিত
ভাঙ্গা গড়া কত ক্ষণে ক্ষণে !
জগতের নরনারী
আপনারে হারাইয়া
মগ্ন বুঝি তেমতি নর্ত্তনে !
আকুল ব্যাকুল প্রাণে
উধাও চলিয়া যাই
কিবা আশা লয়ে সারা বুকে
কর্ম্ম-মুখরিত বিশ্বে
চলেছি আপনা ভুলে
না জানি সমাপ্তি কোথা সুখে ?
কাল-স্রোতে প্রতিহত
তবু ভাবি অবিরত
পরিণামে বিজয় নিশ্চিত,
ডুবেও ডুবে না হৃদি
অন্ধকারে দিব্য জ্যোতিঃ
আশার সে ছলনা সঙ্গীত।
বিশ্বে নাই শান্তি-আশা,
অতৃপ্ত প্রাণের তৃষা ;
উধাও নীলিমা পানে হয় ;
বাকি শুধু ক্ষত মাত্র
স্মৃতি রহে বিলম্বিত
কিছুতেই আশা তৃপ্ত নয়।

অনন্ত অনন্ত কোটি
বিশ্ব সৃষ্টি পরিপাটি
শত উর্ম্মি মানস-মোহন,
ক্ষণমাত্র করি' খেলা
ডুবা'য়ে জগতী-লীলা
হয় তা'র মুহূর্ত্তে পতন।
ক্ষণিক করুণ-গানে
কত তৃপ্তি ঢালি প্রাণে
সুমন্দ মলয়া সাথে মিলি'
লহরে লহরে লুটি'
করি হর্ষে ছুটাছুটি
কর্ম্ম ত্যজি' যায় পুনঃ চলি'।
এত দেখে তবু ভ্রমে
মজিয়া রয়েছি মোরা
হায় এক আশার ছলনে ;
ঘুরিয়া অনিত্য কাজে
শ্রান্ত হৃদে যবে জাগে
অনিত্য বাসনা ত্যজি মনে।
তখন সে নিশাচরী
কি জানি কি মোহ-মন্ত্রে
নবীন বাসনা দেয় প্রাণে ;
আবার সে ছিন্ন-তারে
বেসুরে বাজিয়ে উঠে
ভগ্ন বীণা মাতে কা'র ধ্যানে !
আবার আবার সেই
কর্ম্ম-মুখরিত বিশ্বে
'আমার' 'আমার' সেই ধ্বনি :
হরি হে কেমনে বল
এ বিপদে পাই রক্ষা
কেন বল পথ নাহি চিনি ?

আপনারে প্রতিষ্ঠিতে,
কবিতে সাধনা ঘোর,
কি মন্ত্রে বাঁধিতে হয় প্রাণ ?
না জানি কোথায় গিয়ে
পড়ি গো বিলীন হ'য়ে
কোথা গিয়ে হয় অবসান ?

কুহকিনী দুষ্ট আশা
যেন গো ডুবিয়া যায়
এই ভিক্ষা চরণে তোমার ;
দয়াময় শ্রীচরণে
কৃপা মাগি প্রতিক্ষণে
দয়া কর দয়া-পারাবার !

শ্রীমতী সরোজবালা গুহ।

ব্যায়ামে বিজ্ঞান।

(১২৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্যায়াম-স্পন্দন (GYMNASTIC-MOVEMENT).

নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও নিয়মিত বলপ্রয়োগদ্বারা হস্তপদাদি বা শরীরের যে কোনও অংশের সঞ্চালনকে যেমন ব্যায়াম বলা যায়, সেইরূপ শরীরস্থ কোন শিরা বা স্নায়ুমণ্ডলির, কোন যন্ত্রবিশেষ বা পেশী-সমূহের, অথবা অঙ্গবিশেষ বা শরীরের যে কোন অংশের উপর আস্তে আস্তে অথবা জোরে আঘাত (stroke) বা ঘর্ষণ (friction) করিলে, তাহাকে (gymnastic-movements) ব্যায়াম-স্পন্দন বলা যায়। এই স্পন্দন সর্ব্বদা সমানভাবে করা হয় না। নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ইহা কখন অল্প জোর বা চাপের সহিত আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অধিক জোর বা চাপ (pressure) প্রদান করিতে হয়, আবার কখন বা অধিক জোরের সহিত আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কম করিতে হয়। কখন বরাবর সমান জোরে, কখন আস্তে আস্তে বা ধীরে ধীরে, কখন শীঘ্র শীঘ্র, কখন পুনঃ পুনঃ এবং কখন বা বিলম্বে বিলম্বে করিতে হয়। এই আঘাত বা ঘর্ষণ ব্যাপার গুলি মেস্‌মেরিজমের একটি প্রধান অঙ্গ। যাঁহারা মেস্‌মেরিজম্‌-বিদ্যা কিছুমাত্রও অবগত আছেন, এই স্পন্দন ব্যাপারের সহিত মেস্‌মেরিজমের কিরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহা তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। * তবে মেস্‌মেরিজমের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে মেস্‌মেরিজমে ইচ্ছা-শক্তির (will power) প্রভাবে মেস্‌মেরিক্‌ প্রক্রিয়াগুলি দ্বারা চালিত হইয়া জীবশরীরস্থ তড়িত পদার্থ (magnetic fluid) রোগীর শরীরে প্রবেশ করিয়া কার্য্যকারী হয়, সুতরাং কর্ত্তা অর্থাৎ ক্রিয়া-সাধক (mesmeriser)—যাঁহার ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে এবং যাঁহার নিজ শরীরস্থ তড়িত-পদার্থ রোগীর শরীরে প্রবেশ করিবে —

* যাঁহারা মেস্‌মেরিজমের বিষয় অনবগত, তাঁহাদিগকে ডাক্তার কৃষ্ণবিহারী ভট্টাচার্য্য F. T. S. প্রণীত এবং মৎসম্পাদিত "সচিত্র মেস্‌মেরিজম্‌ শিক্ষা" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তক ৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, ষ্টুডেন্টস্‌ লাইব্রেরী কলিকাতায় পাওয়া যায়। মূল্য এক টাকা মাত্র।

কিঞ্চিৎ মাত্রও অনভিজ্ঞ বা অনবধান হইলে বিষম বিপত্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু এই ব্যায়াম-স্পন্দনে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই। কারণ এই স্পন্দন ক্রিয়াগুলি মেস্‌মেরিজম্ প্রক্রিয়ার অনুরূপ হইলেও ইহাতে কর্ত্তা চেষ্টা করিয়া কোন রূপ শক্তি প্রয়োগ করেন না, কেবল স্বাভাবিক নিয়মে যে টুকু শক্তি বা তড়িত তাঁহার শরীর হইতে বাহির হয় বা হইতে পারে, কেবল সেই টুকুই এ স্থলে কার্য্যকরী হয় মাত্র। সুতরাং তাঁহার মানসিক চঞ্চলতা বা অনবধানতা থাকিলেও চিকিৎসিত ব্যক্তির তাহাতে কোন ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা নাই। পরন্তু এ কথাও এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে ব্যায়াম-চিকিৎসায় উল্লিখিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কালে ক্রিয়াসাধক বা কর্ত্তা যদি তৎসহ ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ বা চালনা করিতে পারেন তবে সেই ক্রিয়াদ্বারা আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।

অবস্থাভেদ।

এই বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামের স্পন্দন-ক্রিয়াগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি অবস্থায় বিভক্ত করা যায়। যথা—১ম, প্রারম্ভাবস্থা, ২য় মধ্যমাবস্থা এবং ৩য়, শেষ বা সম্পূর্ণাবস্থা।

১ম, প্রারম্ভাবস্থা (commencing position)--কোন একটি ব্যায়াম-ক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বক্ষণে, যে ভাবে শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে, যথা—দণ্ডায়মান, উপবেশন, হস্তবিস্তার ইত্যাদি—অর্থাৎ ব্যায়াম-ক্রিয়ার সুচনার অবস্থাকেই প্রারম্ভাবস্থা বলা যায়।

২য়, মধ্যমাবস্থা (intermediate position) প্রারম্ভাবস্থা হইতে শেষ বা সম্পূর্ণাবস্থায় উপস্থিত হইতে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই ক্রিয়াগুলির সাধনকালীন যে অবস্থা, তাহাকেই মধ্যম অবস্থা কহে।

৩য়, শেষ বা সম্পূর্ণাবস্থা (final position)—যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে স্পন্দন কার্য্য শেষ হয়, অর্থাৎ যে অঙ্গে বা অঙ্গাংশে স্পন্দন প্রয়োগ করা হইতেছে উহা স্বাভাবিক বা আপন বিশ্রাম স্থানে উপস্থিত হয়, তাহাই উহার শেষ বা সম্পূর্ণাবস্থা।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে এই স্পন্দন কার্য্য এককালে সমস্ত শরীরে, কোন একটি অঙ্গবিশেষে, অথবা শরীরের যে কোন একটি বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অংশ মাত্রেও সম্পাদন করা যাইতে পারে। এবং রোগী নিজের ইচ্ছা বা শক্তি অনুযায়ী, স্বচেষ্টায় বা কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্যে, অথবা এক বা ততোধিক অপর ব্যক্তির সাহায্যেও এই প্রক্রিয়াগুলির সাধন করিতে পারেন। নিম্নে যে চিত্রটি দেওয়া হইল, ইহার (ক) চিহ্নিত (হস্তের
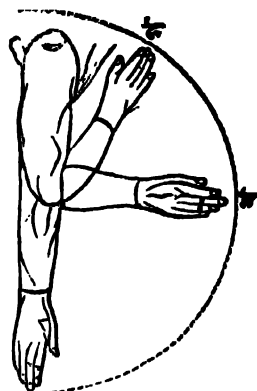
বিস্তারিত) অবস্থাটি প্রথম, অর্থাৎ প্রারম্ভাবস্থা, (খ) চিহ্নিত (নিম্নবাহুর লম্বমান) অবস্থাটি

দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্যমাবস্থা এবং (গ) চিহ্নিত অবস্থাটি তৃতীয় অর্থাৎ শেষ বা সম্পূর্ণাবস্থা। আবার বিপরীত ভাবে সঞ্চালন কালে ইহারই শেষ অবস্থাটিকে প্রথম এবং প্রথমকে শেষ অবস্থা বলা যাইতে পারে। কিন্তু মধ্যম উভয় স্থলেই মধ্যমরূপ পরিগণিত হইবে। ফলতঃ (ক) চিহ্নিত অবস্থাই হস্তের স্বাভাবিক বিস্তার অবস্থা সুতরাং প্রকৃত পক্ষে ইহাই শেষ অবস্থা হওয়া উচিত, কিন্তু চিত্রটি অধিক স্পষ্ট এবং ক্রমিক পরিবর্ত্তন গুলি সহজ-বোধ্য হইবে বলিয়াই উহাকে প্রথম ধরিয়া দেখান হইয়াছে।

শক্তি-প্রয়োগ।

ডাক্তার লিং (Dr. Ling) বলেন যে স্পন্দন-চিকিৎসার জন্য যে সকল ব্যায়াম পদ্ধতি প্রচলিত আছে, উহা নানা প্রকার শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, যথা—দৃশ্য, অদৃশ্য, স্বইচ্ছা-প্রণোদিত, পরইচ্ছা-প্রণোদিত, বাহ্যিক, আভ্যন্তরিক, সহানুভূতিক, স্নায়বিক ইত্যাদি ইত্যাদি। তন্মধ্যে ব্যায়াম-ক্রিয়া সাধনের জন্য কেবল তিনটি প্রধান শক্তিই উল্লেখযোগ্য। যথা আত্ম-চালিত বা আভ্যন্তরিক (active) পর-চালিত বা বাহ্যিক (passive) এবং অৰ্দ্ধ-অভ্যান্তরিক বা সংযুক্ত (half active or combined)। এই তিন প্রকার শক্তি প্রয়োগেই সর্ব্বপ্রকার স্পন্দন কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং প্রত্যেক স্পন্দনের ফলাফলও এই বিভিন্ন প্রকার শক্তি-প্রয়োগের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের সবিস্তার বর্ণনা আগামী বারে প্রদত্ত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

কমলা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যে ন চ গৃহ্যতে॥"

প্রতাপ অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিলেন। সত্যই কি মন্ত্রের শক্তিতে সব হয়?—কিন্তু এ কথা বল্‌লে কে?—যতই এই কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে মহেশ্বরকে না ডাকিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

রাম গিয়া, মহেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন "মহারাজ, আবার স্মরণ কর্‌লেন কেন? এ ভৃত্যের যে এখনও অনেক কাজ বাকী।"

প্রতাপ। "মহেশ্বর, তুমি যে কথা বলে গিয়েছিলে, আমি সে সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেছি। কিন্তু বল দেখি, যা'র মন লৌকিক চিন্তায় একান্ত চঞ্চল, সে ত পূজা আহ্নিক কর্‌তে গেলে মন স্থির কর্‌তে পারবে না। আমি দেখেছি, যখনি আমি ঐ কার্য্যে বস্‌তাম,

আমার মনে এত চিন্তা আস্‌তো যে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকা অসাধ্য হ'তো—তাই শেষে, এখন আর ও সকল করি না। যদি মনঃস্থির করে দু'দণ্ড ভগবানকে চিন্তা কর্‌তে না পার্‌লাম, তবে পূজার ভাণ ক'রে, ঠাকুর-ঘরে ব'সে মোকর্দ্দমার মতলব এঁটে লাভ কি ?"

মহেশ্বর। "লাভ আছে বৈ কি ?—মনেতে যদি এ কথাটাও উদয় হয়, যে এখানে ব'সে যা' করা উচিত, তা' কর্‌চি নে—তা' হ'লেই ক্রমে যা করা উচিত, তাই কর্‌বার জন্য স্পৃহা বাড়্‌বে—মনকে একাগ্র করবার ইচ্ছা বাড়্‌বে—ইচ্ছার যতই বৃদ্ধি হ'তে থাক্‌বে, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও সেই পরিমাণে বাড়্‌তে থাক্‌বে। মহারাজ, সাঁতার শিখ্‌তে হ'লে, প্রথমে কম জলে. ঘাটের ধাপ ধরে পা ছুড়্‌তে হয়—যখন দেহটা আল্‌গোচে অনেকক্ষণ থাক্‌তে অভ্যস্ত হয়, তখনই—ঘড়াটা কি বড় কাঠখানা ধ'রে ক্রমে একটু একটু দূরে যেতে ইচ্ছা হয়, এইরূপে একটু একটু দূরে যেতে যেতে সাঁতার শিখে ফেলে। যদি প্রথমে এ কথা মনে করা যায় যে ঘাটের ধাপ ধ'রে পা ছোড়া ত সাঁতার নয়, তবে এ রকম ক'রে কি হ'বে ? তা' হ'লে আর সাঁতার শেখা হয় না। মহারাজ, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেছি, প্রণবের শক্তি অনন্ত। এই প্রণবই অনাহত-ধ্বনিরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর বর্ত্তমান থেকে, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির হেতু হ'য়েছে। মন্ত্রের শক্তিতে যে অসাধ্য সাধিত হ'তে পারে সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ কর্‌বেন না, কারণ শব্দের শক্তি অপরিমেয়।

প্রতাপ। "কেমন ক'রে ?"

মহেশ্বর। "তা' এ অধম আপনাকে কি ক'রে বোঝা'বে ? আচ্ছা একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। এই যে সঙ্গীত—এও ত শব্দতরঙ্গ বই আর কিছুই নয়। কিন্তু এর শক্তি কত ভেবে দেখুন দেখি।—সুসঙ্গীত পুত্রশোকাতুরা জননীর পুত্র-শোক ও ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে দিতে পারে। তেমনি **প্রণবও শব্দ**। এ শব্দটি কিন্তু সকল শব্দের মূল। শুধু শব্দের কেন **অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ**। তাই—প্রণবের অপর নাম **শব্দব্রহ্ম**। মহারাজ, আমি এ সকল বিষয় আলোচনার অনধিকারী। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-সমক্ষে। আপনি এ অধম কিঙ্করের প্রতি কৃপা ক'রে দিন কয়েক চেষ্টা করুন, প্রথম প্রথম মন অত্যন্ত চঞ্চল হ'বে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে যা'বে।"

প্রতাপ। "আচ্ছা মহেশ্বর, আমি যখন চিন্তা কর্‌ছিলাম, তখন এ ঘরে কেউ ছিল না, কিন্তু আমি যেই মনে কর্‌লাম জপ কর্‌তে ব'সে যদি নানা চিন্তা আসে তবে জপে ফল কি ?' সেই সময় স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম, কে যেন বল্‌লে, "লাভ আছে! মন্ত্রের শক্তিতে ক্রমে সব ঠিক হ'বে। প্রথম প্রথম মন অন্য দিকে যা'বে তা'তে ক্ষতি নাই—একটু ছুটাছুটির পর, যখন মন একটু ক্লান্ত হ'বে, আবার তা'রে ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা ক'র, ক্রমে সব ঠিক হ'বে।" এ কথা কে বল্‌লে ?"

মহেশ্বর। "যিনি আপনার অন্তরের অন্তর প্রদেশে ব'সে সব দেখ্‌চেন, সেই জগদ্‌গুরুই এ কথা ব'লেছেন। বোধ হয় তাঁ'র কৃপা লাভ কর্‌বার সময় এসেছে। মহারাজ, আর উপেক্ষা কর্‌বেন না।"

প্রতাপ। "মহেশ্বর, বাপু, তুমি যে শক্তি বলে সব কথা জান্‌তে পার সে শক্তি অতি

অদ্ভুত। আমি যে গায়ত্রী জপ করি না, এ কথা বোধ হয় আমার পত্নীও জানেন না—কিন্তু তুমি জান—সুতরাং আমি এত দিন লোকের অজ্ঞাতসারে যা' কর্‌চি সকলি জান। কিন্তু, আমি অনেক দূর এগিয়েছি, তা' থেকে ফেরবার উপায় কি বল দেখি ?”

মহেশ্বর। “উপায়, ভগবান ! আপনি যা' করেছেন তা' আপনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-কর্ম্মফলে কর্‌তে বাধ্য। যে সব আয়োজন করেছেন, তাও নিষ্প্রয়োজনে করেন নাই। এই সমুদায়ের প্রয়োজন—আপনার শিক্ষা—কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। আপনিও ঠেকেই শিখ্‌বেন, তা'রই আয়োজন কর্‌ছেন। কিছু ভাব্‌বেন না,—ভগবানকে আশ্রয় করুন সব ঠিক হ'য়ে যা'বে।”

প্রতাপ। “মহেশ্বর, অনেক পাপ ক'রেছি, এখনও কর্‌চি, সকলি ত তুমি জান—ভগবান কি আমায় কৃপা কর্‌বেন ?”

মহেশ্বর। “পাপ ক'রেছেন ?—আপনি মানুষ, তা'ই পাপ ক'রেছেন ?—অনেক সাধনে মানুষ পাপ পুণ্যের অতীত হ'তে পারে যতদিন মানুষ মানুষ থাক্‌বে, তা'তে পাপ পুণ্য দুইই থাক্‌বে। ক্রমে চেষ্টা দ্বারা ভগবৎ কৃপায় ঐ দুইই দূর হ'বে।—সুতরাং ভাববেন না। যত দূর এগিয়েছেন ঐ পর্য্যন্ত থাক—যা ফল হ'বার হ'ক—যা তাঁ'র ইচ্ছা হ'ক—এবার থেকে একটু সংযত হ'তে চেষ্টা করুন। মনে রাখুন তাঁ'র অজ্ঞাত কিছুই নাই। সুতরাং আমার মত অধম কিঙ্করেরও সে সব অজ্ঞাত নয় কারণ তিনিই আমায় সব দেখিয়ে দিচ্চেন। তিনিই আমায় এখানে এনেছেন। উদ্দেশ্য আপনার মঙ্গল-সাধন।—মহারাজ, গোপনে ভৈরবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যে কার্য্য সাধনের উদ্যোগ করেছেন, তা' যদি সিদ্ধ হয়, তা'তে আপনার প্রতাপনগর স্থাপনের সহায়তা হ'বে কি ? সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ স্বামীর আশ্রয়ে যে সংসার লালিত, সে সংসারের অতি ক্ষুদ্রতম অংশও ভগবৎ-কৃপা-ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। বলেও হ'বে না, ছলেও হ'বে না—এক মাত্র ভিক্ষা বই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হ'বার অন্য উপায় নাই। ভাল, আমিই আপনার জন্য ভিক্ষা ক'র্‌বো।”

প্রতাপ। “চাইলে দেবে ?—অসম্ভব।”

মহেশ্বর। “তাঁ'র কৃপায় সকলি সম্ভব। অচিরে দেখ্‌তে পাবেন।”

বিংশ পরিচ্ছেদ।

“অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥”

অপরাহ্ন কাল। তপনদেব অস্তাচলে গমনোন্মুখ। তিনি পশ্চিমাকাশে, রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া বিরাজিত। শ্যামসুন্দর, সত্যেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছেন।

সত্যেন্দ্র। “কাকাবাবু, জগন্নাথপুরের পূর্ব্ব ধারে যে কাটা খাল আছে, তা'র স্রোত ক্রমে গিয়ে কালীনগরের গড়ের ভিতর এত জোর হ'লো কেন ?”

শ্যাম। "বাবা, ভগবানের নিয়মই এই তিনি এক দিক ভাঙ্গেন, আর একদিক গড়েন। তাঁ'র যখন যা'রে বড় করবার দরকার হয়, তা'কেই বড় করেন; সঙ্গে সঙ্গে যে অতিদর্পে অন্ধ হ'য়ে, নিজের স্বরূপ না ভেবে আরও বড় হ'তে চা'চ্চে, তা'র দর্প চূর্ণ ক'রে তা'রে ছোট করেন। ঐ কাটা খালটা, চারি দিকের পাড় ভেঙ্গে আপনি বড় হ'য়ে গঙ্গার চেয়েও প্রশস্ত হ'বার চেষ্টায় ছিল, তাই আজ ওর ওই দশা। আর তোমাদের এই কালীনগরের গড়, অতি হীন প্রাণীর ন্যায় একটি ধারে চুপ ক'রে প'ড়েছিল। ভগবানের কৃপায় সে এবার বোধ হয় বড় হ'বে। এ জগতে কোন ঘটনাই নিরর্থক নয়। ভাঙ্গা গড়া সবই তাঁ'র খেলা।

সত্যেন্দ্র। তা ত বুঝ্‌লাম, কিন্তু কেমন করে এ রকম জোর হ'ল?"

শ্যাম। পুনঃ পুনঃ পাড় ধ'সে পড়ে, খালের ভিতর অনেক মাটি জমেছে, সে মাটি এসে গঙ্গার মুখে প'ড়েছে তাই ওর স্রোত গেছে, দিনকতক পরে ওটা ধানজমি হ'য়ে যা'বে। আর যে জলটা ও পথে যা'চ্ছিল, উপস্থিত অন্য পথের অভাবে এখন তোমাদের গড়ে ঢুকেছে। এইরূপ ভাবে চল্‌তে চল্‌তে হয় ত গঙ্গার স্রোতটা ফিরে যেতে পারে। তুমি একটু এখানে দাঁড়িয়ে গড়ের স্রোত দেখ, আমি একবার বাজারে থেকে আসি। আর কোথাও যেও না। আমি ফিরে এসে তোমায় সঙ্গে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে যাব।"

সত্যেন্দ্র সেই খানে রহিলেন। গড়ের ধারে গঙ্গার পাশে বরাবর একটু-পাঁচিলের মত গাথা। নিতান্ত উচ্চও নয়, অপ্রশস্তও নয়। উপর দিয়ে একজন লোক অনায়াসে চলে যেতে পারে। সত্যেন্দ্র, তাহারি উপর বসিয়া স্রোত দেখিতে লাগিলেন। গড় প্রায় আট নয় হাত প্রশস্ত. দুই পার্শ্বেই ইষ্টক দ্বারা ঐরূপ বাঁধ প্রস্তুত করা আছে। এক পার্শ্বে কালী-নগরের রাস্তা অপর পার্শ্বে জঙ্গল। গড় যেখানে গঙ্গায় মিলিয়াছে, সেই খানে গড়ের উপর একটি সেতু। বড় রাস্তা সেই সেতুর উপর দিয়া জগন্নাথপুরের পার্শ্ব দিয়া, কাটাখালের উপরিস্থিত সেতু পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। গড়ের সেতু হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে জগত্তারিণীর মন্দির ও ঘাট। এই অর্দ্ধ ক্রোশের অধিকাংশই জঙ্গলে পূর্ণ।

সত্যেন্দ্র একমনে স্রোত দেখিতেছেন। ক্রমে সূর্য্য অদৃশ্য হইলেন। সন্ধ্যা হইল। দুই একটি করিয়া আকাশে নক্ষত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে সেই জঙ্গল হইতে চারিজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি আসিয়া, সত্যেন্দ্রের মুখ বাঁধিয়া, তাঁহাকে সেই জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেল। তখন সে পথে লোক ছিল না, কাজেই এ ঘটনা কেহই দেখিতে পাইল না।

অল্পক্ষণ পরে, শ্যামসুন্দর আসিয়া, দেখি-লেন সত্যেন্দ্র নাই। মনে করিলেন, সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া বাড়ীতে গিয়াছে। তাই তিনিও বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

কা'র জিনিস, কে লয় ?

একদিন কর্ম্মস্থান হইতে বাটিতে আসিয়া দেখিলাম আমার একটি প্রিয় জিনিস কে লইয়াছে। বুঝিলাম ইহা অমুক আত্মীয়েরই কাজ। ইহাতে আমার নীচের-ধাপের-ব্যক্তিটি বড়ই চটিয়া গেল - ক্রোধে ও ক্ষোভে গর্জ্জন করিয়া বলিল "এ বড় মজার কথা! কা'র জিনিস, কে লয়? একবার জিজ্ঞাসা করাও নাই! যেন তা'র নিজের ধন!! এতে সংসার চলে? না, সমাজ থাকে? বর্ব্বরোচিত এই স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করিবার জন্যই সভ্যসমাজে আইন কানুনের সৃষ্টি!"

ইহার তুমুল বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে উপর-ধাপের-ব্যক্তিটি আস্তে আস্তে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ সে এরূপ নীরব ও নিস্পন্দ ছিল, যে নীচের-ধাপের-ব্যক্তি জানিতেও পারে নাই যে তাহার উপর একজন আছে। যাহা হউক, সে এখন চাপ করিল, উপরের ধাপের-ব্যক্তি বলিতে লাগিল "ভায়া যে বড়ই গরম দেখ্‌ছি? বলি, তোমার আবার জিনিস কি হে? হাঃ হাঃ হাঃ! কা'র জিনিস? কেবা লয়? শুষ্ক নদীগর্ব্ভে হুড় হুড় করিয়া পাহাড় হইতে জল নামিল। লক্ষ লক্ষ জীব জন্তু যথেচ্ছভাবে ঐ শীতলবারি পান করিল—হুড় হুড় হুড় করে ছাপাইয়া উঠিল—তীরস্থ ভূভাগ প্লাবিত ও শস্য-শ্যামল হইল—সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্ত মানব বাঁচিয়া গেল—হুড় হুড় হুড় কতক জল ভূমিগর্ব্ভে প্রবেশ করিল ও বারিশূন্য উষরদেশে উৎসরূপে আবির্ভূত হইয়া শত শত পথিকের প্রাণরক্ষা করিল—আবার কতক সমুদ্রে চলিল—কতক বাষ্প হইল—বাষ্প হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে আবার নদীগর্ব্ভপূর্ণ! এই আসা যাওয়া অনন্ত কাল চলিতেছে। বলি, নদীগর্ব্ভ কি এই স্বতঃপ্রবৃত্ত আগন্তুক জলরাশিকে "আমার" বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে? যিনি দিতেছেন, তিনিই নিতেছেন। নদীগর্ব্ভ একটি আধার মাত্র। তোমার নিকট যতক্ষণ থাকে, মোহবশে তুমি ভাব "ইহা আমি অর্জ্জন করিয়াছি ইহা আমার—অপরের ইহাতে অধিকার নাই।" কিন্তু প্রকৃত কথা কি জান? যা'র জিনিস, সেই লয়। ইহা শুনিয়া, নীচের-ধাপের ব্যক্তি একটু লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া ক্ষণকালের জন্য মুখ লুকাইল।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী B. A.

পিঞ্জরের পাখী।

আমি যে গৃহস্থের একজন লেখক সে কথাটা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই অনেকদিন কোনও প্রবন্ধ লেখা হয় নি। সম্পাদক মহাশয়ের তাগিদ পেয়ে ভাব্‌লাম, তাই ত!—লিখ্‌তে হ'বে?—সর্ব্বনাশ!—কি লিখ্‌বো? এ পৃথিবীতে লোকে লিখ্‌তে কি আর কিছু বাকী রেখেছে যে লিখ্‌বো। মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় যতদূর হ'তে পারে,

তা ত সবই লেখা হ'য়েছে। এখন উপায় কি? কি লিখি? এই কথা ভাবতে ভাবতে অসহায়ের পরম সহায়—নিরবলম্বনের প্রধান অবলম্বন—নিঃস্বম্বলের হৃদয়-রঞ্জিকা শ্রীশ্রীমতী শ্রীগঞ্জিকাদেবীর চরণে শরণ গ্রহণ করলাম। চারিদিক পূজাবাটির চণ্ডীমণ্ডপের মত ধূমে পূর্ণ হ'লো। তখন মনে হ'লো একটা নির্জ্জন স্থান না হ'লে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হ'বে না? কোথায় যাই? হঠাৎ বাবুদের বাগানের দিকে নজর পড়লো। দেখ্‌লাম্ বাগানের মাঝে সুন্দর জালে ঘেরা একটা মস্তবড় ঘরের ভিতর কতকগুলি সুন্দর সুন্দর গাছপালার মধ্যে পাখিরা উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে। এ বাগানটি কিম্বা এ ঘরটি যে আজ নূতন দেখ্‌লাম্ তা নয়। এটা জন্মজন্মান্তর পর্য্যন্তই দেখে আস্‌ছি। তাঁ'র এ চিড়িয়াখানাটা বড়ই সুন্দর! আমার দেখ্‌তে বড় ভাল লাগে।

শ্রীযুক্ত মালীকে অনুসন্ধান ক'রে ধর্‌লাম। তাঁ'র কাছে আর্জ্জি পেস্ ক'র্‌লাম্—আজ একবার ঐ বড় পিঁজ্‌রাটার মধ্যে আমায় পূরে দাও। মালী আমায় ভালরকম চেনে। বিশেষতঃ তা'র মালিনী না থাকায় সুতরাং সন্তানসন্ততি প্রভৃতি ভালবাসার জিনিসের অত্যন্তাভাবনিবন্ধন, তা'র সম্পূর্ণ ভালবাসাটা আমার উপরই প'ড়েছিল। সে আমায় এত ভালবাস্‌তো যে বাগানের ভাল ভাল ফল পাকিয়ে আমায় খাওয়াত।

শ্রীযুক্ত মালীর কৃপায় আমি পিঞ্জরমধ্যগত হ'য়ে একটি গাছের তলায় বস্‌লাম। তখন নেশাটি বেশ জমে আস্‌ছে। হঠাৎ মনে হ'লো, যদি পাখিদের কথা বুঝ্‌তে পার্‌তাম, তা'হ'লে গৃহস্থের জন্য একটা প্রবন্ধ লেখা সহজ হ'তো। মনুষ্যজগতে ত লেখ্‌বার আর কিছুই বাকি নাই। পক্ষিজগতে বোধ হয় অনেক থাক্‌তে পারে।

এই কথা ভাব্‌ছি, এমন সময়ে শ্রীমতীর কৃপায় দিব্যকর্ণের বিকাশ হ'লো। শুন্‌লাম—আমার মাথার উপর গাছের ডালে ব'সে দু'টি পাখী কথোপকথন করুচে। একজন বল্লে "হায়, এমন ক'রে পিঞ্জরাবদ্ধ হ'য়ে থাকা বড় কষ্ট! আমি অষ্ট্রেলিয়াদেশে জন্মে ছিলাম, যখন সেখানে ছিলাম, কেমন সুখে সুনীল গগনে উড়ে বেড়াতাম। হায়! দুর্দ্দান্ত মানব নিজের প্রয়োজনে আমায় পত্নীপুত্র প্রভৃতি পরিজন হ'তে বিচ্যুত ক'রে, এত দূরদেশে এনে ফেলেছে। আর কি আমায় ছেড়ে দেবে? আবার কি তেমনি ক'রে প্রিয়ার সঙ্গে রঙ্গে গগনাঙ্গনে বিচরণ কর্‌তে পা'ব?

আর একটি পাখী বল্‌লে "সে আশা দুরাশা! তবে এত দুঃখের মধ্যেও সুখ এই, আমাদের পায়ে শৃঙ্খল নাই, আর পিঞ্জরটি বেশ সুপ্রশস্ত—বেশ সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ লতাতে পূর্ণ! এর মধ্যেও সচ্ছন্দে ওড়া যায়।"

"পিঞ্জর সুবর্ণনির্ম্মিত হ'লেও সে পিঞ্জর! ভেবে দেখ দেখি ভাই, এই নব-বসন্ত-সমাগমে আমরা প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে, বৃক্ষশাখে কেমন সুন্দর নীড় নির্ম্মাণ ক'রে তা'তে সুখে বাস কর্‌তাম্! কেমন দু'টিতে মনের সুখে সুনীল গগনকোলে যথেচ্ছ উড়ে বেড়াতাম! তখন সুখে, মুখে মধুর গান আস্‌তো—কিন্তু এখন কেবল রোদনই সম্বল হ'য়েছে!"

"ভাই, কেঁদো না। আমার বিবেচনায় উপস্থিত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই ভাল। সন্তোষ ব্যতীত সুখ নাই। আচ্ছা ভাই, ও রকম না ভেবে, আর এক রকম ভাব না কেন?"

"কি রকম? যা সত্য, তা ছেড়ে মিথ্যা ভাব্‌বো কেমন ক'রে?"

"ভাল, তোমার সত্যটা কি? একবার বল দেখি শুনি।"

"সত্য এই—বেশ সুখে ছিলাম। যথা ইচ্ছা বেড়াতে পার্‌তাম। এই মানবজাতি পশুপক্ষিগণের চিরশত্রু—তাই এরা আমাদিগের সেই সুখের স্বাধীনতা হরণ ক'রে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে রেখেছে। এখন আর তখনকার মত ক্ষুধা পেলেই গাছের সুমিষ্ট ফল খেতে পাই নে। তৃষ্ণার সময় নির্ঝরিণীর সুমধুর জলে তৃষা শান্তি কর্‌তে পারিনে। তখন ছিলাম স্বাধীন, এখন আমরা পরাধীন।"

"আমি বলি, ও রকম না ভেবে এই রকম ভাব না কেন। যিনি আমাদের এই পিঞ্জরে এনে রেখেছেন, তিনি আমাদের বড় ভালবাসেন ব'লে, আমাদের চাকরের মত, আমরা কিসে সুখে থাক্‌বো, সেই চিন্তাতেই অহর্নিশি ব্যস্ত আছেন। আমি যে কথা বল্‌লাম তা বড় মিথ্যা নয়, দেখ না ভোর না হ'তেই একজন আমাদের পিঞ্জরের ভিতর বাহির পরিষ্কার করে গেল। আর একজন এসে কত সুস্বাদু শস্য ছাড়িয়ে দিলে। তা'রপর সুপক্ক ফল তাও ত এখানে গাছে গাছে আছে—এখানেও ত প্রস্রবণে সুমধুর জল আছে—এ সকলই'ত তিনি আমাদের সুখের জন্য ক'রে রেখেছেন। অভাব কিসের? —তুমি বল্‌ছিলে বাইরে স্বাধীন ছিলে, অভাব ছিল না?—সেটা তোমার মস্ত ভুল। যখন অজন্মা হ'তো, তখন ত ভাই গাছে ফল পেতে না? অনাবৃষ্টি হ'লে জলের জন্য ত দূরদেশে যেতে হ'ত? এখানে তাঁ'র চাকরেরা প্রত্যহ আমাদের খাবার যোগাচ্ছে। এ কি কম সচ্ছন্দ? ভাই হে! মনে সন্তোষ না থাক্‌লে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পেলেও সুখ নাই—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডটাও একটা পিঞ্জর।—প্রভেদ সে পিঞ্জরটা এর চেয়ে বড়—এটি তা'র চেয়ে ক্ষুদ্র!"

কথাগুলো শুনে মনে কর্‌লাম—পাখিদের মধ্যেও বড় বড় দার্শনিক আছে। এ'ত ঠিক কথাই ব'লেছে যে পর্যান্ত জুর্বার ইন্দ্রিয় গ্রামের অধীন থাকা যায় সে পর্য্যন্ত স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় করা বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নয়! স্বাধীন কি না স্ব+অধীন আপনার অধীন—স্ব কে?—স্ব সে বই আর কে হ'তে পারে—সেই সচ্চিদানন্দ হরির অধীন না হ'লে, কেউ স্বাধীন বলে পরিচয় দেবার অধিকারী হতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণের অধীনতাই পরাধীনতা। প্রাণেশ্বরের পদে প্রাণ সঁপে দেওয়াই যথার্থ স্বাধীনতা। মানব যতদিন, আত্মস্বরূপ ভুলে থাকে ততদিন সে পিঞ্জরাবদ্ধ। যখন সে আপনাকে কৃষ্ণদাস বলে জান্‌তে পার্‌বে তখন সে আর পিঞ্জরের পাখি নয় সে মুক্ত।

আপনাদের

শ্রীপাগল।

কুম্ভলগ্ন—AQURIUS (THE WATER-BEARER)

যৌবনে জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা সময়ে পড়িয়াছিলাম,—

"কুম্ভোদয়ো ন শস্তো জন্মবিধৌ সত্যভাষিতে দৃষ্টঃ।
যবনৈর্নর্গোঽপি তথাসৌ চাণক্যো বদতি নো বর্গঃ॥"

সত্যাচার্য্য বলেন, জন্মবিষয়ে কুম্ভলগ্ন প্রশস্ত নহে। যবনাচার্য্য বলেন, কুম্ভলগ্নের ষড়্বর্গে জন্মও ভাল নয়। চাণক্যের মতে কেবল কুম্ভলগ্নই মন্দ, কুম্ভের ষড়্বর্গ নিন্দনীয় নহে।

পড়িয়াছিলাম এই লগ্নে অতি নিন্দনীয় জনগণই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু পরে দেখিলাম এই বাক্য ঠিক নহে। শুধু কুম্ভলগ্ন কেন সকল লগ্নেরই চতুর্বিধ অবস্থা আছে। অবস্থাভেদে সকল লগ্নেই ভাল মন্দ লোক জন্মিতে পারে। কিন্তু সে সকল কথা সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সত্যাচার্য্যই বলিয়াছেন, "একাদশে বিলগ্নে স্তব্ধঃ ক্রূরঃ কুলাগ্রজঃ পুরুষঃ।" স্তব্ধঃ ক্রূরঃ মন্দ হইলেও কুলাগ্রজ নিশ্চয়ই মন্দ নহে। পরাশর বলেন—

"কুম্ভাখ্য কারকাংশে চ তড়াগাদীনি কারয়েৎ।
কীর্ত্তিমান্ ধর্ম্মবান্ সোঽপি জায়তে দ্বিজসত্তম॥"

সুতরাং কুম্ভলগ্নের ফল যে সর্ব্বদাই অশিবদদায়ক এরূপ বিবেচনা করিবার কোনও কারণ নাই। কুম্ভের ভিন্ন ভিন্ন বর্গের ফল যে ভিন্নবিধ তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সকল লগ্নেরই বর্গভেদে ফলভেদ হইয়া থাকে। পরাশর বলিয়াছেন—

"লগ্নে দেহস্য বিজ্ঞানং হোরায়াং সম্পদাদিকম্।
দ্রেক্কাণে ভ্রাতৃজং সৌখ্যং তুর্য্যাংশে ভাগ্যচিন্তনং॥
পুত্রপৌত্রাদিকানাং বৈ চিন্তনং সপ্তমাংশকে।
নবাংশে তু কলত্রাণাং দশমাংশে মহৎ ফলং॥
দ্বাদশাংশে তথা পিত্রোশ্চিন্তনং ষোড়শাংশকে।
সুখাসুখস্য বিজ্ঞানং বাহনানাং তথৈবচ॥
উপাসনায়া বিজ্ঞানং সাধ্যং বিংশতি-ভাগকে।
বিদ্যায়া বেদবাহ্বংশে ভাংশেচৈব বলাবলম্॥
ত্রিংশাংশকে রিষ্টফলং খবেদাংশে শুভাশুভম্।
অক্ষবেদাংশভাগে চ ষষ্ট্যংশেঽখিলমীক্ষয়েৎ॥"

এই ষোড়শবর্গের মধ্যে, জ্যোতিষপ্রসঙ্গ-সঙ্কলন-কর্ত্তা কেবল সপ্তবর্গনির্ণয় প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অবশিষ্ট নববর্গনিরূপণ-পদ্ধতি ও তৎসংখ্যা উল্লিখিত বিষয়নিচয়-নিরূপণপ্রণালী সম্ভবতঃ অচিরেই লিপিবদ্ধ করিবেন, সে কারণ এ প্রবন্ধে সে বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধ বাহুল্য করিলাম না। সাধারণ জ্যোতিষগ্রন্থের ষড়্বর্গের ফল লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাইবেন, সর্ব্বত্র কুম্ভের ফল মন্দ নহে।

শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি, এই রাশি সমুদায়ের চতুর্বিধ অবস্থা-ভেদ আছে। প্রথম পৃথিবীকে কেন্দ্র করিলে যেরূপ দেখায় সেইরূপ রাশিচক্র, ইহারই আবার দুই ভেদ, সায়ন ও নিরয়ন। তৃতীয় সূর্য্যকে কেন্দ্র করিলে যেরূপ অনুভূত হয়। চতুর্থ চন্দ্রকে কেন্দ্র করিলে যেরূপ অনুভূত হয়। এই চতুর্বিধ অবস্থা বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল। প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে, বিশেষতঃ চিত্র ব্যতীত সুস্পষ্ট বুঝান যাইবে না বলিয়া এখানে বিরত রহিলাম।

যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি তাহাতে কুম্ভলগ্নকে উত্তম লগ্ন বলিয়াই বুঝিয়াছি। এই রাশিটি, স্থিররাশি, এবং বায়ুরাশি। সুতরাং এই লগ্নজাত ব্যক্তি পূর্ণ-বিকাশ প্রাপ্ত হইলে স্থির-প্রকৃতি ও সত্ত্বগুণপ্রধান হইবার কথা। এই লগ্নজাত ব্যক্তি, ইহার বিশেষ বিশেষ অংশে, জন্ম-বশে মনস্থৈর্য্য লাভ পূর্ব্বক পরম-যোগী হইবার অধিকারী হইয়া থাকেন। অবশ্য গ্রহসংস্থানও অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন।

এই লগ্নের পূর্ণ-বিকচিত মানব সচরাচর দৃষ্ট হয়েন না। বিশেষতঃ এই লগ্ন, কালপুরুষের জঘনসূচক বলিয়া, এই লগ্নে বা রাশিতে

জাত ব্যক্তির কাম-প্রবৃত্তির প্রাবল্য থাকে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে স্বায়ত্ত করিতে না পারিলে, ঐ প্রবৃত্তিই তাঁহার অধঃপতনের হেতু হয়, এই জন্যই পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই লগ্নকে জঘন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাঁহারা উপযুক্ত গুরু-সন্নিধানে জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট ফলনিচয় অধিকাংশ স্থলে অভ্রান্তরূপে মিলিলেও, ইহার কিছুই অবশ্যম্ভাবী নহে। উপযুক্ত উপায়ে বল সংগ্রহ পূর্ব্বক, সমুদায় ফলই এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও অতিক্রম করা যাইতে পারে। কিন্তু সামান্য কার্য্যোদ্ধারের জন্যেও পাশব-বল কোনও কার্য্যের নহে। যাঁহারা পাশব-বলকে পুরুষকার বলিয়া, সেই পুরুষকারের সাহায্যে সর্ব্বদা কৃতকার্য্য হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে অধিকাংশ স্থলেই বিফল প্রযত্ন হইয়া মনঃকষ্ট সহ্য করিতে হয়। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হইয়া, কর্ত্তব্যমাত্রেই সেই বিশ্বেশ্বরের প্রয়োজন দর্শনপূর্ব্বক তাঁহারই বলে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যত্ন করেন, তাঁহারাই যথার্থ পুরুষকারের আশ্রয় করিয়া, এই সমস্ত গ্রহনির্দ্দিষ্ট বিপদ-সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। তাই শাস্ত্রকার বলেন,—

"দ্রব্যে গোষ্ঠেষু ভৃত্যেষু সুহৃৎসু স্বজনেষু চ।
ভার্য্যায়াঞ্চ গ্রহে দুষ্টে ভয়ং পুণ্যক্ষয়ে নৃণাম্॥
আত্মন্যথাল্পপুণ্যানাং সর্ব্বত্রৈবাতিপাপিনাম্।
ন কুত্রাপি হৃপাপানাং নরাণাং জায়তে ভয়ম্॥

সুতরাং শ্রীগুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক অপাপ হইবার যত্ন করিলে ক্রমেই গ্রহপীড়াদি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত—

"অহিংসকস্য দান্তস্য ধর্ম্মার্জ্জিতধনস্য চ।
নিত্যঞ্চ নিয়মস্থস্য সদানুগ্রহিকা গ্রহাঃ॥"

তাই সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য ফলিত জ্যোতির্বিদাচার্য্য Alan Leo তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন "Character is Destiny"। এই কথা অতি সার সত্য।

যে সকল শিশু কুলগ্নে জন্ম গ্রহণ করিবে (প্রতিকূল গ্রহের প্রতিকারের সুব্যবস্থা পূর্ব্বক) তাহাদিগকে শৈশব হইতেই আধ্যাত্ম-পথে পরিচালিত করিতে হইবে। সত্ত্বগুণ-বর্দ্ধক অন্নপানাদি দ্বারা তাহাদের দেহাদির পুষ্টিসাধন করিতে হইবেক। আর নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির উত্তেজক দৃশ্যাদি যাহাতে তাহাদের নেত্রপথে এমন কি শৈশব সময়েও পতিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবেক। এরূপ করিলে, সেই শিশু ক্রমে স্বাধীন (স্ব = আত্মা = অধীন) হইয়া যথার্থ মানব নামের অধিকারী হইবে সন্দেহ নাই। কারণ—

"দেবব্রাহ্মণবন্দনাদ্ গুরুবচঃসম্পাদনাৎ প্রত্যহং
সাধূনামভিভাষণাচ্ছ্রুতিরবঃ-শ্রেয়ঃকথাকীর্ত্তনাৎ।
হোমাদধ্বরদর্শনাচ্ছুচিমনোভাবাজ্জপাদ্দানতঃ
নো কুর্ব্বন্তি কদাচিদেব পুরুষস্যৈবং গ্রহাঃ পীড়নম্॥

এইরূপ স্বাধীন মানবের ইচ্ছাশক্তির বল প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। তিনি স্বাধীন ভাবে জগতের হিতব্রতে দীক্ষিত হন। তিনি নিরন্তর জ্ঞানবারিপূর্ণ-কুম্ভ লইয়া নিঃশেষে জীবগণকে প্রদান করেন। তাহাতে কাপট্যের লেশমাত্রও থাকে না, তিনি সদাই পরের কাজে ব্যস্ত। সদাই স্বার্থশূন্য। দেহের দেহী তাঁহাকে সর্ব্বদা পরিচালিত করেন, কারণ ভিতরের আদেশ ব্যতীত কোন কাজেই তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। শিল্প, বিজ্ঞান ও

সাহিত্য বিষয়ে, এই লগ্নজাত ব্যক্তি মাত্রেরই অল্পাধিক আনুরক্তি থাকে। বুধের অবস্থা-ভেদে ঐ তারতম্য হয়। সচরাচর এই লগ্ন-জাত ব্যক্তি বক্তা, লেখক, অভিনেতা, সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞ, এবং দর্শনশাস্ত্রের সারগ্রাহী হইয়া থাকেন। এই লগ্নজাতগণ পত্নীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেমযুক্ত হইবার কথা। তাঁহারা নির্জনবাসের বড়ই পক্ষপাতী, তাঁহাদের প্রকৃতি সরল, ও দয়াবান, এবং প্রায় সকল বিষয়ে দক্ষতা সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ইঁহারা বন্ধুজনের সহস্র অপরাধ সহ্য করিয়া তাহাদের প্রতি অটল প্রীতিযুক্ত থাকেন। ইঁহাদের সহ্য-গুণ অত্যন্ত অধিক। তবে লগ্নটি মঙ্গল দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে, জাতক অল্পাধিক উদ্ধত-প্রকৃতি হন। চন্দ্র বিশেষরূপে দুর্ব্বল না হইলে, এই লগ্নজাতগণের ইচ্ছাশক্তির বল অত্যন্ত অধিক হয়। তাঁহারা যে কাজ ধরিবেন তাহার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করিয়া নিবৃত্ত হইবার পাত্র নহেন। যত বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয়, ততই যেন তাঁহাদের উদ্যম বৃদ্ধি হয়। এই লগ্নজাত ব্যক্তি নির্জনপ্রিয় হইলেও, মানবদ্বেষী নহেন। লোকসমাজে, তাঁহারা সদানন্দপূর্ণ হইয়া থাকেন, এমন কি পরকৃতপীড়নও সহাস্যবদনে সহ্য করিয়া থাকেন। এই লগ্নজাতগণ কদাপি শ্রম-কাতর হয়েন না। কিন্তু শ্রমের অনুরূপ অর্থ বা সম্মানলাভ প্রায়ই তাঁহাদের ঘটে না। তথাপি তাঁহারা সে জন্য ক্ষুব্ধ নহেন। এই লগ্নজাত ব্যক্তিগণ সচরাচর একাধিক উপায়ে অর্থ-উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। কুম্ভ লগ্নে যাঁহাদের জন্ম, তাঁহাদের সন্তান হইতে সুখী হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। বিশেষ যদি শনি পঞ্চম সন্নিহিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তান হইতে অসচ্ছন্দই ঘটে। এই লগ্ন জাত ব্যক্তির রক্তবাতপীড়া, অজীর্ণ প্রভৃতি উদর-পীড়া ও বাত প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক পীড়া হয়। প্রায়শঃ অল্প বয়সেই তাঁহাদের বিবাহ হয়, এবং স্ত্রীজাতকের পক্ষে স্বামী ও পুরুষের পক্ষে পত্নী-উচ্চবংশজাত হইয়া থাকেন।

একটি উদাহরণদ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু কুম্ভ লগ্ন-জাত কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম-পত্র আমার নিকট নাই। গৃহস্থের ১৩১৬ সালের, ফাল্গুন সংখ্যায় দু'টি রাশিচক্র আছে। উভয় চক্রেই কুম্ভলগ্ন বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। দ্বিতীয়টি স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের। উক্ত কবিবরের একখানি জন্মকুণ্ডলী আমার নিকট রহিয়াছে, তাহার সহিত এ চক্রটি মিলে না। যাহা হউক গৃহস্থে যে চক্র দেওয়া আছে তদনুসারে তাহার সমস্ত জীবনের ঘটনা আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি। উহা প্রস্তুত হইলে, গৃহস্থে প্রকাশ জন্য দিব। এক্ষণে প্রথমটি সম্বন্ধে আমি যেরূপ ফল পাইয়াছি তাহা লিখিলাম। ঐ চক্রটি-সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে উহা জ্যোতির্বিশারদ মহাশয়ের বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু আমার বোধ হয় উহা আর কারও। কেন না কুম্ভের তেইশ অংশ লগ্ন করিয়া যেরূপ ফল পাই, তাহাতে ঐ চক্র যাঁহার তিনি আজিও জীবিত থাকা সম্ভব বোধ করি না। কারণ দুইটি প্রবল মৃত্যুযোগ পাইয়াছি।* তাহা অতিক্রম করা সম্ভব বলিয়া

---

* কোষ্ঠী জ্যোতির্বিশারদ মহাশয়েরই বটে, কথিত দুইটি মৃত্যুযোগ, তিনি অতিক্রম করিয়াছেন। দুই বারই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। —গৃহস্থ সম্পাদক।

বোধ হয় না। যাই হউক ঐ চক্র যাঁহার তিনি ১৩ অংশ সন্নিহিত তিনটি (৪৫, ৪৬ ও ৪৭) ষষ্ট্যংশের প্রকৃতি পাইবার অধিকারী। বিশেষ রাহু ঐ ষষ্ট্যংশের ফল বৃহস্পতির সাহায্যে প্রবল করিতেছেন। যিনি তাঁহাকে জানেন উল্লিখিত ফলগুলি মিলাইয়া দেখিলে জ্যোতিষের ফল প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

শ্রীমহেশ্বর জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য।

প্রকৃত বন্ধু।

নির্ম্মেঘ সুনীলাকাশে হাসে নিশাপতি
কৌমুদী-সুষমা-হারে হাসি'ছে প্রকৃতি।
সে হাসির কলধ্বনি
বক্ষে ল'য়ে স্রোতস্বিনী
ছুটিয়া চলেছে এক অজানিত দেশে।
পূর্ণচন্দ্র শতখণ্ড চলোর্ম্মি পরশে।

২

তটিনীর তীরে শোভে সুরম্য উদ্যান।
অদূরে প্রাসাদ, রাজভবন সমান।
শস্প-পুষ্প সুশোভিত
তরুলতা সুবেষ্টিত
সুসজ্জিত উপবনে যুবক সুন্দর
হেরি'ছে প্রকৃতি-শোভা প্রফুল্ল-অন্তর॥

৩

হেন কালে এক জন আসিয়া পিছনে
ডাকিল—"সুন্দর! আজি কি দেখ স্বপনে?
সুখের অমরাবতী;
তুমি তা'র অধিপতি;
ত্রিদিব অপ্সরাগণ লুটায় চরণে।
স্বপ্নে বুঝি মত্ত আছ প্রেম-আলাপনে?"

৪

চমকি' কহিলা যুবা "কোথায় অমরা?
অমরার সাজ আজি পরিয়াছে ধরা
নির্ম্মল জোছনারাশি
পত্র পুষ্প হ'তে আসি'
ধরণীর বুক বেয়ে পড়ি'ছে ঝরিয়া।
তটিনী পাতিয়া দেছে নিরমল হিয়া॥

৫

একমনে পূর্ণপ্রাণে ছিনু নিমগন
তাইতে এসেছ তুমি জানি না কখন!
এই দ্বিপহর রাতে
এলে সখা কোথা হ'তে?
এতক্ষণ ব্যতিব্যস্ত ছিলে কোন কাজে?
এখনো যে স্বেদবিন্দু ললাটে-বিরাজে!

৬

কহিল সুমতি, হেরি শোভা প্রকৃতির,
আমার এ ক্ষুদ্র মন হয় না'ক স্থির;
দরিদ্র দীনের মাঝে,
দরিদ্র দীনের সাজে
অশ্রু-স্বেদ-ক্লান্তি ল'য়ে থাকি দিবানিশি।
ব্যথায় ব্যথিত হ'তে বড় ভালবাসি॥

৭

ধরণী-অন্তরে সদা অস্ফুট বেদনা—
বিস্তীর্ণ পাদপে যথা নির্ব্বাক্ চেতনা—
দুঃখির নয়নজল-
বর্দ্ধিত এ শস্পদল;

দরিদ্রের স্বেদবারি উদ্ভবা এ নদী।
ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি গায় নিরবধি ॥

৮

সতত অভাব দুঃখ ধরণীর বুকে।
প্রকৃতির শোভারাশি হেরিবে কি চোখে?
সকলি নশ্বর ভাই,
দুঃখের বিনাশ নাই—
ওই দেখ আসে মেঘ গ্রাসিতে জোছনা—
দুঃখীর অদৃষ্ট অঙ্ক কিছুতে মোছে না॥"

৯

কহিল সুন্দর "তব এত নীচ মন,
স্বেচ্ছায় নরকমাঝে কর বিচরণ!
প্রকৃতির এত হাসি
এ চারু সুষমারাশি
এর চেয়ে লাগে ভাল দারিদ্র্য-ক্রন্দন?
দরিদ্রতা পৃথিবীর ঘৃণ্য আবরণ॥

১০

সুখী নর এ জগতে দেবতা বিশেষ।
সামান্য মানব সাথে প্রভেদ অশেষ॥
সেবিতে সুখীর পদ
জন্মিয়াছে দুঃখী যত
কীট পতঙ্গের প্রায় আসে যায় সবে।
তাদের সন্ধান-বার্ত্তা কে নিয়েছে কবে?'

১১

সহসা মলয় বায় "মার মার" করি।
আসিল চৌদিক হ'তে ঝঞ্ঝারূপ ধরি॥
উত্তাল তরঙ্গ-মুখে
তুলিয়া দৃপ্ত যুবকে
ছুটিল তটিনী হায় তুলি হুহুঙ্কার।
বাঘিনী পাইল যেন বাঞ্ছিত শীকার॥

১২

ফুটিয়া প্রভাত-আলো ধরণীর বুকে,
হেরিল ধ্বংসের রেখা ভাতিছে চৌদিকে।
ঘোর নিশা ঝটিকায়
ধরা ছিন্ন ভিন্ন প্রায়,
তরঙ্গ-আবিল বারি স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী।
সুন্দর জাগিয়া দেখে উলঙ্গ আপনি॥

১৩

কহিল কাতরে "কেবা আছহ সজ্জন।
বস্ত্রখণ্ড দিয়া কর লজ্জা-নিবারণ॥
যদি কেহ থাক সখা,
এ সময়ে দাও দেখা
অসময়ে লজ্জা-মান রাখ অভাগার।
জনমেও ভুলিব না হেন উপকার॥

১৪

সহসা হৃদয় হ'তে কে দিল উত্তর।
"আমি সখা তব সাথে আছি নিরন্তর॥
তমোঘোরে বলহীন
আছিলাম এতদিন
বৃক্ষের বল্কল এবে রাখি সম্মুখেতে,
তাই লয়ে লজ্জা রক্ষা কর কোনমতে।

১৫

আজি হ'তে জীর্ণবস্ত্র জীবনের সাথী।
এই ল'য়ে নিভে যেন জীবনের বাতি॥
শতগ্রন্থি ছিন্নবাসে
মনে রবে পীতবাসে॥
সম্ভ্রম সম্পদে হবে তৃণ হেন জ্ঞান।
এ দারিদ্র্য থাকে যেন চির-বর্ত্তমান॥

শ্রীশিবপদ মুখোপাধ্যায়।

মহা-নির্য্যাণ।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সাধের মরণ বা অনন্ত-জীবন।

সাগরকূলে সাধনকুটিরে আজ শ্রীল হরিদাসের মহানির্য্যাণ হইবে। ঠাকুর হরিদাস ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর নিকট জীবনের শেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রার্থনা, তাঁহার ন্যায় সিদ্ধ পুরুষেরই যোগ্য। প্রভুর লীলা-সংবরণের দিন সন্নিকট; হরিদাস এ দুর্দ্দিনের বিষয় মনে করিয়া অস্থির হইয়াছেন, তাই কাতর প্রাণে, প্রভুর সমক্ষে আর্ত্তি করিয়া বলিতেছেন—

"সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥

কেবল ইহাই নহে। কিরূপ-ভাবে এ নশ্বর দেহত্যাগ করিতে তাঁহার বাসনা তাহাও বলিয়াছেন। তাহা এই—

"হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ-বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥"

ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীমহাপ্রভু, আজ ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য হরিদাসের ভজন কুটীরে সমাগত হইয়াছেন। সঙ্গে স্বরূপ, রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া সকলে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু, শ্রীহরিদাসের গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ, হরিদাসের এবং হরিদাসও ভক্তগণের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর, ভক্তবর ঠাকুর হরিদাস, প্রাণের দেবতা ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্মুখে বসাইলেন। অতঃপর তাঁহার নয়ন-ভৃঙ্গদ্বয়, শ্রীগৌরাঙ্গের মুখপদ্মের মকরন্দ পান করিতে লাগিল; তাঁহার পবিত্র হৃদয়খানি প্রেমময়ের রাতুল চরণযুগল ধারণ করিল, প্রাণের সুখে মুখে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীহরিদাসের জীবাত্মা নামব্রহ্মের সহিত দেহত্যাগ করিয়া নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট হইল। একদিন ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব নবজলধর শ্যাম-মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ আমাদের প্রাণের হরিদাসও, কনক-কান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের মাধুর্য্যমণ্ডিত-অপরূপ—মহিমময় মূর্ত্তিখানি সন্দর্শন করিতে করিতে নশ্বর কলেবর ত্যাগ করিলেন।

আহা ইহাকে কি বলিব? ইহা কি সাধের মরণ, না, অনন্ত-জীবন? এইরূপ মৃত্যুই জীবের বাঞ্ছনীয়।

হে আমার প্রেমরাজের প্রিয়সখাগণ! এই দৃশ্যটি একটিবার চিত্তপটে প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করুন, প্রাণ মন আরও ভাবময়, আরও মধুময়, আরও উন্নত, আরও পরিশুদ্ধ হউক

এ চিত্র আঁকিবার নহে, এ বরণীয় চিত্র, ভাষায় প্রকাশ-যোগ্যও নহে। ভাব-নেত্রে, এ ভাব-নিধির ভাবময় চিত্রখানির অনুধ্যান করুন।

গীতিকা।

আজি, সাগরের তীরে, সাধন-কুটীরে,
শ্রীহরিদাসের হইবে নির্য্যাণ।
(তাই) ভকত-বৎসল, শ্রীশচীদুলাল,
এসেছে রাখিতে, ভকতের মান॥
সার্ব্বভৌম আদি স্বরূপ, রামরায়,
হরিদাসের চারিদিকে শোভা পায়,
সম্মুখেতে ওই কনক-প্রভায়—
গৌরাঙ্গ বিরাজমান্।

ভক্ত পদরজঃ করিয়া ভূষণ,
হৃদয়েতে ধরি' যুগল চরণ,
রসনায় করি' নাম উচ্চারণ—
হ'ল, ভাবেতে বিভোর প্রাণ।
দেখিতে দেখিতে শ্রীমুখ-কমল,
ভাবের আবেশে হইল বিহ্বল,
দেখায়ে নামের মহিমা প্রবল,—
ত্যজে কলেবর পুরুষ-প্রধান।
এত নহে মৃত্যু! অনন্ত-জীবন,
এ কেবল প্রেমরস-আস্বাদন,
এ ধরায় তাঁ'র শুভ-আগমন,—
প্রেম ভক্তিরস করিতে প্রদান।

মানব-জীবন করিতে সফল,
যদি কারো ইচ্ছা হ'য়েছে প্রবল,
হ'য়ে অকপট, এই চিত্র-পট,—
ভেবে, চিত্তপটে সদা আন।
ভাবিতে ভাবিতে, ধ্যানে চিত্রপট,
আসিবেন প্রভু যেন সুপ্রকট,
চিন্ময় ধাম হ'বে সন্নিকট,—
ও সেই নিত্যলীলার স্থান।
আয়, ভাই, আয়, এ ভাব নিরখি;
আয় ভাই আয়, হৃদয়েতে আঁকি—
হীরক অক্ষরে; অন্তর মাঝারে
প্রবাহিত হোক্ আনন্দ তুফান।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

সংস্কার।

এক ব্যক্তি গান শিখিতে গিয়া ওস্তাদজীকে বলিল ' মহাশয়, আমার অনেক সুর জানা আছে এবং আমার কণ্ঠস্বরও ভাল আছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান শিক্ষা দিন।" ওস্তাদজী বলিলেন, বাপু হে, তোমার যাহা কিছু জানা আছে, আগে তাহা ভুলিতে হইবে এবং কণ্ঠস্বরটিও বদলাইতে হইবে, তবে তোমায় শিখাইব। পারিবে কি?

বাল্যকালে আমাদের মনটি সম্পূর্ণ সাদা থাকে, কোন দাগ বা আঁচড় থাকে না। তখন সকল জিনিস আমাদের নিকট অভিনব বা নূতন, সুতরাং যে যাহা বলে তাহাই বিশ্বাস করি এবং সাগ্রহে ও সোৎসাহে গ্রহণ করি। নূতন বা দীর্ঘকাল পতিত ভূমি স্বভাবতঃই উর্ব্বরা হয়, যে বীজ পড়ে তাহাতেই যেন সোনা ফলে। বাল্যকালটিও ঠিক এইরূপ।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আমরা অনেক শিক্ষা, অনেক জ্ঞান, অনেক বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া সংস্কাররূপ একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে আমাদিগকে এরূপ আবদ্ধ করিয়া ফেলি, যে বাহিরের আলোক আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, ঐ প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। তখন অবস্থা এরূপ দাঁড়ায়, যে যাহা আমাদের মতের সহিত মিলে, তাহাই গ্রহণ করি বা সত্য বলিয়া ঘোষণা করি এবং যাহা মিলে না তাহা (সত্য হইলেও) নিন্দা ও পরিহার করি। এই প্রাচীরটিকে ভগ্ন ও ভূমিসাৎ না করিলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

বিশেষতঃ যাহারা যোগমার্গে বা জ্ঞান-মার্গে আরুরুক্ষু তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রেই পূর্ব্ব-সঞ্চিত যাবতীয় সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা যাহা কিছু সত্য বা বাস্তব বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই হয়ত মিথ্যা বা ভ্রান্তি বলিয়া জানিতে হইবে, যেমন দেশকালের ধারণা, পৃথক্ সত্তার ধারণা, জন্মমৃত্যুর ধারণা, অগ্নির দাহকতা বা জলের ক্লেদকতার ধারণা ইত্যাদি।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী, B.A.

স্বাভাবিকী ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইল এবং ইন্দ্রিয় নিজ স্বাভাবিকী ক্রিয়াশক্তির সাহায্যে চিত্তদ্বারা ঐ অগ্নিসংযোগ গ্রহণ করিল। এখনও পর্যন্ত ঐ ব্যাপার ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন প্রাণের সাহায্যে সূক্ষ্মশরীরে নীত বা সেই স্থানে তদভিমানী জীব-কর্ত্তৃক ব্যাপারান্তরের সহিত সাদৃশ্য বিচারিত বা তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় নাই। সম্প্রতি কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের বহির্দ্দেশ ব্যাপিয়া কোন এক অনির্ব্বচ্য বোধ হইয়াছে, বিশিষ্টানুভব ইহার পর হইবে। ঐ বিশিষ্টানুভব সবিকল্পক জ্ঞানের বা তদুৎপাদক কার্য্যের অধীন। সবিকল্পক জ্ঞানে শুদ্ধ যুগপৎ বহির্দ্দেশ-ব্যাপ্তি নহে, বহির্বিষয়ের অনুভব পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। যে বাহ্য-বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জ্ঞান উৎপন্ন হইল, ঐ বিষয়ের বৈশিষ্ট্য-বোধেই বহির্বিষয়ানুভব দৃষ্ট হয়। সূক্ষ্মশরীরাভিব্যক্ত আত্মার এই বহির্বিষয়ানুভবকেই সবিকল্পক জ্ঞান বলা যায়। যেমন অগ্নির দর্শনে অগ্নির ধর্ম্মবিশিষ্ট অগ্নির বোধ। প্রথমতঃ অগ্নির সহিত চক্ষুঃ সংযোগে ইন্দ্রিয়ের ভাববিশেষ। পরে প্রাণ-কর্ত্তৃক সূক্ষ্মশরীরের বুদ্ধিভূমিতে উক্ত ভাবের সঞ্চালন; তদনন্তর সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীব-কর্ত্তৃক ঐ স্থানে সঞ্চিত মানসিক ভাবান্তরের সহিত ঐ ভাবের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য চিন্তা দ্বারা পৃথক্ রূপে অগ্নির ধর্ম্মের বোধ। পরিশেষে তদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট অগ্নির বোধ। এতাদৃশ নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞান-সংস্কৃত সবিকল্পক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান সকলের নামই বাহ্য-প্রত্যক্ষ। বাহ্য প্রত্যক্ষের ন্যায় আন্তর-প্রত্যক্ষও সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে অবস্থাদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ যাহার সহিত শুদ্ধ মনেরই সম্বন্ধ, তাহারই নাম আন্তর-প্রত্যক্ষ। মনোবৃত্তিসকলের ক্রমিক বা পৃথক্ পৃথক্ স্ফুরণেই আন্তর-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যে আন্তর-প্রত্যক্ষের ক্রমিক অন্তর্ব্যাপ্তি ভিন্ন অন্য কোন বিশেষই অনুভূত হয় নাই, তাহার নাম নির্ব্বিকল্পক আন্তর-প্রত্যক্ষ। আর যে আন্তর-প্রত্যক্ষের বিশেষ অনুভূত হয়, তাহারই নাম সবিকল্পক আন্তর-প্রত্যক্ষ। সুখ-দুঃখ-ভয়-ক্রোধাদি মনোবৃত্তিসকল প্রথমতঃ কোনও একটি মনোভাবরূপে প্রতীত হইয়া, পরে যখন সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ভাবরূপে প্রতীয়মান হয়, তখনই তাহাকে সবিকল্পক আন্তর-প্রত্যক্ষ বলা যায়। উক্ত দ্বিবিধ সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অনন্তর পূর্ব্বোক্ত হানাদিবুদ্ধিত্রয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অনুমিতিকরণমনুমানম্, পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যাদৌ অগ্ন্যাদিজ্ঞানমনুমিতিঃ, তৎকরণং ধূমাদি জ্ঞানম্ ॥ ৫ ॥

অনুমিতিরূপ তৎপরবর্ত্তী জ্ঞানবিশেষের সাধনকে অনুমান বলা যায়। "ধূমোদ্গারী পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট" ইত্যাদি স্থলে অগ্ন্যাদি জ্ঞান অনুমিতি এবং উক্ত অনুমিতির সাধনীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান, অর্থাৎ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, এই প্রকার জ্ঞানই অনুমান। অনুমান শব্দের অর্থ পশ্চাৎ-জ্ঞান। প্রথমলিঙ্গপরামর্শ অর্থাৎ হেতুর (ধূমের) জ্ঞান। পরে দ্বিতীয়লিঙ্গ পরামর্শ বা লিঙ্গলিঙ্গীর অর্থাৎ হেতু-সাধ্যের (ধূমে বহ্নির) ব্যাপ্তি-জ্ঞান (অব্যভিচারিত পারম্পর্য্য বা যৌগপদ্যরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান)। এই জ্ঞানই অনুমান। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান।

তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শব্যাপার। তজ্জন্য সাধ্যরূপ অপ্রত্যক্ষ অর্থের জ্ঞান (অনুমিতি) ফল। পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানকেই পরামর্শ বলা যায়। পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান শব্দের অর্থ, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান অর্থাৎ সাধ্যের (বহ্নির) সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর (ধূমের) পক্ষবৃত্তিত্ব জ্ঞান (পর্ব্বতে অবস্থিতির জ্ঞান)। প্রথমতঃ রন্ধনশালাদিতে ব্যাপক-(যাহা ব্যাপ্য হইতে অধিক স্থানে থাকে)-বহ্নির সহিত ব্যাপ্য-(যাহা ব্যাপক হইতে অল্প স্থানে থাকে)-ধূমের ব্যাপ্তি (স্বাভাবিক যৌগপদ্য বা সামানাধিকরণ্য, এক আধারে স্থিতি) গৃহীত (ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এই প্রকার অনুভব বিশেষ বা ব্যাপ্তি-জ্ঞান উৎপন্ন) হইয়া থাকে। পরে কালান্তরে পর্ব্বতাদিতে ধূম দৃষ্ট হইলে, পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। তদনন্তর অগ্নির সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের পর্ব্বতাদি পক্ষে স্থিতির জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানই পরামর্শ। পরিশেষে তাদৃশ পরামর্শের সাহায্যেই পর্ব্বতাদিকে বহ্নিবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত জ্ঞানই অনুমিতি লিঙ্গ দর্শন ভিন্ন লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ আবার পূর্ব্বেই জ্ঞাত হওয়া চাই। নতুবা অননুভূত লিঙ্গলিঙ্গী সম্বন্ধের স্মরণ হইতে পারে না। লিঙ্গ লিঙ্গিসম্বন্ধের স্মরণ ভিন্ন তজ্জন্য পরামর্শ ও তজ্জন্য অনুমিতিও জন্মিতে পারে না। সুতরাং অনুমিতিকে প্রত্যক্ষমূলক বলাই উচিত। প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণ ॥ ৫ ॥

আপ্তবাক্যং শব্দঃ, যথা নদীতীরে পঞ্চ বৃক্ষাঃ সন্তি, যথা চাগ্নিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতেত্যাদিঃ ॥ ৬ ॥

আপ্তবাক্যকেই শব্দ নামক প্রমাণ বলা যায়। প্রকৃত-বাক্যার্থ-গোচর যথার্থ-জ্ঞানবানই আপ্ত। আপ্তবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণের করণ পদজ্ঞান। পদার্থের উপস্থিতি ব্যাপার। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য্যজ্ঞান—সহকারিকারণ। ফল—শাব্দ-বোধ। শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ; দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক শব্দ বলে, আর যাহার অর্থ অদৃশ্য, তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ বলে। 'নদীতীরে পাঁচটি বৃক্ষ আছে" এইটি জ্ঞাত বলিয়া দৃষ্টার্থক। আর "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম নামক যজ্ঞ করিবেন" এইটি অজ্ঞাত বলিয়া অদৃষ্টার্থক ॥ ৬ ॥

উপমিতিকরণমুপমানং, যথা গো সদৃশো গবয় ইত্যাদৌ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানমুপমিতিঃ, তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানম্ ॥ ৭ ॥

প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্য-দ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন বা প্রজ্ঞাপনের নাম উপমান প্রমাণ। সংজ্ঞা-সংজ্ঞির সম্বন্ধের জ্ঞান অর্থাৎ এই পদার্থের এই নাম, বা এই বস্তু এই শব্দের অর্থ, এই প্রকার শক্তিগ্রহের নাম উপমিতি। উপমিতির করণ যে সাদৃশ্যজ্ঞান তাহাকেই উপমান বা সাদৃশ্য দর্শন বলা যায়। উপমান—সাধন। উপদিষ্ট বাক্য বা তদর্থের স্মরণ—ব্যাপার। শক্তিগ্রহ বা উপমিতি—ফল গবয় নামে এক প্রকার আরণ্য পশু আছে। ঐ গবয় পশু কিরূপ, তাহা আরণ্যকেরাই জানে নাগরিকেরা জানে না। কোন নাগরিক কথাপ্রসঙ্গে কোন এক আরণ্যকের নিকট শুনিল, গবয় পশু গো-সদৃশ। কালান্তরে কোন

এক অরণ্যে ঐ নাগরিক অদৃষ্টপূর্ব্ব গবয় পশু ও তাহাতে গো পশুর সাদৃশ্য দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত অরণ্যকের বাক্য-স্মরণ-পূর্ব্বক তদনুসারে বুঝিতে পারিল যে, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুটির নাম গবয় বা এই জাতীয় পশু গবয় শব্দের অর্থ। এই যে গবয় শব্দের গবয় পদার্থে শক্তিজ্ঞান ইহাই উপমিতি, এবং পূর্ব্বোক্ত গবয় পশুতে গো পশুর সাদৃশ্য-দর্শনরূপ যে ইহার সাধন, তাহাই উপমান প্রমাণ ॥ ৭ ॥

অনুপপদ্যমানার্থদর্শনেনোপপাদকার্থান্তরকল্পনমর্থাপত্তিঃ। পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাদৌ। ইহ দিবাভুঞ্জানস্য পীনত্বমনুপপদ্যমানং সৎ তস্য নক্তম্ভোজিত্বং গময়তি ॥ ৮ ॥

অনুপপদ্যমান (অসম্ভব) অর্থের দর্শনে তদুপপাদক অর্থান্তরের আপত্তি অর্থাৎ কল্পনারূপ প্রমার সাধনকেই অর্থাপত্তি প্রমাণ বলা যায়। উপপাদ্য-জ্ঞান-জন্য উপপাদক-জ্ঞান-অর্থাপত্তি প্রমিতি। উপপাদ্যজ্ঞান উহার সাধন, অর্থাপত্তি প্রমাণ। যাহার অনুপপত্তি, তাহাই উপপাদক। দিবাতে অভোজী ব্যক্তির উপপাদ্য স্থূলতা, ইহার উপপাদক রাত্রিভোজন ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। অতএব দিবাতে অভোজী ব্যক্তির স্থূলত্ব বিদিত হইলে, উহার রাত্রিভোজন দৃষ্ট না হইলেও, অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা কল্পিত অর্থাৎ আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ঘটাদ্যনুপলব্ধ্যা ঘটাদ্যভাবো নিশ্চিতঃ, অনুপলব্ধিস্তূপলব্ধেরভাব ইত্যভাবেন প্রমাণেন ঘটাদ্যভাবো গৃহ্যতে ॥ ৯ ॥

অভাবের গ্রাহক যে যোগ্যতানুপলম্ভ, তাহারই নাম অনুপলব্ধি প্রমাণ। যে বস্তুর অভাব গ্রহণ হইতেছে, যে যে কারণ সত্ত্বে সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই কারণের সদ্ভাবেও কেবল সেই বস্তুর অভাব নিবন্ধন যে তাহার অপ্রত্যক্ষ, তাহাকেই যোগ্যতানুপলম্ভ বলে। ইহা, অর্থাৎ এই যোগ্যতানুপলম্ভ বা অপ্রত্যক্ষ, অভাবরূপ বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ অভাব-নামক প্রমাণও বলিয়া থাকেন। প্রতিযোগির অনুপলব্ধি হইতে যে প্রতিযোগির অভাবের জ্ঞান, তাহাই অনুপলব্ধিরূপা প্রমিতি। প্রতিযোগির দর্শনাভাবরূপ তৎসাধন—অনুপলব্ধি প্রমাণ। যদি এখানে ঘট থাকিত, তবে এই স্থানের ঘটবত্তা উপলব্ধ হইত। এখানে যখন ঘট উপলব্ধ হইতেছে না, তখন এই স্থানে নিশ্চিত ঘটাভাব আছে, ইত্যাদি উহার উদাহরণ জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

শতে দশকং সম্ভবতীতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনং সম্ভবঃ ॥ ১০ ॥

"যাহার শত মুদ্রা আছে, তাহার দশ মুদ্রা থাকা সম্ভব" এই প্রকার বুদ্ধিতে যে সম্ভাবনা, তাহাকেই সম্ভব প্রমাণ বলা হয় ॥ ১০ ॥

অজ্ঞাতবক্তৃকতাগতপারম্পর্য্যপ্রসিদ্ধমৈতিহ্যং যথেহ বটে যক্ষো নিবসতীত্যাদৌ ॥ ১১ ॥

"এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে" বৃদ্ধগণ ইহাই বলিয়া থাকেন, ইত্যাদি অজ্ঞাতবক্তৃক প্রবাদ-পরম্পরাকেই ঐতিহ্য নামক প্রমাণ বলা হয়॥ ১১॥

অঙ্গুল্যুত্তোলনতো ঘটদশকাদিজ্ঞানকরী চেষ্টাপি কৈশ্চিন্মানমিষ্যতে॥ ১২॥

এতদ্ভিন্ন শারীরিক চেষ্টাকেও কেহ কেহ প্রমাণ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, দশটি বস্তু, বুঝাইবার জন্য দশটি অঙ্গুলির উত্তোলনরূপ যে শারীরিক চেষ্টা, তাহাও প্রমাজ্ঞানের সাধন বলিয়া প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইয়াছে॥ ১২॥

এবম্প্রমাণবাদিনো বিবিধঃ। তেষু প্রত্যক্ষমাত্রবাদিনশ্চার্ব্বাকেনাপ্রতিপন্নঃ সন্দিগ্ধো বিপর্য্যস্তো বা পুমান্ন শক্যো বুৎপাদয়িতুম্। ন চার্ব্বাগ্দৃশা প্রত্যক্ষেণ পুরুষান্তরবর্ত্তিনোঽজ্ঞানসন্দেহ বিপর্য্যয়াঃ শক্যাঃ প্রতিপত্তুম্। ন চানবধৃত পরগতাজ্ঞানাদির্বক্তুং প্রবৃত্তো গ্রাহ্যবাক্ প্রেক্ষাবতাম্। তস্মাদনিচ্ছতাপি তেনানুমানমুপাদেয়মেব। অতঃ স পরিহস্যতে, "চার্ব্বাক তব চার্ব্বঙ্গীং রাজতো বীক্ষ্য গর্ভিণীম্। প্রত্যক্ষমাত্রবিশ্বাস ঘনশ্বাসং কিমুজ্ঝসি॥" ইতি তেন চ পরগতানজ্ঞানাদীনভিপ্রায়ভেদাদ্বাক্যভেদাল্লিঙ্গাদনুমায় তদজ্ঞানাদি পরিহারে প্রবৃত্তো গ্রাহ্যবাক্ স্যাদিতি॥ ১৩॥

ঐ সকল প্রমাণবাদির মধ্যে প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাক কখনই অজ্ঞ, সন্দিগ্ধ ও ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কোনরূপেই জ্ঞান দান করিতে বা তাঁহাদিগের সন্দেহ ও ভ্রম নিবারণ করিতে পারেন না। অথবা অদূরদর্শী প্রত্যক্ষদ্বারা পুরুষের অন্তরস্থ অজ্ঞান সন্দেহ বা ভ্রম বুঝিতে পারা যায় না। আবার যে পুরুষ অপর পুরুষের অজ্ঞান সন্দেহ বা ভ্রম বুঝিতে না পারেন তিনি কোন কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মনোনীত হইতে পারেন না। অতএব চার্ব্বাক অনিচ্ছাসত্বেও অনুমান স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই নিমিত্তই লোকে চার্ব্বাককে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "হে নাস্তিকশিরোমণে, তুমি ত প্রত্যক্ষ ভিন্ন অপর কোন প্রমাণই মান না, তবে কেন, বার বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ সহকারে তোমার গর্ব্ভিণী স্ত্রীকে পরপুরুষরতা ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেছ?" ফলতঃ অভিপ্রায়ের ভেদরূপ বা বাক্যের ভেদরূপ লিঙ্গদর্শনে পরপুরুষগত অজ্ঞানাদি অনুমান করিয়া লইয়া, যিনি ঐ অজ্ঞানাদির পরিহারার্থ উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, লোকে তাহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ১৩॥

যত্তু, শব্দোপমানয়োর্নৈব পৃথক্ প্রামাণ্যমিষ্যতে, অনুমানে গতার্থত্বাদিতি বৈশেষিকং মতমিত্যাহুস্তন্মন্দং, যতঃ গ্রহচেষ্টাদাবনুমান প্রবৃত্তেঃ। বিশেষন্তূপরি বদিষ্যামঃ॥ ১৪॥

অতবৈশেষিকেরা বলেন, শব্দ ও উপমান অনুমানেরই অন্তর্গত, এব ঐ দুইটির পৃথক্

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা।

সংবাদ। আগামী ৭ই জ্যৈষ্ঠ চন্দ্র ও মঙ্গল, ১২ই চন্দ্র ও বুধ, পরে চন্দ্র ও শনি, ১৫ই বুধ ও শনি, ১৭ই চন্দ্র ও নেপচুন পরে চন্দ্র ও শুক্র পরস্পর সন্নিহিত হইবেন। ২৫এ বেলা নয়টার সময় চন্দ্র বৃহস্পতির উপর দিয়া যাইবেন, সুতরাং তখন দেখা যাইবে না, কিন্তু আগের ও পরের দিন পরস্পর সন্নিহিত দেখা যাইবে। চন্দ্রের গতি দ্রুত এইজন্য কিয়ৎক্ষণ লক্ষ্য করিলে প্রথম দিন বৃহস্পতির সন্নিহিত হইতেছেন ও পরের দিন বৃহস্পতি হইতে ক্রমে দূরে যাইতেছেন বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। ৬ই আষাঢ় প্রাতে ছয়টার সময় চন্দ্র মঙ্গলের উপর দিয়া যাইবেন. ৮ই চন্দ্র শনির সন্নিহিত হইবেন।

পারিতোষিক বিতরণ। গত ২২এ বৈশাখ শুক্রবার, অপরাহ্ণ পাঁচটার পর, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট ট্রেনিং স্কুল ও মডেল স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্, এ, বি, এল, এফ্‌, সি, ইউ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পারিতোষিক-দান-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সিমুলিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়, হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রায় রসময় মিত্র বাহাদুর হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি শিক্ষাবিভাগ সম্পর্কিত অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আর সর্ব্বসৎকার্য্যে সদা-উৎসাহী ইটালী নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ মহাশয়কে এবং মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কসপের শ্রীযুক্ত মেরিম্যান সাহেবকেও সে স্থানে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়, একটি বালককে সচ্চরিত্রতার পুরস্কার-স্বরূপ একটি মেডেল দিয়াছেন। কেদার বাবুও অর্থে সামর্থ্যে উৎসবে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

উৎসব [illegible] প্রথমে নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ গীতটি, কয়েকটি [illegible] বালক কর্ত্তৃক গীত হয়—

"জগত জুড়ে উদার স্বরে আনন্দ গান বাজে;
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে!
বাতাস জল আকাশ আলো,
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে!
নয়ন দুটী মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি!
রয়েছ তুমি এ কথা কবে, জীবন মাঝে সহজ হবে!
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে!"

গানটি বড়ই মধুর বোধ হইয়াছিল। তারপর কয়েকটি বালক একটি সুন্দর স্তব পাঠ করে। পরে সভাপতির উদ্দেশে নিম্নলিখিত স্বাগত গীতিটি সুগায়ক শ্রীযুক্ত [illegible]ন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গীত হয়।

"স্বাগত হে ধীমান আজি এ বিদ্যামন্দিরে।
সমাদরে অভিষেক করি শ্রদ্ধানীরে।
মিলে গুরুশিষ্যগণ, করিতেছি আবাহন,
প্রাণ-শতদল দোলে আনন্দ-সমীরে।
প্রভাতে কমল যথা দিনকর পানে,
ভকতি-অঞ্জলি লয়ে থাকে নিজ প্রাণে,
তেমতি হৃদয়গুলি, রেখেছি যতনে খুলি।
দেব প্রসাদ আজি পরশিবে ধীরে।

পুণ্য-ব্রত, দেশ-হিত-সাধন-প্রয়াসী,
লোক শিক্ষা-বেদিতলে দিলে স্বার্থ নাশি ;
অকুণ্ঠিত কণ্ঠধ্বনি, রাজসভা মাঝে শুনি ;
নিয়ত বর্ষিত হৌক দেবাশীষ ও শিরে।"

এ গানটিও বড়ই মধুর বোধ হইয়াছিল। তৎপরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তাহার পর শিশু শ্রেণীর দ্বাদশটি শিশু একটি কর্ম্ম সঙ্গীত (action song) গান করে। সেটি তাহাদের শিশু-কণ্ঠে অমৃতবৎ বোধ হইয়াছিল। তাহার পর কয়েকটি শিশু শ্রীযুক্ত কবিবর রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতির রচিত কয়েকটি কবিতা সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিয়াছিল। তৎপরে উভয় বিদ্যালয়ের কতিপয় বালক "দ্রোণ ব একলব্যের গুরুদক্ষিণা" নামক একটি নাতিদীর্ঘ উপরূপক অভিনয় করিয়াছিল। অভিনয়টি সময়োচিতই হইয়াছিল আমরা অভিনীত গ্রন্থের প্রথম গানটিও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এই উপরূপক খানি এবং উপরে উদ্ধৃত গীত কয়টি বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার B.A., B.T., মহাশয়ের রচিত।

"করুণাসিন্ধু, হে দীনবন্ধু,
মহিমা তোমার কে জানে!
কি ক্ষুদ্র আকারে, রাখ আপনারে,
ধরিতে পারে না বিজ্ঞানে।
কোন্ কাননের কোন্ ক্ষুদ্র ফুল,
তোমায় বুকে ধরে সৌরভে আকুল,
নীরবে নিভৃতে, নিখিলের সাথে,
ফিরিছে তোমার সন্ধানে।
কোন্ ভস্ম মাঝে কি যে অগ্নিকণা,
গোপনে রেখেছ তুলি।
কৃপার সমীরে ভস্ম গেলে উড়ে,
বহ্নি উঠিবে জ্বলি;
তোমার পরশ পেয়েছে যে প্রাণ,
সে তো ক্ষুদ্র নহে সে তো গো মহান্।
কে জানে সে কবে, তোমারি গৌরবে,
দাঁড়াবে বিশ্ব ভুবনে।

এই বিদ্যালয়টি আমাদের এ অঞ্চলে আসাতে বালকদিগের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার। আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, পূর্ব্ব স্বীকৃত পত্রিকার পর ১৭। কোহিনুর নামে এক খানি মাসিক পত্র পাইয়াছি এ খানি অনেক গুলি হিন্দু ও মুসলমান লেখকের সমবেত চেষ্টার ফল।

মেসমেরিজমশিক্ষা। সচিত্র এই গ্রন্থখানি আমরা অনেকদিন পাইয়াছি সে সময়ে ইহার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া রাখিয়াছিলাম। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখা গেল মেস্‌মেরিজম সম্বন্ধে বেশ সরলভাবেই,—বহু তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বর্গীয় ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের অপরিচিত নহেন। গ্রন্থখানির ছাপা কাগজ প্রভৃতি মন্দ নহে।

LECTURES ON HINDU PHILOSOPHY PART I. এই গ্রন্থখানিও আমরা অনেক দিন পাইয়াছি, কিন্তু বিষয় দুরূহ, এজন্য আমাদের অভিমতি প্রকাশে বিলম্ব হইল। এইখানি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বক্তৃতার ইংরাজী অনুবাদ। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয় এই অনুবাদ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। প্রথম বক্তৃতায় সংক্ষেপে ষড়্‌দর্শনের বিষয় বুঝান হইয়াছে। দ্বিতীয় বক্তৃতায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছে। উপস্থিত খণ্ডে এই দুই'টিই আছে। আমরা এখানি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

মিত্রভেদং তথা পিত্রা পুত্রস্য স্বজনস্য চ।
যজ্ঞোপাধ্যায়য়োর্মাত্রা সুতস্য সহচারিণঃ॥ ৪৬॥
ভার্য্যাপত্যোশ্চ যে কেচিদ্ভেদং চক্রুর্নরাধমাঃ।
ত ইমে পশ্য পাট্যন্তে করপত্রেণ পার্থিব॥ ৪৭॥
পরোপতাপকা যে চ যে চাহ্লাদনিষেধকাঃ।
তালবৃন্তানিলস্নানচন্দনোশীরহারিণঃ॥ ৪৮॥
প্রাণান্তিকং দত্তু স্তাপমদুষ্টানাং চ যেঽধমাঃ।
করম্ভবালুকাসংস্থা স্ত ইমে পাপভাগিনঃ॥ ৪৯॥
ভুঙ্ক্তে শ্রাদ্ধন্তু যোঽন্যস্য নরোঽন্যেন নিমন্ত্রিতঃ।
দৈবে বাপ্যথবা পৈত্রে স দ্বিধাক্রিয়তে খগৈঃ॥ ৫০॥
মর্ম্মাণি যস্তু সাধূনামসদ্বাগ্‌ভির্নিকৃন্ততি।
তমিমে ভুদমানাস্ত্র খগাস্তিষ্ঠন্ত্যবারিতাঃ॥ ৫১॥

মিত্রভেদ করে যেই দুরাচার
কিম্বা পিতা পুত্র সনে,
আত্ম-জন সনে ঘটায়ে বিবাদ
সুখ পায় যেই মনে;
যজ্ঞ-উপাধ্যায়ে, মাতা পুত্রে আর,
সহচারি মাঝে আর,
ভার্য্যা সনে কিম্বা অপত্যের সনে
বিবাদে আনন্দ যা'র,
তা'রা দেখ এই নরকে এসেছে,
ভুঞ্জিতেছে কষ্ট রাশি;
হের! দূতগণ করপত্রে, দেহ
ছিন্ন করিতেছে আসি'। ৪৬-৪৭॥
পরে দিয়ে তাপ মনে সুখ পায়,
কিম্বা যেই মূঢ় জন
আহ্লাদজনক কার্য্যেতে আসিয়া
বাধা দেয় অকারণ,

কিম্বা যেই পাপী তালবৃন্ত আদি
অনিলের স্নান হরে,
চন্দন-উশীর, আদি সুশীতল
দ্রব্য সেবা চুরী করে,
অদুষ্ট জনেরে প্রাণান্তিক তাপ
যেই জন করে দান,
উত্তপ্ত বালুকা মাঝে দেখ, ওই
নরকে তা'দের স্থান। ৪৮-৪৯॥
দৈব পৈত্র্য শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হ'য়ে
শ্রাদ্ধ-অন্ন সেবা খায়,
খগগণ আসি' নখে চঞ্চুঘাতে
ছিন্ন ভিন্ন করে তা'য়। ৫০॥
সাধুর মরমে অসাধু বচনে
কষ্ট দেয় যেই জন,
খগগণ আসি' অবিরত তা'রে
নরকে করে পীড়ন। ৫১

যঃ করোতি চ পৈশুন্যমন্যবাগন্যথামতিঃ।
পাট্যতে হি দ্বিধা জিহ্বা তস্যেত্থং নিশিতৈঃ ক্ষুরৈঃ ॥ ৫২ ॥
মাতাপিত্রোর্গুরূণাঞ্চ যেঽবজ্ঞাং চক্রুরুদ্ধতাঃ।
ত ইমে পূয়বিণ্মূত্রগর্ত্তে মজ্জন্ত্যধোমুখাঃ ॥ ৫৩ ॥
দেবতাতিথিভূতেষু ভৃত্যেষভ্যাগতেষু চ।
অভুক্তবৎসু যেঽশ্নন্তি তদ্বৎ পিত্রগ্নিপক্ষিষু ॥ ৫৪ ॥
দুষ্টাস্তে পূয়নির্যাসভুজঃ সূচীমুখাস্ত তে।
জায়ন্তে গিরিবর্ষ্মাণঃ পশ্যৈতে যাদৃশা নরাঃ ॥ ৫৫ ॥
একপংক্ত্যা তু যে বিপ্রমথবেতরবর্ণজম্।
বিষমং ভোজয়ন্তীহ বিড়্ভুজ স্ত ইমে যথা ॥ ৫৬ ॥
একসার্থপ্রয়াতং যে নিঃস্বমর্থার্থিনং নরম্।
অপাস্য স্বান্নমশ্নন্তি ত ইমে শ্লেষ্মভোজিনঃ ॥ ৫৭ ॥

মনে মুখে আর দুই ভাব রাখি'
পিশুনতা যা'রা করে,
সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরেতে জিহ্বা তাহাদের
দেখ দুই খণ্ড করে। ৫২ ॥
মাতা, পিতা আদি যত গুরু জন,
যেবা তাঁহাদের প্রতি
উদ্ধত হইয়া করয়ে অবজ্ঞা
শুন তাহাদের গতি—
পূয়, বিষ্ঠা আর মূত্রাদিতে ভরা
আছে গর্ত্ত বহুতর,
তা'র মাঝে লয়ে হেঁট-মুণ্ড করি'
ডুবায় যমকিঙ্কর। ৫৩ ॥
দেবতা, অতিথি, কিম্বা অন্য প্রাণী,
অভ্যাগত, ভৃত্য আর,
যেবা আছে ঘরে, কিম্বা পিতৃগণ,
অগ্নি, পক্ষিগণ আর,

এই সমুদয়ে অভুক্ত রাখিয়া
নিজে ভাল দ্রব্য খায়,
সূচীমুখ হ'য়ে সেই সব পাপী
হেথা অধোগতি পায়।
গিরি সম হয় দেহ তা সবার
সহে কষ্ট অতিশয়,
পূয়-নির্য্যাসেতে পূরিয়া উদর
নরকেতে কষ্ট সয়। ৫৪-৫৫ ॥
যেই মূঢ় নর এক পংক্তি করি'
ব্রাহ্মণাদি বর্ণচয়
করায় ভোজন, বিষ্ঠা খেয়ে হেথা,
ওই দেখ, কষ্ট সয়।
এক সঙ্গে থাকি' নিঃস্ব জানি' পরে
পরিত্যাগ করি' তা'রে,
করে যে আহার, শুন কষ্ট তা'র,
হেথা শ্লেষ্মাহার করে। ৫৬-৫৭ ॥

গোব্রাহ্মণাগ্নয়ঃ স্পৃষ্টা যৈরুচ্ছিষ্টৈর্নরেশ্বর।
তেষামেতেঽগ্নিকুণ্ডেষু প্রজ্বলৎস্বাহিতাঃ করাঃ ॥ ৫৮ ॥
সূর্য্যেন্দুতারকা দৃষ্টা যৈরুচ্ছিষ্টৈস্তু কামতঃ।
তেষাং যামৈ্যর্নরৈর্নেত্রে ন্যস্তোবহ্নিঃ সমিধ্যতে ॥ ৫৯ ॥
গাবোঽগ্নির্জননী বিপ্রো জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতা স্বসা।
জাময়ো গুরবো বৃদ্ধা যৈঃ স্পৃষ্টা স্তু পদা নৃভিঃ ॥ ৬০ ॥
বদ্ধাঙ্ঘ্রয়স্তে নিগড়ৈর্লোহৈরগ্নিপ্রতাপিতৈঃ।
অঙ্গাররাশিমধ্যস্থাস্তিষ্ঠন্ত্যাজানুদাহিনঃ ॥ ৬১ ॥
পায়সং কৃসরং ছাগং দেবান্নানি চ যানি বৈ।
ভুক্তানি যৈরসংস্কৃত্য তেষাং নেত্রাণি পাপিনাম্ ॥ ৬২ ॥
নিপাতিতানাং ভূপৃষ্ঠে উদ্বৃত্তাক্ষিনিরীক্ষতাম্।
সন্দংশৈঃ পশ্য কৃষ্যন্তে নরৈর্যাম্যৈর্মুখাগ্রতঃ ॥ ৬৩ ॥

শুন নরনাথ, উচ্ছিষ্ট মুখেতে
গোরু ব্রাহ্মণেরে আর
অথবা আগুন স্পর্শ করে যদি
সেই পাপ ফলে তা'র,
অগ্নিকুণ্ড মাঝে হস্ত দগ্ধ হয়
এই কর দরশন,
নানা পাপে কষ্ট হয় নানা মত
নয়নে হের রাজন। ৫৮ ॥
ইচ্ছা করি যদি উচ্ছিষ্ট মুখেতে
সূর্য্য, চন্দ্র, তারা আর,
করে দরশন সেই পাপে দেখ
নেত্র দগ্ধ হয় তা'র। ৫৯ ॥
গোরু অগ্নি আর, জননী, ব্রাহ্মণ,
জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা, পিতা আর,
ভগিনী আপন, কিম্বা কুলনারী,
গুরুজন সে সবার,
কিম্বা বৃদ্ধ যেবা, হেন কোন জনে
যে মূঢ় মানব হায়!
পদে স্পর্শ করে, দেখ হেথা আসি'
যেবা কষ্ট সেই পায়।
লোহার নিগড় অগ্নিবর্ণ করি'
আগুনেতে দগ্ধ করি'
বাঁধে তা'র পায়, দেখ নিয়ে যায়
দণ্ডে করি' ধরাধরি;
জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি রাশি ওই
ধরি মাঝে ফেলে তা'রে
আজানু আগুনে রাপে ডুবাইয়ে
কাঁদে পাপী হাহাকারে। ৬০-৬১ ॥
পায়স, কৃসর, ছাগ-মাংস আর,
দেবভোগ্য যে সকল,
দেবে না নিবেদ, যে করে ভোজন,
তা'র শুন, ভোগ্য-ফল।
ভূপৃষ্ঠে তাহা'র করিয়া পাতিত,
সন্দংশ লইয়া করে,
যমদূত, দেখ, নেত্র দু'টি তা'র
মুখ হ'তে দূর করে। ৬২-৬৩॥

গুরুদেবদ্বিজাতীনাং বেদানাঞ্চ নরাধমৈঃ।
নিন্দা নিশামিতা যৈশ্চ পাপানামভিনন্দতাম্ ॥ ৬৪ ॥
তেষাময়োময়ান্ কীলানগ্নিবর্ণান্ পুনঃ পুনঃ।
কর্ণেষু পূরয়ন্ত্যেতে যাম্যা বিলপতামপি ॥ ৬৫ ॥
যৈঃ প্রপা দেববিপ্রৌকো দেবালয়সভাঃ শুভাঃ।
ভঙ্ক্ত্বা বিধ্বংসমানীতাঃ ক্রোধলোভানুবর্ত্তিভিঃ ॥ ৬৬
তেষামেভিঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈর্মুহুর্বিলপতাং ত্বচঃ।
পৃথক্কুর্ব্বন্তি বৈ যাম্যাঃ শরীরাদতিদারুণাঃ ॥ ৬৭ ॥
গোব্রাহ্মণার্কমার্গাংস্তু যেঽবমেহন্তি মানবাঃ।
তেষামেতানি কৃষ্যন্তে গুদেনান্ত্রাণি বায়সৈঃ ॥ ৬৮ ॥
দত্ত্বা-কন্যাং য একস্মৈ দ্বিতীয়ায় প্রযচ্ছতি।
স ত্বেবং নৈকধা ছিন্নঃ ক্ষারনদ্যাং প্রবাহ্যতে ॥ ৬৯ ॥

গুরু, দেব, দ্বিজ, বেদ, শাস্ত্র আর
নিন্দা শুনি' যা'রা কানে,
আনন্দিত হয়, সে যাতনা তা'রা,
পায় আসি এইখানে,
কর দরশন যমদূতগণ
লোহার কীলক ল'য়ে
অগ্নিবর্ণ করি' দেয় কর্ণে ভরি'
কাঁদায়ে আকুল হ'য়ে ॥
পাপীর রোদন শুনিয়া কখন
দয়া মনে নাহি হয়,
যমদূতগণ বধিরের মত
আছে সেথা সুনিশ্চয়। ৬৪-৬৫ ॥
ক্রোধ কিম্বা লোভ- বশে যেই জন
জলসত্র নাশ করে,
দেবগৃহ আর, ব্রাহ্মণের গৃহ,
নাশ করে লাভ তরে।

দেব-মূর্ত্তি আর সভাগৃহ যেবা
ভাঙ্গি' নষ্ট করে আর,
এখানে আসিয়া যেই কষ্ট ঘোর
ঘটয়ে ভাগ্যেতে তা'র,
কর দরশন যমদূতগণ
সুশাণিত শস্ত্র ল'য়ে
দেহত্বক ওই লইতেছে ছিঁড়ি'
ক্রন্দনে বধির হ'য়ে। ৬৬-৬৭ ॥
গো, ব্রাহ্মণ, আর সূর্য্য পানে ফিরে
যা'রা মূত্রত্যাগ করে,
বায়সে তা'দের গুহ্য-পথ দিয়া
অন্ত্র টানি' বা'রি করে। ৬৮ ॥
এক জনে যেবা করি' কন্যাদান,
পুনঃ দেয় অন্য বরে,
সেই জনে হেথা খণ্ড খণ্ড করি'
ফেলে ক্ষার-নদোপরে। ৬৯ ॥

স্বপোষণপরো যস্তু পরিত্যজতি মানবঃ।
পুত্র-ভৃত্য-কলত্রাদি বন্ধুবর্গমকিঞ্চনম্॥ ৭০॥
দুর্ভিক্ষে সম্ভ্রমে বাপি সোঽপ্যেবং যমকিঙ্করৈঃ।
উৎকৃত্য দত্তানি মুখে স্বমাংসান্যশ্নুতে ক্ষুধা॥ ৭১॥
শরণাগতান্ যস্ত্যজতি লোভাদুৎকোচজীবকঃ।
সোঽপ্যেবং যন্ত্রপীড়াভিঃ পীড্যতে যমকিঙ্করৈঃ॥ ৭২
সুকৃতং যে প্রযচ্ছন্তি যাবজ্জন্মকৃতং নরাঃ।
তে পিষ্যন্তে শিলাপেষৈর্যথৈতে পাপকর্ম্মিণঃ॥ ৭৩।
ন্যাসাপহারিণো বদ্ধাঃ সর্ব্বগাত্রেষু বন্ধনৈঃ।
ক্রিমি-বৃশ্চিক-কাকোলৈর্ভুজ্যন্তেঽহর্নিশং নরাঃ।
ক্ষুৎক্ষামাস্তুটপতজ্জিহ্বাতালবো বেদনাতুরাঃ॥ ৭৪
দিবামৈথুনিনঃ পাপাঃ পরদারভূজশ্চ যে।
তথৈব কণ্টকৈস্তীক্ষ্ণৈরায়সৈঃ পশ্য শাল্মলিম্॥ ৭৫

আপন দেহের পোষণের তরে
ব্যয় করি' সব ধন,
পুত্র-ভৃত্য-দারা- বন্ধু-অকিঞ্চনে
ত্যাগ করে যেই জন,
দুর্ভিক্ষ সময়ে অথবা সম্ভ্রমে
পালন যদি না করে,
যমদূত তা'র দেহ-মাংস যত
দেয় তা'রে ক্ষুধা-তরে। ৭০-৭১॥
উৎকোচ লইয়া জীবিকা যাহার,
কিম্বা লোভী যেই নর,
শরণাগতেরে করে পরিত্যাগ,
তা'র কষ্ট··অতঃপর
করিব বর্ণন; করহ শ্রবণ,—
যমদূত তা'রে ধরি'
যন্ত্রমাঝে দিয়ে করয়ে পীড়ন,
কাঁদে হাহাকার করি'। ৭২॥
যাবত জনম সুকৃত যতেক
হেলায় হারায় যেই,
শিলা-পেষণীতে পেষিত হইয়া
মরে এবে তা'রা এই। ৭৩॥
গচ্ছিত ধনে অপলাপ করে
সেই সব মূঢ় নর,
দারুণ বন্ধনে বদ্ধ হয় তা'রা
সর্ব্বগাত্রে নিরন্তর;
ক্রিমি, কাক আর, বৃশ্চিক, উলুক,
খায় দেহ তা'সবার
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জিহ্বা-তালু পাত
হয় করে হাহাকার। ৭৪॥
দিবসে যে জন করয়ে সঙ্গম
কিম্বা ভুঞ্জে পরনারী,
তা'র যেবা কষ্ট হয় এইখানে
বর্ণিব এবে বিস্তারি'।
হের দূরে ওই রয়েছে শাল্মলি,
লৌহ-ময় স্কন্ধ তা'র
সুতীক্ষ্ণ লৌহের, কণ্টকেতে ভরা,
অতি ভয়াল আকার,

আরোপিতা বিভিন্নাঙ্গাঃ প্রভূতাসৃক্স্রবাবিলাঃ।
মৃষায়ামপি পশ্যৈতান্ ধ্মায়মানান্ যমানুগৈঃ।
পুরুষৈঃ পুরুষব্যাঘ্র পরদারাবমর্ষিণঃ ॥ ৭৬ ॥
উপাধ্যায়মধঃকৃত্বা স্তব্ধো যোঽধ্যয়নং নরঃ।
গৃহ্ণাতি শিল্পমথবা সোঽপ্যেবং শিরসা শিলাম্ ॥ ৭৭ ॥
বিভ্রৎক্লেশমবাপ্নোতি জনমার্গেঽতিপীড়িতঃ।
ক্ষুৎক্ষামোঽহর্নিশং ভারপীড়াব্যথিতমস্তকঃ ॥ ৭৮ ॥
মূত্রশ্লেষ্মপুরীষাণি যৈরুৎসৃষ্টানি বারিণি।
ত ইমে শ্লেষ্মবিণ্মূত্র-দুর্গন্ধিং নরকং গতাঃ ॥ ৭৯ ॥
পরস্পরঞ্চ মাংসানি ভক্ষয়ন্তি ক্ষুধান্বিতাঃ।
ভুক্তং নাতিথ্যবিধিনা পূর্ব্বমেভিঃ পরস্পরম্ ॥ ৮০ ॥
অপবিদ্ধাস্তু যৈর্বেদাঃ বহ্নয়শ্চাহিতাগ্নিভিঃ।
ত ইমে শৈলশৃঙ্গাগ্রাৎ পাত্যন্তেঽধঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮১

ঐ শাল্মলিতে আরোপণ করি'
ছিন্ন ভিন্ন দেহ করি'
যমদূতগণ করয়ে পীড়ন,
বহে রক্ত ঝর-ঝরি'।
হে পুরুষব্যাঘ্র, কর দরশন,
পরনারী-হারী যা'রা
তাঁ'দের ভাগ্যেতে ঘটে কষ্ট কত
মূষায় পুড়ি'ছে তা'রা। ৭৫-৭৬ ॥
উপাধ্যায়-পাশে, শিল্প, কিম্বা শাস্ত্র
করি' যেবা অধ্যয়ন,
পরাজিত তাঁ'রে করে, অহঙ্কারে
তা'র কষ্ট অগণন ;
মস্তকে শিলার সহি' গুরুভার
ভ্রমে সদা পথে পথে ;
ভারেতে কাতর ক্ষুত্তৃষ্ণা-পীড়িত
হ'য়ে, রহে কোনমতে। ৭৭-৭৮ ॥

শ্লেষ্মা, মূত্র আর, পুরীষ যে জন,
জল-মাঝে ত্যাগ করে,
তা'রা কষ্ট সয় বিষ্ঠাগন্ধ-ভরা
ঘোর নরক ভিতরে। ৭৯ ॥
এই যে দেখি'ছ ক্ষুধায় কাতর
পাপী নর অগণন
দেহ-মাংস ছিঁড়ি' পরস্পরে ওই
করি'ছে সদা ভক্ষণ ;
ওই সব নর, অতিথিরে কভু
অন্ন না করিল দান ;
বিধিমতে কভু সেবা না করিল,
করেছিল অপমান। ৮০ ॥
আহিতাগ্নি জন বেদের নিন্দন
অগ্নি অপমান করি'
সহে কষ্ট, ওই, ফেলে পুনঃ পুনঃ
উঠা'য়ে পর্ব্বতোপরি। ৮১॥

পুনর্ভূ-পতয়ো জীর্ণা যাবজ্জীবন্তি যে নরাঃ।
ইমে ক্রিমিত্বমাপন্না ভক্ষ্যন্তেঽত্র পিপীলিকৈঃ ॥ ৮২ ॥
নীচপ্রতিগ্রহাদানাৎ যাজনান্নিত্যসেবনাৎ।
পাষাণমধ্যকীটত্বং নরঃ সততমশ্নুতে ॥ ৮৩ ॥
পশ্যতো ভৃত্যবর্গস্য মিত্রাণামতিথেস্তথা।
একো মিষ্টান্নভুগ্ ভুঙ্‌ক্তে জ্বলদঙ্গারসঞ্চয়ম্ ॥ ৮৪ ॥
বৃকৈর্ভয়ঙ্করৈঃ পৃষ্ঠং নিত্যমস্যোপভুজ্যতে।
পৃষ্ঠমাংসং নৃপৈতেন যতো লোকস্য ভক্ষিতম্ ॥ ৮৫ ॥
অন্ধোঽথ বধিরো মূকো ভ্রাম্যতেঽত্র ক্ষুধাতুরঃ।
অকৃতজ্ঞোঽধমঃ পুংসামপকারেষু বর্ত্ততাম্ ॥ ৮৬ ॥

পুনর্ভূ নারীরে বিবাহ করিয়া
ছিল সুখে যেই জন,
এবে ক্রিমি হ'য়ে শত কষ্ট স'য়ে
করি'ছে দিন যাপন।
মাটির উপরে ফিরে ধীরে ধীরে,
চরণে দলিত হয়;
পিপিলিকাগণ করয়ে ভক্ষণ,
দেখ, কত কষ্ট সয়। ৮২॥
পতিত-জনের যজন, যাজন,
দান প্রতিগ্রহ আর
সেবা, করে যা'রা তা'দের যে দশা
চেয়ে দেখ একবার।
পাষাণের মাঝে আছে কীট হ'য়ে
সহে কষ্ট নিরন্তর।
এদের সমান পাপী যেবা আর
তা'দের কর্ম্ম দুস্তর। ৮৩॥
লোভী যেই জন, আত্ম-বন্ধুজন
অতিথি ভৃত্যেরে আর
না দিয়ে কখন মিষ্ট অন্ন যত
আপনি করে আহার,
মরণের পরে আসি' এ প্রান্তরে
জ্বলন্ত অঙ্গার ল'য়ে,
করয়ে ভোজন, পাপী সেই জন
রহে বহু কষ্ট স'য়ে। ৮৪ ॥
ঐ যে দেখ, পাপী একজন,
পৃষ্ঠ মাংস খেয়েছিল,
সেই ত কারণে বৃকগণ তা'র
পৃষ্ঠ মাংস ছিঁড়ে নিল। ৮৫ ॥
অন্ধ, মূক আর, বধির হইয়া,
ভ্রমে ঐই ক্ষুধাতুর;
উপকারী জনে কৃতজ্ঞ হইয়া
না করে পূজা প্রচুর;
এই সে কারণে এত কষ্ট সয়;
কৃতঘ্নতা সম আর
পাপ নাহি ভবে, বহু কষ্ট স'বে
কহিলাম এই সার। ৮৬ ॥

অয়ং কৃতঘ্নো মিত্রাণামপকারী সুদুর্ম্মতিঃ।
তপ্তকুম্ভে নিপতিতো বিলপন্ যাতি শোষণম্ ॥ ৮৭
করম্ভবালুকাং তস্মাৎ ততো যন্ত্রাবপীড়নম্ ॥ ৮৮ ॥
অসিপত্রবনং তস্মাৎ করপত্রেণ পাটনম্।
কালসূত্রে তথা ছেদ অনেকাশ্চৈব যাতনাঃ ॥ ৮৯ ॥
প্রাপ্য নিষ্কৃতিমেতস্মান্ন বেত্তি কথমেষ হি ॥ ৯০ ॥
শ্রাদ্ধে সঙ্গতিনো বিপ্রাঃ সমুপেত্য পরস্পরম্।
তুষ্টা হি নিঃসৃতং ফেনং সর্ব্বাঙ্গেভ্যঃ পিবন্তি বৈ ॥ ৯১ ॥

এই যে কৃতঘ্ন বান্ধব জনের
কৈল বহু অপকার,
অতীব দুর্ম্মতি, তাই এই গতি
ঘটিল ভাগ্যে ইহার।
তপ্ত-কুম্ভ নাম নরক মাঝারে
পতিত হইয়া এবে,
সহে কষ্ট বহু করে হাহাকার
পীড়ে যমদূত সবে।
হই'ছে শোষিত, বাক্যের অতীত
সহি'ছে যাতনা কত
এতেও ইহার নাহিক নিস্তার
পা'বে কষ্ট অবিরত। ৮৭ ॥

করম্ভ-বালুকা মাঝে তপ্ত হ'য়ে
সহিয়ে দুঃখ দুস্তর,
যন্ত্র-গত হ'য়ে পেষিত হইয়ে
স'বে কষ্ট ঘোরতর। ৮৮ ॥

পরে এ পাতকী অসিপত্রবনে
যাতনা স'বে ভীষণ,
করপত্র-যোগে পাঠিত হইবে,
ফল সে কর্ম্ম-মতন।
সে কষ্ট সহিয়া কালসূত্র মাঝে
হইবে ছেদিত-কায়,
তা'তে যে যাতনা হইবে ইহার
মুখে নাহি বলা যায়। ৮৯ ॥

সেই কষ্ট হ'তে কত দিনে এর
হ'বে ভোগ অবসান
বলিতে না পারি ; কৃতঘ্নতা হ'তে
আছে ভারি পাপ আন। ৯০ ॥

এই বিপ্রগণ শ্রাদ্ধেতে ভোজন
করেছিল, সেই পাপে,
এসেছে নরকে সহি'ছে যাতনা
দেখিলে হৃদয় কাঁপে।
উহাদের দেহে ঝরিতেছে ফেন,
মিলি' সবে পরস্পর,
করিতেছে পান নহে যায় প্রাণ
সহি' তৃষ্ণা ঘোরতর। ৯১ ॥

শ্রীশ্রীশ্যামা রহস্য

অতি গুঢ় তত্ত্ব মায়ের মুরতি কালী।
শুন দিয়া মন ঘুচিবে মনের কালী॥
কিবা ভাবে ব্রহ্ম, করি বিশ্বের সৃজন।
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কর্ম্ম করেণ সাধন॥
ভজে যদি মূঢ় জীব এমতি আকারে।
জ্ঞান শ্রেষ্ঠতম তবে পারে লভিবারে॥
সদা পরহিতে রত ব্রহ্মজ্ঞানীগণ।
ক্ষুদ্র চিত্রাকারে উহা করিলা অঙ্কন॥

ব্রহ্মের ইচ্ছায় বিশ্ব হইল সৃজন।
তাঁহার সত্বায় বিশ্ব রহে সর্ব্বক্ষণ॥
প্রকৃতিতে তাঁর শক্তি আছে বিদ্যমান।
সৃজনাদি কর্ম্ম তাই হয় অনুষ্ঠাণ॥
সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম জানে সর্ব্বজনা।
প্রকৃতির শক্তিমত্তা হয় কি তুলনা?
বিশ্বরূপ কহিলা ব্রহ্মে বন্দজ্ঞকুল।
নাহি কি হের রূপ প্রকতির অতুল?
প্রকৃতি ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ জ্ঞান,
শোভে নাকি এই জ্ঞান যাহারা অজ্ঞান?
রূপ, রস, গন্ধে পুরি আছয়ে প্রকৃতি।
কল্পিতা হইল তাই রমণী মুরতি॥
প্রকৃতির বর্ণ তবে কয় নির্দ্ধারণ।
নয়ন মুদি দেখ কিবা জাগে বরণ?
প্রথম উদ্যমে জাগে কালিমা বরণ।
কত চেষ্টায় তবে ভাসে অন্য বরণ॥
বৃক্ষ আর বৃক্ষের ছায়া যেমতি হয়।
প্রকৃতি ব্রহ্মের ছায়া বিজ্ঞ জনে কয়॥
ইহাই যথার্থ বলি যদি মানি লহ।
ছায়ার বরণ কিবা মনেতে বুঝহ॥
আপত্তি যদি থাকে ছায়ায় ভজিবারে।
লভি জন্ম এক হ'তে ভজিবে অন্যেরে?

প্রকৃতি আছয় খুলি সব আবরণ।
সে লাগি শ্যামারে হের উন্মুক্তা বসন॥
প্রকৃতি রহিছে পুরি কত মত রসে।
শ্যামার উন্নত স্তন তেমতি নির্দ্দেশে।
প্রকৃতি লন চিত্র জীবের কর্ম্ম যত।
এই লাগি মুণ্ডমালা হয়েছে চিত্রিত॥
উঠে ফটো নেগেটিভে চিত্র যেই মত।
গুপ্তভাবে উঠয় চিত্র সূক্ষ্মজগৎ॥
সাধিতে এ করম নাহি দপ্তর খানা।
না আছে চিত্রগুপ্ত মুহুরি কোন জনা॥
ভেদিতে সৃষ্টি বিধান না দেন প্রকৃতি।
আছে ঢাকা এই হের স্থান উৎপত্তি॥
পেটে পুরা দিবা রাতি প্রকৃতির ধারা।
শ্যামার লোল জিহ্বা তাই লালায় পুরা॥
দুইটী আঁখি নির্দ্দেশে গুণ রজ তম।
রবি শশী এই কর্ম্ম করিছে সাধন॥
সত্বগুণে আছে পুরা তৃতীয় নয়ন।
ত্রিক লক্ষী মা আমার ইহারি কারণ॥
জীবের কল্যাণ তরে কত যে ভাবনা।
মুক্ত কেশদামে উহা করিছে ঘোষণা॥
যত কেশ তত কর্ম্ম বুঝ এই মত।
চুপি চাপি সাধিছেন সকলি সতত॥
চারি হস্তের কাহিনী কিবা সুধাময়।
শুনিলে সে কথা হইবে জ্ঞানের উদয়॥
প্রথম হস্ত নির্দ্দেশে অভয়দায়িনী।
নির্দ্দেশে দ্বিতীয় হস্ত বরপ্রদায়িনী॥
তৃতীয় হস্ত ছেদিছে যতেক বন্ধন।
চতুর্থ হস্তের কথা অপূর্ব্ব কথন॥
মায়া মোহ যতেক করিয়া ছেদন।
চৈতন্যদায়িনী রূপে ধরিলা চৈতন॥

ডাকিণী যোগিণী দেখি রঙ্গ কর সবে।
বল শুনি গৃহে গৃহে ওঁরা কাঁরা শোভে!
কেহ বা স্বজনা তব কেহ বা ঘরণী।
তাঁরাই কি নয় সবে ডাকিণী যোগিণী!
মায়া, মোহ, আত্মসুখ, পরচর্চ্চা রত।
ডাকিণী বলি জান এমতি নারী যত॥
মুখ খানি হাসি মাখা লাজে কিন্তু ভরা,
আপনারে দিতে বলি সদা তৎপরা,
অবসর লভিলে করেণ পূজা ধ্যান,
তাঁরাই যোগিণী সবে রেখো এই জ্ঞান।

পুরুষোত্তম যিনি রহেন পদতলে।
জানে তাঁরে 'শিব' ব'লে নরনারীকুলে॥
না আছে ব্রহ্মের কর্ম্ম, না চান আশ্রয়।
তিনিই আছেন হয়ে বিশ্বের আশ্রয়॥
চাহে কি আশ্রয় কায়া, রহে কি করম,
শবরূপ যবে উহা করয়ে ধারণ?
না আছে ব্রহ্মে রূপ, রস, গন্ধের তৃষা।
শবে কি রহে কখন এমতি পিয়াসা!
জ্ঞানী জনে কহে সবে ব্রহ্মেরে নির্গুণ।
বল শুনি শবে কভু রহে কোন গুণ!
সাদা কালো দুই বর্ণ জগতে প্রধান।
শোভে তাই শ্বেত বর্ণে পুরুষ প্রধান॥
প্রকৃতির লীলাখেলা ব্রহ্মের সত্বায়।
শিবের হৃদে তাই শ্যামার পদ রয়॥
আছে ভূমি বলি দাঁড়াও তাইত তুমি।
কোথা দাঁড়াও বল না রহে যদি ভূমি!
ক্ষুদ্র এক চিত্রে, এমতি চিত্রে ব্রহ্মেরে।
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যতিরেকে কেবা বল পারে?

ভূত প্রেত সঙ্গী শুনি হাসে কত জনা।
তারাই যে ভূতপ্রেত নাহিক ধারণা!
প্রেতের করম কিবা শুন দিয়া মন,
পরচর্চ্চা, আত্মসুখে উহারা মগন,
গুরুজনে নাহি শ্রদ্ধা, ধর্ম্মে নাহি মতি,
কামুকায় রত তারা, অবমানে সতি॥
রূপ, রস, গন্ধাদি যাদের ধ্যান জ্ঞান,
অর্থকরী বিদ্যামাত্র যাহাদের জ্ঞান,
স্থূল চিন্তা, স্থূল কার্য্যে, নিরত যাঁহারা,
ঘুরিছে ফিরিছে যারা হয়ে আত্মহারা,
কেমনে লভিবে তারা এই তত্বজ্ঞান!
ব্রহ্মজ্ঞান লভিবারে সরল সোপান!

শিবের ভক্ত সবে জানে বলি 'গুণ'।
জীবের কল্যাণে তাঁরা সতত মগন॥
'বাবা' কিম্বা 'গুরু' বুলি ঝুরে অবিরাম।
স্থাপি সহস্রারে তাঁরে, হয় আত্মারাম॥

প্রকৃতির শিশু বলি যাঁরা নিজে গণে।
'মা' 'মা' বুলি সদা তাঁদের ঝুরে বদনে॥
অর্চ্চনাদি করমে না রহে আড়ম্বর!
পঞ্চমকারাদি কর্ম্মে হন হতাদর॥
কর্ত্তব্য পালনে তাঁরা হন সযতন।
জীবের কল্যাণ চিন্তা পুষে অনুক্ষণ॥
আনি দেন জ্ঞান তাঁরা সামান্য কথায়।
হইয়ে আনন্দময় আনন্দে ভাসায়॥

জনকে শিব শক্তি, জননীতে প্রকৃতি।
এই জ্ঞানে তেঁই সবে পুজিবে সুমতি॥
তুষ্ট হলে গুরুজন তবে জপধ্যানে।
হইবে সকল কাম রেখো সবে মনে॥

ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

দাসাধম

গীতচতুষ্টয়

পিলু—যৎ

পরাণ রমণে আমার আজি গো সাজাইব।
সাধ পুরি' ভুষি' তাঁ'রে প্রাণ ভরি' নিরখিব।
হৃদয়-তন্ত্রী গাঁথি' চরণ-নূপুর করিব।
ভকতি-অলক্ত মাখি' পদকমল ভূষিব।
পরায়ে জ্ঞান-বসন পীত-ধড়া খুলে ল'ব।
নিঃশ্বাস-পবন-বংশী তবে তাঁ'র করে দিব।
গুরুদত্ত বীজ গাঁথি' গলে মালা পরাইব।
প্রীতি-বলয়ে তাঁ'র করযুগল সাজাইব।
খুলে ল'য়ে শিখী-চূড়া ওম্‌কারে বেড়ি' দিব।
গড়িয়ে প্রেম-রাধিকা বাম পাশে বসাইব।

ঝিঝিট—যৎ।

সে আমার, আমি তা'র, আঁখিনীরে যে বাঁধেরে।
তা'রি ধ্যানে রহি সদা, মোর ধ্যানে সে রহেরে।
পলকে প্রমাদ গণি, না হেরে বদনখানি,
সে মোর নয়ন মণি, তা'রে কভু না ভুলিরে।
শুইতে বসিতে তা'র, আহারে বিহারে আর,
ভাবিরে ভাবনা তা'র, মোর ভার কে বুঝেরে।
আনন্দ সাগরে ভাসি, হেরি' তা'র মুখে হাসি,
তা'র মুখে আমি ভাসি, বুঝাইতে নারীনরে।

কীর্ত্তন

(ওরে) তুই কিরে সেই বেটা ?
(এই) হৃদি দ্বারে উঁকি মারে, হাসিভরা যে মুখটা।
(মরি) আশে পাশে ঘুরে ফিরে দেয় না ধরা যে বেটা।
(মরি) আলো হয়, এই পুরী, যবে পশে সেই বেটা।
(মরি) রুণুরুণু, ঝুণুঝুণু, বাজে যার নূপুরটা।
(মরি) নখে খেলে, শশিমালা, চরণ সেবে ধূর্জ্জটী।
(মরি) শোভে ভালে, নিন্দি ভানু, নয়ন যা'র তিনটী।
(মরি) কাঁচা সোণা রং যা'র, উপমা নাইক রূপটী।
হরি বলে, ওরে ভবী, তুই ওরে সেই বেটা।
তা না হ'লে, টানে প্রাণ, না পার কেন সাপটী ?

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

ভালবাসা ক'জন জানে ?
মুখে বলে বাসি ভাল, না চিনিয়ে আপন মনে।
শিখেছে যে বাস্‌তে ভাল, কিছু তা'র লাগে না ভাল,
যা'রে সে বেসেছে ভাল, রহে কেবল তা'রি ধ্যানে।
এমনি এ পথের রীতি, ঝুরে নয়ন দিবারাতি,
সদা হারাই হয় ভীতি, নিজ দোষ মনে গণে।
নাহি দেখে সে কুলমান, নাহি মানে আপন প্রাণ,
সকাল দেয় বলিদান, ভালবাসার শ্রীচরণে।

দাসাধম।

দু'টো কথা।

প্রাতঃকাল। সূর্য্য উঠেছেন। কিন্তু এখনও বাগানের মালী উঠেন নাই। কাজেই বাগানের দ্বারও খোলা হয় নাই। আমি বাগানের দ্বারে ব'সে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এক খানি ছবি দেখ্‌ছি। ছবিখানি কোনও সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকরের আঁকা নয়, কিন্তু তা' হ'লে কি হয়—যে ছবি আমার হৃদয়ের পরতে পরতে আঁকা, এখানি সেই চির-সুন্দরের শ্রীমূর্ত্তির আভাস কিনা ? তাই—প্রাণের সঙ্গে মিলে গেছে—আর এক মনে বিভোর হ'য়ে দেখ্‌ছি। এমন সময়ে ছোট বাবু (বাগানের মালিকের কনিষ্ঠ পুত্র) সেই

দিকে এলেন। তিনি আমায় দেখে বল্লেন, "কি পাগল, এ কি দেখ্ছো? ও কি আবার, একটা ছবি?"

কথাটা প্রাণে বড় লাগ্‌লো। যা ভালবাসি, তা মন্দ বল্লে বড় কষ্ট হয়। বল্লাম "বাবা, সুন্দর, অসুন্দর সংস্কারের কথা। "যার যা'তে মজে মন।" আমার প্রাণের দেবতার প্রাণ-মন যা'তে মজেছে—আমার পাগল বাবা যাঁ'র পায়ে প্রাণমন সঁপে সকল ভুলেছেন—আমার চোখে তা'র চেয়ে সুন্দর আর কি হ'তে পারে? কত লোকে সুন্দরী সর্ব্বগুণান্বিতা ধর্ম্মপত্নীকে ছেড়ে কোকিলবর্ণা বারবিলাসিনীতে রত হয়। আমার ভোলানাথও তেমনি তোমাদের পরম সুন্দর সংসারের সর্ব্ববিধ সুন্দর পদার্থ ছেড়ে এই **পরম সুন্দরে** প্রাণ মন সঁপে, চিরদিন শ্মশানে বাস করছেন। সেই শ্মশানই তাঁ'র চক্ষে সুন্দর। আর যে তাঁ'রে শ্মশানবাসী ক'রেছে তাঁ'র চেয়ে সুন্দর তাঁ'র কাছে আর কেউ'ই নাই। সেই জন্যেই জগতের সকল ছবির অপেক্ষা এই ছবিই আমার বড় সুন্দর ব'লে বোধ হচ্ছে।"

বাবাজী কিছু অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্লেন, আমি কি রাধাকৃষ্ণকে অসুন্দর বল্‌চি? আমি ঐ ছবিটারই দোষ দিচ্ছি। আমি শুনে বল্লাম "বাবাজীবন, অমন কথা মুখে এনো না। সে চিন্ময় রাজ্যের চিন্ময়-মূর্ত্তি—সে প্রাণ-ভোলান যুগল মূর্ত্তি—তোমার নশ্বর জগতের কোন চিত্রকর জড়বর্ণে অঙ্কিত করতে পারে? কিন্তু, বাবা, শিশুর আঁকাবাঁকা ক, খ, দেখে কি তা'র লেখা চেনা যায় না? তোমার প্রেমময়ী পত্নীর বহু-স্থলে অশুদ্ধ আকারহীন অক্ষরমালায় অঙ্কিত পত্র পড়্তে কষ্ট হ'লেও কি তা'তে সুধারসের আস্বাদ পাও না?—তেমনি, বাবা, যে প্রাণ ভ'রে সেই প্রাণবল্লভের পাদপদ্মে নিজের প্রাণ মন সঁপে দিয়েছে—সে নিজের প্রাণের ধনকে কাগজে চিত্রিত ক'রে দেখ্তে চায়—প্রাণে আঁকা ছবিখানি এঁকে সাম্‌নে রেখে দেখ্তে চায়। তাই সে আঁকে—কিন্তু পারে না। তেমন সুন্দর করতে পারে না। কি দিয়ে করবে? জড় জগতে এমন উপকরণ কি আছে? তায় আবার প্রাণের ধনকে ত পূর্ণরূপে দেখা হয় নাই তাই সে শ্রীঅঙ্গের চিত্র ঠিক হয় না। জড় জগতের রং-এ সে মনভোলান রং—ফলান যায় না—তা বলে কি সে প্রাণের পিপাসা মিটাবে না?—তোমার ভাল না লাগে—তুমি বাবা দেখো না। এই যে তোমাদের বৈটকখানায় সুদীর্ঘ বকগ্রীবাযুক্ত পাশ্চাত্য অনিন্দ্যসুন্দরীর ছবি রয়েছে—সে ছবি আমার চোখে ভাল বোধ হয় না ব'লে কি আমি তোমার বাবাকে বল্‌বো, যে দাদা, ও ছবি ভাল নয় ফেলে দাও। এই যে সে দিন তোমার বাবা আমায় খানকত ছবি দেখালেন, আমাদের দেশেরই বড় বড় কারীগরের আঁকা। তিনি বল্লেন ছবিগুলি বড় সুন্দর! আমি দেখ্‌লাম, নর নারীর মূর্ত্তিগুলি যেন ছেলেদের খেলাবার কাঠের পুতুলের ছবি। আমার চক্ষে ত সে সব ছবি সুন্দর ব'লে বোধ হ'লো না!—হ'বে কেন? জড়জগতের সৌন্দর্য্য বোধটা সংস্কারের ফল বইত নয়। জড়সৌন্দর্য্যের এক একটা আদর্শ—সকলের প্রাণে আছে। যে জিনিস তারি যত কাছাকাছি হয় সে জিনিস তা'র তত বেশী সুন্দর ব'লে বোধ হ'বে। জড়ীয় রসেরও ঐ অবস্থা—ওটাও সংস্কারাধীন।

আবার নিজের খাঁদা ছেলের মুখখানিও মুখপদ্ম ব'লে মনে হ'য়ে থাকে—তা'র বায়স-বিনিন্দিত-স্বরও কোকিল-কাকলী ব'লে বোধ হ'বে। কিন্তু সকলের কি তা ভাল লাগ্‌বে?—কিন্তু ভাল না লাগ্‌লেও সে কথা ব'লে পরের প্রাণে কষ্ট দেবার প্রয়োজন কি?"

বাবাজীবন তুষ্ট হলেন কি রুষ্ট হলেন তা বুঝ্‌তে পারলাম না। কিন্তু চলে গেলেন।

আমিও, এই দু'টো কথা গৃহস্থের জন্য লিখে পাঠালাম। এতে কোনও রস কস আছে কিনা ভেবে দেখ্‌লাম না। যখন লিখ্‌তেই হ'বে অত ভাবতে গেলে চলে না। আজ এই পর্য্যন্ত।

আপনাদের

শ্রীপাগল।

অদ্ভুত গুহা ও যাদুকর সন্ন্যাসী

(অদ্ভুত কিন্তু প্রকৃত-ঘটনামূলক আখ্যায়িকা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহুদিন পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে, নিবিড় পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে, পান্নানগর নামে একটি ক্ষুদ্র নগর ছিল। পান্নালাল নামক জনৈক ধনী সওদাগর এই নগর স্থাপন করিয়া নিজ নামানুসারে ইহার পান্নানগর নামকরণ করিয়াছিলেন। নগরটি ক্ষুদ্র হইলেও অতি রমণীয়। চতুর্দ্দিক উন্নত পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা সুরক্ষিত। মধ্যে মধ্যে সুশীতল বারিপূর্ণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত থাকায়, ক্ষেত্রসকল উর্ব্বরা ও সদা শস্যপূর্ণ হইয়া এই ক্ষুদ্র নগরটির শোভা বর্দ্ধন করিত। ফলতঃ তৎকালে নগরটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। নগরবাসী প্রজাগণেরও সুখসচ্ছন্দতার কিছুমাত্র অভাব ছিল না, অনেকেই বড় সওদাগর ও প্রভূত ধনসম্পত্তিসম্পন্ন ছিলেন।

নগরের প্রান্তভাগে, রাজপ্রাসাদ প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, একখানি অতি সুন্দর অট্টালিকা ছিল। জনৈক সম্পত্তিশালী প্রাচীন ব্যক্তি এই অট্টালিকার স্বামী ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি কিছুই ছিল না। যৌবন কালেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল, আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহারও গৃহশূন্য। দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া তাঁহার স্ত্রীও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ গৃহস্বামীর নাম শান্তপ্রসাদ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম রঘুবর। বৃদ্ধ, ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুবরকে পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগকেও আপনার সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিতেন। শান্ত-প্রসাদ, তাঁহার বিপুল সম্পত্তি সমস্তই রঘু-বরের নামে উইল করিয়া দিয়াছিলেন।

দিন যায়, শান্তপ্রসাদের ক্রমেই বৃদ্ধাবস্থা

বাড়িতে লাগিল, এবং রঘুবরও বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, একই শান্তিময় ভাবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে এই প্রশান্ত পরিবারের নির্ম্মল গগনে একখানি কাল মেঘ দৃষ্ট হইল। একদিন অশুভক্ষণে একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীর সেতার শিখিবার ইচ্ছা হইল। এই কন্যাটি বৃদ্ধের বড়ই আদরের ছিল। তাহার আব্‌দার শুনিতেই হইবে। পান্নানগর ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থানে ওস্তাদ অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু মিলিল না। খুড়ার আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী, অর্থেরও অভাব নাই, বৃদ্ধ শান্তপ্রসাদ যন্ত্র ও ওস্তাদের জন্য তৎক্ষণাৎ কাশ্মীর নগরে দূত পাঠাইলেন।

পান্নানগর অতি মনোরম স্থান হইলেও, নিবিড় পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত ও অতিশয় দুর্গম বলিয়া কেহই তথায় আসিতে স্বীকার করিল না। শান্তপ্রসাদের দূতগণ ক্রমেই নিরাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর একজন প্রাচীন ওস্তাদের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। বহুতর অনুনয় বিনয়ের পর তিনি তাহাদের সহিত পান্নানগর যাইতে স্বীকার করিলেন। এই বৃদ্ধ ওস্তাদের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। ওস্তাদজী যাইতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজের কন্যাটিকে ছাড়িয়া কোন মতে যাইতে চাহিলেন না। অগত্যা তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাওয়াই স্থির হইল। তখন বৃদ্ধ ওস্তাদ এক বগলে সেতার ও অপর বগলে তাঁহার রূপসী কন্যার বাহুলতা ধারণ করিয়া দূতগণের সহিত পান্নানগর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

দূতগণের সাহায্যে, অল্প দিনের মধ্যেই সেই দুরূহ পথ অতিক্রম করিয়া একদিন প্রাতঃকালে ওস্তাদজী ও তাঁহার কন্যা সেই শোভন ভবনের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওস্তাদজীর আগমনে বৃদ্ধ শান্তপ্রসাদ বড়ই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই অসামান্য লাবণ্যময়ী ক্ষীণাঙ্গী, চঞ্চলনয়না কন্যাটিকে দেখিয়া একবার চমকিয়া উঠিলেন। কন্যাটির নাম মান্না, বয়স তখনও দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করে নাই, কিন্তু এই বয়সেই তাহার যৌবন-কুসুম যেন প্রস্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, রূপের ছটায় চারিদিক আলোকিত করিতেছিল। বৃদ্ধের মন উথলিয়া উঠিল, তাঁহার হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল, কে যেন হঠাৎ সেই শুষ্ক হৃদয়ে নবরসের সঞ্চার করিয়া দিল। মনের ভাব গোপন করিয়া শান্তপ্রসাদ তাঁহাদের জন্য উত্তম বাসাগার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

যে দিন ওস্তাদজী আসিয়া শান্তপ্রসাদের বাটিতে উপস্থিত হইলেন, এবং যে অশুভক্ষণে শান্তপ্রসাদ রূপবতী মান্নাকে দেখিলেন,—সেই দিন, সেই ক্ষণ হইতেই, সেই কাল মেঘখানি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ ওস্তাদ তাঁহার সেতার-যন্ত্রের বাদ্যে দিন দিন সকলকে মোহিত করিতে লাগিলেন, আর সেই মধুর যন্ত্রের প্রত্যেক প্রকম্পন বৃদ্ধ শান্তপ্রসাদের হৃদয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সংগীতে প্রেম উদ্দীপিত করে। সেতারের দ্বারা যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, বালিকা মান্নার ভ্রমর-গঞ্জন নয়নযুগলের দ্বারা তাহার সমাধা হইল। ছয় মাস শিক্ষার পর ভ্রাতুষ্পুত্রী সেতার-বাদনে সুদক্ষা হইলেন, আর তাহার খুল্লতাত মহাশয়ও সুন্দরী মান্নার প্রেম সাগরে আকণ্ঠ মগ্ন হইলেন।

একদিন প্রাতঃকালে শান্তপ্রসাদ তাঁহার পোষ্যপরিবার, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগুলিকে চারিধারে বসাইয়া সকলকে আদর করিয়া আহ্লাদ করিতে করিতে বলিলেন যে তিনি নীলোৎপলনয়না মায়াকে বিবাহ করিবেন এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করিয়াছেন। বলিতে বলিতে কিন্তু বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিল, তিনি তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালকের ন্যায় রোদন করিলেন ও অবশেষে বলিলেন, "আমি উইল করিবার সময় তোমাদের কাহাকেও বঞ্চিত করিব না।" বৃদ্ধের কথা শুনিয়া তাহারাও সকলে কাঁদিল; কারণ তাহারা বুঝিল যে তাহাদের বাড়া ভাতে ছাই পড়িল। যাহা হউক আপন আপন মনকে কোন প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া সকলেই আহ্লাদের ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কারণ বুড়াকে সকলেই অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসিত। আর সকলে কষ্টেসৃষ্টে আহ্লাদের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেও রঘুবর পারিল না। রঘুবরের বয়স তখন প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ, সে এখন যুবক। তাহার হৃদয়ও এই সুন্দরী বালিকার প্রেমে গলিয়া গিয়াছিল, সে দেখিল তাহার প্রেমের আশা, ধনের আশা, দুইই ফুরাইল। আহ্লাদ করা তো দূরের কথা সে কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। সমস্ত দিন আর কেহ তাহার দেখাও পাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তপ্রসাদের বহুদূর বিস্তৃত ভদ্রাসনের মধ্যে একটি অতি অদ্ভুত গুহা ছিল। শুনা যায় গুহাটি নাকি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে কিন্তু উহা এখন দুর্গম্য। প্রাসাদ সংলগ্ন এক বৃহৎ শালবন আছে। উদ্যানের প্রবেশদ্বার হইতেই এই শালবন আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর নিবিড় জঙ্গলময় হইয়াছে ও পরিশেষে অদূরবর্ত্তী কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ের জঙ্গলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। গুহাটি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। উহার প্রবেশ দ্বারটি শান্তপ্রসাদের বাসভবন হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে হইলেও তথা হইতে সেই দ্বারটিকে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের গায়ে একটি খোদিত স্থানের ন্যায় দেখা যাইত, এবং উহার চারিদিকে গাছ পালা থাকিলেও উহাতে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিলে বাড়ীর ছাদ হইতে বেস্ দেখিতে পাওয়া যাইত।

এই খোদিত স্থানের ভিতর প্রবেশ করিলে, প্রথমেই একটি অল্প পরিসর শূন্যস্থান দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই স্থান অতিক্রম করিলে একটি প্রকাণ্ড গুহার ভিতর প্রবেশ করা যায়। সেই গুহার ছাদ প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ, স্থানে স্থানে একএকটু মাত্র ছিদ্র আছে ও সেই ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়া যে অল্প পরিমাণ আলোক প্রবেশ করে তদ্দারাই ঐ গুহা ক্ষীণালোকে আলোকিত হয়। গুহাটি এত বড় যে উহাতে আনায়াসে দুই তিন হাজার লোকের সমাবেশ হইতে পারে। উহার তলদেশের কতক অংশ মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা আবৃত ছিল, এবং গ্রীষ্মকালে যাঁহারা বনবিহার করিতে যাইতেন, তাঁহারা সেই

স্থানটিকে নাচঘর রূপে ব্যবহার করিতেন। গুহাটি অসমান বাদামি গঠনের, ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়া একটা প্রশস্ত রাস্তার মত হইয়াছে। রাস্তাটা মাটির নীচে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে এখানে ওখানে আরও কয়েকটি ঐরূপ বৃহৎ ও উচ্চ গুহা আছে, কিন্তু সেগুলি বারমাসই জলে পরিপূর্ণ থাকে, নৌকা ভিন্ন তাহাতে যাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে যে এই প্রাকৃতিক জলাশয়গুলি অতল।

প্রথম গুহাটির একধারে, খানিকটা উচ্চ বেদীর মত স্থান আছে, উহার উপর কতকগুলি সাধারণ কাষ্ঠাসন স্থাপিত আছে। এই বেদী হইতে এক প্রকার আশ্চর্য্য রকম প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। তথায় কোন একটি শব্দ অতি মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেও চতুর্দ্দিক হইতে উহার প্রতিশব্দ উত্থিত হয়, এবং অন্যান্য প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্তরোত্তর কম না হইয়া ক্রমেই বাড়িতে থাকে, ও অবশেষে বন্দুকের আওয়াজের মত একটা ভীষণ শব্দ হইয়া রোদন-ধ্বনির ন্যায় রব উৎপন্ন হয়, আর সেই রব, গুহার প্রান্তস্থিত রাস্তা দিয়া বরাবর নিম্নের দিকে চলিয়া যায়। সেই কারণে এই অদ্ভুত গুহাটিকে লোক "প্রতিধ্বনি-গুহা" বলিত। যে দিন বৃদ্ধ শান্তপ্রসাদ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন যে তিনি নীলোৎপল-নয়না মায়াকে বিবাহ করিবেন, সেই দিনই অপরাহ্নে তিনি কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছিলেন যে বিবাহ রাত্রে তিনি ঐ গুহার ভিতর একটা ভোজ ও নাচ দিবেন।

পরদিন প্রাতঃকালে শান্তপ্রসাদ তাঁহার গাড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য হুকুম দিলেন। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল যে তিনি উইল বদলাইবার জন্য সদর সহরে যাইবেন। শান্তপ্রসাদ যদি ও খুব ধনী ছিলেন কিন্তু তাঁহার দেওয়ান বা গোমস্তা ছিল না, হিসাব পত্র নিজেই রাখিতেন। তাঁহার একটি পুরাতন চাকর ছিল। সে প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ তাঁহার নিকট চাকরী করিতেছিল। ইহার নাম ভজুয়া, বাড়ী ভুটান প্রদেশে। সে বাল্যকালাবধি প্রভুর পরিবার মধ্যে পালিত হইয়াছিল, এবং সকলেই তাহাকে অত্যন্ত প্রভুভক্ত বলিয়া জানিত।

সহরে যাইবার জন্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বাড়ীর লোকেরা সকলে শান্তপ্রসাদকে গুহার মুখে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল, এবং যখন তিনি গুহার মুখে প্রবেশ করেন তখন কেবল সেই পুরাতন ভৃত্য ভজুয়া মাত্র তাঁহার সঙ্গে ছিল। আধ ঘণ্টা পরে ভজুয়া তাহার প্রভুর নস্যদানী লইবার জন্য বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। নস্যদানীটি তিনি ভুলিয়া তাঁহার নিজের ঘরেই ফেলিয়া গিয়াছিলেন, ভজুয়া সেটিকে লইয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল। এই ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পরে হঠাৎ ভজুয়ার উচ্চ ক্রন্দনের রবে বাড়ীর সকল লোক চমকিত ও স্তম্ভিত হইল—তাহার সমস্ত কাপড় চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে—শরীর বর্ণ পাংশুবর্ণ হইয়াছে—সে উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"কর্ত্তাকে গুহার মধ্যে কোন খানেই পাওয়া যাইতেছে না, তিনি জলে পড়িয়াছেন ভাবিয়া আমি প্রথম জলাশয়টিতে তাঁহার তল্লাসে ডুব দিয়া নিজেই মরমর হইয়াছিলাম।" বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল, রঘুবর সেই সময় কোথা হইতে

ফিরিয়া আসিয়া যেমন এই সংবাদ শুনিল, অমনি তাহার ক্রন্দনের মাত্রা সকলের উপর একগুণ অধিক মাত্রায় উঠিল। শান্তপ্রসাদের মৃতদেহ বাহির করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করা হইল, সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়াও কোনই ফল হইল না। পুলিসের লোকে বাড়ী ভরিয়া গেল।

গত রাত্রে আহারের পর যখন শান্তপ্রসাদ শয়ন ঘরে গিয়াছিলেন, তখন সেই ঘরে তাঁহার এই ভৃত্য ভজুয়ার সঙ্গে খুব একাবকি করিতে শুনা গিয়াছিল। এখন পুলিসের অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল যে, ভজুয়া সেই রাত্রে মাতাল হইয়াছিল। শান্তপ্রসাদ মাতলামির উপর বড়ই চটা ছিলেন, শাসনোদ্দেশে তাহাকে চড়টা চাপড়টা মারিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। যাইবার সময়ে সে টলিতে টলিতে দুয়ারের বাহির হইয়াছিল, এবং প্রতিশোধ লইবে বলিয়া ভয় দেখান কথাও দু'একটা বলিয়াছিল। যখন তাহার ঘরে খানাতল্লাসি করা হইল তখন তাহার বিছানার নীচে হইতে কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কারাদি পূর্ণ একটি ছোট বাক্স বাহির হইল। এই বাক্সটি শান্তপ্রসাদের, তিনি তাঁহার নিজের ঘরে অতি সাবধানে এই বাক্সটি রাখিতেন, এ কথা পরিবার মধ্যে সকলেই জানিত।

উল্লিখিত ঘটনাপরম্পরার সন্নিবেশ হওয়ায় ভৃত্য ভজুয়ার উপর সকলেরই গাঢ়তর সন্দেহ উপস্থিত হইল। যদিও ভজুয়া ঈশ্বরের দোহাই দিয়া বলিল যে তাহার মনিব গুহায় যাইবার একটু পূর্ব্বে তাহার জিম্মায় এই বাক্সটি রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নববধূকে এই সকল অলঙ্কারগুলি দিবেন বলিয়া সে গুলিকে নূতন করিয়া গাঁথাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তখন তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না। তখন "আমার প্রভুর যদি যথার্থই মৃত্যু হইয়া থাকে, এবং আমার প্রাণ দিলেও যদি তাঁহাকে ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে এই দণ্ডেই আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি" ইত্যাদি নানা প্রকার বিনয় ও আক্ষেপোক্তি করিয়া ভজুয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার ঐ সকল কথায় কর্ণপাতও করিল না। নরহত্যার অভিযোগে তাহাকে গেপ্তার করা হইল। ভজুয়া কিন্তু কিছুতেই অপরাধ স্বীকার করিল না। পান্নানগরের রাজার আইন অনুসারে সহস্র প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিলেও, কয়েদি নিজ-মুখে অপরাধ স্বীকার না করা পর্য্যন্ত তাহার প্রাণদণ্ড হইত না, সুতরাং নিজ-মুখে অপরাধ স্বীকার না করা পর্য্যন্ত ভজুয়া কারারুদ্ধ থাকিবে, এইরূপ হুকুম হইল।

আরও এক সপ্তাহ কাল নানাদিকে বৃথা অনুসন্ধানের পর, যখন মৃত্যুই স্থির হইল তখন পরিবারের সকলে অশৌচ গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বের উইল অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ পোষ্যপুত্র রঘুবরই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। বৃদ্ধ ওস্তাদ ও তাঁহার কন্যা এই আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্ত্তনে ভগ্নোৎসাহ ও নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পুনরায় এক বগলে সেতার ও আর এক বগলে কন্যার বহুলতা ধারণ করিয়া ওস্তাদজী চলিয়া যান, এমন সময়ে রঘুবরই যাইয়া তাঁহাদের বাধা দিয়া বলিলেন যে তাঁহার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তিনি স্বয়ংই তাঁহার জামাতৃত্ব স্বীকার করিতেছেন।

প্রস্তাবটি বৃদ্ধ ওস্তাদের নিতান্ত মন্দ বোধ হইল না, বরং ভালই বোধ হইল, সুতরাং আর অধিক আড়ম্বর বা বাক্যব্যয় না করিয়া রঘুবরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যুবক রঘুবরও স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন। শুভলগ্নে যুবক যুবতী পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নবদম্পতির মিলনের পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল। এখন আর মান্না বালিকা নাই, এখন আর তাহার সেই বাল্য-সুলভ চপলতা নাই। এখন তাহার যৌবন-কুসুম পূর্ণ বিকশিত, সৌরভে চারিদিক আমোদিত। আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল, মান্না গর্ভবতী হইলেন। যথাসময়ে তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। পরিবার মধ্যে আনন্দ কোলাহল ও মহা ধুমধাম হইতে লাগিল, কিন্তু পরক্ষণেই সন্তানটি দেখিয়া সকলে যেন ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিকৃতাকৃতি কিম্ভূত কিমাকার এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখিয়া সকলে চমকিত হইল ও অনেকে ইহাকে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সংবাদে রঘুবর নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, আনন্দের স্রোত আর তেমন জোরে বহিল না, সকলেই একপ্রকার নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

আরও নয় বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল। সুন্দরী মান্না এখন যৌবনের শেষ সীমায় উপস্থিত' অস্তপ্রায় জ্যোৎস্নার ন্যায় তাহার যৌবনালোক এখনও একটু একটু ঝিক্ মিক্ করিতেছে মাত্র। এখন আর সে ক্ষীণাঙ্গী নাই,বেস্ মোটা সোটা হইয়াছে এবং প্রৌঢ়ত্বের পূর্ব্বলক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই যেমন মান্নার যৌবনের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল তেমনি আবার চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে তাহার প্রৌঢ়ত্ব দেখা দিয়াছিল। মান্নার সংসারে কোন কষ্ট ছিল না বটে, কিন্তু তাহার মনে সুখ ছিল না।

মান্নার সেই একটি মাত্র পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহার পর আর সন্তান হয় নাই। পুত্রটির বয়স এখন প্রায় নয় বৎসর, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও সে কেবল চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া বসিয়া থাকে। ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিলে ইহাকে একটি অদ্ভুত জীব বলিয়া মনে হয়। খর্ব্বাকৃতি, বারমাস রোগগ্রস্ত, তাহার ক্ষীণ প্রাণটি বোধ হইত যেন একগাছি সূক্ষ্ম সূত্রের উপর ঝুলিতেছে। যখন সে স্থির ভাবে বসিয়া বা শুইয়া থাকিত, তখন তাহার আকৃতির সহিত তাহার ঠাকুরদাদা শান্তপ্রসাদের আকৃতির এত সাদৃশ্য দেখা যাইত যে বাড়ীর লোক অনেক সময় তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া সারিয়া যাইত। তাহার মুখ দেখিলে বোধ হইত যেন সেই নবম বর্ষীয় শিশুর স্কন্ধের উপর ষষ্টি বর্ষীয় বৃদ্ধের একখানি লোলচর্ম্ম মুখমণ্ডল বিরাজ করিতেছে।

এই বালককে কেহ কখনও হাসিতে বা খেলা করিতে দেখে নাই। সর্ব্বদাই একখানি উচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর, গম্ভীরভাবে, ঠিক

তাহার মৃত ঠাকুরদাদার মত বুকের উপর দুইটি হাত রাখিয়া, বসিয়া থাকিত—নিস্পন্দ হইয়া এইরূপ ভাবে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বুড়া মানুষের মত বসিয়া ঝিমাইত। অনেক সময় পরিচারিকারা রাত্রে তাহার নিকট যাইয়া ভয়ে পলাইয়া আসিত। তাহার কাছে একা একঘরে কোন দাস দাসীই থাকিতে রাজি হইত না। সকলে বলাবলি করিত, ইহা জন্মান্তর না ভৌতিক ব্যাপার?—কেহ বলিত কর্ত্তা মায়া কাটাইতে না পারিয়া রঘুবরের পুত্ররূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আবার কেহ বা স্থির করিত যে শান্তপ্রসাদের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে, তিনি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই ছেলেটির উপর ভর করিয়া আছেন অর্থাৎ সোজা কথায় ছেলেটিকে ভূতে পাইয়াছে। এই বালক কখনও বাড়ীর বাহিরে যাইত না, সুতরাং বাহিরের অতি অল্প লোকেই তাহাকে চিনিত।

এদিকে সেই ছেলেটির প্রতি, তাহার পিতা রঘুবরের ব্যবহার আরও আশ্চর্য্যজনক ছিল। রঘুবর তাহাকে খুব ভালবাসিত বলিয়া বোধ হইত, অথচ তাহাকে যেন অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। সে কখনও তাহাকে আদর করিত না বা কোলে লইত না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে যখন ছেলেটি সেই উচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিত, তখন রঘুবর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত, ও কিছুক্ষণ এইরূপ তাকাইয়া থাকিলেই তাহার (রঘুবরের) চক্ষু দু'টি স্থির ও মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া যাইত। বৃদ্ধ কর্ত্তার অন্তর্দ্ধানের দিন হইতেই রঘুবর সর্ব্বদা বিষণ্ণ ভাবে থাকিত ও লোকসমাজে বড় আসাযাওয়া করিত না, আবার এই অদ্ভুত সন্তানটি জন্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে তাহার এই ভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অনেকেই তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিল। তাহার মুখে আর কেহ হাসি দেখিতে পাইত না। তাহার ভাব দেখিলে বোধ হইত যে তাহার পিতৃহন্তা কে, ইহাই বাহির করা যেন তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। ভজুয়াকে এই হত্যা অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য সে বরাবর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ভজুয়া কেবলই বলিত সে নিরপরাধী—

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। রঘুবর যখন এইরূপ মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়া অসীম কষ্ট ভোগ করিতেছিল, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন একজন দক্ষিণদেশীয় ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী পান্নানগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুজব উঠিল যে এই সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল কামরূপ কামাখ্যা অঞ্চলে বাস করিয়া অনেক মন্ত্র তন্ত্র ও নানাপ্রকার অলৌকিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মেস্‌মেরিজম্ ও যাদু বিদ্যায়ও তিনি বেশ নিপুণ। তাঁহার নিকট অর্থও নাকি প্রচুর আছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সন্ন্যাসী সেই ক্ষুদ্র সহরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন তিব্বতদেশীয় ফকির ছিল মাত্র। এই ফকিরই তাঁহার প্রধান পাত্র (subject) বা মিডিয়ম (medium)। ইহাকে লইয়া তিনি নানাবিধ মেস্‌মেরিজমের প্রক্রিয়া দেখাইতেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় আমুদে লোক। তিনি মধ্যে মধ্যে সহরের ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন, এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের

আমোদের জন্য তাঁহার সেই ফকিরটিকে লইয়া নানাবিধ তামাসা দেখাইতেন, কিন্তু কখনও কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতেন না।

একদিন পান্নানগরের সমস্ত ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া হঠাৎ রঘুবরের বাটিতে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই দিন সন্ধ্যার পর তাহার সেই অদ্ভুত গুহা মধ্যে সকলে মিলিয়া আমোদ প্রমোদ করিবার অনুমতি চাহিলেন। রঘুবর, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও, তাঁহাদের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া অগত্যা অনুমতি দিল। তখন ভদ্রলোকগণ তাহাকেও সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রঘুবর অনেক ওজর আপত্তি করিল, কিন্তু কিছুতেই যখন তাঁহারা তাহাকে ছাড়িলেন না, তখন অতি মলিন ভাবে তাহাতেও স্বীকৃত হইল।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ।

সনাতন-ধর্ম্ম-রহস্য।

প্রভাত হইবামাত্র অনুমান পঁচিশ ত্রিশ জন লোক আসিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহির্বাটিতে উপনীত হইলেন। স্বামীজী গতরাত্রে আপনার আশ্রমে গিয়াছিলেন, তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। মহেন্দ্রনাথ আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

তিনি আসন গ্রহণ করিবার পর, পূর্ব্বরাত্রের প্রশ্নকর্ত্তা যুবকটি আসিয়া তাঁহার সমক্ষে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্রনাথও "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার নিকট প্রতিশ্রুত আছি, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় হৃদয়ে যতটুকু ধর্ম্মরহস্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যথাশক্তি বর্ণনা করিব। কারণ এই রহস্য অতি গভীর। বাক্যে সমুদয় তত্ত্ব প্রকাশ করা সহজ নয়।

যাহা চিরদিন বর্ত্তমান আছে, তাহাই **সনাতন**। সুতরাং যে ধর্ম্ম সর্ব্বকালে সমান ভাবে বর্ত্তমান আছে তাহাই **সনাতন ধর্ম্ম**। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু নাশ বলিতে এখানে অত্যন্তাভাব বুঝাইতেছে না। যাহা যে রূপে ছিল তাহা সেরূপে না থাকার নাম নাশ। এই ধর্ম্মের সেরূপ নাশও কোন দিন সম্ভব নয়।

এই ধর্ম্মের স্বরূপ কি? শুনিবেন? **ত্যাগ**। আপন ভুলিয়া **পরে** প্রাণ সঁপে দেওয়া। এ ধর্ম্ম সাধনের উপায় অবশ্য শ্রীগুরুবক্ত্রগম্য। শ্রীগুরুদেবের কৃপার সঙ্গে সে সাধনপদ্ধতি প্রাপ্ত হইতে হয়। যাহার ভাগ্যে সে শুভযোগ যতদিন না ঘটে, তত দিন **নামই** একমাত্র উপায়।

শ্রীগুরুদেবও নামই দিয়া থাকেন; তবে সঙ্গে সঙ্গে নাম করিবার শক্তিও দিয়া থাকেন। সেই শক্তিবলে অচিরেই নামের উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতৃমাতৃদত্ত এই সংসাররূপ পতিটিকে পরিত্যাগ করিয়া—অথবা পরিত্যাগ না করিয়াই গোপনে—সেই পরম-পুরুষের প্রতি অনুরাগ জন্মে। সেই অনুরাগের ফলে শেষে তাঁহার চরণে সমুদায় সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হয়। তখন আর নিজের কথা মনে থাকে না। এই অবস্থাই সাধনার চরম। ইহাই বেদান্ত কথিত অদ্বৈত-অবস্থা ইহাই সোঽহং অবস্থা। তখন স্ব ব্যতীত অহং থাকে না—তখনই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।

যুবক বলিলেন "নাম করা ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "না বাবা, শুধু বৈষ্ণব ধর্ম্মের নয়, নাম করা সকল ধর্ম্মেরই মত। জগতে এমন কোনও ধর্ম্মই নাই যে ধর্ম্মে ইষ্টনাম স্মরণের রীতি নাই। কেবল, নিরন্তর স্মরণ করিবার বা জপ করিবার রীতি সকল ধর্ম্মে না থাকিলেও, হিন্দুধর্ম্মের সকল শাখাতেই সেইরূপে নাম-জপের রীতি আছে। হিন্দু ভিন্ন অন্য অনেক ধর্ম্মেও আছে। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্মর্ত্তব্য নাম ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের দেওয়া নাম অনেক থাকিলেও, নাম চিন্ময়। চিজ্জগতে তাঁহার বিকাশ। উহা জড় শব্দ মাত্র নহে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এমন একটি নাম আছে যে নামটি সকল প্রাণীই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিরন্তর জপ করিতেছে। শুধু প্রাণী কেন? যাঁহার বহিঃকর্ণ রুদ্ধ হইয়া অন্তঃকর্ণের বিকাশ হইয়াছে, তিনিই শুনিতে পান, যে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই সেই নাম নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। জেনে করাই জপ—সেই জপ সিদ্ধ হইলেই নামের উদয় হয়।"

যুবক বলিলেন "কৈ? সে নাম কি? আমি ত কখনও সে নাম জপ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "জানিয়া কর নাই বটে, কিন্তু না জানিয়াও নিরন্তরই সেই নাম জপ করিতেছ। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের উন্নত সাধকমাত্রেরই হৃদয়ে সেই নামের উদয় হইয়াছে। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া "ওমা ওমা" করিয়া কাঁদিয়া উঠে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার বর্ত্তমান জড়দেহে সেই নাম করা আরম্ভ হয়। যে দিন হইতে জানিয়া জপিতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতেই সে যথার্থ কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হয়। সেই নামটি পরম পবিত্র প্রণব। প্রাণীমাত্রেরই রোদন ধ্বনিতে সেই নামের আভাস পাইবে। তাঁহার আর যে সব নাম, তাহা ভক্তগণ চিন্ময়জগৎ হইতে স্ব স্ব অধিকারানুসারে প্রাপ্ত হইয়া, তাহা আশ্রয় করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। মনুষ্য সাধারণের নিকট মা নামটি বড়ই মধুর। সকলেই "ওমা" বলিয়া ডাকিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়। কিন্তু প্রেমিকের নিকট কৃষ্ণ নামটি মধু হইতেও মধুর। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল—

"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্।"

তাই ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং।
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।

সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম।"

শুনিয়াছি মা'ই কৃষ্ণ দেন। আমি কৃষ্ণ পাই নাই, কেবল অপরাশক্তিগণের সাহায্যে তাঁহার পরাশক্তির আশ্রয় লাভ করিবার জন্য যত্ন করিতেছি। সেই পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণ ধনে ধনী। তিনি নিত্য তাঁহার শ্রীঅঙ্গে জড়িতা। তাঁহার কৃপা না হইলে, সে মধুর মিলন দর্শনের অধিকার হইবে না। পাই নাই তাই আজিও এত বাচালতা করিবার অবসর আছে। যদি ভাগ্যবলে কখনও তাঁহাকে পাই, এ বাচালতা জন্মের মত চলিয়া যাইবে।"

যুবক বলিলেন, "সকলে কি সেই কৃষ্ণকেই পাইবে?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর কি পাইবার আছে বাবা? তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য কি শুন নাই—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।"

কোনটা যে বিধি তা আমি তোমায় বলিতে পারিব না। কারণ আমি আমার শ্রীগুরুরূপ মহাজনের মুখে যে বিধি পাইয়াছি, তাহা কাহাকেও আজিও বলিবার অধিকারী হই নাই। প্রাপ্তব্য বস্তু প্রাপ্ত না হইয়া অপরকে পাইবার পথ দেখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শাস্ত্রের সাহায্যে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিবে না। কারণ আপাততঃ তোমার বোধ হইবেক—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।"

সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে বোধ হইবেক—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"

কিন্তু যখন ভাগ্যফলে মহাজনের প্রতি অচলা শ্রদ্ধার উদয় হইবে, তখনি বুঝিতে পারিবে—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

লক্ষ্য করিও মহাজনপদ একবচনান্ত। যিনি তোমার মহাজন তাঁহারই চরণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া তাঁহারি নির্দ্দেশমত চলিতে হইবে।"

যুবক বলিলেন "সে মহাজনকে পাইব কোথায়?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেন বাবা? সে মহাজন ত আজিও তোমার ঘরেই রহিয়াছেন! ঘটান্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন কি? জান না কি বাপ, তিনি যে তোমায় এই কর্ম্মভূমিতে আনিবার জন্য আগেই মাতৃরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—পূর্ণকাল পর্য্যন্ত তোমায় জঠরে বহন পূর্ব্বক কত কষ্ট সহ্য করিয়া তোমায় সেই পৃথিবীর আলোক দেখাইয়াছিলেন—যখন তুমি নিতান্ত নিরাশ্রয় শিশু ছিলে, নিজ দেহ হইতে স্তন্যরূপ সুধাদানে তোমায় রক্ষা করিয়াছেন, তোমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই আজিও এমন মাকে চিনিতে পার নাই। সেই প্রণবরূপিনী পরাৎপরার পাদপদ্মে আজিও প্রাণমন ঢালিয়া দিতে পার নাই। তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া আবার পরমেশ্বরের দেখা পাইবে কোথায়? নিরাকার পরব্রহ্ম?—কোন চক্ষে দেখিবে?—কেমন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবে?—কৃষ্ণ? মা'কে ছাড়িলে ত কৃষ্ণও পাওয়া যায় না। সেই কাত্যায়নী, মহামায়া

মহাযোগিনিগণের অধীশ্বরীর কৃপা না হইলে সেই নন্দগোপসুত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়া যায় না।—তুমি মনে করিতেছ, একি সেই মা? হা অবোধ,—সেই মা বই কি আবার একটা মা আছে?—যদি কোথাও থাকে, সে ত মা নয়, সে বিমাতা; সেই মাই এই মা—এই মাই সেই মা—সেই মাই এই মা হইয়া আসিয়াছিলেন—তুমি যাঁহার, তোমাকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন—তুমি তাঁহাকে চিনিলে না—যাহা চাহিবার তাহ তাঁহার কাছে চাহিলে না—তাই তিনি তোমায় খেলানা দিয়া ভুলাইয়া—কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতা।—তুমি মনে করিতেছ এখন তোমার প্রতি তাঁহার ত আর সে ভাব নাই?—হা স্বার্থপর অবোধ, তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে যে সে ভাব আর নাই?—সে ভাব যে তাঁর নিত্য তা কি যাইবার? তুমি স্বার্থান্ধ তাই দেখিতে পাইতেছ না। তুমি নিজে যেমন, মায়ের হৃদয়-দর্পণে তেমনি ছবিই দেখিতেছ। আজ হইতে সকল ভুলিয়া সস্ত্রীক তাঁহার চরণে প্রাণমন ঢালিয়া দাও তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দ-বিধান জীবনের এক মাত্র ব্রত কর। অচিরাৎ দেখিতে পাইবে, পরিবর্ত্তন তাঁহার হয় নাই তোমারই হইয়াছিল—তোমার ভাবী দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন। তোমার সুদশা দেখিলেই আবার তিনি হাস্যমুখী হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে তোমার দুর্দ্দিন চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইবে।”

এখন এই পর্য্যন্তই থাক্। মধ্যাহ্নের পর আমাদের সম্প্রদায়ের স্বরূপ বলিব। এখন সকলে স্নানাদি করুন গিয়ে।

কমলা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

“অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি সা পার্থ তামসী॥”

সত্য কথাটি যেমন ক্ষুদ্র—আবার তেমনি বৃহৎ—মহান্—বিরাট! প্রাণবল্লভের একটি নামই সত্য। তাই ভগবান বাদরায়ণ বলিয়াছেন “সত্যং পরং ধীমহি।” আমরা নিত্য সত্য-সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও সত্যভ্রষ্ট। লাভের আশায় সত্যনারায়ণের ব্রত করি বটে কিন্তু সত্যব্রত আশ্রয় করিবার জন্য যত্নও করি না। কাজেই লাভও কিছুই হয় না—কেবল আশায় আশায় জীবন কাটিয়া যায়।

লবণ সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া লবণাম্বু ব্যতীত সুপেয় পাইবার সম্ভাবনা কোথায়?

কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমি স্বপেয় সলিলের মধ্যেই দাঁড়াইয়া আছি। জলে লবণ মিশিয়া আছে সত্য, কিন্তু উপায়-বিশেষ দ্বারা, সে লবণকে স্বতন্ত্র করিয়া অল্পায়াসেই স্বপেয় সলিল পানে তৃপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এই সংসারসমুদ্র নিত্য-সত্য-পরমানন্দরসামৃতে পূর্ণ—কিন্তু কি জানি কেন তাহাতে মায়া লবণ প্রভৃতি বিবিধ অপথ্য পদার্থ মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাই ইহার বারি এখন পান-যোগ্য অবস্থায় নাই। ক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা এ বারি শুদ্ধ পানীয়ে পরিণত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেই ক্রিয়াটি না জানিলে কিন্তু সে কার্য্য সম্ভব নয়—কাজেই সে অবস্থায় বিশুদ্ধ পানীয় লাভ দুর্ঘট হয়। অগত্যা দারুণ পিপাসার পীড়নে লবণাম্বুই পান করিতে হয়—বাধ্য হইয়া পান করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পিপাসার শান্তি হয় না—অধিকন্তু অপথ্য-সেবন-জনিত পীড়ার যাতনায় নিরন্তর কষ্ট পাইতে হয়। যাহারা লবণপ্রিয় তাহাদের হয় ত এই জলই ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু তাহাতে পিপাসার শান্তি ত হইবেই না—কিন্তু পীড়ার কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। অপথ্য, মুখরোচক হইলেও যে পীড়াকারক হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সংসার-সমুদ্রের মধ্যে আমরা সকলেই আছি। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের মত, তাঁহারাই উপায়-যোগে স্বপেয় উদ্ধার-পূর্ব্বক তৎপানে চিরপরিতৃপ্ত—আর তুমি, আমি, প্রতাপ, ভৈরবের মত যাহারা, তাহারা নিরন্তর পিপাসায় প্রপীড়িত—রাশি রাশি লবণাম্বু পান করিয়াও পিপাসার শান্তি নাই। প্রত্যুত অসহ্য বিষের জ্বালায়, জ্বলিয়া মরিতেছি। তোমার আমার হয় ত এই লবণাম্বু-পানে রুচি নাই, কেবল দায়ে পড়িয়া পান করিতে বাধ্য হইতেছি। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের অরুচি নাই—দারুণ পীড়ায় পীড়িত—তথাপি অরুচি নাই।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা এইরূপ চারিটি জীবের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাহারা শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনারায়ণকে লইয়া নিবিড় অরণ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনারায়ণ আমাদের পরমপূজনীয় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের প্রাণাধিক পুত্র। যদিও আমাদের, তাঁহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার সামর্থ নাই, তথাপি অনুসরণ করিয়া দেখিতে হইবে, দস্যুরা কি করে!—সত্যেন্দ্রের সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র আর একখানি উত্তরীয় বই অন্য কোনও বহুমূল্য দ্রব্য নাই। একটি স্বর্ণাঙ্গুরী অঙ্গুলিতে আছে সত্য, কিন্তু সেটিও বহুমূল্য নয়। আর দস্যুরা তাহাই যদি বহুমূল্য মনে করিয়া থাকে, সেটি ত কাড়িয়া লইলেই লইতে পারিত? তবে কেন তাঁহাকে ওরূপে লইয়া গেল?

দস্যুগণ সত্যেন্দ্রকে স্কন্ধে লইয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত দুরধিগম্য অরণ্য পার হইয়া, তাহারা অপেক্ষাকৃত একটু পরিষ্কৃত স্থানে উপনীত হইল। অদূরে একটি ভগ্ন ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। তাহার নিকট একটি মিলিত অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ। বৃক্ষ দুইটি পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বহুদিন সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বটের বৃহৎ বৃহৎ শাখা সকল বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। শাখাগুলি সুদৃঢ় বটস্তম্ভ দ্বারা ধৃত। তলদেশ সুপরিষ্কৃত। বোধ হয় সহস্রাধিক লোক সেই মহাবৃক্ষের

তলদেশে সচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতে পারে। বহু কাল পূর্ব্বে এই স্থানেই শ্মশানভূমি ছিল। গৃহটি তখন গঙ্গাযাত্রিগণের বাসভবন রূপে ব্যবহৃত হইত। কালের গতিতে এখন গঙ্গা প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছেন—গৃহটি অযত্নে অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় কথঞ্চিৎ দণ্ডায়মান আছে। স্থানটি লোকের অব্যবহার্য্য হইয়া অবশেষে অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। দস্যুগণ সত্যেন্দ্রকে ভূমিতে রাখিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর একজন বলিল "কর্ত্তা কই? তাঁ'র ত এই খানেই থাক্‌বার কথা। এখনও আসে নি কেন? এখন এ অন্ধকারে একে নিয়ে এখানে কি কর্‌বো? আজ ভাই মায়ের পূজা করা হয় নি সেই জন্যে আমার ভয় হ'চ্ছে।

আর একজন বলিল "আরও একটু বস্। ভয় কি? কাজ ত হাঁসিল হ'য়েছে। আর কি? এই ত সবে সন্ধ্যা হ'লো। বোধ হয় কাজের ঝঞ্ঝাটে এখনও এসে পড়্‌তে পারে নি। তার ত আর আমাদের মত অবস্থা নয়। যা হ'ক দু'দশ বিঘে জমিজমা ক'রেছে। লোকজন আছে। সংসারের কাজ কর্ম্ম আছে।"

আর একজন বলিল "তা'রি আছে, আর আমাদের কি কিছু নেই? তোরই যেন মাগ ছেলে নেই—বাড়ীঘর নেই; যে দিন যেথায় থাকিস্ সে দিন সেখেনেই বাড়ী। আমাদের ত মাগ ছেলে বাড়ী ঘর আছে। তা'র মত না থাকুক; জমাজমিও যে একেবারে নেই এমন ত নয়, তবে অভ্যেসের দোষে, এ কাজ না ক'রে থাক্‌তে পারি নে, তাই একটা দল বেঁধে থাকা। তা'রও ত তাই। নইলে তা'র অভাব কি বল্ না? তবুও বিশ পঁচিশ জন লোক নিয়ে অত্যো লাঠিবাজী করে কেন? আর আমরাই বা করি কেন? যদি বলিস্ আমাদের অভাব আছে, কিন্তু তোর অভাব কিসের? সচ্ছন্দে কারো বাড়ী চাকর হ'য়ে দিন ক'টা ত কাটিয়ে দিতে পারিস্? শুধু অভ্যাসের দোষ বই ত নয়? এতে একটা সুখ আছে; এ কাজ না ক'রলে হাত নিস্‌পিস্ করে —তাই করা? -কিন্তু কর্ত্তা কৈ?"

এমন সময়ে শব্দ হইল "কে তোমরা?"

দস্যুরা সমস্বরে বলিল "তুই কে?"

উত্তর "সন্ন্যাসী!"

প্রশ্ন। "এখানে কেন?"

উত্তর। "আমি ত বহুকাল এই শ্মশানেই আছি।" এই কথা বলিতে বলিতে একজন দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

সচরাচর যেরূপ দীর্ঘকায় লোক দেখিতে পাওয়া যায়, এই সন্ন্যাসীটি তাহাদের অপেক্ষাও অনেক দীর্ঘ। মস্তকে আপাদ-লম্বিত দীর্ঘ জটাজাল। শ্মশ্রু শুভ্র—আবক্ষচুম্বিত। পরিধান একখানি ক্ষুদ্র গৈরিকবসন। হস্তে প্রকাণ্ড ত্রিশূল। তাঁহার ভস্মবিলিপ্ত-সুগৌর বিশাল দেহ যদি ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে ভগবান ভবানীপতি বলিয়াই মনে হইত।

সন্ন্যাসী দস্যুগণের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "তোমরা এই বালকটিকে এরূপে বন্ধন ক'রে এখানে এনেছ কেন?"

উত্তর। "কর্ত্তার হুকুমে এনেছি।"

প্রশ্ন। "একে নিয়ে তোমাদের কি প্রয়োজন?"

উত্তর। 'কর্ত্তা জানেন। আমরা বল্‌তে

পারি না। তিনি যে কেন এখনও আস্‌চেন না, তাও বল্‌তে পারি নি।"

সন্ন্যাসী। "তা'র ওদিকে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তা'র পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'য়েছে। মা গঙ্গা আজ তা'র ভদ্রাসন পর্য্যন্ত গ্রাস ক'রেছেন।"

প্রশ্ন। "আপুনি কর্ত্তাকে জান?"

সন্ন্যাসী। "শুধু কর্ত্তাকে কেন? আমি সকলের সবই জানি। তোমাদের সকলেরই নাম জানি, বাড়ী জানি। শীঘ্র এই বালকটির বন্ধন মোচন ক'রে দিয়ে চ'লে যাও। নহিলে ভাল হ'বে না।"

দস্যুদিগের একজন বলিল "যখন তুমি আমাদের চিনেছ, তখন তোমায় খুন ক'রে যা'ব।"

সন্ন্যাসী অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন "পারবে?—আমার ইচ্ছা, তোমরা এই দণ্ডেই উঠে স্থির হ'য়ে দাঁড়াও!"

তাঁহার বাক্য শেষ হইবামাত্র দস্যুচতুষ্টয় যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। সন্ন্যাসী অরণ্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন "বৎস!"

একটি দীর্ঘকায় শার্দ্দূল ধীরে ধ'রে সন্ন্যাসীর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ন্যাসী সত্যেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন 'বৎস, সত্যেন্দ্র, তোমার বন্ধন মুক্ত হৌক। উঠ বাপ, শঙ্করানন্দ তোমায় যাঁ'র কথা বলেছিলেন, আমি সেই। আমিই তোমার পিতামহের দীক্ষাগুরু অচ্যুতানন্দ। তুমি আজ আমার দর্শন পা'বে ব'লেই দস্যুগণ তোমায় এখানে এনেছিল। এস, বাপ্, আমার সঙ্গে এই ব্যাঘ্রে আরোহণ ক'রে শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে। এই শ্মশানেশ্বরের পূজার জন্যেই আমি বহু কাল এই জনহীন অরণ্যে বাস করচি। আমার আর একটি কাজ, তোমায় দীক্ষাদান। আজ ভগবান শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে তোমায় মহামন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে, তাঁর সেবার ভার তোমার হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক, আমি আমার হিমালয়স্থিত আশ্রমে পুনর্গমন করবো।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী, সত্যেন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া সেই বিশালকায় ব্যাঘ্রে আরোহণ পূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

দস্যুগণ প্রস্তর-গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের আর এক পদও অগ্রসর হইবার সামর্থ্য রহিল না।

নানক-চরিত।

শিখ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক গুরু নানকসাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

"যেই কালে ধর্ম্ম-গ্লানি হয়, হে ভারত, ভবে,
অধর্ম্মের বলবৃদ্ধি, প্রকাশি নিজেরে তবে।"

তিনি যখনি যেখানে ধর্ম্মের বল-হ্রাস এবং অধর্ম্মের বলবৃদ্ধি হইতে দেখেন, তখনই সেই খানে কোনও উপযুক্ত গুরুঘটাশ্রয়পূর্ব্বক প্রকাশিত হইয়া থাকেন। প্রয়োজন বুঝিয়া কোথাও অংশ কোথাও বা কলা পরিমিত শক্তির বিকাশ করিয়া আপনার কার্য্য আপনি সাধন করেন। এই জন্য, শ্রীগুরুকে ভগবৎস্বরূপ মনে করা শিষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

"গুরৌ মানুষবুদ্ধিন্তু কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ।"
"গুরুতে মানুষ বুদ্ধি করিবে যে জন।
নিশ্চয় হইবে তা'র নরকে গমন॥"

তাই শ্রীভগবান, বলিয়াছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"
"আমিই আচার্য্য গুরু জেনো ইহা মনে,
অবমান তাঁহার না করিও কখন।
মর্ত্ত্য-বুদ্ধি তাঁ'র প্রতি, যেন নাহি ঘটে
সর্ব্বদেবময় গুরু শাস্ত্রের বচন।"

তাই গুরুগণকে শিষ্যগণ চিরদিন ভগবানের পূর্ণ-অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীনানকও শিখগণের চক্ষে সেইজন্যই ভগবদবতার বলিয়া পূজ্য—জগতও তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করিতে বাধ্য।

রামায়ণে লিখিত আছে, ভগবান রামচন্দ্র স্বীয় পুত্র লব ও কুশকে এবং লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের পুত্রগণকে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসন-ভার অর্পণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে, লব স্বীয় নামানুসারে লবপুর নামে একটি নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ লবপুরই কালে লাহোর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই লাহোরের সাত ক্রোশ দক্ষিণে কানাকুচাগ্রামে মাতুলালয়ে নানকের জন্ম হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বংশোদ্ভব কালুবেদী নামে এক জন ক্ষত্রিয় শস্য ব্যবসায়ী তাঁহার পিতা। তাঁহার জননীর নাম ত্রিতপা এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম নানকী। দৌলত খাঁ লোদীর জয়রাম নামক একজন প্রিয় কর্ম্মচারীর সহিত নানকীর বিবাহ হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যাব্দ ১৫২৬ সম্বতের কার্ত্তিকী পূর্ণিমার অর্দ্ধরাত্রি-সন্নিহিত-সময়ে নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের গৃহস্থের শ্রদ্ধাস্পদ লেখক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশ্বর জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক গুরু নানকের জন্মপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।* সেই

* বিক্রমাদিত্যাব্দ সংবৎ ১৫২৬ অব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমার অর্দ্ধরাত্রসন্নিহিত সময়ে নানকজী জন্মগ্রহণ করেন। তদনুসারে গ্রহস্ফুট প্রভৃতি নির্ণয় পূর্ব্বক নিম্নে তাঁহার জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, তাহার সাহায্যে

জন্মপত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনের যেরূপ বিচার করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠকগণের প্রীতির জন্য নিম্নে প্রদান করিলাম। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে আমরা উহা একটু সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছি; জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। প্রকাশিত রাশিচক্র এবং ভাবচক্র অবলম্বন করিয়া জ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞ পাঠক, নিজেই বিস্তারিত বিচার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম। অস্মদ্দেশীয় প্রথামত নক্ষত্রচিহ্নিত জন্মকুণ্ডলী এবং পাশ্চাত্য-সায়ন ভাবচক্র, এই উভয়বিধ চক্রই প্রদত্ত হইল। নিরয়ণ ভাবচক্র প্রদান করা প্রয়োজন
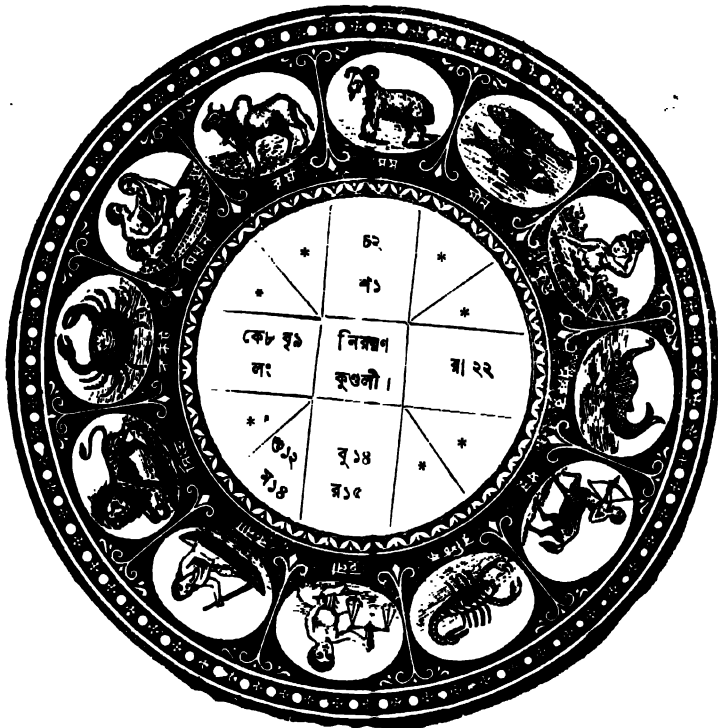
বিবেচনা করিলাম না। কারণ গ্রহ-ভাব-ভাবসন্ধি প্রভৃতি হইতে অয়নাংশ অন্তরিত করিলেই নিরয়ণ ভাবচক্র ও ভাবস্থগ্রহগণ ঐ রূপই থাকিবে। নিরয়ণ চক্রানুসারে স্বীয় উচ্চগৃহস্থিত বৃহস্পতি লগ্নস্থ। বৃহস্পতির নিরয়ণ স্ফুট ৩।১৭।২৫, সুতরাং তিনি তাঁহার নিজ নবাংশ ও ত্রিংশাংশে অবস্থিত। এই বৃহস্পতিই জাতকের নবমাধিপতি (নিরয়ণমতে)। এইবার পাঠক স্মরণ করুন—

"বলবতি শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপযাতে
শুভশতমুপযাতি স্বামিদৃষ্টে বিলগ্নে।
সুরগুরুনবভাগ-ত্রিংশদংশ-ত্রিভাগে
দশম-ভবনগে বা বীতভোগস্তপস্বী।"

কামস্থা তু ভূয়সা পাপানাং ।৫।

নিধ্যাতুর্দ্রষ্টুর্গ্রহাৎ (কামস্থা) তৃতীয়স্থানস্থিতা যাঽর্গলা সা পাপানাং বাহুল্যেন ভবতি ইতি ॥ ৫ ॥

কোন ভাব-দ্রষ্টা গ্রহের তৃতীয় স্থানে, বহু পাপ গ্রহের সমাবেশ থাকিলে, উক্ত ভাবের অর্গলা-যোগ সংঘটিত হয় ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে দ্রষ্টা গ্রহের চতুর্থাদি স্থানে শুভ বা পাপ যে কোন গ্রহ থাকিলে অর্গলা হয় বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর একটি অর্গলার বিষয় লিখিত হইতেছে। কাম শব্দে ৫১ অর্থাৎ ৩— দ্রষ্টাগ্রহের তৃতীয় স্থানে বহু পাপগ্রহের সমাবেশ থাকিলে এই চতুর্থ প্রকার অর্গলা হয়। উক্ত স্থানে একটি বা দুইটি পাপগ্রহ থাকিলে অর্গলা হইবে না। তিনটি বা ততোঽধিক পাপগ্রহ থাকিলেই অর্গলা যোগ সংঘটিত হইবে। মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—

"তৃতীয়ে বহুপাপস্থে বহুযুক্তার্গলা ভবেৎ।
নির্ব্বাধিকা তু সা জ্ঞেয়া নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম ॥
একেন দ্বিতয়েনাপি অর্গলা যা ভবেৎ দ্বিজ।
সাঽর্গলা নৈব বিজ্ঞেয়া বহুপাপযুতিং বিনা ॥"

তৃতীয় স্থানে বহু পাপগ্রহ থাকিলে বহুযুক্তা নামে অর্গলা হয়। এই অর্গলা নির্ব্বাধিকা অর্থাৎ ইহার ভঙ্গযোগ নাই। বহু পাপগ্রহের সংযোগ ব্যতীত একটি বা দুইটি গ্রহ যোগে অর্গলা হইবে না। গ্রহগণের শুভ পাপত্ব সম্বন্ধে বৃদ্ধ-কারিকায় লিখিত আছে—

"অর্কারমন্দফণিনঃ ক্রমাৎ ক্রূরা যথাশ্রয়ম্‌।
চন্দ্রোঽপি ক্রূর এবাত্র কচিদঙ্গারকাশ্রয়ে ॥
গুরুধ্বজকবিজ্ঞাঃ স্যুর্যথাপূর্ব্বং শুভগ্রহাঃ ॥"

রবি, মঙ্গল, শনি এবং রাহু পর পর পাপগ্রহ এবং বুধ, শুক্র, কেতু এবং বৃহস্পতি পর পর শুভগ্রহ। অর্থাৎ রবি হইতে মঙ্গল পাপগ্রহ, মঙ্গল হইতে শনি পাপগ্রহ এবং শনি হইতে রাহু পাপগ্রহ। তদ্রূপ বুধ হইতে শুক্র শুভ ইত্যাদি। এই আট গ্রহের শুভ পাপত্ব এবং ন্যূনাধিক্য নিরূপিত হইল। চন্দ্র বৃশ্চিক রাশিস্থ অর্থাৎ নীচস্থ হইলেই পাপ মধ্যে গণ্য। মূলে অঙ্গারকাশ্রয়ে লেখা আছে। মঙ্গল-যুক্ত অর্থ হইলে কচিৎ শব্দের ব্যবহার সম্ভবপর নহে। গ্রহগণের এই শুভ পাপত্বই বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রাহ্য। বহু পাপগ্রহ সংঘটিত এবং প্রতিবন্ধকবিহীন বলিয়া এই পঞ্চম সূত্রোক্ত চতুর্থ প্রকার অর্গলা চতুর্থ সূত্র মধ্যে নিবদ্ধ হয় নাই। এক্ষণে অপর তিন প্রকার অর্গলার বাধাস্থান নিরূপিত হইতেছে—

রিঃফ-নীচ-কামস্থা বিরোধিনঃ ॥৬॥

নিধ্যাতুরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। (রিঃফ-নীচ-কামস্থাঃ) দশম-দ্বাদশ-তৃতীয়-স্থান-গতা গ্রহাঃ যথাক্রমেণ দার-ভাগ্য-শূল স্থিতানাং অর্গলা-কর্ত্তৃণাং খেটানাং বিরোধিনোঽর্গলাযোগ-ভঙ্গকরা ভবন্তীতি। ৬ ॥

রিঃফ (১০) নীচ (১২) এবং কাম-(৩)-স্থান-গত গ্রহগণ যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত চতুর্থাদি স্থানস্থিত অর্গলাকারক গ্রহের প্রতিবন্ধক ॥ ৬ ॥

এক্ষণে দার ভাগ্য ইত্যাদি চতুর্থ সূত্রোক্ত অর্গলাকারক গ্রহের বাধক যোগ লিখিত হইতেছে। রিঃফ অর্থাৎ দশম, নীচ অর্থাৎ দ্বাদশ এবং কাম অর্থাৎ তৃতীয় এই স্থান ত্রয়স্থ গ্রহ যথাক্রমে চতুর্থ দ্বিতীয় এবং একাদশ স্থান গত অর্গলা-কারক গ্রহের প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ দ্রষ্টা গ্রহের দ্বাদশে কোন গ্রহ না থাকিলে দ্বিতীয়স্থ গ্রহ অর্গলা-কারক। দশমে কোন গ্রহ না থাকিলে চতুর্থ-স্থানগত গ্রহ অর্গলাকারক এবং তৃতীয় স্থানে কোন গ্রহ না থাকিলেই একাদশ-স্থানগত গ্রহ অর্গলাকারক। অর্থাৎ দ্রষ্টা গ্রহের দশমাদি (১০, ১২, ৩) স্থানত্রয় যথাক্রমে চতুর্থাদি (৪, ২, ১১) স্থানত্রয়ের বাধা স্থান। পাপ বাহুল্যে অর্গলা হওয়ায় তৃতীয়স্থানস্থ অর্গলার কোন প্রতিবন্ধক নাই, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বৃদ্ধকারিকাতেও লিখিত আছে যে—

"ভয়-(২)-পুণ্য-(১১)-বিনা-(৪)-ভাবা দ্রষ্টুরাহুঃ শুভার্গলং।
স্ফুট-(১২)-গ-(৩)-জ্ঞেয়-(১০)-ভাবাস্তু বিপরীতার্গলং বিদুঃ ॥"

দ্রষ্টা গ্রহের দ্বিতীয় একাদশ এবং চতুর্থ স্থানকে শুভার্গল এবং দ্বাদশ তৃতীয় ও দশম স্থানকে বিপরীতার্গল কহে। অর্থাৎ দ্বিতীয়ের বিপরীত দ্বাদশ, চতুর্থের বিপরীত দশম এবং একাদশের বিপরীত তৃতীয়-ভাব। অর্গলার বিরোধী স্থানকেই বিপরীতার্গল কহা যায়। এক্ষণে এই বিপরীতার্গল প্রতিবাদ লিখিত হইতেছে।

ন ন্যূনা বিবলাশ্চ ॥ ৭ ॥

অর্গলা-কর্ত্তৃগ্রহেভ্যঃ প্রতিবন্ধকা গ্রহাঃ, যদি (ন্যূনাঃ) অল্পসংখ্যকাঃ (বিবলাশ্চ) হীনবলাশ্চ তদা প্রতিবন্ধকাঃ (ন) স্যুঃ ॥ ৭ ॥

অর্গলাকারক গ্রহ হইতে তদ্বিরোধী গ্রহ সংখ্যায় ন্যূন বা দুর্ব্বল হইলে অর্গলা যোগ বিনষ্ট হয় না ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠ শ্লোকে, দশম দ্বাদশ ও তৃতীয়রাশিস্থ গ্রহ চতুর্থ, দ্বিতীয় ও একাদশ স্থানস্থিত অর্গলা-যোগ-কারক গ্রহের প্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতায় গ্রহগণের সংখ্যা

ও বলাবল দেখিতে হইবে। অর্থাৎ অর্গলাকারক গ্রহ অপেক্ষা তৎপ্রতিরোধী গ্রহ সংখ্যায় ন্যূন বা দুর্ব্বল হইলে অর্গলার কোন হানি করিবে না। যেমন দ্রষ্টা-গ্রহের দ্বিতীয়স্থ গ্রহ অর্গলাকারক কিন্তু দ্বাদশস্থ গ্রহ তদ্বিরোধী। কিন্তু দ্বাদশ স্থানস্থিত অর্গলা-প্রতিবন্ধক গ্রহ হইতে দ্বিতীয়-স্থানস্থিত অর্গলাকারক গ্রহ সংখ্যায় অধিক কিম্বা বলাধিক হইলে ঐ দ্বিতীয়-স্থানস্থিত অর্গলাযোগ ভঙ্গ হইবে না। অর্থাৎ কারক ও বাধক স্থানের বল তারতম্যই এস্থলে বিচার্য্য। এই পুস্তকের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে এই বল প্রকরণ বিলিখিত আছে। দ্বিতীয় স্থানে দুইটি এবং দ্বাদশে একটি গ্রহ থাকিলে উভয় স্থান শোধন করিলে মধ্যার্গল বা স্বল্পার্গল হইল। সর্ব্বত্র এইরূপ।

প্রাগ্বৎ ত্রিকোণে॥ ৮॥

দ্রষ্টুর্গ্রহাৎ (ত্রিকোণে) পঞ্চম নবময়োঃ (প্রাগ্বৎ) পূর্ব্ববৎ অর্গলা কারকস্তৎ প্রতিবন্ধকশ্চ ॥ ৮ ॥

ত্রিকোণ রাশিদ্বয় পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে অর্গলার কারক ও বাধক স্থান ॥ ৮ ॥

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পঞ্চম ও নবম স্থানকে তাহার ত্রিকোণ কহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই গ্রন্থোক্ত রাশি ও ভাবের নাম সর্ব্বত্রই কটপাদি সঙ্কেতোক্ত শব্দে লিখিত ; কিন্তু এস্থলে সাধারণ জাতকোক্ত ত্রিকোণ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে একসঙ্গে একাধিক রাশি বা ভাবের নাম ব্যক্ত করিতে ভিন্ন গ্রন্থোক্ত কেন্দ্রোপচয়াদি শব্দ ব্যবহার্য্য। একটি মাত্র ভাব বা রাশির নাম এই গ্রন্থে কেবল বর্ণ সঙ্কেতোক্ত শব্দেই প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিকোণ-স্থানের প্রথম স্থান পঞ্চম এবং দ্বিতীয় স্থান নবম। কোন দ্রষ্টা গ্রহের পঞ্চম-স্থান-গত গ্রহ অর্গলা-যোগ-কর্ত্তা এবং নবমস্থ গ্রহ তদ্বিরোধী অর্থাৎ নবমে কোন গ্রহ না থাকিলে, পঞ্চমস্থ গ্রহ অর্গলা-কারক। নবমে গ্রহ থাকিলে এ স্থলেও পূর্ব্ববৎ বল বিচার কর্ত্তব্য। অর্থাৎ নবমস্থ গ্রহ, সংখ্যায় ন্যূন বা হীনবল হইলেও পঞ্চমস্থ গ্রহ অর্গলা-যোগ-কর্ত্তা হইবে। পারাশরী হোরাতেও লিখিত আছে—

"পুনর্যোগার্গলং জ্ঞেয়ং ত্রিকোণে পূর্ব্ববদ্দ্বিজ।
পঞ্চমে চার্গলাস্থানং নবমস্তদ্বিরোধকঃ॥"

বিপরীতং কেতোঃ॥ ৯॥

পরন্তু (কেতোঃ) গ্রহাৎ ত্রিকোণে অর্গলা স্থানং পূর্ব্বসূত্রাৎ (বিপরীতং) ॥ ৯ ॥

ত্রিকোণে দ্রষ্টা গ্রহ কেতুর অর্গলা-স্থান পূর্ব্ব সূত্রের বিপরীত ॥ ৯ ॥

এই সূত্রে কেতু শব্দে রাহু ও কেতু উভয়কেই গণ্য করিতে হইবে। কারণ উভয়েই সমভাবে নিত্য বিপরীতগামী। কেতু বা রাহু কোন ভাব-দ্রষ্টা হইলে তাহার অর্গলা-স্থান

নবম এবং পঞ্চম তদর্গলার প্রতিবন্ধক। পূর্ব্বে যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও একাদশ এই চারি অর্গলা-স্থান বলা হইয়াছে, রাহু বা কেতুর সেই কয় স্থানে কোন বৈপরীত্য নাই এবং এইটি প্রকাশ করিবার জন্যই বর্ত্তমান সূত্রের প্রয়োজন। অন্যান্য গ্রহের ন্যায় রাহু কেতুরও চতুর্থস্থ গ্রহ অর্গলা-কারক এবং দশম তদ্বিরোধী কিন্তু ত্রিকোণে, পঞ্চমে অর্গলা-স্থান না হইয়া নবম অর্গলা-স্থান এবং পঞ্চম তদ্বিরোধী হইবে। এই স্থানেই কেবল বৈপরীত্য পারাশরী হোরাতেও লিখিত আছে—

"বিপরীতেন কেতুশ্চ নবমেঽর্গলকারকঃ।
পঞ্চমস্থস্তদ্‌বিরোধী জ্ঞায়তে গণকৈর্দ্বিজ ॥"

আত্মাধিকঃ কলাদিভির্ন ভোগঃ সপ্তানামষ্টানাম্বা ॥ ১১ ॥

রব্যাদিশন্যন্তানাং (সপ্তানাং) রাহ্বন্তানাং (অষ্টানাং বা গ্রহাণাং) মধ্যে যো (নভোগঃ) গ্রহঃ (কলাদিভিঃ) অংশাদিভিরিতি যাবৎ (অধিকঃ) স (আত্মা) আত্মাকারকঃ স্যাৎ ॥ ১১ ॥

রবি হইতে শনি পর্য্যন্ত সপ্তগ্রহ কিম্বা রাহু পর্য্যন্ত অষ্টগ্রহের মধ্যে যে গ্রহ স্ফুটাংশাদিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকেই আত্মকারক বলিয়া জানিবে। ১১।

যে গ্রহ হইতে যে যে বিষয়ের বিচার করা যায়, সেই সেই গ্রহকে তত্তৎ বিষয়ের কারক কহে। এই গ্রন্থোক্ত সূত্রাদি হইতে ফলবিচার কালে কারক গ্রহেরই প্রাধান্য বলিয়া এস্থলে কারক বিচার আরম্ভ হইল। চর-স্থিরভেদে কারক দ্বিবিধ। স্ফুটাংশাদির ন্যূনাতিরেকে গ্রহের কারকত্ব নির্দ্দিষ্ট হইলে, তাহাকে চর-কারক কহে। গ্রহগণ সর্ব্বদাই সচল, সুতরাং তাহাদের কারকত্বের স্থিরতা থাকে না। অবস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটিলেও কারকত্ব যখন গ্রহকে পরিত্যাগ করে না, তখন সেই সকল গ্রহই স্থির-কারক। এই চর-কারক ও স্থির-কারক ক্রমে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। চর-কারক সাতটি মাত্র—১ আত্মকারক, ২ অমাত্যকারক, ৩ ভ্রাতৃকারক, ৪ মাতৃকারক, ৫ পুত্রকারক, ৬ জ্ঞাতিকারক এবং ৭ দারকারক। রবি হইতে শনি পর্য্যন্ত সপ্তগ্রহ হইতে অংশাদির ন্যৌনাধিক্য বিচার পূর্ব্বক সপ্ত কারক স্থিরীকৃত হয়। উক্ত রব্যাদি গ্রহ-সপ্তকের মধ্যে যে গ্রহ স্ফুটাংশাদিতে এক কলা বিকলা বা অনুকলাতেও অধিক হইবে, সেই গ্রহই আত্মকারক নামে বাচ্য। আত্মকারক গ্রহ স্বয়ং জাতক বা জাতকের আত্মা। গ্রহ মধ্যে অনেক স্থলে স্ব শব্দে এই আত্মকারককেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আত্মকারকাদি বিচারে রাশির ন্যূনাতিরেক গ্রাহ্য নহে। মতান্তরে অষ্টম গ্রহ রাহুরও কারকত্ব আছে; কিন্তু তাহা মহর্ষির অভিপ্রেত নহে বলিয়াই যেন, স্বকীয় সূত্র মধ্যে অষ্টানাং বা বলিয়া কেবল মাত্র পর-মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বোক্ত বিপরীতং কেতোঃ এই সূত্রের সহিত অন্বয় রাখিয়া, এস্থলে ইহাও প্রকাশ করা হইয়াছে যে অষ্টম গ্রহ রাহুকে কারকমধ্যে গণ্য করিতে হইলে তাহার অংশাদির আধিক্য বিচারে বিপরীতপথ গ্রাহ্য।

শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র।

আহা মরি মরি　কি শোভা সুন্দর
　শ্যাম সনে রাধা মিলল রে।
ও শ্যাম-তমালে　কনক লতিকা
　নব অনুরাগে বেড়ল রে॥

নিত্য কৃষ্ণ-রূপ　নাহি যায় দেখা
　সুবর্ণ জ্যোতিতে ঢাকিল রে।
প্রেমময়ী রাধা—　ভাব কান্তি ধরি'
　শ্রীশ্যাম-সুন্দর মোহিল রে॥

মহাভাব-অঙ্গে　নাহি নিজ ভাব
　ভাবিনীর ভাবে ভুলিল রে।
নিজ নিত্য-ভাব　সকলি ভুলিয়ে
　কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, মাতিল রে॥

নিজ অপরূপ　রূপ নেহারিয়ে
　আপনি আকুল হইল রে।
রাই মধুরিমা　করি আস্বাদন
　প্রেমের সায়রে ডুবিল রে॥

অচিন্ত্য এ ভেদাভেদ　পরকাশি
　হৃদয় প্রেমেতে উথল রে।
কভু শ্যাম, কভু রাধা রাধা বলি
　নেত্র নীরে বুক ভাসল রে॥

কভু শ্যাম-ভাবে　রাইক নিরখি
　চরণে মুরছি' পড়ল রে।
কভু রাই ভাবে　শ্যামচাঁদে হেরি'
　প্রেম-বাহু-পাশে বেড়ল রে॥

ভাব-ভরা অঙ্গ　উন্মাদ তরঙ্গ
　আবেগে ছুটিয়া ধাওল রে।
তমাল হেরিয়া　আকুলিত হৃদে
　স্থির-নেত্রে চাহি রহল রে॥

শ্রীরাধা-বরণ—　চম্পক হেরিয়া
　থর থরি অঙ্গ কাঁপল রে।
রাধা রাধা বলি'　দু'টি বাহু তুলি'
　প্রেমের প্রতিমা নাচল রে॥

শ্রীযমুনা-কাল-জল নিরখিয়া
　নেত্র জলে স্রোত বহল রে।
কোকিল কাকলি　শুনিয়া শ্রবণে
　হৃদয়ে পুলক জাগল রে॥

মহাভাব-নিধি　চরণ পরশি'
　ধরা প্রেম-জলে ভাসল রে।
মহা অপরাধী　এ দাস, নিতাই-
　পদযুগে পড়ি' রহল রে॥

শ্রীঅখিলচন্দ্র গোস্বামী।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা।

গ্রহ সংবাদ। আগামী ২০এ আষাঢ় অপরাহ্নে এবং ১৬ই শ্রাবণ মঙ্গলবার অর্দ্ধরাত্রি সময়ে চন্দ্র বৃহস্পতির উপর দিয়া যাইবেন এবং ৩রা শ্রাবণ অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্র মঙ্গলের ও ৪ঠা শেষরাত্রে শনির সন্নিহিত হইবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে পূর্ব্বস্বীকৃত পত্রিকা গুলির পর—৬৮। প্রজাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সম্পাদিত। ৬৯। মন্দাকিনী শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল ঘোষ সম্পাদিত। ৭০। বিজয়া কুমার শ্রীযুক্ত বিপ্রনারায়ণ বি, এ, এবং কুমার শ্রীযুক্ত গোলাপসিংহ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এতদ্ব্যতীত--১। **পরলোকগত কালী প্রসন্ন** বিদ্যাসাগর শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি, এ, প্রণীত। ২। **বৃন্দাবনরহস্য** শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কাব্যবিনোদ প্রণীত। ৩। **উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন** (তৃতীয় অধিবেশন) ৪। **বিষ্ণু মূর্ত্তি পরিচয়** বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

মায়াপুরী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ প্রণীত সমালোচনার্থ পাইয়াছি

বঙ্গবাসী-পঞ্জিকা (সন ১৩১৮ সাল) এই পঞ্জিকাখানি মহামহোপাধ্যায় মহামহাপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত মহামহাজ্যোতির্বিগণ কর্ত্তৃক গণিত এবং বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত। দুঃখের বিষয় এই, প্রুফ-সংশোধনের দোষে অনেক ভুল থাকিয়া গিয়াছে। পঞ্জিকাখানি পাইয়া হঠাৎ ১৯৬ পৃষ্ঠা খুলিয়াই এইগুলি পাইলাম; যথা ১৭ই ভাদ্র আয়ুষ্মান যোগ ৭২।৫২।২৮।৩৫, ঐ তারিখে মূলা নক্ষত্রের পরিমাণ, পার্শ্বে ৭।৩৯।:৮ দিন পঞ্জিকার মাঝে ৭'২৯।৩৮ ১৮ই তারিখে মাঝে নক্ষত্রমান ১৩।৫৩।৫২ ধারে ১৩:৫৩।৫১ ১৯এ শোভনযোগ মাঝে ৫৬।৬। ২৫ পার্শ্বে ৬৬।৬।২৫, বঙ্গবাসীর সত্বাধিকারীর নিকট আমরা এরূপ পাইব আশা করি নাই। আজকাল সাধারণ লোকে নিজে পঞ্জিকা দেখিয়া কার্য্য করে, সুতরাং ইহার মুদ্রণ বিষয়ে একটু সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ওদিকে ত দুইজন বড় বড় পঞ্জিকাপ্রকাশক লাঠালাঠি আরম্ভ করিয়া সাধারণকে অন্ধকারে ডুবাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এমন সময় বঙ্গবাসী যদি অনুগ্রহ করিয়া পুনরায় পঞ্জিকা প্রচারে অগ্রসর হইয়াছেন, তবে যাহাতে, ছাপার ভুল না হয়, সে ব্যবস্থা করিলে আমরা বড়ই উপকৃত হইব।

বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না? মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব মহোদয়কর্ত্তৃক প্রণীত। আমরা পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় স্ত্রী বা পুরুষ কাহারই দ্বিতীয় বার বিবাহ করা উচিত নয়। কেন তাহা গৃহস্থের নানা স্থানে বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু যাহা উচিত তাহা করে কয় জন?

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা, চৈতন্যাব্দ ৪২৫ বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সাল ইংরাজী ১৯১১।১২ এই পঞ্জিকা খানি শ্রীসারস্বত চতুষ্পাঠী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ মণ্ডলের পণ্ডিতবর্গের ও শ্রীশ্রীগোস্বামীগণের সম্মোদিত ও সিদ্ধান্তিত হইয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি শ্রীবৈষ্ণবগণের বড়ই আদরের বস্তু হইয়াছে। কারণ ইহাতে তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বহু বিষয় বিশেষভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে বৈশাখাদির মধুসূদন প্রভৃতি দ্বাদশ নাম পরিগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্জিকা শ্রীগৌরপূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয় ও ইহাতে শ্রীচৈতন্যাব্দানুসারে দিনপঞ্জী প্রদত্ত হয়। আমরা ইহা পাইয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি।

ব্যোম-বাহিনী। এবারে ইংলণ্ডের সেনা বিভাগের তালিকায় ব্যোম-বাহিনীর নাম স্থান পাইয়াছে। ব্যোম-বাহিনী বিংশ শতাব্দীর নূতন সৃষ্টি, বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব দান। ইংরাজজাতি সর্ব্ব-প্রথম ব্যোম-বাহিনীর গঠন কার্য্যে হাত দিয়া পৃথিবীর সভ্য সমাজে সকলের উপর টেক্কা দিলেন। ইংলণ্ডের দক্ষিণ ফারণবরো অঞ্চলে এই ব্যোমবাহিনীর প্রধান আড্ডা সংস্থাপিত হইয়াছে। গত ১২ই এপ্রিল তারিখে এই ব্যোম-বাহিনী অলডারসটে, আকাশে "কুচ-কাওয়াজ" করিয়াছিল। কুচ-কাওয়াজের কাজে ব্যোমচর সৈনিক ও সেনানীরা বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইবারে ইউরোপের অন্যান্য রাজশক্তি-সমূহ ব্যোম-বাহিনী গড়িবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিবেন। (হিতবাদী)

সুবর্ণস্তেয়ী বিপ্রঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ দীপ্তাগ্নৌ দহ্যমানাসমন্ততঃ॥ ৯২॥
তিষ্ঠন্ত্যব্দসহস্রাণি সুবহূনি ততঃ পুনঃ।
জায়ন্তে মানবাঃ কুষ্ঠক্ষয়রোগাদিচিহ্নিতাঃ॥ ৯৩॥
মৃতাঃ পুনশ্চ নরকং পুনর্যাতাশ্চ তাদৃশম্।
ব্যাধিমৃচ্ছন্তি কল্পান্তপরিমাণং নরাধিপঃ॥ ৯৪॥
গোঘ্নো ন্যূনতরং যাতি নরকেঽথ ত্রিজন্মানি।
তথোপপাতকানাং স সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ॥ ৯৫॥
নরকপ্রচ্যুতা যানি যৈর্যৈর্বিহিতপাতকৈঃ।
প্রযান্তি যোনিজাতানি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ ৯৬॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে স্বকৃত-কর্ম্মভুক্তিকথনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

স্বর্ণ করে চুরি যেই সব নর,
কিম্বা বিপ্রে নাশ করে,
কিম্বা সুরাপানে থাকে মত্ত-প্রাণে
যে জন ধরা-ভিতরে।
কিম্বা যে পামর গুরুতল্পগামী
তা'রা এ নরকে আসি'
জলন্ত অনলে দগ্ধ হ'য়ে সদা
সহে হেথা কষ্ট-রাশি।
সহস্র বৎসর থাকি' এ নরকে
জন্মে পুনঃ নর হ'য়ে,
কুষ্ঠ, ক্ষয় আদি, মহারোগ হয়
থাকে বহু কষ্ট স'য়ে। ৯২-৯৩॥

মরণের পর আবার নরক,
পরে জন্ম পুনরায়,
ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে কল্পকাল তরে
পুনঃ পুনঃ কষ্ট পায়। ৯৪॥
গোবধ যে জন করে ধরা মাঝে,
তিন জন্ম কষ্ট পায়,
উপপাতকের ফল সেই মত
সন্দেহ নাহিক তা'য়। ৯৫॥
ভুঞ্জিয়া নরক, যেই পাপ-ফলে
যে যোনিতে জন্ম পায়,
সেই সব কথা বলিব এবার
শুন রাজা! সদায়। ৯৬॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে পিতাপুত্রসম্বাদে
স্বকৃত-কর্ম্ম ভুক্তি নামক
চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

যমকিঙ্কর উবাচ।

পতিতাৎ প্রতিগৃহ্যাথ খরযোনিং ব্রজেদ্দ্বিজঃ।
নরকাৎ প্রতিমুক্তস্তু কৃমিঃ পতিতযাজকঃ ॥ ১ ॥
উপাধ্যায়ব্যলীকন্তু কৃত্বা শ্বা ভবতি দ্বিজঃ ॥ ২ ॥
তজ্জায়াং মনসা বাচা তদ্দ্রব্যং বাপি কাময়েৎ।
গর্দ্দভো জায়তে জন্তুঃ পিত্রোশ্চাপ্যবমানকঃ ॥ ৩ ॥
মাতাপিতরাবাক্রুশ্য সারিকা সম্প্রজায়তে।
ভ্রাতুঃ পত্ন্যবমন্তা চ কপোতত্বং প্রপদ্যতে ॥ ৪ ॥
তাবেব পীড়য়িত্বা তু কচ্ছপত্বং প্রপদ্যতে ॥ ৫ ॥
ভর্ত্তৃপিণ্ডমুপাশ্নন্যস্তদিষ্টং ন নিষেবতে।
সোঽপি মোহসমাপন্নো জায়তে বানরো মৃতঃ ॥ ৬ ॥

যমের কিঙ্কর বলে "শুনহ রাজন,
নরক ভুঞ্জিয়া পরে পাপী নরগণ,
যেই পাপে যে যোনিতে জন্মে আরবার,
বিস্তারি' সে কথা আমি বলিব এবার।
ব্রাহ্মণ হইয়া যেবা পতিতের পাশ
দান ল'য়ে পূর্ণ করে আপনার আশ।
নরক ভুঞ্জিয়া পরে আসি এ ধরায়,
গর্দ্দভ হইয়া জন্মে সন্দেহ কি তা'য় ?
যে জন পতিত গৃহে করয়ে যাজন,
প্রথমে নরক ভুঞ্জে কর্ম্মের মতন ;
তা'র পর কর্ম্মফলে আসি এ ধরায়
কৃমি হ'য়ে জন্মি' সেই বহু কষ্ট পায়। ১ ॥
উপাধ্যায় পাশে ছল করে যেই জন
কুক্কুর হইয়া কষ্ট ভুঞ্জে অনুক্ষণ। ২ ॥
উপাধ্যায়-পত্নী প্রতি যেই দুরাচার,
বাক্য-মনে কামনা করয়ে একবার,
কিম্বা তাঁ'র দ্রব্যে যা'র লোভ হয় মনে,
মাতৃ-পিতৃ-অপমান করে যেই জনে,
নরক ভুঞ্জিয়া পরে সেই দুরাচার
গর্দ্দভ হইয়া জন্মে সন্দেহ কি তা'র। ৩ ॥
আক্রোশ করিয়া যেবা পিতামাতা প্রতি
রূঢ় বাক্য বলে, তা'র শুনহ দুর্গতি।
আগে ভুঞ্জি' কর্ম্মফল নরকে সে জন,
সারিকা হইয়া করে জনম গ্রহণ।
ভ্রাতৃ-পত্নী-অপমান করে যেই জন
কপোত হইয়া সেই লভয়ে জনন। ৪ ॥
যেই জন তাঁহাদের করয়ে পীড়ন,
কচ্ছপ হইয়া ভুঞ্জে কর্ম্মের মতন। ৫ ॥
প্রভুর অন্নেতে দেহ রাখি' আপনার,
ইষ্ট তাঁ'র চিন্তা নাহি করে একবার।
মোহেতে আচ্ছন্ন রহে সেই নরাধম,
বানর হইয়া ভবে লভিয়া জনম। ৬ ॥

ন্যাসাপহর্ত্তা নরকাৎ বিমুক্তো জায়তে কৃমিঃ।
অসূয়কশ্চ নরকাৎ মুক্তো ভবতি রাক্ষসঃ ॥ ৭ ॥
বিশ্বাসহন্তা চ নরো মীনযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৮ ॥
ধান্যং যবাংস্তিলান্ মাষান্ কুলত্থান্ সর্ষপাংশ্চণান।
কলায়ান্ কলমান্ মুদ্গান্ গোধূমানতসীস্তথা ॥ ৯ ॥
শস্যান্যন্যানি বা হৃত্বা মোহাজ্জন্তুরচেতনঃ।
সঞ্জায়তে মহাবক্ত্রো মূষিকো বভ্রুসন্নিভঃ ॥ ১০ ॥
পরদারাভিমর্শাত্তু বৃকো ঘোরোঽভিজায়তে।
শ্বা শৃগালো বকো গৃধ্রো ব্যালঃ কঙ্কস্তথা ক্রমাৎ ॥ ১১
ভ্রাতৃভার্য্যাঞ্চ দুর্ব্বুদ্ধির্যো ধর্ষয়তি পাপকৃৎ।
পুংস্কোকিলত্বমাপ্নোতি স চাপি নরকাচ্চ্যুতঃ ॥ ১২ ॥
সখিভার্য্যাং গুরোর্ভার্য্যাং রাজভার্য্যাঞ্চ পাপকৃৎ।
প্রধর্ষয়িত্বা কামাত্মা শূকরো জায়তে নরঃ ॥ ১৩ ॥

যে জন গচ্ছিত ধন করয়ে হরণ,
যোগ্য নরকেতে আগে করে সে গমন,
নরক ভোগের কাল পূর্ণ হ'লে তা'র,
কৃমি হ'য়ে ভবে আসি' জন্মে আরবার।
অসূয়ায় পরিপূর্ণ অন্তর যাহার,
রাক্ষসযোনিতে হয় জনম তাহার। ৭ ॥
বিশ্বাসঘাতক সহি' যাতনা ভীষণ,
মীনযোনি প্রাপ্ত হয় শুনহ রাজন। ৮ ॥
কুলত্থ, সর্ষপ, আর ধান্য, তিল, যব,
মাষ, মুদ্গ, কলম, কলায় আদি সব,
গোধূম অতসী আদি শস্য আছে যত,
এ সব হরণে যেবা আছিল নিরত,
মোহ বশে অচেতন সেই দুরাচার,
মূষিক হইয়া ভবে জন্মে আরবার;
নকুলের মত তা'র দীর্ঘমুখ হয়,
সেই জন্মে পায় সে ত কষ্ট অতিশয়। ৯-১০।
পর-নারী যেই জন করয়ে হরণ
ভয়ঙ্কর বৃক হ'য়ে জন্মে সেই জন;
পরে ক্রমে কুক্কুর, শৃগাল, বক আর,
গৃধ্র, ব্যাল, কঙ্ক হ'য়ে জন্মে বারবার। ১১ ॥
পাপকারী দুষ্টবুদ্ধি যেই দুরাচার,
ধর্ষণ করয়ে ভ্রাতৃ-পত্নী আপনার,
ভীষণ নরক ভোগ করে সেই জন,
পুংস্কোকিল হ'য়ে পরে লভয়ে জনন। ১২ ॥
সখা-পত্নী, গুরুপত্নী, রাজপত্নী আর
এ সবার প্রতি হয় মন্দ মতি যা'র,
অথবা এ'দের সেবা করয়ে ধর্ষণ,
শূকর হইয়া ভবে জন্মে সেই জন। ১৩ ॥

যজ্ঞদানবিবাহানাং বিঘ্নকর্ত্তা ভবেৎ কৃমিঃ।
পুনর্দ্দাতা তু কন্যায়াঃ কৃমিরেবোপজায়তে ॥ ১৪ ॥
দেবতা পিতৃবিপ্রাণামদত্ত্বা যোঽন্নমশ্নুতে।
প্রমুক্তো নরকাৎ সোঽপি বায়সঃ সম্প্রজায়তে ॥ ১৫ ॥
জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং বাপি ভ্রাতরং যোঽবমন্যতে।
নরকাৎ সোঽপি বিভ্রষ্টঃ ক্রৌঞ্চযোনৌ প্রজায়তে ॥ ১৬
শূদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীং গত্বা কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।
তস্যামপত্যমুৎপাদ্য কাষ্ঠান্তঃকীটকো ভবেৎ।
শূকরঃ কৃমিকো মদ্গুশ্চণ্ডালশ্চ প্রজায়তে ॥ ১৭ ॥
অকৃতজ্ঞোঽধমঃ পুংসাং বিমুক্তো নরকান্নরঃ।
কৃতঘ্নঃ কৃমিকঃ কীটঃ পতঙ্গোবৃশ্চিকস্তথা।
মৎস্যস্তু বায়সঃ কূর্ম্মঃ পুক্কসো জায়তে ততঃ ॥ ১৮ ॥
অশস্ত্রং পুরুষং হত্বা নরঃ সংজায়তে খরঃ।
কৃমিঃ স্ত্রীবধকর্ত্তা চ বালহন্তা চ জায়তে ॥ ১৯ ॥

যজ্ঞকার্য্যে, দানকার্য্যে, বিবাহেতে আর
বাধা দিয়ে বিঘ্ন করে যেই দুরাচার,
নরকে ভুঞ্জিয়া ফল কর্ম্মের মতন,
কৃমি হ'য়ে ভবে পুন জন্মে সেই জন। ১৪ ॥
দেবগণে, পিতৃগণে আর বিপ্রগণে
নাহি দিয়া অন্ন যেবা ভুঞ্জে লুব্ধ মনে ;
নরকে ভুঞ্জিয়া ফল কর্ম্মের মতন,
বায়স হইয়া ভবে জন্মে সেইজন। ১৫ ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূজ্য সদা পিতার সমান,
যেই জন করে কভু তাঁ'র অপমান,
ভুঞ্জয়ে নরক নিজ কর্ম্মের মতন,
পরে ক্রৌঞ্চ হ'য়ে ভবে লভয়ে জনন। ১৬ ॥
শূদ্র যদি করে কভু ব্রাহ্মণী হরণ,
কৃমি হ'য়ে জন্মে ভবে শুনহ রাজন্।
ব্রাহ্মণীর গর্ভে যদি জন্মে পুত্র তা'র,
কাষ্ঠ মাঝে কীট জন্ম হয় ত তাহার।
পরে ক্রমে, শূকর, কৃমিক, মদ্গু আর,
চণ্ডাল হইয়া ভবে জন্মে বারবার। ১৭ ॥
অকৃতজ্ঞ অধম পুরুষ যেই জন,
নরকেতে ভুঞ্জে ফল কর্ম্মের মতন।
নরক ভোগের পরে কৃতঘ্ন সে জন,
কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বৃশ্চিক হয় পুনঃ।
পরে মৎস্য, বায়স, কচ্ছপ দেহ পায়,
শেষেতে পুক্কস হ'য়ে জন্মে এ ধরায়। ১৮ ॥
অশস্ত্র জনেরে যেবা করয়ে বিনাশ ;
গর্দ্দভ হইয়া জন্মে শুন মহেষ্বাস।
স্ত্রীবধ, বালক-বধ করে যেই জন,
কৃমি হ'য়ে জন্মে ভবে সেই অভাজন। ১৯

ভোজনং চোরয়িত্বা তু মক্ষিকা জায়তে নরঃ।
তত্রাপ্যস্তি বিশেষো বৈ ভোজনস্য শৃণুষ্ব তৎ ॥ ২০ ॥
হৃত্বা দুগ্ধন্তু মার্জারো জায়তে নরকাচ্চ্যুতঃ।
তিলপিণ্যাকসংমিশ্রমন্নং হৃত্বা তু মূষকঃ ॥ ২১ ॥
ঘৃতং হৃত্বা তু নকুলঃ কাকো মদ্গুরজামিষম্।
মৎস্যমাংসাপহৃৎ কাকঃ শ্যেনো মেষামিষাপহৃৎ ॥ ২২ ॥
চিরীবাকস্ত্বপহৃতে লবণে দধ্নি বা কৃমিঃ।
চোরয়িত্বা পয়শ্চাপি বলাকা সংপ্রজায়তে ॥ ২৩ ॥
যস্তু চোরয়তে তৈলং তৈলপায়ী স জায়তে।
মধুহৃত্বা নরো দংশোঽপূপং হৃত্বা পিপীলিকা ॥ ২৪ ॥
চোরয়িত্বা হবিষ্যান্নং জায়তে গৃহগোধিকা।
আসবং চোরয়িত্বা তু তিত্তিরিত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫ ॥

ভোজ্য-দ্রব্য চুরি করে যেই দুরাচার,
মক্ষিকাযোনিতে জন্ম হয়ত তাহার।
ভোজ্যের বিশেষ এবে করিব বর্ণন
মন দিয়ে নরনাথ করহ শ্রবণ। ২০ ॥
দুগ্ধ চুরি করি' নর নরক ভুঞ্জিয়া
মার্জ্জার হইয়া ভবে জনমে আসিয়া।
তিলকল্কযুক্ত অন্ন করিয়া হরণ
মূষিক হইয়া ভবে লভয়ে জনম। ২১ ॥
ঘৃত চুরি করে যেই শুনহ রাজন
নকুল হইয়া জন্মে সেই অভাজন।
মদ্গুরের মাংস চুরি করে যেই জন,
কাক হ'য়ে জন্মে সেই শুনহ রাজন।
মৎস্য মাংস-চুরি করে যেই দুরাচার
সেও কাক হয় ভবে কহিলাম সার।
মেষ-মাংস চুরি করে যেই অভাজন,
তার ভাগ্যে শ্যেন-যোনি হয় সংঘটন। ২২
লবণ হরণ করে যেই দুরাচার,
চিরীবাক[১] জন্ম ভবে হয় ত তাহার।
দধি-চুরি লোভবশে করে যেই জন,
কৃমি হয়ে ভবে সেই লভয়ে জনম।
পানীয় হরণে কষ্ট সহি' দুরাচার
নরকান্তে পুনঃ ভবে বলাকা-[২]আকার। ২৩
তৈল চুরি করে যেই শুনহ রাজন,
তৈল-পায়ী[৩] হ'য়ে ভবে জন্মে সেই জন।
লোভবশে মধু চুরি করে যেই নর,
দংশ হ'য়ে জন্মে সেই শুন নৃপবর।
অপূপ হরণ করে যেই দুরাচার
পিপীলিকা হ'য়ে ভবে জন্ম হয় তা'র। ২৪
হবিষ্যান্ন চুরি করে যেই দুষ্ট জন
গৃহগোধা[৪] হ'য়ে ভবে জন্মে সেই জন।
যে জন আসব চুরি করে নররায়
তিত্তিরি হইয়া জন্মে এই ত ধরায়। ২৫ ॥

---

১ শুকপক্ষী। ২ ক্ষুদ্রবক। ৩ তেলাপোকা, আরসোলা। ৪ টিকটিক

অয়ো হৃত্বা তু পাপাত্মা বায়সঃ সংপ্রজায়তে।
পাত্রে কাংস্যেঽপি হারীতঃ কপোতো রৌপ্যভাজনে॥ ২৬॥
হৃত্বা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।
কৌশেয়ং চোরয়িত্বা তু চক্রবাকত্বমৃচ্ছতি॥ ২৭॥
কোশকারশ্চ কৌশেয়ে হৃতে বস্ত্রেঽভিজায়তে।
দুকূলে শার্ঙ্গকঃ পাপো হৃতে চৈবাংশুকে শুকঃ॥ ২৮॥
ঋক্ষশ্চৈবাবিকং হৃত্বা বস্ত্রং ক্ষৌমং চ জায়তে।
কার্পাসিকে হৃতে ক্রৌঞ্চো বহ্নের্হৃত্বা বকঃ খরঃ॥ ২৯॥
ময়ূরো বর্ণকান্ হৃত্বা পত্রশাকঞ্চ জায়তে।
জীবঞ্জীবকতাং যাতি রক্তবস্ত্রাপহৃন্নরঃ॥ ৩০॥
ছুছুন্দরী শুভান্ গন্ধান্ বাসো হৃত্বা শশো ভবেৎ।
খঞ্জঃ পলাল-হরণে কাষ্ঠহৃৎ ঘুণকীটকঃ॥ ৩১॥

লৌহ চুরি করে ভবে যেই দুষ্টমতি,
বায়স হইয়া ভবে ভুঞ্জে সে দুর্গতি।
কাংস্যপাত্র চুরি করে যেই দুষ্ট জন,
হয় সে হারীত ৫ পাখী শুনহ রাজন।
রৌপ্যপাত্র চুরি করে যেই দুরাচার,
কপোত হইয়া জন্ম হয় ত তাহার। ২৬॥
কাঞ্চননির্ম্মিত ভাণ্ড চুরি করে যেই,
কৃমি-যোনি প্রাপ্ত হ'য়ে কষ্ট পায় সেই।
কৌশেয় বসন চুরি করে যেই জন,
চক্রবাক হ'য়ে জন্মে সেই দুষ্ট জন। ২৭॥
দুকূল৬-হরণ, করি' করে যেবা পাপ,
শারঙ্গক ৭ হ'য়ে সেই সহে ভবে তাপ।
অংশুক ৮ হরণ করে যেই দুরাচার,
শুক হ'য়ে ভবে কষ্ট সহে সে অপার। ২৮
মেষলোমজাত বস্ত্র করিলে হরণ,
ভল্লুক হইয়া জন্মে শুনহ রাজন।
ক্ষৌমবস্ত্র চুরি করে যেই দুরাচার,
ভল্লুক-যোনিতে জন্ম হয় ত তাহার।
কার্পাস বসন যেবা করয়ে হরণ
ক্রৌঞ্চ হ'য়ে জন্মে সেই শুনহ রাজন।
বহ্নি-বর্ণ বস্ত্র যেবা করয়ে হরণ
বক আর খর ৯ হ'য়ে জন্মে সেই জন। ২৯
হরয়ে বিচিত্র বস্ত্র, শাকবর্ণ আর,
ময়ূর হইয়া জন্মে সেই দুরাচার।
রক্তবস্ত্র যেই জন করয় হরণ
জীবঞ্জীব ১০ হয় সেই শুনহ রাজন। ৩০॥
সুগন্ধ হরণ করি' ছুছুন্দরী হয়।
বাস হরি শশ হয় কহিনু নিশ্চয়।
পলাল হরণ করি' জন্মে খঞ্জ হ'য়ে,
ঘুণকীট হয় কাষ্ঠ চুরি ক'রে ল'য়ে। ৩১॥

৫ শুকজাতীয় পক্ষীবিশেষ ইহার বর্ণ হরিতবর্ণ। ৬ পরম কাপড়। ৭ চাতক পক্ষী। ৮ সূক্ষ্ম উত্তরীয়। ৯ গর্দ্দভ। ১০ চকোর নামক পক্ষী।

ভূমিহৃন্নরকান্ গত্বা রৌরবাদীন্ সুদারুণান্।
তৃণগুল্মলতাবল্লীত্বকসারস্তরুতাং ক্রমাৎ।
পুষ্পাপহৃদ্দরিদ্রস্তু পঙ্গুর্যানাপহৃন্নরঃ॥
শাকহর্ত্তা চ হারীতস্তোয়হর্ত্তা চ চাতকঃ॥ ৩২
প্রাপ্য ক্ষীণাল্পপাপস্তু নরো ভবতি বৈ ততঃ॥ ৩৩
বৃষস্য বৃষণৌ ছিত্ত্বা ষণ্ডত্বমাপ্নুয়ান্নরঃ॥ ৩৪॥
পরিহৃত্য তথা ভূয়ো জন্মনামেকবিংশতিঃ।
কৃমিঃ কীটঃ পতঙ্গো বা পক্ষী তোয়চরো মৃগঃ॥ ৩৫
গোত্বঞ্চ প্রাপ্য চাণ্ডালপুক্কসাদি জুগুপ্সিতম্।
পঙ্গ্বন্ধোবধিরঃ কুষ্ঠী যক্ষ্মণা চ প্রপীড়িতঃ॥ ৩৬॥
মুখরোগাক্ষিরোগৈশ্চ গুদরোগৈশ্চ বাধ্যতে।
অপস্মারী চ ভবতি শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥ ৩৭॥
এষ এব ক্রমো দৃষ্টো গোস্বর্ণাদিহারিণাম্।
বিদ্যাপহারিণাঞ্চৈব নিষ্ক্রয়ভ্রংশিনাং গুরোঃ॥ ৩৮॥

পুষ্পচোর জন্মে, হ'য়ে দরিদ্র নিশ্চয়,
যান-অপহারী নর ভবে পঙ্গু হয়।
শাক চুরী করে যেই, শুনহ রাজন,
হারীত হইয়া ভবে জন্মে সেই জন
জল চুরী ক'রে লয় যেই দুরাচার,
চাতকযোনিতে জন্ম হয় ত তাহার। ৩২॥
ভূমি-অপহারী নর হেথায় আসিয়ে,
রৌরবাদি সুদারুণ নরক ভুঞ্জিয়ে,
তৃণ, গুল্ম, লতা, বল্লী, ত্বকসার আর
তরু হ'য়ে জন্মে ক্রমে কি সন্দেহ তা'র। ৩।
ক্রমে ক্রমে পাপক্ষয় হইলে, তখন
নরদেহে জন্মে পুনঃ শুনহ রাজন।
বৃষের বৃষণ ছেদ করে যেই জন
ষণ্ড হ'য়ে সেই নর লভয়ে জনন। ৩৪॥
সেই দেহ অন্তে পুনঃ একবিংশ বার,

কৃমি, কীট, পতঙ্গাদি দেহ হয় তা'র,
তোয়চর পক্ষী পরে মৃগ হয় পরে,
গরু হয়ে সেই পাপী জন্মে তা'র পরে।
চণ্ডাল-পুক্কস কলে লভিয়া জনন
জুগুপ্সিত ভাবে করে জীবন যাপন।
পঙ্গু হয়, অন্ধ হয়, হয় ত বধির,
কুষ্ঠী, যক্ষ্মা রোগী হয় কহিলাম স্থির।৩৫-৩৬॥
মুখ-রোগে, অক্ষি-রোগে বহু কষ্ট পায়;
গুহ্য-রোগে কষ্ট পায়, কি সন্দেহ তা'য়?
পরে অপস্মার রোগে হয় ত কাতর,
শূদ্র হয়ে জন্মে ভবে, পাপী তা'র পর। ৩৭॥
গরু, আর স্বর্ণ আদি যে করে হরণ,
গুরুকে নিষ্ক্রয় যেবা না করে অর্পণ,
বিদ্যা-অপহারী পাপী সেই দুরাচার,
এদেরো পাপের ফল এই শুন সার। ৩৮॥

জায়ামন্যস্য পারক্যাং পুরুষঃ প্রতিপাদয়েৎ।
প্রাপ্নোতি ষণ্ডতাং মূঢ়ো যাতনাভ্যঃ পরিচ্যুতঃ ॥ ৩৯ ॥
যঃ করোতি নরো হোমমসমিদ্ধে হুতাশনে।
সোঽজীর্ণঘনদুঃখার্ত্তো মন্দাগ্নিরভিজায়তে ॥ ৪০ ॥
পরনিন্দা কৃতঘ্নত্বং পরমর্ম্মোপঘট্টনম্।
নৈষ্ঠুর্য্যং নির্ঘৃণত্বঞ্চ পরদারোপসেবনম্ ॥ ৪১ ॥
পরস্বহরণাশা চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।
নিকৃত্যা-বঞ্চনা নৃণাং কার্পণ্যঞ্চ নৃণাং বধঃ ॥ ৪২ ॥
যানি চ প্রতিষিদ্ধানি তদ্বৃত্তিঞ্চ প্রশংসতাম্।
উপলক্ষণানি জানীয়ান্মুক্তানাং নরকাদনু ॥ ৪৩ ॥
দয়াভূতেষু সদ্বাদঃ পরলোকং প্রতিক্রিয়া।
সত্যা ভূতহিতা চোক্তির্বেদপ্রামাণ্যদর্শনম্ ॥ ৪৪ ॥

একের পত্নীরে আনি' দেয় অন্য জনে,
নরকে ভুঞ্জিয়া কষ্ট সে পাপ কারণে
অবশেষে ক্লীব হ'য়ে জন্মে এ ধরায়,
মূঢ় সেই নর ভবে বহু কষ্ট পায়। ৩৯ ॥
যজ্ঞকাষ্ঠ বিনা অগ্নি করিয়া যে জন
সমিধ্-বিহীন হোম করে অকারণ,
সেই নর সহে কষ্ট মন্দাগ্নি পীড়ায়,
অজীর্ণ-পীড়িত হ'য়ে সদা কষ্ট পায়। ৪০
পরনিন্দা করে যেবা, কৃতঘ্ন যে জন
কিম্বা পর মর্ম্মে যেবা ঘটায় বেদন,
নিষ্ঠুরতা নির্ঘৃণতা দোষ দেহে যা'র,
পরদারা ভোগ করে সেই দুরাচার, ৪১
পরস্ব-হরণ আশা জাগে যা'র মনে,
দেবতার কুৎসা যেবা করে ফুল্ল-মনে,
নিকৃতি১১, বঞ্চনা আর কৃপণতা করে,
কিম্বা নরহত্যা করে প্রফুল্ল অন্তরে, ৪২ ॥
প্রতিষিদ্ধ বৃত্তির প্রশংসা যেবা করে,
বুঝিবে সে ছিল পাপী জন্ম জন্মান্তরে,
ভুঞ্জিয়া পাপের ফল নরক-মাঝার
এত দিনে নর-দেহ পেয়েছে আবার। ৪৩ ॥
সর্ব্বভূতে দয়া যা'র বিরাজে অন্তরে,
সাধু-কথা-আলাপন সদা যেবা করে,
পরলোক-প্রতিক্রিয়া করে আলাপন,
সত্য-বাক্যে অনিবার সদা যা'র মন,
লোকের মঙ্গলকর বাক্য যেবা বলে,
বেদের প্রামাণ্য দেখে শাস্ত্রোক্তি সকলে, ৪৪ ॥

১১ তিরস্কার, নিন্দা।

লাহোর হইতে কিছু পশ্চিমে, তালওয়ান্দি নামক স্থানে, নানকের পিতৃভবন। নানক অতি শিশুকাল হইতেই ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। দেবতা-ব্রাহ্মণ-সাধু-সজ্জনে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি সর্ব্বদা পিতামাতার কথা কায়-মনে পালন করিতে যত্ন করিতেন। পঞ্চম বর্ষ-বয়ঃক্রম সময়ে তাঁহার যথারীতি বিদ্যা-রম্ভ হইয়াছিল। তিনি গুরুগণের নিকট

এই কোষ্ঠীতে প্রায় সকল গ্রহই কেন্দ্রগত ; (ভাবচক্র দেখ) সংবা ধনাধিপতি মঙ্গলও কেন্দ্র-(চতুর্থ)-গত হইয়াছেন, আবার লগ্নাধিপতি চন্দ্রও লগ্নকে দেখিতেছেন এই সকল যোগের ফলে নানকজী বৈরাগ্যসম্পন্ন তপোনিরত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কর্ত্তা হইয়াছিলেন।

কোনও জন্ম-পত্র বিচার করিতে হইলে, প্রধান বিচার্য্য-বিষয় তিনটি রবি, চন্দ্র ও লগ্ন। এখানে সায়ন-সিংহলগ্ন উদিত। লগ্নের সপ্তম অংশ উদিত থাকায়, অধিকন্তু বৃহস্পতি ঐ লগ্নের অতি সন্নিহিত হওয়াতে, জাতকের আকৃতি, প্রকৃতি যেরূপ হইবার কথা তাহা দেখিতেছি —তিনি সুদীর্ঘ-স্থূল-সুগঠিত-বলিষ্ঠ-দেহ-যুক্ত, উজ্জ্বল তেজঃপূর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট ও স্নিগ্ধদৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন তাঁহার মস্তক বৃহৎ ও সুগোল ছিল। বর্ণ রক্তাভ ছিল। "ব্যূঢ়োরস্কঃ বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" ছিলেন বলিতে পারি। এই লগ্ন বলেই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও অতি সরলহৃদয় হইয়াছিলেন। তিনি যাহা হইয়াছিলেন, তাহার পক্ষে এই লগ্নই যথেষ্ট। লগ্নস্থ কেতুর ফলে তিনি ম্লেচ্ছগণকে স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার অভিলাষী হইয়া-ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নানকজী সায়ন সিংহের সপ্তম অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ এই সপ্তম অংশ সম্বন্ধে কিরূপ বলেন দেখুন CHARUBEL বলিয়াছেন "এই

সংস্কৃত, পার্শী ও দেশীয় ভাষা এবং প্রয়োজনীয় গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। লিখন অভ্যাস সময়ে দেবতার নাম লিখিতেই তিনি ভালবাসিতেন। গুরু যদি অন্য কিছু লিখিতে বলিতেন, তাহা হইলে তিনি বলিতেন—

"শুন পাণ্ডে কেয়া লিখেঁ জঞ্জালা।
লিখেঁ রাম-নাম গুরুমুখগোপালা॥"

সয়র-উল্-মুতাখরিণ গ্রন্থে লিখিত আছে, তাঁহার পিতা শস্যের ব্যবসায় করিতেন, সেই সূত্রে, দেশের অনেক লোকের সঙ্গেই তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। দেশের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। মৌলভী সৈয়দ হুসেন নামে একজন জ্ঞানী মুসলমান, তাঁহাদের প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি, শিশু নানককে বড়ই ভালবাসিতেন। একদিন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পিতার নিকট প্রস্তাব করিলেন, যে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা তিনি নানককে পার্শী ও আরবী ভাষা শিক্ষা দেন। পার্শী সে সময়ের রাজভাষা, সকলেই উহা আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিত। সুতরাং নানকের পিতা, মৌলভী সাহেবের প্রস্তাবে বড়ই আনন্দিত হইলেন। তদনুসারে নানক নিয়মিত পারসী শিখিতে আরম্ভ করিলেন।

কথিত আছে পার্শী-শিক্ষা আরম্ভ করিবার সময় তিনি আলিফ অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই বলিয়াছিলেন —

"আলিফ্ আল্লাহ্ ইয়াদ করো
গফ্লৎ মনহুঁ বিচার।
শাওয়াস্ পল্‌টে নাম বিন্নু
ধৃগ্ জীবন সংসার॥"

"আলিফে আল্লার নামে ইয়াদ রাখিয়া
আলস্য ত্যজহ মনে করিয়া বিচার।
বিনা নামে, শ্বাস—আয়ু হরে পলে পলে—
বিফল জীবন তা'র অসার সংসার।"

তিনি এই মৌলভী সাহেবের নিকটেই মহম্মদীয় ধর্ম্মসূত্র শিখিয়াছিলেন।

এই সময়ে, হিন্দুধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্যুত হইয়া, কেবল কর্ম্মকাণ্ডের সমষ্টি হইয়াছিল। লোকের মনে ভক্তির লেশমাত্রও ছিল না। ইতি পূর্ব্বে কবির সাহেব, ভগবৎ কৃপায় স্বীয় সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন। নানক বাল্যকালে কবির সাহেবের উপদেশ-রত্নমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।

বাল্যাবধিই দেশের আধ্যাত্মিকতাশূন্য কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি তাঁহার বড় বিতৃষ্ণা ছিল। একদা রাভিতে স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন,

অংশটি রাশিচক্রের গৌরবসূচক অংশগুলির মধ্যে প্রধান।" (This is possibly as glorious a degree as any in the Zodiac.) অর্থাৎ যে সকল রাশির যে যে অংশে জন্মিলে মানব মহামহিমান্বিত ও গুরুগৌরবসম্পন্ন হইয়া থাকেন, এই অংশটি তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান অংশ। এইরূপ অংশে ভগবানের কৃপাপাত্র সাধু মহাপুরুষেরই জন্ম হয়। সেই মহাপুরুষের অন্তর নিরন্তর স্বর্গীয় গৌরবে পূর্ণ থাকে। বিখ্যাত পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ SEPHARIALকর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত LA VOLASFERA-তে লিখিত আছে, এই অংশটি মহত্ত্বের দ্যোতক। এই অংশজাত ব্যক্তি ক্ষমতাশালী, বিখ্যাত ও যশস্বী হইয়া নিজের ইচ্ছাশক্তিবলে, বহুব্যক্তিকে আপনার অনুগত করিয়া, তারকারাজী বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইবেন। তাঁহার সাহস, অধ্যবসায় ও সদ্গুণ তাঁহাকে উন্নত করিবে।" যদিও জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় বিস্তৃত বিচার করিয়া এবং দশানুসারে সমস্ত জীবনের ফল বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছিলেন কিন্তু প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হওয়ায় এবং পুনরুক্তিভয়ে আমরা সে সকল প্রকাশ করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিজেই গ্রন্থসাহায্যে সে সমুদয় নির্ণয় করিয়া দেখিবেন।

ব্রাহ্মণগণ স্নানান্তে পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিতেছেন। তাঁহাদের সেই জলাঞ্জলিদান দেখিয়া, নানক তাঁহাদিগকে পরিহাস করিবার মানসে নদীকূলে অঞ্জলি করিয়া বারম্বার জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে একজন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ও কি করিতেছ?" নানক অম্লানবদনে বলিলেন "তালওয়ান্দিতে আমাদের শাকের ক্ষেত্র আছে, আমি তাহারি উদ্দেশে জল সেচন করিতেছি।" ব্রাহ্মণ যদিও বুঝিতে পারিলেন নানক তাঁহাদিগকেই উপহাস করিতেছেন, তথাপি হাসিয়া বলিলেন, "এরূপে জল দিলে তালওয়ান্দিতে যাইবে কিরূপে?" নানক বলিলেন "যদি আপনারা রাভিতে জল সেচন করিলে, সে জল পরলোকগত পিতৃগণের কাছে যাইতে পারে, তবে তালওয়ান্দি ত আর বেশী দূর নয়, আমার এ জল যাইবে না কেন?" ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাপু হে, এখনও তোমার জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই, তাই বুঝিতে পারিতেছ না ধর্ম্ম ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? কালে সকলি বুঝিতে পারিবে।" তখন নানকের বয়স দশ বৎসর মাত্র।

ক্রমে সময়ে তাঁহার উপনয়ন হইল, গায়ত্রী পাইলেন। জন্মান্তরীন সাধনফলে প্রণবের শক্তি তাঁহার অন্তরে কার্য্য করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারে আসক্তিও কমিতে লাগিল। কথিত আছে, উপনয়ন সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন—

"দইয়া কপাহু সংতোখ সূতু
জতু গংঠী সত বট।
এহু জমেউ জীউকা
হইতু পংডে ঘট॥
ন এহু টুটৈ না মল লগই
না এহু জলৈ ন জাই।
ধংন সু-মানস নানকা
যো গল চলই পাই॥"

"দয়া রূপ কাপাসে সন্তোষসূত্র হয়,
ইন্দ্রিয়দমনগ্রন্থি তাহাতে নিশ্চয়।
হেন উপবীত চাই জীবের কারণ,
শুন পাণ্ডে, পর তাই, হইবে ব্রাহ্মণ।
সেই উপবীত-সূত্র ছিঁড়িয়া না যায়,
না হয় মলিন অগ্নি নাহি লাগে তায়।
বলেন নানক, ধন্য সেই মহাজন,
হেন উপবীত যিনি করিলা ধারণ।
ধন্য সে ত্রিদণ্ডী-ধারী এই ত ধরায়,
ভ্রমি' এ সংসারে, শুধু সেই সুখ পায়।"

গুরুগণের নিকট যাহা শিখিবার, সেই অর্থকরী লৌকিক বিদ্যায় তাঁহার আসক্তি নাই দেখিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। কখন ব্যবসায়, কখন কৃষি, কখনও পশুচারণ প্রভৃতি নানা কার্য্যেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন, পিতৃভক্ত নানকও বিনা আপত্তিতে তাঁহার সেই সমুদায় নিয়োগ পালন করিতেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহার যত্ন নিস্ফল হইত।

একবারের একটা গল্প বলি। বাণিজ্য ধনবৃদ্ধির প্রধান সাধন। নানকের পিতা মনে করিলেন, "নানক ত পণ্ডিত হইল না, এখন ইহাকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা যাউক। এই ভাবিয়া বালাজী নানক একজন জাট-বংশীয় ক্ষত্রিয়কে বলিলেন, বালাজী, আমি নানককে ব্যবসায়ে ব্যাপৃত করিতে চাই। তুমি লাহোরে পণ্য ক্রয় করিতে যাইতেছ, ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাও, যেরূপ পণ্য লাভজনক হয়

তাহাই ক্রয় করিয়া দিও।” বালাজী, স্বীকৃত হইলেন। নানকের পিতা পণ্য ক্রয় করিবার জন্য নানকের হস্তে চল্লিশটি টাকা দিয়া বলিলেন, “যাহাতে লাভ হইবার সম্ভাবনা বুঝিবে এমন পণ্য ক্রয় করিও।”

নানক পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া, পণ্য সংগ্রহের জন্য চলিলেন। গ্রীষ্মকাল— মধ্যাহ্ন। প্রচণ্ড তপন-তাপে চারিদিক তপ্ত হইয়াছে। কোনও জীব স্বেচ্ছায় এমন সময়ে রৌদ্রে বাহির হয় না। নানক সেই প্রচণ্ড উত্তাপে পীড়িত হইয়া বলিলেন “ভাই বালাজী, আর ত চলা যায় না। আইস ঐ উদ্যানে, বৃক্ষের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করি গিয়া।” বালাজী সম্মত হইলেন। উভয়ে উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েক-জন সন্ন্যাসী বৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তাঁহারা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একান্ত কাতর। নানক তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া, বলিলেন “ভাই বালাজী, টাকা কয়টা ইহাঁদিগকে দিই। ইহাঁদের আশী-র্ব্বাদে আমাদের নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ভাই সাধুগণের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা আর কি ভাল পণ্য জগতে আছে?” বালাজী অনেক আপত্তি করিলেন, অবশেষে বলিলেন, “না হয় উঁহা-দিগকে কিছু টাকা দিয়া, অবশিষ্ট টাকায় পণ্য ক্রয় করিবে চল।” কিন্তু নানক বলি-লেন “টাকাগুলি সমস্তই দেওয়া উচিত। উঁহারা এখন যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলে ত হইবে না, অপরাহ্নের জন্য—কল্য প্রাতের জন্যও কিছু দেওয়া উচিত।” এই বলিয়া, তিনি সমুদায় টাকাই সন্ন্যাসীগণকে প্রদান-পূর্ব্বক রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতা, পুত্রের এই কীর্ত্তি শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং বুঝিলেন সংসারে আসক্তি না জন্মিলে, নানক অর্থের প্রয়োজন বুঝিতে পারিবে না। এইজন্য তিনি সুলক্ষণা নাম্নী একটি সুরূপা বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন এবং তাঁহার ভগিনীপতি জয়রামও এই সময়ে তাঁহাকে সুলতানপুরের নবাব দৌলত খাঁ লোদীর সরকারে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ক্রমে দুইটি-পুত্র হইল জ্যেষ্ঠের নাম শ্রীচাঁদ এবং কনিষ্ঠের নাম লছমীচাঁদ। সংসার তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য একটু বাঁধিল।

দৌলতখাঁ তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। পরিচয় হইলে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না। প্রজাগণ যাহাতে অনায়াসে নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সুলভে পাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে, নবাব সাহেব, একখানি দোকান করিয়াছিলেন। নানককে তিনি সেই দোকানের তত্ত্বাবধান ভার প্রদান করিলেন। নানক ও সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তবে সাধু সন্ন্যাসীদিগের প্রতি তাঁহার চিরদিন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাদিগকে পাইলে তিনি পরিতোষপূর্ব্বক সেবা করিতেন, তাহাতে, দোকানের যে দ্রব্য ব্যয় হইত, তাহার মূল্য তিনি নিজের বেতন হইতে পূর্ণ করিতেন। লোকে কিন্তু অন্যরূপ মনে করিত। এজন্য ক্রমে নবাবের কর্ণে উঠিল, যে, নানক দোকানের দ্রব্যে, সাধুসেবা করিয়া নবাব সাহেবের অর্থের অপচয় করিতেছেন। নবাব এ বিষয়ের তদন্ত করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন, এবং তদুদ্দেশে একজন হিসাব পরীক্ষক প্রেরিত হইল।

প্রাতঃকালে নানক শয্যা হইতে উঠিয়া, কিছু শস্যাদি লইয়া পক্ষিগণের জন্য দোকানের

সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়াছেন, পাখিরা আনন্দে আহার করিতেছে। নানক দেখিতেছেন আর গাহিতেছেন—

"মেরে প্রভুজি, এহি মনোরথ মেরা।
প্রাতঃকাল উঠোঁ চরণ ত্যাও লাগু
নিশিবাসর তোঁহে ধ্যাউঁ।
তন মন অরপন করু জন সেবা
রসনমে হর্‌গুণ গাউঁ।
কিজ্যো কিরূপা দান্ ভকতি মোহে দিজ্যো
মোকো করোঁ অপনকো চেরা।
আনংদ নানক এহি দিজ্যো
এক আধা নাম-ধন তেরা॥

নানক আনন্দভরে, আপনার ইষ্ট-চিন্তায় নিমগ্ন। এমন সময়ে হিসাব পরীক্ষার জন্য রাজ-কর্ম্মচারী আসিলেন। তিনি তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কর্ম্মচারী বলিলেন "আমি নবাব সাহেবের আদেশে এই দোকানের হিসাব দেখিতে আসিয়াছি। নানক "দেখুন" বলিয়া খাতা-পত্র ও চাবিগুলি তাঁহার হস্তে দিলেন। তিনি দেখিলেন, যত দ্রব্য ক্রীত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যাহা অবিক্রীত আছে, তদ্ব্যতীত সমুদায় দ্রব্যেরই ন্যায্য মূল্য তহবিলে মৌজুদ আছে। নানক এক কপর্দ্দকও নষ্ট করেন নাই। নবাব সাহেব এই কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু নানকের ঐ কর্ম্ম আর ভাল লাগিল না। তিনি ভাবিলেন—"আমি যাঁহার চরণে প্রাণ-মন সঁপিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর অপরের সেবা করিব না। এ দেশের লোকে, লোকের মুখের কথায় ভোলে, যিনি কাহারো কথায় ভোলেন না। জগতের সকল ব্যাপার নিজে দেখিয়া তাহার সুব্যবস্থা করেন, সেই আমার প্রাণের প্রভুর পায় প্রাণ-মন সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব। আমি যাঁহার নিত্যদাস তাঁহারই সেবায় জীবনপাত করিব।" এই স্থির করিয়া, তিনি নবাব সাহেবকে নিজের মনোভাব বলিলেন। নবাব অনেক বুঝাইলেন, সংসারে ধনের প্রয়োজন দেখাইলেন। নানকের সে কথায় কাণ নাই। তিনি আপন মনে বলিতেছেন

"লাখ জগত জাকো আরাধ।
লাখ তপেশ্বর তপহি সাধ॥
লাখ জোগেশ্বর করত জোগা।
লাখ ভোগেশ্বর ভোগহি ভোগা॥
ঘট ঘট বসহি জানহি প্রভু থোড়া।
হায় কোহি সাজন্ পরদা তোড়া॥
করউ যতন হোয়ে হোই মেহেরবানা।
তাকো দেই মেরে জীউ কুরবানা॥
ফিরত ফিরত সংতন পহু আইয়া।
দুখ ভরম মেরা সকল মিটাইয়া॥
মহল বোলায়া প্রভু অমিরত ভুচা।
কহত নানক প্রভু মেরা উচা॥
দুজা কাহে বিসবিয়ে জো জনমে মর জায়।
এক কধিয়ে নানকা জলথল রহিয়ে সমায়।

"লক্ষ লক্ষ ভক্ত যাঁ'র করে আরাধন।
তপস্বী কত লক্ষ তপেতে মগন॥
লক্ষ যোগেশ্বর যোগে যাহারে ধেয়ায়।
লক্ষ ভোগেশ্বর ভুঞ্জে যাঁহার কৃপায়॥
ঘটে ঘটে যেই প্রভু করেন বিরাজ।
তাঁরে ক্ষুদ্র ভাবিতে কি নাই হয় লাজ॥
মায়া-আবরণ ছিন্ন ক'রেছে যে জন।
সেই জন জানে প্রভু আমার কেমন॥
সেই ত সজ্জন সাধু এই ত ধরায়।
লুটাইয়া পড়ি আমি সদা তাঁ'র পায়॥
দিয়েছি জীবন মম তাঁহার চরণে।
পেলে কৃপা সিদ্ধ হ'ব তাঁহার সাধনে॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভবে পেয়েছি এবার,
সাধুর চরণ-ছায়া কি ভয় আমার ?
চলে গেছে সব দুঃখ—মিটিয়াছে ভ্রম।
এত দিনে সফল হ'য়েছে মোর শ্রম॥
প্রাসাদ অমৃতময় প্রভুর আমার।
ডাকিলেন সেখানে নিকটে আপনার॥
উচ্চ হ'তে উচ্চতম প্রভু যে আমার,
নানক শরণ আর লইবে কাহার ?
রে নানক, অন্য চিন্তা নাহি কর আর,
ভাব তাঁ'রে যেই প্রভু সর্ব্বসারাৎসার।
এক তিনি—জলে স্থলে ব্যাপ্ত সর্ব্বঠাঁই।
তাঁ'রে ছাড়ি' আর কিছু ভেবে কাজ নাই॥

নবাব সাহেব শুনিলেন—বুঝিলেন, নানক ভগবানের চিহ্নিত দাস। তখন নানকের ভেদবুদ্ধি দূর হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন—"যদি তুমি ঈশ্বরকে বই আর কাহাকেও চাও না, তবে চল মস্‌জিদে নেমাজে যাই।" নানক চলিলেন; সঙ্গে নবাব সাহেব ও কাজী সাহেব। মস্‌জিদে গমন করিয়া নবাব সাহেব ও কাজী সাহেব নেমাজ করিতে লাগিলেন, নানক দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। প্রণব সাধনের ফলে তখন নানক-সাহেবের দিব্যেন্দ্রিয়নিচয়ের বিকাশ হইতেছিল, সুতরাং তিনি দেখিলেন, দুই জনেই উপাসনা সময়েও অন্যমনস্ক—তাঁহাদের মনোভাব পর্য্যন্ত তাঁহার অগোচর রহিল না। নেমাজ শেষ করিয়া, নবাব সাহেব বলিলেন, "তুমি শুধু দাঁড়াইয়া থাকিলে কেন?"—নানক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমি ত দাঁড়াইয়াছিলাম। আপনারা কি করিতেছিলেন? ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আসিয়া আপনি বেগম সাহেবার কথা আর কাজীসাহেব কন্যার পীড়ার কথা চিন্তা করিতেছিলেন কেন? হৃদয়-মন্দিরে সেই হৃদয়ের দেবতাকে না বসাইয়া খালি রাখিলেই এ বিপদ অনিবার্য্য। তাই সাধুগণ বলেন—

"পংচ শবদ জো বাজতে
ঘর ঘর হোয়ত রাগ।
মংদির খালি পড়া রহে
বৈঠন লাগে কাগ॥"

নানকের কথায় নবাব সাহেবের তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হইল, তিনি নানককে নিজের নিকট থাকিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি থাকিলেন না। তিনি সুলতানপুর ত্যাগ করিলেন। ভাবিলেন—

"কাহে রে মন, চিংতবহি উদম জা
আহর হরিজীউ ধরিয়া।
সৈল পৎথর মহি জংত উপাএ
তাকা রিজিকু আগৈ করি ধরিয়া॥
মেরে মাধউজী সত সংগত
মিলে সু তরিয়া।
গুরপরসাদ পরমপদ পাইয়া
সুকে কাস্ঠ হরিয়া॥ (রহাও)
জননি পিতা লোক সুত বনিতা
কোই ন কিস্‌কী ধরিয়া।
সির সির রিখ্‌কু সংবাহে ঠাকুর
কাহে মন ভউ করিয়া॥
উড়ে উড়ি আবে সৈ কোসী তিন
পাছৈ বছরে ছরিয়া।
তিন কবন খুলবৈ কবন চুকাবৈ
মন নহি সিমরণ করিয়া।
সভ নিধান দস অসট সিধান
ঠাকুর করতলি ধরিয়া।
জন নানক বলি বলি সদ বলি
জইএ তেরা অংতন পারাবরিয়া॥"

"কেন ওরে মন ভাব অকারণ
চিন্তা কর পরিহার।
হরিই তোমার যোগান আহার
ভাবনা নাহিক তা'র॥

পর্ব্বতে—প্রস্তরে জীব জন্তু কত
তাঁ'র সৃষ্ট আছে ভাই।
সেই-সবাকার যোগান আহার
দেখ না, তিনি, সদাই॥

হে মাধব, মোরে করুণা-নয়নে
চেয়ে দেখ একবার।
সাধু-সঙ্গ মোর ঘটাও ললাটে
পাইব যাহে নিস্তার॥

শ্রীগুরু-প্রসাদে পরম সম্পদ
পাইলে বিপদ যায়।
তাঁহার কৃপায় শুষ্ক তরু পুন
মঞ্জরিয়া প্রাণ পায়।

শেষের সে দিন আসে যে সময়
পিতা মাতা, লোক জন।
সুত, পত্নী আদি, রাখিতে না পারে
করিয়া বহু যতন॥

জনে জনে সেই দয়াল ঠাকুর
যোগান সদা আহার।
তবে তুমি কেন ভাবিবে রে মন
কি ভয় আছে তোমার?

কর রে স্মরণ যবে পক্ষিগণ
বহু দূরে উড়ে যায়,
শাবকগুলিরে রাখি' নিজ নীড়ে
কে দেখে রে সে সবায়?

চঞ্চুপুটে করি' আনি যে আহার
তা'দের মুখেতে দেয়,
কোথা পেতে তাহা না দিলে সে হরি
কেবা দেয়—কেবা নেয়?

তাঁ'র কৃপা হ'লে নিধি সমুদায়
অষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়,
এ দাস নানক করযুগ জুড়ি'
চরণে শরণ লয়।

বলিহারি, হরি, পুন বলিহারি
সদা বলি হারি যাই,
তুমি হে অনন্ত, প্রভো তব অন্ত
ভাবিয়ে আমি না পাই।"

গৃহে আসিয়া তিনি ভগবচ্চিন্তাতেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ভগবানের বিরাট সংসারের জন্য তিনি মনকে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। হৃদয়ক্ষেত্রে হরিনাম-বীজ বপনপূর্ব্বক সেই বিরাট সংসারের জন্য উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদনে ব্যাপৃত হইলেন। সেই শস্যে অন্তরাগার পূর্ণ করিয়া এবং সাধু মহাজনগণের নিকট হইতে বিবিধ উপদেশ-রত্ন সংগ্রহ পূর্ব্বক, জগজ্জনের জন্য এক সুন্দর ব্যবসায়াগার প্রস্তুত করিলেন। কি হিন্দু কি মুসলমান কোন মহাজনকেই তিনি উপেক্ষা করিলেন না, সকলের নিকট হইতেই মহারত্ন সঞ্চয়পূর্ব্বক নিজের দোকান সাজাইতে লাগিলেন। এমন কি মুসলমান ধর্ম্মের-সার রত্ন সংগ্রহ মানসে তিনি মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি মক্কায় অবস্থান সময়ে, এক দিন নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কাবার দিকে পদ প্রসারিত করিয়া শয়ান আছেন, এমন সময়ে একজন ফকির, তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন "মিঞা সাহেব, এ কি করিয়াছেন, ঈশ্বরের গৃহের দিকে পদ প্রসারিত করিয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে।" তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিলেন ও বিনীতভাবে বলিলেন "ফকির সাহেব, বলুন কোন দিকে ঈশ্বর নাই, আমি সেই দিকেই এবার হইতে পা রাখিব।"

ফকির নিতান্ত ফাঁপরে পড়িলেন। ঈশ্বর নাই, এমন স্থান ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় ? যাহা হউক নানক সাহেব তখনই পদদ্বয় অন্য দিকে রাখিয়া শয়নপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই উপাখ্যানটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখিত দেখা যায়।

ক্রমে, ভাই বালাজী প্রভৃতি তাঁহার বহু শিষ্য হইল। তাহাদের মধ্যে করোরিয়া ধনবান ছিলেন তিনি কর্‌তারপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। সেইখানে তিনি নানক সাহেবের জন্য একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। নানক সেখানে কিয়দ্দিন অবস্থানের পর এক-দিন মরদনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস. মরদনা, চল একবার দেশ-ভ্রমণে যাই। জগদীশ্বরের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য না দেখিলে হৃদয়ের প্রসার বর্দ্ধিত হয় না। ক্ষুদ্র ভাণ্ডে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির তত্ত্ব ধারণ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। আপনার হৃদয়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়ের সঙ্গে মিলাইতে না পারিলে এ হৃদয়ে হৃদয়বান্ধবকে ধরিতে পারিব না। দেহমন প্রাণ যাহাতে সকলের কাজে লাগে, তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে। যেন শুনিতেছি কোথায়—কে কাতরকণ্ঠে কাঁদিতেছে—সে ক্রন্দনরোল যেন অনন্ত গগনে কুণ্ডলিত হইয়া, সেই অনাথশরণ অনন্তদেবের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছে—যেন আমার প্রাণের দেবতা প্রাণের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "যাও, নানক, জগতের আঁখিজল মুছাও।"

মরদনা বলিলেন "গুরো, আমরা দুটিতে কি করিতে পারি ?"

নানক বলিলেন, "শ্রীভগবানে বিশ্বাস স্থাপন কর, কিছুই অসাধ্য হইবে না—

"মংনৈ পাবহি মোখ-দুয়ারু।
মংনৈ পরওয়ারে সাধারু॥
মংনৈ তরৈ তারৈ গুরু শিখ্।
মংনৈ নানক ভবহি ন ভিখ॥"

"বিশ্বাসে পাইবে মোক্ষ কহিনু নিশ্চয়।
বিশ্বাসে সপরিবারে তরিবে নিশ্চয়॥
বিশ্বাস জন্মিলে গুরু শিষ্য দোঁহে তরে।
বিশ্বাস থাকিলে নাহি ঘুরি ভিক্ষা তরে॥"

ভগবানের অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া সাধু সঙ্গ কর। সাধু-সঙ্গের বলে ভগবানের কার্য্য অনায়াসে সুসিদ্ধ করিতে পারিবে।

"সগল পুরুখ মহি পুরুখ পরধান।
সাধ-সংগ জাকা মিঠে অভিমান॥
আপ সকে জো জানে নীচা।
সোউ গনীয়ে সভসে উচা॥
জাকা মন হোই সগলকী রীনা।
হরি হরি নামু তিন, ঘটি ঘটি চীনা॥
মন অপনেতে বুরা মিঠানা।
পেখৈ সগল স্রিসট সাজানা॥"

"সাধুসঙ্গবলে যাঁ'র মিটে অভিমান।
তিনিই পুরুষ মধ্যে পুরুষ-প্রধান॥
আপনারে নীচ বলি যে জানে আপনি,
সকলের উচ্চ বলি' আমি তাঁ'রে গণি।
মন যাঁ'র পর-পদ-ধূলায় লুটায়
ঘটে ঘটে সেই, হরি দেখিবারে পায়।
মনের যতেক মলা মুছিয়া ফেলিলে,
বিশ্বের সকলে মিত্র হইবে তাহ'লে।

যদি জগতের সকলের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিতে পার। তাহা হইলে তাহাদের চক্ষের জল মুছাইতে আর কষ্ট হইবে না।

এই বলিয়া নানক সাহেব মরদনার সঙ্গে বাহির হইলেন। কিছু দূর গমনের পর শুনি-লেন শিয়ালকোট সহরের প্রান্তস্থিত এক মস্-

জিদে একটি সিদ্ধ ফকির আছেন, তাঁহার শক্তি অসীম। তিনি সহরের লোকদিগের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে নগরের সহিত বিনষ্ট করিবার জন্য কার্য্য বিশেষের আয়োজন করিতেছেন। নানক বলিলেন "ইনিই সিদ্ধ? ইনিই যোগী—ইনিই ফকির?

"জোগু ন খিংথা জোগু ন ডংডে
জোগু ন ভসম চড়াইয়ে।
জোগু ন মুংড মুড়াইয়ে—
জোগু ন সিঙী বাজাইয়ে॥
অংজন মহি নিরংজন রহিয়ে
জোগু জুগতি ইহ পাইয়ে।
গলী জোগু ন হোই—
ইক্ দ্রিসট করি সমংসরি জানই
জোগী কহী ওই সাই॥"

"কন্থা দণ্ড ধারণেতে যোগ নাহি হয়,
ভস্ম মাখিলেও অঙ্গে কভু যোগী নয়।
মাথা মুড়াইলে শুধু নাহি হয় যোগ,
যোগ-আশে শৃঙ্গধ্বনি শুধু কর্ম্মভোগ।
অঞ্জন মাঝেতে যেবা নিরঞ্জন রয়,
যোগযুক্ত সেই জন জানিও নিশ্চয়।
নির্লিপ্ত হইয়া যেবা থাকে এ সংসারে
যোগ তা'রি—যোগযুক্ত বলি যে তাহারে।
সকলের প্রতি আছে সমদৃষ্টি যা'র
যোগযুক্ত সেই জন কহিলাম সার।"

মরদন', আর বিলম্বের সময় নাই, শীঘ্র এস, একজন ব্যক্তি, সিদ্ধির অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে ভগবানের এতগুলি সন্তানের অনিষ্ট করিবে, তাহা কখনই হইবে না। চল ভগবদী-চ্ছায় যাহাতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি তাহার চেষ্টা করি গিয়া।" এই বলিয়া নানক সাহেব মরদনার সঙ্গে দ্রুতপদে শিয়াল-কোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে ফকির সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "আপনি দেখিতেছি সাধু-পুরুষ; আপনি এ পাপময় নগরে প্রবেশ করিবেন না। এখানকার প্রত্যেক নরনারী পাপপঙ্কে নিমজ্জিত। আমি মনে করিয়াছি পুণ্যময় ঈশ্বরের রাজ্যে এ পাপময় নগর আর রাখিব না।"

নানক সাহেব হাসিলেন, বলিলেন—"ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করিলে, তাঁহার রাজ্য হইতে পাপের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে পারেন। কৈ তিনি ত আজিও ইহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করেন নাই। তিনি এক নিমেষের তরে রোষ দৃষ্টিতে ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ নগরের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তথাপি তিনি উপেক্ষা করিতেছেন।—তবে আপনার এ ক্রোধের প্রয়োজন কি?—সেই বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের একটি ধূলিকণা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবার অধিকার আমাদের নাই। ইহা তাঁহার—আমাদের নহে। আমরা যদি তাঁহার হইতে চাই, তবে তাঁহার এই বিশ্বের সহিত মিত্রতা করিতে হইবে, নহিলে কখনই তাঁহার হইতে পারিব না। অহঙ্কার হইতে তিনি অনন্ত দূরে—

"রে মন এহি বিধ জোগ কামাও,
সিঙি সাচ অকাপট কংঠমালা
ধিয়ান বিভূতি চড়াও।
তাকো লগাও করো আতম বাশ
ইচ্ছা নাম আধার।
বাজে পরম তার ততি হরিকো
উপজই রাগ রসার॥
উঘটে তান তরংগ রংগ অতি
গিয়ান গীত বংধান।
চকচকী রহে দেব দানব মুনি
ছকছকী বোমবিমান॥
আতম উপদেশ ভুসা সংজমকে জাপসোঁ—
অজপা জাপে সদা রহে কংচনদি কায়া
কালন কবহুঁ বেয়াপে॥"

"ওরে মন, বলি শোন, সাধ হেন যোগ,
সত্য-শৃঙ্গ ধরি' যেন ঘুচে কর্ম্ম-ভোগ।
অকাপট্য কণ্ঠমালা গলেতে দোলাও,
ধ্যানরূপ ভস্ম সদা অঙ্গেতে মাখাও।
আত্মারে করিয়া বশ মিলাও তাঁহায়,
ইচ্ছারে নিযুক্ত কর, সদা নাম গায়।
বাজি'ছে শ্যামের বাঁশী দেহের মাঝারে,
উঠি'ছে সুরস রাগ তা'র তারে-তারে।
অনাহত-ধ্বনি হ'তে সে তান-তরঙ্গে,
উঠিতেছে কত জ্ঞান-গীতি, নানা রঙ্গে।
আকাশে বিমানে থাকি দেব দৈত্য মুনি
বিহ্বল হইয়া শুনে সে ধ্বনি অমনি।
আত্ম-উপদেশ হ'বে তোমার ভূষণ,
সংযমের সনে জপ কর অনুক্ষণ।
অজপা জপিলে দেহ হইবে কাঞ্চন,
মরণ তোমারে আসি' ল'বে না কখন।"

ফকির বলিলেন, "এ নগর পাপে পূর্ণ।"

নানক বলিলেন "আমাদের অন্তরও নিরন্তর পাপে পূর্ণ। আপনি এই যে এত নরনারীর প্রাণ নষ্ট করিতে চাহিতেছেন, ইহাও কি পাপ ইচ্ছা নয়?"

ফকির বলিলেন "পুণ্যের রক্ষার জন্য পাপের নাশ প্রয়োজন।"

নানক বলিলেন "কৈ আমরা ত অন্তরে পুণ্যের বল পুষ্ট করিবার জন্য পাপকণ্টক উৎপাটন করিতে যত্ন করি নাই?"

ফকির বলিলেন "আমাদের অন্তরে পাপ পুণ্য দুইই আছে। ঐ নগরে পুণ্যের লেশ মাত্রও নাই।"

নানক বলিলেন "এ জগতে অন্ধকারের পার্শ্বেই আলোক আছে,—দুঃখের পরে সুখ আছে—ক্রন্দনের পরেই হাসি আছে—কেবল এ নগরে যে পাপ বই পুণ্য নাই ইহা সম্ভব নয়। অন্ততঃ একজনও ধর্ম্মপ্রাণ সাধু এ নগরে আছেন, তাঁহারি সংসর্গে এ নগর আজিও ধ্বংস হয় নাই।

ফকির বলিলেন "সাধু সজ্জনের কথা দূরে থাকুক জন্ম-মরণের কথা ভাবে এমন লোকও এ নগরে নাই।

নানক বলিলেন "যদি থাকে, তাহা হইলে আপনি এ নগরের অনিষ্ট-চেষ্টা হইতে বিরত হইবেন ত?"

ফকির বলিলেন "নিশ্চয় নিবৃত্ত হইব।"

নানক সহাস্য বদনে বলিলেন "মরদনা, যাও ত বৎস, নগর হইতে এই দুই পয়সার "সত্য ও মিথ্যা" ক্রয় করিয়া আন ত!"

মরদনা গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফকির সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে মরদনা এক টুকরা কাগজ আনয়ন পূর্ব্বক নানকজীর হস্তে প্রদান করিলেন। তাহাতে লেখা "মৃত্যুই সত্য এ জীবনই মিথ্যা।"

নানক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখুন ফকির সাহেব, নিরন্তর জীবন-মরণ রহস্য ভাবে, এমন লোক, নগরে আছে। নহিলে এই ব্যক্তি কখনই মৃত্যুই সত্য এ জীবনই মিথ্যা। এ কথা লিখিতে পারিত না।"

যে যুবা, ঐ কথা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মূলদেব, তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। তিনি মরদনার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিলেন, তিনিও নানকজীর সঙ্গী হইলেন।

ফকির সাহেবকে শান্ত করিয়া নানক মরদনা ও মূলদেবকে সঙ্গে লইয়া অমৃতসরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন অমৃতসর ছিল না; তথায় একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামের নিকট এক বৃক্ষতলে নানক মরদনার সঙ্গে উপবেশন করিলেন। মরদনা, গুরুর তুষ্টির জন্য গাহিতে লাগিলেন—

"প্রাণি, পরম পুরুখ পগ্ লাগো।
সোয়ত কঁহা মোহ নিংদমে
কবহুঁ সুচেত হো জাগো।
আওরণ্ কাহা উপদেশত হায়
পশু তোহি পরবোধ ন লাগো।
সিংচত কঁহা পর-বিখয়নকো,
কবহুঁ বিখয় বিখ তেয়াগো।
কেবল করম ভরমতে চিংতো
ধরম করম অনুরাগো।
সংগর করো সদা সিমিরণকো
পরম পাপ তাপ ভাগো।
সো সুখ সংগে সদা ভজনকো
সো হরিকো রস পাগো।"

গান শুনিতে গ্রাম হইতে ক্রমে লোক আসিতে লাগিল। বৃক্ষতল লোকে পূর্ণ হইল। গান শেষ হইলে, নানক একটি লোককে বলিলেন "বাপু, ঐ পুষ্করিণী হইতে এই লোটায় করিয়া একটু জল আন ত?" লোকটি জল আনিতে গেল, কিন্তু দেখিল পুষ্করিণীতে জল নাই। তখন আসিয়া বলিল "পুষ্করিণী শুষ্ক, উহাতে বিন্দুমাত্রও জল নাই।" নানক বলিলেন "আর একবার যাও! আমরা তৃষ্ণার্ত, পুষ্করিণী জল দিবে না, এমন হইতে পারে না। খুব ভাল করিয়া দেখ, নিশ্চয়ই উহার কোনও স্থানে একটুও জল আছে।" লোকটি কি করে! একজন সাধু সন্ন্যাসীর কথা অবহেলা করিতে পারিল না, কাজেই আবার গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এবার দেখিল, সেই শুষ্ক পুষ্করিণী স্বচ্ছ সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ! সে লোটা পূর্ণ করিয়া জল আনিল। —সেই লোকটির নাম বুদ্ধা। সে মরীচিকাপূর্ণ সংসার-মরুভূমে পথ ভ্রান্ত হইয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়াছিল। সে বিষয়-বিষপান-জনিত দারুণ পিপাসার শান্তির জন্য নানকের চরণে পতিত হইল। নানক বলিলেন—

"প্রভুকে সিমরণ মনকা মল্ জাই।
অমৃত নাম রিদ মাহি সমাই।
প্রভুজী বসহি সাধকী রসনা।
নানক জনকা দাসন দাসনা॥"
"স্মরিলে প্রভুর মধু-মাখা নাম
মানসের মলা যায়।
সে অমৃত নাম আসে হৃদি মাঝে
সুধা ধারা বহে তায়॥
সাধু রসনায় প্রভুর নিবাস
যেমন হেন সাধু জন।
নানক তাঁহার আশ্রিত জনের
চরণ করে ধারণ॥"

বুদ্ধা বলিল "প্রভো, মনে করি নিরন্তর তাঁহার চরণ চিন্তা করি। কিন্তু কি জানি কে যেন আমায় ধরিয়া সে পথ হইতে বিপথে লইয়া যায়। এ রোগের ঔষধ কি?"

নানক বলিলেন "বাপু, নাম-স্মরণ বই আর উপায় নাই। সর্বদা মনে রাখিও

"মন দারা সম্পত্তি সকল
জান আপন করি মান।
ইহাদের কেহ সঙ্গী নহে
নানক সাচি জান॥
"ভুলো না নানক মনে মনে চিন্ত
সদা হরি-ধন সদায়।
আপনার বলি মনে করি যাহা
কিছুই সঙ্গে না যায়॥"

তাঁহাকে সকল কার্য্যের মধ্যে নিরন্তর মনে রাখিতে যত্ন কর। যত্নের ফল অবশ্যই ফলিবে।" বুদ্ধা তাঁহার চরণ আশ্রয় করিল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেও নানকের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। নানক সেই ভগবৎ-কৃপামৃত-পূর্ণ সরোবরকে অমৃতসর নামে অভিহিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে গ্রামের নামও অমৃতসর হইল। এখন অমৃতসর শিখগণের একটি প্রধান তীর্থ এবং পঞ্চনদের

একটি প্রসিদ্ধ নগর। শিখগুরু রামদাস এই সরোবর মধ্যে **গুরুদরবার** নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ উহা স্বুবর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি পাশ্চাত্যগণ উহাকে **গোল্‌ডেন-টেম্পল** বলিয়া থাকেন।

নানক তথা হইতে, হরিদ্বার, বারাণসী পাটনা, আসাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি ভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তিনি পুরী গমনোদ্দেশে শিষ্য সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে কটক-নগরে উপনীত হইয়া মহানদী-তীরস্থিত একটি উদ্যানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে চৈতন্য ভারতী নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসী, তাঁহার প্রতি ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া স্বীয় সিদ্ধ পিশাচকে তাঁহার প্রাণনাশে নিযুক্ত করে। পিশাচ, তাঁহাকে বিনাশ করিতে আসিয়া, তাঁহার কৃপায় মুক্তি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে তিনি পুরী-ধামে গমন করেন। পাণ্ডাগণ তাঁহাকে ম্লেচ্ছ ফকির ভাবিয়া শ্রীমন্দিরের নিকটে আসিতে দেয় নাই। তিনি মরদনা ও ভাই বালাজীর সঙ্গে সমুদ্রতীরে স্বর্গদ্বার নামক স্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন। ঐ দেখুন (জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত গুরুনানকের চিত্র) নানক সাহেব মধ্যস্থলে বসিয়া জপ করিতেছেন, তাহার বাম পার্শ্বে বসিয়া বালাজী শ্রীগুরুর শ্রীঅঙ্গে ব্যজন করিতেছেন, আর মরদনাজী রবাবের স্বরে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছেন—

"গগনমৈ থালু রব চংদ দীপক বনে
তারকা মংডলো জনক মোতী।
ধূপ মলিয়ানলো পবন চওরো করৈ
সগল বনরাই ফুলংত জোতী॥
কৈসী আরতী হোই ভবখংডনা তেরি আরতি
অনাহতা সবদ বাজংত ভেরী। (রহাও)
সহস নৈন নন নৈন হহি তোহি
কউ সাহস মূরতি ননা একা তোহি
সহস পদ বিমল মন্ একপদ,
গংধ বিনু সহস তবগংধ ইব চলত মোহী।
সভ মহি জোত জোত হৈ সোই,
তিস্‌কে চানন্নে সভমে চানন্নে হোই।
গুরু সাক্ষী জোত পরগট হোই,
যো তিস্ ভাবৈ সো আরতী হোই।
হরি-চরণ-কমল-মকরংদ-মোদিত মন
অনদিনো মোহিআহী পিয়াসা।
কির্‌পা-জল দো নানক সরংগকো
হোই জাতে তেরৈ নাই বাসা।"

"গগন-থালেতে রবি চন্দ্র জলি'ছে বাতি।
চারি পাশে তারাদল শোভি'ছে মুকুতাপাতি॥
মলয়-অনিল-ধূপ, পবন চামর করে,
বনরাজি সাজিয়াছে ফুল্ল-ফুল-মালা করে,
অনাহতধ্বনি ওই ভেরী বাদন করে,
হে ভবখণ্ডন সবে করে তোমার আরতি॥

সহস্র নয়ন তব তবু নাহিক নয়ন,
সহস্র মূরতি তবু নাহি পাই দরশন,
সহস্র বিমল পদ তবু নাহিক চরণ,
সহস্র গন্ধ তোমার—নাহি গন্ধ এক রতি॥

সকলের মাঝে যেই জ্যোতি সে জ্যোতি তব
তোমার প্রকাশে সব প্রকাশে হে ভবধব,
মোহন চরিত তব কেমন! কেমনে কব,
গুরু-কৃপা হ'লে তবে প্রকট হয় মূরতি॥

ভকতি-পূরিত হৃদে ভকত ভাবে যখন
তখনি আরতি তব হয় হে জীব-জীবন,
শ্রীহরি-পদ-কমল-মকরন্দে মুগ্ধ মন,
ব্যাকুল আছে দিবানিশি হেরিতে ও দেহ-ভাতি।

তব কৃপা-বারি আশে তৃষিত সতত মন,
নানক-চাতকে তৃপ্ত কর হে জগজীবন,
তব নামামৃত-ধারা করি' পান অনুক্ষণ,
নিত্যপদপাশে বসি' থাকে যেন এ মূঢ় মতি॥"

এই গানটি মরদনার সুমধুর কণ্ঠে বড়ই সুমধুর বোধ হইতেছিল। সম্মুখে সাগরের অনন্ত জলরাশি—উর্দ্ধে অনন্ত আকাশে অনন্ত তারকারাজী—এই সমুদায়ের মধ্যে ওতঃ

প্রোতভাবে বর্ত্তমান, সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম সেই গান শুনিয়া প্রীত হইতেছিলেন—তাঁহার কাছে হিন্দু মুসলমান নাই—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই—যে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে জানে, তিনি চিরদিন তাহারি। নানকসাহেব সশিষ্যে সমস্ত দিন অনাহারী—কিন্তু সে কথা তাঁহাদের মনেও নাই, তাঁহারা সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির নামামৃত পানে এমনি মত্ত, যে দিনের পর রাত্রি আসিয়াছে, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। ক্রমে রজনী গম্ভীরা। ধরা নিদ্রার কোলে জ্ঞান-হারা। জগতের কলরব আর নাই। জগৎ ঘুমাইতেছে। কেবল নানক সাহেব ও তাঁহার শিষ্য দুইটির চক্ষে নিদ্রা নাই। তাঁহারা রজনীর আগমন-বার্ত্তাও এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। দূরে নিদ্রা, স্বপ্ন সঙ্গে তাঁহাদের সেবা করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীমন্দির হইতে স্বর্ণ-থালিকা-পূর্ণ প্রসাদান্ন স্বহস্তে লইয়া ভক্তের প্রাণসখা আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। নানকের বাহ্য-জ্ঞান নাই—তিনি দহরে প্রাণের হরিকে দেখিতেছেন আর মরদনার গানের সঙ্গে সঙ্গে দহরাকাশের রবি-চন্দ্র-দীপে সেই প্রাণারামের আরতি করিতেছেন। মরদন আর বালাজী সেই—শ্রীগুরুতেই সাক্ষাৎ প্রকট ভগবানকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া নিজ নিজ সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত—একের গান —আর একজনের ব্যজন—বিরাম নাই—ক্লান্তি নাই। জগন্নাথ সম্মুখে, তাহা দেখিবারও তাঁহাদের অবসর নাই। তিন জনেই অন্তর-রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। বাহিরের দৃষ্টি লোপ হইয়াছে। লীলাময় নানকজীর হৃদয় হইতে নিজের স্বরূপ অন্তর্হিত করিলেন। অমনি নানক চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন—তাঁহার প্রাণের ধন সম্মুখে। নানক বলিলেন "একি, প্রভু, এই ত আমার হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়াছিলে? বাহিরে আসিলে কেন? এখানে এ কঠিন কঙ্করপূর্ণ স্থানে দাঁড়াইলে যে তোমার কষ্ট হইবে নাথ?"

ভগবান বলিলেন "নানক, তুমি যে আজ সমস্ত দিন সশিষ্যে উপবাসী। আমি নিশ্চিন্ত ভাবে বিশ্রাম করি কি রূপে? ধর বৎস, এই প্রসাদান্ন শিষ্যসঙ্গে গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম কর।"

নানক বলিলেন "ঠাকুর, করিলে ভাল। কাল এখানে এই স্বর্ণ-থালাখানি দেখিলেই পাণ্ডারা আমাদের চোর বলিয়া ধরিবে। রাজ-দ্বারে লইয়া গিয়া আমাদের লাঞ্ছনার একশেষ করিবে। যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছ, তবে তুমিই যে আসিয়াছিলে এখানে তাহার কোনও নিদর্শন রাখিয়া যাও। এ দেশে গঙ্গা নাই। কৃপা করিয়া গঙ্গা-বারি আনিয়া দাও।"

ভগবান বলিলেন "তাই হউক।" এই বলিয়া সেই স্থানে পদাঘাত পূর্ব্বক ভূমিভেদ করিয়া গুপ্ত গঙ্গা প্রকাশিতা করিলেন। মহারাজ রণজিৎসিংহের পিতা মহারাজ মহাসিংহ সেই গুপ্ত গঙ্গার কপাটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। আজিও সেই বাপী ও সেই স্থানে শিখ মহাত্মাদের মঠ আছে।

পুরী হইতে তিনি শিষ্যসঙ্গে সিংহলে গমন পূর্ব্বক তথাকার রাজা ও রাণীকে দর্শন দিয়াছিলেন। রাণী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "প্রভো, আমার স্বামীর অনেক পত্নী, আমিই তাঁহাদের প্রধানা বটে। তথাপি জিজ্ঞাসা করি, কি উপায়ে আমার স্বামী চিরদিন আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিবেন?" নানক বলিলেন "দেবি, নারীজাতির সদ্‌গুণসমূহের মধ্যে

সহিষ্ণুতা মধুরবচন ও পতির আজ্ঞানুবর্ত্তীতাই প্রধান। এই তিনটিকে চিরসঙ্গিনী করিতে পারিলে, নারী চিরদিন পতিপ্রিয়া থাকিতে পারেন। জগতের কেহ কখনও তাঁহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা থাকে না।" রাণী শুনিয়া সন্তুষ্টা হইলেন। তিনি নানকের বাক্য যথাশক্তি পালন করিয়া, চিরজীবন সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীরঙ্গপত্তন, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ পর্যাটন করিয়া মুলতানে উপস্থিত হইলেন। মুলতানের ছত্রগড়-মেলায় বহুলোকের সমাগম হয়। নানক শিষ্যগণকে উদ্দেশ করিয়া উপদেশ দিতেছিলেন, যে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকই সেই জগৎ-স্রষ্টার পুত্র; তাহারা সকলেই এক মহাপ্রকৃতির গর্ভজ সন্তান। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি রাখা উচিত নয়। তাহা কখনই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না।"

এই উপদেশ সাধু হইলেও, মুসলমান-ধর্ম্মের অনুমোদিত নয়, এ জন্য নবাব ইব্রাহিম লোদী কোরাণ-বিরুদ্ধ-নবধর্ম্ম-প্রচার-অপরাধে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। সে সময়ে মরদনা ভিক্ষা করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ পূর্ব্বক গুরুর জীবন-রক্ষা করিয়াছিলেন। সাত মাস তাঁহাকে কারাগারে অবস্থান করিতে হয়।

কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি শিষ্যগণকে সঙ্গে করিয়া সমুদায় ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান মধ্যে নিজ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে তিনি পুনরায় লাহোরে আগমন করেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা জ্বালামুখী-দর্শনার্থ আবার আফগানদেশে গমন করিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলে লেহ্না নামে এক জন দস্যুপতি ছিল। একদা নানক এক বৃক্ষতলে বসিয়া নাম-জপ করিতেছেন, নিকটে মরদনা ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে লেহ্না তথায় আগমন করিল। মরদনার কণ্ঠোত্থিত মধুর গানের তানে তাহার মন-প্রাণ ব্যাধের বংশীরবে মোহিত কুরঙ্গের ন্যায় স্থির হইল; অবশেষে অদূরে বসিয়া গীত শ্রবণ করিতে লাগিল নানক তিন দিন একাসনে বসিয়া জপ করিলেন মরদনাজী তিন দিন একাসনে বসিয়া শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে ভগবানে গুণানুকীর্ত্তন করিলেন—আর সেই তিন দিন দস্যু লেহ্না একাসনে বসিয়া, সেই মহাপুরুষের শ্রীমুখপদ্মে স্বীয় নয়নভৃঙ্গদ্বয়কে স্থাপন পূর্ব্বক কর্ণ-পথে নামামৃতধারা গ্রহণ করিতে লাগিল। সেই তিন দিন লেহ্নার অন্তরে মহাপ্রলয় সঙ্ঘটিত হইল। সেই প্রলয়-জলে তাহার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত থাকিয়া শ্রীহরির কৃপায়—শ্রীগুরুর কৃপায় পুনরায় প্রকাশিত হইল। এবার আর সে ব্রহ্মাণ্ডে কাম ক্রোধ প্রভৃতি দৈত্যগণও নাই, দয়া মায়া প্রভৃতি দেব দেবীগণও নাই। ব্রহ্মাণ্ডের নূতন প্রকাশের পর, তাহাতে নূতন জীবের সমাগম হইয়াছে। এবার এ ব্রহ্মাণ্ড প্রেমের রাজ্য! আজ দস্যুপতি লেহ্না, শ্রীগুরুদেবের প্রেমসুধাপানে বিভোর! নানকজী সমস্তই বুঝিলেন—ভাবিলেন যদি সে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি সবই গেল, তবে আর সে পুরাতন নামটাই বা থাকিবে কেন? এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন "মরদনা, এস আমরা একটু বেড়াইয়া আসি। শুনিয়াছ কি—

"পও পর্ বাজি অটকি আওয়ে।
গুরু বিন্ পওকা দাও ন পাওয়ে।"

এ কথা আজি প্রত্যক্ষ করিবে আইস।"

সকলে চলিলেন। নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখা গেল, একটা শব জলে ভাসিয়া আসিতেছে। নানক বলিলেন, "তোমরা কেহ ঐ শবটা ভক্ষণ করিতে পার কি ?"

শ্রীগুরুর মুখ হইতে বাক্য বাহির হইবামাত্র লেহ্না জলে ঝাঁপ দিয়া, সেই শব তীরে আনিল এবং উত্তরীয় দ্বারা সেটিকে আবৃত করিয়া, নানকের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, "দেব! আদেশ করুন, শবের কোন অংশ হইতে ভক্ষণ আরম্ভ করিব।" নানক বলিলেন, "যাও, পদদ্বয় হইতে ভক্ষণ আরম্ভ কর।"

লেহ্না শব সমীপে গমন পূর্ব্বক আবরণ উত্তোলন করিল—দেখিল শব নাই—শবের পরিবর্ত্তে একটি বিস্তৃত পাত্রপূর্ণ মিষ্টান্ন রহিয়াছে, তখন, সে নানকের অপর শিষ্যগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিল, "ভাই সকল, আইস, শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ সকলে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হই।" নানক, অগ্রসর হইয়া লেহ্নাকে বক্ষে ধারণ করিলেন—লেহ্নার দেহে নানকের শক্তি সঞ্চারিত হইল। তিনি বলিলেন "লেহ্না আর এখন তোমার পূর্ব্বের মন, বুদ্ধি ও তাহাদের বৃত্তিগুলি কিছুই নাই, তখন, আর এ পূর্ব্বের নামটিতেও প্রয়োজন নাই। তুমি আজ আমায় তোমার অঙ্গ দিলে, এজন্য তোমার নাম অঙ্গদ হইল। তুমি আমাকে সাক্ষী করিয়া আমার সেই প্রাণবন্ধুকে তোমার সকলি দিয়াছ। তোমার কিছুই নাই—আমি তাঁহার চিহ্নিত দাস। আজি হইতে আমি তোমার হইলাম। তুমিও আমার সুতরাং তাঁহার হইলে। বৎস, ভগবান যে শক্তি দ্বারা আমায় এতদিন তাঁহার কার্য্য করাইলেন, আজ সেই শক্তি আমার দেহ হইতে তোমায় দিলেন, গ্রহণ কর। জ্বালামুখী হইতে পুনরাগমন পূর্ব্বক করতারপুরে তোমায় আমার গদিতে বসাইয়া আমি আমার প্রাণবন্ধুর নিকট গমন করিব। এ জরাজীর্ণ দেহ এখন আর কর্ম্মঠ নাই। এখন এ জীর্ণ-বাস ত্যাগ করা প্রয়োজন হইয়াছে। যাও, এখন করতারপুরে গিয়া নিরন্তর মনের সুখে নাম গান কর আমি জ্বালামুখী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমার সহিত আবার সাক্ষাৎ করিব। মনে রাখিও বৎস—

> "মেরো মেরো সবহি কহত হ্যায়
> হিত সে বাধো চিত।
> অংতকাল সংগী কোই নেহি
> ইয়ে অচরজ হ্যায় রীত॥"

অঙ্গদ বলিলেন "দেব আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি অবশ্যই করতারপুরে গমন করিব। কিন্তু আপনার বিরহ অসহ্য! আপনাকে না দেখিয়া আমি কি রূপে সুখে নাম করিতে পারিব?" নানক বলিলেন—

> "নানক দুখীয়া সব সংসারা।
> সুখিয়া সোই জো নাম অধারা।"
> "নাম সুধাপানে মত্ত সদা যা'র মন,
> সেই সুখী যে নানক দুঃখী অন্য জন।"

মরদনা বলিলেন "প্রভো, আপনি কিরূপ আদেশ করিতেছেন? নাম না করিয়া ত সংসারে কত লোক সুখে দিন কাটাইতেছে দেখিতে পাইতেছি।"

নানক বলিলেন, "আচ্ছা যাও, এখন সেইরূপ একজন সুখী লোককে ঐ নগর হইতে অন্বেষণ করিয়া আন।"

মরদনা নগরে গমন পূর্ব্বক একজন ধনী লোককে সঙ্গে করিয়া আনয়ন করিলেন।

ধনী ব্যক্তি নানককে প্রণাম পূর্ব্বক

উপবেশন করিলেন। নানক জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনি যথার্থ বলুন দেখি, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া আপনি কি রূপ সুখে কালযাপন করিতেছেন।"

সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আপনি মহাপুরুষ, সকলি জানেন। তথাপি যখন আদেশ করিয়াছেন তখন অকপটে কহিতেছি —এই অতুল ধন পাইয়াও আমি তিলেকের তরে সুখী নই। ধন, সঞ্চয়ে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ; ব্যয়ে দুঃখ, তদ্ব্যতীত এই দুঃখময় সংসারের শোক, রোগ, জ্বালাযন্ত্রণ য় কত দুঃখই যে সহিতেছি তাহা বলিতে পারি না। জানি না কতদিনে এ দুঃখময় সংসার হইতে মুক্ত হইব। নানক বলিলেন—

"পতিত উধারণ ভয়-হরণ
হরি অনাথকে নাথ।
কহো নানক তিঁহো জানিয়ে
সদা বসত তুহো সাথ॥
তন ধন জিহোঁ তোকো দিও
তা সোঁ লেহন কিন্।
কহো নানক নর বাওরে
অব কেঁও ডোলত দিন॥"

যাও ভাই, ধনের মমতা ছাড়িয়া সেই পতিত উদ্ধারণ ভবভয়বারণ অনাথের নাথ শ্রীহরির চরণ আশ্রয় কর গিয়া, তিনিই তোমাকে ধন জন দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি প্রীতিমান হও। নানকের কথা রাখ, আর পাগলের মত ধন জনের দিকে তাকাইও না এ মাটির দেহের সচ্ছন্দের জন্যেও ভাবিও না, সুখী হইবে।

এইরূপে সেই ধনীকে কৃপা করিয়া, শিষ্য গণকে করতারপুরে প্রেরণ পূর্ব্বক জালামুখী দর্শনে গমন করিলেন। আফগান দেশেই মরদনার মৃত্যু হয়। নানক তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, করতারপুরে অঙ্গদজীকে আপন গদীতে বসাইয়া নিজের অঙ্গাবরণ প্রদান পূর্ব্বক এক সপ্ত[illegible] বর্ষ বয়সে, যোগবলে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ-রক্ষার পর শিষ্যগণ, ঐ দেহের কিরূপ সৎকার করা হইবে তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণের অভিপ্রায় দাহ করা, মুসলমান গণের অভিপ্রায় কবর দেওয়া। কিন্তু কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখা গেল, তাঁহার দেহ নাই কেবল আবরণ বস্ত্র খানি রহিয়াছে। তদ্দর্শনে শিষ্যগণ ঐ আবরণ-বস্ত্র বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সকলে নিজ নিজ গৃহে রক্ষা করিলেন। যে স্থানে তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, সেখানে, একটি সমাজ-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আমরা এই প্রবন্ধ সঙ্কলন বিষয়ে বহু ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে বিবরণ এক-রূপ নয় এমন কি জন্মবর্ষ সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। কাজেই সকলগুলির যথাশক্তি সামঞ্জস্য করিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।

অকিঞ্চন।

———

ঈশ্বর-বাণী।

এই প্রবন্ধ আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও, গৃহস্থ হিন্দুর সকল সম্প্রদায়েরই মুখপত্র ? এই জন্য ইহা প্রকাশে দ্বিধা করিলাম না। গীতা কি ? শ্রীকৃষ্ণ কে ? এ সকল কথা, বাক্যে বুঝাইবার নয়, তথাপি গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস যথাসম্ভব প্রকাশ হইবেক। —গৃহস্থ সম্পাদক।

আজকাল সর্ব্বত্রই গীতার আদর দেখা যাইতেছে। বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, অনেকেই গীতার আদর করিতেছেন। কেবল ভারতবাসী হিন্দু বলিয়া নহে, অনেক বিদেশী বিজ্ঞ গুণগ্রাহী মহাত্মা ব্যক্তিও গীতার আদর করিতেছেন। ডেলি-নিউসের ভূতপূর্ব্ব ইংরাজ সম্পাদক বলেন যে, ধম্মপদ, বাইবেল এবং গীতা এই তিন খানিই জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। তন্মধ্যে গীতাই আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গীতার সহিত তুলনা করিলে ইউরোপের রাজত্ব এবং সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। নিত্য এবং অনিত্য পদার্থের পার্থক্য, স্বর্গ এবং পরলোকের কথা কেবল গীতা পাঠেই অবগত হওয়া যায়।

মনুষ্যমাত্রেরই এক মত হইতে পারে না। মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক। গীতা সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। গীতার একদিকে যেমন আদর হইতেছে, অপর দিকে তেমনি, নিন্দাও হইতেছে। কেহ গুণ অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত, কেহ দোষ অন্বেষণে ব্যস্ত। কেহ দোষ পাইতেছেন না, কেহ গুণ পাইতেছেন না, কেহ বা দোষ গুণ দুই পাইতেছেন। প্রকৃত পক্ষে যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি গীতাকে সেইরূপ চক্ষেই দেখিতেছেন, তাই মতভেদ দেখা যায়। আমরা ক্রমে এই সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে বুদ্ধের পূর্ব্বে কৃষ্ণ অবতার হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণের পর বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তৎপরে যীশু, তৎপরে মহাম্মদ। অতএব কৃষ্ণোক্ত গীতাশাস্ত্র ধম্মপদ, বাইবেল বা কোরাণের পূর্ব্বের ঈশ্বর-দত্ত গ্রন্থ। যদি যীশু-প্রচারিত বাইবেলের নূতন-নিয়ম ঈশ্বর-বাণী হয়, যদি কোরাণ ঈশ্বর-বাণী হয়, তবে গীতাই বা ঈশ্বর-বাণী না হইবে কেন ? সত্য বটে ইহা কৃষ্ণমুখ নিঃসৃত, কিন্তু কৃষ্ণ ইহা সজ্ঞানে বলেন নাই। ভারত-যুদ্ধের বহু পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ব্বে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় গীতা বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে পারি না। সেই ধর্ম্মোপদেশ প্রভাবে ব্রহ্মপদ পাওয়া যায়। তুমি যে বুদ্ধি-পূর্ব্বক সে সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই, ইহাতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। তুমি অতি নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য, অতএব আমি আর কোন ক্রমেই তোমাকে তাদৃশ উপদেশ দিতে পারিব না।"

দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়াই গীতার উপদেশ বর্ণন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই ঈশ্বর, এই ভাবে দেন নাই। ভগবানের উক্তিই তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। এই জন্যই দেখা যায় অর্জ্জুন, কৃষ্ণ হৃষীকেশ, কেশব ইত্যাদি নামে কৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেও গীতার একটি স্থানেও "কৃষ্ণ উবাচ," "কেশব উবাচ" ইত্যাদি উক্তি নাই।

সর্ব্বত্রই "ভগবান উবাচ" আছে। যদি কূট তর্ক ধরিয়া কেহ বলিতে চান যে কৃষ্ণকেই ভগবান বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে। কারণ যেখানে প্রশ্নোত্তর নাই, সেখানে কৃষ্ণকে ভগবান বলা হয় নাই। যথা—

(১) ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতু॥

তৎপরে শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে আরূঢ় মাধব ও পাণ্ডব (অর্জ্জুন) দিব্য-শঙ্খ ধ্বনি করিলেন।

(২) পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়।১।১৫।
হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ নিনাদ করিলেন।

(৩) প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥

শস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত পাণ্ডব (অর্জ্জুন) ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক তৎকালে হৃষীকেশকে কহিলেন।

(৪) "রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত" অর্থাৎ হে অচ্যুত! আমার রথ স্থাপন কর।

(৫) "এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।"
হে ভারত! গুড়াকেশ এইরূপ বলিলে হৃষীকেশ ইত্যাদি।

(৬) দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
হে কৃষ্ণ! আত্মীয় স্বজনকে সমরাভিলাষে সমুপস্থিত দেখিয়া ইত্যাদি।

(৭) নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
হে কেশব! আমি বিবিধ দুর্নিমিত্তরাশি অবলোকন করিতেছি।

সঞ্জয় অথবা অর্জ্জুন কেহই কৃষ্ণকে "ভগবান" বলেন নাই, কিন্তু সঞ্জয় কৃষ্ণের সমস্ত উক্তিকেই "ভগবান উবাচ" বলিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় শ্লোক হইতে "ভগবান উবাচ" আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রথম শ্লোকেও সঞ্জয়,—"বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ" অর্থাৎ মধুসূদন এইরূপ বলিলেন—বলিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায় গীতায় কৃষ্ণের উক্তি ভগবানের উক্তি বলিয়াই গৃহীত। অতএব পরমাত্মা পরমব্রহ্মই কৃষ্ণের মুখে গীতার উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণকে ভগবান বলা হয় নাই। কৃষ্ণ নিজেও ভগবান বলিয়া নিজেকে কখন প্রচার করেন নাই। খৃষ্টানগণও বলেন, ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বর-দত্ত। পুরাতন নিয়মের লেখকেরা বলেন, "ঈশ্বর তাঁহাদের মুখে থাকিয়া কর্ত্তব্য-বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন" (যাত্রা ৪।১৫)। লেখকে তাহাতে আর কিছু যোগ করেন নাই (দ্বিং বিং ৪।২) অথবা হ্রাস করেন নাই। ঈশ্বর আপন আত্মা দ্বারা তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাণী তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে ছিল। (২ শমূ ২৩।২) ঈশ্বর আপন বাক্য তাঁহাদের মুখে দিয়াছিলেন (যিরিমিয়াহ ১।৯)। নূতন নিয়মের লেখকেরা বলেন, শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী (বক্তার) নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়। কারণ ভাববাণী কখন মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই; কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত হইয়া বলিয়াছেন (২ পিতর ১।২০) পবিত্র আত্মা দায়ূদের প্রমুখাৎ শাস্ত্রে যে কথা অগ্রে কহিয়াছিলেন। (প্রেরিত ১।১৬) ঈশ্বর পবিত্র আত্মা দ্বারা মোশির সহিত কথা কহিয়াছিলেন। (ইব্রীয় ৩৭)। কোরাণ "ঈশ্বর-বাণী" বলিয়া কথিত। সুতরাং ঈশ্বর যে সময় সময় মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মপথে লইবার জন্য প্রচারক প্রেরণ করেন—তাঁহাদের মুখে সকলকে উপদেশ দেন এবং তাঁহাদের মুখের বাণী ঈশ্বরের বাণীস্বরূপ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

গীতার যেখানে যেখানে "ভগবান উবাচ" পরে "আমি" বা "আমার" শব্দ আছে, তাহা সেই "পরমব্রহ্ম" বোধক বুঝিতে হইবে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

রব্যাদি গ্রহগণ রাশিচক্রে বামাবর্ত্তে অর্থাৎ মেষ হইতে বৃষ, বৃষ হইতে মিথুন ইত্যাদি ক্রমে পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু রাহু ও কেতু তদ্বিপরীতগামী অর্থাৎ মেষ হইতে মীন, মীন হইতে কুম্ভ ইত্যাদি ক্রমে বিপরীতভাবে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং রাহু ও কেতুর ন্যূনাংশাদি হইতেই তাহাদের কারকত্ব নির্ণেয়। রাহুর কারকত্ব বিচারে যে বিপরীত ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে তদ্বিষয়ে "মেষাদ্যাসব্যমার্গেন রাহুকেতু ন কারকৌ" এই বৃদ্ধ-সম্মতিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাশি অর্থাৎ ত্রিশ অংশ হইতে রাহুর স্ফুটাংশাদি বিয়োগ করিয়া লইলেই অন্যান্য গ্রহ সহ কারকত্ব বিচার বিশেষ সুবিধা হইবে। কেত্বাদি তারাগ্রহপঞ্চক বক্রী হইলে তাহাদের কারকত্ব বিচারে রাহুর ন্যায় বিপরীত পথ অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রমাণাভাবে অগ্রাহ্য।

এক্ষণে রাহুর কারকত্ব বিচারে মীমাংসার আবশ্যক। সংকার, অষ্টানাং বা বলিয়া কেবল অন্য গ্রন্থোক্ত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু স্বকীয় স্বাধীন মত যে কি? সপ্তানাং শব্দেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রবি হইতে শনি পর্য্যন্ত কারক-গ্রহ সাতটি। বৃদ্ধকারিকায় লিখিত আছে -

> "ভাগাধিকঃ কারকঃ স্যাদল্পভাগোঽন্ত্যকারকঃ।
> মধ্যাংশো মধ্যে খেটঃ স্যাদুপখেটঃ স এব হি।

অর্থাৎ যে গ্রহের ভুক্তাংশাদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই গ্রহ আত্মকারক এবং যাহার ভুক্তাংশাদি সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন, সেই গ্রহ অন্ত্য অর্থাৎ পত্নীকারক এবং ঐ গ্রহকেই উপখেট কহে। উক্ত বৃদ্ধ-বাক্যও সপ্ত কারকেরই সম্মতি-সূচক। তবে মতান্তরে পিতৃ-কারক নামে অপর একটি কারক ধরিয়া রাহুকে কারক মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু সর্ব্বশেষস্থ গ্রহ পিতৃ-কারক বলিয়া অভিহিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কোন মতে বা দুইটি গ্রহ অংশাদিতে ঠিক সমতুল্য হইলে কারকাভাব ঘটিবার আশঙ্কায় রাহুকে কারক মধ্যে গণ্য করিয়া, উক্ত গ্রহ দ্বয়ের মধ্যে বলশালী গ্রহটিকে কারক এবং অপরটিকে উপখেট শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে বলী গ্রহকে পূর্ব্বকারক এবং অপরটিকে পরকারক বলিয়া গণ্য করাই সুসঙ্গত। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ-বাক্যে "উপখেটঃ স এব হি" বলিয়া যে সংজ্ঞা করা হইয়াছে তাহাতে রাহু বা কেতুই (সঃ) শব্দের লক্ষ্যস্থল, মধ্য-গ্রহ মাতৃ-কারককে উপখেট বলিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ রাহু ও কেতু ছায়ামাত্র ঐ দুইটি শাস্ত্রে গ্রহ শব্দে গণ্য আছে মাত্র, ইহাও তাহাদের উপখেট শব্দে বাচ্য হইবার কারণ। ১০।

স ঈষ্টে বন্ধমোক্ষয়োঃ।১১॥

(স) আত্মকারকো গ্রহঃ (বন্ধমোক্ষয়োঃ) সুখদুঃখয়োঃ (ঈষ্টে) স্বামী ভবতি ॥ ১১ ॥

আত্মকারক গ্রহই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের একমাত্র কর্ত্তা ॥ ১১ ॥

এই সূত্রে আত্মকারক গ্রহের শক্তি ও গুণ-বিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত গ্রহের অবস্থা ও স্থিতি অনুসারে জাতক সংসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। উক্ত গ্রহ নীচস্থ, পাপযুক্ত, দুর্ব্বল কিম্বা অশুভ স্থানাদি গত হইলে স্বকীয় দশান্তর্দশায় বন্ধনাদি বিবিধ দুঃখ প্রদান এবং নীচ কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করেন। অপর পক্ষে গ্রহ উচ্চস্থ, শুভযুক্ত, বলশালী কিম্বা শুভ-ভাবাদি গত থাকিলে বিবিধ দুঃখ দারিদ্র হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া জ্ঞান-কাশীবাসাদি দ্বারা মোক্ষ প্রদান করেন। এই আত্মকারক সম্বন্ধে বৃহৎ পারাশরী হোরাতেও লিখিত আছে যে

"অথাহং সংপ্রবক্ষ্যামি গ্রহাণাং কারকান্ দ্বিজ।
আত্মাদি কারকান্ সপ্ত যথাবৎ কথয়ামি তে ॥
রব্যাদি শনিপর্য্যন্তা ভবেয়ুঃ সপ্তকারকাঃ।
অংশৈঃ সাম্যৌ গ্রহৌ দ্বৌ চেদ্ রাহুন্তান্ গণয়েদ্দ্বিজ ॥
রব্যাদি পঙ্গু পর্য্যন্তমংশাধিক গ্রহোঽপি চেৎ।
কারকেন্দ্রোঽপি স জ্ঞেয়শ্চাত্মাকারক উচ্যতে ॥
অংশসাম্যে গ্রহো যত্র কলাধিক্যং চ পশ্যতি।
কলাসাম্যে পলাধিক্যমাত্মকারক ঈর্য্যতে ॥
তত্র রাশিকলাধিক্যে নৈব গ্রাহ্যঃ প্রধানকঃ।
অংশাধিক্যে কারকঃ স্যাদল্পভাগোঽন্ত্যকারকঃ ॥
মধ্যাংশো মধ্যখেটঃ স্যাদুপখেটঃ স এব হি।
অধোঽধঃ কারকা জ্ঞেয়া এবং স্যুঃ সপ্তকারকা ॥
তেষাং মধ্যে প্রধানস্তু আত্মকারক উচ্যতে।
জাতকেশঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বেষাং মুখ্যকারকঃ ॥
যথা ভূমৌ প্রসিদ্ধোঽস্তি নরাণাং ক্ষিতিপালকঃ।
সর্ব্ববার্ত্তাধিকারী চ বধকৃন্মোক্ষকৃত্তথা ॥
পুত্রামাত্যপ্রজানাং তু তদ্বৎ দোষগুণৈস্তথা।
বধকৃন্মোক্ষকৃদ্ বিপ্র তথা সম্মানকারকঃ ॥
তথৈব কারকো রাজন্ গ্রহাণাং ফলকারকঃ।
আত্মেত্যাদি ফলং নৈব চান্যথা স্থাপয়েৎ দ্বিজ ॥

যথা রাজাজ্ঞয়া বিপ্র পুত্রামাত্যাদয়োঽপি চ।
সমর্থা লোককার্য্যেষু তথৈবান্যোপকারকাঃ॥

তস্যানুসরণাদমাত্যঃ ॥১২॥ তস্য ভ্রাতা ॥১৩॥
তস্য মাতা ॥১৪॥ তস্য পুত্রঃ ॥১৫॥
তস্য জ্ঞাতিঃ ॥১৬॥ তস্য দারাশ্চ ॥১৭॥

(তস্য) আত্মকারকস্য (অনুসরণাৎ) পশ্চাদ্গমনাৎ (অমাত্যঃ) অমাত্যকারকো ভবতি ॥ এবমেবাগ্রেঽপি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ১২-১৭ ॥

আত্মকারকের পর অংশাদির ন্যূনতানুসারে যথাক্রমে অমাত্যকারক, ভ্রাতৃকারক, মাতৃকারক, পুত্রকারক জ্ঞাতিকারক এবং দারাকারক হয় ॥ ১২-১৭ ॥

এক্ষণে আত্মকারক গ্রহের পর অবশিষ্ট আর ছয়টি কারক প্রদর্শিত হইল। ইহারা যথাক্রমে পর পর ভুক্তাংশাদিতে হীন। ফলবিচার-কালে কেবলমাত্র এই চর-কারকের উপর নির্ভর না করিয়া, স্থির-কারকের উপরও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য ইহাই বুঝাইবার জন্য এবং অষ্টমকারকাভাব জ্ঞাপনার্থ সপ্তদশ সূত্রে চ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে

মাত্রা সহ পুত্রমেকে সমামনন্তি ॥ ১৮ ॥

(একে) অন্যে আচার্য্যা (মাত্রা সহ) মাতৃকারক-গ্রহেণ সহ (পুত্রং সমামনন্তি) পুত্রস্যাপি বিচারং কুর্ব্বন্তি ॥ ১৮ ॥

কোন কোন আচার্য্য মাতৃকারক গ্রহ হইতেই পুত্র বিচার করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি পূর্ব্বে স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়া এক্ষণে অন্য জ্যোতিষীর মত উদ্ধৃত করিতেছেন। কোন কোন আচার্য্যের মতে মাতৃকারক গ্রহ হইতেই পুত্রবিচার করা। তাঁহারা মাতৃকারক গ্রহ হইতে পুত্র বিচার করিয়া পুত্রকারক গ্রহের স্থানে (তস্য পিতা) এই সূত্র প্রণয়ন করেন। কোন গ্রন্থে বা "মাতৃকারকান্ন্যূনাংশঃ পিতৃকারকঃ" এইরূপ সূত্রীভূত আছে। কিন্তু পিতৃকারক নির্ণয়ের পূর্ব্বে মাতৃকারক নির্ণয়ের অনৌচিত্য হেতু তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।
পরাশরী হোরাতেও পিতৃকারকের কোন উল্লেখ নাই। তাহাতে পূর্ব্বলিখিতমত সপ্ত কারকেরই উল্লেখ আছে। যথা---

"আত্মকারক খেটেন ন্যূনভাগো হি যো গ্রহঃ।
অমাত্য সংজ্ঞা তস্যৈব জায়তে দ্বিজসত্তম ॥
অমাত্যন্যূনো ভ্রাতা চ ভ্রাতৃন্যূনং চ মাতৃকম্।
মাতৃকারকখেটেন ন্যূনাংশঃ পুত্রকারকঃ ॥

পুত্রাদ্ধীনো জ্ঞাতির্জ্ঞেয়স্তস্মাদ্ধীনো হি যো গ্রহঃ।
দারকারক বিজ্ঞেয়ো নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তমঃ॥"

অতএব রাহুকে বাদ দিয়া সপ্ত গ্রহ হইতেই সপ্ত কারক স্থির করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

ভগিন্যারতঃ শ্যালঃ কনীয়ান্ জননী চেতি॥১৯॥

(আরতঃ) ভৌমাৎ (ভগিনী, শ্যালঃ) স্ত্রী ভ্রাতা (কনীয়ান্) কনিষ্ঠ ভ্রাতা (জননী চেতি) মাতা চ এতেষাং বিচারঃ কার্য্য॥ ১৯ ॥

মঙ্গল হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগিনী, শ্যালক এবং জননীর বিচার হইয়া থাকে॥ ১৯॥

এখানে স্থির-কারক গ্রহ লিখিত হইয়েছে। কুণ্ডলী মধ্যে মঙ্গলের অবস্থা ও বলাবল লক্ষ্য করিয়া, তাহা হইতে ভগিনী, পত্নীভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মাতার শুভাশুভ বিচার করিবে। পারাশরী হোরাতেও লিখিত আছে—

"চন্দ্রারয়োশ্চ বলবান্ মাতৃকারক উচ্যতে।
ভূমিপুত্রঃ শ্যালকশ্চ ভগিনী দারভ্রাতৃকৌ॥"

চন্দ্র এবং মঙ্গল এই উভয়ের মধ্যে বলশালী গ্রহ মাতৃকারক। কেবল মঙ্গল হইতে শ্যালক, ভগিনী, পত্নী এবং ভ্রাতার বিচার করিবে। মহর্ষি পরাশর এ স্থলে মঙ্গল হইতেও পত্নীর বিচার করিতে বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ দ্বিতীয়পাদমধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকে চন্দ্রারয়ো জননী বলিয়া মহর্ষি জৈমিনী চন্দ্র ও মঙ্গলের মধ্যে বলশালী গ্রহ হইতে পুনর্ব্বার মাতৃবিচার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন॥ ১৯ ॥

মাতুলাদয়ো বন্ধবো মাতৃসজাতীয়া ইত্যুত্তরতঃ॥২০॥

ভৌমাৎ (উত্তরতঃ) ভৌমাগ্রিমাৎ বুধাৎ (মাতুলাদয়ঃ বন্ধবঃ) তথা (মাতৃসজাতীয়া ইতি) এতে বিচার্য্যাঃ॥ ২০ ॥

মঙ্গলের উত্তরস্থ গ্রহ বুধ হইতে মাতুল, মাতৃস্বসা, বন্ধুবান্ধব, এবং পিতৃ-পত্নীগণ বিচার্য্য। অর্থাৎ বুধের শুভাশুভ হইতেই ইহাদিগের শুভাশুভ অনুসন্ধেয়॥২০॥

পিতামহঃ পতিপুত্রাবিতি গুরুমুখাদেব জানীয়াৎ॥২১॥

(গুরুমুখাদেব) গুর্ব্বাদিভ্যঃ গুরুশুক্রমন্দেভ্যঃ ক্রমেণ (পিতামহঃ পতিঃ পুত্রঃ ইতি জানীয়াৎ)॥ ২১ ॥

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা।

গ্রহ-সংবাদ।—গত কয়েক মাস নানা দৈব দুর্বিপাকে গৃহস্থ বিলম্বে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া আমার গত মাসে—১৬ই শ্রাবণের চন্দ্র-বৃহস্পতি-সংযোগ-সম্বাদ দিয়াছিলাম। আজ কাল রাত্রে আকাশ যেরূপ পরিষ্কার থাকিতেছে তাহাতে ঐ রাত্রে উহা লক্ষ্য করিবার সুবিধা হইতে পারে। পশ্চিমাকাশে ঐ যোগ ঘটিবে। সন্ধ্যার পরই চন্দ্রকে পশ্চিমে ও বৃহস্পতিকে তাহার কিছু পূর্ব্বে দেখা যাইবে। তাহার পর লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে চন্দ্র ক্রমে অগ্রসর হইয়া বৃহস্পতির সন্নিহিত হইতেছেন। এইরূপভাবে নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে যখন চন্দ্রাস্তের সময় হইবে তখন চন্দ্রকে বৃহস্পতির অতি সন্নিহিত দেখা যাইবে। প্রকৃত মিলন আমাদের এ অঞ্চলে দেখা যাইবে না। পর দিন সন্ধ্যায় দেখা যাইবে বৃহস্পতি পশ্চিমে, চন্দ্র তাহার বহু দূর পূর্ব্বে আসিয়াছেন। ২৭এ শ্রাবণ অপরাহ্ণে চন্দ্র ও বরুণ ৩২এ প্রাতে ছয়টার সময় মঙ্গল ও শনি এবং ঐ দিন মধ্যাহ্নে চন্দ্র প্রথমে শনির তৎপরে মঙ্গলের সন্নিহিত হইবেন। ৩০এ শ্রাবণ একৃনির ধূমকেতু সূর্য্যের সন্নিহিত হইবে সম্ভবতঃ উহা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্ট হইবেক না। যাঁহাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা আছে তাঁহারা কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে অন্বেষণ করিলে সফল-মনোরথ হইতে পারিবেন। আকাশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে পরিষ্কার থাকিতেও পারে।

প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, যে নিম্নলিখিত দুই খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। **বিধবা-বিবাহ**-সমালোচনা—শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র কৃত।

২। **সন্ধ্যা-তন্ত্রী**—শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত

পুস্তক দুই খানি সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য অচিরে প্রকাশ করিব। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব স্বীকৃত পত্রিকাগুলির পর আমরা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১০। **ব্রাহ্মণ।**—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া খুলনা বাগের হাট হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেশে ব্রাহ্মণে বিশেষ প্রয়োজন। ইঁহাদের চেষ্টায় সে অভাব দূর হইলে সুখী হইব। মূল্য বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত একটাকা চারি আনা।

১১। **"The Divine Truth"** A Magazine of Enlightenment and a Reflector of Truth from all Religions—এই পত্রিকা খানি The Eastern Brotherhood Center Lodge IV. A. U. M.-এর সম্পাদক কর্ত্তৃক ৯ নং গ্রাণ্ট লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মূল্য ২৷৹ টাকা। ইহা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

১১। **"The Oriental Mystic Magazine.** Devoted to the study of the Holy scriptures of all Nations: Edited by Mrs. M. C. Robinson A. U. M.—এই পত্রিকাখানি পত্র-সম্পাদিকা শ্রীমতী রবিন্সন মহোদয়া-কর্ত্তৃক ২৭নং গার্ডনার্স লেন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। এখানিও সুপরিচালিত হইতেছে। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

১৩। **বীরভূমি** (নবপর্য্যায়) সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ। বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। উক্ত পরিষদের সভ্যগণ ইহা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। অপরের পক্ষে বার্ষিক ডাকমাসুল সমেত দুই টাকা। কাগজখানি সুলিখিত প্রবন্ধাবলীতে পূর্ণ।

১৪। **সাহিত্য সমাজ**।—শ্রীযুক্ত সেবানন্দ ভারতী-সম্পাদিত। সাহিত্য সমাজের উন্নতিকর প্রবন্ধাবলীতে পূর্ণ। বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত এক টাকা। সমাজের উন্নতিকর এরূপ পত্র বিশেষ আদরণীয়।

সাধক বামাচরণ—রামপুর হাটের সন্নিহিত তারাপুরের সাধক বামাচরণ নশ্বর দেহ নশ্বর ধামে রাখিয়া গত ২রা শ্রাবণ মহানিশায় মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। সাধকশ্রেষ্ঠ সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। যাঁহার দিগন্তপ্রকম্পী মা মা রবে কৈলাসে মায়ের আসন টলিত, আজ সেই তারাপুরের মহাশ্মশানের "বামা ক্ষেপা" মায়ের কোলে গিয়া বসিয়াছে। এই কলি-কলুষ-কলুষিত ভারতে তেমন সাধক—তেমন উগ্রতপা মহাকৌল আর নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বামা বিহনে আজ তারাপুরের শ্মশান যেন শ্রীভ্রষ্ট।—বামা শ্মশান সন্নিহিত বশিষ্ঠদেবের যোগাসনে বসিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্মশান সন্নিধ্যে তাঁহার সেই পঞ্চমুণ্ডীর আসন, পঞ্চবটী ও মুণ্ডমালায় সজ্জিতা দেবী আজ সাধক বিহনে যেন শূন্য শ্মশানের হাহারব বৃদ্ধি করিতেছেন। মৃত্যুকালে বামার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

(মেদিনীপুর হিতৈষী)

পেন্সিলের কারখানা।—চট্টগ্রামের ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান শান্তিপদ গুপ্ত কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীটে একটী পেনসিলের কারখানা খুলিবেন। কারখানাজাত পেন্সিল গুলি অতীব সুন্দর হইয়াছে এবং বিলাতী পেন্সিল অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমরা এই কারখানার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

(মেদিনীপুর হিতৈষী)

১৫। **বৈশ্যপত্রিকা**।—শ্রীযুক্ত প্রসন্ন গোপাল রায় বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এখানি বঙ্গীয় বৈশ্য বারুজীবী সভা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ইহার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু আমরা যে কয় সংখ্যা পাইয়াছি তাহাতে উক্ত বিষয়ক কোনও প্রবন্ধ দেখিলাম না। লেখা মন্দ নহে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত এক টাকা।

শোক সংবাদ।—গত ১লা জুলাই ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে, ৯ই জুলাই হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। (আবার) গতপূর্ব্ব সোমবার মালদহের উকীল বাবু রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল, পরলোক গমন করিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আমরা প্রাণে বড় বেদনা অনুভব করিতেছি। তিনি অক্লান্ত মনে স্বদেশের সেবা করিতেন। এমন লোক সব চলিয়া গেলেন—জন্মভূমি পুত্ররত্ন হারাইয়া দিন দিন শক্তিহীনা হইতেছেন।

(সঞ্জীবনী—১৩ই জুলাই)

অশ্বমেধাদয়ো যজ্ঞাস্ত্বয়েষ্টা বিধিবদ্যতঃ।
ততস্ত্বদ্দর্শনাদ্যাম্যা যন্ত্রশস্ত্রাগ্নিবায়সাঃ ॥ ৫৬ ॥
পীড়নচ্ছেদদাহাদি মহাদুঃখস্য হেতবঃ।
মৃদুত্বমাগতা রাজংস্তেজসোপহতাস্তব ॥ ৫৭ ॥

রাজোবাচ।

ন স্বর্গে ব্রহ্মলোকে বা তৎ সুখং প্রাপ্যতে নরৈঃ।
যদার্ত্তজন্তুনির্ব্বাণদানোত্থমিতি মে মতিঃ ॥ ৫৮ ॥
যদি মৎসন্নিধাবেতান্ যাতনা ন প্রবাধতে।
ততো ভদ্রমুখাত্রাহং স্থাস্যে স্থাণুরিবাচলঃ ॥ ৫৯ ॥

যমপুরুষ উবাচ।

এহি রাজেন্দ্র গচ্ছামি নিজপুণ্যসমর্জ্জিতান্।
ভুংক্ষ্ব ভোগাংস্ত্ব ভুজ্যন্তু যাতনাঃ পাপকর্ম্মিণঃ ॥ ৬০

অশ্বমেধ আদি যত পুণ্য-যজ্ঞ বিধি মত,
করেছিলে তুমি হে ধরায়,
সেই যজ্ঞ-পুণ্য-ফলে উত্তাপ নাহি অনলে
অগ্নি তৃপ্ত হেরিয়া তোমায়,
যন্ত্র আর শস্ত্র সব হেরিয়া পুণ্য-বিভব
স্থির হ'য়ে তোমারে হেরি'ছে
দেখহ বায়সগণ হিংসা ভুলি' ফুল্ল-মন
তোমার চরণ নিরখি'ছে। ৫৬ ॥
পীড়ন, ছেদন আর দাহ, শত দুঃখভার,
ভুলেছে হে কার্য্য যে যাহার,
সকলে রয়েছে ভ্রান্ত, পুণ্য-তেজে সবে শান্ত
তীব্রতা নাহিক কারো আর। ৫৭ ॥
বলিলেন নররায়— হে দূত, বলি তোমায়,
মনোমত কথা যা আমার,
আর্ত্তজনে সুখ দান করিতে আকুল প্রাণ
হইতেছে, কহিলাম সার।
দুঃখিতের দুঃখ নাশে, হৃদয়ে যে সুখ আসে,
স্বর্গবাসে তত সুখ নাই।
ব্রহ্মলোকে সুখ যত, নহে কভু এর মত
মন চায় এ সুখ সদাই। ৫৮ ॥
রয়েছি এদের কাছে, এরা তাতে সুখে আছে,
এর চেয়ে সুখ কি আমার?
শুন, ওহে ভদ্রমুখ, চাহি না স্বর্গের সুখ
হেথা হ'তে নাহি যা'ব আর।
থাকিব স্থাণুর প্রায় বসিয়া আমি হেথায়,
তাহে মোর কিছু কষ্ট নাই,
পাপীর প্রফুল্ল-মুখ হেরি' মনে পা'ব সুখ,
শান্তি-সুখে থাকিব সদাই। ৫৯ ॥
যমদূত বলে তাঁরে, রাজন্, বলি তোমারে
ইহা কভু উপযুক্ত নয়,
পাপীরা করেছে পাপ, ভুঞ্জিবে তাহার তাপ,
পাপ ফল যা'র যেবা হয়।
পুণ্য করিয়াছ তুমি, চল এবে স্বর্গভূমি,
তাই তব উপযুক্ত স্থান;
প্রাপ্য সুখ আপনার ভুঞ্জ তথা অনিবার,
হ'বে সদা প্রফুল্লিত প্রাণ। ৬০ ॥

রাজোবাচ।

তস্মান্ন তাবদ্যাস্যামি যাবদেতে সুদুঃখিতাঃ।
মৎসন্নিধানাৎ সুখিনো ভবন্তি নরকৌকসঃ॥ ৬১॥
ধিক্ তস্য জীবিতং পুংসঃ শরণার্থিনমাগতম্।
যো নার্ত্তমনুগৃহ্লাতি বৈরিপক্ষমপিধ্রুবম্॥ ৬২॥
যজ্ঞদানতপাংসীহপরত্র চ ন ভূতয়ে।
ভবন্তি তস্য যস্যার্ত্ত পরিত্রাণে ন মানসম্॥ ৬৩॥
নরস্য যস্য কঠিনং মনো বালাতুরাদিষু।
বৃদ্ধেষু চ ন তং মন্যে মানুষং রাক্ষসো হি সঃ॥ ৬৪
এষাং মৎসন্নিকর্ষাত্তু যদ্যাগ্নিপরিতাপজম্।
তথোগ্রগন্ধজং বাপি দুঃখং নরকসম্ভবম্॥ ৬৫॥

বলিলেন নররায়— সে সুখ না প্রাণ চায়,
প্রাণ চায় যে সুখ আমার.
পেয়েছি সে সুখ হেথা আর না যাইব কোথা,
যাইতে বাসনা নাহি আর।
নরকের প্রাণী যত হেরি' মোরে অবিরত
সুখেতে সকলে যদি রয়,
মোর পুণ্য-ফল সেই তাহে ত সন্দেহ নেই,
সে ফল ভুঞ্জিব এ সময়। ৬১॥
শরণ ল'য়েছে মোর পেয়ে এরা কষ্ট ঘোর,
সকলে শরণাগত মোর।
শত্রু যদি পেয়ে ভয় আসিয়া শরণ লয়,
উচিত নাশিতে কষ্ট ঘোর।
যে জন শরণাগতে নাহি রাখে কোনমতে,
ধিক তা'র জীবন ধারণ।
আর্ত্ত-জনে ত্যাগ ক'রে যে জন জীবন ধরে
তুচ্ছ প্রাণ তা'র—অকারণ। ৬২॥
রক্ষিবারে আর্ত্তজনে দয়া যা'র নাহি মনে,
মিছে তা'র পুণ্য যত আর,
যজ্ঞ, ব্রত, তপ, দান, স্বর্গে—মর্ত্তে সুখী প্রাণ,
করিতে না পারিবে তাহার। ৬৩॥
বালক, আতুর আর বৃদ্ধ জনে, মন যা'র
কঠিন করিবে দরশন,
সে কভু মানুষ নয় রাক্ষস সে সুনিশ্চয়
এই কথা বলে মোর মন। ৬৪॥
থাকিলে আমি হেথায় যদি এরা সুখ পায়
নাহি পায় অনলের তাপ,
উগ্রগন্ধে কষ্ট আর নাহি হয় সবাকার
ঘুচে যদি নরক-সন্তাপ. ৬৫।

গুরুদেবর্ষিসিদ্ধর্ষিপূজনং সাধুসঙ্গমঃ ।
সৎক্রিয়াভ্যসনং মৈত্রী চৈতদ্বুধ্যেত পণ্ডিতঃ ॥ ৪৫
অন্যানি চৈব সদ্ধর্ম্মক্রিয়াভূতানি যানি চ ।
স্বর্গচ্যুতানাং লিঙ্গানি পুরুষাণামপাপিনাম্ ॥ ৪৬ ॥
এতদুদ্দেশতো রাজন্ ভবতঃ কথিতং ময় ।
স্বকর্ম্মফলভোক্তৃণাং পুণ্যানাং পাপিনান্তথা ॥ ৪৭ ।
তদেহ্যন্যত্র গচ্ছামো দৃষ্টং সর্ব্বং ত্বয়াধুনা ।
ত্বয়া চ দৃষ্টো নরকস্তদেহ্যন্যত্র গম্যতাম্ ॥ ৪৮ ॥

পুত্র উবাচ ।

ততস্তমগ্রতঃ কৃত্বা স রাজা গন্তুমুদ্যতঃ ।
ততশ্চ সর্ব্বৈরুৎক্রুষ্টং যাতনাস্থায়িভির্নৃভিঃ ॥ ৪৯
প্রসাদং কুরু ভূপেতি তিষ্ঠতাবন্মুহূর্ত্তকম্ ।
ত্বদঙ্গসঙ্গী পবনো মনোহ্লাদয়তে হি নঃ ॥ ৫০ ॥

দেবর্ষি সিদ্ধর্ষি আর গুরুর পূজন
সতত করয়ে যেই হ'য়ে একমন,
সাধু সঙ্গে মিলিবার বাঞ্ছা হৃদে যা'র,
সৎক্রিয়া-অভ্যাসে মতি সতত যাহার,
সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব করিলে দর্শন,
সাধু-ধর্ম্ম-ক্রিয়া যত আছে অগণন
এই সব কাজে সদা আছে মতি যা'র
অপাপ-পুরুষ-চিহ্ন জানি, এই সার
স্বর্গচ্যুত সেই নর বুঝিবেন মনে
পরমার্থতত্ত্ববিৎ, সুপণ্ডিতগণে । ৪৫-৪৬
নিজকর্ম্ম অনুসারে পাপ পুণ্য আর
কর্ম্মফল করে ভোগ নরে যে প্রকার,
সকলি বলিনু আমি, শুনিলে রাজন্,
এবে আর এখানেতে কিবা প্রয়োজন,
সকলি দেখিলে চক্ষে, ওহে নররায়,
নরক-দর্শন তব হইল হেথায় ।
এবে যাও নিজ কর্ম্মফল অনুসারে
ভুঞ্জিতে অশেষ সুখ কহিনু তোমারে । ৪৭-৪৮ ॥

পুত্র কহে শুন পিতা, শুনিয়া দূতের কথা
অগ্রগামী করিয়া তাহায়
উদ্যত গমন আশে, যাইবারে স্বর্গবাসে
হইলেন সেই নররায় ।
তাহা দেখি পাপীগণ বলে করিয়া রোদন—
নরকে যাতনা ভুঞ্জে যারা,—৪৯ ।
দয়া কর, নরনাথ, চরণেতে প্রণিপাত
ঘোর কষ্টে হইতেছি সারা ।
হেথা তব আগমনে সুখী মোরা সর্ব্ব-জনে
তব অঙ্গ স্পর্শিয়া পবন,
বহি'ছে শীতল হ'য়ে তব দেহ গন্ধ ল'য়ে,
পুলকিত হইতেছে মন । ৫০

ইন্দ্র উবাচ।

কর্ম্মণা নরকপ্রাপ্তিরেষাং পাপিষ্ঠকর্ম্মণাম্।
স্বর্গস্ত্বয়াপি গন্তব্যো নৃপ পুণ্যেন কর্ম্মণা॥ ৭১॥

রাজোবাচ।

যদি জানাসি ধর্ম্ম ত্বং ত্বং বা দেব শতক্রতো।
মম যাবৎপ্রমাণন্তু শুভং তদ্বক্তুমর্হথঃ॥ ৭২॥

ধর্ম্ম উবাচ।

অব্বিন্দবো যথাম্ভোধৌ যথা বা দিবি তারকাঃ।
যথা বা বর্ষতো ধারা গঙ্গায়াং সিকতা যথা॥ ৭৩
অসংখ্যেয়া মহারাজন্ নানাযোনিষু জন্তবঃ।
তথা তবাপি পুণ্যস্য সংখ্যা নৈবোপপদ্যতে॥ ৭৪
অনুকম্পামিমামদ্য নারকেম্বিহ কুর্ব্বতা।
তদেব শতসাহস্রসংখ্যানীতং ত্বয়া নৃপ॥ ৭৫॥

ইন্দ্র বলে—নরেশ্বর, নিজ কর্ম্ম-মত নর
এখানে আসিয়া কষ্ট ভুঞ্জে,
তুমি স্বর্গপুরে আসি' ভুঞ্জ কর্ম্মফলরাশি;—
পূর্ণ তুমি রাজা পুণ্য-পুঞ্জে। ৭১॥
রাজা বলে—দেবরাজ, হে ধর্ম্ম, জিজ্ঞাসি' আজ
জান যদি বলহ আমায়—
কিবা পুণ্য কৈনু আমি, কিবা ফল, সুরস্বামি,
কত দিন ভুঞ্জিব তথায়? ৭২।
ধর্ম্ম বলে-নরেশ্বর, শুন তবে অতঃপর
পুণ্য তব করিব গণন,
বিশাল সে সপ্ত সিন্ধু, তাহে যত বারিবিন্দু,
আকাশেতে তারা অগণন,
মেঘে যত ধারা বয় কিম্বা সে সিকতাচয়
গঙ্গা-জলে-কূলে আছে যত, ৭৩।
নানা দেহে জীব যত ব্রহ্মাণ্ডেতে অবিরত
হই'ছে উৎপন্ন কিংবা রয়,
সবার সমষ্টি করি' যদি একত্রেতে ধরি
তবু তব পুণ্য তুল্য নয়। ৭৩-৭৪॥
নরকে পাপীর প্রতি আজি, ওহে নরপতি,
হ'লো তব কৃপার উদয়,
তাহে লক্ষগুণ পুণ্য বাড়িল—হইলে ধন্য
তব তুল্য পুণ্যে কেহ নয়। ৭৫।

ফল্গুতীরে, শ্রীগদাধর-পাদপদ্ম-মন্দির।

সোঽহং।

শ্রাবণ গেল—ভাদ্র এলো—আকাশ ত মেঘে ভরা—কিন্তু জল কৈ?—নব জলধর ত ঐ—কিন্তু এ চাতকের গলা যে 'জল জল' ক'রে ফেটে গেলো?—নব জলধর ঐ—কিন্তু আমি কৈ?—সঃ ত সহস্রারে সুখে সুমধুর স্বরে মুরলী বাজাচ্ছেন—অহং যে অতলের তলে—সে যে মূলাধারের কোলে বদ্ধ-প্রাণ-রূপে প'ড়ে আছে—তোরা কেউ আমার সেই বদ্ধ-প্রাণ-পাখিটিকে—সেই তৃষিত চাতকটিকে—ঐ সজল জলদের কাছে পৌঁছে দিবি ভাই?—জলদ যে অনেক দূরে—পথ যে অনেক—সে যদি দয়া ক'রে একটু জল দেয়—তা'র প্রেম-সুধার এক বিন্দু এ তৃষিত চাতকের শুষ্ক কণ্ঠে দেয়—তবে ত এ দারুণ তৃষার শান্তি হয়—দেহে বল হয়—ঊর্দ্ধে উঠবার জন্যে চেষ্টা করতে পারে—সঃ যে দূরে—অতি দূরে—পথ যে অনেক—বাধা যে অনেক—মূলাধার থেকে সহস্রার—নরকে থেকে সপ্তম স্বর্গে—অহং কি অত দূরে যেতে পার্‌বে?—ভাই রে, তোরা সবাই পায়ের ধূলা দিয়ে তা'রে পবিত্র কর্—তা'রে সঙ্গে নে—তো'রা সে নব-জলধরের দেখা পেয়েছিস্—বৃক্ষ লতা গুল্ম—পক্ষী পতঙ্গ কীট—বনের পশু—লতার ফুল—নদীর জল—গাছের ফল—মৃদুল সমীরণ—তো'রা ত ভাই, সবাই তা'রে পেয়েছিস্—ভাই, তোদের প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখে আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছি, তো'রা তা'রে পেয়েছিস্—সে আমার পক্ষে বড়ই অন্তরে—কিন্তু নিরন্তর তোদের অন্তরের অন্তরে রয়েছে—নইলে তোদের অমন হাসি ভরা মুখ—ঢল-ঢলে প্রেম-ভরা বুক হ'বে কেন?—পেয়েছিস্, নিশ্চয় পেয়েছিস্—আমায় একবার দেখা ভাই—আমি একবার "দে জল দে জল" ব'লে তা'র পায়ের তলে লুটিয়ে প'ড়ি—সে দয়া ক'রে এক বিন্দু জল—এক বিন্দু কৃপাবারি—এক বিন্দু প্রেম-সুধা দিলে এ তৃষিত চাতকের তৃষা জন্মের মত চ'লে যা'বে—দেহে অমৃত সঞ্চার হ'বে—তখন সে ঊর্দ্ধে অতি ঊর্দ্ধে উড়ে যেতে পারবে। তখন সে নবজলধরের কাছে যেতে পারবে তখন অহং মুক্ত হ'য়ে—মূলাধার থেকে সবলে স্বাধিষ্ঠান-মণিপুর-অনাহত বিশুদ্ধ-আজ্ঞা পার হ'য়ে ব্রহ্ম-দ্বার ভেদ ক'রে সহস্রারের মধ্যবর্ত্তী-দ্বাদশারাভ্যন্তরে তা'র প্রাণবল্লভের চরণতলে পৌঁছা'তে পারবে—তখন এই ক্ষুদ্র অহং-চাতক সেই নবজলধরং সঃ-কে দেখে কৃতার্থ হ'বে। সে যে অজ্ঞানে দিবানিশি সোঽহং হংসঃ বলচে—তা'র সে বলা ফুরা'বে। তখন আমার প্রেমময়ী রাধা সেই শ্যামচাঁদের বামে দাঁড়া'বে সকল জ্বালা যা'বে—তৃষা মিটবে—সকল আশা মিটবে।

তা'র পর?—তার পর কি শুন্‌বি ভাই?—শুনতে চা'স যদি ভাই—আয় চুপে চুপে বলি কাণ পেতে—প্রাণ পেতে শোন—সে শ্রীমুখে যা শুনেছি তোদের চুপে চুপে বলি—আমার চোখের দেখা নয়—তাঁ'র শ্রীমুখে শোনা—কিন্তু তাঁ'র চোখের দেখা—অবিশ্বাস করবার কিছু হেতু নাই—তা'র পর শ্যামচাঁদ আমার রাইয়ের শ্রীঅঙ্গে মিশে যাবেন—সেই সাক্ষাৎ মন্মথ-

মন্মথ তাঁ'র নিজের নবজলদ-বরণটি ঢেকে প্রাণরাধার দেহ-কান্তি আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হবেন। অন্তরে গৌরচন্দ্রের উদয় হ'বে—সে দেহ-জ্যোতিতে এ ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডটা ভ'রে যা'বে—তখন চারিদিক কনক-বরণ-কিরণে ভ'রে যা'বে—যে দিকে চাইব তাঁ'রে দেখ্‌তে পা'ব—অহং তখন কোথায় থাক্‌বে তা জানি না—কিন্তু সে দেখ্‌বে—তাঁ'র রূপ—শুনবে তাঁ'র মধুর মুরলী-ধ্বনি—বল্‌বে তাঁ'র প্রেমমাখা নামটি—সে থাক্‌বে কি না জানি না—কিন্তু তা'র নাসায় সে পদ্মিনী-আবরিত শ্রীঅঙ্গের পদ্ম-গন্ধ সুমন্দ পবনহিল্লোলে ভেসে ভেসে আস্‌বে—আর তা'র চরণ দু'খানি তা'রে তাঁ'র পদ-প্রান্তে নিয়ে ফেলে দেবে—সে তা'র কঠিন হাত দু'খানি দিয়ে তাঁ'র কোমল চরণের ধূলা নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে মাখ্‌বে— আর বুঝ্‌তে পার্‌বে তা'র অহং অহং নয়—তা'র অহং এ দেশের জিনিস নয়—সে এত দিন যা'রে অহং ব'লে জান্‌তো সে তা'র অহং নয়—তা'র যথার্থ অহং চতুর্বিংশতিতত্ত্বের পর পারের স—যখন এ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হ'বে, তখনই সে সোঽহং হ'বে—তখনই সে হংস হ'য়ে তাঁ'র প্রেম-সুধা-সরে সুখে সন্তরণ করবে। হরি হরি—কি সুখ!

নিরন্তর আপনাদের
শ্রীচরণ ধূলার ভিখারী
শ্রীহীন পাগল।

একটা গান।

মল্লার—একতালা।

(আস্থায়ী)

আমার হৃদি-বৃন্দাবনে, যমুনা-পুলিনে, কত না যতনে কুঞ্জ সাজাইলাম।
কৈ হে প্রাণসখা, দিলে না ত দেখা, সারানিশি মোরা জেগে কাটাইলাম॥

(অন্তরা)

হয়ো না নিদয়, ওহে রসময়, একবার এসে কুঞ্জে হও হে উদয়,
প্রেমময়ী রাধার প্রাণে কত সয়, (মোরা) তোমার পায় জীবন-যৌবন লুটাইলাম।

(সঞ্চারী)

যদি দেখা নাহি দিবে কালশশি, রাধা ব'লে কেন বাজাইলে বাঁশী,
এ শারদ-নিশি হাসে দশদিশি, আমরা হেরি অন্ধকার—

(আভোগ)

(নিয়ে) পরাণ রাধারে এলাম অভিসারে ফুল্ল-ফুল-হারে সাজাইলাম তা'রে,
এখন্ ভাব্‌চি ব'সে সবাই যমুনারি ধারে, শঠের তরে কেন কুলের বাহির হ'লাম।

(সঞ্চারী)

দোলায়েছি দেখ ফুলেরি দোলনা রাধায় বামে নিয়ে সে দোলায় দোল না,
এসে দ্বাদশ দলে, দোঁহে কুতুহলে, দাঁড়াও দেখি একবার—

(আভোগ)

চোখের দেখা দেখে প্রাণ জুড়াইব, যুগল-শ্রীঅঙ্গে ব্যজন করিব,
এই অকিঞ্চনের আশ, পুরাও পীতবাস, অধম বোলে তা'রে হয়ো না হে বাম।

অকিঞ্চন।

অদ্ভুত গুহা ও যাদুকর সন্ন্যাসী

(১৭৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজ গুহাভ্যন্তর আলোয় আলোময়। প্রথম গুহাটির এবং সেই আতলস্পর্শ হ্রদের পার্শ্বস্থিত বেদীর চারিদিকে, শত শত জলন্ত বাতি পাহাড়ের গায়ে গায়ে থাকিয়া সমস্ত স্থানটিকে আলোকিত করিয়াছে। শান্তপ্রসাদের গুপ্ত-হত্যার পর হইতেএ পর্য্যন্ত আর কেহ সে গুহাতে প্রবেশ করে নাই। এত দিন কেবল অন্ধকারের পাল সেখানে একাধিপত্য করিতেছিল, আজ শত শত জলন্ত বাতির আলোকের নিকট যেন তাহারা পরাজিত হইয়া, গুহত্যাগ করিয়া কোথায় পলাইয়াছে। প্রজ্বলিত বাতির রশ্মিগুলি যখন গলি-ঘুজি সমস্ত পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াও অন্ধকারের আর কোথাও দেখা পাইল না, তখন প্রশান্ত ভাবে সেই গুহারাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। তখন প্রাচীরগাত্রস্থিত উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ডগুলি ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, এবং নিদ্রিত প্রতিধ্বনি-কন্যারা হাসি-তামাসা, গল্প-গুজবের ঘোর ঘটায় আবার জাগিয়া উঠিল!

সন্ন্যাসী ঠাকুরও তাঁহার সেই অনুগত ফকিরটিকে সঙ্গে লইয়া এই মজ্‌লিসে আসিয়াছেন। সকলের অনুরোধে তিনি আজ এই গুহার মধ্যে নানা প্রকার তামাসা ও অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়া সকলকে মোহিত ও চমৎকৃত করিবেন। ফকির মেস্‌মেরিক্-mesmeric-মোহ অবস্থায় চুপ, করিয়া এক কোণের দিকে বসিয়া ঝুকিতেছিল। গুহা হইতে নিম্নে যাইবার প্রবেশ-পথ এবং পূর্ব্বোক্ত জলাশয়ের মধ্যবর্ত্তী দেয়াল হইতে এক খণ্ড পাথর বাহির হইয়াছিল, সন্ন্যাসী এই পাথর খণ্ডের উপর তাহাকে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রাখিয়া দিলেন। সেখানে তাহার সে পীতবর্ণ কুঞ্চিত মুখমণ্ডল, চেপ্‌টা নাক এবং পাৎলা দুচারিগাছা দাড়ি দেখিয়া তাহাকে জীবন্ত মানুষের পরিবর্ত্তে একটি পাথরের মরদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তখন অনেকেই উহাকে ঘিরিয়া দাড়াইয়া ভূত ভবিষ্যতের প্রশ্ন করিতে লাগিল, আর সেই ফকিরও সেই সকলের ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর, তাঁহার প্রিয়-পাত্রের (subject) ক্ষমতা দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইতেছেন দেখিয়া, আনন্দিত হইতে লাগিলেন, এবং কাহাকেও এই রূপ প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিলেন না।

এই রূপ আমোদ প্রমোদ চলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একজন ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "এই গুহার ভিতরে প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধ শান্তপ্রসাদ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কি করিয়া কোথায় গেলেন, তাহার কোন সন্ধানই এ পর্য্যন্ত হইল না। তাহাকে গুপ্তহত্যা করা হইয়াছিল বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন, এবং সেই অনুমানের উপরই তাঁহার পুরাতন ভৃত্য ভজুয়া এখনও পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ রহিয়াছে। আজিকার মজ্‌লিসে কি সে প্রশ্নের একটা মীমাংসা হইতে পারে না"—

ভদ্রলোকটির এই কথা কয়টি শুনিবামাত্র সন্ন্যাসী অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত এই অদ্ভুত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন সেই গোলমালের ভিতর হইতে রঘুবরকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল, এবং বৃদ্ধ শান্তপ্রসাদের মৃত্যু বিবরণ বলিবার জন্য সকলে তাহাকে অনুরোধ করিলেন। রঘুবর আর তখন অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, অর্দ্ধভগ্ন স্বরে সেই সেই শোক-কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। বলিতে বলিতে তাহার মুখমণ্ডল পূর্ব্বমত পাংশুবর্ণ হইয়া গেল ও চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং পিতৃতুল্য পিতৃব্যের স্মৃতিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের এই শোকাবেগ দৃষ্টে সকলেই তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময় অকস্মাৎ রঘুবরের স্বর বদ্ধ হইয়া গেল, চক্ষু দু'টি যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং সে ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে পতনোন্মুখ হইল। সকলে দেখিলেন তাহার মুখ শুকাইয়া আম্‌সী হইয়া গিয়াছে, সে স্থির-নিমিষ-নেত্রে সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ দিকে কি যেন দেখিতেছে।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের পশ্চাৎভাগ হইতে বেজির মুখের মত একখানি ছোট মুখ উঁকি মারিতে-ছিল। রঘুবর একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে ছিল। হঠাৎ কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "তুই কোথা হ'তে এলি—তোকে এখানে কে আনিল ?"

যে ছোট মুখখানি রঘুবর একদৃষ্টে দেখিতে-ছিল, সেখানি আর কাহারও নহে, সেখানি তাহার সেই অদ্ভুত জীববিশেষ পুত্রের। বালক উত্তর করিল, "আমি শুয়েছিলাম, বাবা, এই লোকটা আমার কাছে গেল, গিয়ে আমায় কোলে ক'রে তুলে নিয়ে এল।" সন্ন্যাসীর সহকারী সেই ফকিরকে দেখাইয়া বালক এই কথা কয়টি বলিল। এদিকে ফকির তখন সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া জীবন্ত পেণ্ডুলমের মত একবার এ দিক একবার ও দিক করিয়া দুলিতেছিল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, "এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা! ফকির ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও ওখান হইতে নড়ে নাই।"

আর একটি প্রাচীন ভদ্রলোক বলিলেন, "কি চমৎকার! ছেলেটি যেন বৃদ্ধ শান্ত-প্রসাদের হুবাহুব্ নকল!" বৃদ্ধ শান্তপ্রসাদের সহিত এই ভদ্রলোকটির বিশেষ বন্ধুতা ছিল।

রঘুবর তখন রোষরুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "তুই মিথ্যা কথা বল্‌চিস্! যা ঘরে গিয়ে শুয়ে থা'ক্‌গে! তোর এখানে আস্‌বার দরকার কি ?"

এই সময়ে সন্ন্যাসী সেই বালকের শীর্ণ দেহ বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া রঘুবরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি রাগ করবেন না, এই বালকের কোনও অপরাধ নাই।"—এই কথা কয়টি বলিবার সময় তাঁহার মুখ-মণ্ডলে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "বালকটি ফকিরকে মায়াবী-রূপ (বা কাম-রূপ ইংরাজিতে যাহাকে double বলে) দেখিয়াছে। উহার মায়াবী দেহ কখন কখন স্থূল-শরীর ছাড়িয়া দূর দূরান্তরে বিচরণ করে। উহাকেই আসল ফকির বলিয়া এই শিশুর ভ্রম হইয়া থাকিবে। ইহাকে কিছু বলিবেন না—

কিছুক্ষণ এখানে থাকুক্ না।" সন্ন্যাসীর এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া পরস্পরের মুখ চাহাচাহি করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা ভয়ে আপন আপন ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর সেই প্রবীণ সন্ন্যাসী সুদৃঢ়স্বরে সমস্ত সভ্যমণ্ডলিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আসুন আজ আমরা এই ফকিরের সাহায্যে সেই শোকাবহ মৃত্যু-ঘটনার রহস্যোদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করি। যে ব্যক্তির উপর সন্দেহ করা হইয়াছিল, সে কি এখনও কারারুদ্ধ আছে? আজিও অপরাধ স্বীকার করে নাই ত? দেখুন, অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনারা প্রকৃত কথা জানিতে পারিবেন! সকলে নিস্তব্ধ হইলেন।

এই বলিয়া তিনি ফকিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রক্রিয়া-বিশেষ আরম্ভ করিলেন, রঘুবরের অনুমতির অপেক্ষা করিলেন না। রঘুবর [illegible]দিকে ভয়ে প্রস্তর মূর্ত্তির মত [illegible] অবস্থায় একই স্থানে দণ্ডায়মান [illegible] তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তির ক্ষমতাও ছি[illegible] এক রঘুবর ব্যতীত আর সকলেই এ[illegible]নে খুব উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন [illegible] কর্ম্মচারী জনৈক কর্ণেল সাহেবও এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এইবার সন্ন্যাসীর প্রকৃত যাদুক্রিয়া আরম্ভ হইল। তিনি সুনির্ম্মল স্বরে আর একবার সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনারা অনুমতি করেন তো আমি সচরাচর যে প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকি, আজ তদপেক্ষা একটু বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করি —আজ আমি দেশীয় যাদুবিদ্যার প্রণালী অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কারণ এই স্থানটির প্রকৃতি দেখিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে যে বিদেশীয় মেস্‌মেরিজম্ প্রভৃতির প্রণালী অপেক্ষা দেশীয় যাদুপ্রণালীই এখানে সমধিক ফলোপধায়ী হইবে।" এই কথা বলিয়া, কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি আপন শরীর-বিলম্বিত একটি থলির ভিতর হইতে একটি ছোট ঢোল এবং দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিলেন। শিশি দুটির মধ্যে একটি খালি এবং আর একটি একপ্রকার তরল পদার্থে পূর্ণ। দ্বিতীয় শিশির আধেয় বস্তু কিঞ্চিৎ ঢালিয়া লইয়া ফকিরের দেহে ছড়াইয়া দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ কাঁপিতে লাগিল, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে হেলিতে দুলিতে লাগিল। — চতুর্দ্দিকের বায়ু সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল, এবং গুহামধ্যস্থিত আকাশ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল হইয়া গেল। তাহার পর সন্ন্যাসী যাহা করিলেন তাহাতে সকলে ভয়ে একপ্রকার জড়সড় হইয়া গেলেন।

ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী ফকিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার অগ্রবাহু ধারণ করিলেন, এবং থলির ভিতর হইতে একখানি ক্ষুদ্র ধারাল ছুরি বাহির করিয়া তাহাতে বিদ্ধ করিলেন। রক্ত প্রবাহিত হইল, আর তিনি সেই রক্ত

খালি শিশিটিতে ধরিয়া লইলেন। রক্তে শিশির অর্দ্ধেক ভরিয়া গেলে আঘাত-মুখ নিজের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা টিপিয়া ধরিলেন। বোতলের মুখে কাক্ (cork) লাগাইয়া দেওয়ার মত তৎক্ষণাৎ রক্ত-প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল। তার পর শিশির সেই রক্ত লইয়া সেই বালকটির মস্তকের উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঢোলটিকে নিজের গলায় ঝুলাইলেন এবং নানাবিধ চিহ্ন ও অক্ষর-খোদিত দুই খানি হাড়ের কাঠি বাহির করিয়া ঢোলে ঘা দিয়া অতি মৃদু মৃদু বাজাইতে লাগিলেন।

দর্শকবৃন্দ এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকট ঘেঁসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রকাণ্ড গুহার ভিতর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। রঘুবরের মুখ ঠিক সেই পূর্ব্বের মত পাংশুবর্ণ, সে শববৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর তখন বেদী ও ফকিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আস্তে আস্তে তাঁহার সেই ছোট ঢোলটি বাজাইতেছিল।—প্রথমতঃ ঢোলকের শব্দ একটু অস্পষ্ট ছিল, এত ধীরে ধীরে বাজিতেছিল যে তাহাতে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয় নাই। এ দিকে ফকিরের পেণ্ডুলমবৎগতি যত দ্রুততর হইতে লাগিল বালকটিও ততই অস্থির হইতে লাগিল। এই সময়ে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে ও গম্ভীর-স্বরে একটি মন্ত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই অপরিজ্ঞাত মন্ত্র শব্দগুলি যখন তাঁহার ওষ্ঠ ভেদ করিয়া নির্গত হইতে লাগিল, তখন গুহাভ্যন্তরস্থিত বাতি ও মশালের শিখা সকল চঞ্চল হইয়া উঠিল ও ক্রমশঃ জীবন্তের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া মন্ত্রের ছন্দের তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। জলরাশির অপর প্রান্তস্থিত অন্ধকারময় সুড়ঙ্গগুলি হইতে গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া শীতল বায়ু-স্রোত বহিতে লাগিল, এবং সেই প্রস্তরময় গৃহ, ভূমি ও গৃহপ্রাচীর হইতে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বাষ্পরাশি সমুত্থিত হইয়া ফকির এবং সেই বালকের চতুষ্পার্শ্বে সঞ্চিত হইতে লাগিল। বালকের চতুর্দ্দিকস্থ উষ্মারাশি রজত-ধবল ও সুস্বচ্ছ, কিন্তু ফকিরের শরীরাবরক বাষ্পরাশি রক্তবর্ণ ও দুর্দ্দর্শন।

সন্ন্যাসী তখন বেদীর সমধিক নিকটবর্ত্তী হইয়া জোরে জোরে ঢোল বাজাইতে লাগিলেন এবং এইবার সেই শব্দের ভীষণতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। সমীপে, দূরে, প্রতিধ্বনির অবিচ্ছিন্ন স্রোত বহিতে লাগিল। শব্দের পর শব্দ ক্রমে উচ্চতর হইতে হইতে শেষ সেই বজ্রনির্ঘোষবৎ ধ্বনি শত-সহস্র দৈত্যের ভৈরব-রবের ন্যায় যেন সেই অতলস্পর্শ হ্রদের গভীরতম গর্ভ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। অসংখ্য দীপালোকে উজ্জ্বলিত যে জলরাশি এতক্ষণে একখানি কাচের চাদরের ন্যায় মসৃণ দেখাইতেছিল, সহসা তাহা আলোড়িত হইয়া উঠিল—যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উহার বক্ষস্থলে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী এ বার উচ্চ স্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন এবং আরও জোরে ঢোল বাজাইতে লাগিলেন। তখন দূরস্থিত অন্ধকারময় সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে স্তরে স্তরে কামানের ধ্বনির ন্যায় শব্দ উঠিয়া পাহাড়ের মূলদেশ পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ সকলে দেখিলেন ফকিরের শরীর তখন সেই প্রস্তর খণ্ড ছাড়িয়া

প্রায় চারি হাত উর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং দেব-যোনির ন্যায় সেই শূন্যাসনে বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। আবার ঠিক্ সেই সময় বালকটির যে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল তাহা দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল এবং নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া সেই অদ্ভুত কাণ্ড অবলোকন করিতে লাগিলেন।

বালকের চতুষ্পার্শ্বে যে রজত-ধবল মেঘ সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাই যেন তাহাকে উর্দ্ধমুখে বায়ুর উপর উঠাইতে লাগিল—কিন্তু তাহার পা মাটিছাড়া হইল না—অর্থাৎ বালক ধাঁ ধাঁ করিয়া বাড়িতে লাগিল। যেন কোনও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বহু বৎসরের কার্য্য এক নিমেষের মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত-কাল মধ্যে বালক দীর্ঘ ও বৃহদায়তন হইল এবং ক্রমশঃ তাহার অবয়ব সমূহে বার্দ্ধক্যের সমুদয় লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং উপস্থিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ শান্তপ্রসাদকে চিনিতেন বা কখন দেখিয়াছিলেন আজ আবার তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা ভয়-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।—এই প্রেতমূর্ত্তির ললাটের একটি বৃহৎ বিস্তৃত আঘাত চিহ্ন তাহা হইতে বড় বড় রক্তের ফোটা টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে।

এদিকে রঘুবর তাহার আপন পুত্রকে পিতৃব্য-স্বরূপে পরিণত হইতে দেখিয়া, বাতুলের ন্যায় শূন্য-দৃষ্টিতে তাহার দিকে দেখিতে-ছিল হঠাৎ সেই প্রেতদেহকে তাহার সম্মুখে সরিয়া আসিতে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, তাহার কেশগুলি যথাস্থ তখন কদম্ব কেশরের ন্যায় সরল হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এতক্ষণ গুহার মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। সন্ন্যাসীর গম্ভীর স্বরে সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি ঐ ভূতরূপী বালককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"হে শান্তিহীন প্রেতাত্মন্! তুমি কি দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ মরিয়াছিলে? না কেহ তোমাকে জঘন্যভাবে হত্যা করিয়াছিল?—সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নাম লইয়া তোমাকে আমি এই প্রশ্ন করিতেছি, যথার্থ উত্তর দিবে, মিথ্যা বলিবে না।"

অপচ্ছায়ার ওষ্ঠদ্বয় বিচলিত হইল, কিন্তু সে ওষ্ঠ-সঞ্চালন-জাত শব্দ কেহ শুনিতে পাইল না; কেবল প্রতিধ্বনি-পরম্পরা তৎক্ষণাৎ "হত্যা," "হত্যা" রব উপর্য্যুপরি বিঘোষিত করিতে লাগিল।

যাদুকর সন্ন্যাসী সুধাইলেন, "কোথা?—কেমনে?—কাহার দ্বারা?"—তখন সেই ছায়ারূপী প্রেত রঘুবরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল, এবং চক্ষু না নড়াইয়া, হস্ত না নামাইয়া, ধীরে ধীরে হ্রদের দিকে পশ্চাৎ হটিয়া যাইতে লাগিল। প্রেত যেমন এক এক পা করিয়া হটিতে লাগিল, রঘুবরও, কি জানি কোন্ অভেদ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তাহার দিকে এক এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রেত পশ্চাদ্দিকে হটিতে হটিতে

ক্রমে হ্রদের কিনারায় পঁহুছিল, এবং পরক্ষণেই সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, সে জলের উপরে ভাসমানের ন্যায় চলিতেছে!—অতি বিভীষিকাময়—অমানুষিক দৃশ্য!!

এদিকে রঘুবরও সেই অদৃশ্য-শক্তি-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রেতাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে যখন হ্রদের কিনারার দুই পদ মাত্র দূরে উপস্থিত হইল—যখন দেখিল, আর দুই পদ মাত্র। অগ্রসর হইলেই সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ জলরাশির অতল গর্ত্তে পড়িতে হইবে, তখন সেই হতভাগ্য হত্যাকারীর সর্ব্বাঙ্গ অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায় থর থর কাঁপিতে লাগিল, সে অনন্যোপায় হইয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল, এবং প্রাণপণ শক্তিতে একখানি মোটা কাষ্ঠাসন জড়াইয়া ধরিয়া উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাসূচক একটি সুদীর্ঘ চীৎকার ধ্বনি করিল।—প্রেত তখন নিশ্চল অবস্থায় জলের উপর দাঁড়াইয়া আছে, আর মধ্যে মধ্যে তাহার সেই বাষ্পরাশিগঠিত অঙ্গুলি হেলাইয়া অগ্রসর হইবার জন্য রঘুবরকে সঙ্কেত করিতেছে প্রাণের ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া হতভাগ্য তখন বারম্বার "আমি না, আমি না, আমি তোমাকে খুন করি নাই" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার চীৎকারের প্রতিধ্বনিতে সেই বিশাল গুহা পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

হঠাৎ জলের উপর ঝপাৎ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। সকলে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, হ্রদের মধ্যস্থলে, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ জলরাশির মধ্যে, রঘুবরের সেই বালক পুত্রটি হাবুডুবু খাইতেছে, আর সেই নিশ্চল, কঠোর প্রেতমূর্ত্তি একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছে।—'বাবা! বাবা! আমাকে ধর, আমি ডুবে মরি"—অসংখ্য প্রতিধ্বনির তর্জ্জন গর্জ্জনের মধ্য হইতে শিশুর সকরুণ স্বরে এই কথা কয়টি শুনা যাইতে লাগিল।

নিজ পুত্রের এরূপ বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া ও তাহার হৃদয়-বিদারক সকরুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া রঘুবর আর স্থির থাকিতে পারিল না, এক লম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পাগলের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে আমার বাছা—আমার যাদুধন!—ওগো! ওরে বাঁচাও! ওযে বালক, এখনই ডুবিয়া যাইবে—শীঘ্র ওকে ধর—শীঘ্র ধর—আমি দোষ স্বীকার করছি—হাঁ আমিই মেরেছি—আমি আমার খুড়াকে মেরেছি—বাঁচাও—বাঁচাও"—আবার ঝপাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল প্রেতমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়াছে।

এই সময় একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। ভয়বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া লোক দৌড়িয়া বেদীর দিকে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা থামিল, এবং যাহা দেখিল তাহাতে যে যেখানে দণ্ডায়মান ছিল সে সেই খানেই অচল হইয়া রহিল।—দেখিল সেই বিপুল জলরাশি পাক্ দিয়া বল্‌বল্ করিয়া ঘুরিতেছে, আর একটা আকৃতি শূন্য সাদা মেঘের ন্যায় পদার্থ হত্যাকারী রঘুবর ও তাহার বালক পুত্রকে কঠিন বন্ধনে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অতল হ্রদে মগ্ন হইতেছে।

এই ঘটনার পর সেই যাদুকর সন্ন্যাসী বা তাহার অনুচর ফকিরকে আর কেহ পাণ্ডানগরে দেখে নাই। তাহারা সেই রাত্রেই সহর ছাড়িয়া যে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল তাহার কোন সন্ধানও পাওয়া যায় নাই।

এদিকে সেই রাত্রেই শান্তপ্রসাদের সেই সুন্দর বাসভবন আগুন লাগিয়া একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছিল। অনেক শান্তি স্বস্ত্যয়ন করার পরও আর কেহ তথায় বাস করিতে স্বীকার করিল না। অনেকের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে সয়তানই ছদ্মবেশে, সন্ন্যাসীরূপে আসিয়া এই কার্য্য করিয়াছিল। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ক্রমে পান্নানগরের রাজার কানে উঠিল, তিনিও অনেক অনুসন্ধানের পর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নগর মধ্যে হুকুম প্রচার করিয়া দিলেন যে "এই ঘটনা সম্বন্ধে কেহ আর কোনও আলাপ করিতে পারিবে না।"

সম্পূর্ণ।

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

চারিটি গান

যুগল-রূপ।

মা আমার সেজেছেন বাবা, দেখ্‌রে ভোলা মন।
ঘোমটা দিয়ে বাঁয়ে বাবা দাঁড়িয়েছেন কেমন॥
মায়ের মাথায় মোহন চূড়া কটিতটে পীত ধড়া
করে বাঁশী মুখে হাঁসি বঙ্কিম লোচন।
দু'টিতে ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠেকাঠেকি চূড়ার পাখা,
শোভে বা কি মুখোমুখি দু'রাঙ্গা চরণ॥
দেখরে মায়ের মায়ার জারি আপনি পুরুষ শিবকে নারী
সাজিয়ে বনে সঙ্গোপনে কৌতুকে মগন॥
ডাকিনী যোগিনী যা'রা গোপ বধূ বেশে তা'রা
নাচে গায় আনন্দে করে যুগল দর্শন।
মা বোলে সকলে ডাকে তাই বুঝি মা আছেন ফাঁকে
রাখাল-সাজে কুঞ্জে নিজে হয়েছেন গোপন॥
পা দু'টি যে শিবের পুঁজি মোক্ষ-কামফলের কুঁজি
বিধি বিষ্ণু তা'রাই যেচে পায় না রে সে ধন।
চলরে ছুটে এই বেলা মন শিবের সম্পদ কর্‌গে হরণ
মা'র মায়ায় ভুলে যে ভোলা ভুলেছে চরণ।
ওরে বোধানন্দনাথ মার দয়া তোর দেখরে কত
সাধকেরে দিতে পদ শঙ্করে বঞ্চন॥

বোধানন্দনাথ।

মানভঞ্জন

পায় ধরি তুই কাঁদিস যদি, ফেলবি আঁখির জল।
তবে কেন বুকে উঠে নাচিস্ মা তা বল॥
বাবা আমার আদর করে, রাখেন তোরে শিরোপরে
তুই কি না তাঁর চড়িস্ বুকে করিস্ মা কোঁদল।
রাগ করে মা গিয়ে কাশী, ছড়াস যখন অন্নরাশি
রং দেখে তোর নেচে মা শিব হেসে ঢলাঢল।
লুকিয়ে থাকিস চিতার মাঝে মড়ার খুলি মাথায় সাজে
শিব থাকেন তোর লুকিয়ে কেশে ধরি জটার ছল।
তোর মায়া মা বুঝতে নারি স্বামীর ঘরে লুকিয়ে নারী
সীতা সতী বনে বনে কেঁদে মা বিকল॥
মাঠের গরু চরি বনে গরু চোরে বেড়াস্ চোরে
ভাসিয়ে নগর রাখিস্ ধরে বাঁ হাতে অচল।
কত রঙ্গ তুই মা জানিস্ আপন গলা আপনি কাটিস্
কখন বা কোন ভাবে থাকিস ভেবে হই পাগল॥
মোহন চূড়া এলো কেশে, লোটায় অসি বাঁশীর বেশে
চরণ ধরে আছিস বসে একি লীলা বল।
বোধানন্দ নেশার ঘোরে মা যে কে তা চিন্তে নারে
যাকে পায় তারে মা বোলে তাই ডাকে সে কেবল।

বোধানন্দনাথ।

কৃষ্ণমূর্ত্তি।

দেখবি কে চল্ ব্রজপুরে শ্যামা শ্যাম সেজেছে
অসি ফেলে বাঁশী করে ধড়া চূড়া ধরেছে।
গলায় যত মুণ্ড ছিল বন-ফুল সে সকল হ'ল
উলঙ্গিনী পীত-বাসে কটিদেশ আজ ঢেকেছে।
পিশাচগণেও হল্‌নি মা বাম, সঙ্গে শ্রীদাম দাম বসুদাম
শিবাকুল গায় গাছে গাছে কতক মাঠে ছুটেছে।
নাচিতেন মা কাল-কাননে, এখন বিহার তমাল বনে
রক্তমাখা শ্মশানের ছাই দেখতে যে পাই উড়েছে।
বাবারূপে মহাকাল সঙ্গে বাবা নাচেন ভাল
রতি-রাস-রস রঙ্গ সম্ভাবেই চলেছে।
এলোকেশী বাজান বাঁশী গোকুলবাসীর মন উদাসী
গোপিকাকুল ছুটে আসি চরণ দাসী হয়েছে।
চারি হাত শ্মশানে ছিল দুখানি মা কোথায় গেল
কোলে নিতে সাধকে বুঝি শ্মশানে তা রয়েছে।
ললাট-লোচন ঐ দেখা যায়, সকলে কি দেখতে তা পায়
বুঝি তাদের কালী কালায় ভেদ-ভাবনা রয়েছে।
গোপীকুল চিনেছে কালা ধুলো ছাই দিয়েছে কালী
মার করেছে মুণ্ডমালা তাই ভবে কূল পেয়েছে।
বোধানন্দ মনে করে কুল ছেড়ে না দিলে পরে
কূল থেকে পার হয়ে কেরে কূলে গিয়ে লেগেছে।

বোধানন্দনাথ।

কৃষ্ণমাতা।

বৃন্দাবনে একটা মজা দেখবি রে চল যাই।
নিজেই নিজের ছেলে সেজে খাচ্ছে নিজের মাই।
ছেলে দেখি না দেখি মারে, বুঝতে নারি দেখব কারে
নয়ন কি মন কেউ না ফেরে, যখন যারে চাই।
সৃষ্টি স্থিতি যেখানে মা, সকলি যে ওই ছেলে-মা
চরণতলে যে ফল ফলে, কোথাও তা না পাই।
ছেলে চায়, চায় না যে মাকে জ্ঞানের দৃষ্টি চায়না তাকে
ছেলের ভালে তাই রে বুঝি ঊর্দ্ধ নয়ন নাই।
একযোগে দুজনে দেখা তাইতো দেখার মতন দেখা
একটি দেখা এক চরণে চলাফেরা ভাই।
বোধানন্দ দেখতে নারে দুই চোখে ওই ছেলেটারে
কোন কোলে বসে কোলে সাধটা মনে তাই॥

বোধানন্দনাথ।

প্রভো, এ দাস কি কার্য্য করিবে? *

(শ্রীমতী বেসান্তের বক্তৃতাবলম্বনে)

আপনাদের অনেকেরই মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে "আমাদের দৈনিক জীবনে কিরূপে ভগবানের সেবা করা যায়? কি করিলে তাঁহার সেবা হয়? আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপর তিনি কোন কার্য্যের ভার দেন কি?"

আমি আজ এ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলিব। সর্ব্বাগ্রে আমাদের দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে;—১ম, সেবা করিবার একটা দৃঢ় ও বলবতী ইচ্ছা থাকা চাই। ২য়, সর্ব্বদা তাঁহার নিদেশের প্রতীক্ষা করিয়া থাকা চাই। যাঁহারা ভগবৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চান, তাঁহাদের এই দুটি গুণ আগে থাকা চাই। কারণ, যাহারা কাজ খোঁজে, তাহারা নিশ্চয়ই কাজ পায়।

* "Lord, what wilt thou have me to do?" শিরোনাম দিয়া শ্রীমতী আনি বেশান্ত কাশীধামে সম্প্রতি যে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারই সারাংশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল।—লেখক।

কান পাতিয়া থাকিলেই, তাঁহার নিদেশ শোনা যায়। মনে করুন দুই জন লোক একরূপ অবস্থাপন্ন, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমান, কিন্তু প্রভেদ এই যে একজন সদাই কাজ খুঁজিতেছে, কাজের প্রতীক্ষায় আছে এবং ছোটই হউক, বড়ই হউক, যখন যে কাজ পাইতেছে, সানন্দে করিতেছে; আর একজন কাজ খুঁজিয়া লইতে উৎসুক নয়, চুপ চাপ বসিয়া আছে এবং বাধ্য না হইলে বড় একটা কিছু করে না। দেখিবেন যে প্রথম ব্যক্তি যে সময়ের মধ্যে বারটি কাজ পাইয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি হয় ত সেই সময়ের মধ্যে একটিও পান নাই।

যে ব্যক্তি সদাই কাজের প্রতীক্ষা করে এবং ছোট ছোট কাজগুলি আসিবামাত্রই সম্পন্ন করে, সে ক্রমে বড় বড় কাজ পায়। কোনও কাজ আসিলেই ভাবিবেন "এ তাঁহারই নিদেশ"। এই নিদেশ বাক্য শুনিবার জন্য সদাই উৎসুক ও উৎকর্ণ থাকিবেন। মনে করুন আপনার কোনও প্রিয়তম বন্ধুর বিরহে আপনি কাতর। প্রতিমুহূর্ত্তে বন্ধুর আসিবার সম্ভাবনা আছে। এ অবস্থায় তাঁহার পদশব্দ শুনিবার জন্য আপনি যেমন সদাই কান পাতিয়া থাকেন, সেইরূপ কাজের ভার পাইবার জন্য সদাই উৎকণ্ঠিত থাকিবেন, কারণ ইহাই সেই পরম প্রিয়তমের পদধ্বনি!

মনে রাখিবেন, কাজ করিবার দৃঢ় ইচ্ছা এবং কাজ পাইবার জন্য সদাই উদ্গ্রতা, ব্যগ্রতা, এই দুইটি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যাঁহার এই দুইটি আছে, তিনি তৎপরে কি করিবেন? তাঁহার যোগ্যতা ও শক্তি কতদূর, কি কার্য্য তাঁহাদ্বারা সুচারুরূপে হইতে পারে তাহাই স্থির করিবেন। কারণ, সকলে সকল কাজ উত্তমরূপে করিতে পারে না। কেহ এক প্রকার কাজ ভাল করিতে পারে, অপরে অন্য প্রকার কাজ ভাল করিতে পারে। কিন্তু চেষ্টার দ্বারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজ যে করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব [illegible] কোন্ কাজের উপযুক্ত তাহা স্থির [illegible] অন্যের তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা [illegible] করিয়া দেখিতে হইবে। তিনি যে [illegible] পরিবারে, যে সমাজে, যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ধনীর ঘরে [illegible] দরিদ্রের [illegible] বিদ্বানের বংশে বা মূর্খের বংশে [illegible] তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব [illegible], শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, সচ্চরিত্র [illegible] তাঁহাদের [illegible] অভাব [illegible] এগুলি [illegible] তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে। কারণ, নিশ্চয় জানিবেন আমরা যে পরিবারে [illegible] সমাজে বা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করি, [illegible] আমাদের [illegible]। ভগবান্ অকারণ আমাদিগকে একটি বিশেষ পরিবারে বা সমাজে স্থাপন করেন [illegible] সে অবস্থাটি আমাদের উন্নতির পক্ষে [illegible] ও উপযোগী, [illegible] ঠিক সেই অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে স্থাপন করেন; ইহা আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না বলিয়াই ভাবি, এ ব্যক্তি কি ভয়ানক প্রতিকূল [illegible] মধ্যেই জন্মিয়াছে! এত শক্তি, এত [illegible], এত বিদ্যা বুদ্ধি, সবই বৃথা [illegible] তাহা ব্যবহার করিবার ক্ষেত্র পাইল [illegible] কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যে যে অবস্থার মধ্যে জন্মিয়াছে, তাহাই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের

মধ্যেই তাহার অসামান্য শক্তির যথাসাধ্য ব্যবহার করা তাহার কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া, (ছোট কাজের প্রতি অবজ্ঞা বা তাচ্ছল্য করিয়া) যদি সে বড় কাজের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, তাহা হইলে সে সে জীবনে ভগবানের কাজ করিল না। একটি উদাহরণ দিতেছি। আপনারা বোধ হয় মিষ্টার ব্রাড্‌লাফের নাম জানেন। ইনি নিম্নশ্রেণীতে ও দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছিলেন, লণ্ডন আফিসের একজন সামান্য মুহুরির পুত্র ছিলেন। কিন্তু ইঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। এরূপ শক্তিমান পুরুষ এমন নিম্ন শ্রেণীতে জন্মিলেন কেন? তবে কি তিনি প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে জন্মিয়াছিলেন? তা নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার অনেক শক্তি ছিল। কিন্তু তিনি ঐ শক্তির সদ্ব্যবহার করেন নাই। গরিব দুঃখীদিগের দুঃখ বিমোচনে যত্নবান না হইয়া তাহাদের অনাদর ও অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় দেখিলেন তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ করা প্রয়োজন, যতক্ষণ না সে গরীব দুঃখীদিগকে নিজের তুল্য ভালবাসিতে শিখিবে, ততক্ষণ তাহার মঙ্গল নাই, উন্নতি নাই। তাই কৃপাময় তাহাকে এই শিক্ষা দিবার জন্যই গরিবের ঘরে আনিলেন। ব্রাড্‌লাফ এবার গরিবদিগকে প্রাণের তুল্য ভালবাসিলেন, সমগ্র শক্তি তাহাদেরই জন্য নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার জীবন ধন্য হইল! মঙ্গলময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল!! যদি ব্রাড্‌লাফ্ ভাবিতেন "আমার এত শক্তি এরূপ ছোট কাজে ব্যয়িত করিব না। বিরাট রাষ্ট্রীয় বা জাগতিক কার্য্যই আমার পক্ষে উপযুক্ত।" এই ভাবিয়া যদি তিনি বসিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ভগবানের কাজ করা হইত কি?

অতএব, যে অবস্থার মধ্যেই তিনি আনুন না কেন, বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। নিশ্চয় জানিবেন তাহাই আপনার ঠিক উপযোগী। তার পর নিজের শক্তি ও যোগ্যতা বুঝিয়া লইয়া কাজে লাগিয়া যাইবেন। এখন কাজের কথা। কি কাজ আরম্ভ করা যাইবে? অধিকাংশ লোকই গৃহস্থ, স্ত্রীপুত্রপরিবার আছে। মনে রাখিবেন, **গৃহই গৃহস্থের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মক্ষেত্র।** যে সকল জীবকে তিনি আমাদের সহিত এত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের কাজই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এই কাজ করিয়া যদি সময় থাকে, তবে অন্য কাজ। নচেৎ নয়। যদি বলেন পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য কি? তাহাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—সর্ব্ববিধ উন্নতির ভার আপনার উপর। আজকাল ভারতীয় পরিবারের মধ্যে কাজ যথেষ্ট আছে, সব করিয়া উঠা যায় না। আপনারা পুত্রদিগকে লেখাপড়া শিখান, কিন্তু কন্যাদিগের জন্য সেরূপ যত্ন করেন কি? আপনাদের ভ্রাতারা শিক্ষিত হইয়া যে আনন্দ ও উপকার লাভ করেন, ভগিনীগণেরও কি তাহাতে অধিকার নাই? অতএব এই একটি বিশেষ কাজ রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি উল্লেখ করিলাম মাত্র। এরূপ কাজ অনেক রহিয়াছে। যদি বলেন "যাহার সংসার নাই সে কি করিবে?" তিনি একটি কৃত্রিম সংসার গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। আশপাশের বা পাড়া-পড়শীর বা গরিব দুঃখীর ছেলে পুলে লইয়া তাহাদের উন্নতিবিধান করিবেন। কিন্তু এইরূপ কৃত্রিম সংসারের

চেয়ে স্বাভাবিক সংসারই ভাল। ইহা ছাড়া সকলের পক্ষেই আর একটি উপায় আছে। সকলেই কোন না কোন লোককে শিখাইতে পারে। একজন মহাত্মা বলিয়াছেন "মানুষ-মাত্রই আপনার অপেক্ষা অল্পজ্ঞানী লোক দেখিতে পায়।" কিন্তু এই যে অপরকে শিক্ষা দেওয়া, অপরের অজ্ঞতা দূর করা—এ কার্য্যটি খুব বিনয়, নম্রতা ও শিষ্টতার সহিত করিতে হইবে। সাবধান, যেন ঔদ্ধত্য বা গর্ব্বের লেশমাত্রও না থাকে। তাহা হইলেই আপনার উদ্দেশ্য বিফল হইবে, কারণ শ্রোতা চটিয়া যাইবে, আপনার কথা শুনিবে না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার ছোট ছোট কাজ করিয়া যাঁহারা বড় কাজের উপযুক্ত হইয়াছেন, বড় কাজ করিবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা যাঁহাদের জন্মিয়াছে, (তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য) প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে নীচ বা অপ্রীতিকর কাজ করিতে দেওয়া হয়। এই কাজগুলি তাঁহারা সানন্দে ও সাগ্রহে করিলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতএব, জীবনের এই নিয়ম করিয়া লউন, যে কার্য্য পাইবেন, তাহা ক্ষুদ্রই হউক, আর নীচই হউক, সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া করিবেন। তাহাতেই তিনি আপনার দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও অনুরাগ বুঝিয়া লইবেন এবং উত্তরোত্তর বড় বড় ও ভাল ভাল কাজের ভার দিবেন। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি। একবার লণ্ডনে গিয়া দেখিলাম আমাদের প্রধান কার্য্যালয়ের দরজায় একজন ধীর-প্রকৃতি, প্রশস্ত-ললাট, উজ্জ্বল-চক্ষু যুবক দরজা খুলিবার ও বন্ধ করিবার কাজে নিযুক্ত রহিয়াছেন। পরিচয় লইয়া জানিলাম তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি, মাসিক প্রায় ৭০০৲ টাকা আয়ের একটি কর্ম্ম অবাধে ত্যাগ করিয়া সোসাইটির সেবা করিবার জন্য আসিয়াছেন। কিন্তু তখন অন্য কোনো কাজ না থাকায়, তিনি সানন্দে ও সাগ্রহে সেই দারবানের কাজ করিতেছিলেন, আগন্তুকদিগের জন্য সমস্ত দিন দরজার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এই ব্যক্তি এখন সোসাইটির একজন প্রধান কর্ম্মী। এই রকম হওয়া চাই। কাজ যতই তুচ্ছ হউক, নীচ হউক, প্রাণ দিয়া করা চাই। তবেই ভবিষ্যতে তাঁহার উপযুক্ত সেবক হওয়া যায়।

এইটি বড় কাজ, এইটি ছোট কাজ—এই ধারণা মনে থেকে একবারে উন্মূলিত করুন! কাজের বড় ছোট বা উচ্চ নীচ নাই। কারণ, সবই এক কাজ, তাঁহারই কাজ; সুতরাং সব কাজই পবিত্র, সব কাজই প্রয়োজনীয়। একটা প্রকাণ্ড কলে নানা অংশ থাকে, বড় বড় চাকা থাকে, ছোট ছোট চাকাও থাকে। কিন্তু সকল চাকাগুলিই যদি স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য না করে, তাহা হইলে কলটি চলে কি? কলটি সুন্দররূপে চালাইবার জন্য, কি ছোট কি বড়, সকল চাকারই সমান প্রয়োজন। সেইরূপ, জগৎকে ক্রমোন্নতি-পথে পরিচালিত করিবার জন্য, সকল কাজই তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়, পবিত্র ও গৌরবজনক।

আর এক কথা। কেবল নিজে কাজ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, অপরকেও শিখাইতে হইবে, সঙ্গী করিয়া লইতে হইবে। মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা বড় কঠিন। সাবধান, যেন সমকর্ম্মীদিগের প্রতি কদাপি ঈর্ষ্যা না আইসে! সকলেই ভাই ভাই, সকলেই তাঁর সেবা করিতেছি। আপনি যে কাজটি

করিতেছেন, যদি দেখেন অপর কোন ভাই তাহাই উত্তমরূপে করিতেছেন, বেশ কথা, আপনি তাঁহাকে উহা করিতে দিয়া স্বয়ং অন্য কাজ গ্রহণ করুন। সবই যে এক, একই কাজে নিযুক্ত, ইহাতে আমার তোমার নাই, সবই তাঁর, অতএব তোমার কাজও আমার কাজ, আবার আমার কাজও তোমার কাজ, এই ভাবে সদাই অনুপ্রাণিত থাকিবেন এবং সঙ্গীদিগকেও অনুপ্রাণিত করিবেন। যাহারা এই বিশ্বকর্ম্মের ভাবটা ঠিক ধারণা করিতে পারে নাই, যাহারা আড়-আড় ছাড়-ছাড়, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকেই শিক্ষা দিবেন, নিষ্কাম কর্ম্মস্রোতে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। কর্ম্মীর সংখ্যা বড়ই কম। কর্ম্মী যতই বাড়াইতে পারেন, ততই মঙ্গল, ততই আগামী বোধিসত্ত্বের পথ পরিষ্কৃত হইবে। প্রথমে কর্ম্মটি (জীবের ক্রমোন্নতি সাধন) কি রূপ, কত বিশাল, প্রকাণ্ড, জাগতিক, তাহার একটা মোটামুটি অথচ পরিষ্কার ধারণা করুন। তারপর আপনার দ্বারা কতটুকু হইয়া সম্ভব বুঝিয়া লউন। তারপর নানা বিভাগের জন্য নানা প্রকার কর্ম্মী তৈয়ার করুন। যে যে কাজটি করিতে পারে বা ভালবাসে, তাহাকে তাহাই করিতে দিন ; এবং যে কাজটি সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রীতি-কর, কঠিন, বা নীচ, কেহই করিতে চায় না, সেইটিই নিজের জন্য রাখুন। মনে রাখিবেন আপনি সকলের দাস—চাকর ; সদাই কর্ম্মী-দিগের আজ্ঞাবহ হইয়া পাশে পাশে থাকিবেন এবং যে কার্য্যটি হেয় বা ক্লেশকর বলিয়া তাঁহারা ত্যাগ করিবেন, আপনি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া তাহাই সম্পন্ন করিবেন। এইরূপেই আপনি সেই সর্ব্বপালক, সর্ব্বধারক, ও সর্ব্ব সেবকের কাজ করিতে পারিবেন। এইরূপেই আপনি সেই দয়াময়ের উপযুক্ত কর্ম্মচারী হইবেন, যিনি সকলেরই সেবা করিতেছেন, যিনি কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষীকেও উপেক্ষা করেন না, যিনি অস্পর্শ ক্রিমি-কীটকেও বুকে ধরিয়া সবার চেয়ে নীচ ও ছোট হইয়া আছেন!!

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী, বি,এ।

গয়াধামে গদাধর-পাদপদ্ম।

ফল্গুতীরে শ্রীমন্দিরে শ্রীগদাধরের পদ্মপদ আছে। সে খানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাঁহারা মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন কিন্তু, সেই মুক্তিদাতার চরণ, নাই কোথায়? তিনি ত সর্ব্বতঃ পাণিপাদং, এত তাঁহারি শ্রীমুখের উক্তি, তোমার আমার কথা ত নয়—তবে এত দেশ থাকিতে গয়ায় যাইব কেন?—যাইবার প্রয়োজন আছে—গয়াধামে যে মুক্তি লাভ হয়, সে শুধু ভগবানের কৃপা-লব্ধ নয়, তাহা ভক্তের মহিমা-লব্ধ—তাই অত সহজ। ভক্ত আপনাকে পরের তরে দিয়া জগতের নিস্তারের পথ করিয়া গিয়াছেন। সেই বীর ভক্তের—সেই বীর সাধকের জীবন কাহিনী বলিব।

সত্যযুগে গয় নামে এক মহাসুর ছিলেন। অসুরকুলে জন্মিলে কি হয়? ভাগ্যটা—

জন্মগত নয়—কর্ম্মগত। জন্মজন্মান্তরে জীব যেমন কর্ম্ম করে, তাহারি সঞ্চিত ফল পরবর্ত্তী জন্মসমূহে ভোগ করিয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জিত কৃত-কুকর্ম্মের কঠোর ফলগুলা শ্রীভগবানের—শ্রীগুরুদেবের—চরণাশ্রয়ে নষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু এ সংসার-পঙ্কিল-হ্রদমগ্ন জীবগণের কয়জনের অদৃষ্টে সে শুভ যোগ ঘটে!—ঘটিলেও কয় জনের সে কৃপা বারি গ্রহণের লালসা হয়? সে বারি পাইলে, অঙ্গের সঞ্চিত পঙ্ক ধৌত করা যায় বটে—কিন্তু জল লয় কয় জন?—তাহার পরে সঞ্চিত মল ধৌত করা—সেত বহু দূরের কথা। তাই শ্রীভগবান, প্রিয়সখা অর্জ্জুনের নিকট—বলিয়াছিলেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

"হাজারের মাঝে কভু একজন,
সাধনে করে যতন,
সাধনের ফলে সিদ্ধি লাভ হ'লে
তাঁতে মগ্ন করে মন।
সাধনেতে সিদ্ধি লভে যাঁরা সবে
তা'র মাঝে ভাগ্যবান,
দুই এক জন সিদ্ধি দূরে রাখি
মোর পায় দেয় প্রাণ।
সেই ভাগ্যবান মোর তত্ত্ব জানে
আর কিছু নাহি চায়
সংসার সব সংসারে রাখিয়ে
প'ড়ে থাকে মোর পায়।"

অসুর-বংশে জন্মিয়াও গয়া সেইরূপ ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁহার ছিল সকলই—ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, দারা-পুত্রাদি পরিজন—সংসারের সুখ-দুঃখ-সম্পদ-বিপদ কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহার সে সুখ-দুঃখ-বিপদসম্পদ, সকলেই তুল্য বোধ হইত। তিনি নিরন্তর ভাবিতেন যাহা আমার প্রাণবল্লভ দিয়াছেন তাহার সবই ভাল যাহা দিবেন তাহাও ভাল—এ সংসারের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ মনের ভ্রান্তি বই আর নয়। আমি যাহাতে সংসারের অনিত্য সুখ পাই—আর এক জন তাহাকেই দুঃখ মনে করে—তবে এ সুখ দুঃখ মনের ভুল বই কিছু নয়—সেই আনন্দ-কন্দের চরণ বই অন্য আনন্দের আশা দুরাশা মাত্র। এই কথা চিন্তা করিতে করিতে একদা গয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের চরণ-দর্শন-মানসে কোলাহল নামক পর্ব্বতে তপস্যা করিবার জন্য গমন করিলেন।

তপস্যায় কত দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে তাঁহার চিত্ত-মন, প্রাণের সঙ্গে মিলিয়া আবেশের পথে ধাবিত হইল। গয়া প্রাণবল্লভের চরণযুগল অন্তরে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইল—বাহ্য-জ্ঞান তিরোহিত হইল।

এদিকে দেবগণ, তাঁহার সেই অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মলোক বেদধ্বনিতে পূর্ণ; ব্রহ্মা সৃষ্টি চিন্তায় ব্যাপৃত। এমন সময়ে দেবগণ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—"পিতামহ, ঘোর বিপদ উপস্থিত। গয়াসুর ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে দারুণ তপস্যা করিতেছে তাহার তপঃসিদ্ধি হইলে সে দৈববলে বলী হইয়া আমাদের অধিকার অপহরণ করিবে। এখন উপায় কি?" ব্রহ্মা হাসিলেন, বলিলেন "চল বিষ্ণুর নিকট যাই।"

বৈকুণ্ঠে মণিমন্দিরে বিষ্ণু লক্ষ্মীর সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন। নারদ ও তুম্বুরু বীণাযোগে হরিগুণ গান করিতেছেন, এমন সময়ে লোকপিতামহ

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তথায় উপনীত হইলেন। দেবগণ প্রণত হইয়া, পরে সাশ্রু নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন! ভগবান তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন "বৎস, ইন্দ্র, তোমরা এত কাতর কেন? গয়ের তপস্যায় তোমাদের ভয়ের উদয় হইয়াছে? বৎস, বৈষ্ণব কখন পরপীড়ক হয় না। তাহার প্রাণ ইন্দ্রত্বাদির প্রয়াসী নয়।

"সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

আমার ভক্ত আমার চরণসেবা ব্যতীত অন্য পদের কাঙ্গাল নয়। যদি আমি তাহাকে, সালোক্যাদি মুক্তিপদ দিতে চাই, তাহাও সে গ্রহণ করিতে চায় না। ভক্ত, বৈকুণ্ঠবাস চায় না, চায় আমাকে। ইন্দ্রত্ব ত অতি তুচ্ছ, যদি আমি তাহাকে আমার তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী করিতে চাই, তাহাও তাহার গ্রাহ্য নয়। যাই হউক, সে অনেক দিন তপস্যা করিতেছে, আমায় হৃদয় মধ্যে পাইয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া বসিয়া আছে, এই বার চল তোমাদের দেখাইব সে কি চায়!

এই বলিয়া, ভগবান দেবগণের সঙ্গে কোলাহল পর্ব্বতে গমন করিলেন। গয় আত্মানন্দে বিভোর। বাহ্যজ্ঞান নাই। নারায়ণ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন নিজ হৃদ্‌কমল শূন্য দেখিয়া তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—দেখিলেন প্রাণের দেবতা দেবগণের সঙ্গে সম্মুখে। তিনি তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন—"নাথ, কৃপা করিয়া ত হৃদয়-কমলে আসন করিয়াছিলে, আবার ছাড়িলে কেন? অধমের পূজা কি ভাল লাগিল না? তাই আমায় ছাড়িয়া যাইবে?" বিষ্ণু বলিলেন—"না, বৎস, তোমার কাছে আমি চিরকালই থাকিব. তুমি সাধ মিটাইয়া পূজা করিও। এখন আর যাহা বাঞ্ছা হয় প্রার্থনা কর। যদি তোমার অভীপ্সিত হয় আমি আমার বৈকুণ্ঠও তোমায় দিতে পারি। অতএব বল, ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি তোমার কোন পদ প্রার্থনীয়।"

গয় সঙ্কোচনে বলিলেন—

"কেন, নাথ, নিজ দাসে করহ ছলনা?
ইন্দ্রপদ, ব্রহ্মপদ না করি কামনা।
পেয়েছি তোমার পদ হৃদয়-মাঝারে,
চিরদিন প্রেমপুষ্পে সাজাইব তা'রে।
তবে যদি দিবে বর অখিলের পতি,
দেহ মোর করি' দাও সুপবিত্র অতি।
দেবতা ব্রাহ্মণ আর তীর্থশিলাচয়,
দেখিলে জীবের হয় যত পুণ্যোদয়,
যোগ, ন্যাস, কর্ম্ম, ধর্ম্ম করিয়া সাধন,
যেই ফল লাভ করে ভবে নরগণ,
সেই সব ফল হো'ক দেখিলে আমায়,
ইহা বই অন্য বর প্রাণ নাহি চায়।"

ভগবান—বলিলেন "তথাস্তু। কিন্তু বৎস, তোমার দেহ যখন, আমার পদে অর্পণ করিয়াছ তখন ত এ দেহ স্বভাবতঃ পবিত্রই হইয়াছে?—তবু এ বর প্রার্থনার উদ্দেশ্য কি?"

গয় বলিলেন—"নাথ, জীবের কষ্ট দেখিয়া প্রাণ বড় আকুল হয়, তাই মনে করিয়াছি তোমার নাম গান করিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইব। আর মানব, দানব, পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ, সকলে তোমার নাম শুনিয়া, আর তোমার শ্রীচরণ-স্পর্শে পবিত্র আমার এই দেহ দেখিয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারিবে। তাহাদের সেই সুখ স্মরণ করিয়া আমি অতুল আনন্দ লাভ করিব।" এই বলিয়া গয় শ্রীভগবানের নাম

গান করিতে করিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

এদিকে যমরাজের ঘোর বিপদ উপস্থিত। গয়কে দর্শন করিয়া নরকনিবাসী পাপীগণ বৈকুণ্ঠে গিয়াছে! পৃথিবীর মানব, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলেই দেহাবসানের পর বৈকুণ্ঠে যাইতেছে, কেহই আর নরকে গমন করে না। তখন ধর্ম্মরাজ আকুল হইয়া দেবগণের সঙ্গে আবার ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—"চল, গয়কে নিরস্ত করা যাউক।" এই বলিয়া সকলে, গয়ের অন্বেষণে বাহির হইলেন। গয় "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছেন—তাঁহকে সম্মুখে পাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"বৎস, গয়, আমি একটি যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, তুমি আমায় কিছু ভিক্ষা দাও।" গয় বলিলেন—"দয়াময়, আমার যাহা কিছু দিবার শক্তি আছে তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।" ব্রহ্মা বলিলেন—"তোমার বিশাল দেহটি দাও! আমি উহারই উপর যজ্ঞেশ্বরের আবাহন করিয়া যজ্ঞ করিব।" গয় শয়ন করিলেন। ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম-শিলা আনিয়া তাঁহার সেই বিশাল দেহের উপর চাপা দিলেন। গয় পাষাণের ভারে ছটফট করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ সকলে সেই প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু সে ভারেও গয়ের চাঞ্চল্য গেল না, বরং আরও বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে দেবগণের স্তবে, শ্রীভগবান আসিয়া তাঁহার মস্তকোপরি পদার্পণ করিলেন। তখন গয় নিশ্চল হইলেন। প্রেমাবেশে তাহার দেহের চলৎ-শক্তি লোপ হইল। ভগবান বলিলেন—"গয়, আমি তোমার অন্তরে চিরদিন আছি, যত দিন এই ধরাধাম থাকিবে, আকাশে চন্দ্রসূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রগণ থাকিবে, তত দিন আমার এবং দেবগণের চরণ চিহ্ন তোমার এই দেহে থাকিবে। এই স্থানে আসিয়া যে আমার পদে—তোমার শিরে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে, তাহার পিতৃগণ নিশ্চয় মুক্তিভাগী হইবেন। সেই হইতেই এই গয়াক্ষেত্রের উৎপত্তি। এই পুণ্যক্ষেত্রের পরিমাণ পঞ্চ ক্রোশ, তাহার মধ্যে গয়-শীর্ষ এক ক্রোশ। পূর্ব্বে এখানে লোকালয় ছিল না। অনেকে বলেন "গয়া বৌদ্ধদিগের তীর্থ। ভগবান বুদ্ধদেবের সময় হইতেই ইহা পুণ্য-ক্ষেত্র হইয়াছে। সে কথা ঠিক নয়। বাল্মিকী প্রণীত রামায়ণে লিখিত আছে—

"এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানাং অপি কশ্চিৎ গয়াং ব্রজেৎ।"

এবং ব্যাসদেবের মহাভারতেও এই পুণ্য-ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয়ও এখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র গয় এখানে নগর স্থাপন করেন। মালবাধীশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই গদাধর-পাদপদ্মের জন্য সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীগয়াধাম সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

অকিঞ্চন।

সাময়িক সংবাদ সঙ্কলন ও সমালোচনা।

প্রাপ্তিস্বীকার।—আমরা বহুদিন হইল, বাবা প্রেমানন্দ ভারতী প্রণীত Sree-krishna, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম্, এ. বি, এল, মহাশয় প্রণীত পৌরাণিক-কথা প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ, পাইয়াছি, গ্রন্থকারগণ ও গ্রন্থ প্রকাশকগণ আমাদিগকে এ সকল গ্রন্থ গৃহস্থে সমালোচনা করিতে দিয়াছেন এ কথা বলিতে পারি না। আমা-দিগকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন, বলিয়াই আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা ঐ সকল গ্রন্থ পড়িয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, আমাদের পাঠক-বর্গকে তাহার অংশী করিবার জন্ম আমা-দের হৃদয়োচ্ছ্বাস এ স্থলে প্রকাশ করিব।

Sree Krishna the Lord of Love. —*By Bábá Premánand Bhárati.* এই গ্রন্থখানি নিউইয়র্কের কৃষ্ণ-সমাজ হইতে প্রকাশিত।

আমাদের প্রাণবল্লভের মহিমা আজ পৃথিবীর অপর পারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রাণে বড়ই আনন্দোদয় হইবে। গ্রন্থকার কৃপা করিয়া স্বহস্তে এ গ্রন্থ খানি আমাদিগকে দিয়াছেন, আমরাও ইহা সেই প্রেমময়ের আশীর্ব্বাদস্থানে শিরোধার্য্য করিয়াছি। গ্রন্থখানির ছত্রে ছত্রে সুধা ক্ষরিত হইতেছে। যখন গ্রন্থকার বলেন (১৬পৃঃ) "From Krishna have we all come and Krishnaward are we all tending. And all our actions, good, bad or indifferent, are but the feeble steps with which we are all endeavoring to cover the journey back to Krishna—our Home, Sweet Home!—our ever-beloved Home." তখন প্রাণ বলে, আমরা কৃষ্ণদাস এই কথাটি ভুলিয়াই আমাদের যত দুর্গতি। তাঁহার পদপ্রান্তে পুনর্গমনের পান্থশালা এই পৃথিবী—হেথা আসিয়াছি ঽ'দিনের জন্ম—এখনকার পথ বড় পিছল—পদে পদে পড়িবার ভয়—পড়ি-ও—কেন না আমরা মানুষ বই ত নয়—পড়িলে কি আর উঠিতে নাই?—যা'তে আর না পড়ি, সে জন্ম কি সাবধান হইতে নাই?—যে পড়িয়াছে, তাহাকে কি হাত ধরিয়া তুলিতে নাই? চল ভাই সবাই হরি হরি ব'লে সেই পথে যাই। সাবধান যেন বার বার না পড়ি। আবার যখন তিনি বলেন (৯৩ পৃঃ) "When the surface of a mirror is turned towards the sky, it reflects only that one blue sky. When it is turned to-wards the earth, it reflects many objects. Such is the case with the mirror of the mind. When it is turned inwards to the soul, it reflects its one all pervading colourless radiance and is therefore tranquil and happy. When it is turned outwards, it reflects the many-colored objects and is disturbed by their conflicting attributes." তখন ভাবি আমাদের এই হৃদয়দর্পণটা কবে নির্ম্মল করিয়া তাঁহার পানে ফিরাইয়া ধরিব? গ্রন্থের প্রথমাংশে, মধুর ভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শেষাংশে প্রাণবল্লভের মধুরলীলা দিয়া মধুরেন সমাপ্ত হইয়াছে। শেষাংশ নিজে আস্বাদন না করিলে, বুঝা ভার।

শ্রীষট্পদ।

২। পৌরাণিক-কথা।— এখানি শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম, এ, বি, এল,-কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক থিওসফিক্যাল পবলিসিং সোসাইটি

হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ টাকা। এই গ্রন্থখানি, এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ শ্রদ্ধাস্পদ অঘোর বাবু আমাদিগকে আস্বাদন করিতে দিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সংকলিত হইয়া, কয়েক বৎসর ধরিয়া পন্থা নামক মাসিক পত্রে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানিও সুধাময় শ্রীকৃষ্ণ-কথায় পূর্ণ, সুতরাং স্বভাবতঃই মধুর। তাহার উপর এ সুধাধারা পূর্ণেন্দু হইতে ক্ষরিত। শ্রীভাগবতার্ক হইতে এ চন্দ্রের কৌমুদী উৎপন্ন হইলেও, তাঁহার নিজস্ব কি কিছুই নাই?—পাঠক, একবিন্দু সুধার আস্বাদ গ্রহণ করুন—

"এই জনসমাজে, এই কংসের রাজ্যে, এই গোকুলধামে, প্রেমের বৃক্ষ বৰ্দ্ধিত হইতে পারে না। যেখানে পার্থিব ভাবের সংশ্রব আছে—যেখানে ভেদের জ্ঞান আছে—যেখানে বিষয়ের কীট আশেপাশে ফিরিতেছে—যেখানে গোপগোপীর সহজভাব ফোটফোট হইয়া রহিয়া যাইবে—যেখানে গোপগোপী প্রাণ খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিতে না পারিবে, সেখানে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ কিরূপ হইতে পারিবে? তাই যেন উপানন্দের মুখদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রি তৃণবীরুধম্॥
তত্তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্ক্ত মা চিরম্।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে॥"

অমনি সকলে একবাক্য হইয়া সেই দণ্ডে গোকুল ত্যাগ করিলেন এবং "সর্ব্বকালসুখাবহ" বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন।

"বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈর্দ্ধচন্দ্রবৎ॥
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতিঃ রামমাধবয়োর্নৃপ॥"

বৃন্দাবনে রাজার [illegible] সম্বন্ধ নাই। রাজা প্রজার ভাব নাই। জনসমাজের ঢেউ নাই। সামাজিক ধর্ম্মের [illegible] ঝুঁকি দ্বারা ভাগবদ্ধর্ম্মের সঙ্কোচ নাই। [illegible] জন্য সেখানে ধর্ম্ম-ত্যাগের প্রয়োজন নাই। সেখানে সহজ ভাব। সহজ প্রেম। প্রেমের [illegible] সঞ্চারণ—সহজ বিকাশ। সে প্রেমে কাম নাই, ক্রোধ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই, [illegible] লেশ নাই। মন নাই, বিক্ষেপ নাই। সেখানে একমাত্র মধুর বংশী নাদই বিষয়। অন্য বিষয় নাই।

"শ্যামল [illegible] গিরিগোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে সেই বৃন্দাবন॥"

সেই মধুর [illegible] গোপালের নিৰ্ম্মল অন্তঃকরণে সহজ কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া উঠে। যাহাতে বৃন্দাবনে এই সহজ [illegible] বৰ্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও চরম সীমা প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই নিভৃত জনসমাজশূন্য স্থানকে প্রায় মধুর রসে পূর্ণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের মৃত্তিকা, বৃন্দাবনের তরুলতা, তাহার সেই মধুর ভাব—সেই শুদ্ধ সত্ত্ব, নিৰ্ম্মল আনন্দ [illegible]

আরও একবিন্দু আস্বাদন করুন—

"কামে চেতনের [illegible]—প্রেমে চেতনের পূর্ণ বিকাশ। কাম গরল [illegible] মধু প্রেম বিশুদ্ধ অমৃত। আপাতমনোরম কামের দুর্গন্ধ পরিণাম—কণ্টক, [illegible] প্রেমের [illegible] কণ্টক নিষ্কলঙ্ক সুধাক্ষরণ। কামে আত্মসুখ, আত্মতৃপ্তি, আত্মচরিতার্থতা, আত্মহারা—প্রেমে একেবারে আত্মজ্ঞানশূন্যতা। কামে বিষয়-তৃষ্ণা, প্রেমে বিষয় বিস্মরণ। কাম আপনার সুখে [illegible] সুখী—প্রেম পরের সুখে সুখী। কামে
কামের পূতিগন্ধময় কর্দ্দমে বিষময় হাসি—প্রেমের কণ্টকাবৃত কুঞ্জ [illegible] স্বর্গের নিত্য আনন্দময় পূর্ণ আভা।"

এই পর্য্যন্তই থাক্। আরও বেশী চান পূর্ণেন্দু আশ্রয় করুন।

শ্রীষট্‌পদ।

তারিণী-তত্ত্ব-সঙ্গীত (শ্যামা বিষয়ক পদাবলী) শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী প্রণীত। গ্রন্থখানি সচিত্র ও সুমধুর পদাবলীতে পূর্ণ। আমরা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। তারিণী বাবুকে আমরা এত দিন জ্যোতিষী বলিয়াই জানিতাম, এখন দেখিতেছি তিনি একজন সাধক ও কবি। একটি গান পাঠককে উপহার দিই।

মেঘ—ঢিমেতেতালা।

কি দিয়ে সাজাব মায়ে এ সাজা কি সাজে মায়।
হেরেছে কুবেরের সজ্জা সাজাইতে রাঙ্গা পায়।
চন্দ্র সূর্য্য আঁখি যাঁর পৃথ্বী যে চরণে মার
এ অনন্ত নীলাকাশ যে মায়ের নাল কায়।
জোছনা যাঁহার হাসি ছড়াইছে দশ দিশি
যাঁহার নিঃশ্বাস-বায়ু সদা বহে বসুধায়।
মেঘমালা কেশভার তারাদল রোম যাঁর
বন উপবন নিত্য পুষ্পাঞ্জলি দেয় পায়।
পর্ব্বত যাঁহার ধ্যানে পাষাণ হয়েছে প্রাণে,
তারিণী তাঁহার সজ্জা ভক্তি বিনা কোথা পায়।

বই খানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীষট্‌পদ।

বঙ্গের কবিতা।—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই প্রবন্ধটি সাহিত্য-সভার ১৩১৬ সালের ১৯এ অগ্রহায়ণের অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে সাহিত্যসভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন "বঙ্গের আদি কবির হৃদয়-নিঃসৃত "মধুর-কোমলকান্ত-পদাবলী"র ললিত-ঝঙ্কার বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির বীণায় আজিও ঝঙ্কৃত।" সেই ঝঙ্কার তিনি ভাষা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—আমরা দেখিতে পাইতেছি, সাহিত্যসভা ও সাহিত্য পরিষদ আমাদের দেশের গুপ্ত-রত্ন-সমূহ উদ্ধারে যত্ন করিয়া আমাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিতেছেন। "বঙ্গ-সরস্বতীর সুসন্তান জন কতক বঙ্গবাসী আপনাদের লুপ্ত প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধারকল্পে কত কি করিতেছেন"—তাহা কুমার বাহাদুর আমাদিগকে ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন। সত্য বটে তিনি সকলের নাম করিতে পারেন নাই, কিন্তু এক দিনের অধিবেশনে পাঠ করিবার জন্য যে প্রবন্ধ রচিত, তাহাতে ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত ভাবে লেখা সম্ভব নহে। তিনি এই প্রবন্ধে বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত অথচ সুচারুভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আশা করি গ্রন্থখানি প্রত্যেক বঙ্গবাসীই পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন।

শ্রীষট্‌পদ।

মায়াপুরী।—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ, প্রণীত।—শ্রীভগবানের গুণময়ী-মায়া-গঠিত সেই পুরীর কথাই ইহার আলোচ্য বিষয়। তিনি বলিয়াছেন—"এই মায়াপুরীর নাম বিশ্বজগৎ" "এই বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড—অনন্ত কি সান্ত তাহা লইয়া এখানে বিতর্ক তুলিব না—কিন্তু এই প্রকাণ্ড জগতের যে অংশকে আমার দেহ বলি, উহা সমুদায়ের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র।" —(১ম পৃ) "এই দেহ যাহা আমার আপন, ও বিশ্বজগতের অপরাংশ যাহা আমার পর,

এই উভয়ের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। বিশ্বজগতের এই অপরাংশকে বাহ্য-জগৎ বলিব। এই দেহের সহিত বাহ্য জগতের অনুক্ষণ কারবার চলিতেছে এবং এই কারবারের নামান্তর জীবন। এই কারবার যে ক্ষণে আরব্ধ হয়, সেই ক্ষণে জীবনধারী জীবের জন্ম এবং এই কারবার যে ক্ষণে সমাপ্ত হয়, সেই ক্ষণে তাহার মৃত্যু।"—(২য় পৃ) গ্রন্থকার তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ সুললিত ভাষায় এই জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের মধ্যে বাহ্য জগতের সঙ্গে জীবের সম্পর্কজনিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ-তত্ত্ব বেশ সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়াছেন। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পঠিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলির উপক্রমণিকা। ইহাতে এমন অনেক উক্তি আছে যাহা অবলম্বন পূর্ব্বক বহুক্ষণ ভাবনা করা চলে, এবং সে ভাবনায় প্রাণে আনন্দ-লহরী খেলে। তিনি বলিয়াছেন "মনুষ্য অনেক সময় বিনা উদ্দেশ্যে সুখ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই সুখে তাহার কোনও লাভ নাই, জীবন রক্ষায় এতদ্দ্বারা তাহার কোন আনুকূল্য হয় না, ইহা উদ্দেশ্যহীন সুখ;—ইহা অতি বিশুদ্ধ নির্ম্মল বস্তু, ইহাকে সুখ না বলিয়া আনন্দ বলাই উচিত।" আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া সেই আনন্দ পাইয়াছি। আশা করি, যিনি পরিষদ হইতে, চারি আনা ব্যয় করিয়া একখানি মায়াপুরী সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবেন তিনিও এই আনন্দ পাইবেন।

শ্রীষট্পদ।

ফুটবল।—"আমাদের এই দেহটা হইতেছে একটা প্রকাণ্ড ফুটবল-গ্রাউণ্ড। এই দেহ-জমিতে চব্বিশ ঘণ্টাই ফুটবল খেলা চলিতেছে। ইহার মধ্যেও ওই দুই দল খেলোয়াড় আছে। এক এক দলে গুণতিতেও এগার জন করিয়া আছে। এক দল অপর দলের বিপক্ষও বটে, বলও একটি বই দুইটি নয়। আগে বাহিরের জমির ফুটবলখেলার মোদ্দাখানা বলি, তার পর দেহজমির খেলার সহিত রুজু রুজু মিলাইয়া দিব। *** যাহারা এ খেলা দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই জানে যে, এক দল যদি বলটিকে লইয়া নিরূপিত গণ্ডীর বাহিরে চালাইতে চায়,—"গোল" করিতে যায়, অপর পক্ষ আসিয়া তাহাতে বাধা দিবেই দিবে। বলটিকে গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাইতে এক পক্ষের যেমন চেষ্টা, গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাইতে বাধা দেওয়াই তেমন অপর পক্ষের চেষ্টা। এ চেষ্টা মর্ম্মান্তিক চেষ্টা। বলটিকে গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাইতে পারিলেই এক পক্ষের জয়। সঙ্গে সঙ্গে অপর পক্ষের পরাজয়। ইহাই হইল এ খেলার মর্ম্ম-কথা। এইবার দেহজমির খেলার কথাটা বলি। আমাদের এ দেহটা যে একটা জমি বিশেষ, তাহা আমার কল্পনার কথা নয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা। গীতা পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।"

এই শরীরক্ষেত্রে যে উভয় পক্ষে লড়াই চলিতেছে, তাহাও আমার কল্পনার কথা নহে। সাক্ষাৎ উপনিষদের কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে যে,—আমাদের মধ্যে দেবাসুরে দ্বন্দ্ব নিরন্তরই চলিতেছে। (১।২।১) অর্থাৎ আমাদের ভিতরে দুই প্রকার ভাব,—দেবভাব এবং আসুর ভাব। এক প্রকার

ভাবের চেষ্টা,—সে আমায় দৈবী শক্তিতে সম্পন্ন করিয়া দেহাদির গণ্ডী হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া দেয়। আর এক প্রকার ভাবের চেষ্টা,—সে আমায় আসুরী শক্তিতে সম্পন্ন করিয়া দেহাদি গণ্ডীতেই চিরকুদ্ধ করিয়া রাখে। ফুটবলের মত আমিই (জীবাত্মা) হইলাম তাহাদের বিবাদের বিষয়। আমার (জীবাত্মার) প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে আনন্দময়, কিছুতেই তাহার বিকার নাই। ফুটবলের বলেরও স্বরূপ ঠিক তাই; লাথিই মারো আর বুকেই রাখো—কিছুতেই তাহার বিকার নাই। দেহাদি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকাতেই আমার (জীবাত্মার) নানা নির্য্যাতন; ফুটবলের বলেরও, ওই খেলার জমিটুকুতে যতক্ষণ আবদ্ধ, ততক্ষণই নির্য্যাতন। দেহাদির গণ্ডী ছাড়াইতে পারিলেই আমার (জীবাত্মার) মুক্তি, আমার যাতনার দায়ে অব্যাহতি; ফুটবলের বলেরও ওই খেলার জমির গণ্ডীটুকুর বাহিরে যাইতে পারিলেই মুক্তি,—লাথীর দায়ে অব্যাহতি।

এইবার এগারো এগারো জন খেলোয়াড়ের কথাটাও বলি। আমাদের দেহজমির খেলোয়াড়ও দুই দলে এগারো জন এগারো জন। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, ইহারাই হইল দেহজমির খেলোয়াড়। দেব-ভাবের অনুগত কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এবং আসুর ভাবের অনুগত কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন,—এইরূপ বিভাগ অনুসারে উভয় পক্ষেই এগারো জন করিয়া খেলোয়াড়। এই এগারো জনের মধ্যে 'মন' হইতেছে গোল-কিপার। ফুটবল খেলায় কেবল 'গোল-কিপার'ই হাত-পা দুই-ই চালাইতে পারে; মনেরও গতি অন্তর-বাহির দুই দিকেই সমান। ফুটবল খেলার এগারো জনের মধ্যে গোল-কিপারই প্রধান। কারণ বা ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অন্তঃকরণ বা মনই হইতেছে প্রধান।

পঞ্চদশীতে দেখিতে পাই,—

"মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।"

ফুটবলখেলায় গোলকিপারের বল-কৌশলের উপরই জয়-পরাজয় নির্ভর করে। অন্তঃকরণের বল-কৌশলের উপরই আমাদিগেরও দেহবন্ধন-মোচন নির্ভর করিয়া থাকে। বাপ-সকল! আমার এই কথাগুলা বায়াত্তুরে বুড়ার বেয়াড়া কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, আনন্দ পাইবে। শুধু তাহাই নয়, ইন্দ্রিয় ও মনকে দেব-ভাবের অনুগত করিয়া খেলাইতে পারো তো আসুর ভাবের হাত হইতে তুমি আপনাকে মুক্তও করিতে পারিবে। তখন তোমার খেলা দেখিয়া—সামান্য লোকজনের কথা কি, স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি পর্য্যন্ত প্রীতি লাভ করিবেন। সামান্য মেডেল বা শীল্ডের কথা কি, শ্রীহরির শ্রীপাদ-পদ্মই তুমি পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।"

বঙ্গবাসী।

ইন্দুমাধবের প্রতিভা।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক, এম, এ, এম, ডি, মহাশয়ের নাম প্রায় সকলেই জানেন। যাঁহারা নাম জানেন তাঁহারা তাঁহার কৃতিত্ব যে কতদূর তাহাও জানেন। সেই আমাদের মহা-প্রতিভাশালী ইন্দুমাধব, এক নূতন ব্যাপার করিয়াছেন। সম্প্রতি যে স্বদেশী প্রদর্শনী প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি এক অদ্ভুত চুল্লি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে অগ্নির প্রয়োজন নাই—কাষ্ঠেরও প্রয়োজন নাই—বাষ্পের সাহায্যে রন্ধন হইবে। একেবারে

তিন চারি রকম পাক চলিতে পারে। মেলায় ইহাতে রন্ধন করিয়া দেখান হইয়াছিল। জগদীশ্বর ইন্দুমাধবকে দীর্ঘজীবী করুন।

ফরাসীদেশে ম্যামথ।—দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে, ডাক্স (Dax) হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ দূরে, কতকগুলি মজুর, ইষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে, বালুকাময় মৃত্তিকার ৫।৭ ফুট নীচে কালামাটি-(blue clay)-র মধ্যে একটি হস্তী-জাতীয় মহাকায় জন্তুর কঙ্কালের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা কলিকাতার যাদুঘর দেখিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ কঙ্কাল দেখিয়াছেন। উত্তর এসিয়ায়, সাইবেরিয়ার উত্তরাংশে, ও আলাস্কাতে এইরূপ কঙ্কাল যথেষ্ট আছে, কিন্তু ফ্রান্সে যে ঐরূপ কঙ্কাল পাওয়া যাইবে, তাহা কেহ জানিত না। ফ্রান্সে সমগ্র দেহ পাওয়া যায় নাই, কতকগুলি অস্থি ও দন্ত পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীনতম গোলাপগাছ।—প্রুসিয়া রাজ্যের হিলদেশহিম (Hildesheim) নামক নগরে, একটি গোলাপের গাছ আছে। উহার মূল বৃক্ষটি প্রায় মানবদেহের মত মোটা হইয়াছে। গাছটি নাকি ৭৯৮ অব্দে বিখ্যাত নরপতি সার্লমেন (Charlemagne) স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন। ইহা তত্রস্থ ধর্ম্ম-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে রোপিত আছে। অদ্যাপি ইহা সযত্নে রক্ষিত হইয়া পুষ্প প্রদান করিতেছে।

পণ্ডিত হরানন্দ।—চব্বিশ পরগণার মজিলপুর গ্রাম নিবাসী এবং মজিলপুর স্কুলের পণ্ডিত, হরানন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত ২৭শে শ্রাবণ শনিবার রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভগিনীপতি ছিলেন। ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিতও ইঁহার আত্মীয়তা ছিল। ইনি 'নক্সোপাখ্যান' নামক একখানি গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; বিদ্যাসাগরের সময়ে এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছিল। ইনি বাল্মীকি রামায়ণেরও গদ্য অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। ইনি অতীব তেজস্বী সত্যপর এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি উনিশ বৎসরকাল পুত্রের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন নাই। পচিশ ত্রিশ বৎসর পরেও যদি তাঁহার পূর্ব্বকৃত ঋণের কথা মনে পড়িত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি সে ঋণ পরিশোধ না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। ন্যায়পরতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার এমন ঘটনা তাঁহার জীবনে বহুবারই ঘটিয়াছে। দয়াদাক্ষিণ্যও তাঁহার প্রচুর ছিল। এমন ধর্ম্মনিষ্ঠ, এমন সত্যনিষ্ঠ, এমন ন্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের তিরোধান অতীব মনঃক্লেশকর, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বঙ্গবাসী।

অপূর্ব্ব হ্রদ।—অষ্ট্রিয়া দেশে একটি হ্রদ আছে, ইহা প্রায় দুই ক্রোশ লম্বা ও প্রায় অর্দ্ধক্রোশ প্রশস্ত। ইহার জল প্রায় ১২ ফুট গভীর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই দুই তিন বৎসর অন্তর, সহসা ২।৩ সপ্তাহের মধ্যেই ইহার সমস্ত জল অদৃশ্য হয়। আবার দুই এক মাসের মধ্যেই আপনা আপনি যেমন তেমনি হয়। ভগবানের বিশ্বরাজ্যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে কে জানে?

শিবাজীর গুরু।—রামদাস স্বামী, মহারাষ্ট্র-সম্রাট শিবাজীর গুরু। ইঁহার মতবাদ-প্রচারের জন্য সম্প্রতি মহারাষ্ট্রদেশের স্থানে স্থানে বিশেষরূপ চেষ্টাই হইতেছে। শ্রীধর বিষ্ণু পরাঞ্জপে নামক এক ব্যক্তিই এই অনুষ্ঠানে অগ্রণী। ভক্তাশ্রম প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। সমিতি বসিয়াছে। সমিতির আদেশ,—"ঈশ্বর, গুরু এবং রাজা তিনিই ভক্তি-ভাজন।"

বঙ্গবাসী।

কৃত্তিবাস।—"মহাকবি কৃত্তিবাস রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মভিটায় উপযুক্ত স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি রাণাঘাটের শিক্ষিত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক একটি সভা আহূত হইয়াছিল। সেই সভায় স্থির হইয়াছে, কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষাকল্পে, তাঁহার দোলমঞ্চের উপরে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, উহাতে কবির আরাধ্য দেবতা রাম-সীতার বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং ঐ স্থানে একটি বার্ষিক মেলার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রচুর অর্থ আবশ্যক। সর্ব্বসাধারণের সহায়তা ও সহানুভূতি ভিন্ন, এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃত্তিবাস কেবলমাত্র নদীয়া জেলার কবি নহেন, তিনি সমস্ত বঙ্গের জাতীয় মহাকবি। কৃত্তিবাস-সমিতি প্রত্যেক বাঙ্গালী, প্রত্যেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু, প্রত্যেক বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। যিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা সমিতির সভাপতি রাণাঘাটের মহকুমা-হাকিম শ্রীযুত মুরলীধর রায় চৌধুরী অথবা সম্পাদক শ্রীযুত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। সমস্ত টাকারই যথারীতি প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে।"—আশা করি এই শুভ অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী মুক্তহস্ত হইবেন।

বসুমতী।

মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়।—মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া এক-প্রকার স্থির হইয়াছে; কিন্তু এখনও প্রতিশ্রুত ২৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয় নাই; মিঃ আগা খাঁ জানাইয়াছেন, যে তিনি অসুস্থ না হইলে ভারতবর্ষে আসিয়া, দ্বারে দ্বারে আবার ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইতেন। তিনি মুসলমান নেতৃবর্গকে উৎসাহের সহিত অর্থ সংগ্রহে নিযুক্ত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। প্রতিশ্রুত অর্থ সংগৃহীত হইলেই ২৫ লক্ষ টাকা হইবে। মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে যে আইন হইবে, তাহার মর্ম্ম এই; এখানে সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রকেই সাধারণ শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি করা হইবে; তবে মুসলমান ছাত্র-দিগের জন্য ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিবে। গবর্ণর জেনারেল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার থাকিবেন; অন্যান্য সভ্য মুসলমান হইবে। কলেজের প্রিন্সিপাল ও অপর ৫ জন অধ্যাপক ইংলণ্ড হইতে আনা হইবে। আলিগড় কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে; এখন যে শিক্ষক যে পদে আছেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও তাঁহাদিগকে সেই পদেই রাখা হইবে। ধর্ম্ম বিজ্ঞান, আর্টস, সায়ন্স, প্রাচ্য ভাষা ও আইন সম্বন্ধে ডিগ্রি দেওয়া হইবে।

সঞ্জীবনী।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

পিতোবাচ।

কথিতং মে ত্বয়া বৎস সংসারস্য ব্যবস্থিতম্॥
স্বরূপমপি দেহস্য ঘটীযন্ত্রবদব্যয়ম্॥ ১॥
তদেবমেতদখিলং মমাবগতমীদৃশম্।
কিং ময়া বদ কর্ত্তব্যং এবমস্মিন্ ব্যবস্থিতে॥ ২॥

পুত্র উবাচ।

যদি মদ্বচনং তাত শ্রদ্ধধাস্যবিশঙ্কিতঃ।
তৎ পরিত্যজ্য গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থমনা ভব॥ ৩॥
তমনুষ্ঠায় বিধিবৎ বিহায়াগ্নিপরিগ্রহম্।
আত্মন্যাত্মানমাধায় নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ॥ ৪॥
একান্তশীলো বশ্যাত্মা ভব ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ।
তত্র যোগপরো ভূত্বা বাহ্যস্পর্শবিবর্জ্জিতঃ॥ ৫॥
ততঃ প্রাপ্স্যসি তং যোগং দুঃখসংযোগভেষজম্।
মুক্তিহেতুমনৌপম্যমনাখ্যেয়মসংজ্ঞিতম্॥ ৬॥

এত শুনি' পিতা তাঁ'র বলিলা বচন,—
"বলিলে, যে কথা, বৎস, করিনু শ্রবণ।
ঘটীযন্ত্র নিজে যথা ফিরে অবিরাম,
সে রূপ সংসার-চক্রে নাহিক বিরাম।
দেহেরো স্বরূপ তাই, বুঝিনু নিশ্চয়,
ব্রহ্মাণ্ড সমান এটি নাহি এর ক্ষয়। ১॥
সমুদায় তত্ত্ব আমি বুঝেছি এখন,
কি কর্ত্তব্য এবে মোর কর নিরূপণ। ২।
পুত্র বলে—"পিতা তবে করহ শ্রবণ,
শ্রদ্ধা যদি হয় তাহে, করিও পালন।
গার্হস্থ্য অনেক দিন করিলে পালন,
বানপ্রস্থাশ্রয় হয় উচিত এখন। ৩॥
অগ্নি-পরিগ্রহ-কার্য্য এবে পরিহরি,

যথাবিধি সে আশ্রমে যাও ত্বরা করি'।
জীবাত্মা সংযোগ কর পরম-আত্মায়
পরিগ্রহ, দ্বন্দ্ব বুদ্ধি ত্যজহ ত্বরায়। ৪॥
আত্মারে স্ববশ কর একাহারী হ'য়ে,
ভিক্ষু হও—ভ্রম সদা আলস্য ত্যজিয়ে।
যোগাশ্রয় করি' তথা করহ সাধন
বাহ্যস্পর্শবিবর্জ্জিত হইবে তখন। ৫॥
দুঃখ-সংযোগের যাহা ভেষজ নিশ্চয়,
সেই যোগ পা'বে ইথে নাহিক সংশয়;
অনুপম সেই যোগ বাক্যের অতীত,
মুক্তি হেতু বলি' তাহা জগতে বিদিত।
নিঃসঙ্গ হইবে, পা'বে আনন্দ অপার,
এ সংসার-দুঃখ যা'বে কহিলাম সার। ৬

তৎ সংযোগাম্ন তে যোগো ভূয়োভূতৈর্ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

পিতোবাচ।

বৎস যোগং সমাচক্ষ্ব মুক্তিহেতুমতঃপরম্।
যেন ভূতৈঃ পুনর্ভূতো নৈদৃগ্‌দুঃখমবাপুয়াম্ ॥ ৮ ॥

যত্রাসক্তিপরস্যাত্মা মম সংসারবন্ধনৈঃ।
নেতি যোগময়োগোঽপি তং যোগমধুনা বদ ॥ ৯ ॥

সংসারাদিত্যতাপার্ত্তিবিপ্লুষ্যদ্ দেহি মানসম্।
ব্রহ্মজ্ঞানাম্বু-শীতেন সিঞ্চ মাং বাক্যবারিণা ॥ ১০ ॥

অবিদ্যাকৃচ্ছ্র সর্পেণ দষ্টং তদ্‌বিষপীড়িতম্।
স্ববাক্যামৃতদানেন মাং জীবয় পুনর্মৃতম্ ॥ ১১ ॥

পুত্র-দার-গৃহ-ক্ষেত্র-মমত্ব-নিগড়ার্দ্দিতম্।
মাং মোচয়েষ্ট-সদ্ভাব-বিজ্ঞানোদ্ঘাটনৈশ্চিরম্ ॥ ১২ ॥

যোগের সংযোগ যবে অন্তরেতে হ'বে,
ভূত-পঞ্চ সনে যোগ আর নাহি র'বে।" ৭ ॥

পিতা বলে,—"তবে, বৎস, বলহ আমায়,
মুক্তির নিদান যোগ লোকে কিসে পায়?
সেই যোগমুক্ত হ'লে, পঞ্চভূত সনে
মিলন হ'বে না আর, এ দেহ-মরণে।
হইবে দুঃখের অন্ত, ভবে যাওয়া আসা,
বাঁধিতে নারিবে মোরে সংসারের আশা। ৮ ॥

আত্মা যে নির্লিপ্ত তাহা বুঝেছি নিশ্চয়,
সংসারে আসক্তি কিন্তু আছে অতিশয়।
একবার আত্মা যদি যায় সেই পথে
ফিরা'তে নারিব তা'রে আর কোন মতে।
না পারিলে যোগ-যুক্ত হ'তে এই বার
ভবে আশা যাওয়া মোর ঘুচিবে না আর। ৯ ॥

সংসার-তপন-তাপে দেহ-মন-প্রাণ,
পীড়িত হইয়া মোরে করেছে অজ্ঞান।
তব-বাক্য-বারি-ধারা অতি সুবিমল
ব্রহ্মজ্ঞান-তুষার-মিশ্রিত সুশীতল।
সেই ধারা ঢাল, বৎস, শরীরে আমার,
দেহ-মন-প্রাণ তৃপ্ত হ'বে স্পর্শে তা'র। ১০ ॥

দংশিয়াছে অবিদ্যা-রূপিণী কাল-সাপে
হ'য়েছি মৃতের প্রায় তা'র বিষ দাপে।
তব বাক্যামৃত বই নাহিক উপায়,
বাঁচাও—বাঁচাও,—বৎস, বাঁচাও আমায়। ১১ ॥

পুত্র-দারা-গৃহ-ক্ষেত্র-মমত্ব-শৃঙ্খল
বেঁধেছে আমারে বড় হয়েছি বিকল।
অভীষ্ট সদ্ভাব আর বিজ্ঞানের বলে
সে শৃঙ্খল খোলো ত্বরা প্রাণ যায় জ্ব'লে।" ১২ ॥

পুত্র উবাচ ।

শৃণু তাত যথা যোগো দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা ।
অলর্কায় পুরা প্রোক্তঃ সম্যক্‌পৃষ্টেন বিস্তরাৎ ॥ ১৩ ॥

পিতোবাচ ।

দত্তাত্রেয় সুতঃ কস্য কথং বা যোগমুক্তবান্ ।
কশ্চালর্কো মহাভাগো যো যোগং পরিপৃষ্টবান্ ॥ ১৪ ॥

পুত্র উবাচ ।

কৌশিকো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ প্রতিষ্ঠানেঽভবৎ পুরে ।
সোঽন্যজন্মকৃতৈঃ পাপৈঃ কুষ্ঠরোগাতুরোঽভবৎ ॥ ১৫ ॥
তং তথা ব্যাধিতং ভার্য্যা পতিং দেবমিবার্চয়ৎ ।
পাদাভ্যঙ্গাঙ্গসংবাহস্নানাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥ ১৬ ॥
শ্লেষ্মমূত্রপুরীষাসৃক্‌প্রবাহক্ষালনেন চ ।
রহস্যেবোপচারেণ প্রিয়সম্ভাষণেন চ ॥ ১৭ ॥

পুত্র বলে—"শুন পিতা, বচন আমার,
যোগ-তত্ত্ব বলি আমি করিয়া বিস্তার।
রাজর্ষি অলর্ক যাহা দত্তাত্রেয়-মুখে
শ্রবণ করিয়া মুক্ত হৈলা সর্ব্ব দুঃখে"। ১৩॥
পিতা বলে—"বল, বৎস, আমারে এখন,
কেবা সেই দত্তাত্রেয়? কাহার নন্দন?
কেবা সেই মহাভাগ অলর্ক রাজন্
যোগ-তত্ত্ব জিজ্ঞাসিলা কিসের কারণ?
দত্তাত্রেয় কি কারণে যোগ-তত্ত্ব-সার,
বলিলেন সবিস্তারে সকাশে তাঁহার?" ১৪
পুত্র বলে—"শুন পিতা, অপূর্ব্ব আখ্যান,
আছয়ে সুন্দর পুরী নামে প্রতিষ্ঠান,
সেই পুরে ছিলা এক কৌশিক ব্রাহ্মণ,
[পূ]র্ব-জন্ম-কর্ম্মফলে কাতর সে জন,
কুষ্ঠ রোগ দেহে তাঁর করিল আশ্রয়
রোগ-কষ্টে কাতর সে ছিল অতিশয়। ১৫॥
ভার্য্যা তাঁর ছিল [সা]ধ্বী, মহা পতিব্রতা,
বিকলাঙ্গ পতিকেও ভাবিত দেবতা।
করিতেন পদে [অঙ্গে] তৈলাদি মর্দ্দন,
অঙ্গ-সংবাহন আর স্নান আচ্ছাদন;
ভিক্ষা করি' সদা অন্ন যোগাইত তাঁর
শ্লেষ্ম-মূত্র-পুরীষ করিত পরিষ্কার।
রক্তের প্রবাহ সদা করি' প্রক্ষালন
যন্ত্রণা নাশিতে সতী করিত যতন।
নির্জ্জনে রাখিয়া তাঁরে অতীব যতনে
সেবিতেন নানা উপচারে প্রাণপণে।
নিরন্তর প্রিয় বাক্য করি' সম্ভাষণ
তুষ্ট করিবারে তাঁরে করিত যতন। ১৬-১৭

সততং পূজ্যমানোঽপি তয়াতীব বিনীতয়া।
অতিতীব্রপ্রকোপত্বান্নির্ভৎসয়তি দারুণঃ ॥ ১৮ ॥
তথাপি প্রণতা সাধ্বী তমমন্যত দৈবতম্।
তং তথাপ্যতিবীভৎসং সর্ব্বশ্রেষ্ঠমমন্যত ॥ ১৯ ॥
অচঙ্ক্রমণশীলোঽপি স কদাচিদ্দ্বিজোত্তমঃ।
প্রাহ ভার্য্যাং নয়স্বেতি ত্বং মাং তস্য নিবেশনম্ ॥ ২০ ॥
যা সা বেশ্যা ময়া দৃষ্টা রাজমার্গে গৃহে সতা।
তাং মে প্রাপয় ধর্ম্মজ্ঞে সৈব মে হৃদি বর্ত্ততে ॥ ২১ ॥
দৃষ্টা সূর্য্যোদয়ে বালা রাত্রিশ্চেয়মুপাগতা।
দর্শনানন্তরং সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥ ২২ ॥
যদি সা চারুসর্ব্বাঙ্গী পীনশ্রোণিপয়োধরা।
নোপগূহতি তন্বঙ্গী তন্মাং দ্রক্ষসি বৈ মৃতম্ ॥ ২৩ ॥
বামঃ কামো মনুষ্যাণাং বহুভিঃ প্রাপ্যচেতসঃ।
মমাশক্তিশ্চ গমনে সঙ্কুলং প্রতিভাতি মে ॥ ২৪ ॥
তত্তদা বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তুঃ কামাতুরস্য সা।
তৎপত্নী ব্যাকুলা জাতা মহাভাগা পতিব্রতা ॥ ২৫ ॥

যদিও সে সতী সদা সেবিত সাদরে,
সতত বিনীতা হ'য়ে থাকিয়া গোচরে,
তবু কভু হ'লে তীব্র রোগের যাতনা,
অকারণে নিদারুণ করিত ভৎ'সনা। ১৮ ॥
তথাপি প্রনতা সতী, না হৈত কাতর,
বীভৎস পতিরে ভাবি' দেবতা সোসর। ১৯ ॥
যদিও সে ব্রাহ্মণের না ছিল ক্ষমতা,
গৃহ হ'তে কোন দিন নাহি যেতো কোথা,
তথাপি সে এক দিন বলিল পত্নীরে
দেখিলাম বেশ্যা এক বসিয়া কুটিরে;
রাজপথ দিয়া সেই করি'ছে গমন,
তা'রে দেখি' মন মোর অতি উচাটন।
প্রাতে তা'রে দেখিয়াছি, আসিল রজনী,
ভুলিতে পারিনি মনে গেঁথেছে এমনি।
হে ধর্ম্মজ্ঞে, রাখ এবে আমার বচন,
কোন রূপে ল'য়ে চল তাহার ভবন। ২০-২২
সে চারুসর্ব্বাঙ্গী পীনশ্রোণিপয়োধরা
বিনা মোর প্রাণ এবে ভার হৈল ধরা,
যদি সে তন্বঙ্গী মোরে না করে গ্রহণ,
নিশ্চয় তাহার তরে যাইবে জীবন। ২৩ ॥
একে কাম, চিরদিন নরে প্রতিকূল,
তাহে বহু নর তা'র তরেতে আকুল।
গমন শকতি মাত্র নাহিক আমার,
অতএব, প্রাণে বাঁচা হইয়াছে ভার।" ২৪ ॥
স্বামীর এ হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ,
সতী পতি তরে অতি আকুলিত মন। ২৫ ॥

গাঢ়ং পরিকরং বদ্ধা শুল্কমাদায় চাধিকম্ ।
স্কন্ধে ভর্ত্তারমারোপ্য জগাম মৃদুগামিনী ॥ ২৬
নিশি মেঘাবৃতে ব্যোম্নি চলদ্বিদ্যুচ্চ দৃশ্যতে ।
রাজমার্গে প্রিয়ং ভর্ত্তুশ্চিকীর্ষতী দ্বিজাঙ্গনা ॥ ২৭
পথি শূলে তদাপ্রোতমচোরং চোরশঙ্কয়া ।
মাণ্ডব্যমতিদুঃখার্ত্তমন্ধকারে চ স দ্বিজঃ ॥ ২৮
পত্নীস্কন্ধসমারূঢ়শ্চালয়ামাস কৌশিকঃ ।
বামাঙ্গেনাথসংক্রুদ্ধো মাণ্ডব্যস্তমুবাচ হ ॥ ২৯
যেনাহমেবমত্যর্থং দুঃখিতশ্চালিতো বৃথা ।
ইত্থং কষ্টমনুপ্রাপ্তঃ স পাপাত্মা নরাধমঃ ॥ ৩০
সূর্য্যোদয়েঽবশঃ প্রাণৈর্বিয়োক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ
ভাস্করালোকনাদেব স বিনাশমবাপ্স্যতি ॥ ৩১
তস্য ভার্য্যা ততঃ শ্রুত্বা তং শাপমতিদারুণম্
প্রোবাচ ব্যথিতা সূর্য্যো নৈবোদয়মপৈষ্যতি ।

যতনে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া,
বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে স্বামীরে লইয়া,
সযতনে নিজ স্কন্ধে করিয়া স্থাপন,
ধীরে ধীরে পতিব্রতা করেন গমন। ২৬॥
একে নিশা তাহে ঢাকা মেঘেতে গগন,
অতি অন্ধকার কিছু না হয় দর্শন;
চঞ্চলা চপলা যবে চমকে গগনে
সে আলোকে দেখা যায় পথ সেই ক্ষণে।
সাধিতে স্বামীর প্রিয় চলে দ্বিজাঙ্গনা,
যায় রাজপথে ধীরে সহি' কষ্ট নানা। ২৭॥
চোর সনে চোর ভাবি' মাণ্ডব্য মুনিরে,
পথের ধারেতে দিয়াছিল শূল-শিরে।
ধ্যানভঙ্গে শূল'পরে যাতনা ভীষণ
সহিতে ছিলেন তথা সেই তপোধন।
অন্ধকারে সতী যায় সেই পথ দিয়া
চলচ্ছক্তিহীন পতি স্কন্ধেতে লইয়া।

সেই দ্বিজ দেহ লাগে মাণ্ডব্যের গায়,
নড়িল মুনির দেহ বড় কষ্ট পায়,
বামাঙ্গে আঘাত লাগে তাহাতে মুনির
অতিশয় কষ্ট হ'ল হইলা অস্থির.
অস্থির হইল মুনি, ক্রোধে কাঁপে কায়,
ক্রুদ্ধ হ'য়ে মুনিবর বলিলা তাহায় —২৮-২৯
"যাহার আঘাতে আমি চালিত হইয়া
পাইলাম অতি কষ্ট যাতনা পাইয়া
সেই পাপী নরাধম, কহিনু নিশ্চয়,
মরিবেক সূর্য্যোদয়ে নাহিক সংশয়।
সেইক্ষণে ভাস্করে সে করিবে দর্শন,
সেই ক্ষণে সুনিশ্চয় ত্যজিবে জীবন। ৩০-৩১
ব্রাহ্মণের ভার্য্যা শুনি সে শাপ বচন,
দারুণ শেলের মত অতীব ভীষণ
বলিলা ব্যথিতা হ'য়ে —"কাল যে নিশ্চয়
এ ধরায় না হইবে তপন উদয়। ৩২।

ততঃ সূর্য্যোদয়াভাবাদভবৎ সন্ততা নিশা।
বহূন্যহঃপ্রমাণানি ততো দেবা ভয়ং যযুঃ ॥ ৩৩ ॥
নিঃস্বাধ্যায়-বষট্কারং স্বধাস্বাহাবিবর্জিতম্।
কথং নু খল্বিদং সর্ব্বং ন গচ্ছেৎ সংক্ষয়ং জগৎ ॥ ৩৪ ॥
অহোরাত্র-ব্যবস্থায়া বিনা মাসর্ত্তু সংক্ষয়ঃ।
তৎ সংক্ষয়ান্নত্বয়নে জ্ঞায়েতে দক্ষিণোত্তরে ॥ ৩৫ ॥
বিনা চায়নবিজ্ঞানং কালঃ সংবৎসরঃ কুতঃ।
পতিব্রতায়া বচনান্নোদ্গচ্ছতি দিবাকরঃ ॥ ৩৬ ॥
সূর্য্যোদয়ং বিনা নৈব স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
অগ্নের্বিহরণঞ্চৈব ক্রত্বভাবাশ্চ লক্ষ্যতে ॥ ৩৭ ॥
ন কালেন বিনা চেষ্টির্ন চ যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
নশ্যন্তি সর্ব্বভূতানি তমোভূতে চরাচরে ॥ ৩৮ ॥
নৈবাপ্যায়নমস্মাকং বিনা হোমেন জায়তে।
বয়মাপ্যয়িতা মর্ত্ত্যৈর্যজ্ঞভাগৈর্যথোচিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

সতী বাক্য কার সাধ্য পারে লঙ্ঘিবারে ?
লুকা'লেন দিবাকর ত্যজিয়া ধরারে।
সূর্য্যোদয় অভাবে সতত রহে নিশা
অন্ধকারে নরগণ নাহি পায় দিশা।
বহু দিন এইরূপে রহিল রজনী
পৃথিবী দেখিতে না পাইল দিনমণি।
দেবতাগণের মনে হৈল বড় ভয়
"ভাবে সবে সৃষ্টি নাশ হইবে নিশ্চয়। ৩৩ ॥
স্বাধ্যায় বষট্কার স্বধা স্বাহা আর
ক্ষণ না ঘটি'ছে উচ্চারণ করিবার।
প্রভাত না হ'লে, নহে বেদ-উচ্চারণ
যজ্ঞ পূজা শ্রাদ্ধ আদি না হয় কখন।
এ সব না হ'লে নাহি রহে এ সংসার,
জগতের সবই ক্রমে হ'বে ছার খার। ৪৩ ॥
অহোরাত্র না ঘটিলে মাস নাহি হয়,
মাসাভাবে ঋতু-জ্ঞান না হয় নিশ্চয়,
ঋতুর নিশ্চয় নাহি থাকিলে সংসারে,
অয়ন দক্ষিণোত্তর কে জানিতে পারে ? ৩৫
অয়নের অভাবেতে সংবৎসর গেল
সকল কালের চিহ্ন ক্রমে লুপ্ত হৈল।
গগনেতে উদিত না হৈল দিবাকর
পতিব্রতা বাক্যে সবে হইনু ফাঁপর। ৩৬ ॥
সূর্য্যোদয় বিনা নাহি হয় স্নান দান
হৈল ক্রিয়া-কর্ম্ম-লোপ দেবের সম্মান।
অগ্নির চয়ণ আর কেহ নাহি করে
যজ্ঞ লোপ হৈল দেখি ধরণী ভিতরে। ৩৭ ॥
কালজ্ঞান বিনা ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম নাই,
যজ্ঞাদির লোপে মোরা সবে কষ্ট পাই।
এই রূপে অন্ধকারে থাকিলে সংসার
অচিরে হইবে নষ্ট কি সন্দেহ তা'র ? ৩৮ ॥
হোম বিনা আমাদের নহে অপ্যায়ন,
যজ্ঞ করি মোসবারে তোষে নরগণ। ৩৯ ॥

বৃষ্ট্যাদি নানুগৃহ্ণীমো মর্ত্ত্যান্ শস্যাভিবৃদ্ধয়ে
নিষ্পাদিতাস্বৌষধীষু মর্ত্ত্যা যজ্ঞৈর্যজন্তি নঃ ॥
এবং বয়ং প্রযচ্ছামঃ কামান্ যজ্ঞাদি-পূজিতাঃ
অধো হি বর্ষাম বয়ং মর্ত্ত্যাশ্চোর্দ্ধং প্রবর্ষিণঃ
তোয়বর্ষেণ হি বয়ং হবির্বর্ষেণ মানবাঃ ॥ ৪১
যেঽস্মাকং ন প্রযচ্ছন্তি নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ ।
ক্রতুভাগং দুরাত্মানঃ স্বয়ং বাশ্নন্তি লোলুপাঃ । ৪২ ।
বিনাশায় বয়ং তেষাং তোয়সূর্য্যাগ্নিমারুতান্ ।
ক্ষিতিঞ্চ সংদূষয়ামঃ পাপানামপকারিণাম্ । ৪৩ ॥
দুষ্টতোয়াদিদোষেণ তেষাং দুষ্কৃতকর্ম্মণাম্ ।
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে মরণায় সুদারুণাঃ ॥ ৪৪ ॥
যে ত্বস্মান্ প্রীণয়িত্বা তু ভুঞ্জতে শেষমাত্মনা ।
তেষাং পুণ্যতমাঁল্লোকান্ বিতরামো মহাত্মনাম্ ॥ ৪৫ ॥
তন্নাস্তি সর্ব্বমেতদ্ধি নচোপায়ব্যবস্থিতম্ ।
কথং নু দিনসর্গঃ স্যাদন্যোন্যমবদন্ সুরাঃ ॥ ৪৬ ॥

আমাদের তুষ্টি হ'তে বৃষ্টি-আদি হয়,
বৃষ্টি হ'লে হয় শস্য নাহিক সংশয়।
মোদের কৃপায় নরে শস্য লাভ করি'
তুষ্ট করে মোসবারে যজ্ঞাদি আচরি'। ৪০ ॥
মোরা তুষ্ট হ'য়ে করি কামনা পূরণ,
তা'রা পুনঃ মোসবারে করয়ে পূজন।
অধে ধরণীতে করি বৃষ্টির বর্ষণ
তা'রা উর্দ্ধে করে সদা হবির বর্ষণ। ৪১ ॥
নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নাহি করে যা'রা
নাহি দেয় যজ্ঞভাগ—কষ্ট পায় তা'রা।
না দিয়ে মোদের যেবা করয়ে আহার
ভাগ্যে দুঃখ ঘটে তা'র সন্দেহ কি তা'র? ৪২॥
তা'দের বিনাশ আসে সূর্য্য অগ্নি আর
বরুণ পবন দুখ দেয় সবার।
ধরণী করেন এ'র দোষ ভরা,
নানা কষ্ট পায় ভবে হেন পাপী যা'রা। ৪৩ ॥
দূষিত হইলে জল বায়ু আদি আর,
দুষ্কর্ম্মাকারীরা পায় যন্ত্রণা অপার।
নানা উপসর্গ ঘটি' পৃথিবী-মাঝারে
মরে তা'রা কষ্ট পেয়ে এই ত সংসারে। ৪৪ ॥
মোসবারে করি' তৃপ্ত শেষ ভুঞ্জে যা'রা,
মোদের কৃপায় পুণ্যলোক পায় তারা। ৪৫ ॥
এবে সেই সব দেখ গেল লুপ্ত হ'য়ে,
কি রূপে হইবে দিন দেখ তা ভাবিয়ে।
এইরূপ দেবগণ করে আলাপন
দিবা তরে চিন্তাজলে ভরে সর্ব্ব জন। ৪৬ ॥

তেষামেব সমেতানাং যজ্ঞব্যুচ্ছিত্তিশঙ্কিনাম্।
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৪৭ ॥
তেজঃ পরং তেজসৈব তপসা চ তপস্তথা।
প্রাশাম্যত্যমরাস্তস্মাচ্ছৃনুধ্বং বচনং মম ॥ ৪৮ ॥
পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যান্নোদ্গচ্ছতি দিবাকরঃ।
তস্য চানুদয়াদ্ধানির্মর্ত্ত্যানাং ভবতাং যথা ॥ ৪৯ ॥
তস্মাৎ পতিব্রতামত্রেরনসূয়াং তপস্বিনীম্।
প্রসাদয়ত বৈ পত্নীং ভানোরুদয়কাম্যয়া ॥ ৫০ ॥

পুত্র উবাচ।

তৈঃ সা প্রসাদিতা গত্বা প্রাহেষ্টং ব্রিয়তামিতি।
অযাচন্ত দিনং দেবা ভবত্বিতি যথা পুরা ॥ ৫১ ॥

অনুসূয়োবাচ।

পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যং ন হীয়তে কথং ত্বিতি।
সংমান্যতাং তথা সাধ্বীং তথা প্রেয্যাম্যহং সুরাঃ ॥ ৫২ ॥
যথাপুনরহোরাত্রসংস্থানমুপজয়তে।
যথা চ তস্যা স পতির্ন শাপান্নাশমেষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

যজ্ঞ নাশ ভয়ে ভীত দেবগণে হেরি
বলিলেন প্রজাপতি সার তত্ত্ব স্মরি। ৪৭ ॥
তেজো নাশ করা যায় উগ্রতেজ দিয়ে,
তপস্যা নাশিতে পারি তপস্যা করিয়ে।
প্রশান্ত হৃদয়ে সবে করহ শ্রবণ
যেরূপ এ কষ্ট নাশ হইবে এখন। ৪৮ ॥
পতিব্রতা শক্তিতে না উদে দিবাকর,
তাঁ'র অনুদয়ে নষ্ট হ'বে চরাচর। ৪৯ ॥
যাও সবে পতিব্রতা অনসূয়া পাশ
হইলে তাঁহার কৃপা পূর্ণ হবে আশ।
জান সবে, অনসূয়া অত্রির ঘরণী
পূজ তাঁ'রে, সূর্য্য তেজে ভাতিবে ধরণী।৫০
পুত্র বলে "শুন্ পিতা বচন আমার,
শুনি হেন পায় সবে আনন্দ অপার।
অনসূয়া পদে গিয়া জানায় বেদন,
বলিলেন তিনি—"বর মাগ দেবগণ।"
দেবগণ বলে "সতি, এই বর চাই,
সূর্য্যাভাবে কষ্ট মোরা পাই যে সবাই।
সূর্য্যোদয় হোক পুনঃ এই ত ধরায়,
হলে দিন পুনরায় সবে প্রাণ পায়।"৫১॥
বলিলেন অনসূয়া—"শুন, দেবগণ,
সতীর মাহাত্ম্য কভু না হয় খণ্ডন।
অতএব যা'ব তাঁ'র রাখিতে সম্মান,
করিব আবার অহোরাত্রের সংস্থান।
যেরূপে পতির তাঁর প্রাণ নাহি যায়,
করিতে হইবে কোন এমন উপায়। ৫২-৫৩ ॥

হস্থ
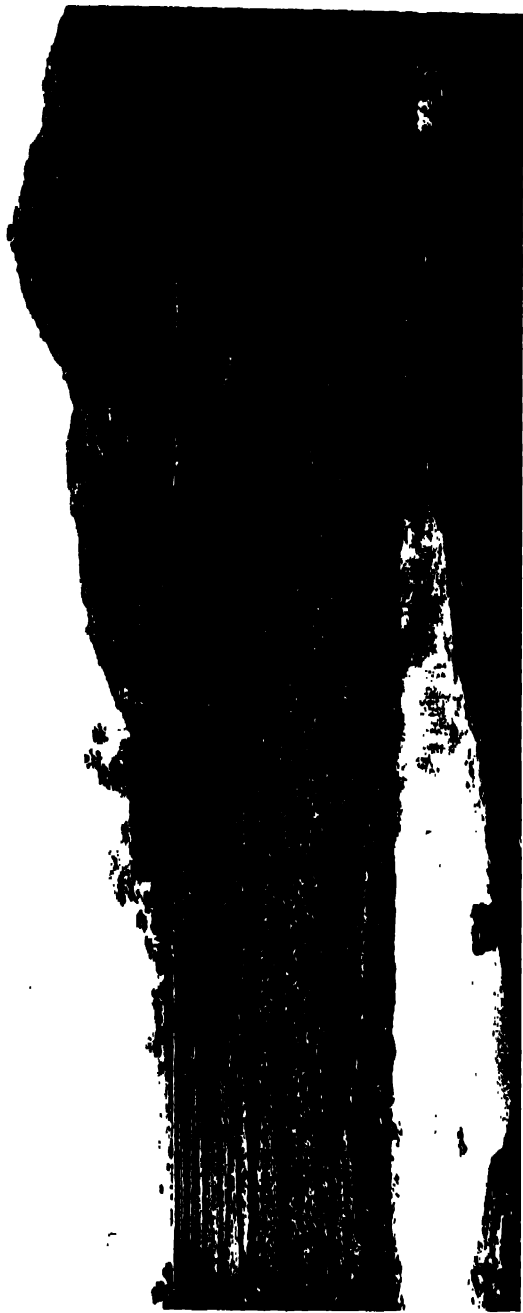
গয়া, ব্রহ্মযোনি পাহাড়

গুরো, তত্ত্বমসি।

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥'

বাবা, কি মজাই শিখিয়েছ! যখন টান দিই, চারি দিক্ আলোয় আলো হয়, আর যখন ছেড়ে দিই; সব ধোঁয়া! কেয়াবাৎ মজা! চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার! যখন সে মজার অবস্থায় থাকি, তখন প্রাণে কত মজার মজার খেয়াল ওঠে—তখন দেখি তত্ত্বমসি—আর যা দিয়েছ তত্ত্বমসি। গঞ্জিকে! হৃদয়রঞ্জিকে! ভব-ভয়-ভঞ্জিকে! তোমার মত প্রাণে নির্বেদ এনে দেবার ক্ষমতা আর কা'রো নাই! দেবি, আজ এ আবার কোথায় আন্‌লে?—এ সব কি ঘুমের ঘোর?—না তোমার জোর? চারি দিক ত উজ্জ্বল আলোকে ভাস্‌চে—ধরা যেন হাস্‌চে—কে যেন ঐ আমার দিকে আস্‌চে—ওকি তুমি? তোমার এমন রূপ? কৈ এতদিন আমি ত তোমার এমন অপরূপ রূপ দেখি নাই? জীবের অজ্ঞানরূপ মহিষকে নাশ করবার জন্য দশ ভুজে দশবিধ প্রহরণ-ধারণ ক'রে তা'রে দশ দিকে রক্ষা করুচো! জীবের দেবভাবগণ আজ অজ্ঞান-মহিষের ঘোরতর অত্যাচারে প্রপীড়িত; তাই তা'দের রক্ষার জন্য জ্ঞান-রূপী সিংহের পৃষ্ঠে দক্ষিণ পদার্পণ পূর্ব্বক সেই ঘোরাকার অজ্ঞান-রূপ মহিষকে বামপদে নিপীড়িত ক'রে, মহাশূলে তা'র বক্ষ ভেদ করেছ। মাগো, এ অধম সন্তান তোর সে রূপ দেখে কৃতাঞ্জলি পুটে আমার দেবগণের সঙ্গে বল্‌চে—

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎ-পরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু।

মা! তোর ঐ রূপ-কটাক্ষ-পূর্ণ অতি কোমল কমলানন দেখে মনে পড়ে, একদিন তুই এমনি গৌরবর্ণা মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, অধম সন্তানকে এই ধরার আলো দেখিয়েছিলি—কিন্তু এ ধরার এমনি গুণ—এখানকার মাটি মায়ার আবরণে এমনি ঢাকা—যে যখনি এ ধরার মাটি ছুঁয়েছি, অমনি সেমা-টিকে ভুলে মাটি হ'য়ে গেছি—ভুলে গেছি যে তত্ত্বমসি। এসেছিলি মা দিন কয়েকের জন্য—অধম সন্তানকে স্তন্য সুধাদানে রক্ষা ক'রে—শেষে তা'রে গোটাকত খেলানা দিয়ে ভুলিয়ে চ'লে গেলি—গেলি কোথায় মা?—সে দেশ কোথায় মা? যে খেলানা ক'টা দিয়ে গিয়েছিলি, একটা একটা ক'রে তা'র অনেকগুলো

ভেঙে গেছে—ভেঙে গেছে ব'লে সে গুলো ফেলে দিয়ে, বাকী ক'টা নিয়েই এখনো খেলায় মত্ত রয়েছি। হয়ত সে গুলোও ক্রমে ক্রমে ভেঙে যা'বে, সে গুলোও ফেলে দিতে হ'বে —নয় ত সে গুলো ভাঙ্‌বার আগেই আমার খেলা ফুরা'বে; তখন কি তোর কোলে আবার যেতে পা'ব? একি সে দশভুজা কোথায় লুকা'ল? একি? একে?

"মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাম্
কর্ণালঙ্কৃতবাণযুগ্মভয়দাং মুণ্ডস্রজামালিনীম্।
বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে
দানাভীতিবিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্।"

মা! মা! তোর এই রূপটিই আমি বড় ভালবাসি! শ্মশানবাসিনি, তোর এই মূর্ত্তি-টিই আমার হৃদয়ে-শ্মশানের উপযুক্ত! এখানে মা অনন্ত চিতা ধূ ধূ ক'রে জল্‌ছে—এইই তোর তাণ্ডবের উপযুক্ত স্থান। কিন্তু একটু নৃত্য রেখে দাঁড়া মা! ভাল ক'রে একবার সম্মুখে দাঁড়া—দেখি এ শ্মশানের ধারের শুষ্ক কাননে ভক্তি-কুসুম আছে কি না?—না মা নাই—কেবল কতকগুলো রজোময়ী জবা!—তা হোক—তোর ঐ রাঙা পায়ে রাঙা জবাগুলো সাজ্‌বে ভাল—এ কাননে ত আর এ ফুলের দরকার নাই—কাজ ত শেষ হ'য়েছে—তবে আর রক্ত জবায় কাজ কি মা? আর আছে কতকগুলা তমোময়ী অপরাজিতা! অপরাজিতাই বটে; তুলে যে শেষ কর্‌তে পারিনে মা! তুইও আয় না—আমার সঙ্গে তোর ঐ সর্ব্বসংহারক হাতে তোল না মা! সহজে না হয়, একে-বারে মূল শুদ্ধ তুলে নে! একি শ্মশানের পাশের পঙ্কিল সরোবরের মাঝে একটা অর্দ্ধ শুষ্ক সত্ত্বময়ী শ্বেত শতদলও যে রয়েছে? দাঁড় মা, এটাও তোর পায়ে দিই। একি কোথা লুকালি?—আবার বেশ বদলালি? তবে আয় মা—

"কস্তূরিকা চন্দন-লেপনায়ৈ
শ্মশান-ভস্মাঙ্গ-বিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।
মন্দার-মালা পরিশোভিতায়ৈ
কপাল-মালা-পরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।
চলৎক্বণৎ-কঙ্কণ নূপুরায়ৈ
বিভ্রৎফণা-ভাস্বর-নূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।
চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ
কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।"

বাঃ বা! বড় মজা! বাবায় মায়ে একাঙ্গে!—শ্বেত-বৃষভ বাহনে! বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! একি? দক্ষিণে হংসাসনে কমলযোনি, সাবিত্রী আর গায়ত্রীকে অঙ্কে নিয়ে ব'সে আছেন; আবার বামে কমলাপতি কমলাননা কমলাকে কোলে ক'রে গরুড়াসনে উপবিষ্ট! হরি! হরি!—ত্রিমূর্ত্তি!—আজ এ পাগলের ভাগ্যে একি শুভযোগ—এবার বুঝি এ কর্ম্মভোগ ঘুচ্‌বে?

একি? দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে ত্রিমূর্ত্তি একত্রে মিসে গেল! বাঃ! মিসে গিয়ে একি? এই রূপেই না তুমি, অধমের কানে নাম দিয়ে, তা'র মানব-জন্ম সফল ক'রেছ?—তত্ত্বমসি? এ সবই তুমি?

"বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং শ্রীমদ্‌গুরুং।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্‌।"

তবে নাও মা! এই রূপেই তুমি আমার এই শুষ্ক **সত্ত্বময় শতদলটি**। নাও আর আমার এতেই বা প্রয়োজন কি? আমি,

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্‌।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব প্রণমামি জগদ্‌গুরুম্‌।"

ব'লে তোমার চরণ-কমলে লুটাই। প্রাণ বল্‌চে **তত্ত্বমসি**। একি? আবার দুই হও কেন?—আহা। কি সুন্দর যুগলরূপ!

"নবজলধরবিদ্যুদ্দ্যোতবর্ণৌ প্রসন্নৌ
বদননয়নপদ্মৌ চারুচন্দ্রাবতংসৌ।
অলকাতিলকভালৌ কেশবেশপ্রফুল্লৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।
বসনহরিতনীলৌ চন্দনালেপনাঙ্গৌ
মণিমরকতদীপ্তৌ স্বর্ণমালাপ্রযুক্তৌ।
কঙ্কণবলয়হস্তৌ রাসনাট্যপ্রসক্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।
অতিসুমধুরবেশৌ রঙ্গভঙ্গিত্রিভঙ্গৌ
মধুরমৃদুলহাসৌ কুণ্ডলাকীর্ণকর্ণৌ।
নটবর-বর রম্যৌ নৃত্যগীতানুরক্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।
বিবিধগুণবিদগ্ধৌ বন্দনীয়ৌ সুবেশৌ
মণিময়মকরাদ্যৈঃ শোভিতাঙ্গৌ স্ফুরন্তৌ।
স্মিতনমিতকটাক্ষৌ ধর্ম্মকর্ম্মপ্রদত্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ॥
কনকমুকুটচূড়ৌ পুষ্পিতোদ্ভূষিতাঙ্গৌ
সকলবননিবিষ্টৌ সুন্দরানন্দপুঞ্জৌ।
চরণকমলদিব্যৌ দেবদেবাদিসেব্যৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।
অতিসুবলিতগাত্রৌ গন্ধমাল্যৈর্বিরাজৌ
কতি কতি রমণীনাং সেব্যমানৌ সুবেশৌ।
মুনিসুরগণভাব্যৌ বেদশাস্ত্রাদিবিজ্ঞৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।
অতিসুমধুরমূর্ত্তৌ দুষ্টদর্পপ্রশান্তৌ
সুরবরবরদৌ তৌ সকলসিদ্ধিপ্রদানৌ।
অতিরসবশমগ্নৌ গীতবাদ্যপ্রতানৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ॥
অগমনিগমসারৌ সৃষ্টিসংহারকারৌ
বয়সি নবকিশোরৌ নিত্যবৃন্দাবনস্থৌ।
শমনভয়বিনাশৌ পাপিনস্তারয়ন্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।

এ বেশ বল্‌লে মধুর! কিন্তু একই ত ভাল, দুই কেন? এক হও না আবার! বেশ্‌! বেশ্‌! বেশ! আবার মেশো। তোমার এই **অচিন্ত্য-ভেদাভেদ** তত্ত্বের আভাস প্রাণে ছায়ার মত আসচে আসচে-আসচে-না। এই ছায়াটা একটু ঘন ক'রে দাও না? বেশ বুঝ্‌তে পারচি পারচি-পারচি-না— **তত্ত্বমসি** একটু ভাল ক'রে বুঝাও না! কে যেন প্রাণের কাণে বল্‌চে—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।"

কিন্তু কৈ? আজো ত ভক্তিধন পেলাম না—ভক্ত হইতে পারিলাম না! তবে তোমার কৃপা পা'ব কি ক'রে? নাম ত নিরন্তর করচি, কিন্তু অপরাধগুলি ত আজো অন্তর হ'তে অন্তর ক'রতে পারলাম না! তবে কি হ'বে? অপরাধশূন্য হ'তে না পারলে ত **নামের উদয়** হ'বে না! শুধু এ পুঁথিগত বোঝায় ত বোঝা বাড়ানই হ'বে, আর ত কিছু হ'বে না! একবার কৃপা ক'রে প্রাণে বুঝাও—প্রাণকে তোমার ক'রে নাও। আমি একটিবার প্রাণ ভ'রে বলি **তত্ত্বমসি**।

নাথ! নাথ! হৃদয়বল্লভ! আবার এক হও —আমি তোমার চরণতলে প'ড়ে বলি—

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈকমাপ্তম্
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।

আহা! এই যে তুমি গৌরনটবর-বেশে এসে দাঁড়িয়েছ—বুঝেচি তত্ত্বমসি। তা না হ'লে, অধমতারণ—পতিতপাবন এমন আর কে আছে যে কাঙ্গালের কথায়, অন্তরে—সুরধুনীতীরে, এমন নটবররূপে এসে দাঁড়ায়? আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ
মধুরং মধুরং বচনং মধুরং।
মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥"

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসগণের
শ্রীচরণধূলার ভিখারী
শ্রীহীন পাগল।

একটি গান।

ললিত-বিভাস—একতালা।

কোথা' শান্তিদাতা ভগবান।
আজি—এ' পুণ্য প্রভাতে, "হরণের" চিতে হরি কর শান্তি দান।
তোমারি সৃজিত এ মরত-ধামে, ভক্তাদৃত তব অই পুণ্য নামে।
মুক্তাকাশে হরি মুক্ত সমীরণ, গাহিতেছে তব গান।
তোমারি গগনে—চকোর চকোরী, জো'ছনা-পূরিত হেরি বিভাবরী।
প্রাণেরি আবেগে, প্রেমানন্দে মাতি' নাম-সুধা করে পান।
তোমারি জগতে ওহে দয়াময়, বনরাজি নদী সবি প্রেমময়।
বিহঙ্গ বিহঙ্গ প্রেম-গীতি গায় তুলিয়া পঞ্চমে তান।
তোমারি গঠিত এ বিশ্ব উদ্যানে, হাসে ফুলকুল প্রকৃতির সনে
আমি শুধু হরি হাসিতে পারিনে শান্তি-হারা মম প্রাণ।

পাপী হরণ

কমলা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঃ'
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ"

রজনী গভীরা। আকাশ মেঘে ভরা— তাহাতে আবার অমাবস্যা! অধিকাংশ সংসারী লোকেরই হৃদয়াকাশের এইরূপ অবস্থা। শুধু মাঝে মাঝে চঞ্চলা চপলার চমকে এক একবার একটু একটু আলো হইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই আর নিবিড় অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে কুলিশের কঠোর কড় কড় ধ্বনি হৃদয় কম্পিত করিতেছে। বৃষ্টি হইলেও হইতে পারে—না হইবারই অধিক সম্ভাবনা। অত্যন্ত গ্রীষ্ম! তাই প্রতাপ কাছারী বাড়ীর প্রাঙ্গণে মহেশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া বসিয়া আছে। দুইজনে দুইখানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট—নিকটে আর কেহই নাই। দুইজনেই নিস্তব্ধ। দুইজনেই অন্যমনস্ক। কাহার প্রাণে যে কি ভাব খেলা করিতেছে, তাহা সেই অন্তর্য্যামীই জানেন। মাঝে মাঝে মহেশ্বরের মুখ ঈষৎ সহাস্য হইতেছে—দেখিলে মনে হয়, তাঁহার প্রাণে আনন্দলহরী খেলিতেছে। প্রতাপের মুখ গম্ভীর অথচ বিষণ্ণ। দেখিলে বোধ হয় তাহার প্রাণ বিষাদ-সিন্ধুর অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে।

কাছারীর ঘড়িতে বারটা বাজিল। কিন্তু গভীর চিন্তামগ্ন এই দুইটি মানব তাহা শুনিল না। তাহাদের কানে শব্দ-তরঙ্গ আসিল বটে কিন্তু মন সে শব্দ [illegible] লইয়া যাইবার জন্য ইন্দ্রিয় কোন [illegible] ছিল না।

সহসা স্থানটি [illegible] আলোকে বিভাসিত হইল। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ মহাকায় মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ স্বামী মহেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মহেশ্বর সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। প্রতাপ এখনও অন্যমনস্ক — [illegible] শূন্য—দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত! [illegible] এমনি তন্ময় হইয়া তাঁহারে ভাবিতে পারিলে নিরন্তর আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকিতে পারিতে।

অচ্যুতানন্দের ক্রোড়ে সত্যেন্দ্র! মাতৃক্রোড়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় নিদ্রিত। সত্যেন্দ্র বড়ই শান্তিতে ঘুমাইতেছে। যে জীব শ্রীগুরুদেবের ক্রোড়ে এরূপ সুখে ঘুমাইতে পায়, তাহার আর কোনও ভাবনাই থাকে না! মাতৃক্রোড়ে অবোধ শিশুর আর ভাবনা কি?—জননীর পক্ষপুটাবরিত শাবকের আর ভয় কি?

সন্ন্যাসী মহেশ্বরকেও বক্ষে ধারণ করিলেন, প্রাণে প্রাণে সকল কথাই হইয়া গেল। অবশেষে অচ্যুতানন্দ জলদগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"প্রতাপ!"

সে রব, বজ্র নির্ঘোষ হইতেও কঠোর-তীব্র! সে রবে প্রতাপের প্রাসাদ কম্পিত হইল— বুঝি ধরণীও কম্পিতা হইয়াছিলেন। জগতের

জীবগণ নিদ্রার শীতল ক্রোড়ে ছিল বলিয়াই তাহাদের হৃদয় কাঁপে নাই।

প্রতাপ চমকিয়া চাহিল। দেখিল, সম্মুখে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। পাপ চিরদিনই পুণ্যের নিকট কম্পিত-কলেবর। সে ভুলিয়া গেল যে সাধু সন্ন্যাসীকে দর্শন মাত্রই প্রণাম করিতে হয়।

সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন "প্রতাপ, প্রকাশ কোথায়?"—প্রতিধ্বনি সে কথাটি একটু কোমল করিয়া বলিল "প্রকাশ কোথায়?"

প্রতাপ নিরন্তর-চঞ্চল অশ্বত্থপত্রের ন্যায় থর থর কম্পিত হইতে লাগিল—তাহার সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল. সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে মহেশ্বর তাহাকে ধরিলেন।

সন্ন্যাসী অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে বলিলেন—"প্রতাপ, চেয়ে দেখ, এ আবার কে আমার কোলে!"

প্রতাপ চাহিয়া দেখিল। দেখিল সত্যেন্দ্র সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে। তাহার মুখ শুকাইল। সে চারিদিকে বিভীষিকা দেখিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞাসিলেন "প্রতাপ, প্রকাশ কোথায় আছে জান কি?—জানিও "রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?"—প্রকাশ পরম সুখে আছে। আর তুমি? নরকের অতল তলে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ কর্‌চো! এ সকলই জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল। একবার উর্দ্ধে চেয়ে দেখ দেখি।"

প্রতাপ যন্ত্র-চালিতবৎ উর্দ্ধে চাহিল। কি দেখিল জানি না, কিন্তু ভয়ে পশ্চাতে সরিয়া গেল। কিন্তু তাহার শরীরে আর বল নাই, মহেশ্বর তাহাকে ধরিয়া আছেন।

সন্ন্যাসী এবার অতি কোমল স্বরে বলিলেন "প্রতাপ, তুমি আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলে। মহেশ্বরের গুরুকে দেখিতে চাহিয়াছিলে। মহেশ্বর আমার।

মহেশ্বর, আবার শ্রীগুরুদেবের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। প্রতাপও বাতাহত কদলী বৃক্ষের মত ভূতলে পতিত হইল। তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছে। সন্ন্যাসী চকিতে চলিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্র তাঁহার ক্রোড়ে।

মহেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করযোড়ে উর্দ্ধপানে চাহিয়া গাহিলেন—

"সময় যদি পাও হে সখা,
আমায়, মাঝে মাঝে দেখা দিও।
হৃদয়-নিকুঞ্জ-মাঝে
এমনি মোহন সাজে দাঁড়াইও।
তুমি হে বহু-বল্লভ জানি ত আমি সে সব
সইতে হয় যা সকল স'ব
তুমি নাথ সুখে থাকিও।
দেখবো শুধু চোখের দেখা দূরে থেকে প্রাণ সখা,
(তুমি) চলেগেলে (চরণ)-ধূলি মাখা
শুধু বাসনা আমার—
জপিব নাম নিশিদিনে ভাবিব না তোমা বিনে
এই অকিঞ্চন দীন হীনে
(শুধু) সে দিন চরণ-ছায়া দিও।"

মহেশ্বর যেস্থানে তাঁহার গুরুদেব দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যকব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

বহুক্ষণ অতীত হইল। প্রতাপের সংজ্ঞা নাই। মহেশ্বরেরও সংজ্ঞা নাই। প্রতাপ ভয়ে মোহাভিভূত—মহেশ্বর শ্রীগুরু-প্রেমামৃত পানে মত্ত হইয়া অন্তররাজ্যে নৃত্য করিতে-ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহেশ্বর বাহ্যজগতে আবার ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন প্রতাপ মূর্চ্ছিত। তিনি উপায়-বিশেষ দ্বারা তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। প্রতাপ চাহিয়া দেখিল—আবার ভয় পাইল। সে উন্মাদের মত বলিল "ওগো আমায় মেরে ফেলো না। আমি যে বড় সাধে এ সাধের উদ্যান সাজিয়েছি—নিরন্তর আমার ধন মান যশঃ সুখ-সম্পত্তি বাড়্‌বে ব'লে কত চেষ্টা ক'রেছি। কত উপায়ে কত লোকের বিষয় আত্মসাৎ ক'রেছি! আমায় আর কিছুদিন ভোগ কর্‌তে দাও! আমি আমার প্রাণাধিক কনিষ্ঠ সহোদরকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছি—তা'রে পৈত্রিক বিষয়ের অংশ দিতে হ'বে ব'লে, প্রাণে বিনষ্ট ক'রে, নিষ্কণ্টক হ'য়েছি। আমায় আর কিছুদিন ভোগ কর্‌তে দাও! আমার দেহ ত জীর্ণ হয় নাই—তবে আমি এত শীঘ্র যাব কেন?" বলিয়া আবার শূন্য পানে চাহিল!

কেহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "প্রকাশের বয়স কত হ'য়েছিল?—তা'রে যখন গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলে তখন তা'র বয়স কত?"

প্রতাপ চমকিত হইল—বিহ্বল দৃষ্টিতে পাগলের মত চারিদিক দেখিতে লাগিল—বলিল—"প্রকাশ! প্রকাশ! প্রাণের ভাই! কোথা তুই? একবার আয়! ভাই রে দেখ্ আমার হৃদয় যে জ্বলে যা'চ্ছে—দেখ্—আয় আর তোর সঙ্গে কোনও দুর্ব্ব্যবহার কর্‌বো না। আয়—আয় তুই সব নে নিয়ে ভোগ কর; আমি দেখি আমার যে আর কেউ নাই—ওরে আমার নরেন ও আমায় ছেড়ে গিয়েছে—সে বুঝি বুঝ্‌তে পেরেছে—আমি ঘোর পাপী—আমি ভ্রাতৃঘাতী আমি নর পিশাচ—তাই সে আমায় ছেড়ে গেছে—ধার্ম্মিক সে—তাই তা'র এ পাপের সংসার ভাল লাগে নাই আমি সুখ খুঁজ্‌তে গিয়ে কেন এ দুঃখময় মরুভূমে প্রবেশ করে-ছিলেম- ভৈরব! সয়তান! কোথায় তুই? —তোর পরামর্শে আমি এই ঘোরতর পাপ-গুলা কর্‌তে কর্‌তে অনন্ত নরক-কুণ্ডে ডুবেছি—আবার আর একটা পাপ কর্‌বার আয়োজন করেছিলাম! আমার জ্ঞানা-দাদার নয়নমণিকে হরণ কর্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলাম —যে জ্ঞানা-দাদা চিরদিন আমার মঙ্গল-চেষ্টা

ক'রেছে,—আমি তা'রই হৃদয়-নন্দনকে নষ্ট করতে গিয়েছিলাম। যে জ্ঞানা দাদা সকল ফেলে আমার বীরুকে আন্‌তে গেছে—আমার হারানিধিটি আবার আমার হৃদয়ে এনে দেবে ব'লে গিয়েছে—আমি তা'রি নয়নানন্দকে নাশ করতে গিয়েছিলাম—হায় আমার মত নরাধম আর কে আছে?—হায়! লোভ! তোর মত মানুষের শত্রু নাই—ঐ ত শূন্যে দারুণ খড়্গ—একগাছি সূক্ষ্ম কেশে আবদ্ধ হ'য়ে ঝুলছে—ঐ—ঐ—এখনি যে আমার শিরে পড়্‌বে—এখনি যে পাপজীবন ফুরা'বে—ভবের খেলা এখনি ত সাঙ্গ হ'বে—তখন কে এ বিষয় ভোগ করবে?—ওহো—বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা—হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায়—কি হ'বে? এত বিষয় কে ভোগ করবে? আমার বীরু নাই—আমার প্রাণের ভাই প্রকাশও নাই। প্রকাশ! প্রকাশ! আয় ভাই! পৈত্রিক বিষয় তুই নে! আমায় এখনি যেতে হ'বে ও খড়্গ আমার মস্তক এখনি ছিন্ন করবে—কে ওখানে ও খড়্গ ঝোলালে?" এই বলিয়া প্রতাপ কম্পিত কলেবরে স্থানান্তরে গমনের চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার পায়ে বল নাই—আবার সে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

মহেশ্বর আবার তাহার চেতনা করিলেন। প্রতাপ চাহিল—বিভ্রান্ত দৃষ্টি—বলিল—"কে তুমি? অচ্যুতানন্দ? তুমি কে?—তুমি এর—মাঝে এলে কেন?"

মহেশ্বর গম্ভীরস্বরে বলিলেন "কর্ম্মফল?"

প্রতাপ বলিল "এ কর্ম্মফলের কি নাশ নাই?"

মহেশ্বর বলিলেন "কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্ম নাশ করা যায়!"

প্রতাপ। কি সে কর্ম্ম?—আমি করবো।

মহেশ্বর, শূন্যে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "গুরো! প্রাণবল্লভ! দিব কি?"

গম্ভীর স্বরে উত্তর আসিল! "এখনও সময় হয় নাই।"

প্রতাপ বলিল "দয়াময়! আজও সময় হয় নাই?—আমি পাপী—কিন্তু তুমি পতিত-পাবন নাম নিয়েছ কি পুণ্যবানদিগকে স্বর্গে স্থান দিবার জন্য? হরি! তুমি কি হরণ কর? কৃষ্ণ তুমি কি নাশ কর?—যদি আমার এ পাপের বোঝাটা নষ্ট করতে না পার, তবে তোমার হরি নাম নিরর্থক—যে তোমার ভক্ত, সে ত আপনার জোরে ত'রে যাবে, তাতে আর তোমার মহত্ব কি?"

মহেশ্বর বলিলেন "মহারাজ, আর ভয় নাই, যখন হৃদয় ভেদ ক'রে আজ হরে কৃষ্ণ নাম আপনার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তখন আর ভয়—নাই। আপনি নিশ্চয় সেই নিতাইচাঁদের আশ্রয় পেয়েছেন। এখন নিরন্তর উচ্চ কণ্ঠে বলুন—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।

নিরন্তর জপ করুন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

মনে রাখবেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

ভয় নাই, নিতাইচাঁদ বড় দয়াল। এই বলিয়া মহেশ্বর গাহিলেন—

"হরিনামের তরি ভেসেছে।
তোরা পারে যা'বি আয় রে কে?
এ নায় নিতাই কাণ্ডারী—
বল্লে হরি কর্‌বে রে পার
কর্‌বে না দেরী—
তোরা আয় ছুটে আয় হরি ব'লে
সে ত পারের কড়ি চায় না রে।
শুধু মুখে হরি বল—
প্রেমের নদী বইবে হৃদে
প্রাণ হ'বে শীতল—
ঐ দেখ হরি ব'লে প্রেমের নিতাই
ডাক্‌তেছে ভাই আয় না রে॥"

গান করিতে করিতে মহেশ্বর নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রতাপও সে নৃত্যে যোগ দিলেন। বহুক্ষণের পর মহেশ্বর প্রতাপকে বক্ষে ধারণ করিলেন। উভয়ের চক্ষে দর দর ধারে প্রেমধারা ঝরিতেছে। যিনি দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাইকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছিলেন সেই প্রেমিক নিতাই ক্ষণেকের জন্য বুঝি মহেশ্বরে আবিষ্ট হইয়া হতভাগ্য প্রতাপকে বক্ষে ধারণ করিলেন। প্রতাপের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে তাঁহার সকল পাপ নিতাই-চাঁদের তেজে স্খলিত হইল। দয়াল নিতাই-চাঁদের করুণার তুলনা নাই। তাঁহার করুণায় আজি মরুভূমে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"
"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"

আজ কালীনগরের জমিদারবাটি শোক সাগরে নিমগ্ন। সত্যেন্দ্রের অদর্শনে সকলেই মুহ্যমান। দ্বারে কমলা দাঁড়াইয়া—নয়নে দর-দরধারে অশ্রু ঝরিতেছে—মুখে বাক্য নাই। পশ্চাতে বিমলা—আজ শোকে মলিনা।—বিমলা সবে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এ বয়সে কি বালিকার প্রাণ পরের জন্য কাতর হয়?—সে এই বয়সে সত্যেন্দ্রকে এত আপনার মনে করিতে পারিল কি রূপে? তাহাদের জননী একবার তাহাদিগকে গৃহে ফিরাইবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। তিনিও বাহিরে বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া রোদন করিতেছেন।

বাটিতে পুরুষমাত্র নাই। সকলেই সত্যেন্দ্রের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন। সকলেরই মনে ভয়—বুঝি তিনি গঙ্গার জলে পড়িয়াছেন

—জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। রামেশ্বর সেই রাত্রেই জালিক আনাইয়া গড়ে নামাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা জাল টানিতে পারিল না। বলিল—"জলের যে টান তাহাদিগকে গঙ্গাসাগরের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।" শ্যামসুন্দর গঙ্গার কূলে কূলে অন্বেষণ করিতে করিতে জগন্নাথ-পুরের ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, ঘাটে শঙ্করানন্দ!

শ্যামসুন্দর তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"প্রভো, বড় বিপদ! সত্যেন্দ্রকে সন্ধ্যা হইতে পাওয়া যাইতেছে না!"

শঙ্করানন্দ হাসিলেন, বলিলেন—"বাটিতে খুঁজিয়াছিলে?"

শ্যামসুন্দর বলিলেন—"না! আমি বাড়ীতে গিয়া দেখলাম, কমলা দ্বারে দাঁড়াইয়া। আমি পৌঁছিবামাত্র সে বললে—"বাবা, দাদা কৈ?"—তখনি আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমি তা'রে গড়ের ধারে দাঁড় করিয়ে রেখে বাজারে গিয়াছিলাম। মনে করলাম হয়ত সে গড়ে পড়ে গিয়েছে। এই ভেবে লোক জন নিয়ে বাহির হ'লাম। রামেশ্বর দাদা গড়ে জাল নামিয়েছেন—আমি ভাবলাম—যে টান, যদি পড়ে থাকে, এতক্ষণ কত দূরে ভেসে গেছে। যদি কোথাও আটকে থাকে, এই মনে ক'রে গঙ্গার ধারে ধারে এ পর্য্যন্ত এসেছি।"

শঙ্করানন্দ বলিলেন—"সকলি তাঁ'র ইচ্ছা। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল নাই। আপাততঃ যা অমঙ্গল ব'লে বোধ হয়, তা'র শেষ ফল নিশ্চয়ই মঙ্গলময়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। এই দেখ না, এ দিকে এসেছিলে তাই আমার সঙ্গে দেখা হ'লো। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো, তাই ত জান্‌তে পাল্লে যে ঘরে গেলেই তা'রে পা'বে। কি বল?"

শ্যামসুন্দর জিজ্ঞাসিলেন—"আপনি এলেন কখন?"

শঙ্করানন্দ বলিলেন "এইমাত্র আস্‌চি।" জ্ঞান বীরুকে নিয়ে এসেছে। সে কল্‌কাতায় আছে। কাল এসে এখানে পৌঁছাবে।"

শ্যামসুন্দর বলিলেন—"তবে এখন কালীনগরে চলুন।"

শঙ্করানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সৌদামিনী-মায়ের নিমন্ত্রণেই এখানে আসা, আগে গিয়ে তাঁ'র সঙ্গেই দেখা করা কর্ত্তব্য! কাল কালীনগরে যা'ব। এখন বাড়ী যাও সকলে উদ্বিগ্ন আছে। রাত্রিও অনেক হ'য়েছে। বাড়ীতে ত রান্না বান্না কিছু হয় নি। মা-জগত্তারিণীর কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাই। আজ তা'তেই রাত কাটিও; কি বল? যেতে ত প্রায় রাত দু'টো হ'বে? রামকে ডেকে নিয়ে যেও। দেখো যেন সে বেচারীকে ফেলে যেও না।

এমন সময়ে একখানা নৌকা ঘাটে আসিল। স্বামীজী নৌকা দেখিয়া বলিলেন,—"ঐ রাম। রামেশ্বর কোথায় চলেছ বাবা? জিনিসটা বাঁ হাতে রেখে সৃষ্টিময় ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?"

রামেশ্বর উপরে আসিয়া প্রণাম করিলেন। বলিলেন "প্রভু সর্ব্বনাশ—"

শঙ্করানন্দ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আরে পৃথিবীতে কি সর্ব্বনাশ আছে? সর্ব্বনাশ যে স্বর্গের জিনিস। যা'র হ'য়েছে সেই সুখে আছে। যাও ঘরে যাও! বাড়ীতে গেলেই সেখানে সত্যেন্দ্রকে দেখ্‌তে পা'বে।"

রামেশ্বর বলিলেন—"আপনি?"

শঙ্করানন্দ। “আজ জগন্নাথপুরে যা'ব।” বলিয়া চকিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

রামেশ্বর, শ্যামসুন্দর ও ভৃত্যগণ পুনরায় সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া মহানন্দে কালী নগরের দিকে চলিলেন।

* * * *

রাত্রি যখন বারটা, তখন নৌকা কালী-নগরের কালীবাড়ীর ঘাটে লাগিল। রামেশ্বর বাজার হইতে প্রচুর মিষ্টান্ন সংগ্রহ পূর্ব্বক মায়ের পূজা দিলেন এবং পূজকগণকে প্রসাদ লইয়া কালীনগর-প্রাসাদে আসিতে বলিয়া, নিজে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে সত্বর সেখানে প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সকলে বাটির দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে সত্যেন্দ্রকে না দেখিয়া রোদনোন্মুখী কমল বলিল,—“বাবা, দাদা কৈ ?”

এমন সময়ে সত্যেন্দ্র উপর হইতে ডাকি-লেন—“কমলা, রাত্রি ত অনেক হ'য়েছে, এখনও আমার ঘরে আলো দিলে না কেন ?”

কমলা ছুটিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিমলা

এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগত্তারিণী-দেবীর পূজক-গণ, একটু পরেই কালীনগরের শ্রীশ্রীকালী-মাতার পূজকগণ প্রসাদান্ন লইয়া উপস্থিত হইলেন। আজ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের প্রাসাদে মহামহোৎসব। রামেশ্বর বলিলেন, “বাটির লোকগণের মত বাড়ীতে রাখিয়া, অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রামের ঘরে ঘরে বিতরণ করা হৌক।

এদিকে কমলা আলো লইয়া উপরে গিয়া দেখিলেন; সত্যেন্দ্র নিজের শয্যায় বসিয়া। তিনি, গৃহের প্রদীপ জ্বালিতে লাগিলেন। আর বিমলা—পঞ্চম বর্ষের বিমলা—সত্যে-ন্দ্রের পদতলে মাথা রাখিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিল—“আমি মনে করেছিলাম আবার বুঝি আমায় ছেড়ে গেছ।”

সত্যেন্দ্র তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু বলিবার আগেই সে চলিয়া গেল

* * * *

শঙ্করানন্দ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথপুরাভিমুখে চলিলেন। গমন সময়ে, পথে শ্রীশ্রীজগত্তারিণীদেবীর মন্দিরে গমন পূর্ব্বক [illegible]লেন। “আর তোমরা আরাত্রিকাদির পর মায়ের বৈকালিক প্রসাদ, কালীনগরে লয়ে যেও।” তৎপরে জগন্নাথ-পুরের চৌধুরী বাটির অভিমুখে চলিলেন।

আজ জনার্দ্দন [illegible] সৌদামিনী রাতে জলযোগও করিলেন না। রজনীর অধিকাংশই ইষ্টপূজায় অতিবাহিত করিলেন। এজন্য অন্যান্য পরিজন সকলেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছে। কেবল ত্রিতলের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কম্বলাসনে সৌদামিনী নয়ন মুদিত করিয়া স্থির-প্রদীপশিখার ন্যায় নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। সহসা শঙ্করানন্দ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন সৌদামিনী কিন্তু তাঁহার আগমন বুঝিতে পারিলেন না। শঙ্করানন্দও কিছু বলিলেন না। ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। সৌদামিনীরও নিয়মিত সংখ্যক জপ সমাপ্ত হইল। তিনি “গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী” ইত্যাদি বলিয়া জপ-সমর্পণ করিতে গেলেন, শঙ্করানন্দ হাসিতে হাসিতে হাত পাতিয়া সেই জপ গ্রহণ করিয়া বলিলেন “বৎসে! জপ তিনি গ্রহণ করেছেন। তোমার দেবরকে কাল পা'বে! কাল একবার কালীনগরে গিয়ে তা'কে আন্‌তে হ'বে।”

সৌদামিনী। "আপনি যা জানেন কর্‌বেন। আমি কি জানি।"

শঙ্করানন্দ। "আচ্ছা আমিই আন্‌বো। মা তোমার আর কিছু অভিলাষ নাই কি?"

সৌদামিনী। "দেবর এলে সে সাধও পুরা'ব।"

শঙ্করানন্দ। কেন মা? এই ত আমি তোমার সন্তান সম্মুখে! আমায় পেয়েও কি তোমার সন্তান লালনের সাধ মিটে নাই? মা মা! বড় ক্ষুধা। খেতে দে মা।" এই বলিয়া হাত পাতিলেন।

সৌদামিনী দেখিতেছেন,—ব্রজের গোপাল মা মা বলিয়া তাঁহার কাছে হাত পাতিয়াছেন। তিনি বলিলেন "দাঁড়া বাবা, দেখি, শিকায় কি আছে?" এই বলিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, শিক্য মধ্যস্থ হণ্ডিকা দর্শন করিলেন,—দেখিলেন, তাহাতে নানাবিধ সুখাদ্য। অমনি সমুদায় আনিয়া একে একে তাঁহার হস্তে দিতে লাগিলেন। তিনিও সানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন।

এখন সৌদামিনী আর শঙ্করানন্দকে দেখিতেছেন না। তিনি দেখিতেছেন তাঁহার প্রাণের গোপাল নাচিয়া নাচিয়া আসিতেছে—তাহার, ছোট ছোট রাঙ্গা পা-দু'খানিতে স্বর্ণগঠিত, মণিখচিত নূপুর রুমু-ঝুমু বোলে বাজিতেছে। গোপাল নাচিতে নাচিতে দূরে যাইতেছে আবার মায়ের কাছে আসিয়া হাত পাতিতেছে। তিনি নবনীত, ক্ষীর, সর, প্রভৃতি তাহার হস্তে দিতেছেন, আর গোপাল ভোজন করিতে করিতে, নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতেছেন। আর যেন ব্রজদেবীরা অঙ্গনের চারি ধারে দাঁড়াইয়া করতালি প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন—

"নাচ বনমালী দিব করতালী
হেরিব নয়ন ভরি;
ও রূপ মাধুরী হেরি' মনঃপ্রাণ,
জুড়াইবে আহা মরি।
ব্রজে, তুমি সকলের প্রাণ।
যশোদারে যবে ডাক মা মা ব'লে
শুনি সবে পেতে কান।
প্রাণ চায় সদা শুনিতে তোমার
মধুমাখা মা মা বাণী,
ধেয়ে আসি তাই হেরিতে তোমারে
জুড়া'তে তাপিত প্রাণী।
বাসনা অন্তরে সাজা'তে তোমারে
তুলিয়ে বনের ফুল,
গাঁথি চারু হার দিব তব গলে
হইবে শোভা অতুল।
নাচি নাচি তুমি ফিরিবে অঙ্গনে;
আনি ক্ষীর সর ননী
দিব ও বদনে শুনিব শ্রবণে
সুমধুর মা মা বাণী।"

তাঁহাদের সেই করতালীর তালে তালে গোপাল হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে একবার দূরে যাইতেছেন, আবার নাচিতে নাচিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া রাঙা হাতখানি পাতিতেছেন। ক্ষণেক পরে তাঁহার মনে হইল গোপাল বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে। তখন তিনি তাহাকে বক্ষে গ্রহণ করিলেন।"

শঙ্করানন্দ দেখিলেন, সৌদামিনী ব্রজেশ্বরী যশোমতীর আশ্রয়ে সেবা পাইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাকে সচ্ছন্দে সেই সেবাসুখ ভোগ করিতে দিয়া, প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং একটি নীলকান্ত-মণি-বিনির্ম্মিত সুন্দর বালগোপাল মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া সেই স্থানে রাখিলেন। সৌদামিনী ভাবরাজ্য হইতে ফিরিয়া, যাহাতে সে সেবায় বঞ্চিতা না হন,

এই শ্রীমূর্ত্তিটি সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বলিলেন—

"সন্ধ্যাবন্দনভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমঃ
ভো দেবা পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষিদ্য যাদবকুলোত্তংশস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যে ন মে।"

তাহার পর বদ্ধপদ্মাসন হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীগোপালের পূজা করিলেন। পূজান্তে আবার জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন—

'ওঁ শ্রীমৎকল্পদ্রুমমূলোদ্গতকমললসৎকর্ণিকাসংস্থিতো য
স্তচ্ছাখালম্বিপদ্মোদর বিগলদসংখ্যা তরত্নাভিষিক্ত।
হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ
পায়াদ্বঃ পায়সাদোহনবরতনবনীতামৃতাশী বশী সঃ॥"

স্বামীজীর "পায়াদ্বঃ" শব্দের অনুরণনে, গৃহ পূর্ণ হইল কিন্তু সৌদামিনী তাহাও শুনিতে পাইলেন না। তাহার পর স্বামীজী কর-জোড়ে গোপালের স্তব করিতে লাগিলেন—

আম্বায়-গন্ধরুচিরস্ফুরিতাধরোষ্ঠ-
ভাসা[illegible]-মন্দহাসম্।
গোপালডিম্ব[illegible]নাঙ্গনাভিঃ
প্রা[illegible] পরং পুমাংসম্।
আবির্ভব[illegible] পুরস্তাদ্
আকু[illegible] নিচিতাঙ্গপালম্।
[illegible] নিবদ্ধ[illegible] নিষ্কৃতাঙ্গ
নাথস্য [illegible] নবনীতভাগম্।
কন্দপ্র[illegible]
সন্দ[illegible]াম্।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] বিশ্বগোপম্।"

এই বলিয়া [illegible] গোপালকে প্রণাম-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

পর দিন সত্যেন্দ্র অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, দ্বারে বিমলা! সত্যেন্দ্র বলিলেন—"বিমল, তুমি কি রাত্রে ঘুমাও নাই? এখনও ত পাঁচটা বাজে নাই?"

বিমলা ধীরে ধীরে বলিলেন—"একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করবো ব'লে এসেছি। দেখ, আমার বোধ হয় এ বাড়ীটা আমার ছিল তুমিও আমার ছিলে। ঐ ঘরের দ্বারটা খুল্‌তে পার?" সহসা কে বলিল "পারি।"

বিমলা চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন—"কে? বাবা হরিনারায়ণ, এসেছিস্ বাপ? কেমন আছিস?"

অচ্যুতানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "চিন্‌তে পেরেছিস মা? আচ্ছা! মা সব কথা মনে আছে কি?—ইষ্টমন্ত্র?

বিমলা চমকিয়া উঠিলেন—"বাবা! বাবা! তবে কি আপনি আমার হরি নন?—আপনি যে আমার সেই পরমারাধ্য গুরু-

দেব!—বাবা আমি ভুলে আপনাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন ক'রেছি!"

অচ্যুতানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মায়াময়ি মা! তোমার লীলা তুমিই জান। এস মা তোমার ঘরে, এ ঘর আজ, শতাধিক বৎসর বন্ধ আছে। আমিই নিত্য রজনীতে এসে তোমাদের এ শয়ন-কক্ষ পরিষ্কার করি। বাটীর কাহারও এ গৃহ খোলবার অধিকার নাই। আনন্দনারায়ণের পিতা আনন্দনারায়ণকে নিষেধ ক'রে গিয়েছিলেন, তিনি জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণকে নিষেধ ক'রে গিয়েছেন। আমিই প্রত্যহ এসে তোমার জন্মজন্মান্তরের প্রতিমূর্ত্তির চরণে পুষ্পচন্দন দিয়ে পূজা করি! মা, মহামায়ে,, তুমি ত মা একবার এ সংসারে এস নাই? সব জন্মের কথা মনে নাই, তাই ঠিক বুঝে পার্‌ছো না।" এই বলিয়া তিনি দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। গৃহ উষার আলোকে উদ্ভাসিত হইল। গবাক্ষগুলি খুলিয়া দিলেন গৃহটি উষার হাসিরাশি মাখিয়া হাসিতে লাগিল। বিমলা গৃহে প্রবেশ করিলেন। সত্যেন্দ্র ও যন্ত্রচালিতবৎ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন।

অচ্যুতানন্দ একখানি চিত্রপটে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন "মা! এই তুমি আমার জন্মান্তরের মা! তখনও তোমার এই নাম ছিল। বাবা, এই তুমি; তোমার সে জন্মের মূর্ত্তি এই। তখন যত মলা ছিল সে সব এখন আর কিছুই নাই, তাই দেহও সে রকম নাই। সেবার তোমার নাম ছিল কালীনারায়ণ। মা আমার সেবারেও বিমলা, আবার এবারেও বিমলা। আর আমি ছিলাম তোমাদের আদরের পুত্র হরিনারায়ণ! আমি উপনয়নের পর তোমার পিতার সঙ্গে বারাণসী ধামে বেদাধ্যয়ন কর্‌তে গিয়াছিলাম কিন্তু আর সমাবর্ত্তন করি নাই। শ্রীগুরুদেব—তোমার পিতৃদেব—আমার প্রতি কৃপাপরবশ হ'য়ে, আমায় মুক্তিপদের অধিকারী ক'রে ছিলেন। আমি ত্রিশবৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছিলাম। আমার দেহের অধিক কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি ব'লেই তুমি দুইশত আশী বৎসর পরে আমায় চিন্‌তে পেরেছ। পৃথিবীর দুই শত আশী বৎসর অতীত হ'য়েছে বটে কিন্তু আমার বয়স আজিও যাইট বৎসর অতীত হয় নাই! বাবা, আমায় বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। একটু ভাল ক'রে বলি। মানুষের আয়ু এই পৃথিবীর বৎসর দিয়ে গণনা হয় না। আমার জীবন ৮২ বৎসর ৮ মাস ১৭ দিন। যদি পৃথিবীর বৎসর দিয়ে আয়ু পরিমিত হ'তো, তা হ'লে প্রায় দুই শত বৎসর আগে আমায় দেহত্যাগ ক'র্‌তে হ'তো। আমি শ্রীগুরুদেবের কাছে দীক্ষা পেয়ে, বদরিকাশ্রমে সমাধি লাভ করি। যখন সমাধি লাভ করি তখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র, কিন্তু সেই পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়েও আমার বত্রিশ বৎসর মাত্র আয়ু অতীত হ'য়েছিল। কেন না স্ব স্ব শ্বাস পরিমাণে মানবের ২১৬০০ প্রাণে এক দিন, সেইরূপ ৩৬০ দিনে এক বৎসর। কিঞ্চিৎ অধিক ছয় মাস সাধনের পরই আমার শ্বাসের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে অহোরাত্রে দুই হাজারে পরিণত হ'য়েছিল, তখন পৃথিবীর দিনে আর আমার দিন হ'তো না, তা'র পর যখন সমাধি হয়, তখন প্রথম বারে দুই মাস শ্বাস রুদ্ধ ছিল, শেষবারে দ্বাদশ বৎসর একাসনে ছিলাম। এই শেষ বার আসন ত্যাগের পর শ্রীগুরুদেব বললেন 'বৎস!

এখন তোমার পক্ষে দু'টি পথ আছে, আত্মানন্দে বিভোর হ'য়ে দিন কাটা'বে? না প্রাণারামের কার্য্যে সহায়তা ক'র্‌বার জন্য জগতের হিতে আপনাকে সমর্পণ ক'র্‌বে?' আমি শেষ পথ স্বীকার কর্‌লাম। তখন তিনি বল্লেন, 'তবে যাও, প্রথমে তোমার জননীকে পরম-পথ প্রদর্শন কর গিয়ে। ইতিমধ্যে তোমরা এ পৃথিবীতে এই গৃহেই আবার মিলিত হ'য়েছিলে, এবারও তুমি সেই বিমলা কিন্তু বাবা আমার জগৎনারায়ণ। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র ধীরেন্দ্র, তা'র পুত্র নগেন্দ্র, তা'র পুত্র ভূপেন্দ্র, তা'র জ্যেষ্ঠা কন্যা নারায়ণী প্রতাপের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রমেশচন্দ্রের পত্নী। রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্রকে আমি মুক্তিপথ প্রদর্শনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে আসন দিয়েছিলাম। গুরুদেবের আদেশে আমি সেই ভূপেন্দ্রনারায়ণের পৌত্র, জগৎনারায়ণকে এবং তা'র পত্নী বিমলাকে দীক্ষা দিলাম। সেই জগৎনারায়ণই আমার এই বাবা। এই বলিয়া একখানা ছবিতে হস্তার্পণ করিলেন। "আর এই তুমি মা বিমলা—আর আমার জন্মান্তরের জননী—বিমলা এই।" এই বলিয়া তাহার পার্শ্বস্থ মূর্ত্তি দু'টিতে হস্তার্পণ করিলেন। আর এই—বিমলাই এই-বিমলা; এই বলিয়া ভিত্তিসংলগ্ন দশভুজামূর্ত্তিতে হস্তার্পণ করিলেন। মা, এই কয় জন্ম, তোমরা এই বংশে জন্মেছ, কিন্তু তার পূর্ব্বে আরও বহুবার আমি তোমাদেরই পুত্ররূপে জন্মেছিলাম। সে সব ঘটনা আমার চক্ষের সমক্ষে বর্ত্তমানের মত বর্ত্তমান রয়েছে। কিন্তু তোমাদের সে সকল কিছুই স্মরণ নাই; কিন্তু এই জন্মের সাধন ফলেই, সে সব ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব ক'র্‌তে সমর্থ হ'বে। জ্ঞানেন্দ্র ভাই আমার সেই প্রাণাধিক কনিষ্ঠ সহোদর রামনারায়ণ, এতকাল পরে আবার আপনার রোপিত বৃক্ষের ফল ভোগ কর্‌তে এসেছেন। এখন যাও মা, তোমার দিদি তোমায় খুঁজ্‌চেন। তুমি যে ভূতের ঘরে বসে আছ, তা ত তিনি জানেন না। ভূত যে আজ আবার বর্ত্তমানে পরিণত হ'য়েছে, তাও তাঁরা জানেন না। আজ মা আমি এখানে থাক্‌বো, তোমার মায়ের হাতে আহার কর্‌বো। তুমি তোমার জননীকে বলগে—"তোমার গুরুদেবের গুরু এসেছেন, গুরুদেব আস্‌বেন। আর তোমার ভাশুর আস্‌বেন, আমার শ্বশুরও আস্‌বেন, আরও কত লোক আসবেন' আজ ভাল ক'রে রাঁধ। যাও মাকে এ সব বল গে।" বিমলা চলিয়া গেল।

এতক্ষণ পরে সত্যেন্দ্র কথা কহিলেন,—"বাবা আজ আসবেন?"

আত্মানন্দ "হাঁ বাবা! চল আমরা তাঁদের অভ্যর্থনা করি গে।—আর একটা কথা—" এই বলিয়া তিনি সত্যেন্দ্রের কানে কানে কি বলিলেন।

সত্যেন্দ্র বলিল "আচ্ছা।"

*　　*　　*　　*　　*

বিমলার প্রথমে দেখা হইল পিতার সঙ্গে। সে আগ্রহের সহিত বলিল, "বাবা যাও, দেখ গে, আমাদের বাড়ীতে কত লোক আসচে।" এই বলিয়া ব্যস্তভাবে বাটির ভিতর গেল। সেখানে দেখিল, মা স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন। বিমলা বলিল, "শীগ্‌গির নেয়ে এসে রাঁধবার উদ্যোগ কর মা। আজ আমাদের বাড়ীতে শ্বশুর ভাশুর ছেলেপুলে কত এসেছেন।"

মনোরমা, হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কার ?" বিমলা বলিল "তোমার, আমার, দিদির, সকলের।"

এমন সময়ে মনোরমা দেখিলেন সম্মুখে তাঁ'র শ্রীগুরুদেব। শঙ্করানন্দ বলিলেন "মা আমি এসেছি, আমার গুরুদেবও এসেছেন।

বিমলা বলিল "মা এই তোর শ্বশুর ?"

শঙ্করানন্দ বলিলেন, "হাঁ। দিদি, আমি তোমার মায়েরও শ্বশুর, তোমার বাবারও শ্বশুর, আবার তোমার শ্বশুরেরও শ্বশুর।"

বিমলা বলিল "তবে আমি প্রণাম করি।" এই বলিয়া প্রণাম করিলেন।

শঙ্করানন্দ বিমলাকে কোলে করিয়া বাহিরে চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥"

অমাবস্যা রজনী। আকাশ মেঘে ভরা ছিল। রজনী-শেষে প্রচুর বর্ষণ হইয়াছিল। এখন আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছে। প্রতাপের হৃদয়াকাশের সঞ্চিত মেঘমালাও প্রচুর বর্ষণের পর ঈষৎ পরিষ্কার হইয়াছে। অমারজনীরও অবসান হইয়াছে—বোধ হয় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়াকাশও প্রফুল্ল হইবে। ক্রমে পূর্ব্বকাশের উজ্জ্বল তারাদল ক্ষীণবল হইতে লাগিল। জগতের রীতিই এই। এ দেশে একের প্রকাশে অপরের মলিনতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সে দেশে—যথায় চন্দ্র সূর্য্য নাই অথচ অন্ধকার নাশের জন্য অনলের সাহায্যও গ্রহণ করিতে হয় না—যে দেশ প্রেমময়ের প্রেমোদ্ভাসিত—সে দেশে সকলই সদা-প্রকাশিত—সকলেই সদা-প্রফুল্ল—সকলেই সমান। মলিনতার উপাদান — হিংসা-দ্বেষ-অহঙ্কার-প্রভৃতি এ দেশের জিনিস—সে দেশে ইহাদের অধিকার নাই—সে প্রেমের দেশ। সে দেশে প্রেম বই আর কিছুই নাই। সেই মহাপ্রেমিকের পদ-পাশে যাইতে হইলে, এ দেশের সবই এ দেশে রাখিয়া যাইতে হইবে। বৈকুণ্ঠে—কুণ্ঠা-শূন্য না হইলে যাওয়া যায় না—আর গোলোকে—গোলোকে যাইতে হইলে, অগ্রে তোমার গো-গুলিকে, সেই গোপালের পাদপদ্মে দিতে হইবে, তাঁহার দৈবী মায়ায় সেগুলি অপহৃত হইবে—তখন গোপাল নিজ দেহ হইতে নূতন গো-পাল সৃষ্টি করিয়া তোমার গোপগণকে দিবেন। সেই গুলিকেই সেখানে চরাইতে হইবে। গোপগোপীগণ সকলেই তোমার সেই কার্য্যের সহায় হইবেন। তোমার অঙ্গী-ভাব তোমায় বুঝাইয়া দিবেন। যখন তুমি তোমার কর্ত্তব্য বুঝিবে, তখন তাঁহারা তোমার

সেবা তোমায় বুঝাইয়া দিবেন। তুমি পরমানন্দে সেই হৃদয়বল্লভের সেবায় নিত্য নিরত থাকিয়া পরমানন্দে কাল কাটাইবে।

প্রতাপ পূর্ব্বাকাশ-পানে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া, আলোকের প্রকাশ দেখিতেছেন। কেমন অল্পে অল্পে মেঘাপগমের সঙ্গে সঙ্গে উষার দেহ-জ্যোতিঃ ঈষৎ দেখা যাইতেছে। আহা! তাঁহার হৃদয়াকাশেও ঐরূপ! কিন্তু তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার চক্ষে দর দর ধারে অশ্রুধারা ঝরিতেছে। কাঁদ, প্রতাপ, কাঁদ,—নেত্রাসারে হৃদয়াগার ধৌত করিয়া, সেই প্রেমাধারের জন্য প্রেমের আসন পাত। সে ত আর কিছুই চায় না—সে চায় শুধু নয়নাসার। এস, ভাই আমরা তা'রে তা-ই দিই। এস, ভাই, যদি পারি, একবার মাটির সঙ্গে মিসিবার চেষ্টা করি। ক্ষুদ্র তৃণ কেমন মাটির সঙ্গে মিসে থেকে ক্ষুদ্রতম কীট পতঙ্গেরও পদধূলি অঙ্গাভরণ ক'রেছে। এস, ভাই, আমরাও সেই ধূলির নীচে যাইবার চেষ্টা করি। যাঁহার জন্য আমাদের এই চেষ্টা, তিনিই এক দিন বলিয়াছিলেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এস, ভাই, স্থির হইয়া পড়িয়া থাকি। সকলে এই ধূলার দেহে, নিজ নিজ চরণ-ধূলা প্রদান করুন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা করুন, আমরা মাথা তুলিব না। কেবল হৃদয়-বন্ধুর জন্য হৃদয়াগার নয়নাসারে ধৌত করিব। ভাই, মহীরুহ ছেদককেও ছায়া দানে শীতল করে! সে কাহার কাছে, ইহা শিখিয়াছে? নিতাই-চাঁদের কাছে নয় কি?—এস, ভাই, আমরাও আমাদের প্রাণের দেবতার কাছে, অত্যাচারীর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর যশঃ, মান, কীর্ত্তি দেখিয়া কাজ নাই। এ জগতে অনেকের অনেক যশঃ, মান, কীর্ত্তি আছে; সে ত যশঃ, মান, কীর্ত্তি দেখিতে চায় না; এস, ভাই, বরং যে যশঃ, মানের কাঙ্গাল—তাহাকে মান দিয়া সুখী করি। নহিলে নাম-কীর্ত্তনের অধিকার হইবে না—নহিলে সেই চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং, শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিত-রণং বিদ্যাবধূ-জীবনং, আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতি-পদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং, সর্ব্বাত্মস্নপনং, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন হৃদয়ে আসিবে না ভাই রে।

"কৃষ্ণ-নাম চিন্তামণি, অনাদি চিন্ময়।
সেই কৃষ্ণ সেই নাম এক তত্ত্ব হয়।
চৈতন্য-বিগ্রহ নাম নিত্য-মুক্ত তত্ত্ব,
নাম নামী অভিন্ন নাম পূর্ণ শুদ্ধ সত্ত্ব।

ভাই রে, নাম সংকেতেই পাইতে পারি। নামাভাস হয় তাহাতেও তত ক্ষতি নাই। ক্রমে সকলি ঠিক হইবে। নামের সাহায্যে নামীও পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রথমে এই মলিন চিত্ত-দর্পণখান পরিষ্কার হইবে—এ ভবারণ্যের মহাদাবাগ্নিতে পড়িয়া দিবানিশি পুড়িতেছি—এ দাবানলও নিবিবে। তারপর সেই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন চন্দ্রকিরণে শ্রেয়ঃকুমুদ ফুটিবে—বিদ্যাবধূ প্রাণ পাইবে—হৃদয়ে সার বিদ্যা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি পাইবে—পরম-তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশিত হইবেন। আর কি হইবে ভাই জানিস?—জন্মিয়া অবধিই আমরা "আনন্দ, আনন্দ" করিয়া লালায়িত—হৃদয়ে তখন আনন্দ-সাগরের জোয়ার আসিবে। তখন প্রতিপদে পূর্ণ-অমৃতের আস্বাদন

করিয়া অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যাইবে। আর কি চাই ভাই?—এ ভবে চা'বার পা'বার আর কি আছে বল্ দেখি?—হৃদয়াকাশে আনন্দচন্দ্রের উদয়ে যে সুধা ক্ষরিত হইবে তাহাতেই সকল জ্বালা জুড়াইবে। প্রাণে শান্তি আসিবে—আর কি চাই? চিরদিন তাঁ'র শ্রীচরণ-কমল-মকরন্দ-পানে বিভোর হইয়া থাকিতে পাইবি। তখন এ সব ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইবে—সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আপনার স্বরূপ বুঝিয়া তাঁহার পায়ে প্রাণ মন সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবি। তবে ভাই, গলার সঙ্গে মিশিয়া কাঁদ্—হরি বল আর কাঁদ্।

প্রতাপ কাঁদিতেছে। তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সে ক্রন্দন এ জগতের কেহ দেখিতেছে না। দেখিতেছেন কেবল তিনি যিনি বহুদিন হইতে প্রতাপকে নিজ-জন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি সর্ব্বত্র অব্যাহত।

প্রতাপের পত্নীরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তিনি উঠিয়া পতির সেই ভাব দর্শনপূর্ব্বক কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পতি যে কাঁদিতে জানেন তাহা তিনি জানিতেন না। তাই তিনি ভাবিতেছেন, "বুঝি বা বীরেন্দ্রের নিকট হইতে কোনও সংবাদ আসিয়াছে। কাল তাহার আসিবার কথা, বোধ হয় সে বলিয়া পাঠাইয়াছে সে আর আসিবে না।" তিনি পতিকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে প্রতাপ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দয়াময় হরি, আমার মত পাপী নরাধম কি তোমার দয়ার যোগ্য? অনন্ত নরকই এ নরাধমের যোগ্য স্থান। আমি এ জীবনে, জগৎকে লুকিয়ে কত শত সহস্র অপকর্ম্ম করেছি, কিন্তু জগন্নাথ তোমাকে লুকিয়ে ত কিছুই কর্ত্তে পারি নি। কৃষ্ণ, তুমি ত সে সকলের সাক্ষী—তুমিই বিচারক—তোমার বিচারে যে শাস্তি হয় দাও, অম্লান-বদনে সহ্য কর্‌বো—আমার এ অতুল ঐশ্বর্য্য কেড়ে নাও—দিতে চাও, অনন্ত নরকে আমায় নিক্ষেপ করো—কিন্তু দয়া ক'রে যে নামটি আমায় শিখিয়েছ সেটি বল্‌বার শক্তিটুকু কেড়ে নিও না—যেন জীবনে মরণে তোমার ঐ মধুর কৃষ্ণ নামটি দিবানিশি অবিরাম বল্‌তে পারি। আমি আর কিছু চাই না। ধন মান অনেক ভোগ ক'রেছি, এতে কিছুই সুখ পাই নি, তাই আর এ সকল ভাল লাগ্‌চে না। পাপের জ্বালায় হৃদয় জ্বল্‌চে। আমি এ পাপে কি নিষ্কৃতি পাব?"

তাঁহার পত্নী বলিলেন "পাবে।"

এ কথা কে বলিল, তাহা প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন না, মনে ভাবিলেন, তিনি যেমন ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার অশরীরী বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, এও বুঝি তাই। সেই জন্য প্রশ্ন করিলেন "কি রূপে?"

তাঁহার পত্নী বলিলেন "শুনিছি, যে কাতর হ'য়ে তাঁ'রে প্রাণের সঙ্গে কৃষ্ণ ব'লে ডাকে—হরি বলে ডাকে—তিনি তা'র সকল পাপ হরণ করেন, তবে তোমার পাপ ত আর নাই—"

প্রতাপ চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন "অমলা, তোমার হৃদয়ে মলিনতা নাই, কিন্তু আমার এ হৃদয় যে মলিনতায় পূর্ণ। তোমায় ভগবান কৃপা কর্‌তে পারেন। কিন্তু আমি কি তাঁ'র কৃপার যোগ্য পাত্র? অমলা, তুমি জান না যে আমি কত ভয়ানক পাপে

পাপী। আমার এমন সাহস নাই যে আমি আমার হৃদয় খুলে তোমায় দেখাই। অমলা, আমি তোমার স্পর্শযোগ্য নই।"

অমলা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে গেলেন। প্রতাপ সরিয়া দাঁড়াইলেন। অমলা শুনিলেন না, পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন "আমি তোমার চরণ স্পর্শেই অমলা। আমার পাপ পুণ্য, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, সকলি তোমার চরণে দিয়ে কৃতার্থ হ'য়েছি। তুমিই আমার কৃষ্ণ, তুমিই আমার হরি, তুমিই আমার বার-ব্রত-পুণ্যকর্ম্ম! তুমিই আমার সব। তুমি ইচ্ছাময়, যা ইচ্ছা করতে পার—আমি তা'র বিচার করবার কে?—মানুষে পাপ করে। তুমি কি কর-না কর তা আমার জানবার দরকার কি? কৃপা না ক'রে দূরে থাক, তা'তেও আমি কাতর নই, আমি তোমার ঐ চরণ চিন্তা ক'রে মানসে পূজা করি।—দেখ, ও সব কথা এখন থাক্। আজ বড় আনন্দের দিন—আজ আর কেঁদো না। আজ আমার বীরু আস্‌বে—মহেশ্বর বলেছেন, সে প্রাতেই কালীনগরে আস্‌বে। বড়ঠাকুর তা'রে তোমার হাতে এনে দেবেন বলে গেছেন। চল আমরা কালীনগরে যাই। যেই বীরু আস্‌বে অমনি তা'রে দেখ্‌তে পা'ব; না গেলে হয়ত এ বেলা দেখা হ'বে না। বল, আমি গাড়ী তৈয়ার কর্ত্তে বলে পাঠাই।"

প্রতাপ। "অমল, আমার সেথা যেতে লজ্জা বোধ হ'চ্চে। আমি জ্ঞানা-দাদার চরণেও ঘোরতর অপরাধ করেছি।"

অমলা। "তুমি ছোট, যদিই না বুঝে কোন দোষ ক'রে থাক, তিনি একে বড়, তায় দয়ার আধার। তিনি সে দোষ নেবেন না। চল, লজ্জা কি? যাই, গাড়ী তৈয়ার কর্‌তে ব'লে পাঠাই? কি বল?"

প্রতাপ। "যাও — [illegible] — ভগবানের মনে যা আছে তাই হ'বে।"

অমলা। "সেই কথাই ঠিক।" এমন সময় সঙ্গীতধ্বনি আসিয়া তাঁহাদের কানে প্রবেশ করিল। দুই জনেই চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন। অমলা বলিলেন, "ঐ দেখ তিনজন ভিখারী বৈষ্ণব গান কর্‌তে কর্‌তে আমাদের বাড়ীর দিকে আসচে? ছোট টি ঠিক যেন আমার সৌদামিনীর দেওরের মত।"

প্রতাপের দৃষ্টিও সেইদিকে গিয়াছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে দেখিয়া, পাগলের মত ছুটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমলাও দ্রুতপদে চলিলেন।

*   *   *   *

সূর্য্যোদয়ে একজন মধ্যবয়স্ক বিপ্র-বৈষ্ণব দুইটি কিশোর বৈষ্ণব সঙ্গে সুমধুর স্বরে গান করিতে করিতে কালীনগরের ঘাট হইতে প্রতাপপুরের দিকে চলিয়াছেন। তিন জনেই গৌরবর্ণ তিন জনেরই দেহের লাবণ্য অতি অনুপম—তিন জনেরই গলে শুভ্র যজ্ঞোপবীত, কণ্ঠে ত্রিকণ্ঠী, তাহাতে আধার-মধ্যগত জপমালা-লম্বিত এবং অঙ্গে দ্বাদশ তিলক। পরিধান এক একখানি সামান্য বস্ত্র—কিন্তু মলিন নয়—স্কন্ধে এক একখানি নামাবলী। তথাপি তাঁহাদের দিকে চাহিলে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। মস্তক হইতে যমুনা-লহরীর ন্যায় ভ্রমরকৃষ্ণ-কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠদেশে লম্বিত আছে। তন্মধ্যে পূর্ণ-বিকশিত শতদল সদৃশ সুন্দর বদন—তদুপরে ঢল ঢল নয়ন যুগল, কৃষ্ণকায়

ভ্রমর যুগলের ন্যায়, সেই বদন-কমলে যেন মধুপানে মগ্ন। তাঁহাদের বীণা-বিনিন্দিত সুকণ্ঠ-সমুদ্ভুত স্বরতরঙ্গে চারিদিক কম্পিত হইতেছে। সেই স্বরের মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য নরনারী আগমন পূর্ব্বক রাজ-পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতেছে।

বয়োজ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবটি করতলে তাল দিয়া জনগণকে উদ্দেশ পূর্ব্বক পদ রচনা করিয়া গান করিতেছেন—সেই সময়ে কিশোর বয়স্ক বৈষ্ণব দু'টি করস্থিত করতালে তাল দিতে দিতে ঈষৎ নৃত্যভঙ্গিতে অঙ্গ দোলাইতে দোলাইতে অগ্রসর হইতেছেন—পথ পার্শ্ব হইতে বালকগণ দুই একটি করিয়া আসিয়া সেই নৃত্যে যোগদান করিতেছে—আবার বয়োজ্যেষ্ঠের পদ গানের পর যখন তাঁহারা দুইজনে, কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছেন **বদনে বল ভাই কৃষ্ণ-নাম।** তখন সেই বালকেরাও সেই সঙ্গে যথাশক্তি বলিতেছে "বদনে বল্ ভাই কৃষ্ণ-নাম।" সেই অবসরে বয়োজ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবটি আর একটি নূতন পদ কল্পনা করিতেছিলেন। পদে এক ভাবের বাক্যের পুনরাবৃত্তি হইতেছিল, এবং তাহাতে ছন্দের বা ভাবের পারিপাট্য না থাকিলেও—গায়কের এবং মিষ্ট স্বরের গুণে সে গান বড়ই মনোরম বোধ হইতেছিল—গানটি এই—

"বদনে বল্ ভাই কৃষ্ণ নাম।
ওরে, এমন জনম আর পাবিনে, বল্‌রে অবিরাম।
দিন কেটেছে, মিছে কাজে, রাত কেটেছে ঘুমে—
এখনো কেন, পড়ে আছিস, অলস হ'য়ে ভূমে॥
ভোর হয়েছে, দেখনা চেয়ে, ঘুমায়ে থেকো না আর
হরি-হরি বোলে, ডাকছে পাখী, জেগেছে সংসার।
ভোর হয়েছে, বনে গিয়ে, তোল্‌রে বনের ফুল।
দীননাথের, পায়ে দিলে, ঘুচবে মনের ভুল॥
জীবন ফুরালে, আসিয়ে শমন, যখন নিয়ে যা'বে।
এত সাধের, ধন জন-পরিজন সকলি পড়িয়ে রবে॥
দিনে দিনে, দিন ফুরালো (কেন) মায়ায় মজে থাক।
দিন থাকিতে, দীন হইয়ে, দীননাথে ডাক॥
রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, বল সদা রসনায়।
এমন্ মধুর নাম্, আর পাবিনে, বলিরে তোমায়॥
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
সংসারে তোর, যতকাজ আছে, সকল নিয়ে থাকো।
মনে মুখে, মিলিয়ে শুধু, কৃষ্ণ বলে ডাকো॥
কুদিন যাবে তোর, সুদিন আসিবে, দীননাথে ডাকো।
তৃণের সনে, মিসে গিয়ে, তাঁর পায়ে পড়ে থাকো॥
এমন জনম, আর পাবিনে, কাটাস নে হেলায়।
হরির চরণ, কররে স্মরণ, বৃথা তোর দিন কেটে যায়॥
জননী-জঠরে, যাতনা কঠোরে, ভুগেছিলি ভাই যখন।
কৃষ্ণচন্দ্রে, ভবে এসে ভজিবি, ভেবেছিলি তুই তখন॥
শিশুকাল্ তোর্, কেটেগেছে, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে।
যৌবন সময়, দিয়েছিস্ প্রাণ, বিষয়-সুখে সঁপিয়ে॥
খাঁটো রসে, ভুলিস্‌নে ভাই খাঁটোর চটক বেশী।
সাচ্চা জিনিস, খুঁজে নিয়ে, করিস্ মেসামেসী॥
যে তোমার মুখ চেয়ে আছে, তার পানেতে চাও।
আপনা ভুলে, পরকে তুমি, আপন ক'রে নাও॥
আশা দিয়ে, নিরাশ কোরোনা, কাতর কাঙ্গাল জনে।
দীনের কষ্ট, দীননাথের, বড় বাজে মনে॥
কবে আর ভজিবি, কবে হরি বলিবি,
কবে যাবে মায়ার ঘোর।
হয়েছে প্রভাত, আর নাহি রাত,
ছুটিবে কবে ঘুম তোর॥
দিন গেলেত, আস্‌বে না দিন, আস্‌বে আঁধার রাতি।
(সেই) আঁধারের সনে, নিবে যেতে পারে তোর,
জীবনোবো বাতি॥

দিনগুলো তোর,　　　　কেটে গেছে মিছে,
ভাবিয়ে দেখোনা ভাই।
দেরী আর কোরোনা,　　　হরি বোলে এসোনা,
ডাক্‌ছে নিতাই।
নামের তরি, এনেছে ঘাটে, প্রেমদাতা নিতাই।
পারে যদি যাবি,　　　　হরি হরি ব'লে,
আয়রে তাঁ'র কাছে যাই।"

এইরূপে তিনি যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই সুরযোগে বলিতে বলিতে চলিয়াছেন। নিজের প্রাণের ভাব, সোজা কথায় বলিতেছেন—ছন্দ নাই—গভীর ভাব নাই—কিন্তু প্রাণের কথা—প্রাণেশ্বরের কথা, তিনি প্রাণের সঙ্গে বলিতেছেন বলিয়াই লোকের প্রাণ আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁর ঐ কথাগুলিই বোধ হয় শত চেষ্টাতেও আমরা তেমন করিয়া বলিতে পারিব না। ক্রমে তাঁহারা গান করিতে করিতে প্রতাপের প্রাসাদের সম্মুখে উপনীত হইলেন। এমন সময়ে প্রতাপ, অমলার সঙ্গে উপর হইতে নামিয়া, বহির্বাটি পার হইয়া পাগলের মত সদর রাস্তায় আসিলেন। সম্মুখে তিনটি বৈষ্ণব।

প্রতাপ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া, একটু থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। একটু পরে বলিলেন "প্রকাশ!"

জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবটি বলিলেন—"দাদা, আমায় মাপ করুন!"

প্রতাপ প্রকাশকে বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অমলা, কনিষ্ঠটিকে বলিলেন—"বাবা, রাধিকা, তোমার এ বেশ কেন?"

রাধিকা। "মা, প্রাণের গোরা ভিখারীকে বড় ভালবাসে, তাই আমি ভিখারী হ'য়েছি। মা, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁ'র চরণ-ছায়া পাই।" এই বলিয়া তিনি অমলাকে প্রণাম করিতে গেলেন অমলা তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিলেন না, বক্ষে ধারণ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রতাপ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ভাই প্রকাশ, আমি কি মাপ কর্‌বো, ভাই? তুমি ত কোন দোষে দোষী নও। ভাই, তুমি বৈষ্ণব; তোমার কাছে আমি আর কি বল্‌বো? তুমি নিশ্চয়ই আমার সকল অপরাধ ভুলেছ, নইলে আমায় আবার দেখা দিতে আস্‌বে কেন?"

প্রকাশ। "দাদা, আপনার কোন দোষ নাই, এ সেই লীলাময়েরই খেলা। তিনি আমায় কৃপা কর্‌বেন ব'লে এই খেলা খেলেছিলেন। দাদা, তাঁ'র লীলায় আমি অজ্ঞান হ'য়ে কাল্‌নার ঘাটে গিয়ে লাগ্‌লাম সেখানে এক মহাপুরুষ আমায় উদ্ধার ক'রে নিজের চরণে স্থান দিলেন। আমি তাঁ'র চরণাশ্রয় ক'রে, বেশ সুখে আছি। তাঁ'রই আদেশে আমি ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ না ক'রে, গৃহী হ'য়ে কৃষ্ণের সংসার পেতেছি। কৃষ্ণ দাস দাসীতে আমার গৃহ পূর্ণ। এইটি তাঁ'দের জ্যেষ্ঠ। বাবা গৌরদাস, জ্যেঠা মশাইকে প্রণাম কর।" গৌরদাস প্রতাপকে প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু প্রতাপ প্রণামের অবসর না দিয়া, তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে, রাধিকানাথ, প্রতাপের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রতাপ "কর কি?" বলিয়া, গৌরদাসকে ছাড়িয়া রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করিলেন গৌরদাস প্রণাম করিলেন।

প্রকাশ বলিলেন, "দাদা, আমি বড় সুখে আছি। কয়েকটি শিষ্যও আছে, তারা আপাততঃ ব্রহ্মচর্য্য ধারণ ক'রে, নাম-সাধন

করুচে। তাঁ'রাই ভিক্ষা ক'রে আমাদের প্রতিপালন করে। সকলই ভগবানের ইচ্ছা!"

এমন সময়ে, মহেশ্বর গাড়ী প্রস্তুত করাইয়া সেই স্থানে আনয়ন করিলেন। তখন, প্রতাপ, পত্নী ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ও রাধিকানাথের সঙ্গে গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। এবং মহেশ্বরকে বলিলেন "মহেশ্বর, তুমি উপরে ওঠো।"

মহেশ্বর বলিলেন "আপনারা এগুন। আমি এই পাড়ার ভিতর দিয়ে হয়ত আপনাদের আগেই সেখানে পৌঁছিব।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কালীনগরের জমিদার বাটির প্রশস্ত বৈটকখানার মধ্যে বিস্তীর্ণ বিছানার মধ্যস্থলে, দুইখানি আজিনাসন। তাহার উপর অচ্যুতানন্দ এবং শঙ্করানন্দ। অচ্যুতানন্দের দক্ষিণ পার্শ্বে বীরেন্দ্র তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সত্যেন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ। শঙ্করানন্দের বাম পার্শ্বে মহেশ্বর। মহেশ্বর যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে। প্রতাপচন্দ্রের গাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই তিনি পৌঁছিয়াছেন। প্রশস্ত রাজপথ অনেক ঘুরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রতাপের বাটীর অদূরে, কাষ্ঠনির্ম্মিত অপ্রশস্ত সেতু সহযোগে কালীনগরের গড় পার হইয়া, কালীসাগরের ধার দিয়া আসিলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কালীনগরের জমিদার-বাটিতে আসা যায়। মহেশ্বরের বাম পার্শ্বে রামেশ্বর। শঙ্করানন্দের —সম্মুখে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাভূষণ, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে—তাঁহার দুইটি পুত্র। অচ্যুতানন্দের পশ্চাতে শ্যামসুন্দর বসিয়া আছেন। ভৃত্যগণ পূর্ব্বদিকের বারান্দায় কেহ বসিয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া আছে। অনেক গুলি রমণীও আসিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য পশ্চিমের বারান্দায় প্রশস্ত গালিচা পাতা হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই সেখানে বসিয়াছেন, কেবল মনোরমা কমলা ও বিমলা নাই। বৈঠকখানার ভিতর আর কেহই নাই। অচ্যুতানন্দ সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক নানা উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। এমন সময়ে সস্ত্রীক প্রতাপচন্দ্র, ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ও রাধিকানাথের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দুইটি মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। বীরেন্দ্র, পিতৃপদে প্রণাম করিয়া, স্বীয় জননীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

অমলা বীরেন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি বসিয়া পড়িলেন। বীরেন্দ্র দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া বলিলেন "মা!"

আমলার হৃদয়ে আনন্দ সাগর উদ্বেলিত হইতেছে। তিনি কেবল বীরেন্দ্রকে দৃঢ়রূপে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রহিলেন। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সকলে, সেই ভূতলের অতুল শোভা, প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

হৃদয়ের বেগ একটু প্রশান্ত হইলে, অমলা বলিলেন "বাবা, মাকে ফেলে এত দিন কোথায় গিয়েছিলে?"

বীরেন্দ্র। "মা! সংসারে একটা জিনিসের বড়ই অভাব দেখেছিলাম। তোমরা দুজনেই সে জিনিসটির জন্য পাগল, অথচ সংগ্রহ কর্ত্তে

পার না ; তাই আমি সেই জিনিসের সন্ধানে গিয়েছিলাম!"

অমলা। "কি সে জিনিস, বাবা?"

বীরেন্দ্র। "আনন্দ।"

অমলা। "পেয়েছো?"

বীরেন্দ্র। "পেয়েছি।"

অমলা। "কোথায়?"

বীরেন্দ্র। "শ্রীগুরু-চরণে।"

অমলা তাহাকে বক্ষে আরও চাপিয়া ধরিলেন।

বীরেন্দ্রের কথা সমাপ্ত হইলে, মৃত্যুঞ্জয় অচ্যুতানন্দের চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "আজ আমার পরম-সৌভাগ্য, আমি আজ আমার পরমগুরুর চরণ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হ'লাম।" তাহার পর শঙ্করানন্দের চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "এই দুই খানি চরণ চিরদিন আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। আমি অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের সময় এই কমল-চরণ দুই খানি আশ্রয় করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম, তাহা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব পর্য্যন্ত জানিতেন না। সে যে কত দিনের কথা তা, স্মরণ হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আজ আমি অশীতিপর বৃদ্ধ কিন্তু আমার গুরুদেব তখনও যেমন যুবা ছিলেন আজিও তেমনিই আছেন। এই অবস্থা কি আকুমার-ব্রহ্মচর্য্য ধারণের ফল —না যোগ সিদ্ধি?

অচ্যুতানন্দ বলিলেন "দুইই। প্রতাপ, এই শঙ্করানন্দই তোমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র। ইনি উপনয়নের পর আকুমার-ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় পূর্ব্বক আমার কাছে ছিলেন, শেষে সিদ্ধিলাভ ক'রে জগতের সেবায় ব্যাপৃত আছেন। আমি তখনও এই দেশে ছিলাম, এখনও এই দেশেই আছি। আমার এদেশের কার্য্য কাল শেষ হ'য়েছে। কাল রজনীতে বাবাকে পরম গুহ্য ব্রহ্মমন্ত্র দান ক'রে, আমার সমস্ত কর্ত্তব্য হ'তে নিষ্কৃতি পেয়েছি। এইবারে আমার মাকে বাবার হাতে সমর্পিত দেখে, আবার হিমাদ্রিপ্রস্থে শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হ'য়ে নতন আদেশের অপেক্ষা করবো। বাবা, তোমরা সকলে, মনে রেখো সংসারে এমন কাজ কিছুই নাই, যা তাঁর নয়। পাপাত্মার পাপ চেষ্টাটাও তাঁরি কাজ। তাঁরি কোন গুহ্য উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যই পাপী পাপ করে। পাপ ক'রে সে পাপের জ্বালায় জ্বলে বটে, কিন্তু সেই দাহনেই আবার তা'র শুদ্ধি হয়। কামারের হাপরের মলিন লোহার মত, তা'র সেই—পোড়াটা তা'র নিজের শুদ্ধির জন্য। দুঃখ যন্ত্রণার আঘাতগুলো সেই কামারের হাতুড়ির আঘাত, তাতেই ময়লাগুলো ছটকে গিয়ে লোহা খাটি হয়। তার পর স্পর্শমণির স্পর্শে সেই লোহা কাঞ্চন হয়। জ্ঞানেন্দ্র তুমি কোন পথে যাবে ভাই?"

জ্ঞানেন্দ্র আমিও আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ঐ সেবা-ব্রত গ্রহণ করবো। আপনারা এখন যাবেন না: যে যা'র তা'রে তা'র হাতে দিয়ে যাবেন।

রামেশ্বর। "আপনি সংসার ত্যাগ করলে এ বিষয় রক্ষা করবে কে?"

জ্ঞানেন্দ্র। দাদা, এরি মধ্যে ভুলে গেলেন কেন? যাঁর বিষয় তিনিই ত চিরদিন রক্ষা করচেন। তিনিই রক্ষা করবেন। তবে এক জন উপলক্ষ্য চাই? ভাল, আজ হ'তে মা আনন্দময়ীর এ রাজ্যের তত্বাবধান ভার সত্যেন্দ্রের হাতে দিয়ে, আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। কি বল বাবা?"

সত্যেন্দ্র, পিতার ক্রোড় হইতে উঠিয়া,

তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তার পর ধীরে ধীরে প্রতাপের পদ-প্রান্তে বসিলেন।

প্রতাপের মুখ রক্তবর্ণ হইল।

সত্যেন্দ্র বলিলেন "কাকা-বাবু, আমি মহেশ্বর দাদার মুখে শুনেছিলাম। আপনার গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত সমস্ত কালীনগর টুকুর প্রয়োজন আছে। বাবা আজ মা আনন্দ-ময়ীর সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান-ভার আমার হাতে দিলেন। আপনি গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত সমস্ত অংশের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করুন। আমি অপর পারের বিষয় গুলি দেখ্‌বো। আপনি যদি বলেন, তা'হ'লে আমি ওপারের বাটিতে গিয়ে থাক্‌বো।"

প্রতাপের বাঙ্‌নিষ্পত্তির শক্তি নাই। দেখ প্রতাপ, তুমি যে বিষয় হস্তগত করিবার জন্য উন্মত্ত। বালক সত্যেন্দ্র আজ অচ্যুতা-নন্দের কৃপাপাত্র হইয়া সেই বিষয় তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ।

প্রতাপ অনেকক্ষণের পর জড়িতস্বরে বলিলেন "আমি আর বিষয় চাই না। বীরেন্দ্রকে আর প্রকাশকে এই সব দিয়ে জীবনের শেষাংশ নির্জনে ব'সে হরিনাম ক'রে কাটাব। অনেক পাপ ক'রেছি, দেখি এত পাপ নামে যদি যায়!

অচ্যুতানন্দ।—

"তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাম্
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিবতিতরামুত্তমশ্লোকমৌলিম্।
প্রোচ্চন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো
রাভাসোঽপি ক্ষপতি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্।"

বাবা মহেশ্বর, প্রতাপ আজ হ'তে তোমার!

মহেশ্বর। আমি যে কায়স্থ?

অচ্যুতানন্দ। তুমি পরমবৈষ্ণব! তোমার কৃপা পেলে প্রতাপ অচিরে সেবালাভের অধি-কারী হ'বে? এখন একে নিয়ে নিরন্তর সংস্কীর্ত্তনানন্দ ভোগ কর। প্রকাশ হ'তে তোমার অনেক সহায়তা হ'বে। প্রকাশ যেখানে থাক্‌বে সেই বৃন্দাবন। বৃন্দাদেবী তাঁ'রে কৃপা করেছেন। প্রকাশ, এই বৈশাখ মাস হ'তেই মনোহরপুরে সেই গোপীজন-মনোহর কৃষ্ণচন্দ্রের সংসার পাতো। আর তোমার এই নবীন শিষ্যটিকে অনুমতি কর, এ আমার শ্যামসুন্দর ভায়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলাকে নিয়ে কৃষ্ণের সংসার পাতুক। সেখানে ব্রজেশ্বরীর একটি প্রিয়সঙ্গিনী শ্রীগোপালের সেবায় আনন্দে বিভোর হ'য়ে আছেন।"

প্রকাশ। "বিষয়াসয়ের ঝঞ্ঝাট আর ভাল লাগ্‌বে না।"

অচ্যুতানন্দ: "তা কি কর্‌বে বল ভাই? দাদাটি যদি ঝুলি নেন, বৌদিদিটিও টুকুনী হাতে ক'রে জয় রাধে কৃষ্ণ বল্‌বেন। বাঁড়ুযোদের বিষয় যা'বে কোথা বল? তা'রে ত দেখা চাই। ওটাও ত কৃষ্ণের?"

প্রকাশ। "বৃদ্ধপ্রপিতামহ যখন বেঁচে আছেন, তখন, আমরা ছেলে মানুষ, আমা-দের ও সব বিড়ম্বনায় কাজ কি? আমরা নেচে গেয়ে বেড়া'ব। উনি যা হয় করুন্।"

রাধিকা। আমি ত আরো ছেলে মানুষ। তায় ঐ ছেলে-মানুষটি যে আমায় কি নাম দিয়েছেন—সে নামে আমায় পাগল ক'রেছে। আপনারা ভগবান। ভগবানের এ সব বিষয় সম্পত্তির আপনারাই যা হয় একটা সুব্যবস্থা করুন।

শঙ্করানন্দ। বেশ কথা! আমিই শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় এই তিনটি বিষয়ের সুব্যবস্থা

কর্‌বো। আমায় গুরুদেবের আমলে— তোমরা শুনে চম্‌কো না। আমার এই গুরুদেবটি ভগবানের চক্ষে নিতান্ত শিশু হ'লেও, ইনি আর কেউ নন্। ইনি এই কালীনগরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমান কালী-নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র! এর পিতার আমলে এই তিনটি সম্পত্তি এক ছিল, এর ভ্রাতার আমলেও। তাঁ'র পরেও অনেক দিন একই ছিল। আজ আবার তিন থাকিয়াই এক হোক। মায়ের এই বিশাল রাজ্যটি তিনিই চারিধারে ব'সে রক্ষা কর্‌চেন। আমরা তাঁ'র নামে, যা'তে এর সুব্যবস্থা হয় তা কর্‌বো। একটি মহাসভা দ্বারা এ কার্য্য চালিত হ'বে। আমার গুরুদেব বয়োজ্যেষ্ঠ বিধায় এর সভাপতি বা প্রধান ব্যবস্থাপক হ'বেন। আর কালীনগর পক্ষে তিনি, সত্যেন্দ্র ভায়া, রামেশ্বর বাবা, মনোহরপুর পক্ষে, আমি, বীরেন্দ্র বাবা আর মহেশ্বর দাদা, এবং জগন্নাথপুর পক্ষে মা সৌদামিনী, রাধিকা দাদা আর শশাঙ্ক খুড়ো, এই কয় জনের পরামর্শ নিয়ে আমার শ্যামসুন্দর বাবাই এর পরিচালন করবেন। এ বিষয়ে গুরুদেব কি বলেন?"

অচ্যুতানন্দ।—"শ্যামসুন্দর দেখ্‌বেন সে ত ভাল কথা। তবে আর কি? এই পরামর্শই ঠিক। এখন চল জগন্নাথপুরে যাওয়া যাউক।"

সত্যেন্দ্র। এবেলা এখানে সকলের সেবা হোক।

অচ্যুতানন্দ। তাই হোক।

উপসংহার।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

আর কিছু না বলিলেও চলিত। ইহার পর কি হইল, তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। তথাপি দুই চারি কথা সংক্ষেপে বলা মন্দ নহে।

তাহার পর সৌদামিনীর সঙ্কল্পিত দেব-প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইলে, শ্রীমদচ্যুতানন্দের সমক্ষে শ্যামসুন্দর কমলাকে রাধিকাপ্রসাদের হস্তে ও বালিকা বিমলাকে সত্যেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পাঠকগণ, একবিংশতিবর্ষীয় যুবকের হস্তে পঞ্চম-বর্ষীয়া বালিকার সম্প্রদান শুনিয়া হাসিবেন। কিন্তু ইহাতে লৌকিক কিছুই নাই। মনে করুন! ইহা সত্যের সহিত বিমল কৃষ্ণ-প্রেমের মিলন। এ মিলনে কামগন্ধ নাই, যুগল হইয়া যুগলের সেবাই ইহার চরম লক্ষ্য

এই বিবাহের পর, জ্ঞানেন্দ্র, শ্রীশঙ্করানন্দের চরণোপান্তে, সেই মনোহরপুরের মনোহর উদ্যানেই রহিলেন

প্রতাপ, মা আনন্দময়ীর সম্মুখে থাকিয়া নিরন্তর সেই আনন্দময়ের নাম-জপে নিযুক্ত থাকিলেন। মহেশ্বর, প্রকাশ ও রাধিকা

মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার ভাব-পুষ্টি করিতে লাগিলেন।

সৌদামিনী নিরন্তর গোপালের নৃত্য দেখিয়া আর তাঁহাকে নবনীত ভোজন করাইয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন।

রাধিকানাথের কমলা, রাধিকানাথের সহিত মিলিত হইয়া, স্বামী-সঙ্গে সেই রাধিকানাথের চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারা যুগল হইয়া যুগলের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। কমলার সংসারে কমলা অচলাই রহিলেন।

শ্যামসুন্দর এই তিনটি জমিদারীর তত্ত্বাবধান-কার্য্য গুরুদেবের কৃপায় সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

আর, সত্যেন্দ্র ও বিমলা অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিয়া আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সকলের ভাগ্যে যাহা হওয়া উচিত হইল। তিনি শ্মশানেশ্বরের মন্দির পরিষ্কার করাইয়া নিজে তাঁহার নিত্য সেবা করিতে লাগিলেন।

সত্যেন্দ্র যখন, শ্মশানেশ্বরের পূজা শেষ করিয়া মহাকালীর পূজায় বসিতেন, তখন এক এক দিন তাঁহার জননীর কথা মনে পড়িত। তখন তিনি গাইতেন—

"ওমা, ওমা ওমা ব'লে
আমি সে দিন ডেকেছিলাম।
যে দিন আমায় আন্‌লি ভবে মা
সে দিন তোরে পেয়েছিলাম।
তু'ই মা কত যতন ক'রে,
রাখ্‌লি আমায় হৃদয়'পরে
স্তন্য-সুধা দিয়ে মোরে
বাঁচালি তা দেখেছিলাম।
কেন মা নিদয়া হলি,
খেলাবার খেলানা দিলি,
আমায় হেথা ফেলে গেলি,
সব দেখি অন্ধকার—
আর ভাল লাগে না খেলা,
দেখ্ না কত হ'লো বেলা,
আয়না মা শুখালো গলা
(আমি) ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলে মলাম।
কৃষ্ণদাস কর আমারে,
রেখো না মা আমার ঘোরে,
এ ভবের খেলা সকল মিছে
বুঝেছি এবার—
পেলে তোমার কৃপার কণা
সে ধন মেলা ভার হবে না
অকিঞ্চনের আনাগোনা
ঘচবে মনে ভেবে নিলাম।

এইরূপে সকলের দিন কাটিতে লাগিল।

অচ্যুতানন্দ চিরকাল এ জগতে আছেন। লোকে তাঁ'রে না চিনিলেও চিরকালই থাকিবেন। প্রতাপ, জ্ঞান প্রভৃতি এরা কে থাকিবে না থাকিবে জানি না।

অকিঞ্চন।

সম্পূর্ণ

দশভুজা।

হৃদয়-মাঝারে, আজিরে কাহারে, মা বোলে ডাকিতে দেখিতে পাই
নাশিতে দুর্গতি, শ্রীদুর্গা-মূরতি, দুর্গা দুর্গা বল ভাবনা নাই॥
মহিষাসুরের কি পুণ্য না জানি, স্কন্ধে তার মার বাম পদখানি,
অপর চরণ ল'বে সে কারণ কত জেদ তার দেখরে ভাই॥
সিংহোপরে মার দক্ষিণ চরণ, জবার্ঘ্য-চন্দন তাহে সুশোভন,
অসুরে কেশরী করেছে দংশন, সে পদ-পঙ্কজ দিবে না তাই॥
পাশ-ঘণ্টাঙ্কুশ-খেটক্-শরাসন, বাম পাঁচ করে পাঁচ প্রহরণ,
অসি-চক্র-শূল-শক্তি-খরশর, অপর পঞ্চকে ধরা [illegible] ভাই।
অসি চর্ম্ম করে যেন বীর কত, মার সনে শিশু সমাবেশে রত,
রঙ্গ দেখে তা'র হাসি মুখে মার, তা'র সনে খেলা করেন তাই।
শিশু সনে মার দেখিতে কৌতুক, উপস্থিত হর রবি চতুর্ম্মুখ,
আর দেব যত, মুনি ঋষি কত, সবে সমবেত বাকি তো নাই॥
বাম করে তার ধরি কেশ পাশ, পাশাষ্টক পাশে করেন বিনাশ,
হৃদয়ে ত্রিশূল হানা সে কেবল ত্রিতাপ তাহার নাশিতে ভাই॥
বীর-ভাবে দেখ সিদ্ধি নহে দূর, সর্ব্বসিদ্ধি-লাভ করিল অসুর,
লক্ষ্মী সরস্বতী, দেবসেনাপতি, সিদ্ধি-দাতা নিজে হাজির ভাই॥
অসুরে সুরত্ব কত দয়া মার, দুর্গা দুর্গা নামে দুর্গমে নিস্তার,
ডাক দুর্গা বোলে ও চরণ তলে বোধানন্দনাথ পাবি রে ঠাঁই॥

সাময়িক সংবাদ ও সমালোচনা।

গ্রহসংবাদ।—আগামী ৫ই কার্ত্তিক রবিবার, **সূর্য্যগ্রহণ** হইবে। ঐ গ্রহণ, গ্রীণীচের ৫২°।৫৩' পূর্ব্ব দেশান্তর হইতে ১৭৬°।৩০' পূর্ব্ব দেশান্তরের মধ্যে এবং পশ্চিম দেশান্তরের ১৬৬°।১৪' পরবর্ত্তী চতুর্দ্দশ অংশ মধ্যে স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইবে। মধ্য এসিয়াতেই পূর্ণগ্রাস অনেক স্থানে দৃষ্ট হইবে। তন্মধ্যে আমাদের দেশের নিকট তিব্বতের লাসানগরের কাছে অক্ষ ৩০°।১৪' উত্তর ও গ্রীঃ দেশান্তর ৭৯°।১২' পূর্ব্বে এবং উঃ অক্ষাংশ ৮৮।১১ গ্রীঃ পূঃ ৩৫।৩৩' এবং চীনের দক্ষিণাংশে ১০৪°।১১' পূর্ব্ব-দেশান্তর ২৪°।৫৪' উঃ অক্ষে পূর্ণগ্রাসে দেখা যাইবে। ভারতবর্ষের কোনও স্থানেই পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হইবে না। নিম্নে কয়েকটি স্থানের গ্রহণ কাল লিখিত হইল। উহা স্থানীয় কাল।

স্থান		স্পর্শ	মধ্য	মোক্ষ
কলিকাতা	দিবার্দ্ধ	৭।২৫।৪৪	৮।৩৮।৪৮	৯।১০।২।১২
মান্দ্রাজ	„	৭।২৩।১৮	„ ৮।১৮।০	„ ৯।৮।০
বোম্বাই	„	৬।৩০।৪৮	„ ৭।২৫।৩০	„ ৮।২৪।১৮

প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, যে, পূর্ব্ব-স্বীকৃত পত্রিকাগুলির পর, ১১। প্রতিবাসী (সুলভ মাসিক পত্রিকা) শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, নিয়মিত প্রাপ্ত হইতেছি। মূল্য ডাক মাশুল সমেত বার আনা। নানা বিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ। লেখা মন্দ হইতেছে না। উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত। গত বৈশাখ হইতে হইতে বাহির হইতেছে। এতদ্ব্যতীত—

১। **বিশুদ্ধ** দৈনিক গ্রহস্ফুট ১২৯১ সাল—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য চারি আনা।

২। **স্বারাজ্য সর্ব্বস্বম্‌**—শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ তীর্থস্বামী প্রণীতম্‌। মূল্য তিন আনা।

৩। **শ্রীকণ্ঠামৃতার্ণবঃ**— শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ তীর্থকৃতঃ। মূল্য দুই আনা।

৪। **সদ্‌গুরুসর্ব্বস্বম্‌**— শ্রীমৎ বৈদ্যোপাধ্য নারায়ণকবিবিরচিতম্‌।

এবং ৫। **শ্রীমন্নীলকণ্ঠ** যমিবর বিরচিত শ্রীসৌভাগ্যলহরী, শ্রীবিষ্ণু-নবরত্ন-স্তুতিঃ, অদ্বৈতকলা-আর্য্যশতী, শ্রীহরিভক্তি-মরন্দস্তুতিশ্চ শেষ দুই খানির মূল্য নির্দ্দিষ্ট নাই।

৬। **শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত**—শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

৭। **মহামন্ত্র**—শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

৮। **বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি**—(স্তোত্রম্‌) শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত। শ্রীরসিক চন্দ্র দাস মহাশয় কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। এই তিন খানি গ্রন্থ বৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয় হইতে অধিকারী মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছেন।

৯। **কুঞ্জ-কালী**—শ্রীযুক্ত কালী চরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

১০। প্রবন্ধাষ্টক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্‌; এ, প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

এবারে আমরা এই দশ খানি গ্রন্থ সমালোচনার্থ পাইয়াছি আমাদের অভিপ্রায় শীঘ্র প্রকাশে যত্ন করিব।

থানেশ্বরের মেলা।—আগামী ২৩এ অক্টোবর ৬ই কার্ত্তিক সোমবার পঞ্জাবের অন্তর্গত কুরুক্ষেত্র-থানেশ্বরে এক বিরাট মেলা হইবে। পূর্ব্বদিন রবিবার সূর্য্য গ্রহণ উপলক্ষে এই মেলা।

বঙ্গবাসী।

দান।—কলিকাতা আহিরীটোলার প্রসিদ্ধ মিত্রবংশের কুলপ্রদীপ শ্রীযুত কুমার-কৃষ্ণ মিত্র কলিকাতায় বহুবাজারের "আতুর-আশ্রমে" পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। কুমার বাবুর সহৃদয়তা ও দানশীলতা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সদনুষ্ঠানে সাহায্যদান তাঁহার পক্ষে নূতন নহে। আশীর্ব্বাদ করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ সৎকার্য্যে জীবন সার্থক করুন। (বসুমতী)